বিজ্ঞাপন

—০ঃ০—

জগৎপাতা পরাৎপর জগদীশ্বরের প্রসাদে ও অনুগ্রাহক পাঠকবর্গের অনুগ্রহে আমি শান্তি পর্ব্ব প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বে এরূপ আশা করি নাই যে, এই অল্প দিনের মধ্যে মহাসমুদ্র স্বরূপ ভারতের শান্তি পর্ব্ব মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। কালের যে রূপ কুটিল গতি, তাহাতে এই জগতে এমন কোন বস্তুই নাই যাহা সর্ব্বভুক্ কালের কবলগত না হয়, এই সর্ব্বক্ষণ কালের শুভাশুভ বিচার বা সদসদ্ বিবেচনা নাই। কাল যখন যাহাকে আক্রমণ করিবে তখনই তাহাকে কবলগত করিয়া থাকে, অতএব কোন কার্য্য যে অচির কাল মধ্যে সম্পন্ন হইবে এরূপ কিছুমাত্র বিশ্বাস করা যায় না; বিশেষতঃ এক্ষণ কার অধিকাংশ লোকের রুচিভিন্ন প্রকার অধিকাংশ ব্যক্তিই নাটকাদি পাঠ করিতে বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ করিয়া থাকেন, হায়! কি আক্ষেপের বিষয় অদ্য যিনি পরম হিন্দু ও পরম ধার্ম্মিক বলিয়া সমাজে পরিচিত আছেন, কল্য দেখি তিনি বা তাঁহার পুত্রেরা ঘোরতর নাস্তিক হইয়াছেন, পূর্ব্বে "মহাভারত'—এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রে শরীর ও গৃহ পবিত্র হইত, কিন্তু কি দুঃখের বিষয় এক্ষণে সেই মাহা-ভারতকে তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন না, ভাগবতকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন না, তবে তাঁহারা যে আর কাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিবেন, বলিতে পারি না, বোধ হয় ডুবাস বা গালিলিওর জীবন চরিতকে ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকিবেন, বস্তুতঃ অসীম প্রভাব কাল সকলই করিতে পারেন। যাহা দ্বারা জ্ঞান লাভ, ধর্ম্মলাভ ও পরমার্থ লাভ হয়, তাঁহারা ভারতাদি সেই সকল সৎশাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করেন না। ইহা সমধিক দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

এই শান্তি পর্ব্বে রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষ ধর্ম্ম এই এই চারিপ্রকার ধর্ম্মের বিষয় বিশেষ রূপ বর্ণিত আছে, ফলতঃ এই শান্তি পর্ব্ব ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমস্থিত ব্যক্তি মাত্রেরই বিশেষ প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। মহর্ষি বেদব্যাস মানবগণের মহোপকার সাধনার্থই এই শান্তি পর্ব্ব রূপ কল্পপাদপের সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব শান্তি পর্ব্ব যে ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য ইহা নির্দ্দেশ বাহুল্য মাত্র।

মুক্তাগাছা নিবাসী শাস্ত্রানুরাগ পরায়ণ দেশহিতৈষী বিদ্যানুরাগী রাজশ্রী সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর মহোদয়ের অনুগ্রহে ও আনুকূল্যে এই শান্তি পর্ব্বের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই সদাশয় পরোপকার পরায়ণ মহোদয় অসাধারণ পরোপকারিতা, নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা ও অপরিসীম বদান্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ পরম্পরায় বশীভূত হইয়া আমার অনুষ্ঠিত মহাভারতের হিতসাধনার্থ যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহা সামান্য লিপি দ্বারা লিখিয়া শেষ করা যায় না, এমন কি তিনি স্বীয় প্রজাবর্গের নিকট চাঁদা স্বরূপে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া মহাভারতের সাহার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যদিচ বর্ত্তমান বৎসরে তদীয় প্রজাবর্গের কষ্ট নিবন্ধন কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় নাই, বোধ হয় আগামী বর্ষ হইতে সে বিষয় কৃত-কার্য্য হওয়া যাইবে সন্দেহ নাই, ফলত উক্ত মহোদয় যে আমার ভারতের প্রধান হিতৈষী ও উৎসাহদাতা ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব এবং এই কার্য্য দ্বারা তিনিও পরম পবিত্র ধর্ম্ম ও বিপুল যশোলাভে অধিকারী হইবেন ইহা ভারতের গ্রাহক পাঠক সকলেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। অলমতি বিস্তরেণ—

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
দাতব্য মহাভারত প্রকাশক।

—০:০—

স্ত্রীপর্ব্বের সূচীপত্র।

জলপ্রদান পর্ব্বাধ্যায়।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রাদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়।

স্ত্রীপর্ব্বের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

শান্তি পর্ব্বের সূচীপত্র।

রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়।

আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

এবং শত্রুবিহীন হইয়া সুহৃদ্গণের প্রীতি সমুৎপাদন করিয়াছেন ত? আর সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতি হইয়া শোক হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন ত? ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে তপোধন! আমি মহামতি হৃষীকেশ, বৃকোদর ও ধনঞ্জয়ের ভুজবলে এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রসাদে এই পৃথিবী পরাজয় করিয়াছি; কিন্তু আমার রাজ্যলোভ নিবন্ধন জ্ঞাতিকুলক্ষয় এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অভিমন্যুর বিনাশ হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে এই জয়লাভ পরাজয়ের ন্যায় জ্ঞান হইতেছে। আমার হৃদয় দুঃখানলে সাতিশয় দগ্ধ হইয়াছে। হায়! মহামতি বাসুদেব দ্বারকায় গমন করিলে, সুভদ্রা তাঁহাকে কি কহিবেন! আমাদিগের হিতাভিলাষিণী এই যাজ্ঞসেনী পুত্র ও বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়া আমাকে সাতিশয় ব্যথিত করিতেছেন। বিশেষতঃ আর্য্যা কুন্তী এক বিষয় গোপন করাতে আমি একান্ত দুঃখিত হইয়াছি। এক্ষণে সেই বিষয় আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি ইহলোকে দশ সহস্র মাতঙ্গ সদৃশ বলবীর্য্যশালী, অপ্রতিরথ, সিংহের ন্যায় দর্পিত, করুণাপরতন্ত্র, যতব্রত, বদান্য, অভিমানী বিচিত্র যোদ্ধা ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রধান আশ্রয় ছিলেন, যিনি প্রত্যেক যুদ্ধে আমাদিগের প্রতি শর বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর কর্ণ কুন্তীর গূঢ়োৎপন্ন পুত্র ও আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বীরগণের সলিলক্রিয়া সম্পাদন করিবার সময় জননী কুন্তী সেই মহাবীরকে দিবাকরের ঔরসজাত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বে জননী সেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুত্রকে মঞ্জুষামধ্যে স্থাপিত করিয়া ভাগীরথীর স্রোতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। লোকে কর্ণকে রাধাগর্ভসম্ভূত বলিয়া অবগত ছিল, কিন্তু তিনি আর্য্যা কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও আমাদিগের সহোদর ভ্রাতা। আমি ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইতে না পারিয়া রাজ্যলোভনিবন্ধন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে সেই ভ্রাতৃবধজনিত প্রবল শোক অনল যেরূপ তূলরাশি দগ্ধ করিয়া থাকে, সেই রূপ আমার কলেবর দগ্ধ করিতেছে। পূর্ব্বে কি ধনঞ্জয়, কি বৃকোদর, কি নকুল, কি সহদেব, কি আমি, আমরা কেহই তাহাকে ভ্রাতা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই; কিন্তু তিনি আমাদিগকে জানিতে পারিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, আর্য্যা কুন্তী আমাদিগের শান্তিলাভার্থ তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, বৎস! তুমি আমার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ; অতএব তুমি আমার বাক্য রক্ষা কর। মহামতি কর্ণ জননী কুন্তীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভীষ্ট সাধন করিবার নিমিত্ত স্বীকৃত না

হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, জননি! আমি যুদ্ধসময়ে রাজা দুর্য্যোধনকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কুরুরাজকে পরিত্যাগ করিলে, সকলেই আমাকে অনার্য্য, নৃশংস ও কৃতঘ্ন বলিয়া জ্ঞান করিবে। বিশেষতঃ আমি যদি এক্ষণে আপনার অনুরোধে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করি, তাহা হইলে, সকলে আমাকে ধনঞ্জয়ের ভয়ে ভীত জ্ঞান করিবে; অতএব আমি কৃষ্ণের সহিত ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিব। তখন আর্য্যা কুন্তী কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তবে তুমি আমার অন্য চারি পুত্রকে অভয় প্রদান করিয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। বুদ্ধিমান্ কর্ণ জননীর এই বাক্য শ্রবণে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, মাতঃ! আমি তোমার অন্য চারি পুত্রকে কোনক্রমেই সংহার করিব না। হয়, আমি ধনঞ্জয়ের হস্তে নিহত হইব, না হয়, ধনঞ্জয় আমার হস্তে নিহত হইবে। যাহা হউক, আপনার পাঁচ পুত্রই জীবিত থাকিবে, তাহার সন্দেহ নাই। ঐ সময় জননী কুন্তী কর্ণমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে, বৎস! তুমি যে সমুদয় ভ্রাতৃগণের সঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, তাঁহাদিগের শুভানুষ্ঠান করিতে বিশেষরূপ চেষ্টা করিও, এই কথা বলিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

হে মহর্ষে! এক্ষণে সেই মহাধনুর্দ্ধর মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ অর্জ্জুনশরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি এত দিনের পর আর্য্যা কুন্তীর মুখে ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কর্ণকে জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া অবগত হইলাম। হায়! ভ্রাতৃবধজনিত শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! মহাবল কর্ণ ও ধনঞ্জয় আমার সহায় থাকিলে, আমি দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিতে সমর্থ হইতাম। আমি কৌরবসভামধ্যে দুর্ম্মতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের দৌরাত্ম্য সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম; কিন্তু তৎকালে কর্ণকে দেখিয়াই আমার ক্রোধ শান্তি হইয়াছিল। দ্যূতক্রীড়াকালে মহাবলশালী কর্ণ দুর্য্যোধনের হিতকামনায় আমার প্রতি বিবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কোন কুবাক্য প্রয়োগ করি নাই। তৎকালে তাঁহার চরণদ্বয় দর্শন করাতে আমার ক্রোধ শান্তি হইয়াছিল। ঐ মহাবীরের চরণযুগল জননী কুন্তীর পাদদ্বয়ের তুল্য ছিল। আমি ঐ সাদৃশ্যের কারণ জানিবার নিমিত্ত বিশেষরূপ যত্নবান্ হইয়াছিলাম, কিন্তু কোন

ক্রমেই এত দিন উহার অনুসন্ধান পাই নাই। যাহা হউক, বসুমতী কি জন্য কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিয়াছিলেন এবং ঐ মহাবীরই বা কি নিমিত্ত শাপগ্রস্ত হন, আপনি তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন। আপনি অবনীর সমস্ত বৃত্তান্তই পরিজ্ঞাত আছেন।

—০*০—

দ্বিতীয় অধ্যায়। ২।

হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকার কহিলে, তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, রণস্থলে ধনঞ্জয় ও কর্ণের অসাধ্য কিছুই ছিল না। আমি এক্ষণে কর্ণের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। ঐ বৃত্তান্ত দেবতারাও জানিতে পারেন নাই। ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধমৃত্যুজনিত স্বর্গপ্রাপ্তি হইবার নিমিত্তই দৈবপ্রভাবে অনূঢ়া কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। কর্ণ বাল্যকালে সূতপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহামতি দ্রোণাচার্য্যের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর, বৃকোদরে ও ধনঞ্জয়ের পরাক্রম, তোমার বুদ্ধি, নকুল ও সহদেবের বিনয়, কেশবের সহিত অর্জ্জুনের সখ্যভাব এবং তোমাদিগের প্রতি প্রজাগণের অনুরাগ চিন্তা করিয়া নিরন্তর মনে মনে দগ্ধ হইতেন এবং তন্নিবন্ধনই বাল্যকালে কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করেন। তোমরা প্রতিনিয়ত স্বভাবতঃ তাঁহার দ্বেষ করিতে। ঐ মহাবীর অর্জ্জুনকে ধনুর্ব্বেদে অপেক্ষাকৃত নিপুণ সন্দর্শন করিয়া এক দিন নির্জ্জনে আচার্য্য দ্রোণের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গুরো! আপনি আমাকে মন্ত্রের সহিত ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করুন। ধনঞ্জয়ের সদৃশ যোদ্ধা হইতে আমি বাসনা করিয়াছি। আপনি কি পুত্র, কি শিষ্য, সকলের প্রতিই সমানই স্নেহ করিয়া থাকেন; অতএব অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার এই কামনা পূর্ণ করুন; পণ্ডিতগণ আপনার প্রাসাদে আমাকে যেন অকৃতাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারেন। সেই অর্জ্জুন-পক্ষপাতী আচার্য্য দ্রোণ কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি তাঁহার অত্যাচার বাসনা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কহিলেন, কর্ণ! নিত্য ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ বা তপস্বী ক্ষত্রিয় ব্যতিরেকে অন্য কাহারও এই ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞাত হইবার অধিকার নাই।

মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ আচার্য্য দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে পরশুরামের নিকট উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আপনাকে ভৃগুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ সময় পরশুরাম কর্ণকে স্বাগত প্রশ্ন ও নাম জিজ্ঞাসা করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ পরশুরাম কর্ত্তৃক এইরূপ অনুগৃহীত হইয়া সেই স্বর্গ সদৃশ মহেন্দ্রপর্ব্বতে অবস্থিতি করন, ভার্গবের নিকট বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই পর্ব্বতে গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ ও দেবগণের সর্ব্বদা সমাগম হইত। মহাবীর কর্ণ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের নিতান্ত প্রিয় হইলেন।

এক দিন কর্ণ শরাশন ও খড়্গ ধারণ করিয়া আশ্রমের অনতিদূরবর্ত্তী সাগরতীরে স্বেচ্ছানুসারে শরবর্ষণ করত একাকী পর্য্যটন করিতেছিলেন, দৈবাৎ তাঁহার শরপ্রহারে এক ব্রহ্মবাদী অগ্নিহোত্ররক্ষক ব্রাহ্মণের হোমধেনু নিহত হইল। তদ্দর্শনে মহামতি কর্ণ সাতিশয় ভীত ও বিষণ্ণ হইয়া সেই ব্রাহ্মণসন্নিধানে উপনীত হইয়া বিনয় পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি মোহবশতঃ আপনার হোমধেনু নিহত করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। দ্বিজবর কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, রে দুরাত্মন্! তুই আমার বধ্য। তোকে এই দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। তুই যাহার সহিত সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিস্ এবং যাহাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিস্, তাহারই সহিত সংগ্রাম করিবার সময় বসুমতী তোর রথচক্র গ্রাস করিবেন। চক্র ভূগর্ভে প্রবেশ করিলে, শত্রু তোর মস্তক ছেদন করিবে। তুই যেরূপ প্রমত্ত হইয়া আমার হোমধেনুকে বিনষ্ট করিয়াছিস্, সেইরূপ প্রমত্তাবস্থাতেই বিপক্ষ তোর মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে। দ্বিজবর এই রূপ অভিসম্পাত করিলে কর্ণ বিবিধ রত্ন ও গো দান দ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দ্বিজবর কিছুতেই শান্ত না হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, কর্ণ! আমার বাক্য কোনক্রমেই মিথ্যা হইবে না। এক্ষণে তুমি এই স্থানে বা অন্যত্র গমন, অথবা তোমার আর যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। তখন কর্ণ ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া অধোবদনে শঙ্কিত মনে শাপবিষয় চিন্তা করিতে করিতে পরশুরামের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়। ৩।

নারদ কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! এ দিকে মহাবীর পরশুরাম কর্ণের ভুজবল, প্রণয়, ও শুশ্রূষায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিধি পূর্ব্বক প্রয়োগসংহারমন্ত্র সমবেত সমুদায় ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করাইলেন। মহাবীর কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়া পরম যত্নসহকারে ধনুর্ব্বেদ পর্য্যালোচনা করত সেই পর্ব্বতে পরম সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এক দিন উপবাস-পরিক্লিষ্ট পরশুরাম আশ্রমের অনতিদূরে কর্ণের সহিত পর্য্যটন করিতে করিতে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া কর্ণের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপিত করিয়া বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রাগত হইলেন। সেই সময় এক শ্লেষ্মশোণিতপায়ী মেদ-মাংসাভিলাষী দারুণ কীট কর্ণের সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার উরুদেশ ভেদ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর কর্ণ গুরুর নিদ্রাভঙ্গভয়ে সেই কীটকে দূরে নিক্ষেপ বা বিনষ্ট করিতে না পারিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সেই কীটদংশনজনিত নিদারুণ বেদনা সহ্য করত কম্পিতকলেবরে গুরুকে ধারণ করিতে লাগিলেন; কিয়ৎক্ষণপরে কর্ণের উরুদেশ হইতে শোণিত নির্গত হইয়া পরশুরামের কলেবর সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন জমদগ্নিতনয় জাগরিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া কর্ণকে কহিলেন, আঃ আমি কি অশুচি হইলাম! তুমি কি কার্য্য করিতেছ, ভয় পরিহার পূর্ব্বক আমার নিকট বিশেষরূপ বর্ণন কর। সেই সময় কর্ণ গুরুর নিকট কীটদংশনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পরশুরাম কর্ণের এই বাক্য শ্রবণে সেই অষ্টপাদ কীটের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। সেই কীট অলর্ক জাতীয়। উহার দেহ শূকরের ন্যায়, দন্ত তীক্ষ্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ সূচীসদৃশ লোমজালে সমাবৃত। যমদগ্নিতনয় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র ঐ কীট সেই রুধির মধ্যে জীবন পরিত্যাগ করিল। সেই সময় অন্তরীক্ষে এক কৃষ্ণবর্ণ লোহিতগ্রীব রাক্ষস লক্ষিত হইল। সেই নিশাচর পরশুরামকে সম্বোধন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, হে ভৃগুবংশাবতংশ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমাকে এই নিদারুণ নরক হইতে পরিত্রাণ করিলেন। এক্ষণে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম। ঐ সময় প্রবলপ্রতাপশালী মহাবাহু যমদগ্নিনন্দন তাঁহাকে কহিলেন, হে বীর! তুমি কে, এবং কি নিমিত্তই বা নিরয়গামী হইয়াছিলে? আমার নিকট বর্ণন কর। নিশাচর কহিল, ব্রহ্মন্! সত্যযুগে আমি দংশনামে মহাসুর ছিলাম। আপনার পূর্ব্ব পিতামহ

মহর্ষি ভৃগুর অপেক্ষা আমার বয়ঃক্রম ন্যূন ছিল না, আমি পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সেই মহর্ষির প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছিলাম; তন্নিবন্ধন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে "শ্লেষ্মমূত্র ভোজী কীট হও" বলিয়া শাপ প্রদান করেন। আমি তাঁহার শাপে সাতিশয় ভীত হইয়া শাপ বিমোচনার্থ তাহার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিলাম। তখন তিনি আমার কাতরোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক কৃপাপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, আমার বংশে সমুৎপন্ন রাম হইতে তুমি মুক্তিলাভ করিবে। হে ভগবন! সেই মহর্ষির শাপপ্রভাবে আমি এই প্রকার দুর্গতি লাভ করিয়াছিলাম! এক্ষণে আপনার প্রসাদে আমি পাপযোনি হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইলাম। মহাসুর এই কথা কহিয়া পরশুরামকে নমস্কার পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

নিশাচর প্রস্থান করিলে জমদগ্নিপুত্র ক্রুদ্ধচিত্তে কর্ণকে কহিলেন হে মূঢ়! কীটদংশনে তুমি যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছ, ব্রাহ্মণে তদ্রূপ কষ্ট কদাচ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। তোমার সহিষ্ণুতা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় দেখিতেছি, অতএব শীঘ্র আমার নিকট সত্য পরিচয় প্রদান কর। তখন কর্ণ ভীত হইয়া গুরুকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত কহিলেন, ভগবন্! আমি সূতপুত্র, সূতনন্দিনী রাধা আমার মাতা; আমার নাম কর্ণ। আমি অস্ত্র প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত আপনার শিষ্য হইয়াছি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বেদ বিদ্যাপ্রদ গুরু পিতার সদৃশ, এই নিমিত্ত আপনার নিকট আমি ভৃগুবংশসম্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম। মহাবীর কর্ণ এই কথা বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিত-কলেবরে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় পরশুরাম কর্ণকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া রোষভরে ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন, সূতপুত্র! তুমি অস্ত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়াছ, অতএব এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার বিনাশ কালে বা সঙ্কট সময়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে না। আর এই স্থান মিথ্যাবাদী লোকের অবস্থিতি করিবার উপযুক্ত নহে; অতএব তুমি এস্থান হইতে যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর। যাহা হউক, অতঃপর কোন ক্ষত্রিয়ই তোমার সহিত সমান যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। সেই সময় মহাবীর কর্ণ পরশুরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কুরুরাজ! আমি সমুদয় অস্ত্র শস্ত্রে নিপুণতা প্রাপ্ত হইয়াছি।

চতুর্থ অধ্যায়। ৪।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাবীর কর্ণ এই প্রকারে পরশুরামের নিকট অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের সহিত পরম আনন্দে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে রাজগণ কলিঙ্গ দেশের রাজা চিত্রাঙ্গদের রাজধানী রাজপুর নামক নগরে কন্যা লাভার্থ সয়ম্বর সভায় গমন করিতে লাগিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধনও ঐ সম্বাদ শ্রবণ করিয়া কর্ণের সহিত সুবর্ণখচিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তথায় মহারাজ শিশুপাল, জরাসন্ধ, ভীষ্মক, বক্র, কপোতরোমা, নীল, রুক্মি, স্ত্রীরাজ্যাধিপতি শৃগাল, অশোক, শতধন্বা, ভোজ ও বীর এবং দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দেশস্থিত সুবর্ণাঙ্গদধারী কাঞ্চনবর্ণ ব্যাঘ্রের ন্যায় বল মদমত্ত ম্লেচ্ছাধিপতি মহীপালগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সমুদয় মহীপাল সয়ম্বর সভায় উপবেশন করিলে রাজকন্যা ধাত্রী ও বর্ষ— গুরুকে ভিব্যাহারে সেই সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া ধাত্রীমুখে রাজ[illegible] শ্রবণ ও পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে লা[illegible]। তিনি ক্রমে দুর্যোধনকেও অতিক্রম করিলেন। বলদর্পিত রাজা দুর্য্যোধন উহা সহ্য করিতে না পারিয়া অন্যান্য ভূপালগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক ভীষ্ম ও দ্রোণের বলবীর্য্য সাহায্যে সেই কন্যাকে রথে আরোপিত করিয়া গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর কর্ণ রথারোহণ পূর্ব্বক খড়্গ গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কুরুরাজ দুর্য্যোধন মহীপালগণের সাক্ষাতে কন্যা হরণে প্রবৃত্ত হইলে, ভূপালগণ যুদ্ধ করিবার মানসে তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন এবং বর্ম্ম ধারণ ও রথযোজনা পূর্ব্বক সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া জলদজাল যেরূপ শৈলদ্বয়ের উপর বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ দুর্য্যোধন ও কর্ণের উপর নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় মহাবীর কর্ণ এক এক শরে তাঁহাদিগের শর ও শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ধরাতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার লঘুহস্ততা প্রভাবে সেই শর শরাসন ধারী গদাযুদ্ধবিশারদ বীরগণ একান্ত ব্যাকুল ও পরাজিত হইয়া ভগ্নান্তঃকরণে স্বয়ং অশ্বসঞ্চালন পূর্ব্বক সমরভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধনও কর্ণের বাহুবীর্য্যে পরিরক্ষিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তিনানগরে উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়। ৫।

হে রাজন্! অনন্তর মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধ কর্ণের বলবীর্য্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও সত্বরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই দিব্যাস্ত্রবেত্তা বীরদ্বয়ের বহুক্ষণ ঘোরতর অস্ত্রযুদ্ধ হইল। পরিশেষে তাহাদিগের শর, শরাসন ও খড়্গ নিঃশেষিত হইলে, তাহারা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর কর্ণ জরাসন্ধের সহিত বাহুযুদ্ধ করত তাহার জরারাক্ষসী সংযোজিত কলেবরের সন্ধি বিশ্লেষিত করিলেন। তখন মহাবীর জরাসন্ধ আপনার কলেবরের বিকার সন্দর্শন করিয়া বৈরভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে মালিনীনাম্নী নগরী প্রদান করিলেন।

হে মহারাজ! কর্ণ অঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন এবং দুর্য্যোধনের অনুমতিক্রমে চম্পা নগরী শাসন করিতেন। ইহা আপনি অবগত আছেন। তিনি এই প্রকারে শস্ত্রপ্রভাবে অবনীমণ্ডলে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র আপনার হিতসাধন করিবার নিমিত্ত কর্ণের নিকট তাহার সহজকবচ ও কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিলে, কর্ণ দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রকে ঐ সমুদয় প্রদান করেন। সেই মহারথ সহজকবচ কুণ্ডলবিহীন হইয়াছিল বলিয়া মহাবীর অর্জ্জুন হৃষীকেশের সাক্ষাতে তাঁহাকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! মহামতি কর্ণ সামান্য বীর ছিলেন না। অর্জ্জুন রুদ্র, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের অনুগ্রহে দিব্যাস্ত্র সমুদয় প্রাপ্ত হইয়াই তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিশেষতঃ সেই মহাবীর যদি পরশুরাম ও হোমধেনু বিনাশ নিবন্ধন ক্রুদ্ধ দ্বিজগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত না হইতেন, যদি তিনি কুন্তীর সাক্ষাতে ধনঞ্জয় ভিন্ন অন্য কোন পাণ্ডবকে সংহার করিব না বলিয়া অঙ্গীকার না করিতেন, যদি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র কর্ত্তৃক দেবমায়া প্রকাশিত ও কেশবের নীতি উদ্ভাবিত না হইত, যদি রথাতিরথ সংখ্যা সময়ে ভীষ্ম উহাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া নির্দ্দেশ ও মদ্রাধিপতি যুদ্ধকালে ঐ বীরের তেজ হ্রাস না করিতেন, তাহা হইলে ধনঞ্জয়, কোনক্রমেই সেই সূর্য্যসন্নিভ সূর্য্যতনয়কে সংহার করিতে পারিতেন না। হে ধর্ম্মরাজ! আপনার ভ্রাতা এই প্রকারে অভিশাপগ্রস্ত ও বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়া-

ছেন। অতএব এক্ষণে তাহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা আপনার বিধেয় নহে।

—০*০—

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! তপোধনাগ্রগণ্য নারদ এই কথা বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকসন্তপ্ত ও সাতিশয় চিন্তিত হইয়া দীনচিত্তে নিরন্তর অশ্রুবারি বিসর্জ্জন ও সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। শোকাকুলা কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। বৎস! শোকপরিহার পূর্ব্বক আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমি ও ভগবান্ সূর্য্য আমরা দুই জনে তুমি যে কর্ণের ভ্রাতা ইহা কর্ণকে বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপ যত্ন করিয়াছিলাম। ভগবান্ ভাস্কর স্বপ্নাবস্থায় সুহৃদের ন্যায় তাঁহাকে বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিতেন, আমিও বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবিধ অনুনয় করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা উভয়ই কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হই নাই। তৎকালে কর্ণ কোন প্রকারেই তোমার সহিত মিলিত হইতে অভিলাষী হইল না। ফলতঃ ক্রমে ক্রমে তোমাদিগের বিলক্ষণ প্রতিকুলাচারী হইয়া উঠিল। আমিও কর্ণকে একান্ত দুর্ব্বিনেয় বলিয়া বোধ করত উপেক্ষা করিলাম।

শোকার্ত্ত ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির মাতার মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পপূর্ণলোচনে কহিলেন, মাতঃ! আপনি কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত গোপন করাতেই আমাকে এই বিষম দুঃখ ভোগ করিতে হইল। অতএব আমি অভিসম্পাত করিতেছি যে, কোন লোকেই কোন রমণী কোন বিষয় গোপন করিতে পারিবে না। শোকসন্তপ্তচিত্ত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকারে স্ত্রী জাতির প্রতি শাপ প্রদান করিয়া পুত্র পৌত্র ও বন্ধুবান্ধবগণকে স্মরণ করত একান্ত উদ্বিগ্নান্তঃকরণে সধুম হুতাশনের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

—০:০—

সপ্তম অধ্যায়। ৭।

হে রাজন্! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারথ কর্ণকে স্মরণ করিয়া দুঃখিত চিত্তে বারম্বার বিলাপ ও পরিতাপ করত ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস

পরিত্যাগ করিতে করিতে ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন। আমরা জ্ঞাতিগণকে নিঃশেষিত করিয়া সাতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, এক্ষণে আর এ দুর্গতি ভোগ করিতে সমর্থ হইব না। চল, আমরা যাদব নগরে গমন পূর্ব্বক ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পরিভ্রমণ করি। কৌরবগণ আমাদিগের আত্মসদৃশ ছিল। আমরা তাহাদিগকে সংহার করিয়া আত্মবিনাশ করিয়াছি। সুতরাং আমরা আত্মঘাতী হইয়া কি প্রকারে ধর্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ হইব। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, বল, পৌরুষ ও অমর্ষে ধিক্! এক্ষণে আমরা এই সমুদায়ের প্রভাবেই এই বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াছি। ক্ষমা, ইন্দ্রিয়সংযম, শৌচ, বৈরাগ্য, অমৎসরতা, অহিংসা ও সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বনচারী সাধুলোকেরা প্রতিনিয়ত ঐ সমস্ত গুণের সেবা করেন। আমরা রাজ্য লোভে মোহ, অহঙ্কার ও অভিমান পরতন্ত্র হইয়া এই প্রকারে দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইলাম। যখন আমাদিগের বন্ধুবান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে, তখন কেহই ত্রৈলোক্যের রাজত্ব প্রদান করিয়াও আমাদিগকে পরিতুষ্ট করিতে পারিবে না। আমরা রাজ্যলোলুপ হইয়া অবধ্য মহীপালগণকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বন্ধুবিহীন হইয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছি। আমরা আমিষাভিলাষী কুক্কুরের ন্যায় রাজ্য গৃধ্নু হইয়া নিতান্ত বিপদাপন্ন হইলাম। পূর্ব্বে আমরা রাজ্য লাভ করিবার বাসনা করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে রাজ্য পরিত্যাগ করাই আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদিগের যে সমুদায় বন্ধুবান্ধব নিহত হইয়াছেন, সসাগরা সমগ্র মেদিনী, সুবর্ণরাশি এবং সমস্ত অশ্ব ও গোধনের বিনিময়েও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা যায় না। তাঁহারা হর্ষভরে মৃত্যুযানে আরোহণ পূর্ব্বক যমালয়ে গমন করিয়াছেন। পিতা তপোনুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ক্ষমা অবলম্বন করিয়া বহু কল্যাণযুক্ত পুত্র প্রাপ্ত হইতে বাসনা করেন এবং জননী উপবাস, যজ্ঞ, ব্রত ও মঙ্গলানুষ্ঠান পূর্ব্বক গর্ভ ধারণ করিয়া দশ মাস সেই দুর্ব্বহ গর্ভভার বহন করত মনে মনে চিন্তা করিতে থাকেন যে, আমার পুত্র নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হইয়া বহু দিবস জীবিত থাকিবে। আর বলিষ্ঠ ও সর্ব্বত্র সমাদরণীয় হইয়া আমাদিগকে ইহলোকে সুখী করিবে। আহা! এক্ষণে আমাদিগকে এই ঘোরতর যুদ্ধে যে সমুদায় মহাবীর কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদিগের জননীগণের ঐ সমুদয় বাসনা বিফল হইল। সেই হতভাগিনী কামিনীগণের যুবাপুত্রগণ পার্থিব ভোগ সকল উপভোগ না করিয়াই দেব ও পিতৃগণের ঋণজাল হইতে মুক্তি লাভ না

করিয়াই কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই বীরগণের বলবীর্য্য ও রূপ সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগের জনক জননীগণের অন্তঃকরণে বিবিধ শুভ প্রত্যাশা জন্মিবার কালেই উঁহারা জীবন পরিত্যাগ করিলেন। উঁহারা আর কোন কালেই জয়লাভ জনিত সুখ ভোগ করিতে পারিবেন না। পাঞ্চাল ও কৌরবগণ পরস্পর অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছেন। তাঁহারা যদি যুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে অনায়াসেই সেই স্বীয় স্বীয় উৎকৃষ্ট কার্য্যের উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিতে পারিতেন। আমরাই এই ভীষণজনক্ষয়ের প্রধান হেতু সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি এই দোষ অর্পণ করিতে পারা যায়। কুরুরাজ দুর্য্যোধন নিতান্ত শঠ, শুভদ্বেষী ও মায়াবী ছিল। আমরা তাহার কিছুমাত্র দোষ করিতাম না, তথাপি সে প্রতিনিয়ত আমাদিগের অপকার করিতে যত্নবান্ হইত। এক্ষণে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ বা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মনোবাসনা পূর্ণ হইল না। আমাদিগের জয়লাভ হয় নাই এবং তাহারাও জয়লাভ করিতে পারে নাই। পূর্ব্বে সেই নির্ব্বোধগণ আমাদিগের সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল এবং সেই নিমিত্ত কোন সময়েই সুস্থচিত্তে এই বসুমতী উপভোগ, নারীগণের সহিত বিহার, গীতবাদ্য শ্রবণ, ধনদান, বিত্তোপার্জ্জনের চেষ্টা এবং অমাত্য, সুহৃদ্ ও জ্ঞানবৃদ্ধগণের বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। রাজা ধৃতরাষ্ট্র শকুনির মুখে আমাদিগের অভ্যুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত বিবর্ণ ও কৃশ হইয়াছিলেন। তিনি দুর্য্যোধনের দুর্নীতি জানিতে পারিয়া পুত্রস্নেহবশতঃ বিদুর ও ভীষ্মের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিতেন। তিনি দুর্য্যোধন কি প্রকারে আমাদের ন্যায় সুখী হইবে, এই বিষয় চিন্তা করিয়াই দিবারাত্র অতিবাহিত করিতেন। তৎকালে রাজা ধৃতরাষ্ট্র লুব্ধস্বভাব যথেচ্ছাচারী রাজা দুর্য্যোধনকে নিবারণ করেন নাই বলিয়াই এক্ষণে আমার ন্যায় তাঁহারও সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। কুরুরাজ দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট ও বৃদ্ধ জনক জননীকে শোকানলে দগ্ধ করিয়া সাতিশয় অপযশোভাগী হইয়াছে। মহাত্মা হৃষীকেশ শান্তিসংস্থাপন করিবার নিমিত্ত গমন করিলে সেই দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন যুদ্ধ করিবার মানসে তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিল, সৎকুল সমুদ্ভূত আর কোন ব্যক্তিই সুহৃদের প্রতি সেইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। এক্ষণে আমাদিগকে সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দশ দিক্ দগ্ধ করিয়া আপনাদিগের দোষে চিরকাল দুঃখ ভোগ

করিতে হইবে। এক্ষণে আমাদিগের প্রবল বৈরি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। সেই দুর্ম্মতির অপরাধেই এই কুরুকুল উৎসন্নপ্রায় হইল এবং আমরাও অবধ্য জ্ঞাতিদিগকে সংহার করিয়া জনসমাজে অপযশোভাগী হইলাম।

পূর্ব্বে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কুলক্ষয়কর পাপপরায়ণ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া এক্ষণে সাতিশয় শোকাকুলিত হইয়াছেন। কৌরবপক্ষীয় সমুদয় বীর বিনষ্ট হওয়াতে তিনি পাপস্পৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার রাজ্যসম্পত্তিও অন্যে হস্তগত করিয়াছে। এক্ষণে আমরা শত্রু-দিগকে সংহার পূর্ব্বক ক্রোধশূন্য হইয়াছি বটে, কিন্তু দুর্নিবার শোকা-নলে দগ্ধ হইয়া আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছি। পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহার প্রচার, মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান, অনুতাপ, দান, তপস্যা, শান্তি, তীর্থগমন, শ্রুতিস্মৃতি পাঠ ও জপদ্বারা উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। লোকে ত্যাগশীল হইলে পাপানুষ্ঠানে বিরত হয়। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ত্যাগ পরায়ণ ব্যক্তি জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখভোগ হইতে বিমুক্ত হন। তিনি অনায়াসে মোক্ষপদ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে আমি তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া মুনিবেশ ধারণ পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিব। স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, লোকে ত্যাগপরায়ণ না হইলে কোনক্রমেই সমগ্র ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয় না। আমি রাজ্যাভিলাষী হইয়াই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে শ্রুতি অনুসারে ত্যাগশীল হইলে আমাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। আমি সমুদয় রাজসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া শোক দুঃখবিবর্জ্জিত হইয়া বনগামী হইব। আমি রাজ্য বা উপভোগ্য দ্রব্যে কিছুমাত্র বাসনা করি না। অতঃপর তুমিই নির্ব্বিঘে এই সসা-গরা বসুন্ধরা শাসন করিতে থাক। রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া তুষ্ণী-ম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়। ৮।

হে রাজন্! সেই সময় দৃঢ়পরাক্রম ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া সৃক্কণী লেহন করত গর্ব্বিত ভাবে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! অলৌকিক কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক ক্লীবের ন্যায়

রাজশ্রী পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করা সাতিশয় আক্ষেপের বিষয়। বিপক্ষগণকে সংহার পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে অবনীর অধিপতি হইয়া সমস্ত পরিত্যাগ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য সন্দেহ নাই। ক্লীব বা দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তিরা কোনক্রমেই রাজ্য লাভ করিতে পারে না। আপনি কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহীপালগণকে বিনষ্ট করিলেন? যে ব্যক্তি নিতান্ত ভাগ্যহীন, সে ব্যক্তি জনসমাজে কোনক্রমেই খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং যাহার পুত্র কলত্র ও পশু প্রভৃতি কিছুই নাই, সেই ব্যক্তিই অর্থ চিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। আপনি সমুদয় রাজ্য সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীচ জনোচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিলে লোকে আপনাকে কি বলিবে? আপনি কি নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় ঐশ্বর্য্যভোগে বঞ্চিত ও উদ্যম পরিহীন হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে অভিলাষ করিতেছেন? রাজবংশে জন্মগ্রহণ ও স্বীয় বাহুবলে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপতি হইয়া পরিশেষে ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। আপনি যজ্ঞক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবলম্বী হইলে অসাধুগণ কোনক্রমেই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে না; সুতরাং যজ্ঞনাশ নিবন্ধন আপনাকে পাপ ভোগ করিতে হইবে। মহারাজ নহুষ কহিয়াছিলেন যে, ইহ লোকে অকিঞ্চনতার বাসনা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। নির্ধনতা একান্ত নিন্দনীয়। মুনিগণই বিত্তোপার্জ্জন ও অর্থরক্ষা বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু ভূপালগণ কদাচ এরূপ কার্য্য করিতে চেষ্টা করেন না। লোকে ধনদ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্যের ধন অপহৃত হইলে ধর্ম্মও অপহৃত হইয়া থাকে। আমাদিগের অর্থ কেহ অপহরণ করিলে আমরা কদাচ তাহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করি না।

ইহলোকে দরিদ্রতা অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর কিছুই নাই। আমরা সমীপস্থিত দরিদ্রগণকে প্রায় সর্ব্বদা মিথ্যাপবাদে দূষিত দেখিতে পাই। অতএব আপনি দরিদ্র হইতে অভিলাষ করিবেন না। নির্ধন ব্যক্তি পতিতের ন্যায় নিয়ত শোক করিয়া থাকে; সুতরাং পতিত ও নির্ধন এই উভয়েই তুল্য; ইহার কিছুতে ইতর বিশেষ নাই। শৈল হইতে যেরূপ নদী সকল সমুৎপন্ন হয়, সঞ্চিতবিত্ত হইতে সেইরূপ বহুবিধ ক্রিয়া কলাপসম্পন্ন হইয়া থাকে। লোকে অর্থ হইতে ধর্ম্ম, কাম ও স্বর্গলোক লাভ করিতে পারে। কিন্তু অর্থ না থাকিলে জীবিকা নির্ব্বাহ

করিতেও সমর্থ হয় না। নির্ধন ও অল্পবুদ্ধি পুরুষগণের ক্রিয়া কলাপ গ্রীষ্মকালীন সামান্য নদী সমুদায়ের ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া থাকে। ইহলোকে যাহার অর্থ সম্পত্তি আছে, সেই ব্যক্তিই বন্ধুবান্ধব বিশিষ্ট প্রধান পুরুষ বলিয়া গণনীয় ও পণ্ডিতপদ বাচ্য হয়। ধনহীন ব্যক্তি অর্থোপার্জনে যত্নবান্ হইলেও তাহা বৃথা হইয়া যায়। কুঞ্জর যেরূপ কুঞ্জরের সহিত মিলিত হয়, অর্থও সেইরূপ অর্থের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। ধন হইতে ধর্ম্ম কাম, হর্ষ, ধৈর্য্য, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও মত্ততা উৎপন্ন হয়। ধনহীন ব্যক্তি ইহলোকে বা পরলোকে কদাচ সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না। লোকের কলেবর কৃশ হইলে তাহাকে কৃশ বলা যায় না। যাহার অশ্ব, গো, ভৃত্য ও অতিথি অধিক না থাকে, তাহাকেই যথার্থ কৃশ বলা যায়।

আর দেখুন অসুরগণ সুরগণের জ্ঞাতি, কিন্তু দেবগণ তাহাদিগকে সংহার পূর্ব্বক সমুদয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যকে পরাজিত করিয়া অর্থ গ্রহণ না করিলে কদাচ ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যায় না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, বেদাধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্যলাভ ও বহুবিধ যত্ন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অবশ্য বিধেয়। সুরগণ বিদ্রোহাচরণ পূর্ব্বক স্বর্গের সমুদয় স্থানের আধিপত্য লাভ ও জ্ঞাতিদিগকে পীড়ন করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন ও অর্থ সংগ্রহ অতি শুভদায়ক কার্য্য। অন্যের অপকার না করিলে প্রায়ই অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না, তন্নিবন্ধনই ভূপালগণ অন্যকে পরাজয় করিয়া পৃথিবী গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্র যেরূপ পিতৃধন অধিকার করিয়া থাকে, সেইরূপ অবনীতে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রাজ্ঞগণ রাজাদিগের এই প্রকার কার্য্যই ধর্ম্মানুগত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। রাজগণ ঐ রূপ কার্য্য করিয়াই সুরলোকে গমন করিতে অধিকারী হইয়াছেন। জলরাশি যেরূপ পরিপূর্ণ সাগর হইতে বিনিঃসৃত হইয়া দশদিকে পরিব্যাপ্ত হয়; ধনরাশিও সেইরূপ রাজকুল হইতে বিনির্গত হইয়া সমস্ত অবনীতে সমাকীর্ণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে রাজা দিলীপ, নৃগ, নহুষ, অম্বরীষ ও মান্ধাতা এই বসুমতী উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আপনি ইহার অধীশ্বর হইয়াছেন। অতএব আপনার সর্ব্বদক্ষিণসম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি যদি বিষয়ক্ত হইয়াও উহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে আপনাকে অধর্ম্ম ভোগ করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

নরপতি প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে সেই যজ্ঞাবসানে সমস্ত প্রজাগণেই স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া থাকে। যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা উত্তম কার্য্য আর কিছুই নাই। বিশ্বরূপ মহাদেব সর্ব্বমেধ মহাযজ্ঞে সর্ব্বভূতের সহিত আপনাকে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল অবিনশ্বর। রাজা দশরথ যজ্ঞকে সর্ব্বাপেক্ষা শুভদায়ক বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদাই উহার অনুষ্ঠান করিতেন। অতএব আপনি মহাজন পরিসেবিত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি নিমিত্ত কুপথে পদার্পণ করিতে বাসনা করিতেছেন।

নবম অধ্যায়। ৯।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি ক্ষণকাল একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। তাহা হইলেই আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা হইবে। তোমার অনুরোধে আমি সাধুজনের পরিসেবিত পথ কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি গ্রাম্যসুখ পরিহার পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিব, সন্দেহ নাই। এক্ষণে একাকী কোন্ পথে গমন করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারা যায়, এই প্রশ্ন করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; অথবা জিজ্ঞাসা করাতেই আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি গ্রাম্যসুখ ও গ্রাম্য আচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া মৃগগণের সহিত বিচরণ করিব। মিতাহারী ও চর্ম্মচীরজটাধারণ করিয়া দুই সন্ধ্যা সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক নিয়মিত সময়ে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিব। ক্ষুধা, পিপাসা, শ্রান্তি, শীত আতপ ও বায়ুজনিত ক্লেশ সহ্য করত অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক কলেবর পরিশুষ্ক করিব এবং বনচারী নিতান্ত হৃষ্ট মৃগ ও বিহঙ্গগণের শ্রুতিসুখাবহ কলরব শ্রবণ, বিবিধ কুসুমের সুকোমলগন্ধ আঘ্রাণ ও কানন স্থিত নানা প্রকার রমণীয় বস্তু সন্দর্শন করিব। গ্রাম বাসিগণের কথা দূরে থাকুক, অরণ্যবাসীদিগেরও কোন অপকার করিব না। একাগ্রচিত্তে সমুদায় বিষয় পর্য্যালোচনা, পক্ক ও অপক্ক ফলভক্ষণ এবং অরণ্যসমুৎপন্ন দ্রব্য ও সুস্বাদুসলিলে পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিব। এই প্রকারে অতি কঠোর আরণ্যক ব্যবহার পালনপূর্ব্বক জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। অথবা মুণ্ডিতমুণ্ড মুনি হইয়া

একাকী এক এক বৃক্ষতলে এক এক দিন ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেহ পরিত্যাগ করিব। আমি গৃহ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তু সকল পরিহার পূর্ব্বক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা ধূলিপটলে সমাবৃত হইয়া অবস্থান করিব। শোক বা হর্ষে কদাচই অভিভূত হইব না। আমি স্তুতি ও নিন্দায় সমান জ্ঞান করিব এবং পরিগ্রহ ও মমতা পরিহার করিয়া জড়, অন্ধ, ও বধিরের ন্যায় হইয়া প্রতি নিয়ত প্রসন্নচিত্তে অবস্থিতি করিব। স্বধর্ম্মানুরক্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক চতুর্ব্বিধ প্রজাগণের প্রতি কখনই হিংসা প্রদর্শন বা কাহার ও সহিত বাক্যালাপ করিব না। সকল জীবের প্রতি অপক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিব। কখন কাহার প্রতি ব্যঙ্গ বা উপহাস করিব না। ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক সর্ব্বদা প্রসন্নবদনে অবস্থিতি করিব। কাহাকেও পথ জিজ্ঞাসা না করিয়া কামক্রোধাদি বিহীন হইয়া যে কোন একটি পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিব। কোন দেশ বা কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গমন কিম্বা গমন কালীন পশ্চাৎ ভাগ অবলোকন করিব না। কলেবর ও আত্মার অভিমান পরিহার করিব। স্বভাব সকলের অগ্রে গমন করিয়া থাকে বলিয়া আমাকে অবশ্যই আহার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অন্ন আহারাদি জনিত ক্লেশ একবারে পরিত্যাগ করিব। আমি এক গৃহে অল্পপরিমাণে ভিক্ষা না পাইয়াও অন্য গৃহে এবং তথায়ও যদি ভিক্ষা প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে অন্য কোন গৃহে প্রার্থনা করিব। যে দিন কোথাও কিছু ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইব, সেই দিন আমি নিরাহারেই কালযাপন করিব। গৃহ সমুদয় ধূমবিহীন ও অনলশূন্য, গৃহস্থদিগের ভোজন ব্যাপার সুসম্পন্ন এবং অতিথির সমাগম বিরহিত হইলে আমি এক কালে দুই তিন কিম্বা পাঁচ গৃহে ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পর্য্যটন করিব। আমি আশাপাশ হইতে একবারে মুক্ত হইব এবং লাভ ও ক্ষতি এই উভয়েতেই সমান জ্ঞান করিব। কখনই জীবিতাভিলাষী কিম্বা মুমূর্ষুর ন্যায় কার্য্য করিতে পারিব না। জীবন ও মৃত্যুতে হর্ষ বা বিদ্বেষ প্রকাশ করিব না। এক ব্যক্তি কুঠারদ্বারা আমার এক হস্ত ছেদন ও অপর ব্যক্তি আমার অন্য হস্তে চন্দন লেপন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি ঐ উভয় ব্যক্তিরই শুভ বা অশুভ অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ করিব না। জীবিত ব্যক্তি যে সমুদায় উন্নতি জনক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই সকল কার্য্যেই একান্ত বিমুখ হইয়া শরীর মাত্র ধারণ করিব। আমি কোন কার্য্যেই লিপ্ত হইব না। ইন্দ্রিয় ব্যাপার সমস্তই পরিত্যাগ

করিব; বিষয় বাসনাকে মনেও স্থান প্রদান করিব না; আত্মাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিব; অসৎ কার্য্যরূপ পাশ হইতে অন্তরিত থাকিব এবং বায়ুর ন্যায় কাহারও আয়ত্ত হইব না।

হে ধনঞ্জয়! এই প্রকারে আমি বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক শাশ্বত সন্তোষ প্রাপ্ত হইব। আমি বিষয়াভিলাষী হইয়া ঘোরতর পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। অনেকানেক লোক উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক আপনার পার্থিব সুখস্বচ্ছন্দের প্রধান কারণভূত ভার্য্যাদি পরিবারদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকে; কিন্তু দেহাবসানে তাহাদিগকে সেই সকল কার্য্যের ফলভোগ করিতে হয়। এই সংসার রথচক্রের ন্যায় অবিরত পরিভ্রমণ করিতেছে। প্রাণিগণ ইহাতে কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া জীবগণের সহিত সমাগত হয়। এই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সংসার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনাতে একান্ত সমাবৃত হইয়া রহিয়াছে। যিনি এই সংসার পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ সুখলাভ করিতে পারেন। দেবগণকে স্বর্গ এবং মহর্ষিদিগকে স্ব স্থানে হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে সন্দর্শন করিয়া কোন্ সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি সংসারে অবস্থান করিতে অভিলাষ করিবেন। আর দেখ, একজন মহীপাল বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরিশেষে সামান্য কারণে অন্যান্য রাজগণ কর্ত্তৃক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

হে ধনঞ্জয়! আমার বহুকালের পর এই দিব্যজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে। আমি জ্ঞানবলে শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত বাসনা করিয়াছি। অতঃপর অনবরত ঐ প্রকার ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক নির্ভয় অবলম্বন করিয়া বিচরণ করিতে করিতে এই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি বেদনাভিভূত পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিব।

দশম অধ্যায়। ১০।

বৃকোদর কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনার অর্থ বিষয়িণী বুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধন আপনি এক্ষণে হতভাগ্য শ্রোত্রিয়ের ন্যায় বাক্য বলিতেছেন। যদি আপনি রাজধর্ম্মে দ্বেষ প্রকাশ পূর্ব্বক আলস্যে কালযাপন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, তবে কি নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে সংহার করিলেন? ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ

মিত্রের প্রতিও ক্ষমা, অনুকম্পা, কারুণ্য বা অনৃশংসতা প্রকাশ করেন না। যাহা হউক, পূর্ব্বে আমরা আপনার এই প্রকার মতি অবগত হইতে পারিলে, কখনই শস্ত্র গ্রহণ বা কাহারও জীবন সংহার করিতাম না। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিতাম। তাহা হইলে এই নরপতিগণ এই ঘোরতর যুদ্ধে কখনই প্রবৃত্ত হইতেন না। পণ্ডিতগণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বস্তুরই জীবন ধারণ করিবার উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মবিশারদ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, রাজ্য গ্রহণ সময়ে যে সমুদয় ব্যক্তি শত্রুতাচরণ করিবে, তাহাদিগকে বিনাশ করা অবশ্য বিধেয়। আমরা তাঁহাদিগের আদেশানুসারে শত্রু-দিগকে নিহত করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি; আপনি এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য ভোগ করুন। জলার্থী ব্যক্তি কূপ গমন পূর্ব্বক জল লাভ না করিয়া পঙ্কলিপ্তকলেবরে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, মধুলুব্ধ ব্যক্তি মহা বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক মধু আহরণ করত মধু পান না করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিলে, ধনলোলুপ ব্যক্তি আশাবলে প্রভূত পথ অতিক্রম করত নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে, বীরপুরুষগণ সমস্ত শত্রুদিগকে সংহার পূর্ব্বক পরিশেষে আত্মঘাতী হইলে এবং ক্ষুধিত ব্যক্তি অন্ন প্রাপ্ত ও কামুক ব্যক্তি কামিনী প্রাপ্ত হইয়া ভোগ না করিলে, যেরূপ শোক উপস্থিত হয়, আমরা শত্রুদিগকে সংহার করিয়া রাজ্য ভোগ না করিলে আমাদিগকে সেইরূপ শোক করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার বুদ্ধি ভ্রংশ হই-য়াছে, আমরা আপনাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া আপনার অনুগত হইয়া জন-সমাজে নিন্দনীয় হইতেছি। আমরা বাহুবীর্য্যশালী ও কৃতবিদ্য হইয়াও অশক্তের ন্যায় ক্লীবের বাক্যের অধীন হইয়া রহিয়াছি; সুতরাং লোকে আমাদিগকে কি নিমিত্ত গতিহীন ও অর্থভ্রষ্ট অবলোকন না করিবে। আপদাপন্ন, জরাগ্রস্ত অথবা শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত ব্যক্তিরই সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান্ লোকেরা এই জন্যই বিষয়কামনা পরিত্যাগ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও নিতান্ত অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়গণ হিংসা করিবার নিমিত্তই জন্ম গ্রহণ করেন। তাহাদিগের হিংসাই একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং সেই সহজ হিংসা ধর্ম্মের ও তাহার স্রষ্টা কর্ত্তাকে নিন্দা করা ক্ষত্রিয়গণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ ধনহীন ব্যক্তিগণই ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করা অকর্ত্তব্য নহে বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে সন্ন্যাস রূপ কপট

ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করা সাতিশয় কঠিন। উহাতে অবিলম্বেই প্রাণ বিনাশ হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যে ব্যক্তি পুত্র, পৌত্র, দেবতা, ঋষি, অতিথি ও গুরুজনের ভরণ পোষণ করিতে সমর্থ হয় না, সেই ব্যক্তিই একাকী বনমধ্যে সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। বনচারী মৃগ, বরাহ ও বিহঙ্গমগণের ন্যায় পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে বিমুখ বনচারী মনুষ্যগণও সুরলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় না। যদি ত্যাগপরায়ণ হইলেই সিদ্ধি লাভ করা যাইত, তাহা হইলে পর্ব্বত ও মহীরুহগণও অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিত। লোকে আপনার ভাগ্য প্রভাবেই সিদ্ধ হইয়া থাকে, অন্যের ভাগ্যবলে কখনই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। অতএব কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কর্ম্ম ব্যতিরেকে সিদ্ধি লাভের উপায় আর কিছুই নাই। যদি আপনার ভরণ পোষণ করিলেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে জলজন্তু ও স্থাবরগণও অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিত। জগতের সমুদায় লোক স্বীয় স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। অতএব কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ম্মবিহীন ব্যক্তি কখনই সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

একাদশ অধ্যায়। ১১।

ধনঞ্জয় কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! এই বিষয়ে তাপসগণের সহিত ভগবান্ ইন্দ্রের কথোপকথন উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস কথিত আছে, আপনার নিকট সেই ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে কতকগুলি অজাতশ্মশ্রু ব্রাহ্মণ ইতস্তত পর্য্যটন করাই যথার্থ ধর্ম্ম এই প্রকার বিবেচনা করিয়া গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারিবেশে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বর্ণময় পক্ষীর বেশে তাঁহাদিগের সমক্ষে কহিলেন, বিঘসাশীগণ যে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রাকৃত মানবের পক্ষে তাহা সাতিশয় কঠিন। ঐ কার্য্যদ্বারা পুণ্য সঞ্চয়, জীবনের সার্থকতা ও অন্তে সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে।

সেই সময় ঐ ঋষিগণ পক্ষীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ঐ দেখ, বিহঙ্গম বিঘসাশীগণের প্রশংসা করিতেছে। আমরা বিঘসাশী, অতএব আমাদিগকেই এই প্রশংসা করিতেছে সন্দেহ নাই।

তখন বিহঙ্গম কহিল, হে মুনিগণ! তোমরা পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ রজোগুণ বিশিষ্ট উচ্ছিষ্টভোজী ও মন্দবুদ্ধি; তোমরা কোনক্রমেই বিঘসাশী হইতে পার না। আমিও তোমাদিগের প্রশংসা করি নাই।

তাপসগণ কহিলেন, হে বিহঙ্গম! এই প্রকারে অবস্থিতি করাই আমাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, এই বিবেচনা করিয়া আমরা ইহাতে রত হইয়াছি। ইহা অপেক্ষা যদি কিছু মঙ্গলজনক থাকে, তবে তাহার উপদেশ প্রদান কর। আমরা তাহাতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিব।

বিহঙ্গম কহিল, হে ঋষিগণ! তোমরা যদি আমার কথাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করিব।

তাপসগণ কহিলেন, মহাত্মন্! তুমি সমুদয় পথ অবগত আছ; অতএব আমরা তোমার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তদনুযায়ি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে তুমি আমাদিগকে যথার্থ উপদেশ প্রদান কর।

সেই সময় বিহঙ্গম কহিল, হে ঋষিগণ! চতুষ্পদমধ্যে গোধন, ধাতুদ্রব্য মধ্যে কাঞ্চন, শব্দ মধ্যে মন্ত্র এবং দ্বিপদ মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান। ব্রাহ্মণের জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত মন্ত্রোক্ত জাতকর্ম্মাদি সংস্কার হইয়া থাকে। বেদমন্ত্রদ্বারা ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণগণ সুরলোকে গমন করিতে পারে। যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া যে দেবতাকে ঈশ্বর জ্ঞান পূর্ব্বক আরাধনা করে, সে দেহাবসানে সেই দেবতার সালোক্য প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভে সমর্থ হয়। সকলেই সিদ্ধিলাভের প্রার্থনা করিয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্মত্যাগী হইলেই কদাচ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং গৃহস্থাশ্রম কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উপায় ও অতি পবিত্র এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা কর্ম্মকে নিন্দা করিয়া কুপথে পদার্পণ করে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়, ধনবিহীন ও পাপপরায়ণ। যাহারা সুরলোকে ও পিতৃলোকে গমন এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ পরিত্যাগ করে, পরিশেষে তাহাদিগের কীটযোনিতে গমন করিতে হয়। গৃহস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বহুবিধ পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে যথার্থ তপোনুষ্ঠান করা হয়। অতএব তোমরা সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ কর। বিধিপূর্ব্বক প্রতিদিন দেবপূজা, পিতৃতর্পণ, ব্রহ্মোপাসনা ও গুরুর পরিচর্য্যা করা অনায়াস সাধ্য নহে। কিন্তু তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। দেখ, দেবগণ এই প্রকার দুরূহ তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। অতএব আমি

তোমাদিগকে গৃহস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছি। মনুষ্যগণের গৃহস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনই মহাতপস্যা সন্দেহ নাই। উহা অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। রাগদ্বেষ পরিবর্জ্জিত নির্ম্মৎসর ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালনকে তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। হে ঋষিগণ! যাহারা প্রাতঃকাল ও সায়ংসময়ে পিতৃলোক, অতিথি, দেবতা ও আত্মীয়দিগকে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক আপনি অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া থাকে, তাহাদিগকেই বিঘসাশী বলা যায়। বিঘসাশীগণের ন্যায় কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতে কেহই সমর্থ হয় না। তাঁহারা আপনাদিগের কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ফলে ইহ লোকে ও জনসমাজে সম্মান ভাজন হইয়া অন্তিমকালে নিরাপদে ইন্দ্রলোকে অনন্তকাল অবস্থান করেন।

হে মহারাজ! সেই সময় তাপসগণ ঐ পক্ষির ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম ব্যতিরেকে অন্য আশ্রমে সিদ্ধি লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বন করিলেন। অতএব আপনিও এক্ষণে ধৈর্য্যধারণ করিয়া এই শত্রুবিহীন সসাগরা বসুন্ধরা প্রতিপালন করুন।

দ্বাদশ অধ্যায়। ১২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণ মিতভাষী মহাবাহু নকুল ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সন্দর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মহাত্মন্! সুরগণ বিশাখযূপক্ষেত্রে বহ্নি সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই সকল স্থণ্ডিল অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সুরগণও কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে পিতৃলোকেরা জলবর্ষণ পূর্ব্বক প্রাণিগণের জীবন রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগকেও বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যাহারা বেদোক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহারা নাস্তিক। যে ব্রাহ্মণ সকল কার্য্যেই বেদোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তিনিই বেদপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারেন। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থ আশ্রমকে সমস্ত আশ্রমের প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথ

অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকেই সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী বলা যায়। যে ব্যক্তি গার্হস্থ সুখাস্বাদন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ কামনায় অরণ্যে পর্য্যটন করত কলেবর পরিত্যাগ করে, তাঁহাকে তামস সন্ন্যাসী কহে। আর যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া বৃক্ষমূলে অবস্থান পূর্ব্বক কাহার নিকট কিছু প্রার্থনা না করিয়া ভিক্ষা করিবার মানসে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহাকে ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলা যায়। এবং যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ, হর্ষ ও ক্রূরতা পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ও ভিক্ষুক সন্ন্যাসী কহে। পণ্ডিতগণ কহিয়া গিয়াছেন যে, এক গৃহস্থাশ্রম ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রমের তুল্য। অন্যান্য আশ্রমে কেবল স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে, স্বর্গ ও কাম এই উভয়ই লাভ হইবা থাকে। অতএব এই আশ্রম লোকতত্ত্ব বেত্তা মহর্ষিগণের প্রধান গতি; যিনি গার্হস্থ আশ্রম শ্রেষ্ঠ বলিয়া উহাই অবলম্বন পূর্ব্বক রাগ দ্বেষাদি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তাঁহাকেই যথার্থ ত্যাগশীল বলা যায়। যে ব্যক্তি গৃহ পরিহার করিয়া মূর্খের ন্যায় কেবল বনচারী হয়, সে ব্যক্তি ত্যাগশীল হইতে পারে না। ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তি অরণ্যে অবস্থান করিয়া কামাদি স্মরণ করিলে পরিণামে কৃতান্ত মৃত্যুপাশে তাহার কণ্ঠ বন্ধন করেন। অভিমান সহকারে কার্য্য করিলে উহা কদাচ ফল প্রদান করে না ত্যাগশীল হইয়া কার্য্য করিলে তাহা মহাফল প্রদ হয়। গৃহস্থাশ্রমে শম, দম, ধৈর্য্য, সত্য, শৌচ, সরলতা যজ্ঞ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি তপস্বিজনোচিত ক্রিয়া কলাপ এবং দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের পূজা অনায়াসে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই আশ্রমে ত্রিবর্গ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই ব্রাহ্মণসেবিত গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক ত্যাগশীল হয়, কখনই তাহার অপকার হয় না। হে রাজন্! ধর্ম্মপরায়ণ পাপশূন্য প্রজাপতি বহুদক্ষিণ যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থই প্রজা সমুদয়, যজ্ঞীয় তরুলতা, ওষধি, পশু ও পবিত্র ঘৃতের সৃষ্টি করিয়াছেন। গৃহস্থদিগের যজ্ঞ করা অবশ্য বিধেয়। তন্নিবন্ধন গার্হস্থ ধর্ম্ম অত্যন্ত দুর্লভ। গৃহস্থ যদি পশু ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহাকে সতত পাপ ভোগ করিতে হয়। বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জ্জন ও মনে মনে শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্কই মুনিগণের যজ্ঞ। ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণগণের মনঃ সমাধান দেবগণেরও প্রার্থনীয়।

হে রাজন্! আপনি এক্ষণে এই সমুদয় সংগৃহীত বিচিত্র রত্ন যজ্ঞ কার্য্যে ব্যয় করিতে অভিলাষ না করিয়া কি নিমিত্ত নাস্তিকের ন্যায় বাক্য

প্রয়োগ করিতেছেন? যিনি পরিবারগণে পরিবৃত হইয়া বাস করেন, তাঁহার সর্ব্বত্যাগী হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আপনি আমাদিগের আহৃত অর্থ দ্বারা ব্রাহ্মণগণের অভিমত রাজসূয়, অশ্বমেধ ও সর্ব্বমেধ প্রভৃতি বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। রাজার প্রমাদদোষেই প্রজাগণ দস্যুতস্করাদি কর্ত্তৃক কষ্ট প্রাপ্ত হয়। যে রাজা প্রজাদিগকে প্রতিপালন না করেন, তিনি কলি স্বরূপ, আমরা যদি ব্রাহ্মণ দিগকে অশ্ব, গো, দাসী অলঙ্কারপরিশোভিত কুঞ্জর, গ্রাম, জনপদ, ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান না করিয়া সর্ব্বদা মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের কলি-স্বরূপ হইতে হইবে। রাজা যদি দানশীলতা বিহীন এবং শরণাগত-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাপগ্রস্ত হইয়া অবশেষে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তিনি কখনই সুখভোগ করিতে সমর্থ হন না। আপনি যদি মহাযজ্ঞ, পিতৃশ্রাদ্ধ ও তীর্থস্নানে পরাঙ্মুখ হইয়া বনবাস অবলম্বন করেন, তাহা হইলে আপনার মাহাত্ম্য প্রচণ্ডবাতাবহত ছিন্ন জলধরপটলের ন্যায় বিলীন হইবে এবং আপনাকে উভয় লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পিশাচযোনিতে জন্ম লাভ করিতে হইবে। যিনি অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ ত্যাগশীল। মাত্র গৃহ পরিত্যাগ করিলে কখনই ত্যাগশীল হইতে পারে না। এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে ব্রাহ্মণদিগকে কদাচ হীন হইতে হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! কোন ব্যক্তি দৈত্যনিপাতন দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে বলবীর্য্যশালী শত্রুগণকে সংহার পূর্ব্বক শোক প্রকাশ করে। আপনি স্বীয় ধর্ম্মানুসারে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক এই পৃথিবী জয় করিয়াছেন। এক্ষণে উহা বেদবিশারদ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান পূর্ব্বক অনায়াসে সুরলোকে গমন করিতে পারেন, আপনি কি নিমিত্ত বৃথা শোক প্রকাশ করিতেছেন।

—০*০—

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৩।

মহামতি নকুলের বাক্যাবসানে মহাবীর সহদেব ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার ধন, ইত্যাদি জ্ঞানকে মমকার বলা যায়। মমকার দুই প্রকার, বাহ্য ও আন্তরিক। কেবল বাহ্য মমকার পরিত্যাগী হইলে

কোন প্রকারেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না। আন্তরিক মমকার পরিত্যাগী হইলেও সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, কি না সন্দেহ। বাহ্য মমকারবিহীন আন্তরিক মমকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের যে ধর্ম্ম ও সুখ লাভ হইয়া থাকে, তাহা আমাদিগের শত্রুগণের হউক, আর আন্তরিক মমকারশূন্য ব্যক্তিগণের যে ধর্ম্ম ও সুখ লাভ হইয়া থাকে, আমাদিগের মিত্রগণ সেই ধর্ম্ম ও সুখ লাভ করুন। মমকার মৃত্যু স্বরূপ ও নির্ম্মমতা শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম ও মৃত্যু অদৃশ্যভাবে আত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রাণিদিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। হে ধর্ম্মরাজ! যদ্যপি আত্মা অবিনাশী হয়, তবে কি নিমিত্ত অন্যের জীবন বিনষ্ট করিলে হিংসা ধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে? আর যদি দেহের সহিত আত্মার এক কালে উৎপত্তি ও এক কালে ধ্বংস হইয়া থাকে, তবে পরলোকোদ্দেশে যে সমুদায় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা হয়, সেই সমুদায়ই বৃথা হইতে পারে। অতএব আত্মা অবিনশ্বর, কি নশ্বর, ইহা নিশ্চয় না করিয়া পূর্ব্বতন সাধুগণ যে সত্য অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সেই পথ অবলম্বন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে নরপতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত মেদিনীর অধীশ্বর হইয়া উহা উপভোগ না করেন, তাঁহার জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষতঃ যাহারা অরণ্যে বাস ও বনজাত দ্রব্য সমুদায় ভোজন পূর্ব্বক বাহ্য পদার্থ রাজ্যাদির মমতা করে, তাহাদিগকে করাল কালকবলে বাস করিতে হয়। এক্ষণে আপনি জীবগণের বাহ্য ও আন্তরিক ভাব সকল পর্য্যবেক্ষণ করুন। যাঁহারা আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে আর সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে হয় না। আপনি আমার পিতা, ভ্রাতা, রক্ষিতা ও গুরু; অতএব আপনি আমার এই আর্ত্তপ্রলাপ শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি যে সমুদায় বাক্যের উল্লেখ করিলাম, ইহা সত্য হউক, কিম্বা মিথ্যাই হউক, আন্তরিক ভক্তি পূর্ব্বকই কহিয়াছি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের এই প্রকার বিবিধ বেদবিধানানুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র উত্তর

প্রদান করিলেন না। সেই সময় অসামান্যরূপলাবণ্যসম্পন্না সৎকুলোৎপন্না ধর্ম্মদর্শিনী দ্রৌপদী কুঞ্জর সমূহ পরিবৃত যুথপতির ন্যায় ভ্রাতৃগণে সমাবৃত রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে নাথ! আপনার এই ভ্রাতৃগণ চাতকের ন্যায় বারংবার শুষ্ককণ্ঠে চীৎকার করিতেছেন; কিন্তু আপনি একবারও উহাদিগের অভিনন্দন করিতেছেন না। এক্ষণে যুক্তিসিদ্ধ বচন বিন্যাসদ্বারা এই চিরদুঃখভোগী ভ্রাতৃগণের আনন্দ বর্দ্ধন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনার ভ্রাতৃগণ পূর্ব্বে দ্বৈতবনে শীত, বাত ও আতপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি উহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, আমরা রথসমারূঢ় হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে সংহার পূর্ব্বক এই সসাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করিব। যখন তোমরা রথিদিগকে রথবিহীন এবং মাতঙ্গ ও আরোহিগণের মৃতকলেবরে ও রথ সমূহে পৃথিবী সমাকীর্ণ করিয়া প্রভূতদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, সেই সময় তোমাদিগের এই বনবাসজনিত দুঃখ অতীব সুখকর হইবে। তৎকালে আপনি উহাঁদিগকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া আজি কি নিমিত্ত আমাদিগের চিত্ত ব্যথিত করিতেছেন? ক্লীব ব্যক্তি কখনই পৃথিবী বা ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে অধিকারী হয় না। যেরূপ মৎস্য পঙ্কে অবস্থিতি করে না, সেইরূপ ক্লীবের গৃহে কখনই পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে না। দণ্ডবিহীন নরপতির কিছুমাত্র প্রতাপ বা ভূমিভোগে অধিকার থাকে না, এবং তাঁহার প্রজাগণও সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। সকলের সহিত মিত্রতা, দান, অধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠান ব্রাহ্মণেরই নিত্য ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের নহে। দুষ্টদিগের দমন ও শিষ্টগণের প্রতিপালন করা এবং সংগ্রামে পরাঙ্মুখ না হওয়াই রাজাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যাঁহার কলেবরে ক্ষমা ও ক্রোধ, দান ও অদান, ভয় ও নির্ভীকতা এবং নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিদ্যমান থাকে, লোকে তাহাকেই ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করে। আপনি বিদ্যা দান, সন্ধি, যজ্ঞ বা যাচ্ঞাদ্বারা এই বসুমতী প্রাপ্ত হন নাই। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত বিপুল গজ অশ্ব রথসম্পন্ন শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়াই এই পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে ইহা উপভোগ করাই আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনি স্বীয় দণ্ডপ্রভাবে বিবিধ জনপদাকীর্ণ জম্বুদ্বীপ, মহামেরুর পশ্চিমস্থিত ক্রৌঞ্চ দ্বীপ, সেই পর্ব্বতের পূর্ব্বস্থিত শাকদ্বীপ, উহার উত্তরস্থিত শাকদ্বীপ

দ্বীপ শাসন করিয়াছেন। এই সমুদয় অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট সম্মান ভাজন হইয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত প্রীতিলাভ করিতেছেন না? উদ্ধত বৃষভ সদৃশ, প্রমত্ত গজেন্দ্রতুল্য ভ্রাতৃগণকে একবার অবলোকন পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করুন। উহাঁরা সকলেই শক্রনিপাতন ও দেবতুল্য। আমার বোধ হয়, আপনাদিগের মধ্যে এক জন মাত্র স্বামী হইলেই আমার সুখের পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু আমার ভাগ্য প্রভাবে শরীরস্থিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় তোমরা পাঁচ জনই আমার স্বামী হইয়াছ। মহারাজ! পূর্ব্বে কুন্তীদেবী আমাকে বলিয়াছিলেন, পাঞ্চালি! রাজা যুধিষ্ঠির অসংখ্য ভূপালদিগকে সংহার পূর্ব্বক তোমাকে যার পর নাই সুখী করিবেন, সেই পরিণামদর্শিনী আর্য্যা কুন্তীর বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। কিন্তু এক্ষণে আপনার মোহবশতঃ বুঝি তাঁহার সেই বাক্য মিথ্যা হয়; হে ধর্ম্মরাজ! জ্যেষ্ঠ উন্মত্ত হইলে তাঁহার ভ্রাতৃগণও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সুতরাং এক আপনার উন্মত্ততানিবন্ধন সমুদায় পাণ্ডবই উন্মত্ত হইয়াছেন। যদি উহারাও উন্মত্ত না হইতেন, তাহা হইলে আপনাকে নাস্তিকগণের সহিত আবদ্ধ করিয়া আপনারাই পৃথিবী শাসন করিতেন। এক্ষণে আপনি যে প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত মূঢ়গণই এইরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি উন্মত্ত হয়, ধূপ, কজ্জল ও নস্য প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করা অবশ্য কর্ত্তব্য! আমি পুত্রহীন, সুতরাং রমণীগণের মধ্যে নিতান্ত অধম হইয়াও জীবন ধারণ করিতে বাসনা করিতেছি। আপনি ইহাঁদিগের সাক্ষাতে আমার বাক্যে অবজ্ঞা করিবেন না। আপনি পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিয়া অগাধ সমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছেন। মহারাজ মান্ধাতা ও অম্বরীষ যেরূপ পৃথিবীস্থিত সমুদায় ভূপতির মাননীয় ছিলেন, এক্ষণে আপনিও সেইরূপ হইয়াছেন। অতএব আপনি চিত্তক্ষোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে এই গিরিকানন সম্পন্না সসাগরা বসুন্ধরা শাসন, প্রজাপালন, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভোজ্য বস্ত্র ও ধনরত্ন প্রদান করুন।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহামতি ধনঞ্জয় দ্রৌপদীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! দণ্ড প্রজাগণকে শাসন ও প্রতিপালন করিয়া থাকে। সকলে নিদ্রাভিভূত হইলেও একাকী এই দণ্ড জাগরণ করে। পণ্ডিতগণ দণ্ডকে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছেন। দণ্ড ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে রক্ষা করে বলিয়া উহা ত্রিবর্গ নামে কথিত হয়। দণ্ডবলে ধন ও ধান্য রক্ষিত হইয়া থাকে। আর দেখুন, অনেকানেক পামরগণ রাজ-দণ্ডভয়ে, অনেকে যমদণ্ডভয়ে, অনেকে পরলোকভয়ে এবং অনেকে লোকভয়ে পাপকার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। অনেকে কেবল দণ্ডভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে না। ফলতঃ সংসারের প্রায় সমস্ত কার্য্যই দণ্ডভয়ে নির্ব্বাহ হইতেছে! দণ্ড সংসারেকে রক্ষা না করিলে সমস্তই প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া যাইত। দণ্ড দুর্দ্দান্তদিগকে দমন ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিগণকে শাসন করিয়া থাকে। দমন ও শাসন করে বলিয়া উহা দণ্ড নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণের তিরস্কার, ক্ষত্রিয়দিগকে বেতন দান না করা, বৈশ্যের রাজসন্নিধানে দ্রব্যজাত সমর্পণ এবং শূদ্রের সর্ব্বস্বাপহরণই সমুচিত দণ্ড। মনুষ্যের মোহান্ধকার নিরাস ও ধন রক্ষার্থ জন-সমাজে দণ্ডের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে। দণ্ডের কলেবর কৃষ্ণ ও নেত্র লোহিত বর্ণ। যে স্থানে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব এবং রাজার সাধুদর্শিতা থাকে, সেই স্থানে প্রজাগণ কখনই মোহাভিভূত হয় না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক ইহাঁরা দণ্ডের ভয়েই স্ব স্ব পথে অবস্থিতি করিতেছেন। ভীত না হইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দান ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে কেহই বাসনা করে না। আর দেখুন, অন্যের মর্ম্মচ্ছেদন, দুরূহ কার্য্য সম্পাদন এবং মীন হন্তার ন্যায় লোকের জীবন সংহার না করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রজালাভ হইতে পারে না। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রও বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেখুন, যে সমুদায় দেবতা অসুরনিহন্তা, লোকে ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাদিগকেই পূজা করিয়া থাকে। রুদ্র, কার্ত্তিকেয়, পুরন্দর, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, মৃত্যু, কুবের, সূর্য্য এবং বসু, মরুৎ, সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ ইহাঁরা সকলেই অসুর নিহন্তা, মানবগণ ইহাঁদিগের প্রবল প্রতাপ স্মরণ করিয়া ইহাঁদিগকে নমস্কার করিয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিধাতৃ প্রভৃতি দেবগণের

নিকট প্রণত হয় না। শান্তিশীল ইন্দ্রিয় নিগ্রহপরায়ণ উদাসীন সুরগণ কেবল কতকগুলি সর্ব্বকার্য্যানুষ্ঠান তৎপর লোক কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। আর দেখুন, এই জীবলেলোকে হিংসা না করিয়া কেহই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বলবান্ জীবগণ দুর্ব্বল প্রাণিদিগকে হিংসা করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। নকুল মূষিককে, মার্জ্জার নকুলকে, কুক্কুর মার্জ্জারকে, চিত্রব্যাঘ্র কুক্কুরকে এবং মনুষ্য সেই চিত্র ব্যাঘ্রকে সংহার পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া খাকে। বিধাতা আপনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থকে জীবের প্রাণধারণোপযোগি অন্ন স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত বিজ্ঞগণ হিংসা সহকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে কোনক্রমেই সঙ্কুচিত হন না।

হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ক্ষত্রিকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব আপনার ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মূর্খেরাই ক্রোধ ও হর্ষ পরাজয় করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করে। দেখুন, তাপসগণও হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। জলে, ভূতলে, ও ফল সকলে অসংখ্য জীব অবস্থিতি করে। লোকে জীবন ধারণার্থ সেই সমস্ত প্রাণিগণের জীবন সংহার করিতেছে। এই অবনীতে এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রাণি আছে যে, কেবল তর্কদ্বারা তাহাদিগের সত্তা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। লোকের অক্ষিপক্ষ্মের আঘাতেও সেই সকল প্রাণির জীবন বিনষ্ট হইতেছে। অনেক মুনি রাগদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রাম হইতে বিনির্গত ও বনবাসী হইয়াও বিমুগ্ধচিত্তে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। অনেক সামান্য মনুষ্যও ভূমিভেদ এবং ওষধি, পশু, পক্ষী ও বৃক্ষাদি ছেদন পূর্ব্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সুরলোকে গমন করিতেছে। যাহা হউক, দণ্ডনীতি প্রভাবেই প্রাণিগণের সমুদায় কার্য্য সিদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে যদি দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে সমুদায় প্রজাই নিশ্চয় বিনষ্ট হইত, এবং বলবান্ মনুষ্য দুর্ব্বল মনুষ্যদিগকে মৎস্যের ন্যায় ভক্ষণ করিত। পূর্ব্বকালে ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, দণ্ড সুবিহিত হইয়া প্রজাগণকে রক্ষা করে। বিধাতার এই বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দেখুন, হুতাশন একবার প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াও ফুৎকার প্রভাবে ভীত হইয়া পুনর্ব্বার প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। দণ্ড যদি সৎ ও অসতের বিচার না করিত, তাহা হইলে এই প্রাণি সমুদায় প্রগাঢ় অন্ধকারাবৃতের ন্যায় দৃষ্ট হইত। আর কোন বিষয়ই অনুভূত হইত না। দেখুন, বেদনিন্দক

নাস্তিকগণও দণ্ড প্রহারে নিপীড়িত হইয়া সত্বরে নিয়ম অবলম্বন করিয়া থাকে। ফলত সমস্ত লোকই দণ্ডের আয়ত্ত। যথার্থ শুদ্ধস্বভাব সম্পন্ন লোক অতি দুর্লভ। বিধাতা চারিবর্ণের ভেদ নির্দ্দেশ, উত্তম নীতি প্রবর্ত্তন এবং ধর্ম্মরক্ষার্থই দণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। দণ্ডভয় না থাকিলে বায়স ও হিংস্র পশুগণ যজ্ঞীয় হবি এবং অন্যান্য পশু ও মানবদিগকে ভক্ষণ করিত। মনুষ্যগণ বেদাধ্যয়ন ও সবৎসা ধেনু দোহন করিত না। নারী সকল ব্যভিচারিণী হইত। সমুদায় বস্তুই উচ্ছিন্ন ও নিয়ম সকল বিলুপ্ত হইয়া যাইত; সকলে সমস্ত বস্তুই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিত; প্রভূতদক্ষিণ সংবৎসর ব্যাপী যজ্ঞ সকল নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইত না; কেহ বিধিপূর্ব্বক আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন ও বিদ্যানুশীলন করিত না; উষ্ট্র, বলীবর্দ্দ, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভগণ যানবহনে প্রবৃত্ত হইত না; ভৃত্যগণ প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিত না, এবং বালিকা পিতার অনুমতি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইত। বিশেষত সমুদয় প্রজা-দণ্ডেরই নিতান্ত বশীভূত। মানবগণ দণ্ডপ্রভাবে সুরলোকে গমন ও ভূলোকে সুখে অবস্থিতি করে। যে স্থানে শত্রুনিপাতন দণ্ড বিরাজিত থাকে, সেই স্থানে পাপ বা প্রতারণার অণুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই। যদি দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে কুক্কুর ঘৃত অবলোকন করিবা-মাত্রেই অবলেহন ও বায়সগণ পুরোডাশ অপহরণ করিত সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমরা ধর্ম্মানুসারে বা অধর্ম্মানুসারেই হউক, এই রাজ্য অধিকার করিয়াছি; এ বিষয়ে শোক প্রকাশ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অতঃপর আপনি যত্নবান্ হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই রাজ্য উপভোগ করুন। পরম সুন্দর অত্যুত্তম পরিচ্ছদধারী মানবগণ পুত্রকল-ত্রের সহিত উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণপূর্ব্বক অনায়াসে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। সমু-দায় কার্য্যেই অর্থের আবশ্যক; সেই অর্থ আবার দণ্ডেরই আয়ত্ত অতএব আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, দণ্ডের কিরূপ গৌরব। লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থই ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রবল জন্তুকে দুর্ব্বল জন্তুর বিনাশ সাধনে সমুদ্যত দেখিয়া যদি কেহ সেই প্রবল জন্তুকে সংহার না করে, তাহা হইলে তাহাকে সেই দুর্ব্বল জন্তুর হিংসায় এক প্রকার বধক্ষেপ করা হয়। অতএব এমন স্থলে প্রবল জন্তুকে সংহার পূর্ব্বক দুর্ব্বলের পরিত্রাণ করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। সমুদায় কার্য্যেই আংশিক দোষ ও গুণ বিদ্যমান থাকে। কোন কার্য্যেই সম্পূর্ণ দোষ বা গুণ থাকে না। মানবগণ পশুদিগের বৃষণ ছেদন ও নাসিকা ভেদ করিয়া তাহা-

দেরদ্বারা ভারবহন করাইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে প্রহারও করে। এই প্রকারে দণ্ডপ্রভাবে জীবলোকের সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ হয়। অতএব আপনি নীতিপথ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দান, প্রজাপালন, মিত্রদিগের রক্ষা শত্রুগণের সংহার সাধন পূর্ব্বক স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হউন। শত্রু সংহারে দীনভাবে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রানুসারে শত্রু সংহার করিলে অণুমাত্রও পাপ হয় না। শস্ত্রদ্বারা আততায়ী ব্রাহ্মণকে সংহার করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ ক্রোধই সেই হত্যার প্রধান কারণ। বিশেষতঃ আত্মা বধ্য নহে; সুতরাং আত্মাকে সংহার করা কোনক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না। যেরূপ কোন ব্যক্তি পুরাতন গৃহ পরিহার পূর্ব্বক নূতন গৃহে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ জীবাত্মাও এক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কলেবর আশ্রয় করে। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ উহাকেই মৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

ষোড়শ অধ্যায়। ১৬।

সেই সময় অমর্ষপরায়ণ মহাতেজা বৃকোদর ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন। হে নরাধিপতে! ইহলোকে আপনি সমস্ত ধর্ম্মই বিদিত আছেন। আমরা সর্ব্বদা আপনার চরিত্রের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু কিছুতেই উহাতে সমর্থ হইতেছি না। আমি বারংবার মনে করি যে, আপনাকে উপদেশ প্রদান করা আমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে, অতএব মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করি, কিন্তু দুঃখাবেগপ্রভাবে কিছুতেই নিরস্ত হইতে পারি না। এক্ষণে আমি দুঃখিত হইয়া যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার মোহ প্রভাবে আমাদিগের সমস্তই বিফল হইয়াছে এবং আমরাও নিতান্ত অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়াছি। আপনি প্রজারঞ্জন ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইয়া কি নিমিত্ত দীনভাবাপন্ন পুরুষের ন্যায় বিমুগ্ধ হইতেছেন? আপনি লোকের সম্পত্তি ও দুর্গতি এবং ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত আছেন। এক্ষণে আমি আপনাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া যে যুক্তি সঙ্গত বাক্য কহিতেছি, অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন।

হে রাজন্! ব্যাধি দ্বিবিধ, শারীরক ও আন্তরিক, এই উভয়বিধ ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। একের সাহায্য না থাকিলে অন্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। শরীর অসুস্থ হইলে শরীর অসুস্থ হইলে মনের অসুখ এবং চিত্ত অসুস্থ হইলে শরীরের অসুখ হয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অতীত শারীরিক বা আন্তরিক দুঃখ স্মরণ পূর্ব্বক অনুতাপ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি দুঃখদ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হয়। কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটী শারীরিক গুণ। যাহাদিগের এই তিনটী গুণ সমভাবে অবস্থিতি করে, তাহাদিগকে সুস্থ, আর যাহাদিগের এই তিন গুণের মধ্যে একের বৈলক্ষণ্য জন্মে, তাহাদিগকে অসুস্থ বলাযায়। পণ্ডিতগণ উষ্ণ দ্রব্যদ্বারা কফকে ও শীতল দ্রব্যদ্বারা পিত্তকে নিবারণ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া রোগের প্রতি বিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শরীরের ন্যায় মনের তিনটী গুণ আছে। সেই তিন গুণের নাম সত্ব, রজ ও তম। যাহাদিগের ঐ তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তাহারাই সুস্থ। সেই তিন গুণের মধ্যে অন্যতরের বৈলক্ষণ্য হইলে তাহার প্রতি বিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শোকদ্বারা হর্ষবেগ ও হ.. দ্বারা শোকবেগ অবরোধ করিয়া থাকে। সুখসম্ভোগ সময়ে অনেক দুঃখ স্মরণ ও অনেক দুঃখ সময়ে সুখ স্মরণ করিয়া থাকে। কিন্তু আপনি কোন কালেই দুঃখে অভিভূত বা সুখে নিতান্ত আসক্ত হন নাই। সুতরাং আপনার সুখ দুঃখ স্মরণ হইবার বিষয় কি? অথবা আপনি যদি অপরিহার্য্য স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া এক্ষণে দুঃখ স্মরণ করেন, তাহা হইলে একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদী যে আমাদিগের সাক্ষাতে সভামধ্যে সমানীত হইয়াছিলেন, আমরা অজিন পরিধান করিয়া নগর হইতে বিনির্গমন পূর্ব্বক যে মহাবনে অবস্থিতি করিয়াছিলাম; আমাদিগের চিত্রসেনের সহিত যে সংগ্রাম হইয়াছিল, দুর্ম্মতি জটাসুর ও জয়দ্রথ আমাদিগকে যেরূপ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং অজ্ঞাত বাস সময়ে পাপমতি কীচক রাজতনয়া দ্রৌপদীকে যে পদাঘাত করিয়াছিল, সেই সকল দুঃখ স্মরণ করাই আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে ধর্ম্মরাজ! ইতি পূর্ব্বে মহাবলপরাক্রান্ত ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সহিত আপনার যে প্রকার সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে চিত্তের সহিত তদ্রূপ সংগ্রাম করিবার সময় সমাগত হইয়াছে। এই সময়ে শরনিকর বা বন্ধুবান্ধবের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কেবল নির্ব্বিকল্প আত্মাকে সংহার করিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। আপনি যদি

এই সময়ে জয় প্রাপ্ত না হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অন্য কলেবর আশ্রয় করিয়াও পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ পুনর্ব্বার মনের সহিত সংগ্রাম করিতে পারিবেন। অতএব আপনি অদ্যই আত্মাকে একাগ্র করিয়া সংগ্রামে চিত্তকে পরাজয় করিতে যত্নবান্ হউন। উহাকে পরাজয় করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর এই বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তকে বশবর্ত্তী করিয়া পিতৃ পিতামহের পদ্ধতি অনুসারে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করুন। এক্ষণে আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই পাপমতি দুর্যোধন অনুচর বর্গের সহিত বিনষ্ট ও দ্রৌপদীর কেশকলাপ সংযত হইয়াছে। বলবিক্রম সম্পন্ন কেশবের সহিত আমরা আপনার কিঙ্কর হইলাম। অতঃপর আপনি প্রভূতদক্ষিণা সম্পন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

সপ্তদশ অধ্যায়। ১৭।

সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কেবল অসন্তোষ, প্রমাদ, মদ, মোহ, রাগ, দ্বেষ, বল, অভিমান ও উদ্বেগে অভিভূত হইয়া রাজ্যভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছ। এক্ষণে ঐ সকল পরিহার করিয়া শান্তিভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সুখী হও। যে মহীপতি এই অখণ্ড ভূমণ্ডল মধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহারও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর নাই, তবে তুমি কি নিমিত্ত বিপুল রাজ্যভোগের প্রশংসা করিতেছ। এক দিন কিম্বা কতিপয় মাসের কথা দূরে থাকুক, কেহই যাবজ্জীবন যত্নবান্ হইয়াও আশা পরিপূর্ণ করিতে পারে না। হুতাশন কাষ্ঠ সংযুক্ত হইলেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। এবং কাষ্ঠ বিহীন হইলে শান্তিভাব অবলম্বন করে; অতএব তুমি অল্পাহারদ্বারা প্রদীপ্ত জঠরানলকে সান্ত্বনা কর। মূর্খ ব্যক্তি কেবল আপনার উদর পূরণার্থই অধিকতর দ্রব্য সম্ভার আহরণ করিয়া থাকে। অতএব তুমি অগ্রে উদরকে পরাজয় কর, তাহা হইলেই তোমার সমস্ত পৃথিবী পরাজয় করা হইবে। তুমি কামাসক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী মনুষ্যদিগকে বারংবার প্রশংসা করিতেছ; কিন্তু যাহারা ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিয়া দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহারাই চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। রাজ্য লাভ ও রাজ্যপ্রতিপালন এই উভয়েই

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আছে; অতএব উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবলতার হইতে মুক্তি লাভ কর। ব্যাঘ্র আপনার উদর পূরণার্থ অধিকতর ভোজনদ্রব্য আহরণ করিয়া থাকে এবং লোভপরতন্ত্র অন্যান্য মৃগগণ তাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। নরপতিও ব্যাঘ্রের ন্যায় স্বার্থপর হইয়া অধিক সংগ্রহ করেন, আর অন্যে তাহার সেই সংগৃহীত দ্রব্য সমুদায় অনায়াসে ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়। প্রায় কোন রাজাই বিষয় সংগ্র করিয়া স্বয়ং উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় না। পত্রভোজী, অশ্বকুট্ট, দন্তোলূখল, জলাহারী ও বায়ু ভক্ষক তপস্বিগণই নিরয় হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। যে মহীপাল এই অখিল ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকে কৃতকার্য্য বলিতে পারা যায় না। যাঁহারা মৃত্তিকা ও সুবর্ণে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যথার্থ কৃতকার্য্য, অতএব এক্ষণে সঙ্কল্পিত বিষয়ে আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চেষ্টাহীন ও মমতাশূন্য হইয়া অক্ষয়পদ লাভে যত্নবান্ হও। ভোগাভিলাষ বিহীন ব্যক্তিগণ কদাপি শোকাকুল হন না। তুমি কি জন্য বৃথা ভোগ্য বস্তুর নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ; শীঘ্র ভোগাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয় হইতে মুক্তি লাভ কর। দেবলোক ও পিতৃলোক এই উভয় স্থানে গমন করিবার পথ অতি সুপ্রসিদ্ধ। যাহাদিগের বর্ণ ও আশ্রমাদির অভিমান থাকে, তাহারা পিতৃলোকে, আর যাহারা অভিমানশূন্য, তাহারা দেবলোকে গমন করে। মহর্ষিগণ তপোনুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়ন করিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়া থাকেন; কখনই মৃত্যুভয়ে ভীত হন না। ইহলোকে ভোগ্য বস্তুই বন্ধন ও কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। লোকে উহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেই পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে।

হে ধনঞ্জয়। পূর্ব্বকালে রাজা জনক মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক মমতাশূন্য হইয়া কহিলেন যে, আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও আমার কিছুই নাই। হুতাশন এই মিথিলা নগরীকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ করিতে পারে না। লোক প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে সমারূঢ় হইলে কদাচ অশোচ্য নিমিত্ত শোক প্রকাশ করে না এবং শৈলসমারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় জনসমাজ হইতে অন্তরিত মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের কার্য্য সমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকে। যিনি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন, তাঁহাকেই যথার্থ চক্ষুষ্মান বলা যায় এবং যিনি স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে অন্যের অজ্ঞাত বিষয় অবগত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ

বুদ্ধিমান্। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের বাক্য পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, তিনি জনসমাজে সম্মানভাজন হইয়া থাকেন। আর যিনি দেহস্থিত পঞ্চভূতকে একাকার, আত্মায় বিলীন ও আত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্ম লাভ করেন। মূর্খ, লঘুচেতা, নির্ব্বোধ, তপোনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণ কদাচ ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারে না, যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণই ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। ফলত সকল কার্য্যই বুদ্ধির আয়ত্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ১৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, ধনঞ্জয় তাঁহার বাক্শল্যে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া দুঃখশোকসন্তপ্তচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! বিদেহাধিপতি জনকের স্বীয় মহিষীর সহিত যে প্রকার কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে বিখ্যাত আছে। আমি আপনার নিকট সেই সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ জনক রাজ্য, ধন, রত্ন ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি সমুদায় পরিহারপূর্ব্বক ক্রোধশূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে, তদীয় মহিষী তাঁহাকে ভৃষ্টযবমুষ্টি ভিক্ষা করিতে দর্শন করিয়া নির্জ্জনে তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক রোষভরে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত ধনধান্য পরিপূর্ণ রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন? ভৃষ্টযবমুষ্টি যাচ্ঞা করা কি আপনার কর্ত্তব্য? আপনি সমস্ত রাজ্যধন পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভৃষ্টযবমুষ্টি গ্রহণের লোভ থাকাতে আপনার সর্ব্বত্যাগের প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হইয়াছে। যাহা হউক্, এক্ষণে আপনি এই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কোন রূপেই অতিথি, দেবতা, ঋষির তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবেন না; সুতরাং আপনার এই পরিশ্রম নিষ্ফল হইবে। আপনি ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগী হইলে, দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণ আপনাকে পরিত্যাগ করিবেন। ইতিপূর্ব্বে ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন সহস্র সহস্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অসংখ্য লোক আপনার নিকট আগমন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, এক্ষণে আপনিই অন্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া স্বীয় উদর পূরণার্থ যত্ন করিতেছেন। আদি আপনি স্বীয় সমুজ্জ্বল

রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুক্কুরের ন্যায় পরান্ন প্রত্যাশী হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করাতে আপনার জননী পুত্রহীন ও মহিষী পতিবিহীন হইলেন। ধর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয়েরা অনুগ্রহাভিলাষী হইয়া সর্ব্বদা আপনার উপাসনা করিত। আপনি তাহাদিগের আশা নিষ্ফল করিয়া কোথায় গমন করিবেন। জীবমাত্রেই অদৃষ্টের অধীন; সুতরাং বিশেষ যত্নবান্ হইলেও লোকে মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় কি না, সন্দেহ। যখন আপনি ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবন ধারণে বাসনা করিতেছেন, তখন আপনার তুল্য পাপপরায়ণ আর কেহই নাই। আপনার কোন লোকেই অধিকার নাই। আপনি কি নিমিত্ত গন্ধমাল্য, অলঙ্কার ও বহুবিধ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ক্রিয়াশূন্য হইয়া প্রব্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন? আপনি নিপানের ন্যায়, মহামহীরুহের ন্যায় সর্ব্ব জীবের আশ্রয় স্বরূপ; স্বীয় উদর পূরণ করিবার নিমিত্ত অন্যের উপাসনা করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আপনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত কুকার্য্য করিয়াছেন। মাতঙ্গও কর্ম্মত্যাগী হইলে ক্রব্যাদ ও কৃমিগণ তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। হায়! যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে দণ্ডকমণ্ডলু ও বস্ত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগী হইতে হয়, আপনি কি নিমিত্ত তাহাতে আসক্ত হইতেছেন? আপনি বিবেচনা না করিয়া সমস্ত রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূষ্টযবমুষ্টিভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু ঐ যবমুষ্টিও রাজ্যাদির ন্যায় লোভনীয় দ্রব্য। সুতরাং উহাতে লোভ থাকিলে আপনার প্রতিজ্ঞা বিফল হইবে। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক এই পৃথিবী শাসন করুন। যে ব্যক্তি পরম সুখাভিলাষী সন্ন্যাসিগণের সমাস্তৃত কমণ্ডলু প্রভৃতি দর্শন ও স্বয়ং সেই সকল আহরণ করিতে যত্নবান্ হয়, তাহার প্রাসাদ, শয্যা, যান, বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি দ্রব্য সমূহ পরিত্যাগ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রতিগ্রহ, আর যে ব্যক্তি অবিরত দান করে, এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? যে ব্যক্তি নিয়ত যাচঞা করে, তাহাকে দক্ষিণাদান করা দাবানলে আহুতি প্রদানের তুল্য। হুতাশন যেরূপ দাহ্য বস্তু প্রাপ্ত না হইলে স্বয়ং শান্তি অবলম্বন করে, যাচক ব্রাহ্মণও সেইরূপ ভিক্ষা না পাইলে স্বয়ং নিরস্ত হয়। ইহলোকে সাধুগণ অন্ন প্রদানার্থ জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। নরপতি যদি দাতা না হন, তাহা হইলে মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিরা কি প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। ইহলোকে অন্ন সম্পন্ন মনুষ্যগণই গৃহস্থ; ভিক্ষুকগণ তাহাদিগের আশ্রয়েই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সকলেই অন্নভোজন করিয়া জীবন ধারণ

করে, অতএব অন্নদাতাই জীবনদাতার স্বরূপ। গৃহপরিত্যাগী ব্যক্তিরা গৃহস্থের আশ্রয়ে অন্ন ভোজন করিয়া জীবন ধারণ পূর্ব্বক দমগুণপ্রভাবে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। লোকে কথঞ্চিৎ বিষয় পরিত্যাগ, মস্তক-মুণ্ডন অথবা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেই ভিক্ষুক হয় না। যিনি সরল-ভাবে সকল পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক। যে ব্যক্তি বিষয়ে আসক্ত না হইয়া অনুরাগীর ন্যায় ব্যবহার এবং শত্রু ও মিত্রকে সমভাবে সন্দর্শন করেন, তাঁহাকেই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কষায় বসনধারী মুণ্ডিতমুণ্ড ব্যক্তিগণ প্রায়ই বিবিধ কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া প্রতিগ্রহ করিবার নিমিত্ত পর্য্যটন ও মঠশিষ্যাদি লাভে যত্নবান্ হয়। ফলতঃ বেদাধ্যয়ন, বার্ত্তাশাস্ত্র ও পুত্রদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিদণ্ড ও কষায় বসন পরিগ্রহ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। মুণ্ডব্রত-ধারী ধর্ম্মধ্বজিগণেরই কষায় বস্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে; অতএব এক্ষণে আপনি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া অজিনধারী, নগ্ন, মুণ্ডিতমুণ্ড ও জটাধর সন্ন্যাসিগণকে প্রতিপালন করিয়া সমস্ত লোক জয় করুন। যে ব্যক্তি গুরুলোকের প্রীতিসাধনার্থ অহরহঃ বিপুলদক্ষিণ বহু পশুসমন্বিত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই জগতে তাঁহার সদৃশ ধর্ম্ম-শীল আর কে হইতে পারে?

হে ধর্ম্মরাজ! লোকে যে রাজর্ষি জনককে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করে, তিনিও এই প্রকারের মোহের বশীভূত হইয়াছিলেন। অতএব বোধ হয়, মোহ সকলকেই অভিভূত করিতে পারে। অতঃপর আপনি আর মোহের বশবর্ত্তী হইবেন না। বদান্য মানবগণই গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করে। এক্ষণে আমরা অনৃশংস, কামক্রোধবর্জ্জিত, দান-ধর্ম্মপরায়ণ, গুরুসেবা-নিরত ও সত্যবাদী হইয়া বিধিপূর্ব্বক দেবতা ও অতিথিগণের সেবা করতঃ প্রজাপালনে তৎপর হইলেই অভীষ্ট লোকে গমন করিতে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই।

-০✱০-

একোনবিংশতিতম অধ্যায়। ১৯।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদ এই উভয়ই পরিজ্ঞাত আছি। বেদে কার্য্যানুষ্ঠান ও কার্য্য পরিত্যাগ এই উভয়ই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেখ, শাস্ত্র সকল নিতান্ত জটিল। যুক্তি দ্বারা

উহার যে প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, আমি তাহা সম্যক্ বিদিত আছি। তুমি বীরব্রতধারী ও অস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপে অনুধাবন করিতে সমর্থ নহ। যদি তুমি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য ও ধর্ম্মনিশ্চয় সম্যক্ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে, তাহা হইলে আমাকে কখনই এরূপ পরামর্শ প্রদান করিতে না। যাহা হউক, তুমি ভ্রাতৃসৌহার্দ্দনিবন্ধন আমাকে যে সমুদয় বাক্য কহিলে, আমি ঐ সমুদয় শ্রবণ পূর্ব্বক তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়াছি। যুদ্ধধর্ম্ম ও কার্য্যনৈপণ্য বিষয়ে এই ত্রিভুবন মধ্যে তোমার তুল্য আর কেহই নাই। যুদ্ধ বিষয়ে তুমি সূক্ষ্মতর নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে পার। কিন্তু আমার বাক্যে তোমার অণুমাত্র সন্দেহ করা বিধেয় নহে। তুমি কেবল যুদ্ধশাস্ত্রই অনুশীলন করিয়াছ, জ্ঞানবৃদ্ধগণের সেবা কর নাই এবং যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব সংক্ষেপ ও সবিস্তরে পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মনির্ণয়ও বিশেষরূপে জানিতে পার নাই। বুদ্ধিমান্ লোক এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তপস্যা, ত্যাগ ও ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ এই তিনের মধ্যে তপস্যা অপেক্ষা ত্যাগ ও ত্যাগ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ উৎকৃষ্ট। তুমি ধনকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছ, কিন্তু আমি উহাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া অঙ্গীকার করি না। দেখ, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিরা তপোবলে অক্ষয় লোকে গমন করিতে সমর্থ হন। আর অন্যান্য বনবাসীরাও স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইয়া স্বর্গ লাভ করেন। আর্য্য ব্যক্তিগণ বিষয়াভিলাষে পরাঙ্মুখ হইয়া অজ্ঞানরূপ তিমিরজাল হইতে মুক্তি লাভ করতঃ ত্যাগপরায়ণ ব্যক্তিগণের অধিকৃত উত্তর দিগ্বর্ত্তী লোক সমুদায় লাভ করেন। আর ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিগণ শ্মশানে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তী লোক লাভ করিয়া থাকেন। মোক্ষার্থিগণ যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত সুকঠিন। অতএব যোগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রার্থনীয়। এক্ষণে যোগের বিষয় তোমার হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত দুঃসাধ্য। অনেক পণ্ডিত লোক সার ও অসার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বিবিধ তর্ক বিতর্ক ও নানা শাস্ত্রের অনুসরণ করেন। কিন্তু লোকে যে রূপ কদলীস্তম্ভ বিপাটিত করিয়া তন্মধ্যে সার সন্দর্শন করিতে পায় না, সেই রূপ তাঁহারাও শাস্ত্রমধ্যে সার সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন না। কেহ কেহ অদ্বৈতভাব পরিহার করিয়া পাঞ্চভৌতিক শরীর মধ্যস্থিত আত্মাকে ইচ্ছাদিসম্পন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ফলতঃ আত্মা চক্ষুর অগ্রাহ্য, বাক্য দ্বারা অনির্দ্দেশ্য ও অতি সূক্ষ্ম স্বরূপ। উহা অবিদ্যাপ্রভাবে

জীবরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। লোকে মন ও ইচ্ছাকে দমন, অহঙ্কার ও ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ এবং আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই পরম সুখলাভে সমর্থ হয়।

হে অর্জ্জুন! ঐই প্রকার সূক্ষ্ম বুদ্ধির গোচর সাধুজনসেবিত পথ বিদ্যমান থাকিতে তুমি কি নিমিত্ত বারংবার অনর্থ-বহুল অর্থের প্রশংসা করিতেছ? জ্ঞানসম্পন্ন দানযজ্ঞাদিনিরত ব্যক্তিগণও অর্থকে অনর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অবনীমণ্ডলে আর কতকগুলি এমন লোক আছে যে, তাহারা অধ্যয়ন করিয়া পূর্ব্বজন্মসংস্কারপ্রভাবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তাহাদিগকে নিতান্ত মূর্খ বলা যায়। তাহারা আত্মা নাই এই বলিয়া বাচালতা প্রকাশ পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকে। হে ধনঞ্জয়! এই জীবলোকে এই প্রকার বহুসংখ্যক শাস্ত্রজ্ঞ, সাধু ও মহৎলোক আছেন যে, আমরা ও অন্যান্য লোক তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য বিজ্ঞাত হইতে পারি না। যাহা হউক, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি যে, তপ ও বুদ্ধিবলে মহত্ত্ব এবং ত্যাগদ্বারা অবিনশ্বর সুখলাভে সমর্থ হন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

—(০*০)—

বিংশতিতম অধ্যায়। ২০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাতপা সম্বক্তা দেবস্থান ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবসানে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! ধনঞ্জয় যে, ধনকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, আমি তোমার সাক্ষাতে তাহা সপ্রমাণ করিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত বসুমতী পরাজয় করিয়াছ; অতএব অকারণে তাহা পরিত্যাগ করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। লোকমধ্যে যে চারি প্রকার আশ্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে সেই সকল আশ্রম অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য; অতএব একণে তুমি প্রভূতদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। মহর্ষিগণ বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানোপর্জ্জন, বহুবিধ কার্য্যানুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়া থাকেন। বৈখানসেরা কহেন, ধন যাচ্ঞা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করাই কর্ত্তব্য। যাচ্ঞা করা নিতান্ত দোষজনক। যে সমস্ত ধনহীন ব্যক্তি যজ্ঞাদির নিমিত্ত অতি ক্লেশে ধন ও বিবিধ দ্রব্যজাত আহরণ পূর্ব্বক

পাত্রসাৎ না করিয়া অপাত্রে প্রদান করে, তাহারা আত্মাকে ব্রহ্মহত্যা দোষে দূষিত করিয়া থাকে। পাত্র অপাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক দান করাও নিতান্ত সুকঠিন।

যাহা হউক, ভগবান বিধাতা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানার্থই অর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পুরুষকে ঐ অর্থের রক্ষকরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; অতএব যজ্ঞাদিতে সমুদায় ধন বিতরণ করিতে পারিলেই ইষ্টসিদ্ধি হয়। মহাতেজা ত্রিদশাধিপতি প্রভূতদক্ষিণ বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াই সমস্ত দেবতাকে অতিক্রম ও ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসা মহাত্মা মহাদেব সর্ব্বযজ্ঞে আপনাকে আহুতি প্রদান করিয়া বিশ্বমধ্যে মহীয়সী কীর্ত্তি ও দেবদেবত্ব লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্র অপেক্ষা ধনসম্পত্তিশালী মহীপতি মরুত্ত হিরণ্ময় যজ্ঞীয় পাত্র সমুদয় প্রস্তুত করাইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন। সেই যজ্ঞে লক্ষ্মী স্বয়ং আগমন করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া শোক তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ধনসম্পত্তি ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিক ছিল। অতএব সমুদয় ধনসম্পত্তি যজ্ঞে ব্যয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

একবিংশতিতম অধ্যায়। ২১।

দেবস্থান কহিলেন, মহারাজ! ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট জ্ঞানোপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিয়াছিলেন যে, সন্তোষ অতি সুখকর পদার্থ, সন্তোষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর নাই। মনুষ্যের বাসনা সমুদায় কূর্ম্মের শুণ্ডাদির ন্যায় সঙ্কুচিত হইলেই, আত্মজ্যোতিঃ প্রসন্ন হইয়া থাকে। যখন মনুষ্যের মন হইতে ভয় তিরোহিত এবং কাম ও দ্বেষ একবারে পরাজিত হয়, তখনই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়, আর যখন প্রাণিগণের অনিষ্টবাসনা তিরোহিত হয় এবং কিছুতেই বাসনা থাকে না, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

হে ধর্ম্মতনয়! এই প্রকারে প্রাণিগণের মধ্যে যিনি যে প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি তদনুযায়ি ফল লাভ করেন; অতএব বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পৃথিবীতে কেহ কেহ সন্ধির ও কেহ কেহ সংগ্রামের প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ এই উভয়েরই প্রশংসা করেন না। কেহ কেহ যজ্ঞ

কেহ কেহ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম, কেহ কেহ দান ও কেহ কেহ প্রতিগ্রহকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকে। আর কেহ কেহ সর্ব্বত্যাগী হইয়া মৌনভাবে ধ্যান করে। কেহ কেহ শত্রুগণের জীবন সংহার করিয়া রাজ্য গ্রহণ ও প্রজাপালন এবং কেহ কেহ বা নির্জ্জনবাসকেই প্রশংসা করিয়া থাকে। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এই সকল বিষয় সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া অহিংসাকেই সাধুসম্মত পরম ধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনুও অহিংসা, সত্য বাক্য, সম্যক্‌রূপে বিভাগ, দয়া, দম, মৃদুতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা এবং স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন এই সমস্তকে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমি যত্ন পূর্ব্বক এই সমুদায় ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। যে রাজনীতিবিশারদ ক্ষত্রিয় ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া স্বীয় রাজ্য মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজন, অসাধুগণের নিগ্রহ, সাধুগণের সম্মান ও ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করেন এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বন্য ফলমূল ভোজন করতঃ জীবন ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই ব্যক্তি উভয় লোকেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। হে মহারাজ! আমার মতে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া সুসাধ্য নহে; উহাতে বিবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব ভূপালগণের পক্ষে প্রজাপ্রতিপালনাদিই শ্রেয়স্কর। যাঁহারা সত্য, দান, তপস্যা ও অহিংসাদি গুণসম্পন্ন হইয়া কাম, ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাদিগকে প্রতিপালন করেন এবং গো ও ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই অত্যুৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। রুদ্র, বসু, আদিত্য সাধ্য ও রাজর্ষিগণও ঐ সমুদয় ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিয়াছেন।

—০:০—

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়। ২২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সেই সময় ধনঞ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে একান্ত বিষণ্ণ অবলোকন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে শত্রু পরাজয় করতঃ নিতান্ত দুর্ল্লভ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত সন্তপ্ত হইতেছেন? ক্ষত্রিয়-দিগের রণমৃত্যুই শ্রেয়স্কর। উহা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষাও

উৎকৃষ্ট। আর ব্রাহ্মণের সন্ন্যাস ও তপস্যা এবং ক্ষত্রিয়ের সমরমৃত্যুই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শস্ত্রনিষ্ঠ ও অতি ভয়ানক। যুদ্ধসময়ে শস্ত্রাঘাতে ক্ষত্রিয়গণের কলেবর পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। ক্ষত্রিয়জাতি ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, এই জীবলোকে সাতিশয় সম্মানভাজন হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সন্ন্যাস, যাচ্ঞা, তপস্যা ও পরধনে জীবিকা নির্ব্বাহ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ ও পূর্ব্বাপরদর্শী; অতএব এক্ষণে শোকসন্তাপ পরিত্যাগ করিয়া ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করাই আপনার কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ের হৃদয় বজ্রের ন্যায় নিতান্ত কঠিন। উহাতে শোকসন্তাপ প্রবিষ্ট হওয়াও কর্ত্তব্য নহে। আপনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে শত্রুপরাজয় ও নিষ্কণ্টক রাজ্য অধিকার করিয়াছেন; অতঃপর দান ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করুন। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মহর্ষি কশ্যপের পুত্র হইয়াও স্বকার্য্য সাধনার্থ ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নব নবতিবার পাপস্বভাব জ্ঞাতিগণের সংহারসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐই কার্য্যও পূজ্য ও প্রশংসনীয়, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মবলেই দেবগণের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি শোক তাপ পরিহার পূর্ব্বক সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভূত-দক্ষিণাদান-সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন, যাঁহারা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং সেই মহাত্মাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহাই ঘটিয়াছে; অদৃষ্টকে কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না।

—০:০—

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়। ২৩।

হে রাজন্! ধর্ম্মতনয় যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। সেই সময় মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধনঞ্জয় সমুদয় বাক্যই যথার্থ কহিয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থাশ্রমেই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথি গৃহস্থকেই

অবলম্বন পূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। ভৃত্য ও পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ গৃহস্থের নিকট প্রতিপালিত হয়। অতএব গৃহী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাচ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে তুমি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা কর। তুমি বেদবেত্তা; তোমার প্রভূত তপোনুষ্ঠান করা হইয়াছে; অতঃপর পৈতৃক রাজ্যভার বহন করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তপস্যা, যজ্ঞ, ক্ষমা, বিদ্যা, ভিক্ষা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধ্যান, একান্ত শীলতা, তুষ্টি ও জ্ঞান ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম। আর যজ্ঞানুষ্ঠান, বিদ্যোপার্জ্জন, পৌরুষপ্রকাশ, সম্পদে অসন্তোষ, দণ্ড ধারণ, উগ্রত্ব, প্রজাপালন, বেদজ্ঞান, বহুবিধ তপোনুষ্ঠান, প্রভূত অর্থোপার্জ্জন ও যোগ্য পাত্রে দান এই সমুদায় কার্য্যই ক্ষত্রিয়গণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সমুদায় কার্য্যবলেই ক্ষত্রিয়গণ উভয় লোকে জয় লাভ করেন। এই সমুদায় কার্য্যের মধ্যে দণ্ড ধারণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই দণ্ড আপনার বলসাপেক্ষ; সুতরাং বলই ক্ষত্রিয়ের মহৎ গুণ। সুরগুরু বৃহস্পতি এই গাথা গান করিয়াছিলেন যে, ভুজঙ্গ যেরূপ মূষিকগণকে গ্রাস করিয়া থাকে, সেইরূপ মেদিনী রণনৈপুণ্যবিহীন রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে বিনষ্ট করেন। হে ধর্ম্মরাজ! রাজর্ষি সুদ্যুম্ন দণ্ডধারী হইয়া দক্ষ প্রজাপতির ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে মহাত্মন্! কি প্রকারে মহারাজ সুদ্যুম্ন সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতুক জন্মিয়াছে, আপনি সেই বিষয় বর্ণন করুন।

মহর্ষি বেদব্যাস কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! পুরাতন ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, শংসিতব্রত শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই সহোদর বাহুদা নদীর অনতিদূরে পৃথক্ পৃথক্ আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেন। সেই আশ্রমদ্বয় ফলপুষ্পোপশোভিত পাদপ-সমূহে সুশোভিত ছিল। এক দিন মহাতপা লিখিত স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খের আশ্রমে আগমন করিলেন। সেই সময় মহর্ষি শঙ্খ স্বীয় আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। লিখিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খকে আশ্রমে দেখিতে না পাইয়া তত্রত্য বৃক্ষ হইতে সুপক্ক ফল সকল আহরণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। লিখিত বিশুদ্ধান্তঃকরণে ফল ভক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে শঙ্খ নিজ আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক লিখিতকে ফল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি এই সমুদয় ফল কোথায় পাইলে? তখন লিখিত তাঁহার সন্নিধানে আগমন

পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া হাস্যবদনে কহিলেন, হে মহাশয়! আমি আপনার আশ্রম হইতে এই সকল ফল গ্রহণ করিয়াছি। তখন শঙ্খ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! তুমি আমার অজ্ঞাতসারে ফল গ্রহণ পূর্ব্বক চৌরের কার্য্য করিয়াছ; অতএব শীঘ্র রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আত্মদোষ প্রকাশ পূর্ব্বক উপযুক্ত দণ্ড প্রার্থনা কর। সেই সময় ভগবান্ লিখিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতিক্রমে সত্বরে সুদ্যুম্ন রাজার দ্বারদেশে আগমন করিলেন। মহারাজ সুদ্যুম্ন দ্বারপালের মুখে ভগবান্ লিখিতের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক অমাত্যগণের সহিত পদব্রজে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, অনুমতি করুন। আমি আপনার কি কার্য্য সম্পাদন করিব? তখন মহামতি লিখিত কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমার বাক্য রক্ষা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন; অতএব আমি যাহা বলিব, কোনক্রমেই তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া তাঁহার আশ্রমের ফল ভোজন পূর্ব্বক চৌরের কার্য্য করিয়াছি; আপনি শীঘ্র আমার শাসন করুন। তখন সুদ্যুম্ন কহিলেন, ভগবন্! রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধানের ন্যায় তাহার অপরাধ-মার্জ্জনাও করিতে পারেন। আপনি ব্রতপরায়ণ ও পবিত্র ধর্ম্মশালী; অতএব আমি আপনার অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম। এক্ষণে আপনি দণ্ডবিধান্ ব্যতিরেকে আর কি প্রার্থনা করেন?

হে ধর্ম্মরাজ! দ্বিজবর লিখিত মহাত্মা সুদ্যুম্নের এই কথা শ্রবণ করিয়া কোন প্রকারে অন্য কিছুই প্রার্থনা করিলেন না; প্রত্যুত ভূপতিকে দণ্ড বিধান করিবার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ সুদ্যুম্ন সেই মহাত্মার বাহুদ্বয় চ্ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিলেন। মহানুভব লিখিত এই প্রকারে দণ্ডিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! রাজা আমাকে এই প্রকার দণ্ড প্রদান করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। সেই সময় শঙ্খ কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই; তুমি ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছ বলিয়া, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলাম। এক্ষণে তুমি শীঘ্র বাহুদা নদীতে গমন পূর্ব্বক বিধানানুসারে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ কর; আর কদাচ এরূপ অধর্ম্ম করিও না। ভগবান্ লিখিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই বাক্য শ্রবণ

পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সেই পবিত্র নদীতে অবগাহন করিয়া তর্পণ করিতে সমুদ্যত হইলেন। তিনি তর্পণ করিবার উপক্রম করিলেই তাঁহার বাহুযুগল পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইল। তদ্দর্শনে মহাত্মা লিখিত বিস্ময়াপন্ন হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনার বাহুযুগল প্রদর্শন করিলেন। তখন শঙ্খ কহিলেন, ভ্রাতঃ! এ বিষয়ে অন্য কোন আশঙ্কা করিও না; আমার তপোবলেই এই রূপ ঘটনা হইয়াছে। মহামতি লিখিত ভ্রাতার এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! যদি আপনার ঈদৃশ তপোবল, তবে কি নিমিত্ত আমাকে ভূপতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন? আপনিই কেন আমাকে পবিত্র করিলেন না? তখন শঙ্খ কহিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার দণ্ড বিধান করিতে আমার অধিকার নাই। তন্নিবন্ধনই তোমাকে ভূপতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার দণ্ডনিবন্ধন সেই দণ্ডধর ভূপতি ও তুমি, তোমরা দুই জনেই পিতৃলোকের সহিত পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছ।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে মহারাজ! রাজা সুদ্যুম্ন এই প্রকারে মহামতি লিখিতের দণ্ড বিধান করিয়া দক্ষ প্রজাপতির ন্যায় সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব প্রজাপ্রতিপালন ও দণ্ডবিধানই ক্ষত্রিয়ের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। মুণ্ডব্রত অবলম্বন করা ক্ষত্রিয়ের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি শোক পরিহার করিয়া ধনঞ্জয়ের হিতকর বাক্য শ্রবণ কর।

—•••—

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়। ২৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহর্ষি বেদব্যাস ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমার ভ্রাতৃগণ বনবাসকালে যে প্রকার বাসনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সফল হউক। তুমি নহুষতনয় যযাতির ন্যায় পৃথিবী পালন কর। তোমার ভ্রাতৃগণ অরণ্যমধ্যে অতি ক্লেশে কাল যাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে উঁহারা দুঃখাবসানে সুখানুভব করুন। তুমি কিয়ৎকাল ভ্রাতৃগণের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পর্য্যালোচনা করিয়া পশ্চাৎ বনগমন করিবে। তুমি অগ্রে অতিথি, পিতৃ ও দেবগণের ঋণজাল হইতে মুক্তি লাভ কর, পরে যাহা বাসনা হয়, তাহাই করিবে। অগ্রে সর্ব্বমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ আরণ্য ধর্ম্ম

অবলম্বন করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি ভ্রাতৃগণকে প্রভূতদক্ষিণ যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করিলেই মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে।

এক্ষণে আমি তোমাকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মবিষয়ক আরও কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই উপদেশানুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, তুমি কখনই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে না। পরস্বাপহারী দস্যুর সদৃশ ব্যক্তিগণই রাজাকে সংগ্রামাদি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। যে নরপতি দেশ কাল প্রতীক্ষা করিয়া দস্যুকেও সংহার করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাকে কখনই হিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে নরপতি ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা না করেন, তাঁহাকে প্রজাদিগের পাপের চতুর্থাংশে লিপ্ত হইতে হয়।

নরপতি ধর্ম্মশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিলে, অধর্ম্মে লিপ্ত এবং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে, ভয় হইতে বিমুক্ত হন, সন্দেহ নাই। যে নরপতি কাম ও ক্রোধকে পরাজয় করিয়া শাস্ত্রানুসারে প্রজাগণের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, তাঁহাকে কখনই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয় না। নরপতি যদি দৈবের প্রতিকূলতানিবন্ধন কোন কার্য্য সংসাধন করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে তাঁহাকে অপরাধী বলা যায় না। বল-প্রভাবে কিম্বা বুদ্ধিকৌশলে শত্রু নিগ্রহ করিতে যত্নবান্ হওয়া নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য; রাজ্যে পাপ সঞ্চার করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে; প্রত্যুত যাহাতে পুণ্যস্রোত প্রবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বীর ও সাধুলোকের সম্মান এবং বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণকে প্রতিপালন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট বহুশ্রুত ব্যক্তিকেই ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত করিবে। বহু গুণবিশিষ্ট হইলেও এক জনের সহিত পরামর্শ করত কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বিচক্ষণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে ভূপতি প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতে অক্ষম, অসূয়াপরবশ, অভিমানপরতন্ত্র ও মান্য ব্যক্তির সম্মান রক্ষায় পরাঙ্মুখ, তাঁহাকে পাপগ্রস্ত ও জনসমাজে দুর্দ্দান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইতে হয়। প্রজাবর্গ যদি উত্তমরূপে রক্ষিত না হইয়া দৈবের প্রতিকূলতানিবন্ধন নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন ও তস্করগণের উপদ্রবে একান্ত ভীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাজাকে সাতিশয় পাপগ্রস্ত হইতে হয়। সুমন্ত্রণা ও সুনীতির অনুসারে পুরুষকার প্রদর্শন করিলে কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই। পুরুষকার প্রদর্শন করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, যদি দৈববশতঃ উহা সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে রাজাকে পাপগ্রস্ত হইতে হয় না।

হে মহারাজ! এক্ষণে পূর্ব্বতন রাজর্ষি হয়গ্রীবের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই রাজা শত্রু নিগ্রহ ও প্রজা পালন পূর্ব্বক মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একাকী চারি অশ্বসংযোজিত রথে সমারূঢ় হইয়া রোষভরে শরাসন আকর্ষণ ও নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক শত্রুদিগকে সংহার করতঃ পরিশেষে স্বয়ং যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করেন। তিনি অহঙ্কারশূন্য হইয়া বুদ্ধিপ্রভাবে ও নীতিকৌশলে রাজ্য রক্ষা করিয়া বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অতুল খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত কার্য্যেই অসাধারণ উৎসাহ প্রদর্শন পূর্ব্বক অভিমানপরিবর্জ্জিত হইয়া দৈব ও মানুষ কার্য্য সমূহের অনুষ্ঠান এবং দণ্ডনীতিসাহায্যে রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি বিদ্বান্, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ত্যাগশীল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। ঐ নরপতি বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এই জীবলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মেধাবী, বিচক্ষণ ও সাধুসম্মত ব্যক্তিগণের লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক এই চতুর্ব্বর্ণাত্মক লোক সকলকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি যজ্ঞে সোমরস পান ও ব্রাহ্মণদিগের তৃপ্তিসাধন এবং প্রজাদিগের প্রতি দোষানুসারে দণ্ড বিধান করিতেন। ঐ মহাত্মার চরিত্র অতি আশ্চর্য্য ও শ্লাঘনীয়। বিদ্যাবান্ সাধুলোকগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রশংসা করেন। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে সেই পুণ্যবান্ মহাত্মা অপূর্ব্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বীরজনোচিত লোক সকল লাভ করিয়াছেন।

-০*০-

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়। ২৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে ক্রোধাবিষ্ট দর্শন এবং মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে এই মর্ত্ত্য রাজ্য ও অন্যান্য বিবিধ ভোগে আমার কিছুমাত্রই বাসনা নাই। পতিপুত্রবিহীন রমণীগণের বিলাপধ্বনি শ্রবণে আমার চিত্ত শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছে। আমি কোনক্রমেই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

মহামতি যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, যোগবিদ্যাবিশারদ বেদবেত্তা ব্যাসদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! কর্ম্মানুষ্ঠান, অজ্ঞাহরণ বা অন্যান্য কর্ম্ম দ্বারা কিছুই লাভ হইতে পারে না এবং এক

ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে দান করিতেও পারে না। ভগবান্ বিধাতা যে সময়ে যে বস্তু যাহার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই সময়ে সে অনায়াসেই তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট সময় সমাগত না হইলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও শাস্ত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা কিছুই লাভ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু উপযুক্ত সময় সমাগত হইলে, নিতান্ত মূঢ়েরাও ভূরি ভূরি অর্থ লাভ করে। অতএব কার্য্য কালসাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের সময় সমাগত না হইলে, কি শিল্প, কি মন্ত্র, কি ঔষধ, কিছুতেই ফল লাভ হইতে পারে না; কিন্তু সময় সমাগত হইলে, সমুদয় কার্য্যই সুসিদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কালসহকারে বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত, জলধরপটল জলসমাযুক্ত, অরণ্যস্থিত বৃক্ষ সকল কুসুমোপশোভিত, সলিল সমুদয় পদ্মপত্রসমাকীর্ণ, যামিনী জ্যোৎস্না বা অন্ধকারে সমাবৃত এবং চন্দ্রমা ষোড়শ কলাপরিপূর্ণ হয়। উপযুক্ত সময় সমুপস্থিত না হইলে, কোনক্রমেই পাদপগণের ফলপুষ্পোদ্গম, নদী সমুদয়ের প্রবলবেগ, পশু, পক্ষী ও পন্নগগণের মত্ততা, রমণীগণের গর্ভ, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশির প্রভৃতি ঋতুর সমাগম, প্রাণিগণের জন্ম মৃত্যু, বালকগণের মধুর বাঙনিষ্পত্তি, মানবগণের যৌবন লাভ, যত্নসমারোপিত বীজের অঙ্কুরোদ্গম, ভগবান্ সূর্য্যের উদয় ও অস্তাচলে সমাগম এবং ভগবান্ চন্দ্র ও বীচিমালাসঙ্কুল সাগরে হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

হে কুন্তীতনয়! এতদ্বিষয়ে রাজা সেনজিতের পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর। সেই রাজা দুঃখার্দ্দিত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, দুর্নিবার কালের গতি অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কালক্রমে সমুদায় ভূপালকেই কৃতান্তভবনে গমন করিতে হইবে। এক জন অন্য ব্যক্তিকে, অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাহাকে বিনাশ করে, ইহা কেবল কথামাত্র। ফলতঃ কেহই কাহাকে সংহার করে না; জীবগণের স্বভাবতই জন্ম মৃত্যু হইয়া থাকে। মূঢ় ব্যক্তিগণই অর্থ নষ্ট বা পুত্র, কলত্র ও পিতা বিনষ্ট হইলে, হায় কি হইল! হায় কি হইল! এই প্রকার অনুধ্যান করিয়া দুঃখের প্রতিকার করিয়া থাকে। তুমি সেই মূঢ় ব্যক্তিগণের ন্যায় কি নিমিত্ত শোকার্ত্ত হইয়া বৃথা অনুতাপ করিতেছ। দেখ, দুঃখ করিলেই দুঃখ ও ভয় করিলেই ভয় পরিবর্দ্ধিত হয়। এই সসাগরা বসুন্ধরা আপনার, আবার আপনার আত্মাও আপনার নহে। পণ্ডিতগণ এই প্রকার বিবেচনা পূর্ব্বক কখনই মুগ্ধ হন না। এই অবনীমণ্ডলে শোকের বিষয় সহস্র সহস্র ও হর্ষের বিষয় শত শত বিদ্যমান রহিয়াছে। মূঢ়

ব্যক্তিগণই সর্ব্বদা সেই সকলে অভিভূত হইয়া থাকে; কিন্তু পণ্ডিতগণ কদাপি উহাতে আক্রান্ত হন না। প্রথমে যে বস্তু প্রিয় হয়, কালক্রমে পুনর্ব্বার সেই বস্তুই দুঃখকর হইয়া থাকে, এবং প্রথমে যে বস্তু অপ্রিয় হয়, কালক্রমে পুনর্ব্বার সেই বস্তুই সুখকর হইয়া উঠে। এই প্রকারে সুখ ও দুঃখ জীবমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহলোকে যথার্থ সুখ নাই, কেবল দুঃখই রহিয়াছে। এই নিমিত্ত মনুষ্য সর্ব্বদাই দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। দুঃখের অভাবই সুখনামে অভিহিত হয়। লোকের আশা পূর্ণ না হইলেই দুঃখ উপনীত হইয়া থাকে। ইহলোকে সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ ভোগ করে; কাহাকেই সর্ব্বদা সুখ বা সর্ব্বদা দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অতএব যিনি শাশ্বত সুখ লাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহাকে লৌকিক সুখ ও দুঃখ এই উভয়কেই জয় করিতে হয়। যাহার নিমিত্ত শোক, তাপ ও আয়াস উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা ভুজঙ্গাঙ্গুলির ন্যায় অবশ্য পরিত্যাজ্য। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যাহা উপস্থিত হউক না কেন, অনাকুলিত চিত্তে তাহা অনুভব করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পুত্র কলত্রদিগের অল্পমাত্র প্রিয় কার্য্য সমাধান না করিলেই অবগত হওয়া যায় যে, উহাদের মধ্যে কে কি নিমিত্ত আত্মীয় হইয়া থাকে। যাহা হউক, ইহলোকে যাঁহারা নিতান্ত মূঢ় এবং যাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারাই সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়; মধ্যবিত্ত লোকগণ নিতান্ত ক্লেশে কাল যাপন করিয়া থাকে। সুখ দুঃখবেত্তা মহামতি সেনজিৎ এই সমুদয় বাক্য কহিয়াছিলেন।

আর দেখ, যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ সন্দর্শন করিয়া স্বয়ং দুঃখ বোধ করে, সে কখনই সুখ লাভ করিতে পারে না। কোন কালেই লোকের দুঃখের অন্ত হয় না। সকলেরই পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ, লাভালাভ, বিপদ সম্পদ ও জন্ম-মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। তন্নিবন্ধন পণ্ডিতগণ কিছুতেই আনন্দ বা শোক প্রকাশ করেন না। ভূপালগণের সংগ্রামই যাগস্বরূপ, দণ্ডনীতির পর্য্যালোচনাই যোগস্বরূপ, আর যজ্ঞে দক্ষিণা দানই সন্ন্যাস স্বরূপ। নরপতি অহঙ্কারশূন্য ও যজ্ঞ-পরায়ণ হইয়া নীতির মার্গানুসারে বুদ্ধি পূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা, ধর্ম্মানুসারে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিপাত, যুদ্ধে জয় লাভ, যজ্ঞে সোমরস পান, প্রজা পালন, যুক্তি অনুসারে দণ্ড বিধান, সম্যকরূপে বেদ ও শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং বর্ণচতুষ্টয়ের প্রজাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়া সমুরশালী হইতে পারিলেই পবিত্রতা লাভ ও চরমে সুরলোকে অবস্থান করিতে পারেন। যে

মহারাজ! যে মহীপাল পরলোকে গমন করিলে, পুরবাসী, প্রজা ও অমাত্যগণ তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে, সকলে তাঁহাকেই প্রধান রাজা বলিয়া গণ্য করে।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়। ২৬।

সেই সময় উদারস্বভাব রাজা যুধিষ্ঠির বিনীত বাক্যে ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তোমার বিবেচনায় অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ এবং ধনহীন ব্যক্তি স্বর্গ, সুখ ও অর্থ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু বস্তুতঃ ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত, সন্দেহ নাই। অনেকানেক লোক বেদাধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছেন। যাঁহারা ঋষিগণের ন্যায় স্বাধ্যায়-সম্পন্ন, ব্রহ্মচারী ও সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, দেবগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহর্ষিগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধ্যায়নিষ্ঠ, কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ ও কেহ কেহ ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। বৈখানসগণের বিবেচনায় জ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মাদিগের বাক্যানুসারে রাজকার্য্য সম্পাদন করা বিধেয়। অজ, প্রশ্নি, সিকত, অরুণ ও কেতুগণ স্বাধ্যায়প্রভাবে সুরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোকে দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও নিতান্ত দুঃসাধ্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতি বেদোক্ত কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দক্ষিণ দিগবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, কর্ম্মনিরত লোকেরাই দক্ষিণ দিগবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া গমন করে। যোগিগণ উত্তর দিগবর্ত্তী পথ অবলম্বন পূর্ব্বক অক্ষয় লোকে গমন করিয়া থাকেন। পুরাণবেত্তারা ঐ উভয় পথের মধ্যে উত্তরদিগের পথকেই সম্যক্‌রূপে প্রশংসা করেন।

হে অর্জ্জুন! সন্তোষপ্রভাবে স্বর্গ ও পরম সুখ লাভ করিতে পারা যায়। সন্তোষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা ক্রোধ ও হর্ষকে পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত সন্তোষ সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। সন্তোষই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি। এক্ষণে মহারাজ যযাতি যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে মনুষ্যের কামনা সকল কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় প্রতিসংহৃত হইয়া যায়। "পুরুষ যখন ভীত না হয় এবং কাহাকেও স্বয়ং বিভীষিকা প্রদর্শন না করে, যখন সে

ইচ্ছাদ্বেষপরিবর্জ্জিত হয় এবং প্রাণিগণমধ্যে কায়মনোবাক্যে পাপ স্বভাব প্রকাশ না করে, তখনই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি অভিমান ও মোহকে বশবর্ত্তী করিয়াছেন এবং যিনি পুত্র কলত্র পরিবর্জ্জিত ও আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়াছেন, সেই সাধু ব্যক্তিই মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন।" হে ধনঞ্জয়! এই সংসারে কোন কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম, কোন কোন ব্যক্তি চরিত্র এবং কোন কোন ব্যক্তি বা ধন লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থ পরিগ্রহ করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করাই কর্ত্তব্য। যাচঞা করিলে, মহাদোষে দূষিত হইতে হয়। যাহারা ধনপ্রার্থী, তাহারা কোনক্রমেই অবশ্য পরিত্যাজ্য দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। আমরা সর্ব্বদাই ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং তোমার উহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাদিগের অর্থোপার্জ্জনস্পৃহা বলবতী হইয়াছে, তাহাদিগের নিকট সৎকর্ম্ম অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। অন্যের অনিষ্টাচরণ ব্যতীত আর কিছুতেই অর্থলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। আবার অর্থ হস্তগত হইলে, সর্ব্বদাই মনোমধ্যে ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে। যাহারা অতি দুশ্চরিত্র এবং ভয় ও শোকবিবর্জ্জিত, তাহারা অল্পমাত্র ধনলাভের নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রভু ভৃত্যগণকে ধন প্রদান না করিলে, অতিশয় অযশোভাগী হন এবং অর্থ প্রদান করিলেও ব্যয়নিবন্ধন নিতান্ত কাতর হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ ধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই চৌরভয়ে ভীত হইয়া অবস্থান করেন। কিন্তু ভোগবাসনাপরিবর্জ্জিত পরম সুখী নির্দ্ধন ব্যক্তি কাহার নিন্দনীয় ও কাহার ভয়ে ভীত হয় না, লোভবৃদ্ধিভয়ে তিনি দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠানার্থ যা কিছু ধনসঞ্চয় করিয়া থাকেন, তাহাতেও অতি সঙ্কুচিত হন।

হে ধনঞ্জয়! পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতগণ যজ্ঞসংস্কার উদ্দেশে যাহা বর্ণন করেন, তাহা শ্রবণ কর। বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানার্থই অর্থ এবং অর্থরক্ষক পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব অর্থ যাগযজ্ঞে ব্যয় করাই বিধেয়; উহা দ্বারা ভোগবাসনা চরিতার্থ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বিধাতা যজ্ঞের অনুষ্ঠানার্থই মনুষ্যগণকে ধন প্রদান করিয়াছেন; তন্নিবন্ধন অনেকেই বিবেচনা পূর্ব্বক কহিয়া থাকেন যে, ধন কাহারই অধিকৃত নহে; অতএব পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ধন দান ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সৎপুরুষেরা উপার্জ্জিত ধন দান করিবার নিমিত্তই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। ভোগ বা অপব্যয় করিতে উপদেশ

প্রদান করেন না। দানরূপ সুমহৎ কার্য্য বিদ্যমান থাকাতে ধন সঞ্চয় করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পাত্র বিবেচনা করিয়া দান করাও কর্ত্তব্য। যে নির্ব্বোধগণ ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিদিগকে ধন দান করে, তাহাদিগকে দেহাবসানে শত বৎসর পুরীষ ভোজন করিতে হয়; অতএব পাত্রাপাত্রের পরিজ্ঞাননিবন্ধন দানধর্ম্মও নিতান্ত সহজ নহে। অযোগ্য পাত্রে দান করা আর যোগ্য পাত্রে দান না করা এই দুইটি উপার্জ্জিত ধনব্যবহারের ব্যতিক্রম, সন্দেহ নাই।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়। ২৭।

হে মহাত্মন্! এক্ষণে বালক অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা দ্রুপদ, বিরাট, ধর্ম্মজ্ঞ বসুসেন, রাজা ধৃষ্টকেতু ও অন্যান্য নানাদেশীয় রাজগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করাতে আমি শোকে নিতান্ত অধীর হইয়াছি। হায়! আমা হইতেই আমাদের কুলক্ষয় হইল। আমি একান্ত রাজ্যলোভী; অতএব আমার তুল্য নরাধম আর কেহই নাই। পূর্ব্বে যিনি আমাকে ক্রোড়ে করিয়া লালন পালন করিয়াছিলেন, আমি রাজ্যলোভী হইয়া সেই পিতামহকে যুদ্ধে নিপাতিত করিয়াছি। যুদ্ধকালে শিখণ্ডীর সমীপবর্ত্তী জীর্ণ সিংহ সদৃশ পিতামহকে ধনঞ্জয়ের শরনিকরপ্রভাবে কুলিশাহত পর্ব্বতের ন্যায় বিকম্পিত ও বিঘূর্ণিত হইতে দেখিয়া আমার হৃদয় সাতিশয় ব্যথিত হইয়াছিল। সেই সময় আমি ঐ মহাত্মাকে একান্ত অবসন্ন, রথোপরি ঘূর্ণমান ও র[illegible] প্রাঙ্মুখে নিপতিত সন্দর্শন করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছি, সন্দেহ নাই। যিনি সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে বহুদিন পরশুরামের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, যিনি বারাণসীতে একাকী কন্যা লাভ করিবার নিমিত্ত রথারোহণ পূর্ব্বক একত্র সমবেত অসংখ্য ভূপালকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন, যাঁহার শস্ত্রপাতে রণদুর্ম্মদ মহারাজ উগ্রায়ুধ দগ্ধ হইয়াছিলেন, আমি সেই মহাত্মা পিতামহকে নিপাতিত করিলাম। ঐ মহাত্মা যুদ্ধ সময়ে শিখণ্ডীর প্রতি শর পরিত্যাগ করেন নাই; ধনঞ্জয় ঐ অবসরে তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে। পিতামহকে শোণিতসিক্তকলেবরে ভূতলে নিপতিত হইতে দেখিয়া তৎকালে আমার চিত্ত যে কি প্রকার ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমার তুল্য পাপাত্মা নরাধম আর কেহই নাই। যিনি আমাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক

পরিবর্দ্ধিত ও সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন, আমি অল্পকালস্থায়ি সামান্য রাজ্য লাভার্থ মোহপ্রভাবে সেই পরম গুরু পিতামহকে নিপাতিত করিলাম!

হায়! আমি ভূপালগণের পূজিত মহামতি দ্রোণাচার্য্যকে মিথ্যাবাক্যে প্রবঞ্চনা করিয়াছি। সেই মহাত্মা সত্য বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক "হে ধর্ম্মরাজ! আমার তনয় জীবিত আছে কি না যথার্থ করিয়া বল," এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি রাজ্যলোভপ্রযুক্ত তাঁহার সন্নিধানে স্পষ্টাভিধানে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে বলিয়া অস্পষ্টাভিধানে "গজ" শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইয়া মদীয় কলেবর দগ্ধ করিতেছে। পরিশেষে গুরুতর পাপপ্রভাবে আমাকে যে, কোন্ লোকে গমন করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

হায়! যখন আমি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে নিহত করিয়াছি, তখন আমার সদৃশ পাপী আর কেহই নাই। আমি শৈলসমুৎপন্ন সিংহশাবক-সদৃশ বালক অভিমন্যুকে দ্রোণাচার্য্য-পরিরক্ষিত ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিয়া অবধি ব্রহ্মহত্যাকারী নরাধমের ন্যায় হৃষীকেশ ও ধনঞ্জয়কে স্থিরচিত্তে অবলোকন করিতে সমর্থ হইতেছি না। পঞ্চপুত্রবিহীনা দ্রৌপদীকে পঞ্চ পর্ব্বতশূন্য মেদিনীর ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া শোকানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে আমা দ্বারাই এই ক্ষত্রিয়কুলক্ষয় প্রভৃতি সমুদায় অনর্থ সম্পাদিত হইয়াছে। অতএব আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশন পূর্ব্বক কলেবর শোষণ করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিব। তাহা হইলে আমাকে আর কোন জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে বিনীতভাবে কহিতেছি যে, তোমরা আমাকে কলেবর পরিত্যাগ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া যথাস্থলে গমন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সেই সময় তপোধনাগ্রগণ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে বন্ধুবিয়োগশোকে সাতিশয় কাতর দেখিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! শোকে একান্ত অভিভূত হওয়া তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমি পুনর্ব্বার তোমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। যেরূপ বুদ্বুদ সমুদায় সলিলে সমুৎপন্ন ও বিলীন হয়, সেইরূপ প্রাণিমাত্রই ইহলোকে সমুৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। পরিণামে সমুদায় পদার্থেরই ধ্বংস আছে; ক্ষয় স্তূপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত,

বিয়োগ সংযোগের অন্ত ও মরণ জীবনের অন্ত। সুখ লাভ করিবার নিমিত্ত আলস্যে কালাতিপাত করিলে, পরিণামে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়; আর ক্লেশ সহকারে কার্য্যে নৈপুণ্য প্রকাশ করিলে, পরিণামে পরম সুখ ভোগ করিতে পারা যায়। কার্য্যক্ষম ব্যক্তিই অনিমাদি ঐশ্বর্য্য, শ্রী, লজ্জা, ধৈর্য্য ও কীর্ত্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। অলস ব্যক্তি কোনক্রমেই ঐ সমুদায় লাভ করিতে পারে না। লোকে বন্ধুবান্ধব ও ধন দ্বারা সুখী, শত্রু দ্বারা দুঃখী ও প্রজ্ঞাবলে ধনবান্ হইতে সমর্থ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে ভগবান্ বিধাতা কর্ম্মানুষ্ঠানার্থই তোমার সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব কর্ম্ম অবলম্বন করাই তোমার বিধেয়। কর্ম্ম পরিত্যাগে তোমার অধিকার নাই।

—*—

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়। ২৮।

হে ধর্ম্মরাজ! এই বিষয়ে অশ্মা নামে এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ যাহা কহিয়া গিয়াছেন, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিন বিদেহাধিপতি জনক দুঃখ শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া আপনার সংশয় অপনোদনার্থ মহামতি অশ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! জ্ঞাতি ও সম্পত্তির বৃদ্ধি ও বিনাশ কালে লোকে কি প্রকারে অবস্থান করিলে, মঙ্গল লাভ করিতে পারে?

মহাত্মা অশ্মা বিদেহদেশাধিপতি জনক কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! মনুষ্যের জন্ম হইবামাত্র, সুখ ও দুঃখ তাহার আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ঐ উভয়ের মধ্যে অন্যতরের প্রাদুর্ভাব হইলেই মনুষ্যের চৈতন্য মারুতসঞ্চালিত জলধরপটলের ন্যায় অন্তর্হিত হয়। জন্মের পর মনুষ্যের মনে ক্রমে ক্রমে আমি কেবল মনুষ্য নহি, এক জন সদ্বংশসম্ভূত কৃতী পুরুষ বলিয়া অহঙ্কার জন্মে। ঐ অহঙ্কারবশতঃ সেই ব্যক্তি বিবিধ ভোগে আসক্ত হইয়া পিতৃসঞ্চিত সমস্ত অর্থ নৃত্যগীতাদিতে ব্যয় করিয়া পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তিই হিতকর বিবেচনা করিয়া উহা অবলম্বন করে। তখন ব্যাধ যেরূপ শর সন্ধান পূর্ব্বক মৃগকে সংহার করিয়া থাকে, সেইরূপ নরপতি সেই বিপথগামী ব্যক্তিকে বিনষ্ট করেন। যে সমস্ত ব্যক্তি বিংশতি বা ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহাদিগকে আর শত বৎসর জীবন ধারণ করিতে হয়

না। লোকে দারিদ্র্যদোষে এই প্রকারে অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে। অতএব প্রাণিগণের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক ঐ সমুদয় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত যত্নবান্ হওয়া অবশ্য বিধেয়। বুদ্ধিবিপর্য্যয় ও অনিষ্টাপাত এই দুইটি মানসিক দুঃখের প্রধান কারণ; এই ভূমণ্ডলে ঐ দুই কারণেই বিবিধ দুঃখ মানবগণের অনুসরণ করে। জরা ও মৃত্যু বৃকের ন্যায় মানবগণের জীবন সংহার করিয়া থাকে। কি বলবান্, কি দুর্ব্বল, কি খর্ব্ব, কি দীর্ঘ, কেহই জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যিনি এই সসাগরা বসুন্ধরা জয় করেন, তাঁহাকে জরা ও মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইতে হয়। মানবগণের সুখ বা দুঃখ যাহাই উপস্থিত হউক না কেন, অনাকুলিত চিত্তে তাহা সহ্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সুখ ও দুঃখ পরিত্যাগ করিবার কিছুই উপায় নাই। মনুষ্যগণ কি বাল্যাবস্থা, কি যৌবনাবস্থা, কি বৃদ্ধাবস্থা, কোন অবস্থাতেই জরা ও মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। অপ্রিয় সমাগম, প্রিয়-বিচ্ছেদ, অর্থ, অনর্থ, সুখ ও দুঃখ, উন্নতি, ক্ষয়, লাভ ও বৃথা পরিশ্রম সমস্তই অদৃষ্টসাপেক্ষ। যেমন কোন রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ স্বভাবতই জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ সুখ ও দুঃখ স্বভাবতই জীবনের অনুগামি হয়। প্রাণিমাত্রকেই নিয়মিত কালে শয়ন, উপবেশন, গমন ও অন্নাদি ভোজন করিতে হয়। এই জগতে কালপ্রভাবে বৈদ্যও আতুর, বলবান্ও দুর্ব্বল এবং সুন্দর পুরুষও কুৎসিতাকার হইয়া যায়। লোকে অদৃষ্টক্রমেই সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বলবান্, রূপবান্, সুশ্রীকার, সৌভাগ্যশালী ও ভোগী হইয়া থাকে। বিধির কি বিচিত্র মহিমা! দরিদ্র ব্যক্তিগণের ইচ্ছা না থাকিলেও, তাহারা অনেক সন্তান সন্ততি লাভ করে, আর মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কামনা করিয়াও পুত্রের মুখ সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। ব্যাধি, অগ্নি, জল, অস্ত্র, বুভুক্ষা, বিষপান, উদ্বন্ধন বা অধঃস্খলন ইহার মধ্যে যাহার অদৃষ্টে যাহাতে মৃত্যু নিরূপিত হইয়াছে, সে তাহাতেই জীবন পরিত্যাগ করে। নির্দ্দিষ্ট নিয়ম কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহলোকে যাহারা সদ্বংশজাত ও বিপুল বিত্তশালী, তাহারা পতঙ্গের ন্যায় যৌবনাবস্থাতেই কলেবর পরিত্যাগ করে এবং যাহারা দরিদ্র, তাহারা জরাজীর্ণ কলেবর হইয়া বহুকষ্টে দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ধনবান্ ব্যক্তিগণের প্রায়ই ভোজন-শক্তি থাকে না এবং দরিদ্র ব্যক্তিগণ কাষ্ঠ পর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে সমর্থ হয়। দুরাত্মারা কালের বশীভূত হইয়া অসন্তোষনিবন্ধন সর্ব্বদা পাপকার্য্যে

রত থাকে। পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকেও বহুবার সজ্জনবিনিন্দিত মৃগয়া, পাশক্রীড়া, পরস্ত্রীসমাগম, মদ্যপান ও কলহে আসক্ত হইতে দেখা যায়। হে রাজন্! এই প্রকারে কাল প্রভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয় সমুদায় প্রাণিদিগকে আক্রমণ করে। অদৃষ্ট ব্যতিরেকে উহার আর কিছুই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি পবন, গগন, হুতাশন, চন্দ্র, সূর্য্য, দিন, যামিনী, নক্ষত্র, নদী ও পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পালন করিতেছেন, তিনিই মনুষ্যের অন্তঃকরণে সুখ দুঃখ প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্যদিগের সুখ দুঃখ, শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা প্রভৃতি ঋতু সকলের ন্যায় কালসহকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! ঔষধ, হোম, মন্ত্র ও জপ প্রভাবে মনুষ্যদিগকে জরা ও মৃত্যু হইতে বিমুক্ত করিতে পারা যায় না। সাগরমধ্যে যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ ও বিয়োগ হইয়া থাকে, সেইরূপ এই অবনীমণ্ডলে জীব সকল একবার সংযুক্ত ও পুনর্ব্বার বিয়োজিত হইতেছে। যে সমুদয় মনুষ্য সর্ব্বদা গীতবাদ্য শ্রবণ ও মহিলাগণের সহিত বিহার করিয়া থাকে এবং যাহারা অনাথ হইয়া পরান্ন ভোজন করে, কৃতান্ত তাহাদিগের সকলের প্রতিই সমানরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সংসারে অনেকেরই জননী, জনক, পুত্র ও কলত্র আছে; কিন্তু বস্তুতঃ কেহই কাহার নহে। জীবের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, আর কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। বন্ধুবান্ধবসমাগম পথিকসমাগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী। আমি কে? কোথায় বাস করিতেছি? কোন্ স্থানে বা গমন করিব? এই স্থানে কি বিদ্যমান রহিয়াছি? কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি? এই প্রকার মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া চিত্তকে সুস্থির করিবে। বস্তুতঃ এই সংসার নিরন্তর চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে; ইহাতে কিছুরই স্থিরতা নাই।

কেহ কখন পরলোক সন্দর্শন করে নাই; কিন্তু শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে কুশলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে শ্রদ্ধা করা এবং তজ্জন্য পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ, যাগযজ্ঞাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও পর্য্যায়ক্রমে ত্রিবর্গের অনুশীলন করা বিধেয়। এই জগৎ যে, জরা ও মৃত্যুরূপ গ্রাহসম্পন্ন কালরূপ অতি গভীর সমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছে, তাহা কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। আয়ুর্ব্বেদবেত্তা অসংখ্য বৈদ্য ব্যাধিদ্বারা সমাক্রান্ত হইয়া অবিরত কষায়রস পান ও ঘৃত ভোজন করিতেছে, কিন্তু মহাসাগর যেরূপ বেলাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়

না, সেইরূপ তাহারা কোনক্রমে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। রসায়নবিদ্যাবিশারদ অনেকানেক মনুষ্য জরাব্যাধিবিনাশন ঔষধ সেবন করিয়াও মহামাতঙ্গ কর্ত্তৃক বিদলিত পাদপের ন্যায় জরাপ্রভাবে অতি জীর্ণ শীর্ণ হইতেছেন। তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠ, অতি বদান্য, যজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তিগণও জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। যে বৎসর, যে মাস, যে পক্ষ, যে দিন ও যে রাত্রি একবার অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহা আর পুনর্ব্বার আগমন করে না। হে রাজন্! অবশ মনুষ্য কালপ্রভাবে সর্ব্বসাধারণ সংসারপথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, জীব হইতে দেহের উৎপত্তি এবং কেহ কেহ বলেন, দেহ হইতে জীবের উৎপত্তি হয়। সে যাহা হউক, এই জীবলোকে পুত্র কলত্রের সমাগম যে, পথিকসমাগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী, তাহার আর সন্দেহ নাই। অন্যের কথা কি বলিব, আপনার কলেবরের সহিতও লোকের চিরকাল সহবাস থাকে না। হে ধর্ম্মরাজ! এখন তোমার পিতা ও পূর্ব্ব পিতামহগণ কোথায় রহিয়াছেন? আজি তুমিও তাঁহাদিগকে সন্দর্শন করিতেছ না এবং তাঁহারাও তোমাকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছেন না। মনুষ্য ইহলোকে অবস্থিতি করিয়া স্বর্গ ও নরক দর্শন করিতে পারে না; শাস্ত্রই সাধুগণের লোচন; তাঁহারা শাস্ত্রবলেই সমস্ত অবগত হইতে পারেন; অতএব তুমি সেই শাস্ত্রেরই অনুশীলন কর। পিতৃলোক, দেবলোক ও মর্ত্ত্য লোকের ঋণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত মনুষ্যের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব লোকে হৃদয়স্থ দুঃখকে নিরাকৃত করিয়া পবিত্রদৃষ্টি হইয়া ঐ সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উভয় লোকে সুখ লাভ করিবে। যে নরপতি ক্রোধ ও হিংসা-পরিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ন্যায়ানুসারে দ্রব্যসমূহ আহরণ করেন, তাঁহার যশোরাশি সমস্ত লোকে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! বিদর্ভাধিপতি জনক মহামতি অশ্মার মুখে এই প্রকার যুক্তিসিদ্ধ বাক্য শ্রবণ করতঃ শোকতাপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। অতএব তুমিও এক্ষণে শোকতাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্ত হও। তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিয়াছ; এক্ষণে সুখ স্বচ্ছন্দে উহা উপভোগ কর; উহাতে কদাপি অনাদর প্রদর্শন করিও না।

—•০•—

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়। ২৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের এই প্রকার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। ঐ সময় মহাত্মা ধনঞ্জয় হৃষীকেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বাসুদেব! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। তুমি উহাঁকে প্রবোধবাক্যে আশ্বাসিত কর। উহাঁর শোকনিবন্ধন আমরা সকলেই পুনর্ব্বার ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি; অতএব উহাঁর শোক নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তখন পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ হৃষীকেশ মহামতি ধনঞ্জয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ বাল্যকালাবধি ধনঞ্জয় অপেক্ষা বাসুদেবের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতেন এবং কদাপি তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতেন না। মহাবাহু মধুসূদন যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক শৈলশৃঙ্গ সদৃশ চন্দনচর্চ্চিত হস্ত ধারণ করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! শোকদ্বারা কলেবর শোষণ করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে সমুদায় বীর এই রণস্থলে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবেন না। তাঁহারা স্বপ্নলব্ধ অর্থের ন্যায় এককালে বিনষ্ট হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে তাঁহারা সকলেই মহাযুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া বীরগণের সহিত সংগ্রাম করতঃ জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরজনোচিত পরম পবিত্র গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই সংগ্রামপরাঙ্মুখ বা পলায়মান হইয়া জীবন পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না।

এই স্থলে আমি একটী পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ সৃঞ্জয়কে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া কহিয়াছিলেন, মহারাজ! কি আমি, কি তুমি, কি অন্যান্য ব্যক্তিগণ, সকলকেই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং পরিণামে সকলকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে; তবে তুমি কি জন্য অনুতাপ করিতেছ? এক্ষণে আমি পূর্ব্বতন ভূপালগণের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে উহা শ্রবণ কর; তাহা হইলেই তুমি সমুদয় শোক তাপ পরিত্যাগ করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি সেই মহানুভব নরপতিগণের মনোহর চরিত্র শ্রবণ করে, তাঁহার আয়ুর্বৃদ্ধি ও শুভগ্রহের সঞ্চার হয়। অবিক্ষিত-

পুত্র মহারাজ মরুত্ত অতি সৌভাগ্যসম্পন্ন ছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃহস্পতি সমভিব্যাহারে ঐ মহাত্মার যজ্ঞে আগমন করিতেন। উনি স্পর্দ্ধা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের হিতসাধনার্থ ঐ মহাত্মার যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিতে অস্বীকার করাতে, সুরচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহর্ষি সম্বর্ত্ত ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন। সেই মহাত্মার রাজ্যশাসন সময়ে বসুমতী অকৃষ্টা হইয়াও শস্যশালিনী হইতেন। উহাঁর যজ্ঞে বিশ্বদেবগণ সভাসদ্ এবং সাধ্য ও মরুদ্গণ পরিবেষ্টা হইয়াছিলেন। দেবগণ ঐ যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া সাতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ নরপতি দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উহা বহন করিতে সমর্থ হন নাই। হে সৃঞ্জয়! সেই সমুদয় নরপতি তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, তখন তুমি কি নিমিত্ত পুত্রের জন্য বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

উতথিতনয় মহারাজ সুহোত্রও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মার রাজ্যে দেবরাজ ইন্দ্র এক বৎসর সুবর্ণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। বসুমতী ঐ নরপতির অধিকারকালে যথার্থনামা হইয়াছিলেন। সেই সময়ে নদী সমুদায়ের প্রবাহে সুবর্ণ প্রবাহিত হইত। লোকপূজিত সুররাজ ইন্দ্র ঐ সমস্ত নদীতে হিরণ্ময় কূর্ম্ম, কর্কটক, নক্র, মকর ও শিশুমার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মহারাজ সুহোত্র নদীতে সহস্র সহস্র হিরণ্ময় মকর, মীন ও কচ্ছপ প্রবাহিত হইতে সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি সেই সমস্ত সুবর্ণময় মকরাদি গ্রহণ পূর্ব্বক কুরুজাঙ্গলে সংস্থাপিত করিয়া বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতঃ তৎ সমুদায়ই ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কি নিমিত্ত সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের জন্য বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

অঙ্গাধিপতি মহারাজ বৃহদ্রথকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দশ লক্ষ শ্বেত অশ্ব, দশ লক্ষ সুবর্ণালঙ্কারভূষিতা কন্যা, দশ লক্ষ দিগ্গজ-

সদৃশ হস্তী, এক কোটি হেমমালাপরিশোভিত বৃষ ও সহস্র গাভী দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা বিষ্ণুপদনামা পর্ব্বতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সোমরস পান ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। ঐ নরপতি ক্রমে ক্রমে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বদিগকে এত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উহা বহন করিতে সমর্থ হন নাই। অঙ্গাধিপতি বৃহদ্রথ অগ্নিষ্টোমাদি সাত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যত ধন বিতরণ করিয়াছিলেন, তত ধন বিতরণে সমর্থ হয়, এমন পুরুষ আর অদ্যাপি জন্ম গ্রহণ করে নাই এবং করিবেও না। হে সৃঞ্জয়! সেই বৃহদ্রথ তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তাঁহাকেও জীবন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, তখন আর তোমার অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা উচিত নহে।

উশীনরপুত্র মহামতি শিবিও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। সেই মহাবীর একমাত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমস্ত মেদিনী পর্য্যটন করিয়া মহীপালদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বীয় সমস্ত গো, অশ্ব ও অন্যান্য আরণ্য পশু প্রদান করেন। প্রজাপতি উহাঁকে অদ্বিতীয় ধুরন্ধর বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ফলতঃ রাজমণ্ডলে অদ্যাপি শিবির ন্যায় গুণবান্ আর কেহই জন্মে নাই এবং জন্মিবেও না। হে সৃঞ্জয়! সেই ইন্দ্রসদৃশ বলবিক্রমশালী শিবি রাজা তোমা অপেক্ষা বলবান্, ধর্ম্মিষ্ঠ, বিষয়বাসনাপরিবর্জ্জিত ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যাত্মা ছিলেন, যখন তাঁহাকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে, তখন তোমার সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা উচিত নহে।

বিপুল বিভবসম্পন্ন শকুন্তলাগর্ভসম্ভূত দুষ্মন্ততনয় মহামতি ভরত রাজাকেও কালকবলে পতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা সুরগণের উদ্দেশে যমুনাপুলিনে তিন শত, সরস্বতী-তীরে বিংশতি এবং গঙ্গাতীরে চতুর্দ্দশ অশ্ব বন্ধ করিয়া সহস্র অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎকালে কোন রাজাই ভরতের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। সেই মহাত্মা যজ্ঞবেদী বিস্তার পূর্ব্বক তাহাতে অসংখ্য অশ্ব বন্ধন করিয়া যজ্ঞাবসানে মহর্ষি কণ্বকে পদ্ম সহস্র অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! দুষ্মন্ততনয় তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মিষ্ঠ,

জ্ঞানবান্‌, স্পৃহাবিহীন ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং তোমারও পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তাঁহারেও জীবন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, তখন তোমার আর সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা উচিত নহে।

দশরথের পুত্র রামচন্দ্রও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই মহাত্মা সতত অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে কোন রমণীই বিধবা বা অনাথা ছিল না। জলধরপটল যথাসময়ে বারি বর্ষণ করাতে পৃথিবী প্রচুর শস্যশালিনী হইতেন। কখনই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই। অকালমৃত্যু, অগ্নিদাহ বা ব্যাধিভয়ের সম্পর্ক ছিল না। প্রজারা পুত্রগণে সমাবৃত হইয়া সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সুস্থকলেবরে জীবন ধারণ করিত। তৎকালে সকলেই কৃতকর্ম্মা ছিল। পুরুষগণের পরস্পর কলহের কথা কি বলিব, রমণীগণের মধ্যেও কখন বিবাদ উপস্থিত হইত না। প্রজারা সকলে ধর্ম্মিষ্ঠ, সন্তুষ্টচিত্ত, নির্ভীক ও স্বেচ্ছাচারী ছিল। বৃক্ষগণ নিয়মিত ফলকুসুমে সুশোভিত থাকিত। গাভী সকল কলসপরিমিত দুগ্ধ প্রদান করিত। মহাতপা রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস ও অবাধে ত্রিগুণদক্ষিণাযুক্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মার কলেবর শ্যামবর্ণ, লোচন লোহিত বর্ণ, বাহু আজানুলম্বিত, স্কন্ধ সিংহের ন্যায় ও মুখশ্রী অতি সুন্দর এবং বলবীর্য্য মাতঙ্গের ন্যায় ছিল। তিনি অযোধ্যার অধীশ্বর হইয়া একাদশ সহস্র বর্ষ পরম সুখে রাজ্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মিষ্ঠ, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তাঁহাকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে, তখন তোমার আর সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা কর্ত্তব্য নহে।

রাজা ভগীরথকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র সেই মহাত্মার অতি বিস্তীর্ণ যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া স্বীয় বাহুবলে অসংখ্য অসুরদিগকে বিনাশ করেন। সেই রাজা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কনকালঙ্কৃত দশ লক্ষ কন্যা দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ কন্যাগণ প্রত্যেকে অশ্বচতুষ্টয়সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়াছিল, এবং প্রত্যেক রথের পশ্চাৎ হেমমালা-বিভূষিত এক শত মাতঙ্গ, প্রত্যেক মাতঙ্গের পশ্চাৎ সহস্র তুরঙ্গম, প্রত্যেক তুরঙ্গমের পশ্চাৎ সহস্র গাভী ও প্রত্যেক গাভীর পশ্চাৎ সহস্র মেষ ও ছাগ গমন করিয়াছিল। পূর্ব্বে

এক দিন রাজা ভগীরথ নির্জ্জনে উপবেশন করিলে, গঙ্গা তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধনই গঙ্গার নাম উর্ব্বশী হইয়াছে। গঙ্গা সেই রাজাকে পিতৃত্বে স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই অদ্যাবধি ভাগীরথী নাম ধারণ করিতেছেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা ভগীরথ তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মিষ্ঠ, জ্ঞানী, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনা-পরিবর্জ্জিত এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তাঁহাকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, তখন তোমার সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

মহামতি দিলীপও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি তাঁহার বিচিত্র চরিত্র সমুদয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই মহাত্মা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এই ধনরত্নপরিপূর্ণা বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুরোহিত প্রত্যেক যজ্ঞে হিরণ্ময় দশ শত হস্তী দক্ষিণা লাভ করিতেন। সেই নরপতির যজ্ঞে বিপুল কনকময় যূপ নিখাত হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার হেম বিনির্ম্মিত যজ্ঞস্থলে আগমন পূর্ব্বক সমুদায় যজ্ঞীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য ও গন্ধর্ব্বাধিপতি বিশ্বাবসু স্বয়ং সমাগত হইয়া সপ্ত স্বরানুসারে বীণাবাদন করিতেন। বিশ্বাবসু বীণাবাদনে প্রবৃত্ত হইলে, সকলেই বিবেচনা করি[illegible] যেন গন্ধর্ব্বাধিপতি আমারই সমক্ষে বীণা বাদন করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত কোন রাজাই সেই দিলীপের ন্যায় ক্রিয়াকলাপ করিতে পারেন নাই। সেই মহাত্মার মত্ত মাতঙ্গগণ কনকালঙ্কারে সুশোভিত হইয়া পথমধ্যে শয়ন করিয়া রহিত। যাঁহারা সেই সত্যপরায়ণ মহামতি দিলীপকে সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অনায়াসে সুরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই নরপতির আবাসে বেদাধ্যয়নধ্বনি, জ্যানির্ঘোষ ও "দাও" এই শব্দ কোনক্রমেই লুপ্ত হয় নাই। হে সৃঞ্জয়! সেই প্রবলপ্রতাপশালী দিলীপ তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও বৈরাগ্যযুক্ত এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তাঁহাকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে, তখন তোমার আর পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

যুবনাশ্বনন্দন মান্ধাতাকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। সেই মহাত্মা স্বীয় পিতা যুবনাশ্বের উদরমধ্যে দধিমিশ্রিত ঘৃত হইতে সমুৎপন্ন হইলে, সুরগণ যুবনাশ্বের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া তাঁহাকে নির্গত করিয়াছিলেন। সেই কৌতুকী রূপলাবণ্যসম্পন্ন বালক পি[illegible]

উদর হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিলে, দেবগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই বালক কি পান করিয়া জীবিত থাকিবে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন যে, এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। আমি এই বালকের নাম মান্ধাতা রাখিলাম। দেবরাজ ইন্দ্র এই বলিয়া সেই বালকের মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিলে, তাহার কলেবর পুষ্ট হইবার নিমিত্তই পুরন্দরের অঙ্গুলি হইতে দুগ্ধধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। বালক সেই বাসবের অঙ্গুলি-বিনিঃসৃত দুগ্ধ পান করিয়া এক দিনের মধ্যেই বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি দ্বাদশ দিনের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমযুক্ত বালকের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইলেন। সেই ইন্দ্রসদৃশ বলবীর্য্যশালী মান্ধাতা এক দিনেই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। সেই মহামতি মান্ধাতা রাজা অঙ্গার, মরুত্ত, অসিত, গয়, অঙ্গ ও বৃহদ্রথকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। তিনি নরপতি অঙ্গারের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলে, দেবগণ তাঁহার কার্ম্মুকের টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক বোধ করিয়াছিলেন যে, গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। রাজা মান্ধাতা দিবাকরের উদয়স্থান অবধি অস্তমিত হইবার স্থান পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশই অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি এক শত অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দীর্ঘে দশ যোজন ও প্রস্থে এক যোজন হিরণ্ময় রোহিত মৎস্য সকল দান করেন। তাঁহার দানাবশিষ্ট মৎস্য সমুদায় অন্যান্য লোকে বিভাগ করিয়া লইয়াছিল। হে সৃঞ্জয়! সেই রাজা মান্ধাতা তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মিষ্ঠ, জ্ঞানী, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনা-পরিবর্জ্জিত এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তাঁহাকেও তনু ত্যাগ করিতে হইয়াছে, তখন তোমার আর পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

নহুষনন্দন মহারাজ যযাতিও করাল কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। সেই মহামতি এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বল পূর্ব্বক যুগকীলক নিক্ষেপ করিতেন। ঐ নিক্ষিপ্ত কীলক যতদূরে পতিত হইত, তিনি আপনার অবস্থান স্থান হইতে ততদূর পর্য্যন্ত এক একটি যজ্ঞবেদী প্রস্তুত করাইতেন। ঐ রূপ কীলকনিক্ষেপকে শম্যাপাত বলে। মহাত্মা যযাতি এই প্রকারে শম্যাপাতসহকারে বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত সাগর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। তিনি এক সহস্র উৎকৃষ্ট

যজ্ঞ ও এক শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তিন সুবর্ণপর্ব্বত প্রদান পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করেন। সেই মহাত্মা অসুরগণকে সংগ্রামে সংহার করিয়া পরিশেষে যদু, দ্রুহ্যু প্রভৃতি আপনার পুত্র-দিগকে অংশক্রমে সমস্ত পৃথিবী প্রদান এবং পুরুকে স্বীয় রাজ্যে অভি-ষিক্ত করিয়া সহধর্ম্মিণীর সহিত অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা যযাতি তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্য-যুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। তাঁহাকেও যখন কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, তখন তোমার আর পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা উচিত নহে।

মহারাজ নাভাগনন্দন অম্বরীষও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। সেই মহাত্মার প্রজাগণ তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিল। সেই মহাত্মা স্বীয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিয়া দশ লক্ষ যাজ্ঞিক নর-পতিকে দ্বিজগণের দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত করেন। অদ্যাপি কোন ব্যক্তিই মহারাজ অম্বরীষের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন নাই এবং পরেও কেহ সমর্থ হইবেন না। যজ্ঞ সময়ে যে সমুদায় ভূপতি ব্রাহ্মণগণের দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, মহাত্মা অম্বরীষ তাঁহাদিগকে দক্ষিণা-স্বরূপ ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা নাভাগতনয় অম্বরীষ তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বিষয়বাসনাপরি-বর্জ্জিত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন সেই মহাত্মাকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, তখন তোমার আর সেই নির্গুণ পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা কর্ত্তব্য নহে।

মহারাজ শশবিন্দুও জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই মহাত্মার এক লক্ষ মহিষী ও দশ লক্ষ পুত্র ছিল। রাজপুত্রগণ সকলেই হেমবর্ম্ম-ধারী ও ধনুর্ব্বিদ্যায় নিতান্ত সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক শত কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। সেই প্রত্যেক কন্যাগণের পশ্চাৎ এক এক শত হস্তী, প্রতি হস্তীর পশ্চাৎ এক এক শত রথ, প্রতি রথের পশ্চাৎ কনকমাল্য-পরিশোভিত এক এক শত অশ্ব, প্রতি অশ্বের পশ্চাৎ এক এক শত বেগবতী গাভী, প্রতি গাভীর পশ্চাৎ এক এক শত মেষ ও ছাগ আগমন করিয়াছিল। মহারাজ শশবিন্দু অশ্বমেধযজ্ঞ-সময়ে ব্রাহ্মণ-দিগকে সেই অপরিমিত ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! মহা-রাজ শশবিন্দু তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্য-

শালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন সেই মহাত্মাকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে, তখন তোমার পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করা কর্ত্তব্য নহে।

অমূর্ত্তরয়ার তনয় মহারাজ গয়ও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই মহারাজ এক শত বর্ষ হুতাবশিষ্ট ভোজন করিলে, হুতাশন পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন ঐ মহাত্মা তাঁহাকে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার যেন ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও সত্যে অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং আমি নিরন্তর দান করিলেও যেন আমার ধনক্ষয় না হয়। ভগবান্ হুতাশন গয় রাজার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন। মহামতি গয় সহস্র বৎসর অবিরত দর্শ পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে বারংবার এক লক্ষ গাভী ও শত অশ্বতর প্রদান করেন। ঐ মহাত্মা সোমরস দ্বারা দেবগণকে, অর্থদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে, স্বধাদ্বারা পিতৃগণকে এবং অভীষ্টসাধনদ্বারা রমণীগণকে পরম পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। ঐ মহামতি অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে দৈর্ঘ্যে বিংশতি ব্যাম ও প্রস্থে দশ ব্যাম কাঞ্চনময় পৃথিবী দক্ষিণা দান করেন। গঙ্গার যত বালুকা আছে, মহাত্মা গয় ব্রাহ্মণগণকে তত গাভী প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! ঐ মহারাজ গয় তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মিষ্ঠ, জ্ঞানসম্পন্ন, বিষয়বাসনা-বিহীন ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও তনু ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

হে সৃঞ্জয়! সঙ্কৃতিতনয় রন্তিদেবও তনুত্যাগ করিয়াছেন। সেই মহাত্মা কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে বাসব! আপনার অনুগ্রহে আমার গৃহে যেন প্রচুর অন্ন ও অতিথির সমাগম হয় এবং আমার শ্রদ্ধাও যেন কখনই অপনীত না হয়। আর আমাকে যেন কখনই কাহার নিকট প্রার্থনা করিতে না হয়। ঐ মহাত্মার ক্রিয়ানুষ্ঠান সময়ে গ্রাম্য ও আরণ্যক পশু সমুদায় স্বয়ং তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিয়া আমাকে পিতৃকার্য্যে নিয়োগ করুন বলিয়া, উপাসনা করিত। সেই মহাত্মার যজ্ঞনিহত পশুদিগের চর্ম্মরাশি হইতে ক্লেদ বিনির্গত হওয়াতে এক নদী সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ নদী তন্নিবন্ধন অদ্যাপি চর্ম্মণ্বতী নামে বিখ্যাত আছে। মহামতি রন্তিদেব অতি বিস্তীর্ণ সভামধ্যে ব্রাহ্মণদিগকে নিষ্ক প্রদান করি-

তেন। সভামধ্যে আপনাকে শত নিষ্ক প্রদান করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন, এই কথা বলিলে, কোন ব্রাহ্মণই উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেন না। পরে আপনাকে সহস্র নিষ্ক প্রদান করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন, এই কথা বলিলে, সমুদায় ব্রাহ্মণই উহা গ্রহণ করিতেন। মহামতি রন্তিদেবের গৃহে অন্ন ও অন্যান্য দ্রব্যের আহরণোপযোগী পাত্র, ঘট, কটাহ, স্থালী ও পিঠর প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্যই কাঞ্চনময় ছিল। অতিথিগণ রন্তিদেবের গৃহে যে রাত্রি অবস্থান করিত, সেই রাত্রিতে তথায় বিংশতি সহস্র এক শত গো ছেদন করা হইত। তথাপি মণিকুণ্ডলধারী পাচকগণ আজি সূপভূয়িষ্ঠ অন্ন ভোজন কর, পূর্ব্বের ন্যায় মাংস ভোজন করিতে পাইবে না, এই বলিয়া চীৎকার করিত। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা রন্তিদেব তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মশীল, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত অমানুষপরাক্রমশালী মহামতি সগরও তনু ত্যাগ করিয়াছেন। শরৎকালীন জলদবিনির্ম্মুক্ত গগনমণ্ডলে জ্যোতিঃপদার্থ সকল যেরূপ চন্দ্রমার অনুগামী হয়, সেইরূপ ঐ মহাত্মার গমন সময়ে তাঁহার ষষ্টি সহস্র পুত্র অনুগমন করিত। তিনি স্বীয় প্রতাপবলে সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর হইয়া সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সুরগণকে পরম পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি সতত পদ্মপলাশনয়না কামিনীগণে পরিপূর্ণ, মহার্হ শয্যাসমাকুল, সুবর্ণস্তম্ভ পরিশোভিত, কনকময় প্রাসাদ ও অন্যান্য দ্রব্যজাত ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিতেন। সেই মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি রোষভরে পৃথিবী খনন করিয়া সমুদ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই সমুদ্র সাগর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। হে সৃঞ্জয়! মহারাজ সগর তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মশীল, জ্ঞানী, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনা পরিবর্জ্জিত এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তাঁহাকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে, তখন তোমার আর পুত্রের নিমিত্ত শোক করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

বেণতনয় মহারাজ পৃথুকেও তনুত্যাগ করিতে হইয়াছে; মহর্ষিগণ একত্র মিলিত হইয়া সেই মহাত্মাকে দণ্ডকারণ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন। তিনি সমুদায় লোক প্রথিত করিবেন, বলিয়াই পৃথুনাম ধারণ করেন। তিনি ক্ষত বা বিনাশ হইতে লোক সকলকে পরিত্রাণ করিতেন

দলিয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। প্রজাবর্গ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিল বলিয়াই তিনি রাজপদবী লাভ করেন। তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে পৃথিবী হলদ্বারা কর্ষিত না হইয়াও প্রচুর ফল পুষ্প প্রসব করিতেন। প্রতিপত্রেই মধু সমুৎপন্ন এবং ধেনু দোহন করিবামাত্র দুগ্ধে কলস পূ হইত। মানবগণ ব্যাধিশূন্য, ভয়হীন ও পূর্ণকাম হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ক্ষেত্র ও গৃহে অবস্থিতি করিত। পৃথুরাজ সমুদ্র যাত্রা করিলে, সাগরের জল স্তব্ধ হইত এবং নদীতে গমন করিলে, সমস্ত নদীর জল সমুচ্ছিত না হইয়া স্থিরভাব অবলম্বন করিত। সেই মহাত্মার কোথাও আজ্ঞাভঙ্গ হইত না। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তিন নলসমুন্নত কাঞ্চনময় একবিংশতি পর্ব্বত ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা পৃথু তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ, জ্ঞানসম্পন্ন, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনা-বিহীন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যশীল ছিলেন। তাঁহাকেও যখন কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, তখন তোমার সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এক্ষণে আর মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা করিও না। আমার কথা কি তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ করিলে না? আমি যাহা বলিলাম, উহা মুমূর্ষু ব্যক্তির হিতকর ঔষধের ন্যায় সম্যক্ ফলোপধায়ক, সন্দেহ নাই।

তখন মহামতি সৃঞ্জয় দেবর্ষি নারদের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি শোকাপনোদন করিবার নিমিত্ত পুণ্যবান্ কীর্ত্তিসম্পন্ন রাজর্ষিগণের অতি আশ্চর্য্য চরিত্র সমুদায় শ্রবণ করিলাম। আপনি যে সমুদয় কথা বলিলেন, সেই সমস্ত কদাচ বিফল হইবার নহে। অধিক কি বলিব, আপনাকে সন্দর্শন করিয়াই শোক পরিত্যাগ করিয়াছি। অমৃত পান করিলে, যেরূপ তৃপ্তি লাভ হয় না, ফলতঃ পিপাসা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমে ক্রমে বলবতী হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছি; আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আজি আমার তনয় যেরূপে পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিতে পারে, তাহার উপায় করুন।

তখন মহর্ষি নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! তোমার পুত্র সুবর্ণষ্ঠীবী মহর্ষি পর্ব্বতের বরপ্রভাবে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি। ইহার পর তোমার পুত্র সহস্র বৎসর জীবন ধারণ করিবে।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩০।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মাধব! সৃঞ্জয়ের পুত্র কি নিমিত্ত সুবর্ণ-ষ্ঠীবী হইয়াছিল, পর্ব্বত কি জন্য সৃঞ্জয়কে ঐ পুত্র প্রদান করেন, তৎকালে মানবগণ সহস্র বৎসর জীবন ধারণ করিত, তবে সৃঞ্জয়ের পুত্র কি নিমিত্ত অপ্রাপ্তকৌমারাবস্থাতেই জীবন পরিত্যাগ করিল, ঐ পুত্র কি নামমাত্র সুবর্ণ-ষ্ঠীবী বা যথার্থ ই সুবর্ণ ষ্ঠীবন করিত, ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব তুমি উহা বর্ণন কর।

কেশব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি আপনার অভিলষিত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে নারদ ও পর্ব্বত নামে দুই তপোধন মর্ত্ত্য লোকে শাল্যন্ন ও ঘৃত ভোজন করিয়া বিহার করিবার নিমিত্ত সুরলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। দেবর্ষি নারদ মহামতি পর্ব্বতের মাতুল ছিলেন। সেই মহর্ষিদ্বয় ধরাতলে মানুষভোজ্য দ্রব্যসমূহ ভোজন পূর্ব্বক প্রীত মনে স্বেচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরস্পর এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ভালই হউক, কিম্বা মন্দই হউক, যাহার মনে যাহা উদয় হইবে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা প্রকাশ করিবেন। যিনি এই প্রতিজ্ঞা প্রতি-পালন না করিবেন, তাঁহাকে পাপ ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

তাপসদ্বয় পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া মহাবাহু সৃঞ্জয়ের সন্নি-ধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে নরপতে! আমরা তোমার হিতসা-ধনার্থ এই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি করিব; তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও। নরপতি সৃঞ্জয় সেই মহর্ষিদ্বয়ের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া পরম সমাদরে তাঁহাদিগের যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। কিয়ৎদিন অতিবাহিত হইলে, এক দিবস মহারাজ সৃঞ্জয় পরম প্রীত-চিত্তে আপনার কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া নারদ ও পর্ব্বতের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তাপসদ্বয়! আমার এই একমাত্র পরমাসুন্দরী কন্যা আছেন; ইনি অতি সুশীলা; অদ্যাবধি ইনিই আপনাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইবেন। নরপতি সৃঞ্জয় মহর্ষিদ্বয়কে এই কথা বলিয়া আপনার কন্যাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তুমি অদ্যাবধি দেবতা ও পিতার ন্যায় এই মহর্ষিদ্বয়ের পরিচর্য্যা কর। তখন সেই ধর্ম্মচারিণী কন্যা পিতার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে মহর্ষিদ্বয়ের শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি নারদ সেই রাজকুমারীর অসামান্য রূপলাবণ্য ও শুশ্রূষা সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত

মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন কামের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ স্বীয় হৃদয়-বেদনা ভাগিনেয় পর্ব্বতের নিকট ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর এক দিন মহামতি পর্ব্বত আপনার তপঃপ্রভাব ও নারদের ইঙ্গিত দ্বারা, তাঁহাকে কামার্দ্দিত জানিতে পারিয়া কহিলেন, মাতুল! আমরা পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যখন যাহার মনে যে ভাব সমুদিত হইবে, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিব। কিন্তু এক্ষণে এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজকুমারীর রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া আপনার যেরূপ মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কি নিমিত্ত আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই? আপনি ব্রহ্মচারী, তপস্বী ও ব্রাহ্মণ হইয়া কি নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন? আপনি প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করাতে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাকে শাপ প্রদান করিতেছি যে, আপনি এই পরমাসুন্দরী রাজকুমারীর পাণি গ্রহণ করিলে, ঐ কন্যা এবং অন্যান্য মনুষ্য আপনাকে বানরের ন্যায় সন্দর্শন করিবে। তখন মহর্ষি নারদ পর্ব্বতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে শাপ প্রদান করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া কহিলেন, তুমি ধার্ম্মিক, তপস্বী, ব্রহ্মচারী, সত্যপরায়ণ ও দমগুণান্বিত হইয়াও সুরলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে না।

হে রাজন্! এই প্রকারে সেই মহর্ষিদ্বয় পরস্পরকে শাপ প্রদান করিয়া ক্রুদ্ধ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিলেন। মহাত্মা পর্ব্বত তথা হইতে প্রস্থান করিয়া স্বীয় তেজোবলে সকলের পূজিত হইয়া সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে মহর্ষি নারদ ধর্ম্মানুসারে পরমাসুন্দরী সৃঞ্জয়কুমারীকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের মন্ত্র শেষ হইবামাত্র রাজকুমারী পর্ব্বতের শাপপ্রভাবে নারদের বদনমণ্ডল বানর বদনের ন্যায় বিকৃত দেখিতে লাগিলেন। রাজকুমারী ভর্ত্তাকে এই প্রকার কুৎসিত অবলোকন করিয়াও তাঁহার অবমাননা করিলেন না। ফলতঃ পরম যত্নসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন; দেবতা, যক্ষ বা অন্যান্য কোন মহর্ষির সহিত প্রণয়ের বিষয় একবার মনেও করিলেন না।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে, এক দিবস মহর্ষি পর্ব্বত নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া এক কাননমধ্যে সমুপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থানে মহর্ষি নারদকে সন্দর্শন করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,

মহাত্মন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সুরলোকে গমন করিতে আদেশ করুন। দেবর্ষি নারদ পর্ব্বতকে দীনভাবে অবস্থিতি করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভাগিনেয়! প্রথমে তুমি আমাকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক বানরত্ব প্রদান করিয়াছ; আমি তোমাকে পশ্চাৎ অভিসম্পাত করিয়াছি। সে যাহা হউক, তুমি আমার পুত্রসদৃশ, তোমার সহিত এরূপ ব্যবহার করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। মহর্ষিদ্বয় এই প্রকার কথোপকথন করিয়া পরিশেষে পরস্পরকে শাপ হইতে পরিত্রাণ করিলেন। ঐ সময় রাজনন্দিনী সুকুমারী নারদের পরম সুন্দর দেবতুল্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে পরপুরুষ আশঙ্কা করিয়া তথা হইতে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহামতি পর্ব্বত রাজকুমারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পতিব্রতে! তোমার পলায়ন করা কর্ত্তব্য নহে। ইনি সেই ধর্ম্মপরায়ণ নারদ। ইনিই তোমার পতি। তুমি এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না। রাজকুমারী মহাত্মা পর্ব্বত কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভর্ত্তার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন মহামতি পর্ব্বত সুরলোকে ও মহর্ষি নারদ আপনার আবাসে গমন করিলেন। হে মহারাজ! এই সেই মহর্ষি নারদ আপনার সন্নিধানেই অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলে, মহারাজ সৃঞ্জয় ও তাঁহার পুত্রের বৃত্তান্ত অবগত হইবেন।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩১।

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির মহর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! আপনি সুবর্ণষ্ঠীবীর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করুন। আমি উহা শ্রবণ করিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; হে ধর্ম্মরাজ! ইতিপূর্ব্বে হৃষীকেশ যাহা কহিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা আমি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা আমি ও আমার ভাগিনেয় মহাতপা পর্ব্বত, আমরা দুই জনে নরপতি সৃঞ্জয়ের গৃহে অবস্থান করিবার নিমিত্ত তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলাম এবং বিধানানুসারে তৎকর্ত্তৃক

সংকৃত হইয়া তাঁহার আবাসে অবস্থান করতঃ বাঙ্ছানুরূপ ভোগসুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্রমে বর্ষাকাল অতীত ও আমাদিগের গমনকাল সমাগত হইলে, মহাতপা পর্ব্বত আমাকে কহিলেন, মাতুল! আমরা এই নরপতির ভবনে পরম সমাদরে এত দিন অবস্থান করিলাম, এক্ষণে ইহার মঙ্গল চিন্তা করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অনন্তর আমি প্রিয়দর্শন পর্ব্বতকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম; বৎস! তুমি মনে করিলেই ভূপতির হিতসাধন করিতে পার। অতএব সত্বরে উহাঁরে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া উহাঁর মনোরথ পূর্ণ কর। আর যদি তোমার বাসনা হয়, তাহা হইলে ঐ নরপতি আমাদের তপঃপ্রভাবে সিদ্ধি লাভ করুন।

তখন মহাতপা পর্ব্বত রাজা সৃঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে নরপতে! আমরা তোমার অকপট ব্যবহার ও পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে তোমাকে আদেশ করিতেছি যে, তুমি আমাদিগের নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; কিন্তু এই প্রকার বর প্রার্থনা করিও যেন তদ্দ্বারা দেবতা ও মনুষ্যগণের কোন অনিষ্টসাধন না হয়। তখন সৃঞ্জয় কহিলেন, হে ভগবন্! আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর আমার অন্য কোন বর প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন নাই। আপনাদিগের প্রসাদে আমি মহাফল লাভ করিয়াছি। মহাত্মা পর্ব্বত সৃঞ্জয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! তুমি বহু দিবস যাহা সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছ, এক্ষণে তাহাই প্রার্থনা কর। তখন সৃঞ্জয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনারা যদি আমাকে একান্তই বর প্রদান করেন, তবে আপনাদিগের প্রসাদে আমার যেন এক মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রতুল্য পুত্র সমুৎপন্ন হয়, এবং সেই পুত্র যেন বহুকাল জীবিত থাকে। তখন মহর্ষি পর্ব্বত কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! তুমি যে প্রকার পুত্র লাভ করিবার বাসনা করিতেছ, নিশ্চয়ই সেইরূপ পুত্র লাভ করিবে; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি সুরপতি ইন্দ্রকে পরাজয় করিবার নিমিত্তই ঐ প্রকার পুত্র প্রার্থনা করিলে; অতএব তোমার সেই পুত্র কখনই দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে না। তোমার সেই পুত্র সুবর্ণষ্ঠীবী নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি সর্ব্বদা তাহারে ইন্দ্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার যত্ন করিও। মহামতি সৃঞ্জয় মহাতপা পর্ব্বতের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পুত্রের বিঘ্নবিনাশার্থ তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার তপঃপ্রভাবে আমার সেই

পুত্রটি যেন দীর্ঘজীবী হয়। মহারাজ সৃঞ্জয় এই কথা কহিয়া পর্ব্বতকে বারম্বার অনুনয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহর্ষি পর্ব্বত পুরন্দরের অনুরোধে তৎকালে তাঁহার বাক্যে কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন আমি মহাত্মা সৃঞ্জয়কে নিতান্ত কাতর অবলোকন করিয়া কহিলাম, মহারাজ। তুমি দুঃখ করিও না। তোমার পুত্র অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে, তুমি আমাকে স্মরণ করিও। আমি তোমার তনয়কে পুনর্জ্জীবিত করিব। হে মহারাজ। আমরা রাজা সৃঞ্জয়কে এই প্রকার কহিয়া স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলাম। সৃঞ্জয়ও আপনার আবাসে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর কিছুকাল পরে মহারাজ সৃঞ্জয়ের এক তেজঃপুঞ্জকলেবরসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র সমুৎপন্ন হইল। সেই পুত্র কালসহকারে সরোবরমধ্যস্থ উৎপলের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই তনয় সুবর্ণ ষ্ঠীবন করিত বলিয়া রাজা সৃঞ্জয় তাহার নাম সুবর্ণষ্ঠীবী রাখিলেন। সৃঞ্জয়পুত্রের সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র ঐ আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিলেন, মহর্ষি পর্ব্বতের বরপ্রভাবে নরপতি সৃঞ্জয় ঐরূপ পুত্র লাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ঐ বালক যদি দীর্ঘকাল জীবিত থাকে, তাহা হইলে আমাকে উহার নিকট নিশ্চয়ই পরাজিত হইতে হইবে। দেবরাজ পুরন্দর মনে মনে এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া সুরগুরু বৃহস্পতির পরামর্শানুসারে সেই বালকের রন্ধ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং মূর্ত্তিমান দিব্যাস্ত্র বজ্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে কুলিশ। সৃঞ্জয়ের পুত্র মহর্ষি পর্ব্বতের বরপ্রভাবে ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে পরাজয় করিবে; অতএব তুমি ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অতি সত্বরে তাহাকে বিনাশ কর। তখন বজ্র পুরন্দরের অনুমতি প্রাপ্ত হইবামাত্র সেই রাজপুত্রের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

এ দিকে নরপতি সৃঞ্জয় সেই অপূর্ব্ব পুত্র প্রাপ্ত হইয়া পুলকিত চিত্তে মহিষীগণের সহিত অরণ্যমধ্যে গমন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই তনয়টির বয়ঃক্রম ক্রমে ক্রমে পঞ্চম বর্ষ হইল। এক দিন সেই নাগেন্দ্র সদৃশ বলবীর্য্যশালী বালক সেই অরণ্যমধ্যে ক্রীড়া করিবার মানসে ধাত্রী সমভিব্যাহারে ভাগীরথীতীরে ধাবমান হইল। এমন সময়ে সেই ব্যাঘ্ররূপী বজ্র সহসা আগমন করিয়া সেই বালককে আক্রমণ করিল। রাজতনয় ব্যাঘ্রের আক্রমণে কম্পিতগাত্র হইয়া জীবন পরি-

ত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইল। ধাত্রী সেই বালককে বিনষ্ট দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় নরপতি সৃঞ্জয় ধাত্রীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে স্বয়ং সেই স্থানে আগমন করত দেখিলেন, সুবর্ণষ্ঠীবী কলেবর পরিত্যাগ করিয়া গগনমণ্ডল-চ্যুত শশধরের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তখন তিনি সাতি-শয় দুঃখিত হইয়া শোণিতাক্ত-কলেবর পুত্রকে ক্রোড়ে আরোপিত করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। সেই বালকের মাতৃগণও সত্বরে শোকাকুলিত চিত্তে নিরন্তর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সেই স্থানে উপনীত হইলেন।

সেই সময় মহারাজ সৃঞ্জয় আমাকে স্মরণ করাতে আমি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপনীত হইলাম। হে ধর্ম্মরাজ! যদুপ্রবীর হৃষীকেশ তোমাকে যে সমস্ত কথা কহিলেন, আমি সৃঞ্জয়সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে ঐ সমুদায় কথাই কহিয়াছিলাম। পরিশেষে আমি বাসবের আদেশানুসারে সেই বালককে পুনর্জ্জীবিত করিলাম। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।

এই প্রকারে সেই সৃঞ্জয়রাজপুত্র পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত হইয়া পিতা মাতাকে পরম আনন্দিত করিতে লাগিল। সেই রাজতনয় পিতার পরলোকগমনের পর সুপ্রণালীক্রমে এক সহস্র শত বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিল। তাহার সদৃশ গুণসম্পন্ন আর কেহই ছিল না। সেই রাজকুমার ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি-সাধন এবং বহু পুত্র সমুৎপাদন করিয়া পরিশেষে জীবন পরিত্যাগ করি-য়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি শোক পরিহার পূর্ব্বক বেদব্যাস ও বাসুদেবের বাক্যানুসারে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া প্রজাদিগকে প্রতিপালন ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর; তাহা হইলেই তুমি অতি পবিত্র লোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে।

—০✱০—

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! দেবর্ষি নারদের বাক্যাবসানে ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ মহর্ষি বেদব্যাস শোকসন্তপ্ত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্ম

রাজ! প্রজাদিগকে প্রতিপালন করাই ভূপালগণের সনাতন ধর্ম্ম; ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হওয়া মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি ধর্ম্মানুসারে পিতৃপিতামহোপভুক্ত রাজ্য গ্রহণ কর। বেদে ব্রাহ্মণগণের তপস্যাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অতএব ব্রাহ্মণদিগের তপস্যা করাই নিতান্ত কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়গণ সমুদায় ধর্ম্মের রক্ষকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যে ব্যক্তি বিষয়াসক্ত হইয়া শাসন অতিক্রম করে, তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। কি ভৃত্য, কি পুত্র, কি তপস্বী, যে কেহ হউক না কেন, মোহপ্রভাবে নিয়ম অতিক্রম করিলে, রাজা তাহাকে অবশ্য শাসন বা বিনাশ করিবেন। যে নরপতি ইহার অন্যথাচরণ করেন, তাঁহাকে পাপ ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া উহার রক্ষা না করে, তাহাকে ধর্ম্মহন্তা বলা যায়। তুমি ধর্ম্মহন্তা কৌরবদিগকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছ; তন্নিমিত্ত তোমার শোক করিবার প্রয়োজন কি? বিনাশার্হ ব্যক্তিদিগকে বিনাশ, ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে রক্ষা ও সৎপাত্রে ধনদান করাই রাজাদিগের সনাতন ধর্ম্ম।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে তপোধন! আপনি যাহা কহিলেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনি সমস্ত ধর্ম্মই অবগত আছেন। এক্ষণে আমি রাজ্যাভিলাষী হইয়া অনেক অবধ্য লোককে বিনাশ করিয়াছি বলিয়াই শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও কলেবর দগ্ধ হইতেছে।

তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! কর্ম্মের কর্ত্তা কে, ঈশ্বর না পুরুষ? আর লোকে যে ফল ভোগ করিয়া থাকে, তাহা কি কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, না অকস্মাৎ সমাগত হয়? যদি ঈশ্বর সমুদয় কার্য্যের কর্ত্তা হন, তাহা হইলে, পুরুষেরা ঈশ্বরের আদেশানুসারেই শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে; সুতরাং ঈশ্বরই তাহার ফল ভোগ করিবেন। যদি কোন ব্যক্তি কাননমধ্যে কুঠারদ্বারা বৃক্ষ ছেদন করে, তাহা হইলে মনুষ্যই বৃক্ষছেদনজনিত পাপে লিপ্ত হয়; কুঠার ঐ পাপে কখনই লিপ্ত হয় না। যদি বল, কুঠার অচেতন পদার্থ, উহার ত পাপ ভোগ করিবার সম্ভাবনাই নাই; সুতরাং কুঠার-ব্যবহারকারী মনুষ্যকেই পাপ ভোগ করিতে হয়। তাহা হইলে কুঠারনির্ম্মাণকর্ত্তার বৃক্ষ ছেদনজনিত পাপে লিপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, যদি সে কুঠার নির্ম্মাণ না করিত, তাহা হইলে ছেদনকর্ত্তা কোনক্রমেই বৃক্ষ ছেদন করিতে পারিত না; কি শস্ত্রপ্রহারকর্ত্তা স্বকার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত বৃক্ষছেদন পূর্ব্বক পাপে লিপ্ত

না হইয়া শস্ত্রনির্ম্মাণকর্ত্তাই পাপভাগী হইবে, ইহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব যদি এক জনের কর্ম্মফল অন্যকে ভোগ করিতে না হইল, তাহা হইলে মনুষ্যই ঈশ্বরের আদেশানুসারে তাঁহার কার্য্য সংসাধন করিয়া কি জন্য সেই কার্য্যের ফলভাগী হইবে? ঐ ফল ঈশ্বরের ভোগ করাই কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে যদি তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া, পুরুষকেই কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি অহিতকারী দুর্ম্মতি শত্রুদিগকে সংহার পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট কার্য্যই করিয়াছ; তাহার নিমিত্ত চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি? আর দেখ, কেহই অদৃষ্টকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং মনুষ্য অদৃষ্টপ্রভাবে কার্য্য করিয়া কি নিমিত্ত পাপ ভোগ করিবে? বিশেষতঃ মৃত্যুকে যদি মনুষ্যের নৈসর্গিক ধর্ম্ম বলিয়া স্থির কর, তাহা হইলে কেহই কখন কাহারও নিধনজনিত পাপে লিপ্ত হয় নাই, হইবেও না। আর যদি তুমি শাস্ত্রযুক্তির অনুসারে মনুষ্যের পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে রাজার পক্ষে যে দণ্ডবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা তোমাকে শাস্ত্র ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, আমার মতে ইহলোকে শুভ ও অশুভ কার্য্য সকল নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। যে মনুষ্য যে প্রকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, সেই মনুষ্য তদনুযায়ি ফল ভোগ করিয়া থাকে; অতএব তুমি অশুভফলপ্রদ কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর। আর তোমার অনুতাপ করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি ক্ষত্রিয়; সুতরাং যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নিন্দনীয় হয়, তথাপি তোমার উহাই অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মপরিত্যাগ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। মনুষ্য জীবিত থাকিলে, অনায়াসে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে; কিন্তু জীবন পরিত্যাগ করিলে, কোনক্রমেই উহাতে সমর্থ হয় না। অতএব জীবিত থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া তুমি জীবন পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমাকে পরলোকে অনুতাপ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৩।

তখন ধর্ম্মরাজ মহর্ষি ব্যাসদেবকে বিনীত বাক্যে কহিলেন, হে

পিতামহ! আমি রাজ্যলোভী হইয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, শ্বশুর, গুরু, মাতুল, পিতামহ, সম্বন্ধী, ভাগিনেয়, সুহৃৎ ও জ্ঞাতিগণ এবং নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত ভূপালগণকে বিনষ্ট করিয়াছি। এক্ষণে আমি সেই ধর্ম্মশীল মহাবলশালী রাজগণের অভাবে কি লইয়া অবস্থান করিব? এই বসুমতী সেই সমুদয় ভূপালশূন্যা হইয়াছে; ইহা বারম্বার চিন্তা করিয়া অদ্যাপি আমার হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে। আমি জ্ঞাতি ও অন্যান্য মনুষ্যগণের নিধনবৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া শোকে নিতান্ত অধীর হইতেছি। হায়! যে সমুদায় কামিনীর পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে, আজি তাহাদিগের কি অবস্থা হইবে? তাহারা পাণ্ডব ও যাদবগণকে পরম শত্রু বিবেচনা পূর্ব্বক দীনভাবে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইবে এবং পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃগণকে দেখিতে না পাইয়া তাহাদের প্রতি প্রীতি ও স্নেহনিবন্ধন নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। সেই বন্ধুবান্ধববিহীন রমণীগণ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, আমাদিগকে প্রকারান্তরে স্ত্রীবধজনিত পাতকেও লিপ্ত হইতে হইবে। হায়! আমরা সুহৃদ্গণের প্রাণ সংহার করিয়া যে ঘোরতর পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তন্নিবন্ধন আমাদিগকে অধঃশিরা হইয়া নরকে নিপতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। ঐ পাপের প্রতিকার করিবার নিমিত্ত আমি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক তনু ত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছি। এক্ষণে আমি কোন্ আশ্রম অবলম্বন করিলে, আমার ঐ পাপ ধ্বংস হইতে পারে, আপনি তাহা বলিয়া দিন্।

মহর্ষি বেদব্যাস ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হওয়া তোমার কদাচ উচিত হইতেছে না। দেখ, তোমার জ্ঞাতি ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ বিপুল যশ ও মহতী শ্রী লাভ করিবার নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের দোষেই বিনষ্ট হইয়াছেন। তুমি, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, তোমরা কেহই তাঁহাদিগকে সংহার কর নাই। ধর্ম্মসাক্ষী কালই জীবগণের জীবন হরণ করে। সে কাহাকেই অনুগ্রহ করে না। যুদ্ধাদি ব্যাপার নিমিত্তমাত্র; জীবগণ ঈশ্বরের নিয়মানুসারেই পরস্পর বিনষ্ট হয়। কাল পুণ্য ও পাপের সাক্ষী স্বরূপ ও কর্ম্ম সূত্রাত্মক। উহা সকলকে সুখদুঃখবহুল কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকে। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি

একবার সেই সমুদয় ক্ষত্রিয়গণের কার্য্য সবিশেষ পর্য্যালোচনা কর; তাহারা আত্মবিনাশজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। আর তুমি আপনার কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে যে, তুমি ব্রতপরায়ণ শান্তস্বভাব হইয়াও কেবল দৈব-প্রভাবে সেইরূপ হিংসাজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। ত্বষ্টৃবিনির্ম্মিত যন্ত্র যেরূপ পরিচালকের অধীন, সেইরূপ এই জগৎ কালকৃত কার্য্যেরই সম্যক্ আয়ত্ত। যখন মনুষ্যের যদৃচ্ছাক্রমে উৎপত্তি ও ধ্বংস হইয়া থাকে, তখন শোক বা হর্ষ প্রকাশ করা নিতান্ত নিষ্ফল। হে ধর্ম্মরাজ! তোমার এক্ষণে এই যে মিথ্যা মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, এতন্নিবন্ধন তুমি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর শ্রীলাভ করিবার নিমিত্ত একাদিক্রমে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে দেবগণ অসুর-দিগকে সংহার পূর্ব্বক তাহাদিগের শোণিতে মেদিনী সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বর্গ অধিকার করেন। আর ত্রিভুবনমধ্যে শালাবৃক নামে বিখ্যাত অষ্টা-শীতি সহস্র বেদবিশারদ ব্রাহ্মণ বসুমতী লাভ করত দর্পপ্রভাবে অসুর-গণের সাহায্য করিবার মানসে বর্ম্ম ধারণ করিলে, দেবগণ তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছিলেন। অতএব যাহারা অধর্ম্ম-প্রবর্ত্তিত এবং ধর্ম্ম উন্মূ-লিত করিতে যত্নবান্ হয়, তাহাদিগকে অচিরাৎ সংহার করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে, যদি একটি কুল কিম্বা একটি কুল নির্ম্মূল করিলে, যদি সমুদায় রাজ্য নিরাপদ হয়, তাহা হইলে উহা অবশ্য কর্ত্তব্য; উহাতে ধর্ম্মের কিছুমাত্র হানি হয় না। কোন স্থানে অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় এবং কোন স্থলে ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু পণ্ডিতগণ কোন্‌টি যথার্থ ধর্ম্ম এবং কোন্‌টি যথার্থ অধর্ম্ম তাহা অনায়াসে অবগত হইতে পারেন। তুমি অতি বিচক্ষণ; অতএব এইস্থলে তোমার ধৈর্য্যধারণ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি দেবগণের পূর্ব্ব-প্রদর্শিত পদবীতেই পদার্পণ করিয়াছ। যাহারা রাজ্য লাভ করি-বার নিমিত্ত অন্যের প্রাণ বিনাশ করে, তাহাদিগকে কখনই নরকে গমন করিতে হয় না। অতএব তুমি ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুবর্গকে আশ্বাসিত কর। যে দুর্ম্মতি সর্ব্বদা পাপানুষ্ঠানে যত্নবান্ হয় এবং পাপকার্য্য অব-গত হইয়াও উহাতে প্রবৃত্ত হয় ও পাপকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়, তাহাকে সর্ব্বদাই সেই পাপকার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়। ঐ ব্যক্তির পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কখনই বিনষ্ট হয় না; কিন্তু

তুমি নিষ্পাপ হৃদয়ে রাজা দুর্য্যোধনের অপরাধে অনিচ্ছা পূর্ব্বক রাজগণের হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছ। এক্ষণে তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ভগবান পাকশাসন দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া শত্রুদিগকে পরাজয় করত ক্রমে ক্রমে একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পাপশূন্য ও শতক্রতু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি দেবগণের সহিত স্বচ্ছন্দে বিবিধ সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। অপ্সরাগণ তাঁহার শুশ্রূষায় এবং দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত আছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমিও পুরন্দরের ন্যায় স্বীয় বাহুবলে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া এই সসাগরা বসুন্ধরা অধিকার করিয়াছ; অতএব যে সমুদায় ভূপতি যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের রাজ্যে উপ ং স্থিত হইয়া তাঁহাদিগের ভ্রাতা, পুত্র ও পৌত্রগণকে স্ব স্ব অধিকার র প্র ন পূর্ব্বক গর্ভস্থ সন্তানগণকে রক্ষা ও প্রজারঞ্জন করিয়া ধর্ম্মানুসারে রে ধরিএ। প্রতিপালন কর। যাঁহাদিগের পুত্র নাই, তাঁহাদিগের কন্যাগণকে রাজ্য প্রদান কর! যোষিদগণ স্বভাবতঃ নিতান্ত ভোগবাস ন।পরায়ণ; সুতরাং তাহারা রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইলেই শোক পরিত্যাগ ক পা হ রবে, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এই প্রকারে তুমি সমস্ত রাজ্যে আরকে শ্বাস প্রদান পূর্ব্বক জয়শীল দেবরাজের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। মহামতি ক্ষত্রিয়গণ কৃতান্তের বলপ্রভাবে স্ব স্ব কার্য্যানুসারে নিমি দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন; অতএব তাঁহাদের নিমিত্ত অনুতাপ করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছ। অতঃপর স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর; তাহা হইলেই পরলোকে শ্রেয়ো লাভ করিতে পারিবে।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৪।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে তপোধন! মনুষ্যগণ ইহলোকে কোন্ কোন্ কার্য্য করিলে, প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী হইয়া থাকে এবং কোন্ কোন্ কার্য্য করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হয়, তাহা বর্ণন করুন।

মহর্ষি ব্যাসদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! যে মনুষ্য বিধিবিহিত কার্য্যের অননুষ্ঠান, নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কপট ব্যবহার করে, সে

মনুষ্য ব্রহ্মচারী হইয়া সূর্য্যোদয়ের পর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও সূর্য্যাস্তমিতসময়ে শয়ন করে, যে ব্যক্তি কুনখী ও শ্যাবদন্তান্বিত হয়, যে পুরুষ জ্যেষ্ঠের বিবাহের পূর্ব্বে স্বয়ং বিবাহ করে, যাহার অনূঢ়াবস্থায় তাহার কনিষ্ঠের বিবাহ হয়, যে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী ও পরনিন্দক হয়, যে ব্যক্তি শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ কন্যার অনূঢ়াবস্থায় কনিষ্ঠার পাণি গ্রহণ করে, এবং যে ব্যক্তি কনিষ্ঠার বিবাহের পর জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করে, আর যাহারা ব্রতবিনাশ, দ্বিজাতি হত্যা, অপাত্রে দান, সৎপাত্রে কৃপণতা, বহু প্রাণীর জীবন নষ্ট, মাংস বিক্রয়, বেদ বিক্রয়, অগ্নি ত্যাগ, গুরু ও স্ত্রীলোকের প্রাণ বিনাশ, অকারণে পশু ছেদন, গৃহদাহ, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, গুরুর প্রতি অত্যাচার ও মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করে, তাহাদিগেরই প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

হে ধর্ম্মরাজ! এতদ্ভিন্ন লোকে যে সমুদয় বেদবিরুদ্ধ কার্য্য করে, তাহা বর্ণন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ, পর ধর্ম্ম অবলম্বন, অযাজ্য যাজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ, ভৃত্যগণের গ্রাসাচ্ছাদনে অনাদর, লবণাদি বিক্রয়, তির্য্যগযোনি বধ, ক্ষমতাসত্ত্বে গোগ্রাসাদি নিত্য দেয় বস্তুর অপ্রদান, দক্ষিণাদান পরাঙ্মুখতা, ব্রাহ্মণের অবমাননা, অনুপযুক্তকালে পুত্রদিগকে বিভাজ্য ধন প্রদান, গুরুপত্নী হরণ ও যথাসময়ে ধর্ম্মপত্নীর সহবাস পরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয়। যাহারা এই সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা অধার্ম্মিক। তাহাদিগের ঐ সমস্ত কুকার্য্যের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করা অবশ্য বিধেয়।

এক্ষণে যে যে স্থানে লোকে কুকার্য্য করিয়াও পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণও যদি জিঘাংসাপরবশ হইয়া অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে ধাবমান হয়, তাহাকে সংহার করা অবশ্য বিধেয়। ঐ প্রকার ব্রাহ্মণকে নিহত করিলে, কখনই ব্রহ্মহত্যার পাপ ভোগ করিতে হয় না। বেদপ্রমাণানুসারে স্বধর্ম্মচ্যুত আততায়ী ব্রাহ্মণকে সংহার করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কেন না, হত্যাকারীর রোষই তাহার শত্রুকোপের প্রতি ধাবমান হইয়া বিপক্ষের জীবন বিনাশ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ বা জীবননাশক উৎকট পীড়ার সময় সুবিচক্ষণ চিকিৎসকের অনুমতিক্রমে মদিরা পান করে, তাহার পুনর্ব্বার সংস্কার করিলেই সে পাপ হইতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়। ইতিপূর্ব্বে অভক্ষ্যভোজন প্রভৃতি

যত প্রকার পাপকর্ম্ম বর্ণন করিলাম, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তৎসমুদায় পাপই ধ্বংস হইয়া থাকে। গুরুর অনুমতিক্রমে গুরুপত্নীতে গমন করিলে, তন্নিবন্ধন পাপগ্রস্ত হইতে হয় না। মহর্ষি উদ্দালক শিষ্য দ্বারা স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে সমুৎপাদিত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি আপৎকালে গুরুর নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য জাতির ধন হরণ করে, তাহাকে চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হয় না। ফলতঃ যে ব্যক্তি ভোগাভিলাষী হইয়া নিয়ত চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহাকে পাপ ভোগ করিতে হয়। আপনার বা অন্যের জীবন রক্ষা, গুরুর কার্য্য সাধন, বিবাহ সম্পাদন এবং স্ত্রীলোকের সন্তোষ সাধনের জন্য মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণের রেতঃস্খলন হইলে তাহার পুনরায় উপনয়ন করিতে হয় না, কেবল সমিদ্ধ অগ্নিতে আজ্যহোম করিলেই উহার প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পতিত বা প্রব্রাজিত হইলে, তাহার অনূঢ়াবস্থাতে কনিষ্ঠের বিবাহ করা দূষ্য নহে। অভিযাচিত হইয়া পরস্ত্রী সম্ভোগ করিলে, পাপ ভোগ করিতে হয় না। পশুগণ বিধিনির্দ্দেশানুসারে পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ব্যতীত পশুহত্যা বা পশুহত্যা করিতে উপদেশ প্রদান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অজ্ঞানতাবশতঃ অযোগ্য ব্রাহ্মণকে ধন দান ও সৎপাত্রে অপ্রদান করা দূষ্য নহে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করা অবশ্য বিধেয়। উহাতে সেই স্ত্রী পবিত্রতা প্রাপ্ত হইতে পারে; স্বামীকেও কোন পাপ ভোগ করিতে হয় না। সোমরসের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া তাহা বিক্রয়, অসমর্থ ভৃত্যকে পরিত্যাগ এবং গোরক্ষা করিবার নিমিত্ত অরণ্য দগ্ধ করা দোষাবহ নহে। হে মহারাজ! যে যে স্থলে যে সমুদায় কার্য্য করিলে, মনুষ্যগণকে পাপগ্রস্ত হইতে হয় না, তাহা বর্ণন করিলাম; এক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৫।

যদি মনুষ্য একবারমাত্র পাপ করিয়া পুনর্ব্বার আর তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে সে তপস্যা, যজ্ঞ ও দানদ্বারা সেই পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ব্রহ্মহত্যাকারী খট্টাঙ্গ ও নরকপাল ধারণ করিয়

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক একবার ভোজন, সতত অধ্যবসায়সম্পন্ন, অসূয়াবিহীন, অধঃশায়ী হইয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, ভৃত্যের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং কার্য্য সংসাধন এবং জনসমাজে আপনার কুকর্ম প্রকাশ করিলে দ্বাদশ বৎসরের পর স্বীয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা-না স্বেচ্ছানুসারে শস্ত্রধারীদিগের শস্ত্রে প্রাণত্যাগ, অধঃশিরা হইয়া প্রদীপ্ত অনলে তিন বার আত্ম নিক্ষেপ, বেদ পাঠ করিতে করিতে শত যোজন গমন, বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব বা জীবননির্ব্বাহোপযোগী ধন কিম্বা পরিচ্ছদ সমবেত গৃহ প্রদান এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষা সম্পাদন এই সমুদায়ের অন্যতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। আর যে মনুষ্য নিয়ত বৎসাম্যরূপ ভোজন করে, সে ছয় বৎসরে, যে ব্যক্তি মাসের মধ্যে সপ্তাহ প্রাতঃকালে আহার, সপ্তাহ সায়ং সময়ে আহার, সপ্তাহ অযাচিত ব্রত অবলম্বন ও সপ্তাহ উপবাস করে, সে তিন বৎসরে, যে ব্যক্তি একমাস প্রাতঃকালে আহার, একমাস সায়ং সময়ে আহার এক মাস অযাচিত ব্রত অবলম্বন ও এক মাস উপবাস করিয়া থাকে, সে এক বৎসরে এবং যে ব্যক্তি কেবল উপবাসে কাল যাপন করে, সে অল্পদিনের মধ্যেই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি শ্রুতি অনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমাধানান্তে স্নান করে, সে সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সংগ্রামে তনু ত্যাগ করে, তাহাকে আর ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপভাগী হইতে হয় না। সহস্র ধেনু সুপাত্রে প্রদান করিতে পারিলে, ব্রহ্মহত্যা ও অন্যান্য গুরুতর পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি পঞ্চবিংশতি সহস্র পয়স্বিনী কপিলা দান করে, যে ব্যক্তি জীবনসংশয় কাল সমাগত হইলে, সাধু দরিদ্রগণকে সহস্র দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু প্রদান করে, তাহার পাপের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি নিয়মাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে এক শত কাম্বোজদেশসম্ভূত অশ্ব দান করে, সে ব্যক্তি পাপভয় হইতে পরিত্রাণ পায়। কেহ যদি অন্ততঃ এক জনেরও প্রার্থনানুরূপ অর্থ প্রদান পূর্ব্বক জনসমাজে কীর্ত্তন না করে, তাহা হইলে সে ইহলোক ও পরলোকে আপনার পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারে। যে ব্যক্তি একবারমাত্র সুরা পান করিয়া অগ্নিবর্ণ সুরা পান করে, উভয় লোকে তাহার আত্মা পবিত্র হয়। শৈলশিখর হইতে পতন, অনল প্রবেশ ও মহাপ্রস্থান দ্বারা সমুদায় পাপখণ্ডন হইয়া

থাকে। ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিসত্রের অনুষ্ঠান করিলে, ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারে। সুরাপায়ী ব্যক্তি যদি ভূমিদানরূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ও মৎসরবিহীন হইয়া পুনরায় উহা পান না করে, তাহা হইলে তাহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হয়। যে ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করে, সে লৌহফলক তপ্ত করিয়া উহাতে শয়ন ও স্বীয় লিঙ্গ ছেদন পূর্ব্বক উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া অরণ্যে গমন করিবে। তনু ত্যাগ করিলে অশুভ কার্য্য হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যোষিদ্গণ আহার বিহার পরিহার পূর্ব্বক নিয়ম অবলম্বন করিলে, এক সংবৎসরের মধ্যেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। যে মনুষ্য মহাব্রতের অনুষ্ঠান, সর্ব্বস্ব দান কিম্বা গুরুর কার্য্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত সংগ্রামে প্রাণ ত্যাগ করে সে সমস্ত অশুভ কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি পায়। যে ব্যক্তি গুরু সন্নিধানে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ কিম্বা তাঁহার দ্রব্য অপহরণ করে, সে গুরুর প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারিলেই সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে মনুষ্য স্ত্রীসংসর্গাদি নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে, সে ব্রহ্মহত্যাবিহিত ব্রত পালন ও ছয় মাস গো চর্ম্ম পরিধান করিলে, পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। যে মনুষ্য পরদারাভিগমন ও পরধনাপহরণ করে, সে সম্বৎসর নিয়মাবলম্বন করিলে নিষ্পাপ হয়। যে মনুষ্য যে পরিমাণে অন্যের অর্থ অপহরণ করে, সে যে কোন উপায়ে হউক, তাহাকে সেই পরিমাণে অর্থ প্রদান করিলেই সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসত্ত্বে বিবাহ করে, সে ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়েই দ্বাদশ রাত্রি নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রত পালন করিলে, উভয়েই পবিত্রতা লাভ করে। কিন্তু সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃলোকের উদ্ধারার্থ অবশ্য পুনরায় বিবাহ করিতে হইবে। তাহা হইলে, তাহার পূর্ব্ববিবাহিত ভার্য্যাও দোষশূন্য ও পরিশুদ্ধ হইবে। ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, যোষিদ্গণ চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেই শুদ্ধ হয়। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্ত্রীলোকগণকে মানসিক পাপে দূষিত বিবেচনা করিবেন না। কারণ, ভস্মদ্বারা পাত্র যেরূপ পরিশুদ্ধ হয়, সেইরূপ মহিলাগণ রজোযোগ হইলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কাংস্য পাত্র শূদ্রের উচ্ছিষ্ট, গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত বা ব্রাহ্মণের গণ্ডুষ দ্বারা দূষিত হইলে, উহা দশবিধ শোধনীয় দ্রব্যদ্বারা পরিশুদ্ধ করিবে। ব্রাহ্মণের চতুষ্পাদ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিপাদ, বৈশ্যের দ্বিপাদ ও শূদ্রের একপাদ ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। লোকে ধর্ম্মের তারতম্য অনুসারেই উহাদিগের গৌরব ও লাঘব অবধারণ করিবে। পশু পক্ষী বিনাশ ও বৃক্ষ ছেদন করিলে, আপনার

কুকর্ম্ম জনসমাজে প্রকাশ করিয়া তিন রাত্রি বায়ু ভক্ষণ করিবে। অগম্যা-গমন করিলে, ছয় মাস ভস্মে শয়ন করিয়া আর্দ্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিবে।

হে ধর্ম্মরাজ! কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, দৃষ্টান্ত, শাস্ত্র-যুক্তি ও প্রজা-পতিনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যে ব্রাহ্মণ হিংসাবিহীন, মিতভাষী ও পরিমিতভোজী হইয়া পবিত্র স্থানে গায়ত্রী জপ করে, তাঁহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। দ্বিজগণ দিবসে অনাবৃত স্থানে উপবেশন, যামিনীযোগে তথায় নিদ্রাবেসন, দিবসে তিন বার ও রাত্রিতে তিন বার বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান এবং স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিত্যাগ করিলে, অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। হে রাজন্! দেহাবসানে সকল প্রাণিকেই স্ব স্ব শুভাশুভ কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়। যে মনুষ্য অতিরিক্ত পাপ কিম্বা পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে উহার অতিরিক্ত ফল ভোগ করিতে হয়। অতএব জ্ঞান, তপস্যা ও সৎকার্য্য দ্বারা শুভফল পরিবর্দ্ধিত করা উচিত। লোকে পাপকার্য্যে পরাঙ্মুখ হইয়া শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান ও নিত্য ধনদান করিলে, পাপশূন্য হইতে পারে। এক্ষণে যে পাপের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সেই সমস্ত বর্ণন করি-লাম। মহাপাতক ব্যতীত সমুদায় পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। অপ-রাপর ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও বাচ্যাবাচ্য বিষয়ে জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত এই দ্বিবিধ পাপ আছে। জ্ঞানকৃত পাপ গুরু ও অজ্ঞানকৃত পাপ লঘু। আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ বিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। নাস্তিক, দাম্ভিক ও অশ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিগণ প্রায়ই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হয় না, প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাদের পাপধ্বংসের সম্ভাবনা নাই। যে মনুষ্য ইহলোকে ও পরলোকে সুখ লাভ করিতে অভিলাষ করে, তাহার শিষ্টাচার অবলম্বন ও শিষ্ট ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি শিষ্টাচারী; বিশেষতঃ প্রাণ ও ধন রক্ষা করিবার নিমিত্ত সংগ্রামে ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করি-য়াছ; অতএব নিশ্চয়ই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। তুমি যদি একান্তই আপনাকে পাপী বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। মূঢ়ের ন্যায় ক্রোধের বশীভূত হইয়া জীবন পরি-ত্যাগ করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

—:০:—

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, হে ভগবন্! কোন্ দ্রব্য ভক্ষ্য এবং কোন্ দ্রব্য অভক্ষ্য? লোকে কোন্ দ্রব্য দান করিলে প্রশংসাভাজন হয়? আর কাহাকে পাত্র ও কাহাকেই বা অপাত্র বলা যায়, এই সকল আমার নিকট বর্ণন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মনু সিদ্ধগণকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমি তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ সুখোপবিষ্ট ভগবান্ মনুর নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রজাপতে! আপনি অন্ন, পাত্র, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা ও কার্য্যাকার্য্যের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু ঐ মহর্ষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! আমি সংক্ষেপে ও সবিস্তরে ধর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য জপ, হোম, উপবাস, আত্মজ্ঞান, পবিত্র নদী, জপহোমাদি কার্য্যাসক্ত অসংখ্য ব্যক্তির অধিষ্ঠিত দেশ, পবিত্র পর্ব্বত এবং কনক ভোজন, মন্ত্রাদি দ্বারা স্নান, দেবস্থানে অভিগমন ও ঘৃতভোজন দ্বারাই পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। লোকে গর্ব্ব প্রকাশ করিলে, কোনক্রমেই প্রাজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যদি বিজ্ঞলোক অহঙ্কার প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার তিন রাত্রি উষ্ণ বস্তু পান করা কর্ত্তব্য। অদত্ত বস্তুর অনাদান, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও যজ্ঞ এই কয়েকটি ধর্ম্মের লক্ষণ। স্থলবিশেষে গ্রহণ, মিথ্যা ব্যবহার ও হিংসাও ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হয়। প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তিবশতঃ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই প্রকার হইয়া থাকে; আর লৌকিক ও বৈদিক ব্যবস্থানুসারে প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তিরও দুই প্রকার ভেদ আছে। পুরুষ কর্ম্মত্যাগী হইয়া মুক্তি লাভ করেন, আর কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তি বারম্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে অশুভ ফল এবং যে ব্যক্তি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে শুভ ফল ভোগ করিতে হয়। অতি নীচ লোকেও যদি দৈব, শাস্ত্র, জীবন ও জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী

ফল ভোগ করিতে পারে। মনুষ্যের ক্রোধমোহাদিনিবন্ধন চিত্ত দূষিত হইলে, ঔষধ, মন্ত্র ও উপবাসাদিদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নরপতি অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান না করিলে, তাঁহাকে এক রাত্রি ও পুরোহিত দণ্ডবিধানের উপদেশ প্রদান না করিলে, তাঁহাকে তিন রাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। যে মনুষ্য পুত্রবিয়োগাদি শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া শস্ত্রাদি দ্বারা আত্মবিনাশে সমুদ্যত হয়, সে তিন রাত্রি প্রায়োপবেশন করিবে। যাহারা জাতিশ্রেণী ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের ন্যায় দুরাত্মা আর কেহই নাই। কোন প্রায়শ্চিত্তদ্বারা তাহাদিগের ঐ অধর্ম্ম ধ্বংস হয় না। মনুষ্যগণের ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, দশ জন বেদশাস্ত্রবেত্তা অথবা তিন জন ধর্ম্মপাঠক পণ্ডিত যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই ধর্ম্মস্বরূপ গণনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃষ, মৃত্তিকা, ক্ষুদ্র পিপীলিকা, শ্লেষ্মাতক, বিষ, শল্কশূন্য মৎস্য, কূর্ম্ম ভিন্ন চতুষ্পাদ জন্তু, মণ্ডূকপ্রভৃতি জলচর, ভাস, হংস, সুপর্ণ, চক্রবাক, প্লব, বক, কাক, মদ্গু, গৃধ্র, শ্যেন, উলুক ও চতুষ্পাদ পক্ষী, মাংসাশী জন্তু ও দ্বিদন্ত চতুর্দ্দন্ত জীবের মাংস ভক্ষণ এবং মেষ, বড়বা, গর্দ্দভী, উষ্ট্রী, সূতিকাবস্থ গাভী, মানুষী ও মৃগীর দুগ্ধ পান করা ব্রাহ্মণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। প্রেতান্ন, সূতিকান্ন ও অনির্দ্দিষ্টান্ন ভোজন এবং অনির্দ্দিষ্ট ধেনুর দুগ্ধ পান করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ভূপতির অন্ন তেজের, শূদ্রের অন্ন ব্রহ্মতেজের এবং সুবর্ণকার ও অবীরা স্ত্রীর অন্ন আয়ুর ক্ষতি করে। বৃদ্ধিজীবীর অন্ন বিষ্ঠা এবং বেশ্যা, পরপুরুষাভিলাষিণী স্ত্রী ও স্ত্রীজিত ব্যক্তির অন্ন শুক্রস্বরূপ। অগ্নিষোমীয় বসাহোমের পূর্ব্বে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না। দানভোগপরাঙ্মুখ, যজ্ঞবিক্রয়ী, সূত্রধর, চর্ম্মকার, রজক, চিকিৎসক, গ্রামপাল, পাতকী, রঙ্গস্ত্রীজীবী, বন্দী ও দ্যূতবিশারদগণের অন্ন, সব্যহস্তে আহৃত পর্য্যুষিত, সুরামিশ্রিত, উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট অন্ন, পিষ্টক, ইক্ষু, শাক, দুগ্ধ, শক্তু, ভৃষ্টযব ও দধিশক্তুর বহুদিনস্থিত বিকার এবং দেবোদ্দেশে অপ্রদত্ত পায়স, তিলযুক্ত ভক্ষ্য ও পিষ্টক গৃহী ব্রাহ্মণগণের নিতান্ত অভক্ষ্য ও অপেয়। দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, পিতৃ ও গৃহদেবতাগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া পশ্চাৎ ভোজন এবং প্রব্রজিত ভিক্ষুকের ন্যায় আপনার আবাসে অবস্থান করা গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মনুষ্য এই প্রকার নিয়ম অবলম্বন করিয়া স্বীয় পত্নীর সহিত গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, সে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হয়।

ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির যশোলাভার্থ বা ভয়প্রযুক্ত দান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। উপকারী, নৃত্যগীতপরায়ণ, পরিহাসপর, ভণ্ড, মদমত্ত, উন্মত্ত, তস্কর, নিন্দক, মূর্খ, বিবর্ণ, বিকলাঙ্গ, বামন, দুর্জ্জন, দুষ্কুলজাত অশ্রোত্রিয়, বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ব্রতবর্জ্জিত ব্যক্তিকে দান করা নিতান্ত নিষ্ফল। অসম্যক্ দান ও অসম্যক্ প্রতিগ্রহ দাতা ও গ্রহীতা এই উভয়েরই অমঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে। খদিরফলক অবলম্বন করিয়া সাগরে সন্তরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই ফলক যেরূপ স্বয়ং নিমগ্ন হয় এবং আশ্রিত ব্যক্তিকেও নিমগ্ন করে, সেই রূপ অসম্যক্ দাতা আপনাকে ও প্রতিগ্রহীতাকে পাপার্ণবে নিমগ্ন করে। অনল যেরূপ আর্দ্র কাষ্ঠে পরিবৃত হইলে, প্রজ্বলিত হয় না, সেইরূপ তপঃস্বাধ্যায়-পরিবর্জ্জিত দুশ্চরিত্র প্রতিগ্রহীতাও কোন ফলই প্রদান করিতে পারে না। নর-কপালে জল ও কুক্কুরচর্ম্মবিনির্ম্মিত কোণে দুগ্ধ রাখিলে, স্থানদোষে উহা যেরূপ অপবিত্র হয়, সেইরূপ ব্রতবর্জ্জিত ব্যক্তির অধ্যয়নও নিষ্ফল হইয়া থাকে। নিবৃত্ত, নির্মন্ত্র, মূর্খ, অসূয়াপরবশ, হীনচরিত্র ও ব্রত-বর্জ্জিত ব্যক্তিকে দান করিলে, দয়ামাত্র প্রকাশ করা হয়; উহাতে কিছু-মাত্র ধর্ম্ম নাই। দীন ও আতুর ব্যক্তিগণকে অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া উহাদিগকে দান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অবৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে, উহা নিতান্ত বিফল হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ দারু-ময় মাতঙ্গ ও চর্ম্মময় মৃগের ন্যায় নামমাত্র ধারণ করে। বৎসবিহীন গাভী, পক্ষহীন বিহঙ্গম, জলশূন্য স্থান ও বারিশূন্য কূপ যেরূপ কোন কার্য্যকারক নহে, মন্ত্রবিহীন ব্রাহ্মণও সেইরূপ কোন কর্ম্মকারক হয় না। মূর্খকে দান করিলে, তাহা অনলহীন প্রদেশে হোমের ন্যায় কোন ফলোপধায়ক হয় না। দেব ও পিতৃগণের হব্যকব্যবিনাশক ধনাপহারী মূর্খ ব্যক্তি কদাচ উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিতে সমর্থ হয় না। হে ধর্ম্ম-রাজ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সংক্ষেপে এই তাহা বর্ণন করিলাম।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৭

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে তপোধন! আপনি সমুদায় রাজধর্ম্ম ও ... আমি ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া কি

প্রকারে বসুমতী বশবর্ত্তী করিব, তাহা বর্ণন করুন। আপনার নিকটে উপবাসাত্মক প্রায়শ্চিত্তের কথা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে সাতিশয় হর্ষ ও কৌতুক সমুৎপন্ন হইয়াছে। ধর্ম্মচর্য্যা ও রাজ্যরক্ষা এই উভয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ; অতএব এক ব্যক্তি কি প্রকারে ধর্ম্মরক্ষা ও রাজ্যভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, নিরন্তর এই চিন্তা করিয়া আমি বারংবার মোহে অভিভূত হইতেছি।

ঐ সময় বেদবিদগ্রগণ্য ভগবান-ব্যাসদেব সর্ব্বজ্ঞ দেবর্ষি নারদের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! যদি তুমি সমুদয় ধর্ম্মবিষয় শ্রবণ করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে কুরুকুলপিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মের সন্নিধানে গমন কর। সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ ভীষ্মই তোমার ধর্ম্মগত সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন। যিনি ভগবতী ভাগীরথীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি সুরাচার্য্য বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবর্ষিগণকে শুশ্রূষায় পরম পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের নিকট রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছেন, যিনি দানবগুরু শুক্র ও সুরগুরু বৃহস্পতির বিদিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহ করিয়াছেন, যিনি ভৃগুনন্দন চ্যবন ও মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি পূর্ব্বে তেজঃপুঞ্জ-কলেবর আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রজাপতির জ্যেষ্ঠ তনয় সনৎকুমারের সন্নিধানে জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট সমগ্র যতিধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছেন, যিনি পরশুরাম ও ইন্দ্র হইতে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি আপনার ইচ্ছানুসারে তনুত্যাগ করিবেন, যিনি পুত্র লাভ না করিয়াও উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিবেন, ব্রহ্মর্ষিগণ সর্ব্বদা যাঁহার সভাসদ হইতেন, যিনি সমুদয় জ্ঞেয় পদার্থই অবগত আছেন, সেই ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যবেত্তা মহাত্মা ভীষ্ম তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব ঐ মহাত্মা কলেবর পরিত্যাগ না করিতে করিতেই তুমি অবিলম্বে তাঁহার সমীপে গমন কর।

বহুদর্শী রাজা যুধিষ্ঠির সত্যবতীনন্দন বেদব্যাসের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আমি জ্ঞাতিগণের জীবনবিনাশের হেতু হইয়া সকলেরই নিকট অপরাধী হইয়াছি। আমা হইতেই সমুদয় জ্ঞাতিবর্গ বিনষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ আমি সেই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাবল পরাক্রান্ত পিতামহকে ছল প্রকাশ

করিয়া নিপাতিত করিয়াছি; একণে কি প্রকারে তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মসংশয় জিজ্ঞাসা করিব?

যদুপুঙ্গব মহাত্মা হৃষীকেশ চারি বর্ণের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে মহারাজ! শোকের একান্ত বশবর্ত্তী হওয়া আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। একণে মহাতপা ব্যাসদেব যাহা কহিলেন, আপনি তাহার অনুষ্ঠান করুন। এই সমুদয় ব্রাহ্মণ, হতাবশিষ্ট রাজগণ এবং আপনার ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদী ইহাঁরা আপনার অধীন হইতে অভিলাষী হইয়াছেন। বিশেষতঃ আপনার রাজ্যে বর্ণচতুষ্টয়ের সমস্ত লোকেই আগমন করিয়াছে। অতএব একণে ইহাঁদিগের হিতসাধন, অমিততেজা ব্যাসদেবের অনুজ্ঞা প্রতিপালন এবং আমাদিগের ও দ্রৌপদীর অনুরোধ রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাবীর ভীষ্মের নিকট গমন করুন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেব, ধনঞ্জয়, ভগবান্ বেদব্যাস এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার অনুনীত হইয়া মানসিক শোকসন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকের হিতসাধনার্থ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং নক্ষত্রসমাবৃত শশধরের ন্যায় বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে পুরোবর্ত্তী করত স্বনগরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কম্বলাজিনসংবৃত, বন্দিগণের পবিত্র মন্ত্রদ্বারা অভ্যর্চিত, সুলক্ষণসম্পন্ন শ্বেতবর্ণ ষোড়শ বলীবর্দ্দ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট শুভ্র রথে আরোহণ করিলেন। তখন মহাবলশালী বৃকোদর তাঁহার রথরশ্মি গ্রহণ ও ধনঞ্জয় তাহার মস্তকোপরি সুশোভিত শ্বেতাতপত্র ধারণ করিলেন। সেই শ্বেতাতপত্র ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক রথোপরি ধৃত হইয়া গগনমণ্ডলে নক্ষত্রজালমণ্ডিত শ্বেতমেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সমলঙ্কৃত শ্বেতবর্ণ চামরদ্বয় ধারণ করিয়া বীজন করিতে লাগিলেন। সেই পঞ্চ ভ্রাতা এই প্রকারে রথারোহণ করিলে, ঐ রথ পঞ্চভূতাত্মক কলেবরের শোভা ধারণ করিল। তখন ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসু মনোমারুতগামী বেগবান্ অশ্বগণে সংযোজিত শুভ্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের অনুগামী হইলেন। কৃষ্ণ সাত্যকির সহিত শৈব্য সুগ্রীব সংযোজিত হেমময় শুভ্র রথে আরূঢ় হইয়া কৌরবগণের অনুগমন করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত মনুষ্যবাহ্য যানে আরোহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। কুন্তী দ্রৌপদীপ্রভৃতি অন্তঃপুরচারিণীগণ বিবিধ

যানে আরোহণ পূর্ব্বক মহাত্মা বিদুর কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া গগনে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেরই পশ্চাতে অসংখ্য সমলঙ্কৃত রথ, গজ, অশ্ব ও পদাদি ধাবমান হইল। এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠির বন্ধুবান্ধবে সমাবৃত হইয়া সূতমাগধবন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। তৎকালে অসংখ্য ব্যক্তির সমাগম ও পরস্পরের কোলাহল হওয়াতে যুধিষ্ঠিরের নগরযাত্রা অতি মনোহর হইল। নগরবাসী মনুষ্যগণে সমুদয় নগর ও রাজপথ অলঙ্কৃত হইতে লাগিল। পৃথিবী শ্বেত মাল্য ও পতকায় পরিশোভিত, রাজপথ ধূপে প্রধূপিত এবং রাজভবন বিবিধ গন্ধ, পুষ্প ও মাল্য সমূহে পরিশোভিত হইল। নগরদ্বার গৌরাঙ্গী কুমারী, অভিনব পূর্ণ কুম্ভ ও সুগন্ধি পুষ্প-সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। প্রাণ্ডুপুত্র বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করত সেই অসামান্য শোভাসম্পন্ন নগরে প্রবিষ্ট হইলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহপতে! পাণ্ডবগণের পুরপ্রবেশ সময়ে সহস্র সহস্র পুরবাসী প্রজা তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার অভিলাষে সেই স্থানে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় বহুবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যে পরিশোভিত রাজপথ জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া চন্দ্রোদয়ে পরিবর্দ্ধিত মহাসাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাজমার্গের নিকটবর্ত্তী সুশোভিত অট্টালিকা সকল কামিনীগণের ভারে যেন কম্পিত হইয়া উঠিল। মহিলাগণ লজ্জিতভাবে মৃদুস্বরে পাণ্ডবদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া দ্রৌপদীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পাঞ্চালি! তুমি ধন্যা; গৌতমী যেরূপ মহর্ষিদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও এই মহাপুরুষগণকে আশ্রয় করিয়াছ। তোমার ব্রত ও কর্ম্ম সকল সফল হইল। কামিনীগণ এই প্রকারে দ্রৌপদীকে প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদিগের প্রশংসাবাক্য ও হর্ষসূচক শব্দে সমস্ত পুর সমাকুল হইল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে সেই রাজপথ অতিক্রম করিয়া অলঙ্কৃত রাজ ভবন সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তখন পুরবাসী প্রজাগণ তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক শ্রুতিসুখাবহ বাক্যে কহিল, হে মহারাজ!

আপনি সৌভাগ্য ও পরাক্রম প্রভাবে ধর্ম্মানুসারে শত্রুদিগকে পরাজয় ও পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের অধীশ্বর হইয়া দেবরাজ পুরন্দরের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে শত বৎসর প্রজাদিগকে প্রতিপালন করুন। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এই প্রকারে বিবিধ মঙ্গলবাক্য শ্রবণ ও ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে সেই ইন্দ্রগৃহ সদৃশ রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবিলম্বে গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিবিধ রত্ন ও গন্ধমাল্য দ্বারা দেবতাগণের পূজা করিয়া পুনর্ব্বার পুরদ্বারে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজকে সন্দর্শন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই কুশলাভিলাষী বিপ্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তারাগণসংবৃত শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি ধৌম্য গুরু ও জ্যেষ্ঠ তাতের সহিত অসংখ্য মোদক, রত্ন, সুবর্ণ, গাভী, বস্ত্র ও অন্যান্য নানা প্রকার দ্রব্য দ্বারা সেই ব্রাহ্মণদিগকে বিধানানুসারে পূজা করিলেন। সেই সময় সুহৃদ্গণের প্রীতিকর শ্রুতিসুখাবহ পবিত্র পুণ্যাহ নির্ঘোষে গগনপথ পরিব্যাপ্ত হইল। মহাযশা যুধিষ্ঠির প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের অর্থসংযুক্ত বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে জয়শব্দ, দুন্দুভিধ্বনি ও শঙ্খনাদ হইতে লাগিল।

হে রাজন্! সেই সময় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দুর্য্যোধনের সখা দুর্ম্মতি চার্ব্বাক রাক্ষস ভিক্ষুকের রূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল; ব্রাহ্মণগণ নিস্তব্ধ হইলে, সেই পাপাত্মা পাণ্ডবদিগের অপকার করিবার নিমিত্ত ঐ ব্রাহ্মণগণকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়াই নির্ভয়চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গর্ব্বিত বাক্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে ধর্ম্মরাজ! এই ব্রাহ্মণগণ আপনাকে জ্ঞাতিনিহন্তা ও অতি কুৎসিত রাজা বলিয়া ধিক্কার প্রদান করিলেন। ফলতঃ এই প্রকার জ্ঞাতিবর্গ ও গুরুজনগণকে সংহার করিয়া আপনি কি লাভ করিলেন? এক্ষণে আপনার জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়; জীবন ধারণে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ঐ সময় তত্রত্য অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নিতান্ত ক্রুদ্ধ, ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া মৌনাবলম্বনে রহিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন পূর্ব্বক লজ্জিতভাবে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করত দীনভাবে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমি প্রণতিপূর্ব্বক

আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি সত্বরেই জীবন পরিত্যাগ করিব; আপনারা আমাকে আর ধিক্কার প্রদান করিবেন না।

তখন সেই ব্রাহ্মণেরা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্ম-রাজ! আমরা আপনাকে ধিক্কার প্রদান করি নাই আপনি শ্রেয়োলাভ করুন। তপোনুষ্ঠানসম্পন্ন বেদবিশারদ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা চার্ব্বাককে বিশেষরূপ অবগত হইয়া পুনর্ব্বার যুধি-ষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহিপতে! যে ব্যক্তি আপনার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিল, ঐ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের পরম বন্ধু চার্ব্বাক নামে রাক্ষস। ঐ পাপাত্মা দুর্য্যোধনের হিতসাধনার্থ আপনার প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে; আমরা আপনাকে কিছুই বলি নাই। অতএব আপনি উহাতে কিছুমাত্র শঙ্কা করিবেন না। আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রেয়োলাভ করুন।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ চার্ব্বাকের প্রতি সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া তিরস্কার করত হুঙ্কার শব্দ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন। তখন দুর্ম্মতি চার্ব্বাক সেই মহাত্মাদিগের ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধপ্রায় হইয়া কুলি-শদগ্ধ মহীরুহের ন্যায় অবিলম্বে ধরাতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত সম্মান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজকে অভিনন্দন পূর্ব্বক তথা হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও সাতিশয় আনন্দিত হইয়া সুহৃদগণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৩৯।

তখন সর্ব্বদর্শী দেবকীতনয় বাসুদেব ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা আমার পূজনীয়। উহাঁরা ভূতলস্থ দেবতা। উহাঁরা ক্রুদ্ধ হইলে, উহাঁদিগের বাক্য হইতে বিষ নির্গত হইয়া থাকে। ঐ মহাত্মাদিগকে প্রসন্ন করা অতি অনায়াস-সাধ্য। পূর্ব্বে সত্যযুগে চার্ব্বাক নামক এক রাক্ষস বদরী তপোবনে বহুকাল অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। তাহার তপোবলে ভগবান্ ব্রহ্মা পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে বর গ্রহণ করিতে বারংবার

অনুরোধ করেন। নিশাচর চার্ব্বাক ব্রহ্মাকে বর প্রদান করিতে সমুদ্যত দেখিয়া কহিল, হে ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন, কোন জীব হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় না থাকে। তখন কমলযোনি কহিলেন, হে চার্ব্বাক! আমি তোমারে তোমার অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিতেছি; কিন্তু তুমি কোনক্রমেই ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিও না; ব্রাহ্মণগণের অপমান করিলেই তোমাকে বিপদাপন্ন হইতে হইবে।

এই প্রকারে নিশাচর চার্ব্বাক ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া আপনার বলবীর্য্যপ্রভাবে দেবগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিল। দেবগণ সেই নিশাচর চার্ব্বাকের বলবীর্য্যে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া তাহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মকে অনুরোধ করিলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরগণ! ঐ রাক্ষস যেরূপে অচিরকালমধ্যে বিনষ্ট হইবে, আমি তাহার উপায় করিয়াছি। মনুষ্যগণমধ্যে দুর্য্যোধন নামে এক নরপতির সহিত ঐ দুরাত্মার সখ্যভাব সমুৎপন্ন হইবে এবং ঐ নিশাচর দুর্য্যোধনের স্নেহের নিতান্ত বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে অবমানা করিবে। ব্রাহ্মণগণ ঐ রাক্ষসকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া ক্রোধভরে উহারে শাপ প্রদান পূর্ব্বক দগ্ধ করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে সেই এই রাক্ষস চার্ব্বাক ব্রহ্মদণ্ডে বিনষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছে। এক্ষণে আপনি আর শোক প্রকাশ করিবেন না। আপনার জ্ঞাতিগণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত ও বিনষ্ট হইয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি শোকসন্তাপ পরিহার করিয়া রাজকার্য্যের অনুষ্ঠান, শত্রুগণকে সংহার ও প্রজাদিগকে প্রতিপালন এবং ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করুন।

—০:০—

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪০।

হে রাজন্! তখন কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির শোকতাপ পরিহার পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে পূর্ব্বমুখ হইয়া হিরণ্ময় আসনে সমাসীন হইলেন। ঐ সময় শত্রুনিপাতন মহাবীর সাত্যকি ও হৃষীকেশ যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে কাঞ্চনময় উজ্জ্বল পীঠে, মহামতি বৃকোদর ও ধনঞ্জয় উত্তর পার্শ্বে মণিময় আসনে, মনস্বিনী কুন্তী সহদেব ও নকুলের সহিত কনকমণ্ডিত গজদন্তময় সিংহা-

সনে এবং মহাত্মা সুধর্ম্মা, বিদুর, ধৌম্য ও ধৃতরাষ্ট্র হুতাশনের ন্যায় সমুজ্জ্বল আসনে উপবেশন করিলেন। যুযুৎসু, সঞ্জয় ও যশস্বিনী গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির মঙ্গলজনক অক্ষত, স্বস্তিক, শ্বেতপুষ্প, ভূমি, কাঞ্চন, রজত ও মণি স্পর্শ করিলে, প্রজাগণ পুরোহিতের সহিত বহুবিধ মঙ্গল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মৃত্তিকা কাঞ্চন, বিবিধ রত্ন, হিরণ্ময়, তাম্রময়, রজতময় ও মৃণ্ময় পূর্ণ কুম্ভ, কুসুম, লাজ, অনল, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, শ্রুব, কনকালঙ্কৃত শঙ্খ এবং শমী, পিপ্পল ও পলাশের সমিধ প্রভৃতি অভিষেকের দ্রব্য সমুদায় সেই স্থানে সমাহৃত হইল। সেই সময় পুরোহিত ধৌম্য বাসুদেব কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বিধিপূর্ব্বক পূর্ব্বোত্তরে ক্রমশঃ নিম্ন বেদী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদুপরি অনলসন্নিভ ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত সর্ব্বতোভদ্র আসনে মহামতি যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদনন্দিনী দ্রৌপদীকে উপবেশন করাইয়া বিবিধ মন্ত্রোচ্চারণ করত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। মহামতি কেশব রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও প্রজাগণের সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাঞ্চজন্য গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করিলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির হৃষীকেশ ও স্বীয় ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক সংকৃত ও পাঞ্চজন্য শঙ্খের জলে অভিষিক্ত হইয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে পণব, আনক ও দুন্দুভির সুমধুর ধ্বনি সমুত্থিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির ঐ সকল সুমধুর বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যশালী, সৎস্বভাব-সম্পন্ন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করাইয়া তাঁহাদিগের বিধি অনুসারে পূজা করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া হংসের ন্যায় মধুরস্বরে তাঁহার জয় কীর্ত্তন ও প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে নরনাথ! আপনি সৌভাগ্যক্রমে স্বীয় পরাক্রম প্রভাবে অরাতি পরাজয় ও স্বধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন। আপনি সৌভাগ্যবশতঃ গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয়, ভীমপরাক্রম ভীমসেন এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত সেই বীর-ক্ষয়-কর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন এই প্রকারে রাজা যুধিষ্ঠির সাধুগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত ও সুহৃদ্বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় বিস্তীর্ণ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

এক চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪১।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগের সেই দেশকালোচিত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বিপ্রগণ! পাণ্ডবগণের গুণ প্রকৃত হউক্ বা অপ্রকৃত হউক্, যখন আপনারা একত্র মিলিত হইয়া উহা বর্ণন করিতেছেন, তখন পাণ্ডবেরা ধন্য সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনারা সুস্থচিত্তে আমাদিগকে গুণসম্পন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন। অতএব আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাও আপনাদিগের কর্ত্তব্য। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমার পরম দেবতা ও পিতা; অতএব যদি আমার হিত সাধন করা আপনাদিগের কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তবে আপনারা সর্ব্বদা উহাঁর শাসনানুবর্ত্তী ও হিতসাধনার্থ যত্নবান্ হইবেন। অধ্যবসায়সহকারে প্রতিনিয়ত ঐ মহাত্মার শুশ্রূষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি সমুদয় জ্ঞাতিদিগকে সংহার করিয়া কেবল উহাঁর শুশ্রূষা করিবার জন্যই জীবন ধারণ করিতেছি; এক্ষণে যদি আমার প্রতি ও আমার অন্যান্য সুহৃদ্গণের প্রতি আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রদর্শন করা উচিত হয়, তবে আপনারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার করুন। উনি আমার, আপনাদিগের ও এই পৃথিবীর অধীশ্বর। সমুদায় পৃথিবী ও পাণ্ডবেরা উহাঁরই আয়ত্ত। হে ব্রাহ্মণগণ! এক্ষণে আমি যাহা বলিলাম, আপনারা তাহা স্মরণ করিবেন। রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় করিলেন।

অনন্তর তিনি পুর ও জনপদবাসী প্রজাদিগকে বিদায় করিয়া বৃকোদরকে যৌবরাজ্য প্রদান পূর্ব্বক ধীমান্ বিদুরকে মন্ত্রণা ও সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য অবধারণ, সর্ব্বগুণোপেত বৃদ্ধ সঞ্জয়কে কার্য্যাকার্য্য পরিজ্ঞান ও আয় ব্যয় চিন্তা, নকুলকে সৈন্যের পরিমাণ, তাহাদিগকে ভক্ত বেতন প্রদান ও তাহাদের কার্য্য-পরীক্ষা, মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরসৈন্যোপরোধ ও দুষ্ট নিগ্রহ, মহাবীর সহদেবকে দেহ রক্ষা এবং পুরোহিতবর মহাতপা ধৌম্যকে ব্রাহ্মণগণের কার্য্য ও দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকারে যে ব্যক্তি যে কার্য্যের উপযুক্ত, তাঁহাকে সেই কার্য্যের ভার দিয়া বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসুকে কহিলেন, তোমরা সর্ব্বদা অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যখন যে প্রকার অনুমতি প্রদান করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন এবং পৌর ও জানপদগণের কোন

কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে, উঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা সমাধান করিবে।

—(০*০)—

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪২।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রণনিহত জ্ঞাতিগণের পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও স্বীয় তনয়গণের স্বর্গার্থে ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন, গাভী, বিবিধ ধন রত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাযশা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত একত্র সমবেত হইয়া মহামতি দ্রোণ, কর্ণ, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, হিড়ম্বাতনয় ঘটোৎকচ, বিরাট্ প্রভৃতি উপকার-পরায়ণ সুহৃদ্গণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের উদ্দেশে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে ধন, রত্ন, গাভী ও বস্ত্র সকল প্রদান করিলেন। যে সমুদয় ভূপালগণের বন্ধুবান্ধব কেহই বিদ্যমান ছিল না, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগেরও ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া সুহৃদ্গণের উদ্দেশে বিবিধ ধর্ম্মশালা, পয়ঃপ্রণালী ও তড়াগ সকল প্রদান করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকারে নিহত বীরগণের নিকট অঋণী হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে যত্নবান্ হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, অমাত্যগণ, ভৃত্যগণ ও পতিপুত্রবিহীনা কৌরবমহিলাগণকে পূর্ব্ববৎ সম্মান এবং দীন ও অন্ধদিগকে গৃহ ও গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিয়া প্রতিপালন করত নিষ্কণ্টকে পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৩।

এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাসুদেবকে কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি কেবল তোমার অনুগ্রহ, নীতি, বল, বুদ্ধিকৌশল ও বিক্রমপ্রভাবেই পিতৃপিতামহোপভুক্ত এই রাজ্য পুনর্ব্বার লাভ করিলাম; অতএব তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। তুমি অদ্বিতীয় পুরুষ ও যাদবগণের একমাত্র অবলম্বন। ব্রাহ্মণগণ তোমার বহুবিধ নামোচ্চারণ পূর্ব্বক স্তব করিয়া থাকেন। তুমি বিশ্বকর্ম্মা ও বিশ্বাত্মা; এই জগৎ তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তুমি বিষ্ণু, জিষ্ণু, হরি, কৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠ ও পুরুষোত্তম; তুমি সপ্ত আদিত্য; তুমি

একমাত্র হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন গর্ভে ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ; তুমি তিন যুগেই বিদ্যমান আছ; তুমি পুণ্যকীর্ত্তি, হৃষীকেশ ও যজ্ঞেশ্বর; তুমি ব্রহ্মারও গুরু; তুমি ত্রিলোচন শম্ভু; তুমি দামোদর, বরাহ, অনল ও দিবাকর; তুমি ধর্ম্ম ও গরুড়ধ্বজ; তুমি শত্রুসৈন্য-নিসূদন ও সর্ব্ব-ব্যাপী পুরুষ। তুমি শ্রেষ্ঠ ও উগ্র; তুমি কার্ত্তিকেয়, অন্নদ, অচ্যুত ও শত্রুঘাতক; তুমি বিপ্রাদি বর্ণ এবং অনুলোম, বিলোমজাতি; তুমি ঊর্দ্ধ বর্ত্ম ও অচল; তুমি ইন্দ্রের দর্পহারী ও হরিহররূপী। তুমি সিন্ধু, নির্গুণ এবং পূর্ব্ব দিক্, পশ্চিম দিক্, ঈশান কোণ স্বরূপ। তুমি সূর্য্য, চন্দ্র ও পাবকরূপে দেবলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছ; তুমি সম্রাট্, বিরাট্ ও স্বরাট্; তুমি পুরন্দরেরও কারণ; তুমি বিভু, শরীরী ও অশরীরী; তুমি অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ের পিতা; তুমি কপিল; তুমি বামন, যজ্ঞ, যজ্ঞসেন, ধ্রুব ও গরুড়; তুমি শিখণ্ডী ও নহুষ; তুমি মহেশ্বর, দিবস্পৃক্, পুনর্ব্বসু, বভ্রু ও সুবভ্রু; তুমি সামবেদ, সুষেণ, দুন্দুভি, কাল ও শ্রীপদ্ম; তুমি পুষ্কর, পুষ্পরেক্ষণ, ঋতু ও সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। তুমি চরিত্র, নির্ম্মল জ্যোতি ও হিরণ্যগর্ভ; তুমি স্বধা ও স্বাহা; তুমি এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তুমিই ইহার সংহারকর্ত্তা; তুমি অগ্রে এই বিশ্বমধ্যে বেদের সৃষ্টি করিয়াছ এবং এই চরাচর বিশ্বকে স্ববশে রাখিয়াছ। হে চক্রপাণে! তোমাকে নমস্কার করি।

এই প্রকারে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সভামধ্যে কৃষ্ণকে স্তব করিলে, তিনি পরম সন্তুষ্ট হইয়া বিনীত বচনে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে আহ্লাদিত করিতে লাগিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৪।

হে মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির প্রজাদিগকে গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলে, তাহারা নিজ নিজ ভবনে গমন করিল। সেই সময় ধর্ম্মতনয় ভীমপরাক্রম ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা মহাসংগ্রামে অরাতিগণের শরনিকরে ক্ষত বিক্ষতকলেবর ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত এবং শোকদুঃখে একান্ত সন্তপ্ত হইয়াছ। আমার জন্য তোমরা কাপুরুষের ন্যায় বন-বাসজনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলে; অতএব এক্ষণে তোমরা নিশ্চিন্ত

স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক পরিশ্রমাপনোদন ও পরমানন্দে কিঞ্চিৎ সুখ অনুভব কর। আমরা পুনরায় কল্য প্রাতে পরস্পর সমবেত হইব।

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে দুর্য্যোধনের প্রাসাদপরিশোভিত নানারত্নখচিত দাসদাসী সমন্বিত ইন্দ্রালয়সদৃশ গৃহ, ধনঞ্জয়কে দুঃশাসনের দুর্য্যোধন-গৃহসন্নিভ মাল্যসুশোভিত হেমতোরণসংযুক্ত দাসদাসী ও ধন ধান্য পরিপূর্ণ গৃহ, নকুলকে দুর্ম্মর্ষণের সুবর্ণমণিমণ্ডিত কুবের-ভবনতুল্য গৃহ এবং প্রাণাধিক সহদেবকে দুর্মুখের কমলদলাক্ষী রমণীগণে পরিপূর্ণ সুবর্ণালঙ্কৃত গৃহ প্রদান করিলেন। এই প্রকারে পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতিক্রমে সুরম্য হর্ম্ম্য সকল লাভ করিয়া তথায় গমন পূর্ব্বক সুস্থচিত্তে সুখানুভব করিতে লাগিলেন। মহামতি যুযুৎসু, বিদুর, সঞ্জয়, সুধর্ম্মা ও ধৌম্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকির সহিত ধনঞ্জয়ের ভবনে গমন করিলেন। তাঁহারা এই প্রকারে সকলেই নিজ নিজ ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ বস্তু উপভোগ ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৫।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! রাজা যুধিষ্ঠির [illegible] প্রাপ্ত হইয়া কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন এবং তৎকালে ত্রৈলোক্য-গুরু ভগবান্ বাসুদেবই বা কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত সমবেত হইয়া যে সমুদায় কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া চতুর্ব্বর্ণাত্মক লোক সকলকে নিজ নিজ কার্য্যে সন্নিবেশিত করিলেন। অনন্তর তিনি সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণের প্রত্যেকের হস্তে সহস্র নিষ্ক প্রদান, অনুজীবী, ভৃত্য, আশ্রিত, অতিথি, দীন ও যাচকগণকে প্রার্থনাধিক ধন দান এবং পুরোহিত ধৌম্যকে দশ সহস্র গো, কাঞ্চন, রজত ও বহুবিধ বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যকে গুরুর ন্যায় সম্মান ও বিদুরকে পূজা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের আশ্রিত ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট উপযুক্ত অন্ন,

পান, বস্ত্র, শয়ন ও আসন লাভ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। তিনি স্বীয় লব্ধ রাজ্যে শান্তিসংস্থাপন ও যুযুৎসুর সম্মান করিয়া পরমানন্দিত চিত্তে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের প্রতি রাজ্যের কর্তৃত্ব-ভার অর্পণ করিলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকারে নগরস্থিত ব্যক্তিগণকে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কেশবের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, নীল-নীরদসন্নিভ, দিব্যাভরণবিভূষিত, তেজঃপুঞ্জকলেবর মহামতি হৃষীকেশ পীতাম্বর পরিধান পূর্ব্বক কনকালঙ্কৃত মণির ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া মণিকাঞ্চনসমলঙ্কৃত পর্য্যঙ্কে সমুপবিষ্ট রহিয়াছেন। উহাঁর বক্ষঃস্থলে কৌস্তভ মণি বিরাজিত হওয়াতে, উহাকে উদয়োন্মুখ মার্ত্তণ্ড-মণ্ডলে লাঞ্ছিত উদয়াচলের ন্যায় বোধ হইতেছে। এই ত্রিভুবনমধ্যে উহাঁর উপমা নাই। তখন রাজা যুধিষ্ঠির মহামতি বাসুদেবের সমীপস্থ হইয়া হাস্যবদনে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে ত্রিলোক নাথ! তুমি পরম সুখে এই যামিনী যাপন করিয়াছ ত? তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধি সুপ্রসন্ন আছে ত? তোমার কৃপাবলেই আমরা এই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অবনীস্থ সমস্ত লোককে বশবর্ত্তী করিয়াছি। তোমার কৃপাবলেই আমাদিগের জয় লাভ ও যশোলাভ হইয়াছে। তোমার অনুগ্রহেই আমরা ধর্ম্মচ্যুত হই নাই। হে রাজন্! এই প্রকারে রাজা যুধিষ্ঠির বিবিধ বিনীত বাক্য প্রয়োগ করিলেও মহাত্মা বাসুদেব কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

-০✻০-

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৬।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেবকে নিতান্ত মৌনভাবাপন্ন সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, হে অতুলপরাক্রম! তুমি কি জন্য এরূপ বিস্ময়জনক ধ্যান করিতেছ? এক্ষণে ত্রিভুবনের কুশল ত? তুমি জাগরিত, স্বপ্নাবস্থ বা সুষুপ্তিপ্রাপ্ত নও; কাষ্ঠ, কুড্য ও পাষাণের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চল হইয়াছ। তোমাকে এতাদৃশ অবস্থায় অবস্থান করিতে দেখিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত বিচলিত হইতেছে। তুমি দেহস্থ পঞ্চ বায়ুকে সংযত ও ইন্দ্রিয়দিগকে মনে সন্নিবেশিত করিয়াছ। তোমার বাক্য ও চিত্ত বুদ্ধিতে এবং শব্দাদি গুণ সকল উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তোমার

লোম সমুদায় কম্পিত হইতেছে না; মন ও বুদ্ধি এককালে স্থির হইয়া রহিয়াছে এবং তুমিও বায়ুবিহীন প্রদেশস্থ দীপের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চল হইয়াছ। কি নিমিত্ত তোমার এরূপ অবস্থা হইল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে ঐ বিষয় প্রকাশ পূর্ব্বক আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর। হে কেশব! তুমি কর্ত্তা, তুমি সংহর্ত্তা, তুমি ক্ষয় ও তুমিই অক্ষয়। তোমার আদি বা অন্ত নাই; অতএব তুমিই আদি পুরুষ। এক্ষণে আমি প্রণতিপূর্ব্বক ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি এই ধ্যানের যথার্থ তত্ত্ব বর্ণন পূর্ব্বক আমাকে চরিতার্থ কর।

তখন ভগবান্ বাসুদেব ধর্ম্মরাজের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ স্থানে সংস্থাপন করিয়া ঈষৎহাস্য করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! কুরুপিতামহ ভীষ্ম নির্ব্বাণোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় শরশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক আমাকে চিন্তা করিতেছেন; এতন্নিবন্ধনই আমি তদ্গতচিত্ত হইয়াছি। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রও যাঁহার বজ্রনিস্বনসদৃশ জ্যানির্ঘোষ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছেন; যিনি নিজ ভুজবলে সমুদায় ভূপালদিগকে পরাজিত করিয়া স্বয়ম্বরস্থল হইতে তিনটী কন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন; মহাবল পরাক্রান্ত পরশুরাম ত্রয়োবিংশতি রাত্রি যুদ্ধ করিয়াও যাঁহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হন নাই; যিনি ভগবতী ভাগীরথীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; যিনি বিবিধ দিব্যাস্ত্র ও সাঙ্গবেদ সকল পরিজ্ঞাত আছেন; যিনি পরশুরামের প্রিয় শিষ্য ও বিদ্যাসমুদয়ের আধার; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাঁহার অবিদিত নাই, সেই মহাত্মা বুদ্ধিপ্রভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাম ও চিত্ত সংযত করিয়া আমাকে স্মরণ করিতেছেন। এই নিমিত্তই আমি তদ্গতচিত্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি।

হে ধর্ম্মরাজ। সেই পুরুষাগ্রগণ্য মহাবীর গঙ্গানন্দন স্বীয় কর্ম্মবলে সুরলোকে গমন করিলে, এই বসুন্ধরা নিশাকরবিহীন নিশীথিনীর ন্যায় শোভাশূন্য হইবে; অতএব আপনি সেই মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যা, যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ, চারি আশ্রমের ধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন। সেই কৌরবধুরন্ধর ভীষ্ম পরলোকে গমন করিলে, জ্ঞান সমস্তও এককালে ভূমণ্ডল হইতে তিরোহিত হইবে।

এই জন্যই আপনাকে সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিতে অনুরোধ করিতেছি।

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের এই হিতজনক বাক্য শ্রবণে বাষ্প-গদ্গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে মধুসূদন! তুমি ভীষ্মের যে প্রকার প্রভাব বর্ণন করিলে, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। আমি অনেক ব্রাহ্মণের নিকট ভীষ্মের প্রভাব ও মহানুভাবকতার বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। তুমি ত্রিভুবনের কর্ত্তা; অতএব তোমার বাক্যে আমি অণুমাত্র সংশয় করি না। যাহা হউক, যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হও। ভগবান ভাস্কর অস্তমিত হইলেই ভীষ্মদেব সুরলোকে প্রস্থান করিবেন; অতএব এক্ষণে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; শীঘ্রই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি আদি দেব ও ব্রহ্ম; অতএব তোমাকে সন্দর্শন করিয়া তিনি চরিতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

তখন ভগবান্ হৃষীকেশ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে কহিলেন, হে যুযুধান। তুমি সত্বরে আমার রথযোজনা করিতে অনুমতি প্রদান কর। মহামতি সাত্যকি বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বিনির্গত হইয়া দারুককে রথযোজনা করিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণসারথি দারুক যুযুধানের অনুমতি প্রাপ্ত হইবা মাত্র মরকত, চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত মণিখচিত, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, শৈব্য সুগ্রীব প্রভৃতি মনোমারুতগামী অতি উৎকৃষ্ট অশ্বসংযোজিত, কনকালঙ্কৃত চক্র-বিশিষ্ট, গরুড়ধ্বজ রথ সুসজ্জিত করিয়া কেশবের সন্নিধানে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহাশয়! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে।

—*—

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৭।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! শরশয্যাশায়ী কুরুপিতামহ ভীষ্ম কোন্ যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক কি প্রকারে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! আমি মহামতি ভীষ্মের তনুত্যাগের বিষয় বর্ণন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। সূর্য্যের উত্তরায়ণ

আরম্ভ হইলেই, মহামতি ভীষ্ম অবহিতচিত্তে তনু ত্যাগ করিতে বাসনা করিলেন। তখন তাঁহার শরসমাকীর্ণ দেহ কিরণজাল-পরিশোভিত দিনকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বেদবেত্তা ব্যাস, দেবর্ষি নারদ, দেবস্থান, বাৎস্য, অশ্মক, সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শাণ্ডিল্য, দেবরাত মৈত্রেয়, অসিত বশিষ্ঠ, কৌশিক, হারীত, লোমশ, আত্রেয়, বৃহস্পতি, শুক্র, চ্যবন, সনৎকুমার, কপিল, বাল্মীকি, তুম্বুরু, কুরু, মৌদ্গাল্য, ভৃগুতনয় রাম, তৃণবিন্দু, পিপ্পলাদ, বায়ু সম্বর্ত্ত, পুলহ, কচ, কাশ্যপ, পুলস্ত্য, ক্রতু, দক্ষ, পরাশর, মরীচি, অঙ্গিরা, কাশ্য, গৌতম, গালব, ধৌম্য, বিভাণ্ড, মাণ্ডব্য, ধৌম্র, কৃষ্ণানুভৌতিক, উলূক, মার্কণ্ডেয়, ভাস্করি, পূরণ, কৃষ্ণ, পরম ধার্ম্মিক সূত ও অন্যান্য শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় ও শান্তগুণান্বিত মহর্ষিগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করাতে, তিনি গ্রহগণ-পরিবৃত শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান থাকিয়াই কায়মনোবাক্যে বাসুদেবকে ধ্যান করত অতি গম্ভীর স্বরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার আরাধনা করিবার বাসনায় সংক্ষেপে ও সবিস্তরে যে সমুদায় বাক্য বলিব, তদ্দ্বারা তুমি প্রীত ও প্রসন্ন হও। তুমি শুচি ও শুচিতার আস্পদ। তুমি পরম হংস ও ঈশ্বর। এক্ষণে আমি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে যেন লাভ করিতে পারি। তোমার আদি ও অন্ত নাই; তুমি পরব্রহ্ম স্বরূপ; দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমাকে অবগত হইতে সমর্থ হন না; কেবল ভগবান্ বিধাতাই তোমার তত্ত্ব বিদিত আছেন এবং তাঁহা হইতেই কোন কোন ঋষি, সিদ্ধ, দেবতা, দেবর্ষি ও মহোরগ তোমার তত্ত্ব কথঞ্চিৎ স্থির করিয়াছেন। তুমি পরম ও অব্যয়। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ তুমি কে ও কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ, তাহার কিছুই অবগত হইতে সমর্থ নহেন। সূত্রগ্রথিত মণিসমূহের ন্যায় কার্য্যকারণসম্বদ্ধ সমুদায় বিশ্ব ও ভূত সকল তোমাতেই অবস্থিতি করিতেছে। তুমি নিত্য ও বিশ্বকর্ম্মা। লোকে তোমাকে সহস্রশিরা, সহস্রাস্য, সহস্রলোচন, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু ও সহস্র মুকুটবিশিষ্ট নারায়ণ বলিয়া বর্ণন করে। তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, স্থূল হইতেও স্থূল, গুরু হইতেও গুরু এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। মন্ত্র, মন্ত্রার্থপ্রকাশক ব্রাহ্মণবাক্য, নিষৎ, উপনিষৎ ও সামবেদ তোমার মহিমা বর্ণন করিয়া থাকে। তুমি সত্যস্বরূপ ও সত্যকর্ম্মা; তুমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ

নামে দেহচতুষ্টয় ধারণ করিতেছ। তুমি একমাত্র বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত। তুমি ভক্তগণের রক্ষাকর্ত্তা। লোকে তোমার পরম গুহ্য দিব্য নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকে। তোমার প্রীতিসাধনার্থ নিত্য তপোনুষ্ঠান করিলে, তাহা কখনই ক্ষয় হয় না। তুমি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্ব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভাবন। অরণিকাষ্ঠ যেরূপ বহ্নি রক্ষা করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ তুমিও ভূতলস্থিত বেদের রক্ষাবিধানার্থ দেবকীর গর্ভে বসুদেব হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি নিষ্পাপ ও সর্ব্বেশ্বর। মনুষ্য অভেদ-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া হৃদয়াকাশে তোমাকে সন্দর্শন পূর্ব্বক মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। তুমি বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য ও তেজকে অতিক্রম করিয়াছ। তুমি বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রামের অগোচর। এক্ষণে আমি তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি পুরাণে পুরুষ, যুগারম্ভে ব্রহ্ম ও ক্ষয় সময়ে সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হইয়া থাক। তুমি পরমারাধ্য; অতএব আমি তোমার আরাধনা করি। তুমি একমাত্র হইয়াও অনেক অংশে আবির্ভূত হইয়াছ। তুমি সর্ব্বকামনা-সম্পাদক; তোমারই নিতান্ত ভক্ত ক্রিয়াবান্ লোকেরা তোমাকে সর্ব্বদা উপাসনা করিয়া থাকেন। তুমি জগতের ভাণ্ডারস্বরূপ। জগতের সমুদায় ব্যক্তিই তোমাতে অবস্থিতি করিতেছে। হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ যেরূপ সলিলমধ্যে ক্রীড়া করে, তদ্রূপ জীবগণ প্রতিনিয়ত তোমাতেই বিহার করিতেছে। তুমি সত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অক্ষয়, ব্রহ্ম এবং সৎ ও অসতের অতীত; তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ঋষি ও উরগগণ পবিত্রচিত্তে সতত তোমার পূজা করেন। তুমি দুঃখনাশের উত্তম ঔষধ। তুমি স্বয়ম্ভু, সনাতন, অদৃশ্য ও অজেয়। তুমি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থের অধিপতি। তুমি পরম পদ, হিরণ্যবর্ণ ও দৈত্যনাশক। তুমি একমাত্র হইয়াও দ্বাদশ অংশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। তুমি সূর্য্যস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। যিনি শুক্লপক্ষে দেবগণকে ও কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণকে অমৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন, তুমি সেই চন্দ্ররূপী। তোমাকে নমস্কার। যিনি ঘোরতর অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের পরপারবর্ত্তী, যাঁহাকে জানিতে পারিলে মৃত্যুভয় তিরোহিত হয়, সেই জ্যোতিরাত্মাকে নমস্কার। অতি বিস্তীর্ণ সামবেদে যাঁহাকে বৃহৎ বলিয়া বর্ণন করে, হুতাশনসমীপে ও যজ্ঞস্থলে যাঁহার মহিমা বর্ণিত হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে সর্ব্বদা ধ্যান করেন, সেই বেদ-

স্বরূপকে নমস্কার। ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ যাঁহার তেজ, যিনি পঞ্চহবি ও সপ্ততন্তু বলিয়া কথিত হন, সেই যজ্ঞস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সপ্তদশ অক্ষরে আহুত হন, সেই হোম স্বরূপকে নমস্কার। যে বেদপুরুষের নাম যজু, ছন্দ সমুদায় যাঁহার কলেবর, ঋক্, যজু ও সামবেদ-প্রবর্ত্তিত তিন যজ্ঞ যাঁহার তিন মস্তক এবং রথন্তর যাঁহার প্রীতিবাক্য, সেই স্তোত্রস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সহস্র বর্ষসাধ্য যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি বিশ্বস্রষ্টৃগণেরও শ্রেষ্ঠ, সেই সুবর্ণময় পক্ষবিশিষ্ট হংসস্বরূপকে নমস্কার। সুপ্তিঙন্ত পদ সকল যাঁহার অঙ্গ, সন্ধি যাঁহার পর্ব্ব, স্বর ও ব্যঞ্জন যাঁহার ভূষণ, সেই দিব্য অক্ষর বাক্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যজ্ঞের অঙ্গভূত বরাহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভুবন-ত্রয়ের হিতকামনায় বসুমতীকে সমুদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই বীর্য্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যোগাবলম্বী হইয়া অনন্তের সহস্র ফণা বিরচিত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই নিদ্রাস্বরূপকে নমস্কার। যিনি বশতাপন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাম, মোক্ষোপায় ও বেদোক্ত উপায় দ্বারা সাধুদিগের যোগধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন, সেই সত্যস্বরূপকে নমস্কার। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মফলাভিলাষী মহাত্মারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যাঁহাকে অর্চ্চনা করেন, সেই ধর্ম্মাত্মাকে নমস্কার। যাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কামময়, যিনি সমুদায় জীবকে কামমদে প্রমত্ত করিয়া থাকেন, সেই কামাত্মাকে নমস্কার। মহর্ষিগণ যে শরীরস্থ অব্যক্ত পুরুষকে অন্বেষণ করেন, যে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বদা বুদ্ধিতে বিরাজিত আছেন, সেই ক্ষেত্রস্বরূপকে নমস্কার। যিনি নিত্যস্বরূপ, যিনি ষোড়শ গুণে সমাবৃত হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই অবস্থান করিতেছেন, সাঙ্খ্যে যাঁহাকে সপ্তদশ বলিয়া বর্ণন করে, সেই সাঙ্খ্যাত্মাকে নমস্কার। শান্তস্বভাব, জিতেন্দ্রিয় মনুষ্যগণ নিদ্রা ও শ্বাস প্রশ্বাস পরাজয় পূর্ব্বক যোগে মনোভিনিবেশ করিয়া যাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপে নিরীক্ষণ করেন, সেই যোগাত্মাকে নমস্কার। শান্তস্বভাব, মোক্ষাভিলাষী সন্ন্যাসিগণ পাপ পুণ্য ক্ষয় হইলে, যাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন, সেই মোক্ষস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সহস্র যুগের পর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডরূপ পরিগ্রহ করিয়া সমুদায় জীবকে সংহার করিয়া থাকেন, সেই ঘোরস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সমুদায় জীবকে সংহার ও সমস্ত জগৎকে একার্ণবময় করিয়া একাকী বালকরূপ ধারণ পূর্ব্বক শয়ন করিয়া থাকেন, সেই মায়াস্বরূপকে নমস্কার। যিনি স্বয়ম্ভুর নাভিদেশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, এই বিশ্ব জগৎ যাঁহাতে

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই পদ্মস্বরূপকে নমস্কার। যে সহস্র মস্তকসম্পন্ন নিরুপম পুরুষ এককালে সমুদায় বাসনা অতিক্রম করিয়াছেন, সেই যোগনিদ্রাস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার কেশকলাপে জলধরপটল, অঙ্গসন্ধিতে নদী এবং উদরমধ্যে সমুদ্রচতুষ্টয় বিরাজিত রহিয়াছে, সেই সলিলস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহা হইতে সমস্ত পদার্থ সমুৎপন্ন এবং যাঁহাতে সমুদায় লীন হয়, সেই কারণস্বরূপকে নমস্কার। যিনি রাত্রিতে শয়ন এবং দিবসে উপবেশন করিয়া ইষ্টানিষ্ট সমুদায় বিষয় সন্দর্শন করিতেছেন, সেই দর্শকস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সমুদায় কার্য্যে অবিচলিত ও ধর্ম্মকার্য্যার্থ সমুদ্যত হইয়া থাকেন, সেই কার্য্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্মাচরণ সন্দর্শন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, সেই ক্রূরতাস্বরূপকে নমস্কার। যিনি বায়ুরূপে দেহমধ্যে পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া জীবগণকে সচেষ্ট করিতেছেন, সেই পবনস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যুগে যুগে প্রাদুর্ভূত হইয়া মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসরব্যাপী যোগে আসক্ত হন, যিনি সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, সেই কালস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার বদন হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উদর হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্ব্ববর্ণস্বরূপকে নমস্কার। হুতাশন যাঁহার বদন, স্বর্গ যাঁহার মস্তক, গগনমণ্ডল যাঁহার নাভি, ভূমণ্ডল যাঁহার চরণযুগল, সূর্য্যমণ্ডল যাঁহার লোচন ও দিঙ্মণ্ডল যাঁহার কর্ণ, সেই লোকস্বরূপকে নমস্কার। যিনি কাল ও যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি এই বিশ্ব সংসারের আদি কারণ এবং যিনি অনাদি, সেই বিশ্বস্বরূপকে নমস্কার। যিনি রাগদ্বেষাদি দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে রক্ষা করিতেছেন, সেই রক্ষিতাকে নমস্কার। যিনি অন্ন পান ও ইন্ধনরূপী, যিনি লোকের বল ও জীবনের বর্দ্ধনকর্ত্তা এবং যিনি এই জীবগণকে ধারণ করিতেছেন, সেই জীবনস্বরূপকে নমস্কার। যিনি জীবনধারণার্থ চতুর্বিধ অন্ন ভোজন এবং জীবগণের অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্নাদি পাক করিতেছেন, সেই পাকস্বরূপকে নমস্কার। যিনি পিঙ্গললোচন পিঙ্গলকেশর নরসিংহরূপ পরিগ্রহ করিয়া নখ ও দন্তদ্বারা দানবাধিপতি হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই দৃপ্তস্বরূপকে নমস্কার। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য ও দানবগণও যাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না, সেই সূক্ষ্মস্বরূপকে নমস্কার। যিনি রসাতলস্থ হইয়া অনন্তরূপে এই জগৎসংসার ধারণ করিতেছেন, সেই বীর্য্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি

এই সংসার রক্ষা করিবার নিমিত্ত জীবগণকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়া মুগ্ধ করিতেছেন, সেই মোহস্বরূপকে নমস্কার। যিনি আত্মজ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন এবং যাঁহার মহিমা কেবল আত্মজ্ঞান দ্বারাই জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই জ্ঞানস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার কলেবর অপ্রমেয় এবং যাঁহার পরিমাণের ইয়ত্তা নাই, সেই জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন বিদ্যাস্বরূপকে নমস্কার। যে লম্বোদর পুরুষ জটা, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার সর্ব্বশরীর ভস্মলিপ্ত, যিনি সর্ব্বদা ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ত্রিদশেশ্বর, ত্রিলোচন, ঊর্দ্ধলিঙ্গ ও রুদ্রস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, করে ত্রিশূল ও পিনাক, সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী উগ্রস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বভূতের আত্মা, সর্ব্বভূতের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা এবং ক্রোধ, দ্রোহ ও মোহ বিহীন, সেই শান্তস্বরূপকে নমস্কার। এই চরাচর বিশ্ব যাঁহাতে লীন রহিয়াছে এবং যাঁহা হইতে ইহা সমুৎপন্ন হইতেছে, সেই সর্ব্বময় সর্ব্বস্বরূপকে নমস্কার। হে বিশ্বকর্ম্মন্! হে বিশ্বাত্মন্! তুমি পঞ্চভূতকে অতিক্রম করিয়া নিত্য নির্ম্মুক্ত হইয়াছ। তুমি ত্রিভুবনমধ্যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছ। তুমি ধর্ম্মময় এবং জীবগণের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। আমি তোমাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে অবস্থান করিতে দেখিতে সমর্থ হই না, কেবল তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে তোমার সনাতন মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতেছি। তোমার মস্তক দ্বারা স্বর্গ, চরণযুগল দ্বারা মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমি ত্রিবিক্রম সনাতন পুরুষ। দিক্ সমুদায় তোমার ভুজ, দিবাকর তোমার লোচন এবং শুক্র ও প্রজাপতি তোমার বলস্বরূপ। তুমি বায়ুর সপ্ত মার্গ রোধ করিয়া রহিয়াছ। তুমি অতসীপুষ্পসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ ও পীতবাসা। যে ব্যক্তি তোমাকে নমস্কার করে, তাহার অণুমাত্র ভয় থাকে না। অতএব আমি তোমাকে নমস্কার করি।

দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, যেরূপ ফল লাভ হয়, বাসুদেবকে একটিমাত্র প্রণাম করিলে, সেইরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি একবার হৃষীকেশকে ভক্তিভাবে প্রণাম করে, তাহাকে এই অবনীমণ্ডলে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা কৃষ্ণব্রতপরায়ণ এবং যাহারা যামিনীযোগেও সমুত্থিত হইয়া কৃষ্ণকে স্মরণ করে, তাহারা বহ্নিমধ্যে মন্ত্রপূত ঘৃতের ন্যায় কৃষ্ণের কলে-

বরে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয়। হে হৃষীকেশ! তুমি নিরয়ভয়নিবারক এবং সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকা স্বরূপ। তুমি ব্রহ্মণ্য দেব এবং গো, ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতকারী; তোমাকে নমস্কার। হরি এই দুইটি অক্ষর জীবনকানন পরিভ্রমণের পাথেয়, সংসাররূপ শৃঙ্খল ছেদনের উৎকৃষ্ট উপায় এবং শোকদুঃখের অন্তকস্বরূপ। সত্য বিষ্ণুময়, জগৎ বিষ্ণুময় এবং সমুদায় বস্তুই বিষ্ণুময়; অতএব সেই বিষ্ণুর কৃপাবলে আমার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হউক। হে পদ্মপলাশলোচন! এক্ষণে এই নরাধম অভিলষিত গতিলাভার্থ ভক্তিসহকারে তোমার শরণাগত হইয়াছে, তুমি ইহার শুভানুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। তুমি বিদ্যা ও তপস্যার উৎপত্তি স্থান এবং স্বয়ম্ভু; এক্ষণে আমার এই বাক্যে প্রীত ও প্রসন্ন হও। বেদ, তপস্যা ও বিশ্ব সংসার সমুদায়ই নারায়ণাত্মক। হে নারায়ণ! তুমি সর্ব্বদা সমস্ত বস্তুতেই বিরাজিত রহিয়াছ।

এই প্রকারে মহামতি ভীষ্ম তদ্গতচিত্তে বাসুদেবকে স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। সেই সময় ভগবান্ বাসুদেব যোগপ্রভাবে ভীষ্মের ভক্তিভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ত্রিকালদর্শনজ্ঞান প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ বাষ্পগদ্গদ স্বরে পুরুষোত্তম কেশবকে স্তব করিয়া ভীষ্মের বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে সাত্যকির সহিত, রাজা যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনের সহিত এবং বৃকোদর, নকুল ও সহদেবের সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক চক্রের ঘর্ঘর শব্দে মেদিনী বিকম্পিত করত ভীষ্মকে সন্দর্শন করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য, যুযুৎসু ও সঞ্জয় ইঁহারাও বৃহৎ বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়া ভীষ্মের নিকট গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব গমনসময়ে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণের মুখে আপনার স্তুতিবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহামতি ভীষ্মকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৮।

হে রাজন্! অনন্তর ভগবান্ হৃষীকেশ, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ পতাকাধ্বজশোভিত শীঘ্রগামী নগরাকার রথে সমারূঢ় হইয়া সত্বরে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করি-

লেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ স্থানে অসংখ্য বীর তনু ত্যাগ করিয়াছেন। সেই ভীষণ স্থান রাশি রাশি কেশ, মজ্জা, অস্থি, মৃত মাতঙ্গগণের পর্ব্বতাকার কলেবর, মনুষ্যকপাল, সহস্র সহস্র চিতা, অসংখ্য বর্ম্ম ও শস্ত্র এবং বহু রাক্ষসগণে সমাবৃত হইয়া মৃত্যুর উৎকৃষ্ট পানভূমির ন্যায় শোভা পাইতেছিল। যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি মহাত্মারা সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ঐ রণাঙ্গন অবলোকন করত গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবাহু মধুসূদন যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে পরশুরামের পরাক্রমবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! ঐ যে দূরপ্রদেশে পাঁচটি হ্রদ দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম রামহ্রদ। ভগবান্ ভার্গব একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ক্ষত্রিয়দিগের রুধিরদ্বারা ঐ পাঁচটি হ্রদ পরিপূর্ণ ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন; এক্ষণে সেই মহাত্মা সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে যদুবংশাবতংস! তুমি কহিলে যে, ভগবান্ পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদিগের এই সংগ্রামে কোটি কোটি ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হওয়াতে ঐ বিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। তিনি একবার ক্ষত্রিয়দিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিলে, পুনর্ব্বার কি প্রকারে তাহাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইল? আর পূর্ব্বে তিনি কি জন্যই বা কুরুক্ষেত্রে বারংবার ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিয়াছিলেন? তুমি এই সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর। তোমার নিকট হইতেই আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৪৯।

হে রাজন্! তখন মহামতি কেশব, যে প্রকারে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় ও যে প্রকারে পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়পূর্ণ হইয়াছিল, সেই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি মহর্ষিগণের মুখে ভগবান্ ভার্গবের জন্ম, বিক্রম ও প্রভাবের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, সেই মহাবীর যে প্রকারে কোটি কোটি ক্ষত্রিয় নিপাতিত করিয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয়গণ যেরূপে পুনর্ব্বার রাজবংশে সমুৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছেন, সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহামতি জহ্নুর তনয় অজ, অজের নন্দন বলকাশ্ব ও বলকাশ্বের পুত্র কুশিক। কুশিক দেবরাজ ইন্দ্রকে

পুত্র স্বরূপে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলে, ইন্দ্র পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বয়ং তাঁহার ঔরসে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক গাধি নামে বিখ্যাত হন। মহারাজ গাধির সত্যবতী নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা হয়। কুশিক-নন্দন রাজা গাধি সেই কন্যাটী ভৃগুনন্দন ঋচীককে প্রদান করেন। ভগবান্ ঋচীক স্বীয় প্রিয়তমার পবিত্রতাগুণে পরম প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহার ও তাঁহার পিতা রাজা গাধির পুত্র লাভার্থ দুইটী পৃথক্ পৃথক্ চরু প্রস্তুত করিয়া সত্যবতীকে আহ্বান্ করত কহিলেন, প্রিয়তমে! তোমার জননীকে এই প্রথম চরুটি ভোজন করিতে দিবে এবং তুমি স্বয়ং এই দ্বিতীয় চরুটি ভোজন করিবে। তোমার জননী এই প্রথম চ[illegible] ভোজন করিলে, এক ক্ষত্রিয়নিসূদন বীর পুত্র প্রসব করিবেন এবং তুমি এই দ্বিতীয় চরুটি ভোজন করিলে, এক শান্তস্বভাব, ধৃতিমান্ তপোনিরত পুত্রের মুখাবলোকন করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। ভগবান্ ঋচীক স্বীয় প্রিয়তমাকে এই কথা বলিয়া তপোনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিলেন।

এই অবসরে নরপতি গাধি সস্ত্রীক হইয়া তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ভগবান্ ঋচীকের আশ্রমে উপনীত হইলেন। সত্যবতী স্বীয় জনক জননীকে সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় পুলকিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া চরুদ্বয় গ্রহণ করত জননীর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক মহর্ষি ঋচীকের বাক্য আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। সেই সময় গাধিপত্নী পরমানন্দিতচিত্তে সেই চরুদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক অজ্ঞানতানিবন্ধন আপনার চরু কন্যাকে প্রদান ও কন্যার চরু স্বয়ং ভোজন করিলেন। এই প্রকারে সত্যবতী ভ্রমবশতঃ জননীর চরু ভোজন করিলে, তাঁহার গর্ভ ক্রমে ক্রমে নিতান্ত ঘোরদর্শন হইতে লাগিল। মহামতি ঋচীক ভার্য্যার গর্ভের ভীষণ আকার সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, প্রিয়তমে! তোমার জননী তোমাকে তোমার চরু প্রদান না করিয়া স্বয়ং সেই চরু ভোজন করিয়াছেন এবং তুমি তাঁহার চরু ভোজন করিয়াছ; অতএব তোমার পুত্র নিশ্চয়ই অতি ক্রূরকর্ম্মা ও ক্রোধপরায়ণ এবং তোমার ভ্রাতা তপোনুষ্ঠানে রত ও ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন হইবে। আমি তোমার চরুতে ব্রহ্মতেজ ও তোমার জননীর চরুতে ক্ষত্রিয়তেজ সমাহিত করিয়াছিলাম। অতএব তোমার জননীর পুত্র ব্রাহ্মণ ও তোমার পুত্র ক্ষত্রিয় হইবে, সন্দেহ নাই।

পতিপরায়ণা সত্যবতী ভগবান্ ঋচীকের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কম্পান্বিত কলেবরে স্বামীর চরণযুগলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্!

আমার পুত্র ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। তখন ঋচীক কহিলেন, প্রিয়তমে! আমি তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী হইবে, মনে করিয়া চরু প্রস্তুত করি নাই; অতএব এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র অপরাধ নাই। তুমি কেবল চরু ভোজন করিবার দোষেই অতি ক্রূরকর্ম্মা পুত্র প্রসব করিবে। সত্যবতী কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি অভিলাষ করিলে, পুত্রের কথা কি বলিব, সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এক শান্তস্বভাব ধীর পুত্র প্রদান করুন। ঋচীক কহিলেন, প্রিয়তমে! মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক চরু প্রস্তুত করিবার কালের কথা কি বলিব, পরিহাস স্থলেও আমি কখন মিথ্যা কথা কহি নাই। বিশেষতঃ আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোমার পিতার বংশে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবে। তখন সত্যবতী কহিলেন, কান্ত! যদি আপনার বাক্য কদাচ অন্যথা না হয়, তবে উহার প্রভাবে আমার পৌত্র যেন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে; কিন্তু আপনাকে অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে শান্তগুণাবলম্বী পুত্র প্রদান করিতেই হইবে। মহামতি ঋচীক প্রিয়তমার নির্ব্বন্ধাতিশয় সন্দর্শন করত কথঞ্চিৎ সম্মত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমার মতে পুত্র ও পৌত্রে কিছুমাত্র ভেদ নাই। যাহা হউক, তুমি যাহা বলিলে, তাহার অন্যথা হইবে না।

অনন্তর পতিপরায়ণা সত্যবতী যথাসময়ে তপোনুষ্ঠাননিরত শান্তস্বভাব জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন। কুশিকতনয় মহারাজ গাধিও তপোনুষ্ঠানপরায়ণ বিশ্বামিত্র নামে এক পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে ঋচীকনন্দন মহামতি জমদগ্নির ঔরসে প্রদীপ্ত হুতাশন সদৃশ ধনুর্বিদ্যাবিশারদ ক্ষত্রিয়নিহন্তা পরশুরাম জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেই মহাবীর গন্ধমাদন পর্ব্বতে দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া প্রভূত অস্ত্র ও প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ অকুণ্ঠধার পরশু লাভ করিয়া ইহলোকে অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিলেন।

এই অবসরে হৈহয়াধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে সহস্র বাহু প্রাপ্ত হইয়া নিজ ভুজবল ও অস্ত্রবলে অখণ্ড অবনীমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে সমস্ত ধরণী প্রদান করিলেন। তখন ভগবান্ অগ্নি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট দাহ্য বস্তু প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে বহুবিধ গ্রাম নগর প্রভৃতি প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। ঐ সময় তাঁহার শরাগ্র-

সমুত্থিত অনল প্রজ্বলিত হইয়া পর্ব্বত ও বৃক্ষ সমূহ ভস্মসাৎ করিতে করিতে বায়ুবেগবশতঃ মহাতপা বশিষ্ঠের রমণীয় পবিত্র আশ্রমে আবির্ভূত হইয়া উহা দগ্ধ করিতে লাগিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ত্তবীর্য্যকে এই শাপ প্রদান করিলেন, রে দুর্ম্মতে! তুমি অজ্ঞাতসারে আমার এই তপোবন দগ্ধ করিলে; অতএব এই পাপে জমদগ্নিতনয় পরশুরাম তোমার বাহু সমুদায় ছেদন করিবেন। মহামতি কার্ত্তবীর্য্য মহাবলশালী, শান্ত গুণাবলম্বী, দাতা, শরণাগত প্রতিপালক ও ব্রাহ্মণগণের হিতাভিলাষী ছিলেন; সুতরাং মহর্ষি বশিষ্ঠের এই অভিসম্পাতে তৎকালে কিছুমাত্র চিন্তান্বিত হইলেন না। কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণ সাতিশয় গর্ব্বিত ও নৃশংস ছিল। তাহারা ঐ অভিশাপ শ্রবণ করত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পিতার অজ্ঞাতসারে জমদগ্নির ধেনুবৎস অপহরণ করিল। বৎস অপহৃত হওয়াতে পরশুরাম সাতিশয় রোষ পরবশ হইয়া কার্ত্তবীর্য্যের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার সহস্র বাহু ছেদন করিয়া তাহার অন্তঃপুর হইতে সেই বৎসটী স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে এক দিবস কার্ত্তবীর্য্যের নির্ব্বোধ পুত্রগণ মহামতি পরশুরামকে সমিধ কুশাদি আহরণার্থ আশ্রম হইতে বহির্গমন করিতে দেখিয়া জমদগ্নির আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক ভল্লদ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। পরশুরাম সমিধ কুশাদি আহরণ করত আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃনিধন সন্দর্শন পূর্ব্বক সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিতে প্রতিজ্ঞা করত অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণকে সমূলে নির্ম্মূল করিলেন। হৈহয়গণের রুধিরধারায় বসুমতী কর্দ্দমময় হইয়া উঠিল। মহাবল পরাক্রান্ত পরশুরাম এই প্রকারে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া করুণার্দ্র চিত্তে অরণ্যে গমন করিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইলে, ক্রোধপরায়ণ ভগবান্ পরশুরাম সেই কাননমধ্যে ব্রাহ্মণসমাজে সাতিশয় নিন্দিত হইলেন। এক দিন মহাতপা বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবসু সুকলের সাক্ষাতে তাঁহাকে নিন্দা করত কহিলেন, রাম! মহারাজ যযাতির সুরলোক হইতে পতনজন্য যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই যজ্ঞে প্রতর্দ্দন প্রভৃতি অসংখ্য নরপতি আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা কি ক্ষত্রিয় নন? তুমি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা পূর্ণ করিতে পার নাই। এক্ষণে জনসমাজে কেবল

মিথ্যা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। তুমি মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া এই পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া রহিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে পুনর্ব্বার পৃথিবী অসংখ্য ক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

ক্রোধপরায়ণ জমদগ্নি-তনয় পরশুরাম পরাবসু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনর্ব্বার শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তিনি পূর্ব্বে যে সমুদায় ক্ষত্রিয়গণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা মহাবলশালী ও অভ্যুদয়সম্পন্ন হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন। তিনি তদ্দর্শনে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের অল্পবয়স্ক পুত্রদিগকে সত্বরে সংহার করিলেন। কিয়দ্দিন পরে গর্ভস্থিত ক্ষত্রিয়তনয়গণ প্রসূত হইতে লাগিল। উহারা জন্ম গ্রহণ করিলেই, জমদগ্নিতনয় পরশুরাম উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে কতকগুলি ক্ষত্রিয়পত্নী স্ব স্ব পুত্রগণকে পরম যত্নসহকারে পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে মহাবল পরাক্রান্ত জমদগ্নিতনয় একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পরিশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মহর্ষি কশ্যপকে সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণা দান করিলেন। সেই সময় কশ্যপ হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে রক্ষা করিবার মানসে স্রুক্ ও প্রগ্রহ-সম্পন্ন হস্ত দ্বারা দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া পরশুরামকে কহিলেন, হে মহাত্মন্! এক্ষণে তুমি দক্ষিণ সাগরের উপকূলে গমন কর; আজি হইতে আমি সমুদায় মেদিনী অধিকার করিলাম; অতএব ইহাতে অবস্থান করা আর তোমার কর্ত্তব্য নহে। জমদগ্নিনন্দন কশ্যপের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সত্বরে সমুদ্রকূলে গমন করিলেন। রাম সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সমুদ্র তাঁহার অবস্থানার্থ শূর্পাকার নামক স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। জামদগ্ন্য রাম সেই সাগরপ্রদত্ত স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে মহর্ষি কশ্যপও পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিয়া উহাতে ব্রাহ্মণদিগকে সংস্থাপন পূর্ব্বক আপনি অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

পৃথিবী এই প্রকারে ক্ষত্রিয়শূন্য ও অরাজক হইলে, শূদ্র ও বৈশ্যগণ স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণপত্নীতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বলবানেরা দুর্ব্বলদিগকে সাতিশয় নিপীড়িত করিতে লাগিল এবং ধনে আর কাহারই অধিকার রহিল না। পৃথিবী দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সত্বরে রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মনস্বী কশ্যপ পৃথিবীকে শঙ্কিতচিত্তে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উরুদ্বারা

অবরোধ করিলেন। তৎকালে কশ্যপের উরু দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই তদবধি পৃথিবীর নাম উর্ব্বী হইয়াছে। অনন্তর বসুমতী কশ্যপকে প্রসন্ন করিয়া আপনার রক্ষার্থ তাঁহার নিকট এক ভূপতি প্রার্থনা পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি হৈহয়বংশীয় অনেক ক্ষত্রিয়-মহিলার গর্ভে ক্ষত্রিয়সন্তান সকল রক্ষা করিয়াছি; এক্ষণে তাঁহারাই আমার রক্ষক হউন। পৌরবগণের জ্ঞাতি বিদূরথের পুত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে ভল্লুকগণের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছেন। অলৌকিক তেজঃসম্পন্ন পরাশর অনুকম্পাপরবশ হইয়া সৌদাসপুত্রকে রক্ষা করিয়া শূদ্রের ন্যায় স্বয়ং ঐ বালকের সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সেই বালকের নাম সর্ব্বকর্ম্মা। প্রতর্দ্দনের পুত্র মহাবলশালী বৎস বিদ্যমান আছেন। বৎসগণ গোষ্ঠে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। মহারাজ শিবির পুত্র গো সকল কর্ত্তৃক যত্নসহকারে পরিরক্ষিত হইয়াছেন। উঁহার নাম গোপতি। মহর্ষি গৌতম ভাগীরথীতীরে দধিবাহনের পৌত্র দিবিরথের পুত্রকে রক্ষা করিয়াছেন। প্রভূত-ধনসম্পন্ন বৃহদ্রথ গৃধ্রকূটে গোলাঙ্গুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন। আর মরুত্তবংশীয় ইন্দ্র সদৃশ বলবিক্রমশালী বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়কুমার মহাসাগর কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়াছেন। এক্ষণে সেই সমুদায় রাজকুমার স্থপতি ও সুবর্ণকার জাতি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। যদি ইঁহারা আমাকে রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমি সুস্থির হইয়া অবস্থান করিতে পারিব। ইঁহাদিগের পিতৃপিতামহগণ সমরাঙ্গনে আমার নিমিত্তই জামদগ্ন্য কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট অঋণী হওয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ রাজা অধার্ম্মিক হইয়া আমাকে শাসন করিলে, আমি তাহা কোনক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হইব না; অতএব হে ভগবন্! এক্ষণে আমি যাহাতে উত্তমরূপে পরিরক্ষিত হই, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

মহাতপা কশ্যপ বসুমতীর এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাক্যানুসারে সেই সমুদায় ক্ষত্রিয়কুমার ও তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে আনয়ন পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! ইতিপূর্ব্বে আপনি আমাকে যে পুরাবৃত্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি এই তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! যদুবংশাবতংস বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিতে কহিতে সূর্য্যদেবের ন্যায় সর্ব্বদিক্ প্রকাশিত করিয়া রথারোহণে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫০।

হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরশুরামের সেই অসাধারণ কার্য্য শ্রবণ পূর্ব্বক নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মাধব! মহামতি জামদগ্ন্য পুরন্দরের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। সেই বীর সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া সমস্ত পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন। ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার ভয়ে গো, সমুদ্র, গোলাঙ্গূল, ভল্লুক ও বানরগণকে আশ্রয় করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিল। হে কৃষ্ণ! যখন এক জন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এই প্রকার কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তখন যে, এই মর্ত্ত্যলোক ধন্য ও মনুষ্যগণ সৌভাগ্য-সম্পন্ন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা হৃষীকেশের সহিত এই প্রকার কথাবার্ত্তায় নিবিষ্ট হইয়া কুরুপিতামহ ভীষ্মের নিকট উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন, মহাবীর শান্তনুনন্দন সায়ংকালীন প্রভাকরের ন্যায় প্রভাবিহীন হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। সুরগণ যেরূপ দেবরাজের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করেন, সেইরূপ মহর্ষিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিতেছেন। ভগবান্ হৃষীকেশ, রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার চারি ভ্রাতা এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ দূর হইতে ওঘবতী নদীর সন্নিধানে ভীষ্মকে সন্দর্শন করিয়াই নিজ নিজ বাহন হইতে অবতীর্ণ ও স্থিরচিত্ত হইয়া ব্যাসাদি মহর্ষিগণের নিকট উপনীত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া অবিলম্বে ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর মহাত্মা কেশব প্রশান্ত বহ্নিসন্নিভ ভীষ্মকে ক্ষণকাল সন্দর্শন করিয়া দীনমনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গঙ্গাকুমার! আপনার জ্ঞান সমুদায় ত পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন আছে? আপনার বুদ্ধি ত ব্যাকুল হয় নাই এবং শরপ্রহারনিবন্ধন আপনার কলেবর ত নিতান্ত অবশ হইতেছে না? মানসিক দুঃখ অপেক্ষা শারীরিক দুঃখ অত্যন্ত বলবান্। আপনি আপনার পিতা ধার্ম্মিক শান্তনুরাজার বরপ্রভাবেই এই প্রকার ইচ্ছামৃত্যুতে অধিকারী হইয়াছেন। আমি আপনার ইচ্ছামৃত্যুর কারণ নহি। কলেবরমধ্যে একটি সূক্ষ্ম শল্য প্রবিষ্ট হইলে, সাতিশয় কষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু আপনি শরনিকরে সমাকীর্ণ হইয়াছেন; শরাঘাতনিবন্ধন আপনার কোন কষ্ট হইতেছে না ত? যাহা হউক, যখন আপনি দেবগণকেও উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, তখন আপনার সমীপে জীবগণের

জন্ম মৃত্যুর বিষয় বর্ণন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই সমস্তই আপনার বিদিত আছে। জীবগণের মৃত্যু ও সৎকর্ম্মের ফলোদয়ের বিষয় আপনার অবিদিত নাই। আপনি ধর্ম্মময়। আপনি পূর্ব্বে যে, বিশাল রাজ্যে সুস্থশরীরে সহস্র সহস্র রমণীগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেন, উহা এখনও আমার চিত্তে বর্ত্তমানের ন্যায় জাগরূক রহিয়াছে। আপনি সত্যধর্ম্মপরায়ণ ও মহাবলশালী। আপনি ভিন্ন ত্রিভুবনমধ্যে তপোবলে মৃত্যুকে অতিক্রম করে, এরূপ আর কোন ব্যক্তিই আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। হে কুরুপিতামহ! আপনি সর্ব্বদা সত্য, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, বেদ, ধনুর্ব্বেদ, নীতি, প্রজারক্ষণ, সরলতা, পবিত্রতা ও জীবগণের দয়াপরতাতেই তৎপর ছিলেন। আপনার তুল্য মহারথ আর কেহই শ্রবণগোচর হয় নাই। আপনি যে, এক রথে সমুদায় দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। বসুগণের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ; আমি আপনাকে বিশেষরূপ বিদিত আছি। আপনি বিক্রমপ্রভাবে সুরলোকেও বিখ্যাত হইয়াছেন। মর্ত্ত্যলোকে আপনার তুল্য গুণসম্পন্ন আর কাহাকেও দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। আপনি স্বীয় গুণসমূহ প্রভাবে সুরগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। আপনি যখন স্বীয় তপঃপ্রভাবে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিতে পারেন, তখন স্বীয় উৎকৃষ্ট গুণপ্রভাবে যে উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

হে কুরুপিতামহ! এক্ষণে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিক্ষয়নিবন্ধন সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছেন; অতএব আপনি উঁহার শোক নিবারণ করুন। আপনি চাতুর্ব্বিদ্য, চাতুর্হোত্র ও সাংখ্যযোগে যে সমুদায় ধর্ম্ম কথিত আছে, সেই সকল এবং বর্ণচতুষ্টয়ের ও আশ্রমচতুষ্টয়ের সনাতন ধর্ম্ম সমুদায় বিলক্ষণ অবগত আছেন। বর্ণসঙ্করগণের দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্মলক্ষণও আপনার অবিদিত নাই। বেদোক্ত ধর্ম্ম, শিষ্টাচারপ্রণালী এবং ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র আপনার চিত্তে সতত অবস্থান করিতেছে। হে পুরুষোত্তম! ইহলোকে যদি কোন বিষয়বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, আপনি ব্যতীত আর কেহই তাহা ভঞ্জন করিতে পারে না। অতএব আপনি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হৃদয়স্থিত শোক নিরাকৃত করুন। আপনার সদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই মোহাবিষ্ট মনুষ্যকে সান্ত্বনা করিয়া থাকেন।

এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫১।

হে রাজন্! মহামতি ভীষ্ম মাধবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ উত্তোলিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি জগতের সৃষ্টি ও সংহার কর্ত্তা; কেহই তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না; তুমি নিত্য নির্ম্মুক্ত ও মোক্ষ স্বরূপ। তুমি একাকী ত্রিভুবনমধ্যে ত্রিকালে বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি সকলের পরম আশ্রয়। হে বাসুদেব! তুমি আমাকে যাহা বলিলে, সেই বাক্য প্রভাবে আমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে তোমার দিব্যভাব সমুদায় এবং তোমার অবিনশ্বর রূপ সন্দর্শন করিতেছি। তুমি মস্তক দ্বারা গগনমণ্ডল, পদযুগল দ্বারা বসুমতী পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমার বলবিক্রমের পরিসীমা নাই। তুমি বায়ুর সাত পথ অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছ। দিক্ সমুদয় তোমার বাহু, দিবাকর তোমার লোচন এবং শুক্র তোমার বলস্বরূপ; তোমার অতসীপুষ্প সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কলেবর পীতবসনে পরিবৃত হইয়া বিদ্যুদ্বিলসিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার পরম ভক্ত এবং স্বীয় অভিলাষানুরূপ গতি লাভার্থ তোমার শরণাগত হইয়াছি। এক্ষণে যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, তদ্বিষয়ে তুমি মনোনিবেশ কর।

তখন মহামতি কেশব ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি আমার একান্ত ভক্ত; এই জন্যই আমি আপনাকে স্বীয় দিব্য কলেবর প্রদর্শন করিয়াছি। যে ব্যক্তি ভক্তিমান্ নহে এবং যে ব্যক্তি ভক্তিমান্ হইয়াও ক্রূরস্বভাব হয়, আর যে ব্যক্তি অশান্তপ্রকৃতি, আমি তাহাদিগকে কোনক্রমেই দর্শন প্রদান করি না। আপনি আমার একান্ত ভক্ত, অতি সরলস্বভাব, নিত্য তপোনুষ্ঠান-নিরত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও অতি বদান্য; এই জন্যই আমার দর্শন লাভে সমর্থ হইলেন। আপনার নিমিত্ত যে সকল শুভ লোক বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় গমন করিলে, পুনর্ব্বার আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে না। এক্ষণে আপনি আর ষট্ পঞ্চাশৎ দিন জীবন ধারণ করিবেন। তৎপরে তনু ত্যাগ করিয়া স্বীয় শুভ কার্য্যের ফল ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। প্রজ্বলিত অনলসন্নিভ বসুপ্রভৃতি দেবগণ বিমানে আরোহণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে আপনার উত্তরায়ণের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। সেই সময় সমাগত হইলেই আপনি অভীষ্ট লোকে গমন করিবেন।

আপনার মুমূর্ষদশা সমাগত হওয়াতেও জ্ঞানের অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই; এই জন্যই আমরা সকলে ধর্ম্মসিদ্ধান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিশোকে জ্ঞান-শূন্য হইয়াছেন; অতএব আপনি ধর্ম্মার্থসংযুক্ত বাক্য কীর্ত্তন করত অচিরাৎ ইঁহার শোক নিবারণ করুন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫২

সেই সময় শান্তনুতনয় মহামতি ভীষ্ম কৃষ্ণের সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতবাক্য শ্রবণ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে লোকনাথ নারায়ণ! তোমার সুমধুর বাক্য শ্রবণে আমি আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলাম, তোমার নিকট আমি কি কীর্ত্তন করিব? সমুদায় বাক্য তোমাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহলোকে তুমিই বুদ্ধিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ। মানবগণ যে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, কিম্বা করিতেছে, সেই সমস্তই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রের সন্নিধানে সমস্ত সুরলোকের কথা কহিতে পারে, সেই ব্যক্তিই তোমার নিকট ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের অর্থ বর্ণন করিতে সমর্থ হয়। এক্ষণে শরাঘাতনিবন্ধন আমার অন্তঃকরণ সাতিশয় ব্যথিত, কলেবর অবসন্ন ও বুদ্ধি কলুষিত হইয়াছে। আমি বিষাগ্নিসদৃশ শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া এককালে বক্তৃতাশক্তি বিহীন হইয়াছি। এখন আমার কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই। জীবন কলেবর পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছে। দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন উত্তমরূপে বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। এক্ষণে তোমার আজ্ঞা কি প্রকারে প্রতিপালন করিব। অতএব তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা কর। সুরাচার্য্য বৃহস্পতিও তোমার সমীপে ধর্ম্মাধর্ম্ম বর্ণন করিতে অবসন্ন হন। আমি কি প্রকারে উহা বর্ণন করিব? বিশেষতঃ এক্ষণে আমি পৃথিবী, আকাশ ও দিক্ সমুদয় নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। কেবল তোমারই বীর্য্যবলে এতদিন জীবন ধারণ করিতেছি; অতএব তুমি স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে হিতোপদেশ প্রদান কর। তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রের আকর, লোককর্ত্তা ও নিত্য পদার্থ। তুমি বিদ্যমান থাকিতে মৎসদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি কিরূপে অন্যকে উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হইবে। গুরু বিদ্যমান থাকিতে শিষ্য কি কখন উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হয়?

কেশব কহিলেন, হে গঙ্গাকুমার! আপনি সর্ব্বার্থদর্শী, মহাবলশালী ও কৌরবগণের ধুরন্ধর; সুতরাং আপনি যে, এরূপ বিনীত-বাক্য প্রয়োগ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। আপনি শরপীড়িত হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছেন; অতএব আমি প্রসন্ন হইয়া আপনাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, আপনার শস্ত্রাঘাতনিবন্ধন গ্লানি, মূর্চ্ছা, দাহ ও ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি কোন প্রকার কষ্ট রহিবে না। আপনার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জল হইবে এবং বুদ্ধির কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। আপনার চিত্ত রজোগুণ ও তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়া সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক জলদজালনির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় নির্ম্মল হইবে এবং আপনার বুদ্ধি বৃত্তি কেবল ধর্ম্মার্থসংযুক্ত বিষয়ে আসক্ত থাকিবে। মৎস্য যেরূপ নির্ম্মল সলিলমধ্যে সমস্ত দেখিতে পায়, আপনিও দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে এই চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম অনায়াসে দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন।

হে রাজন্! কেশবের এইরূপ বাক্যাবসানে ব্যাসদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিবিধ বেদবাক্যদ্বারা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় গগণমণ্ডল হইতে কৃষ্ণ, ভীষ্ম ও পাণ্ডবগণের মস্তকে সর্ব্বকালসম্ভূত পুষ্প নিপতিত হইতে লাগিল। অপ্সরোগণ বিবিধ বাদিত্রধ্বনি সহকারে সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন প্রকার অহিত সূচক দুর্নিমিত্ত দৃষ্টিগোচর হইল না। সুগন্ধি সুশীতল সমীরণ মন্দভাবে প্রবাহিত, দিক সমুদায় প্রশান্ত এবং কুরঙ্গ ও বিহঙ্গমগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ভগবান্ ভাস্কর সমস্ত অরণ্য দগ্ধ করিয়াই যেন অস্তগিরিশিখরে আরোহণ করিলেন। তখন মহর্ষিগণ নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভগবান্ বাসুদেব, ভীষ্ম ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিলেন। মহামতি বাসুদেব, পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, সঞ্জয় ও কৃপাচার্য্য তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক উত্তমরূপে অর্চ্চিত হইয়া কল্য সকলে পুনর্ব্বার এখানে মিলিত হইব বলিয়া নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। মহামতি হৃষীকেশও পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া ভীষ্মকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করত রথারোহণ করিলেন। সেই সময় স্বর্ণকূবর পরিশোভিত পর্ব্বতাকার রথ, মদমত্ত মাতঙ্গ, গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ অশ্ব ও শরাসনধারী পদাতীগণ মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। মহানদী নর্ম্মদা যেরূপ ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের অগ্রে ও পশ্চাদ্ভাগে প্রবাহিত হইতেছে, সেই রূপ ঐ মহতী সেনা পাণ্ডবগণের রথের অগ্রে ও পশ্চা-

ভাগে ধাবমান হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ শশাঙ্ক সমুদিত হইয়া ঐ সৈনাদিগকে পুলকিত ও তপনের প্রখর করনিকরে শুষ্কপ্রায় ওষধি সমুদায়কে পুনর্ব্বার রসযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহামতি কেশব ও পাণ্ডবগণ, পরিশ্রান্ত মৃগেন্দ্রগণের গিরিগুহাপ্রবেশের ন্যায় সেই সুরালয় সদৃশ ভবনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নিজ নিজ আবাসে উপনীত হইলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৩।

মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ হৃষীকেশ সুখে প্রসুপ্ত ও রজনী অর্দ্ধপ্রহর-মাত্র অবশিষ্ট হইলে, জাগরিত হইয়া ধ্যানে মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক জ্ঞান সকল সন্দর্শন করিয়া সনাতন ব্রহ্মের চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্তুতিবাদকুশল সুমধুরকণ্ঠ সুশিক্ষিত বৈতালিকগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। গায়কগণ গান ও পাণিস্বনিকেরা করতালিদ্বারা তাল প্রদান আরম্ভ করিল। শঙ্খ ও মৃদঙ্গধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল এবং বীণা, পণব ও বেণুর অতি মনোহর স্বর প্রাসাদের অট্ট হাস্যের ন্যায় কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রবোধনার্থ সুমধুর স্তুতিবাদ ও গীতবাদ্য হইতে লাগিল। ঐ সময় কৃষ্ণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সলিলে অবগাহন করিলেন এবং পরম গুহ্য মন্ত্র জপ ও হুতাশনে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যেককে সহস্র গো দান করিয়া স্বস্তি-বাচন করাইলেন। তৎপরে তিনি মাঙ্গল্য দ্রব্যজাত স্পর্শ ও বিমল মুকুরে আপনার প্রতিকৃতি সন্দর্শন পূর্ব্বক সাত্যকিরে কহিলেন, হে যুযুধান! তুমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকেতনে গমন পূর্ব্বক তিনি ভীষ্মকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছেন কি না, তাহা জানিয়া আইস।

তখন মহামতি সাত্যকি কেশবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সত্বরে ধর্ম্ম-রাজের নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন, রাজন্! মহামতি হৃষীকেশ ভীষ্ম-সন্নিধানে গমন করিবেন, তাঁহার রথ সুসজ্জিত হইয়াছে; এক্ষণে তিনি আপনার অপেক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা অবধারণ করুন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যুযুধানের এই বাক্য শ্রবণে ধনঞ্জয়কে সম্বোধন

পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি সত্বরে আমার রথ যোজনা কর। আমাদিগের সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের গমন করিবার প্রয়োজন নাই। আজি আমরা এক জনমাত্র ভীষ্মকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিব। মহাত্মা ভীষ্মকে ক্লেশ প্রদান করা আমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে; অতএব আমাদিগের অগ্রবর্ত্তী লোক সকল যেন তথায় গমন না করে। মহামতি ভীষ্ম অদ্যাবধি আমাদিগকে পরম গোপনীয় বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন; অতএব সামান্য লোকের সহিত তথায় গমন করিতে কোন-ক্রমেই আমার অভিরুচি হইতেছে না। মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই প্রকার অনুমতি করিলে, মহাবলশালি অর্জ্জুন তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সত্বরে রথ যোজন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব ইহাঁরা রথারূঢ় হইয়া পঞ্চভূতের ন্যায় বাসুদেবের নিকেতনে গমন করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র মহামতি কেশব সাত্যকি সমভিব্যাহারে রথারোহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে রথোপরি অবস্থান করিয়াই পরস্পরকে সম্ভাষণ ও সুখশয়ন সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের রথ সকল মেঘগম্ভীরনির্ঘোষে ও মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক চারি অশ্ব দারুক কর্ত্তৃক মহাবেগে সঞ্চালিত হইয়া খুরাগ্র দ্বারা ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহামতি হৃষীকেশ ও রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মারা ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া যেখানে মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক মহর্ষিগণের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন, সত্বরে সেই স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক মহর্ষিগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির নক্ষত্রগণ-পরিবেষ্টিত শশাঙ্কের ন্যায় ভ্রাতৃবর্গ, হৃষীকেশ ও সাত্যকি কর্ত্তৃক সমাবৃত হইয়া পুরন্দর যেরূপ ব্রহ্মার সমীপে গমন করিয়াছিলেন, মহামতি ভীষ্মের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে গগনমণ্ডলচ্যুত ভাস্করের ন্যায় সন্দর্শন করিয়া শঙ্কিতচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন।

—•••—

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৪।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহামতি পাণ্ডবগণ সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মশীল, শরসমাচিত গাত্র, মহাবলশালী, শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সেই বীরসমাগমস্থলে কি প্রকার কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর নারদাদি মহর্ষিগণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি হতাবশিষ্ট নরপতি সকল এবং ধৃতরাষ্ট্র, বাসুদেব, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি মহাত্মারা সেই কৌরবকুলধুরন্ধর শরশয্যাশায়ী ভরতপিতামহ ভীষ্ম সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতলে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। সেই সময় দিব্য দর্শনসম্পন্ন দেবর্ষি নারদ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সমুদায় পাণ্ডব ও হতাবশিষ্ট ভূপালগণকে কহিলেন, মহাত্মা ভীষ্ম মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছেন। এই মহাত্মা বর্ণচতুষ্টয়ের বিবিধ ধর্ম্ম বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন; অতএব ইনি তনুত্যাগ পূর্ব্বক সুরলোকে গমন না করিতে করিতে তোমরা ইঁহাকে বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন কর।

নরপতিগণ দেবর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবাগ্রগণ্য রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মাধব! তুমি ব্যতিরেকে পিতামহকে জিজ্ঞাসা করে, এরূপ লোক আর কেহই নাই। অতএব তুমিই উহাঁকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা কর; আমাদিগের মধ্যে তুমিই ধর্ম্মজ্ঞ।

ঐ সময় ভগবান্ বাসুদেব ভীষ্মসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজসত্তম! আপনি ত সুখে যামিনি অতিবাহিত করিয়াছেন? আপনার জ্ঞান সমুদায় ত প্রসন্ন ও বুদ্ধির জড়তা ত তিরোহিত হইয়াছে? আপনার ত গাত্রের কোন গ্লানি বা মনের ব্যাকুলতা উপস্থিত হয় নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কেশব! তোমার প্রসাদে আমার দাহ, মোহ, পরিশ্রম, গ্লানি ও রোগ সমুদায়ই তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমার বরপ্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান হস্তগত ফলের ন্যায় সন্দর্শন করিতেছি। বেদ ও বেদান্তোক্ত ধর্ম্ম, শিষ্টাচারপ্রথা, আশ্রমধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম এবং দেশীয়, জাতীয় ও কুলাচরিত ধর্ম্ম সমুদায়ই আমার

চিত্তে জাগরূক রহিয়াছে। যে স্থানে যাহা বর্ণন করিতে হয়, আমি সেই সমস্তই কহিব। তোমার প্রসাদে আমার বুদ্ধি বিমল ও চিত্তস্থ হইয়াছে। আমি তোমাকে ধ্যান করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়াছি। এক্ষণে হিতাহিত সমস্তই বর্ণন করিতে সমর্থ হইব; কিন্তু তুমি কি জন্য স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না, তদ্বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব সত্বরে উহা বর্ণন কর।

হৃষীকেশ কহিলেন, হে কুরুপিতামহ! আপনি আমাকে কীর্ত্তি ও মঙ্গলের প্রধান কারণ বলিয়া অবগত আছেন। আমা হইতেই হিতাহিত কার্য্য সমস্ত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব চন্দ্রমাকে শীতাংশু বলিলে যেরূপ কেহই বিস্ময়াপন্ন হয় না, সেই রূপ আমি যশস্বী হইলেও কেহই আশ্চর্য্য বোধ করিবে না। তন্নিবন্ধন এক্ষণে আমি আপনাকে সমধিক যশস্বী করিব বলিয়াই আমার সমুদায় বুদ্ধি আপনাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। যতকাল এই পৃথিবী বিদ্যমান রহিবে, তত কাল পর্য্যন্ত লোকে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তির আন্দোলন হইবে। আপনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে যা কিছু উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহা বেদবাক্যের ন্যায় চিরকাল সমাদৃত হইবে। যে ব্যক্তি আপনার বাক্যানুসারে কার্য্য করিবে, সে ব্যক্তি পরলোকে সমস্ত পুণ্যের ফলভোগে সমর্থ হইবে। হে গঙ্গাকুমার! আমি এই সমুদায় কারণবশতই আপনাকে নির্ম্মল বুদ্ধি প্রদান করিয়াছি। আপনার যশ বিস্তারিত করাই আমার উদ্দেশ্য, যশই লোকের অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ। এক্ষণে যে সমুদায় হতাবশিষ্ট ভূপাল ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া আপনার চতুর্দ্দিকে সমুপবিষ্ট রহিয়াছেন, আপনি উহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করুন। আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান ও শুদ্ধচার সম্পন্ন। আপনি রাজধর্ম্ম ও অপরাপর ধর্ম্ম সকলই অবগত আছেন। জন্মাবধি আপনার কোন দোষই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ভূপালগণ আপনাকে সর্ব্ব ধর্ম্ম বিশারদ বলিয়া বর্ণন করেন। অতএব পিতার ন্যায় আপনি এই নরপতিগণকে নীতি উপদেশ প্রদান করুন। আপনি সর্ব্বদা ঋষি ও দেবগণের আরাধনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপালগণ আপনার নিকট ধর্ম্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় অভিলাষী হইয়াছেন; অতএব আপনাকে বিশেষরূপে সমুদায় ধর্ম্ম বর্ণন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। বুধগণের বিবেচনায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ ব্যক্তিরই অবশ্য

কর্ত্তব্য। ক্ষমতা থাকিতে প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিলে নিতান্ত অপরাধী হইতে হয়; অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! যখন আপনার পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সকলেই আপনাকে সনাতন ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন উহাঁদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা আপনার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! মহাবীর ভীষ্ম মহামতি কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে মধুসূদন! তুমি সর্ব্ব ভূতের আত্মা ও নিত্য পদার্থ। তোমার অনুগ্রহে আমার বাক্য ও মন দৃঢ় হইয়াছে; অতএব আমি নিশ্চয়ই ধর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিব। এক্ষণে যে মহাত্মা রাজ্য ভার গ্রহণ করাতে বৃষ্ণিগণ আনন্দিত হইয়াছেন; কৌরবগণের মধ্যে যাঁহার সদৃশ ধার্ম্মিক ও যশস্বী আর কেহই নাই; যিনি ধৈর্য্য, দম, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, ধর্ম্ম, তেজ ও বলের অদ্বিতীয় আধার; যিনি আত্মীয়, কুটুম্ব, অতিথি ও আশ্রিত ভৃত্যগণকে যথোচিত সৎকার ও সম্মান করিয়া থাকেন; সত্য, দান, তপস্যা, শৌর্য্য, শান্ত, দক্ষতা, ও নির্ভীকতা যাঁহাতে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে; যিনি কাম, ক্রোধ, ভয় অথবা অর্থের নিমিত্ত অধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না; লোকে যাঁহাকে সত্যসন্ধ, জ্ঞানবান্, ক্ষমাশালী ও অতিথিপ্রিয় বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে এবং যিনি সদ্ব্যয়শীল, যজ্ঞানুষ্ঠান নিরত ও শান্তস্বভাব বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছেন; সেই ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির আমার নিকট প্রশ্ন করুন। তাহা হইলেই আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়া সমস্ত ধর্ম্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিব।

সেই সময় কৃষ্ণ কহিলেন, হে মহাত্মন্! রাজা যুধিষ্ঠির পরম পূজ্য, মান্য, ভক্ত, গুরু, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য লোকের জীবন সংহার করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি অভিশাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইতেছেন না। ভীষ্ম কহিলেন, মাধব! ব্রাহ্মণগণের দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা যেরূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়গণের সংগ্রামে শত্রুসংহার করাও সেইরূপ ধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় অকারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত পিতা, পিতামহ, গুরু, ভ্রাতা,

সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের সংগ্রামে পরাঙ্মুখ পাপপরায়ণ লুব্ধস্বভাব গুরুর এবং লোভপরবশ ধর্ম্মপরিত্যাগী পামরগণের জীবন সংহার করেন, আর যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধসময়ে ধরণীকে শোণিতরূপ সলিল, কেশরূপ তৃণ, কুঞ্জররূপ শৈল ও ধ্বজরূপ মহীরুহে সুশোভিত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মবেত্তা। মনু কহিয়াছেন যে, যুদ্ধে সমাহূত হইলেই ক্ষত্রিয়কে সংগ্রাম করিতে হইবে। সংগ্রাম দ্বারাই ক্ষত্রিয়গণের যশ, ধর্ম্ম ও স্বর্গ লাভ হয়।

হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্ম কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক বিনীতভাবে চরণদ্বয় বন্দন করিলেন। মহামতি ভীষ্মও আহ্লাদিত চিত্তে যুধিষ্ঠিরের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমার অণুমাত্র শঙ্কা নাই; তুমি বিশ্রব্ধচিত্তে আমারে ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর।

—*—

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৬।

হে রাজন্! তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও কৃষ্ণকে প্রণাম ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মারা কহিয়া থাকেন যে, ভূপালগণের পক্ষে রাজধর্ম্মই সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঐ ধর্ম্মের ভার বহন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব আপনি ঐ ধর্ম্মের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন। ঐ ধর্ম্মই এই জীবলোকের একমাত্র অবলম্বন। ধর্ম্মার্থকামের সহিত উহার বিশেষ সংশ্রব আছে এবং উহাতে মোক্ষধর্ম্মও সুস্পষ্ট সন্নিবেশিত রহিয়াছে। রশ্মি যেরূপ তুরঙ্গমকে ও অঙ্কুশ যেরূপ মাতঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত করে, রাজধর্ম্মও সেই রূপ সমস্ত লোককেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। নরপতি যদি রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে লোক সমুদয় কোনক্রমেই সুশৃঙ্খল হইয়া থাকে না। সূর্য্য যেরূপ সমুদ্যত হইয়া লোকের অপ্রত্যক্ষ নিরয়ভয় নিবারণ করিয়া থাকে। অতএব হে পিতামহ! আপনি এক্ষণে আমাকে সেই রাজধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করুন। আমরা আপনা হইতেই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছি। আর মহামতি কৃষ্ণও আপনাকে বুদ্ধিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিতেছেন।

মহামতি ভীষ্ম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি ধর্ম্ম, জগদ্বিধাতা হৃষীকেশ ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া শাশ্বত রাজধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি, অবহিত চিত্তে উহা এবং অন্য যা কিছু তোমার বাসনা থাকে, সেই সমস্ত শ্রবণ কর। রাজার সর্ব্বাগ্রে দেবতা ও দ্বিজগণের প্রীতি সংসাধনার্থ বিধানানুসারে যত্ন করা কর্ত্তব্য। দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত উপচারে পূজা করিলে, নরপাল ধর্ম্মের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত ও সকলের আদরণীয় হইয়া থাকেন। পুরুষকার দ্বারা কার্য্যসম্পাদন করিতে যত্নবান্ হওয়াই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পৌরুষবিহীন দৈবকার্য্য রাজগণের কোন কার্য্যকারক হইতে পারে না। দৈব ও পুরুষকার এই উভয়েরই প্রভাব তুল্য; কিন্তু তন্মধ্যে পৌরুষ প্রত্যক্ষ ফল উৎপন্ন করে বলিয়াই আর দৈব ফলসিদ্ধি দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়া, দৈবকে পুরুষকার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন বলিয়া গণনা করা যায়। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, যদি কোন ব্যাঘাত জন্মে, তাহাতে অনুমাত্র সন্তপ্ত হইও না; প্রত্যুত যাহাতে উহা সুসিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইবে। বুধগণের বিবেচনায় উহাই রাজাদিগের কার্য্যসম্পাদনের একমাত্র উপায়। সত্য ভিন্ন ভূপতিগণের ফলসিদ্ধির কোন সম্ভাবনাই নাই। রাজা সত্যপরায়ণ হইলে, ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দ লাভ করেন। সত্য মহর্ষিগণেরও পরম ধন। সত্য অপেক্ষা নরপতির বিশ্বাসের কারণ আরকিছুই নাই। গুণবান, সচ্চরিত্র, অতি বদান্য, শান্তপ্রকৃতি, ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয় ও প্রিয়দর্শন রাজা কদাচ শ্রীভ্রষ্ট হন না। সমুদায় কার্য্যে সরলভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সত্য বাক্য প্রয়োগ করিবে। স্বছিদ্র গোপন ও পরছিদ্রান্বেষণাদি কার্য্যানুষ্ঠানকালে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলেও অপরাধী হইতে হয় না। নরপতি নিতান্ত মৃদুস্বভাব হইলে, লোকে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া থাকে এবং সাতিশয় উগ্রস্বভাব হইলে, সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া শঙ্কিত হয়; অতএব অতিশয় মৃদুভাব বা অতিশয় উগ্রভাব অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগণকে দণ্ড প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ...বলোকে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীব বলিয়া অভিহিত হইয়া ...ছেন। এই বিষয়ে মনু যেরূপ আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ...য়াছেন, তাহা স্মরণ করা অবশ্য বিধেয়। মনুর মতে জল হইতে ...নল, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় এবং প্রস্তর হইতে লৌহ সমুৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদিগের সর্ব্বব্যাপী তেজ নিজ নিজ উৎপত্তিস্থলে সমাগত হইলেই

উপশমিত হইয়া যায়। লৌহ প্রস্তরকে চূর্ণন, অনল জলকে শোষণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলে, তৎক্ষণাৎ আপনারাই অবসন্ন হইয়া পড়ে। হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণগণই অর্চ্চিত হইয়া ধরাতলস্থ বেদকে রক্ষা করেন; অতএব ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়গণের নমস্য; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ যদি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দণ্ড প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই বিষয়ে মহাতপা শুক্রাচার্য্য যে প্রকার কহিয়াছেন, একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। ধর্ম্মশীল নরপতি বেদবেদান্তপারদর্শী ব্রাহ্মণকে সমরাঙ্গনে শস্ত্র সমুদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিলে, স্বীয় ধর্ম্মানুসারে প্রহার করিবেন। যিনি বিনাশোন্মুখ ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মশীল; সুতরাং অধর্ম্মপ্রবৃত্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে, পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; যে হেতু, ক্রোধই সেই প্রহারের প্রধান কারণ। যাহা হউক ব্রাহ্মণকে সংহার না করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করাই বিধেয়। ব্রাহ্মণ অপরাধ করিলে, তাঁহাকে রাজ্য হইতে নিঃসারিত করিবে। ব্রাহ্মণ সত্য বা মিথ্যা দোষে লিপ্ত হইলে, তাঁহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্প গমন, ভ্রূণহত্যা অথবা রাজার প্রতি দ্বেষ করিলে, তাঁহাকে রাজ্য হইতে নিঃসারিত করিবে। কষাঘাতাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ডবিধান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহারা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, তাহারাই নরপতির প্রিয়পাত্র হয়। ভূপালগণের লোকসংগ্রহ অপেক্ষা পরম ধন আর কিছুই নাই। বুধগণ ছয় প্রকার দুর্গমধ্যে নরদুর্গকেই অতিশয় দুস্তর বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন; অতএব বিজ্ঞ লোকেরা সকলেরই প্রতি নিত্য দয়া প্রকাশ করিবেন। রাজা ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যবাদী হইলেই প্রজারঞ্জন করিতে সমর্থ হন। সর্ব্বদা ক্ষমাশীল হওয়া রাজার উচিত নহে। অতিশয় ক্ষমাবান্ রাজা কুঞ্জরের ন্যায় নিতান্ত অধম বলিয়া পরিগণিত হয়। মাতঙ্গনিয়ন্তা যেরূপ মাতঙ্গের মস্তকে আরোহণ করিয়া থাকে, নীচ ব্যক্তি সেইরূপ ক্ষমাবান্ নরপতির মস্তকে পদার্পণ করে; অতএব নিয়ত মৃদু বা নিয়ত উগ্র হওয়া রাজার নিতান্ত [illegible]বা। বসন্তকালীন দিনকরের ন্যায় অনতিমৃদু ও অনতিতেজস্বী হইয়া [illegible]চাই রাজার বিধেয়। নিয়ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, সাদৃশ্য ও শাস্ত্র দ্বারা স্বকীয় ও পরকীয় মণ্ডল পরীক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যসনে নিতান্ত আসক্ত হওয়া ও অপরিমিত ব্যয় করা রাজার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। নরপতি ব্যসনাসক্ত হইলে [illegible]ত পরাজিত হইয়া থাকেন এবং নিতান্ত

বিদ্বেষী হইলে প্রজাবর্গকে উদ্বেজিত করেন। গর্ভবতী রমণী যেরূপ আপনার প্রিয় মনোরথ পরিহার পূর্ব্বক গর্ভেরই হিতসাধন করিয়া থাকে, সেইরূপ ধর্ম্মশীল নরপতিগণের আপনার সুখ সম্ভোগ পরিহার করিয়া প্রজাবর্গের হিতসাধন করাই কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! তুমি সর্ব্বদা ধৈর্য্য ধারণ করিবে; ধৈর্য্যাবলম্বী চতুরঙ্গ বলসমাযুক্ত মহীপতির কোন সময়েই ভয় উপস্থিত হয় না। ভৃত্যগণের সহিত হাস্য পরিহাস করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কারণ, তাহা হইলে উপজীবীরা প্রশ্রয়ান্বিত হইয়া স্বামীকে অবমাননা করে; আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোভিনিবেশ করে না; কোন কার্য্যসম্পাদনার্থ অনুমতি করিলে, তাহা যথার্থ করা উচিত কি না, মনে করিয়া সন্দিহান হয়; গোপনীয় বিষয় অবগত হইতে অভিলাষ করে; অনুচিত বিষয়ে প্রার্থনা ও প্রভুর ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকে; অনেক সময় স্বামীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে; উৎকোচ গ্রহণ ও প্রবঞ্চনা দ্বারা কার্য্য হানি করিতে ত্রুটি করে না; কৃত্রিম পত্র প্রেরণ পূর্ব্বক রাজ্য বিনষ্ট করিতে সমুদ্যত হয়; অন্তঃপুররক্ষকগণের সহিত সমান বেশ ধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে; স্বামীর সমক্ষে বায়ু নিঃসারণ ও নিষ্ঠীবনে লজ্জিত হয় না; প্রভুর বাক্যে সর্ব্বদা প্রত্যুত্তর করিয়া থাকে এবং তাঁহাকে সমাদর না করিয়া তাঁহার অশ্ব, গজ ও অভিমত রথে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হয়; সুহৃদ ব্যক্তির ন্যায় সভায় উপস্থিত হইয়া "মহারাজ। ইহা তোমার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর, ইহা তোমার অতি গর্হিত কার্য্য বলিয়া তিরস্কার করে।" প্রভুকে ক্রুদ্ধ দেখিয়াও পরিহাস করে; আপনারা সম্মানিত হইয়াও আনন্দ প্রকাশ করে না; সর্ব্বদা কেবল হাস্য পরিহাস করিয়াই কাল যাপন করে; ভূপতির মন্ত্রণা ও দুষ্কর্ম্ম সকল প্রকাশ করিয়া দেয়; নিঃশঙ্কচিত্তে অবজ্ঞা-সহকারে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে; প্রভু অলঙ্কার, ভোজ্য বস্তু বা স্নানীয় অনুলেপন আহরণ করিতে বলিলে, নির্ভরচিত্তে তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিয়া আপনাদিগের কার্য্যনিন্দা ও উহা পরিত্যাগ করে; বেতন লাভে পরিতুষ্ট না হইয়া পুনরায় রাজকর অপহরণ করিয়া থাকে; সূত্রবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় স্বামীকে লইয়া ক্রীড়া করিতে বাসনা করে এবং জনসমাজে রাজা আমাদিগের বাধ্য বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। নরপতি আমোদপরায় ও মৃদুভাবাপন্ন হইলে, এই রূপ নানা প্রকার দোষ উপস্থিত হয়।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৭।

হে রাজন্! ভূপালগণের সতত উদ্যোগী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। নরপতি উদ্যোগবিহীন হইলে, কোনক্রমেই প্রশংসাভাজন হইতে সমর্থ হন না। ভগবান্ শুক্রাচার্য্য কহিয়াছেন যে, ভুজঙ্গের গর্ত্তস্থিত মূষিকগ্রাসের ন্যায় পৃথিবী অবিরোধী রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করে। তোমার শুক্রাচার্য্যের এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তুমি সন্ধি করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত সন্ধি ও বিরোধ করিবার যোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত বিরোধ করিবে। যিনি স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল এই রাজ্যসম্বন্ধীয় সাত অঙ্গের প্রতি অত্যাচার করেন, তিনি গুরুই হউন বা মিত্রই হউন, তাঁহাকে সংহার করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে মরুত্তরাজা সুরাচার্য্যের অনুমোদিত এই কথা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন যে, গুরুও যদি কার্য্যাকার্য্য বিবেচনাশূন্য, গর্ব্বিত ও কুপথগামী হন, তাঁহার দণ্ডবিধান করা অকর্ত্তব্য নহে। বাহুপুত্র মহারাজ সগর পুরবাসিগণের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসমঞ্জা পুরবাসী শিশুদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক সরযূজলে নিমগ্ন করিয়া দিতেন; তন্নিবন্ধন তাঁহার পিতা তাঁহাকে তিরস্কার করত রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। মহাতপা উদ্দালক প্রিয়পুত্র মহাতপা শ্বেতকেতুকে ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। ভূপতিগণের প্রজারঞ্জন সত্য প্রতিপালন ও সরল ব্যবহার করাই সনাতন ধর্ম্ম। পরধন হরণ না করা এবং যথাকালে দেয় বস্তু প্রদান করা রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বলবীর্য্যসম্পন্ন, সত্যপরায়ণ, ক্ষমাশীল রাজা কখনই সৎপথ হইতে বিচলিত হন না। জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রার্থে কৃতনিশ্চয়, চতুর্ব্বর্গে অনুরক্ত ও বেদমন্ত্রজ্ঞ হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজাদিগকে রক্ষা না করা অপেক্ষা নরপতিগণের গুরুতর পাপ আর কিছুই নাই। বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসঙ্কর রক্ষা করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যের কথা কি বলিব, আত্মীয়দিগকেও বিশ্বাস করা ভূপতিগণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা বুদ্ধিপ্রভাবে সর্ব্ব নীতির গুণ দোষ নির্ণয় করিবেন। যে ভূপতি ত্রিবর্গের তত্ত্বজ্ঞ হইয়া বিপক্ষরাজ্যের ছিদ্রান্বেষণ ও উৎকোচাদি দ্বারা শত্রুপক্ষীয়দিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ প্রশংসনীয় হয়েন।

থাকেন। যম ও বৈশ্রবণের ন্যায় কোষপূরণ, স্থিতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়সম্ভূত দোষ গুণের নির্ণয়, অনাথগণের প্রতিপালন, প্রসন্নবদনে হাস্যমুখে বাক্য প্রয়োগ, বৃদ্ধদিগের শুশ্রূষা, আলস্য ও লোভ পরাজয় এবং দুশ্চরিত্রগণের দণ্ড বিধান, সৎপাত্রে ধনদান, ইন্দ্রিয় পরাজয় এবং উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা সচ্চরিত্র ভূপালগণের কদাচ উচিত নহে। অসৎ লোকগণের নিকট হইতে ধনগ্রহণ পূর্ব্বক সাধুদিগকে প্রদান করাই রাজাদিগের কর্ত্তব্য। যাহারা সৎবংশসমুদ্ভূত দুর্দ্ধর্ষ, বীর, ভক্ত, অরোগী, শিষ্ট, শিষ্টসহবাসী, মানী, বিদ্বান্, লোকতত্ত্বজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ, সাধু ও অচলের ন্যায় স্থিরবুদ্ধি এবং যাহারা পরকালের ভয় করে ও কদাচ অন্যের অবমাননা করে না, বুদ্ধিমান রাজা তাহাদিগকেই সহায় করিয়া কেবল ছত্র ও আজ্ঞা ব্যতীত আর সমুদায় বস্তুতেই আপনার ন্যায় তাহাদিগের অধিকার রাখিবেন। ঐরূপ ব্যক্তিগণের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সমান ব্যবহার করা রাজার অবশ্য বিধেয়। তাহা হইলে তাঁহাকে কদাচ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যে নরপতি নিতান্ত সন্দিগ্ধ, লোকের সর্ব্বস্বাপহারী, লোভপরায়ণ ও অতিশয় কুটিলস্বভাব, তাঁহার আত্মীয়েরাই অচিরাৎ তাহাকে সংহার করে, আর যে রাজা বিশুদ্ধসত্ত্ব ও পরচিত্তগ্রহণসুপটু, তিনি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও কদাচ অবনতি প্রাপ্ত হন না এবং একবার হীন দশাগ্রস্ত হইলেও পুনর্ব্বার উন্নতি লাভ করেন। যে ভূপতি শান্তপ্রকৃতি, ব্যসনবিহীন ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে অল্প দণ্ড প্রদান করেন, তিনি হিমাচলের ন্যায় সকলের বিশ্বাসভাজন হন। যে নরপতি প্রাজ্ঞ, বদান্য পরছিদ্রান্বেষণতৎপর, প্রিয়দর্শন, নীতিজ্ঞ, কার্য্যদক্ষ, ক্রোধশূন্য, সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন, ক্রীয়াবান ও অহঙ্কারশূন্য; যিনি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা সম্যক্রূপে সম্পাদন করেন এবং যাহার রাজ্যে নীতিজ্ঞ প্রজাবর্গ আপনাদিগের ঐশ্বর্য্য গোপনে না রাখিয়া পিতার গৃহে পুত্রের ন্যায় নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে, সেই নরপতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন। যে রাজার রাজ্যে প্রজাগণ নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, আপনার শরীর অপেক্ষা শরীরসাধ্য ধর্ম্মে সমাদর প্রদর্শন করে এবং ভূপতির প্রযত্নে সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত হইয়া তাহারই নিতান্ত বশবর্ত্তী হয়, পরস্বাপহরণের প্রতি কিছুমাত্র চেষ্টা করে না এবং দান করিতে সর্ব্বদা অভিলাষ করে, তিনিই যথার্থ রাজা। যাহার অধিকারে কপট, মায়া ও মাৎসর্য্যের

প্রাদুর্ভাব নাই, সেই ভূপতিই সনাতন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ভূপাল বুধগণের সমাদর করেন, যাহার অজ্ঞাত বস্তু অবগত হইতে বাসনা হয়, যিনি পৌরজনের হিতানুষ্ঠাননিরত, সৎপথগামী ত্যাগশীল হইতে পারেন এবং যাহার চর, মন্ত্রণা, অনুষ্ঠিত বা অননুষ্ঠিত কার্য্য সকল শত্রুগণের নিকট প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, সেই রাজাই রাজ্য লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র। রামচরিতমধ্যে মহামতি ভার্গব রাজাকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রকার কহিয়াছিলেন যে, অগ্রে ভূপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরে দার পরিগ্রহ ও ধন সঞ্চয় করিবে; কারণ রাজা না থাকিলে ভার্য্যা ও ধন রক্ষা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য; যাহারা রাজ্য লাভ করিতে বাসনা করেন, লোকরক্ষা ব্যতীত তাহাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। লোক সকল নরপতি কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়াই সুশৃঙ্খলরূপে বাস করিয়া থাকে। মহর্ষি প্রাচেতস মনু রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন-সময়ে কহিয়াছিলেন, মৌনাবলম্বী আচার্য্য, অধ্যয়নপরাঙ্মুখ ঋত্বিক্, অরক্ষক রাজা, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামপর্য্যটনোৎসুক গোপাল ও অরণ্যগমনাভিলাষী নাপিতকে সাগরমধ্যে ভগ্ন নৌকার ন্যায় সত্বরে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৮।

হে মহারাজ! রাজধর্ম্মের রক্ষাই সারাংশ। ভগবান বৃহস্পতি অন্যধর্ম্ম অপেক্ষা রক্ষাকেই সমধিক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। রাজ-ধর্ম্মপ্রণেতা ব্রহ্মবাদী ভগবান বিশালাক্ষ, মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, প্রচেতস মনু, ভগবান ভরদ্বাজ ও গৌরশিরা মুনি রক্ষাধর্ম্মকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করেন। এক্ষণে আমি রক্ষাবিধানের উপায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। গুপ্তচর ও ভৃত্যগণকে বিরক্ত না করিয়া যথাসময়ে বেতন দান, অসৎপথাবলম্বী না হইয়া যুক্ত্যনুসারে প্রজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ, সাধু ব্যক্তিগণের সংগ্রহ, শৌর্য্য ও নৈপুণ্য প্রকাশ, সত্য ব্যবহার, প্রজার হিতচেষ্টা, সৎপথেই হউক আর অসৎপথেই হউক, বিপক্ষপক্ষের ভেদ, জীর্ণ গৃহাদির পুনঃসংস্কার, সময়ানুসারে দ্বিবিধ দণ্ড প্রয়োগ, সাধু ও সৎবংশসমুদ্ভূত ব্যক্তিগণের অপরিত্যাগ, শস্যাদি সংগ্রহ, সর্ব্বদা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের সহিত সহবাস, সৈনাদিগের

নিয়ত হর্ষোৎপাদন, প্রজাবর্গের তত্ত্বাবধারণ, নিয়ত কার্য্যানুষ্ঠান, কোষ পরিবর্দ্ধন, নগর রক্ষা, পরপক্ষ কর্ত্তৃক ভেদের আশঙ্কা, বিপক্ষমধ্যস্থিত প্রজাদিগের তত্ত্বাবধারণ ভৃত্যগণের কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ, আত্ম-পুর রক্ষা, বিপক্ষকে আশ্বাসিত সতত নীতি ধর্ম্মের অনুসরণ, নিয়ত উদ্-যোগ ও অসৎ লোকের সহিত সহবাস পরিত্যাগ করা এবং অরাতিগণকে উপেক্ষা না করাই রক্ষাবিধানের উৎকৃষ্ট উপায়।

অনন্তর পুরুষকারের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুরাচার্য্য পুরুষকারকে রাজধর্ম্মের মূল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র পুরুষকারপ্রভাবেই অমৃত লাভ, দানবগণকে বিনাশ ও সুরলোকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদবী অধিকার করিয়াছেন। পুরুষকারযুক্ত বীর পুরুষ পণ্ডিতগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিতগণ উদ্যোগী ব্যক্তিকে প্রীতিবাক্যে পরম পরিতুষ্ট করত উপাসনা করিয়া থাকেন। যে ভূপতি পুরুষকারশূন্য, তিনি বুদ্ধিমান্ হইয়াও বিষহীন সর্পের ন্যায় অরাতিগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হন। মহাবল ব্যক্তি শত্রু দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে কদাচ সামান্য জ্ঞান করিবে না। অনল অল্প মাত্র হইলেও সমস্ত দগ্ধ এবং বিষ অণুমাত্র হইলেও লোকের জীবন অনায়াসে সংহার করিতে পারে। শত্রু একাঙ্গমাত্র সৈন্য সমভিব্যারে দুর্গ আশ্রয় করিয়া সুসম্পন্ন রাজার দেশ সমুৎসন্ন করিতে সমর্থ হয়। নরপতির গোপনীয় বাক্য, লোক সংগ্রহের বিষয় জয়াদি লাভার্থ হৃদয়স্থ কুটিল ভাব এবং হীন কার্য্য সমুদায় সরলতা সহকারে প্রকাশ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। লোককে বশবর্ত্তী করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করাই বিধেয়। নিতান্ত ক্রূর ও একান্ত মৃদু ভাবাপন্ন ব্যক্তি কোনক্রমেই অতি বিস্তীর্ণ কার্য্যভার বহন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব ক্রূরতা ও মৃদুতা উভয়ই অবলম্বন করা রাজার কর্ত্তব্য। প্রজাপালনার্থ নরপতির যদি কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাও তাঁহার ধর্ম্ম স্বরূপ। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি ভূপতিদিগের যে সমস্ত গুণ বর্ণন করিলাম, ঐ সমুদায় গুণসম্পন্ন হওয়াই রাজাদিগের কর্ত্তব্য। তুমি আমার নিকট রাজধর্ম্মের কিয়দংশ শ্রবণ করিলে; এক্ষণে তোমার যে বিষয়ে সংশয় আছে, শীঘ্র তাহা প্রকাশ কর।

মহামতি ভীষ্মের এইরূপ বাক্যাবসানে মহর্ষি বেদব্যাস, দেবস্থান, অশ্মা, বাসুদেব, কৃপাচার্য্য, সাত্যকি ও সঞ্জয় তাঁহার মুখে রাজধর্ম্ম শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাষ্পপূর্ণলোচনে ও দীন-

ভাবে ভীষ্মের চরণযুগল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পিতামহ! এক্ষণে ভগবান্ ভাস্কর পার্থিব রস আকর্ষণ পূর্ব্বক অস্তাচলে গমন করিতেছেন; অতএব আমি কল্য আপনাকে সন্দেহ সকল জিজ্ঞাসা করিব। অনন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করত প্রফুল্লচিত্তে রথারোহণ করিলেন এবং অবিলম্বে স্রোতস্বতী দৃষদ্বতীর তীরে উপনীত হইয়া অবগাহন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক হস্তিনাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়। ৬১।

পরদিন প্রাতঃকালে পাণ্ডুপুত্রগণ ও বাসুদেব প্রভৃতি মহাত্মারা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নিক কৃত্য সমাধান করিয়া নগরাকার রথে আরোহণ করত কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে সেই স্থানে উপনীত হইয়া মহাত্মা ভীষ্মদেবকে রজনীর শুভসম্বাদ জিজ্ঞাসা ও ব্যাসদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণের চরণ বন্দন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শান্তনুতনয়ের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। তখন মহাতেজা রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বিধি পূর্ব্বক পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতামহ! রাজা এই শব্দটি কি প্রকারে সমুৎপন্ন হইল? রাজার যেরূপ হস্ত, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, মুখ, উদর, শুক্র, অস্থি, মজ্জা, মাংস, শোণিত, নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, প্রাণ, শরীর, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়, সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মরণ প্রজাগণেরও সেইরূপ। তবে রাজা কি প্রকারে একাকী অসংখ্য বিশিষ্টবুদ্ধি মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষের উপর আধিপত্য করিয়া সমস্ত পৃথিবী প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন? সকল লোকে কি নিমিত্ত রাজার প্রসাদ লাভ করিতে অভিলাষ করে এবং তিনি প্রসন্ন হইলে, সকলেই প্রসন্ন ও তিনি বিপদাপন্ন হইলে সকলেই বিপদাপন্ন হইয়া থাকে, এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনি উহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সত্যযুগে প্রথমে যে প্রকারে রাজত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, উহা অবাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। সর্ব্বাগ্রে পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা, দণ্ড বা দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না। মানবগণ একমাত্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পরস্পরকে রক্ষা করিত। এই প্রকারে কিছু দিন

মনুষ্যেরা কালযাপন পূর্ব্বক পরিশেষে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ নিতান্ত ক্লেশকর বোধ হইতে লাগিল। সেই সময় তাহাদিগের মনোমন্দিরে মোহ প্রবেশ করিল। মোহের প্রাদুর্ভাববশতঃ ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও ধর্ম্মের লোপ হইতে আরম্ভ হইল এবং মনুষ্যগণ ক্রমশঃ লোভাক্রান্ত, পরধনগ্রহণতৎপর, কামপরায়ণ, বিষয়াসক্ত ও কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্য হইয়া উঠিল। অগম্যাগমন, বাচ্যাবাচ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও দোষাদোষের বিচার কিছুমাত্র রহিল না। এইরূপে নরলোক কুপথগামী হইলে, বেদ বিনষ্ট ও ধর্ম্ম এককালে বিলুপ্ত হইল।

সেই সময় অমরগণ নিতান্ত শঙ্কিতচিত্তে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার শরণাগত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ব্রহ্মন্! লোভমোহপ্রভৃতি নীচ বৃত্তি সকল নরলোকস্থিত সনাতন বেদ গ্রাস করাতে আমরা নিতান্ত ভীত হইয়াছি। বেদ বিনষ্ট হওয়াতে ধর্ম্মও লুপ্ত হইয়াছে। অতঃপর আমাদিগকেও মনুষ্যের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। মনুষ্যগণ হোমাদি কার্য্য দ্বারা ঊর্দ্ধবর্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে মনুষ্যগণের ক্রিয়াকলাপ বিনষ্ট হওয়াতে আমাদিগের অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহাতে আপনার প্রভাবসম্ভূত এই প্রাকৃতিক নিয়ম ধ্বংস না হয়, আপনি স্বীয় বুদ্ধিবলে তাহার সদুপায় চিন্তা করুন।

সেই সময় ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! তোমাদিগের ভয় নাই; আমি অবিলম্বেই উহার সদুপায় চিন্তা করিতেছি। ভগবান্ ব্রহ্মা সুরগণকে এই কথা কহিয়া বুদ্ধিপ্রভাবে এক খানি লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করিলেন। সেই নীতিশাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম; মোক্ষ এবং মোক্ষের সত্ত্ব, রজ ও তম নামে তিন বর্গ, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও সমানত্ব নামে দণ্ডজ ত্রিবর্গ, চিত্ত, দেশ, কাল, উপায়, কার্য্য ও সহায়রূপ নীতিজ ষড়বর্গ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কৃষি, বাণিজ্যাদি জীবিকাকাণ্ড, দণ্ডনীতি, অমাত্যরক্ষার্থ নিযুক্ত চর ও গুপ্ত চরগণের বিষয়, রাজকুমারের লক্ষণ, চরগণের বিবিধ উপায়, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা, ভেদকারণ মন্ত্রণা ও বিভ্রম, মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, ভয়, সৎকার ও ধন গ্রহণার্থ অধম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন প্রকার সন্ধি, এই চতুর্ব্বিধ যাত্রাকাল, ত্রিবর্গের বিস্তার, ধর্ম্মযুক্ত বিজয়, অর্থ দ্বারা বিজয় ও আসুরিক বিজয়, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ও কোষ এই পঞ্চবর্গের ত্রিবিধ লক্ষণ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সেনার বিষয়, অষ্ট প্রকার গূঢ় বিষয়

প্রকাশ, মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ, পদাতি, ভারবহ, চর, পোত ও উপদেষ্টা এই অষ্ট প্রকার সেনাঙ্গ, বস্ত্রাদি ও অন্নাদিতে বিষ প্রয়োগ, অভিচার, অরি, মিত্র ও উদাসীনের বিষয়, পথগমনের গ্রহনক্ষত্রাদিজনিত সমগ্র গুণ, ভূমিগুণ, আত্মরক্ষা, আশ্বাস, রথাদি নির্ম্মাণের অনুসন্ধান, মনুষ্য গজ, অশ্ব ও রথসজ্জার উপায়, নানা প্রকার ব্যূহ, বিচিত্র যুদ্ধকৌশল, ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপাত, উল্কাদির নিপাত, সুপ্রণালীক্রমে যুদ্ধ, পলায়ন, অস্ত্রশস্ত্রের শাণ প্রদান, অস্ত্রজ্ঞান, সৈন্যব্যসন মোচন, সৈন্যের হর্ষোৎপাদন, পীড়া, আপদকাল, পদাতিজ্ঞান, খাত খনন, পতাকাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক বিপক্ষের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারণ, চৌর উগ্রস্বভাব বনবাসী অগ্নিদাতা বিষপ্রয়োক্তা প্রতিরূপকারী প্রধান ব্যক্তির ভেদ, বৃক্ষছেদন, মন্ত্রতন্ত্রাদিবলে মাতঙ্গগণের বলহ্রাস ভয়োৎপাদন এবং অনুরক্ত ব্যক্তির আরাধন ও বিশ্বাসজনন দ্বারা পররাষ্ট্রে পীড়া প্রদান, সপ্তাঙ্গ রাজ্যের হ্রাস, বৃদ্ধি ও সমতা, কার্য্যসামর্থ্য, কার্য্যের উপায়, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, শত্রুমধ্যস্থ মিত্রের সংগ্রহ, বলবানের পীড়ন ও নিধনসাধন, সূক্ষ্ম ব্যবহার, খলের উন্মূলন, ব্যায়াম, দান, দ্রব্যসংগ্রহ, অভৃত ব্যক্তির ভরণপোষণ, ভৃত ব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণ, যথাসময়ে ধন দান, ব্যসনে অনাশক্তি, নরপতির গুণ, সেনাপতির গুণ, ত্রিবর্গের কারণ ও গুণ, দোষ, অসৎ অভিসন্ধি, অনুরক্তগণের ব্যবহার সকলের প্রতি শঙ্কা, অনবধানতা পরিহার, অলব্ধ বিষয়ের লাভ, লব্ধ বস্তুর বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধ ধনের বিধানানুসারে সৎপাত্রে দান, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং ব্যসন বিনাশার্থ অর্থ দান, মৃগয়া অক্ষক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রীসম্ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ কামজ আর বাক্‌পারুষ্য উগ্রতা, দণ্ডপারুষ্য, নিগ্রহ, আত্মত্যাগ ও অর্থদূষণ এই ষড়বিধ ক্রোধজ সমুদায়ে দশবিধ ব্যসন, বহু প্রকার যন্ত্র ও যন্ত্রকার্য্য, চিহ্ন বিলোপ, চৈত্যছেদন, অবরোধ, কৃষ্যাদি কার্য্যের অনুশাসন, বিবিধ উপকরণ, রণগমন, সমরোপায়, পণব, আনক, শঙ্খ ও ভেরী, দ্রব্যোপার্জ্জন, ষড়বিধ দ্রব্য, লব্ধ রাজ্যে শান্তিসংস্থাপন, সাধু ব্যক্তির অর্চ্চনা, পণ্ডিত ব্যক্তিগণের আত্মীয়তা, দান ও মোহের পরিজ্ঞান, মাঙ্গল্যদ্রব্যের স্পর্শ, দেহসংস্কার, আহার, আস্তিকতা, এক পথাবলম্বী হইয়া অভ্যুদয় লাভ, সত্য মধুর বাক্য, সামাজিক উৎসব, গৃহকার্য্য, চত্বরাদি স্থানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহারের অনুসন্ধান, ব্রাহ্মণের অদণ্ডনীয়তা, যুক্ত্যনুসারে দণ্ড বিধান, অনুজীবীদিগের মধ্যে জাতি ও গুণগত পক্ষপাত, পৌরজনের রক্ষাবিধান, দ্বাদশ রাজমণ্ডলবিষয়ক চিন্তা, দ্বিসপ্ততি প্রকার দৈহিক প্রতিকার, দেশ, জাতি ও কুলের

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, উপায়, ধনাকাঙ্ক্ষা, কৃষ্যাদি প্রভৃতি মূল কার্য্যের প্রণালী, মায়াযোগ নৌকানিমজ্জনাদি দ্বারা নদীর পথ রোধ এবং যে সমুদায় উপায়প্রভাবে লোক সকল নিজ নিজ ধর্ম্মে ব্যবস্থিত থাকে, তদ্বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান্ কমলযোনি এই নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, সুরগণ! আমি ত্রিবর্গ সংস্থাপন ও লোকের উপকারার্থ বাক্যের সারস্বরূপ এই নীতিশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি। ইহা অধ্যয়ন করিলে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক লোক রক্ষা করিবার বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে। এই শাস্ত্র দ্বারা জগতের সমুদায় লোক দণ্ডপ্রভাবে পুরুষার্থফললাভ করিতে সমর্থ হইবে। অতএব ইহার নাম দণ্ডনীতি হইল। মহাত্মা সকল এই নীতিসার শাস্ত্র সমাদর করিবেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় ইহাতে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

হে রাজন্! ভগবান্ পদ্মযোনি এইরূপে সেই লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিলে, বহুরূপধারী বিশালাক্ষ ভগবান্ ভবানীপতি প্রথমে উহা গ্রহণ করিলেন এবং প্রজাগণের আয়ুর অল্পতা জানিতে পারিয়া উহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর সেই ব্রহ্মকৃত নীতিশাস্ত্র সংক্ষিপ্ত করিয়া দশ সহস্র অধ্যায়ে পর্য্যবসিত করিলে, সেই সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র বৈশালাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। অনন্তর ভগবান্ পাকশাসন ঐ শাস্ত্রকে পঞ্চ সহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া বাহুদন্তক নাম প্রদান করিলেন। তৎপরে সুরগুরু বৃহস্পতি ঐ বাহুদন্তক গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া তিন সহস্র অধ্যায়ে কীর্ত্তন করিয়া বার্হস্পত্য নাম দান করিলেন। পরিশেষে যোগপরায়ণ শুক্রাচার্য্য ঐ শাস্ত্রকে এক সহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। এই প্রকারে মহাত্মারা মর্ত্তগণের আয়ুর অল্পতা জানিতে পারিয়া লোকের অনুরোধে সেই নীতিশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করিলে, সুরগণ ভগবান্ বিষ্ণুর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে অনুমতি করুন, মানবগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইবে? তখন ভগবান্ নারায়ণ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বিরজা নামে এক মানস পুত্রের সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু সেই মহাত্মা পৃথিবীর আধিপত্য বাসনা না করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মে আসক্ত হইলেন। তাঁহার কীর্ত্তিমান্ নামে এক বিষয়বাসনাপরিবর্জ্জিত পুত্র হইয়াছিল। কীর্ত্তিমানের মহাতপা কর্দ্দম নামে এক পুত্রের উৎপত্তি হয়। প্রজাপতি কর্দ্দম অনঙ্গ নামে এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই মহাত্মা প্রজাপালনে তৎপর, সাধু ও দণ্ডনীতিবিশারদ

ছিলেন। তাঁহার অতিবল নামে এক পুত্র জন্মে। অতিবল পিতার পরলোকগমনের পর বিশাল রাজ্য লাভ করিয়া সাতিশয় ইন্দ্রিয়পরবশ হন। তাঁহার ঔরসে মৃত্যুর সুনীথা নামে মানসী কন্যার গর্ব্ভে বেণের উৎপত্তি হয়। বেণ পিতার মৃত্যুর পর সমুদায় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অধর্ম্মনিরত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ তাঁহাকে ক্রোধদ্বেষপরিপূর্ণ ও অধর্ম্মশীল দেখিয়া মন্ত্রপূত কুশদ্বারা তাঁহাকে বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর তাঁহারা মন্ত্রবলে বেণের দক্ষিণ উরু ভেদ করাতে, তাহা হইতে এক হ্রস্বাঙ্গ, তাম্রলোচন ও দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় বিকৃত পুরুষ উৎপন্ন হইল। সেই পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র মহর্ষিগণ তাঁহাকে এই স্থানে নিষন্ন হও বলিয়া অনুমতি করিলেন। তন্নিবন্ধনই সেই পুরুষের বংশসম্ভূত শৈল কানন ও বিন্ধ্যাচলবাসী ক্রূরস্বভাব ম্লেচ্ছগণ নিষাদনামে প্রখ্যাত হইয়াছে। তৎপরে মহর্ষিগণ বেণের দক্ষিণ হস্ত ভেদ করিলেন। তৎকালে সেই হস্ত হইতে এক খড়্গকবচধারী শরশরাসন সম্পন্ন বেদবেদাঙ্গবিশারদ দণ্ডনীতিপারদর্শী ধনুর্ব্বেদবেত্তা পুরন্দরের ন্যায় পরম সুন্দর এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার নাম পৃথু; পৃথু বেণ হইতে উৎপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিগণকে কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমি ধর্ম্মার্থদর্শিনী অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি এই বুদ্ধিবলে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা আপনারা বিশেষরূপে আদেশ করুন। আপনারা আমাকে যে প্রকার অনুমতি করিবেন, আমি কিছুমাত্র পর্য্যালোচনা না করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

অনন্তর দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! তুমি নির্ভয়চিত্তে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, প্রিয় ও অপ্রিয় পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্ব জীবগণের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মান অতিদূরে পরিহার, ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান, কায়মনোবাক্যে ভূমিস্থিত বেদনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম সম্যক্ প্রতিপালনের চেষ্টা এবং নিঃশঙ্কচিত্তে দণ্ডনীতিমূলক ধর্ম্ম নিয়ত প্রতিপালন কর। ব্রাহ্মণের প্রতি কখনই দণ্ডবিধান করিও না এবং লোকসঙ্কর নিরাকরণ করিতে বিশেষরূপে যত্ন করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হও। আর স্বেচ্ছানুক্রমে কোনক্রমে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও না।

বেণতনয় দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ নিয়ত আমার নমস্য হউন। ঐ সময় দেবতা ও মহর্ষিগণ কহিলেন, রাজন্। ব্রাহ্মণগণ অবশ্যই তোমার নমস্য হই-

হবেন। অনন্তর মহাতপা শুক্রাচার্য্য তাঁহার পুরোহিত, বালখিল্য ও সারস্বতগণ তাঁহার মন্ত্রী, মহাতপা গর্গ তাঁহার জ্যোতির্ব্বিদ হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু মহামতি পৃথুকে অষ্টম সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তখন সূত ও মাগধ নামে তাঁহার দুই স্তুতিপাঠক জন্ম গ্রহণ করিল। ইহার পূর্ব্বে আর স্তুতিপাঠকের সৃষ্টি হয় নাই। ঐ সময় মহারাজ পৃথু আনন্দিতচিত্তে সূতকে তন্যপ্রদেশ ও মাগধকে মগধ দেশ প্রদান করিলেন। মন্বন্তরবশতঃ পৃথিবী নিতান্ত উন্নতানত হইয়াছিল। মহামতি পৃথু ধনুষ্কোটি দ্বারা শিলাসমূহ উৎসারিত করিয়া উহার সমতা সম্পাদন করেন। তিনি ধরাতল সমতল করিবার নিমিত্ত যে সমুদয় শিলা অপসারিত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা পর্ব্বতের সৃষ্টি হইয়াছে।

অনন্তর বিষ্ণু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ মহারাজ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বসুমতী মূর্ত্তিমতী হইয়া নানাপ্রকার ধন রত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইলেন। মহাসমুদ্র, হিমাচল ও দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে অক্ষয় ধন, সুমেরু পর্ব্বত রাশি রাশি সুবর্ণ এবং যক্ষ রাক্ষসদিগের অধিপতি কুবের তাঁহাকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নির্ব্বাহার্থ প্রভূত অর্থ প্রদান করিলেন। বেণতনয় চিন্তা করি[illegible] অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও মনুষ্য তাঁহার সমীপে উপ[illegible] তাঁহার রাজ্যকালে জরা, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মনঃপীড়ার কিছুমাত্র [illegible] ছিল না। তাঁহার শাসনপ্রভাবে তস্কর ও সরীসৃপগণ হই[illegible] লোকের অণুমাত্র অপকার হইত না। তিনি সাগরযাত্রা করিলে, সমুদ্রের জল স্তব্ধ হইয়া রহিত; শৈল সকল তাঁহাকে পথ প্রদান করিত এবং কুত্রাপি তাঁহার আজ্ঞাভঙ্গ হইত না। তিনি যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগ প্রভৃতি জীবদিগের ভক্ষণার্থ ধরণী হইতে সপ্তদশ প্রকার শস্য সমুৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবেই লোক সমুদায় ধর্ম্মশীল হইয়াছে। তিনি সুপ্রণালীক্রমে প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়া রাজা উপাধি প্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মণদিগকে ক্ষত বা বিনাশ হইতে পরিত্রাণ করাতে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এই প্রকারে এই অসংখ্যলোকপরিপূর্ণা বসুন্ধরা পৃথুর প্রভাবে ধর্ম্মে অবনত হইয়াছিল। সনাতন বিষ্ণু তোমাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না বলিয়া স্বয়ং পৃথুকে মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। তৎকালে ভগবান্ বিষ্ণু তপোবলে সেই মহামতি পৃথুর কলেবরে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই জগতের সমুদায় লোক তাঁহাকে দেব সদৃশ জ্ঞান

কয়ত নমস্কার করে। হে ধর্ম্মরাজ! দণ্ডনীতির অনুসারে রাজ্য প্রতি-পালন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা স্থিরচিত্তে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, অবশ্যই শুভ ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। দৈবগুণ প্রভাবেই প্রজাগণ নরপতির বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। পৃথুর রাজ্যপ্রাপ্তিকালে বিষ্ণুর ললাট হইতে এক হিরণ্ময় পদ্ম সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ধর্ম্মের ভার্য্যা শ্রী সেই পদ্ম হইতে সমদ্ভূত হন। ধর্ম্ম ও শ্রী হইতে অর্থ সমুৎপন্ন এবং তৎপরে ধর্ম্ম শ্রী ও অর্থ রাজ্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বর্গীয় লোক পুণ্যাবসানে স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডনীতিবিশারদ রাজা হইয়া বিষ্ণুর অংশে অবনীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তন্নিবন্ধনই নরপতিগণ বুদ্ধিমান ও মহাত্মাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। সুরগণ ভূপতিকে রাজ্যপদ প্রদান করেন বলিয়া কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকে। ভূতির পূর্ব্বকৃত পুণ্য-প্রভাবেই অন্যান্য মনুষ্যগণ তাঁহার সদৃশ হস্তপদাদিবিশিষ্ট হইয়াও তাঁহার অনুমতি প্রতিপালন করে। যে ব্যক্তি ভূপতিকে প্রসন্নবদন অব-লোকন এবং ভাগ্যবান্, ধনসম্পন্ন ও রূপবান বলিয়া জ্ঞান করে, নরপতি তাঁহার বশীভূত হন, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! দণ্ডদ্বারাই জনসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রচার হই-য়াছে। ভগবান্ ব্রহ্মা নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিয়াছিলেন, তাহাতে পুরাণ-শাস্ত্র, মহর্ষিগণের উৎপত্তি, তীর্থ ও নক্ষত্র সমুদায়, আশ্রমচতুষ্টয়, চারি হোম, বর্ণচতুষ্টয়, চারি বিদ্যা, ইতিহাস, বেদ, ন্যায়, তপস্যা, জ্ঞান, অহিংসা, সত্য, অসত্য, বৃদ্ধসেবা, দান, শৌচ, পুরুষকার, সর্ব্বভূতানুকম্পা এবং ভূতল ও পাতালস্থিত অন্যান্য বিষয় সকল বর্ণিত হইয়াছে। পণ্ডিত-গণ ঐ গ্রন্থের অনুসারেই নরদেবগণকে দেবতুল্য বলিয়া বর্ণন করেন। হে মহারাজ! এই আমি তোমার প্রশ্নানুসারে ভূপতিবৃত্তান্ত আদ্যো-পান্ত বর্ণন করিলাম।

ষষ্টিতম অধ্যায়। ৬০।

হে জনমেজয়! অনন্তররাজা যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! সর্ব্ব বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কি? চারি বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম কি? কোন বর্ণের

লোক কোন আশ্রয় অবলম্বন করিতে পারে? রাজা এবং তাঁহার রাজ্য, পৌরবর্গ ও ভৃত্য সকল কি প্রকারে পরিবর্দ্ধিত হয়? কি প্রকার কোষ, দণ্ড, দুর্গ, সহায়, অমাত্য, ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্য পরিত্যাগ করা রাজার কর্ত্তব্য? বিপদ উপস্থিত হইলে, কোন কোন ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস করা বিধেয় এবং কোন্ স্থলেই বা স্থিরচিত্ত হওয়া আবশ্যক? সেই সমস্ত বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি ধর্ম্ম বাসুদেব এবং ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক শাশ্বত ধর্ম্ম সমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রোধ পরিত্যাগ, সত্য বাক্য প্রয়োগ, সম্যকরূপে অর্থ বিভাগ, ক্ষমা, স্বীয় ভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের ভরণ-পোষণ এই নয়টি সর্ব্ব বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। এক্ষণে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয় দমন ও বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। শান্তপ্রকৃতি জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন, দান ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য বিধেয়। সাধু ব্যক্তিগণ ধন বিভাগ পূর্ব্বক ভোগ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচারসম্পন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যাচ্ঞা, যাজন বা অধ্যাপন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। সতত দস্যুবধে সমুদ্যত হওয়া ও রণস্থলে বাহুবীর্য্য প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য বিধেয়। যে সমুদয় ভূপাল যজ্ঞপরায়ণ, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও রণবিজয়ী হন, তাঁহারাই জনসমাজে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যে ক্ষত্রিয় অক্ষত কলেবরে রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, বুধগণ কদাচ তাঁহাকে প্রশংসা করেন না। দস্যুসংহার ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য আর কিছুই নাই। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ প্রভাবেই ভূপতিগণের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে; অতএব ধর্ম্মার্থী রাজা ধন লাভ করিবার নিমিত্ত অবশ্যই সংগ্রাম করিবেন। নরপতি প্রজাদিগকে নিজ নিজ ধর্ম্মে অবস্থাপন পূর্ব্বক তাহারা যাহাতে শান্তভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন। ভূপতি অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, সদাচারপরায়ণ

হইয়া প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।

এক্ষণে বৈশ্যের ধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সদুপায় দ্বারা ধন সঞ্চয় এবং পুত্রনির্ব্বিশেষে পশুদিগকে প্রতিপালন করাই বৈশ্যের নিত্য ধর্ম্ম। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, বৈশ্যকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ভগবান্ প্রজাপতি সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে মনুষ্যরক্ষা এবং বৈশ্যগণকে পশুপালনের ভার প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং বৈশ্য পশুগণকে প্রতিপালন করিলেই সুখী হইবে, সন্দেহ নাই। বৈশ্য কি প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহাও বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। বৈশ্য অন্যের ছয় ধেনুর রক্ষক হইলে একটীর দুগ্ধ, শত ধেনুর রক্ষক হইলে সম্বৎসরে একটী গোমিথুন, অন্যের ধন গ্রহণ পূর্ব্বক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে লব্ধ ধনের সপ্তম ভাগ এবং কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শস্যের সপ্তমাংশের একাংশ আপনার বেতন স্বরূপ গ্রহণ করিবে। বৈশ্যের পশুপালনবিষয়ে অনাদর প্রদর্শন করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। আর বৈশ্য পশুপালনে অভিলাষী হইলে, উহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকে না।

অনন্তর শূদ্রের ধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই শূদ্র পরম সুখী হইতে পারে। শূদ্র অর্থসঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশবর্ত্তী হইতে পারেন এবং তন্নিবন্ধন তাহাকে পাপী হইতে হয়; অতএব ভোগাভিলাষী হইয়া তাহার ধন সঞ্চয় করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু শূদ্র ভূপতির অনুমতিক্রমে ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত ধন সঞ্চয় করিতে পারে। এক্ষণে শূদ্রের ব্যবহার ও জীবিকা নির্ব্বাহের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। চারি বর্ণের মধ্যে শূদ্রকে ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন, শয়ন, আসন, উপানৎযুগল, চামর ও বস্ত্র সমুদায় প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সমস্ত দ্রব্য শূদ্রের ধর্ম্মলব্ধ ধন। ধর্ম্মপরায়ণগণ কহিয়া থাকেন, শূদ্র শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে উহার জীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। শূদ্র পরিচারক অপুত্রবিহীন হইলে তাঁহার পিণ্ডদান এবং বৃদ্ধ ও বলহীন হইলে তাহার ভরণপোষণ করা প্রভুর অবশ্য কর্ত্তব্য। বিপদ্

সময়ে প্রভুকে পরিত্যাগ করা শূদ্রের কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। প্রভুর যদি ধন ক্ষয় হয়, তাহা হইলে, শূদ্র আপনার পরিবারবর্গের ভরণপোষণাবশিষ্ট ধন দ্বারা তাঁহাকে প্রতিপালন করিবে। শূদ্রের ধনসঞ্চয় করিবার অধিকার নাই। তাহার যে ধন উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা প্রভু গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের যে সমুদায় যজ্ঞ বর্ণন করিয়াছি, ঐ সকল যজ্ঞে শূদ্রেরও অধিকার আছে; কিন্তু স্বাহাকার, বষট্‌কার ও মন্ত্রে উহার অধিকার নাই। অতএব শূদ্র স্বয়ং ব্রতী না হইয়া বৈশ্যদেব ও গ্রহশান্তি প্রভৃতি ক্ষুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। সেই যজ্ঞের দক্ষিণা পূর্ণপাত্র। এই প্রকার জনশ্রুতি আছে যে, পৈজবন নামে এক শূদ্র অমন্ত্রক ঐন্দ্রাগ্নবিধি অনুসারে এক লক্ষ পূর্ণপাত্র দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিল।

সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে শ্রদ্ধা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা মহৎদেবতা স্বরূপ। উহা যজ্ঞ পরায়ণগণের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ পরস্পরের পরম দেবতা স্বরূপ। তাঁহারা নানা প্রকার মনোরথ সফল করিবার নিমিত্ত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও সকলকেই হিতকর উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন; তন্নিবন্ধনই তাঁহারা দেবগণেরও দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়প্রভৃতি তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এই নিমিত্ত ঐ তিন বর্ণের স্বভাবতই সমস্ত যজ্ঞে অধিকার আছে। ঋক্, যজু ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণ দেবতার ন্যায় সকলের পূজ্য, আর যে ব্রাহ্মণ বেদবিহীন, তিনি ব্রহ্মার উপদ্রবস্বরূপ। সমুদয় বর্ণেরই মানসযজ্ঞে অধিকার আছে। শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, দেবতা ও অন্যান্য জীবগণ সকলেই উহার অংশ গ্রহণ করিতে বাসনা করেন; অতএব বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ তিন বর্ণেরই যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ব্রাহ্মণ বৈশ্যসংসর্গী হইলেও তাঁহার তিন বর্ণের যজ্ঞ সম্পাদন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্যদেব স্বরূপ। আর যখন ক্ষত্রিয়প্রভৃতি তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ঐ তিন বর্ণ ব্রাহ্মণের জ্ঞাতিস্বরূপ। তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইলে ঋক্, যজু ও সামবেদের প্রচারনিমিত্ত প্রথমে ব্রাহ্মণেরই সৃষ্টি হইয়াছে, উহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

বানপ্রস্থাশ্রমী মহর্ষিগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিলে, পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ যে প্রকার কহিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বা পরে শ্রদ্ধা ও ধর্ম্মানুসারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবেন। শ্রদ্ধাই প্রধান যজ্ঞ। যজ্ঞ বহু প্রকার ও যজ্ঞের ফলও অসংখ্য। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানপ্রভাবে সেই সমস্ত অবগত ও শ্রদ্ধান্বিত হইতে পারেন, তিনিই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার উপযুক্তপাত্র। লোকে চৌর্য্য প্রভৃতি পাপকার্য্যে অনুরক্ত হইয়াও যদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং মহর্ষিগণও তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! এক্ষণে ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত হইল যে, চারি বর্ণই সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারেন। ত্রিভুবনমধ্যে যজ্ঞের সদৃশ আর কিছুই নাই। অতএব মনুষ্য অসূয়াবিহীন হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।

একষষ্টিতম অধ্যায়। ৬১।

হে মহারাজ! অনন্তর আশ্রমচতুষ্টয় ও তৎসমুদায়ের কার্য্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্য, গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্য এই চারিটি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ প্রথমে উপনয়নাদি সংস্কার লাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ, অগ্ন্যাধানাদি কার্য্য সম্পাদন, বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক কেবল ভার্য্যার সহিত বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। ঐ আশ্রমে তিনি আরণ্যক শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া ঊর্দ্ধরেতা হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হইতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ দ্বিজত্ব লাভ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কার্য্য দ্বারা অনায়াসে ঊর্দ্ধরেতা হইতে সমর্থ হন; অতএব প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণের সকল কার্য্যানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়াই মোক্ষলাভার্থে ভৈক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন করা ব্রাহ্মণের দোষাবহ নহে। ঐ আশ্রমে তিনি সুখদুঃখরহিত, গৃহপরিবর্জ্জিত, যদৃচ্ছালব্ধজীবী, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, ভোগবাসনাবিহীন, নির্ব্বিকার ও পরিশেষে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপত্নীনিরত, অকুটিলহৃদয়, মিতাহারী, কৃতজ্ঞ, দেবানুরক্ত, সত্যপরায়ণ, শান্তপ্রকৃতি, অনৃশংস, ক্ষমাশীল, দান্ত ও মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া বেদাধ্যয়ন, ভার্য্যার ঋতুরক্ষা, অপত্যোৎপাদন, অপ্রমত্তচিত্তে হব্য কব্য সমাপন, নিরন্ত দ্বিজগণকে অন্ন প্রদান, আশ্রমে

ধন দান ও অন্যান্য বেদনির্দ্দিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই তাঁহার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয়। মহানুভব মহর্ষিগণ কহেন যে, নারায়ণ কহিয়া গিয়াছেন,লোকে সত্যবাক্য প্রয়োগ, সরল ব্যবহার, অতিথি সেবা,ধর্ম্মার্থ উপার্জ্জন ও ধর্ম্মপত্নীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিলে, উভয় লোকে সুখ-ভোগ করিতে সমর্থ হয়। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে গার্হস্থ্য ব্যক্তির পুত্র কলত্রদিগের ভরণপোষণ ও বেদাধ্যয়ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্রাহ্মণ এই প্রকার নিয়মানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি সৎকার্য্যে সমাসক্ত হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি সুরলোকে গমন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ফল ভোগ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার অভিলাষানুরূপ দ্রব্য সমূহ অক্ষয় ও বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ দীক্ষিত, জিতে-ন্দ্রিয় ও পক্ষপাতবিহীন হইয়া সুরগণের স্মরণ, মন্ত্র জপ, এক আচা-র্য্যের শুশ্রূষা, গুরুকে নমস্কার, বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন, প্রাণায়ামাদি ষট্ কার্য্য সমাধান, সমুদায় বাসনা পরিহার এবং ধর্ম্মদ্বেষিগণের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি যথার্থই ব্রহ্মচারী হন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়। ৬২।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে পিতামহ! মদ্বিধ জনগণের সুখকর, হিংসা-পরিবর্জ্জিত, সাধুসম্মত, মঙ্গলজনক ধর্ম্ম সমুদয় বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চারি আশ্রম ব্রাহ্মণের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণও ব্রাহ্মণগণের দৃষ্টা-ন্তানুসারেই বানপ্রস্থাদি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধ প্রভৃতি যে সমুদায় স্বর্গলাভজনক প্রধান প্রধান কার্য্য বর্ণন করিয়াছি, তৎসমস্তই ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, তাঁহাকে ইহলোকে নিন্দিত, পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। ব্রাহ্মণ অসৎ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে, লোকে তাঁহাকে দাস, কুক্কুর, বৃক ও পশুর ন্যায় অবজ্ঞা করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ আশ্রমচতুষ্টয়েই প্রাণায়ামাদি ষট্ কার্য্যে আসক্ত, ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধাত্মা, তপোনুষ্ঠাননিরত ও অতি বদান্য হন, তিনি অক্ষয়লোকে গমন করিতে পারেন। যে ব্যক্তি যে প্রদেশে যেরূপ সংসর্গে যাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি সেই

দেশে তদ্রূপ সংসর্গে তদনুযায়ী কার্য্যের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। এতন্নিবন্ধনই বৃদ্ধি, কৃষি, বাণিজ্য ও মৃগয়া প্রভৃতি কার্য্য বেদাধ্যয়নের সদৃশ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ কালের বশবর্ত্তী হইয়াই উত্তম মধ্যম ও অধম কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। পুণ্য লোকের শ্রেয়স্কর; কিন্তু উহা অবিনশ্বর নহে। যাহা হউক, মনুষ্য নিজ কার্য্যে আসক্ত হইলেই উভয় লোকে সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

-০✽০-

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৩।

হে মহারাজ! জ্যাকর্ষণ, বৈরনির্যাতন, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও অর্থোপার্জ্জনের জন্য অন্যের উপাসনা করা ব্রাহ্মণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন ও প্রাণায়ামাদি ষট্ কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালনে কৃতকার্য্য হইয়া বনবাস আশ্রয় করিবেন। রাজসেবা, কৃষি, বাণিজ্য, কুটিলতা, লাম্পট্য ও কুসীদগ্রহণ পরিহার করা ব্রাহ্মণের অবশ্য বিধেয়। যে সকল ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুশ্চরিত্র হইয়া শূদ্রাগমন, নৃত্য ও গ্রামদৌত্য প্রভৃতি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করুন বা না করুন, তাঁহাদিগকে শূদ্র তুল্য বোধ করত শূদ্রপংক্তির মধ্যে ভোজন প্রদান ও বেদকার্য্যের অনুষ্ঠানসময়ে পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নিয়মবর্জ্জিত, অশুচি, ক্রূর, হিংস্রস্বভাব ও স্বধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যাদি প্রদান করিলে, কোন ফলই লাভ হয় না। দম, শৌচ ও সরলতা ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম। কমলযোনি ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়াছেন; তন্নিবন্ধন উহাঁদিগের সকল আশ্রমেই অধিকার আছে! দান্ত, সোমপায়ী, সৎস্বভাব, দয়াশীল, সহিষ্ণু, লোভবিহীন, সরলহৃদয় শান্তপ্রকৃতি, অনৃশংস ও ক্ষমাবান্ ব্রাহ্মণকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলা যায়। পাপপরায়ণ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। লোকে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের সাহায্য দ্বারাই ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে; অতএব উক্ত বর্ণত্রয় শান্তিধর্ম্মাবলম্বী না হইলে, কোনক্রমেই বিষ্ণুর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে পারে না। বিষ্ণু প্রসন্ন না হইলে, বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম, বেদ, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়া সমুদায় ও আশ্রম ধর্ম্ম সমস্তই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।

এক্ষণে যে নরপতি স্বীয় রাজ্যস্থিত ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রদিগকে

সমুচিত আশ্রম ধর্মে সংস্থাপন করিতে বাসনা করেন, তাঁহার অবশ্য জ্ঞাতব্য ধর্ম্ম সমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে শূদ্র স্বীয় শারীরিক শক্ত্যনুসারে বহুকাল বর্ণত্রয়ের সেবা, অপত্যোৎপাদন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সদাচার দ্বারা তিন বর্ণের সমকালাভ ও পুরাণশ্রবণদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে অভিলাষী হয়, সে ভূপতির অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সকল আশ্রম অবলম্বন করিতে পারে; অতএব স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরও ভৈক্ষ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। কৃতকার্য্য পরিণতবয়া বৈশ্যও ভূপতির অনুমতিক্রমে আশ্রমান্তর গ্রহণ করিতে পারে। ভূপতি বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন, সোমরসপান, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, বেদাধ্যয়ন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাদান সংগ্রামে জয় লাভ, স্বীয় পুত্রকে কিম্বা অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষত্রিয়কে রাজ্যে অভিষেক এবং যত্ন সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সুরগণের, শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণের ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া পরিশেষে আশ্রমান্তের গমন করিতে বাসনা করেন। তিনি আনুপূর্ব্বিক সমুদায় অশ্রমে গমন করত সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। নরপতি গৃহস্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষি হইয়া আপনার জীবন রক্ষার্থ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা কাম্য ধর্ম্ম; নিত্য ধর্ম্ম নহে।

মানবগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়বর্গই উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, অন্য বর্ণত্রয়ের যাবতীয় ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম সমুদায়ই রাজধর্ম্মের আয়ত্ত। যে রূপ সমস্ত জীবের পদচিহ্ন হস্তীর পদচিহ্নে বিলীন হইয়া যায়, সেই রূপ সমুদায় ধর্ম্মই রাজধর্ম্মে লীন রহিয়াছে। ধর্ম্মবিশারদ পণ্ডিতেরা অন্যান্য ধর্ম্মকে অল্পফলপ্রদ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মকে আশ্রমের সারভূত ও কুলের একমাত্র নিদান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ফলতঃ রাজধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সারভূত। রাজধর্ম্মবলেই সমস্ত লোক প্রতিপালিত হইয়া থাকে। দণ্ডনীতি না থাকিলে, বেদ ও সমস্ত ধর্ম্ম এককালে বিনষ্ট হইয়া যাইত। ত্যাগ, দীক্ষা, লোকাচার ও বিদ্যা সমুদয় রাজধর্ম্মেই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। রাজধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে, কেহ আর আপনার ধর্ম্মের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করে না।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৪।

হে পাণ্ডবাগ্রগণ্য! আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, লোকাচার প্রথা ও কার্য্য সকল ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপ্রভাবেই জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবেই প্রজাগণ নিরাপদে কালাতিপাত করিতেছে। আশ্রমবাসিগণের ধর্ম্ম নানাপ্রকার ও অপ্রত্যক্ষ। কতকগুলি লোক বিরুদ্ধ শাস্ত্র দ্বারা সেই শাশ্বত ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মও বিপরীত করিয়া থাকেন এবং অনেকে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে নিতান্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সুখভূয়িষ্ঠ, অকপট ও সকল লোকের হিত-জনক। রাজধর্ম্ম গৃহস্থধর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের ধর্ম্মসাধনের প্রধান কারণ। আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, অনেক মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি রাজধর্ম্ম উৎকৃষ্ট কি আশ্রম ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট ইহা নির্ণয় করিবার মানসে ভূতেশ্বর নারায়ণের সন্নিধানে উপনীত হইয়াছিলেন। ভগবান্ প্রজাপতি কর্ত্তৃক সর্ব্বাগ্রে সৃষ্ট সাধ্য, সিদ্ধ, বসু, রুদ্র, বিশ্বেদেব ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে অবস্থিতি করিতেছেন।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দানবগণের প্রাদুর্ভাববশতঃ সমুদায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় মহাবলশালী মহামতি মান্ধাতা রাজ-পদে অভিষিক্ত হইলেন। সেই মহাত্মা জন্মমৃত্যুপরিবর্জ্জিত পরম পিতা নারায়ণকে দর্শন করিবার বাসনায় এক যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিসহকারে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ পুরন্দরের রূপ ধারণ করিয়া সেই যজ্ঞস্থলে মান্ধাতাকে দর্শন প্রদান করিলেন। মহাত্মা মানন্ধাতাও ইন্দ্ররূপী নারায়ণকে সন্দর্শন পূর্ব্বক পরমানন্দিত চিত্তে অন্যান্য ভূপালগণের সহিত তাঁহার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় মহারাজ মান্ধাতা ও ইন্দ্ররূপী নারায়ণ বিষ্ণুর উদ্দেশে যে প্রকার কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্! তুমি কি নিমিত্ত বৃথা সেই অপ্রমেয় অমিত-পরাক্রমশালী দেবাদিদেব নারায়ণকে সন্দর্শন করিবার বাসনা করি-তেছ? আমি এতাবৎকাল তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই নাই এবং ব্রহ্মাও তাঁহাকে দর্শন করিতে পান নাই। তুমি ভূলোকের অধি-পতি; অতএব তোমার আর যে কোন বাসনা থাকে, প্রার্থনা কর; আমি সত্বরে তাহা সফল করিব। তুমি শান্তিগুণাবলম্বী, ধর্ম্মপরায়ণ

জিতেন্দ্রিয়, মহাবলশালী, সুরগণের প্রতি দৃঢ় ভক্তিসম্পন্ন এবং শ্রদ্ধা ও বুদ্ধিপ্রভাবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এতন্নিবন্ধন আমি তোমাকে বিষ্ণুদর্শন ব্যতিরেকে অভীষ্ট বর প্রদানে উদ্যত আছি।

মান্ধাতা কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া কহিতেছি, আমার সেই আদিদেবের দর্শন লাভ ব্যতীত আর অন্য কোন বাসনাই নাই। অতঃপর আমি ভোগবাসনা পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্মশীল হইয়া সত্বরেই অরণ্যে গমন করিব। অরণ্যই সাধুজনসেবিত উৎকৃষ্ট পথ। আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে দিব্য লোক সমুদয় অধিকার ও বিপুল যশোলাভ করিয়াছি; কিন্তু সেই আদিদেব হইতে যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়াছে, আমি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হই নাই।

ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্! যে ক্ষত্রিয় রাজা নহে, সে অনায়াসে সমগ্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয় না। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আদিদেব হইতে সর্ব্ব প্রথমেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মের পশ্চাৎ অন্যান্য ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। ধর্ম্ম বহুবিধ এবং উহাদের ফলও বিনশ্বর। যাহা হউক, সমুদায় ধর্ম্মই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আয়ত্ত; এতন্নিবন্ধন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে শত্রুসংহার পূর্ব্বক দেবতা ও মহর্ষিদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি সেই অপ্রমেয় পুরুষ শত্রুদিগকে সংহার না করিতেন, তাহা হইলে কি ব্রাহ্মণ, কি ব্রহ্মা, কি আদি ধর্ম্ম, কি অন্যান্য ধর্ম্ম কিছুই রহিত না। যদি সেই দেবাদিদেব বিক্রম প্রকাশ করিয়া অসুরগণকে পরাজয় না করিতেন, তাহা হইলে চারি বর্ণ ও আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যাইত। ধর্ম্ম সকল উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল; শাশ্বত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মই সেই সমস্ত পুনর্ব্বার সুপ্রচার করিয়াছে। ঐ ধর্ম্মের প্রভাবেই প্রতিযুগে আদিধর্ম্ম বদ্ধমূল হইয়া থাকে। সংগ্রামমৃত্যু, সকলের প্রতি দয়া, লোকজ্ঞান, লোকপালন, বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ এই সমুদায় ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রভাবেই লোকসমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। মর্য্যাদাবিহীন, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ, ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তিগণ রাজভয়ে অভিভূত হইয়াই পাপানুষ্ঠান করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে এবং সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভূপতির শাসনপ্রভাবেই নিরাপদে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন। লোকসমুদায় রাজগণ কর্ত্তৃক রাজধর্ম্মানুসারে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করে, সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সমুদায়

ধর্ম্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অবিনশ্বর। উহার প্রভাবে সমস্তই সুশৃঙ্খল হইতে পারে।

—*—

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৫।

ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্! অসাধারণ প্রভাব সম্পন্ন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সর্ব্ব-ধর্ম্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। লোকের হিতানুষ্ঠাননিরত উদারচরিত্র ভবাদৃশ লোকেরাই ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন। ঐ ধর্ম্ম অধার্ম্মিকের হস্তে নিপতিত হইলে, জনক্ষয়রূপ অনিষ্ট ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। ভূমির উর্ব্বরত্ব সম্পাদন, রাজসূয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান, ভিক্ষাবৃত্তিতে অনাস্থা প্রদর্শন, প্রজাপালন ও সংগ্রামে তনুত্যাগ করাই পরম দয়ালু ভূপতির উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম; মহর্ষিগণ ত্যাগকেই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। রাজগণ সমরাঙ্গনে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কলেবর পরিত্যাগ করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান, গুরুশুশ্রূষা ও পরস্পরের বধসাধন দ্বারা রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম লাভার্থী হইয়া গার্হস্থ আশ্রম আশ্রয় করিবে। সামান্য কার্য্যের বিচার আরম্ভ হইলেও পক্ষপাত পরিত্যাগ, চারি বর্ণের ধর্ম্মসংস্থাপন, সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালন এবং শ্রেষ্ঠ উপায়, নিয়ম ও পুরুষকার অবলম্বন করিয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক রাজধর্ম্ম রক্ষা করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। যে স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে বিমুখ হইয়া অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহার সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান অধর্ম্মানুষ্ঠানের তুল্য হইয়া উঠে। উচ্ছৃঙ্খল, অর্থাকাঙ্ক্ষী ও পশুসদৃশ মনুষ্যগণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মবলেই নীতি শিক্ষা করে। যাগযজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান ও আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য বিধেয়। যিনি উহার বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে শত্রুর ন্যায় শস্ত্রদ্বারা সংহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণই আশ্রমধর্ম্ম ও বেদধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন। ইহাতে অন্য জাতির হস্তার্পণ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ কোনক্রমেই স্বধর্ম্মত্যাগী হইবেন না। ব্রাহ্মণের কার্য্য-প্রভাবেই ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে; অতএব ব্রাহ্মণ ধর্ম্মস্বরূপ। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মত্যাগী হন, তাঁহাকে সম্মান ও বিশ্বাস করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। হে ধর্ম্মরাজ! যে সমুদায় ধর্ম্ম বর্ণন করিলাম, সেই সকলের মধ্যে রাজধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মান্ধাতা কহিলেন, হে পুরন্দর! আপনি আমাদিগের পরম বন্ধু। যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, বর্ব্বর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, চান্দ্র, মদ্রক, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ, কাম্বোজ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে সমুৎপন্ন বৈশ্য ও শূদ্রগণ কি প্রকার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে এবং আমরাই বা সেই দস্যুদিগকে কি প্রকারে স্বধর্ম্মে অবস্থাপিত করিব, উহা আপনার মুখে শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, অতএব তাহা বর্ণন করুন।

ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্! দস্যুরা যাহাতে পিতা মাতা, আচার্য্য, গুরু ও ভূপতির সেবা, বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন, যথাসময়ে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান, কূপাদি খনন, ব্রাহ্মণদিগের শয়নীয় প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য প্রদান, হিংসা ক্রোধ পরিত্যাগ, সত্য প্রতিপালন, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ, দ্রোহ পরিত্যাগ, বিশুদ্ধ ব্যবহার, উন্নতিলাভ বাসনা, ব্রাহ্মণদিগকে সমুদায় যজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান ও পাকযজ্ঞের উদ্দেশে ধন দান করে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে অন্যান্য লোকের যে সমুদায় কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দস্যুবর্গেরও সেই সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করা বিধেয়।

মান্ধাতা কহিলেন, দেবরাজ! দস্যুরা বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছে। ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্! দণ্ডনীতি ও রাজধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে, জীবগণ ভূপতির দৌরাত্ম্যবশতঃ নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। সত্যযুগ অতীত হইলে, অসংখ্য লোক ছদ্মবেশধারী হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং কাম ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মবাক্যশ্রবণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুপথগামী হইবে। যখন মহাত্মারা দণ্ডনীতিপ্রভাবে পাপ নিবারণ করেন, তখন নিত্যধর্ম্ম অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সর্ব্বলোকগুরু ভূপতির অবমাননা করে, তাহার দান, হোম ও শ্রাদ্ধের কিছুমাত্র ফল লাভ হয় না। দেবগণও ধর্ম্মশীল ভূপতির অপমান করেন না। ভগবান্ ব্রহ্মা সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিয়া ক্ষত্রিয়ের প্রতি ধর্ম্মরক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণ বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্মের গতি অবগত হইতে পারেন; অতএব উঁহারা আমার মাননীয় ও পূজনীয়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ইন্দ্ররূপী ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা কহিয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অতি উৎকৃষ্ট। অতএব বহুশ্রুত ক্ষত্রিয়কে অবমাননা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত

নহে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনাদর করিয়া কুকার্য্যে প্রবৃত্ত ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়, সে অচিরাৎ পথিমধ্যস্থিত অন্ধের ন্যায় বিপদাপন্ন হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিলক্ষণ নিপুণ; অতএব পূর্ব্বপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে চেষ্টা কর।

—•:•—

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি প্রথমে আশ্রমচতুষ্টয়ের বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই সকল বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি আমার ন্যায় সাধুসম্মত ধর্ম্ম সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছ। এক্ষণে নরপতি যে প্রকার আচারসম্পন্ন হইলে, যে আশ্রমের ফল লাভ করিতে সমর্থ হন, তাহা শ্রবণ কর। অন্যান্য মানবগণ আশ্রমচতুষ্টয় অবলম্বন পূর্ব্বক বিধিবিহিত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যে সমুদায় ফল লাভ করিয়া থাকে, রাজধর্ম্মপরায়ণ ভূপতিও সেই সকল ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। যে নরপতি স্বেচ্ছাচারপরিবর্জ্জিত, বিদ্বেষবুদ্ধিবিহীন ও সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে ভোজ্য দ্রব্যের অংশ প্রদান ও পূজ্য ব্যক্তির অর্চ্চনা করেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ফল লাভ করিতে পারেন। যিনি জ্ঞানবান্, ত্যাগশীল, নিগ্রহানুগ্রহপরায়ণ, সদাচারসম্পন্ন ও ধীরপ্রকৃতি, তিনি গৃহস্থাশ্রমের ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণকে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করেন, তিনি বানপ্রস্থাশ্রমের ফল লাভ করেন। যিনি প্রধান প্রধান লোক ও সন্ন্যাসীপ্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণদিগকে বারংবার সৎকার, আহ্নিক কার্য্য, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধন দ্বারা অতিথির সৎকারসাধন এবং লোকরক্ষার্থ বনৌষধি আহরণ করেন, তিনি আরণ্যক আশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন। যে নরপতি স্বরাজ্য প্রতিপালন, সমুদায় জীবের রক্ষা বিধান ও নানাপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সন্ন্যাশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন। যিনি ধর্ম্মানুসারে আহ্নিক, জপ ও দেবগণের পূজা করেন, তিনি ধর্ম্মাশ্রমের ফল ভোগ করিতে সমর্থ হন। যে ভূপতি জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সতত বৈদা-

ধ্যয়ন, কর্ম্মাবলম্বন, আচার্য্যের অর্চ্চনা ও সকলের সহিত সরল ব্যবহার করেন, তিনি ব্রহ্মাশ্রমের ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি বানপ্রস্থ ত্রিবেদী ব্রাহ্মণদিগকে প্রার্থনাধিক ধন দান করেন, তিনি আরণ্যক আশ্রমের ফল লাভে সমর্থ হন। যিনি সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ এবং অনৃশংস ব্যবহার করেন, তিনি সমুদায় পুণ্যের ফল লাভে সমর্থ হন। যে ভূপতি শত্রুসমাক্রান্ত ও শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান, স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করেন, তিনি গৃহস্থাশ্রমের ফল লাভ করিতে পারেন। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র ও নপ্তৃগণের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শনই নরপতির গৃহস্থ ধর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট তপস্যা। যে ভূপতি সচ্চরিত্র পূজনীয় ব্যক্তিগণের প্রতিপালন ও আপনার নিকেতনে আশ্রমস্থ ব্যক্তিদিগকে ভোজ্য প্রদান করেন, তিনি গৃহস্থাশ্রমের ফল লাভ করিতে পারেন। যে নরপতি বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মে যথার্থরূপে অবস্থান করেন, তিনি সমুদায় আশ্রমের ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি গুণগ্রামবিহীন না হন, তাঁহাকেই যথার্থ আশ্রমী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি সম্যক্‌রূপে স্থান, কুল ও বয়সের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন, তিনি সমুদায় আশ্রমবাসের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। ভূপতি দেশধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে, সকল আশ্রমের ফলভাগী হন। যিনি যথাসময়ে সাধু ব্যক্তিগণকে ঐশ্বর্য্য ও উপহার প্রদান এবং দশ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সমুদায় লোকের ধর্ম্ম রক্ষা করেন, তিনিই আশ্রমবাসের উপযুক্ত পাত্র। প্রজাগণ সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত হইয়া যে ধর্ম্মোপার্জ্জন করে, নরপতি তাহার অংশভাগী হন এবং তাহারা সুশৃঙ্খলরূপে প্রতিপালিত না হইয়া যে অধর্ম্ম সঞ্চয় করে, ভূপতিকে সেই অধর্ম্মেরও ফল ভোগ করিতে হয়। যে সমুদায় লোক রাজার সহায়, তাহারাও প্রজাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ সর্ব্ব ধর্ম্ম অপেক্ষা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অতি পবিত্র বলিয়া অঙ্গীকার করেন। আমরা সেই ধর্ম্মেরই সেবা করি। যে নরপতি সমস্ত জীবকে আপনার ন্যায় বোধ এবং ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সুখ ভোগ করেন। রাজধর্ম্মরূপ নৌকা ত্যাগরূপ অনিল ও সত্বরূপ নাবিক দ্বারা পরিচালিত এবং ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রজ্জুদ্বারা সংবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মশীল ভূপতিকে উদ্ধার করিয়া থাকে। নরপতি যখন সমুদায় বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি কেবল বুদ্ধিকে অবলম্বন করি-

রাই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন। হে মহারাজ! তুমি সুপ্রসন্ন চিত্তে লোভাদি পরিবর্জ্জিত হইয়া প্রজাপালনে যত্নবান্ হও; তাহা হইলেই ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারিবে। এক্ষণে বেদাধ্যয়ননিরত সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য লোকদিগকে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে, রাজা সুপ্রণালীক্রমে প্রজাদিগকে পালন করিলে, তাহার শতগুণ ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হন। হে মহারাজ! আমি এই তোমার সমক্ষে বহুবিধ ধর্ম্ম বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তুমি ঐ সকল পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরাপ্রচলিত নিত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে পারিলেই তুমি চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের ধর্ম্ম লাভ করিবে।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৭।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! আপনি আশ্রমচতুষ্টয় ও বর্ণচতুষ্টয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বর্ণন করিলেন; এক্ষণে রাজ্যের হিতসাধনার্থ যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্বাগ্রে রাজ্যমধ্যে রাজাকে অভিষিক্ত করাই উত্তম কর্ম্ম। রাজ্য অরাজক ও বলহীন হইলেই দস্যুগণ উহা আক্রমণ করিয়া থাকে। উহাতে ধর্ম্ম ক্ষণকালও অবস্থিতি করেন না এবং প্রজাবর্গ পরস্পরের মাংস ভোজন করিতে সমুদ্যত হয়। শাস্ত্রে ভূপতি ইন্দ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অতএব উদয়োন্মুখ হইবার অভিলাষ করিলে, রাজাকে ইন্দ্রের ন্যায় অর্চ্চনা করা বিধেয়। অরাজক রাজ্যমধ্যে হুতাশন হবি গ্রহণ করেন না। আমার মতে অরাজক রাজ্যে বাস করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। অরাজকতা অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই। যদি কোন বলবান্ ব্যক্তি অরাজক রাজ্যে আগমন পূর্ব্বক উহা গ্রহণাভিলাষে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক সম্মানিত করা প্রজাবর্গের অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ, ঐ বলবান্ ব্যক্তি প্রজাগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলে, তত্ত্বাবধারণ দ্বারা উহার মঙ্গলবিধান করিতে পারে। আর যদি প্রজাগণ উহাকে সম্মান না করে, তাহা হইলে, সে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই এককালে সমুদায় নিঃশেষিত করিয়া ফেলে। অতএব এরূপ

স্থলে মৃদুতা অবলম্বন করাই প্রজাবর্গের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, যে গাভীকে ক্লেশে দোহন করিতে হয়, সে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিয়া থাকে আর যাহাকে সুখে দোহন করা যায়, সে কিছুমাত্র ক্লেশ ভোগ করে না। যে দ্রব্য আপনি প্রণত হইয়া থাকে, তাহাকে তাপিত এবং যে বৃক্ষ আপনি অবনত হয়, তাহাকে অণুমাত্র কষ্টপ্রাপ্ত হইতে হয় না। অতএব বলবানের নিকট প্রণত হওয়াই কর্ত্তব্য। বলবান্ ব্যক্তিকে প্রণাম করিলে, দেবরাজকে নমস্কার করা হয়।

কল্যাণার্থী ব্যক্তিগণের পক্ষে এক জনকে রাজপদে অভিষেক করাই কর্ত্তব্য। রাজ্য অরাজক হইলে, কেহই নিরাপদে স্ত্রীসম্ভোগ ও ধন উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। তৎকালে পাপিষ্ঠগণ অন্যের ধন অপহরণ করিয়া পরম আনন্দিত হয়; কিন্তু যখন অপরাপর ব্যক্তিগণ তাহার ধন অপহরণ করেন, তখন সে রাজার সাহায্য লাভ করিতে অভিলাষী হয়। অতএব অরাজক রাজ্যে পাপিষ্ঠেরাও সুখী হইতে পারে না। ঐ সময় দুই জন পাপিষ্ঠ একত্র সমবেত হইয়া এক ব্যক্তির এবং বহুলোক একত্র সমবেত হইয়া সেই দুই জনের ধন অপহরণ করিয়া থাকে। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলকে আপনার দাস করিয়া রাখে এবং বলপূর্ব্বক পরস্ত্রী অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

হে মহারাজ! ঐ সমুদায় দৌরাত্ম্য নিবারণার্থই দেবগণ রাজ্যমধ্যে ভূপতির আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যদি পৃথিবীমধ্যে রাজা দণ্ডধারণ না করেন, তাহা হইলে সলিলস্থিত বৃহৎ মৎস্যগণ যেরূপ ক্ষুদ্র মৎস্যদিগকে আহার করে, তদ্রূপ বলবান্ ব্যক্তিগণ দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

পূর্ব্বে পৃথিবী ভূপতি বিহীন হওয়াতে প্রজাগণ পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই সময় কতকগুলি ধর্ম্মশীল ব্যক্তি একত্র সমবেত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে, যে সমুদায় লোক নিষ্ঠুরস্বভাবী, উগ্রস্বভাব, পরদারাভিমর্ষী ও পরস্বাপহারী হইবে, আমরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব। প্রজাগণ সমস্ত বর্ণের বিশ্বাসার্থ এই প্রকার নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে নিতান্ত অসুখিতচিত্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মার সন্নিধানে গমন করত কহিল, ভগবন্! আমরা ভূপতির অভাবে বিনষ্ট হইতেছি; অতএব আমাদিগকে এক জন নরপতি প্রদান করুন। আমরা সকলে তাঁহাকে অর্চনা করিব এবং তিনিও আমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন।

ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করত মনুকে তাঁহাদিগের প্রতিপালনার্থ অনুমতি করিলে, মনু উহা স্বীকার না করিয়া কহিলেন, আমি পাপানুষ্ঠানে সাতিশয় ভীত হইয়া থাকি। রাজ্যশাসন বিশেষতঃ মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যদিগকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করা অতি দুষ্কর। ঐ সময় প্রজাবর্গ মনুকে কহিল, প্রভো! আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই; পাপ আপনাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমরা আপনার কোষবর্দ্ধনার্থ পশু ও সুবর্ণের পঞ্চাশৎ ভাগ এবং ধান্যের দশম ভাগ প্রদান করিব। বিবাদ, দ্যূতক্রীড়া ও শুল্কপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, আপনি অতি মনোহর রূপলাবণ্যবতী কন্যা লাভ করিবেন। আর যাহারা অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ ও বাহনারোহণ করিতে সুনিপুণ হইবে, তাহারা দেবগণ যেরূপ পুরন্দরের অনুগামী হন, সেইরূপ আপনার অনুগামী হইবে; তাহা হইলেই আপনি মহাবল পরাক্রান্ত ও প্রবলপ্রতাপ হইয়া কুবেরের ন্যায় সুখস্বচ্ছন্দে আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন। আর আমরা আপনার বলবিক্রমে প্রতিপালিত হইয়া যে সমুদায় ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আপনি তাহার চতুর্থাংশভাগী হইবেন। অতএব হে মহারাজ! আপনি এক্ষণে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করুন। দিবাকরের ন্যায় শত্রুদিগকে প্রতাপিত করিয়া জয় লাভ করিবার নিমিত্ত নির্গত হউন; আপনার প্রভাবে বিপক্ষগণের দর্প চূর্ণ হউক এবং ধর্ম্ম সতত আমাদিগকে রক্ষা করুন।

তখন সদ্বংশসম্ভূত মহাতেজা মনু প্রজাগণের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক অসংখ্য সৈন্যে সমাবৃত হইয়া তেজঃপুঞ্জকলেবরে প্রজাপালন করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলেন। প্রজাগণ দেবাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় মনুর মহত্ব সন্দর্শন পূর্ব্বক নিজ নিজ ধর্ম্মে নিরত হইল। এই প্রকারে মহারাজ মনু সর্ব্বতোভাবে পাপের শান্তি বিধান করিয়া প্রজাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে সংযোজিত করিয়া অবনীমণ্ডলে আধিপত্য বিস্তার করিলেন।

হে মহারাজ! এই অবনীমণ্ডলে যাঁহারা কল্যাণ বাসনা করেন, তাহাদিগের সর্ব্বপ্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সুরগণ যেরূপ দেবরাজ পুরন্দরকে ও শিষ্যগণ যেরূপ গুরুকে সতত প্রণাম করে, সেইরূপ প্রজাগণ ভক্তিসহকারে ভূপতিকে প্রণাম করিবে। যে ব্যক্তি ইহলোকে আত্মীয় জনকর্ত্তৃক সৎকৃত হয়, তাহাকে শত্রুগণও সমাদর করিয়া থাকে এবং আত্মীয়গণ যাহাকে অপমানিত করে, শত্রুগণ তাহাকে অনায়াসে পরাজয় করিয়া থাকে। শত্রুগণ রাজাকে পরাজয় করিলে,

প্রজারা সকলেই অসুখী হয়; অতএব ভূপতিকে ছত্র, বাহন, বস্ত্র, আভ-রণ, অন্ন, পান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি সমুদায় ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রদান করা প্রজাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে নরপতি বিপক্ষদিগের দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠেন; সতত হাস্যমুখে সম্ভাষণ করেন এবং কৃতজ্ঞ, অনুরাগী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৮।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত ভূপতিকে দেবতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! নরপতি বসুমনা বৃহস্পতিকে যাহা জিজ্ঞাসা এবং দেবগুরু তাঁহাকে যে প্রকার প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিন সর্ব্বলোকহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ কোশলাধিপতি বসুমনা যথোচিত বিনয় পূর্ব্বক কৃতপ্রজ্ঞ মহামতি বৃহস্পতিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রজাদিগের ধর্ম্মলাভার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! জীবগণ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পরিবর্দ্ধিত এবং কি নিমিত্তই বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় আর প্রাজ্ঞ লোকগণ কাহার পরিচর্য্যা করিয়া অক্ষয় সুখলাভ করিতে পারেন, তাহা বর্ণন করুন।

সুরগুরু বৃহস্পতি মহাতেজা কোশলাধিপতি বসুমনার এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! নরপতিই সমস্ত লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল। ভূপতির শাসন না থাকিলে, প্রজাবর্গ পরস্পরকে ভক্ষণ করিত। প্রজাগণ নিয়মবিহীন ও পরদারানুরক্ত হইলে, রাজা তাহাদের প্রতি ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান পূর্ব্বক তাহাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। চন্দ্র বা সূর্য্য সমুদিত না হইলে, জীবগণ যেরূপ বস্তু দর্শন করিতে অসমর্থ ও ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন হয়, যেরূপ অল্পোদক প্রদেশে মীনগণ ও হিংস্রভয়বিহীন স্থানে পক্ষিগণ হিংসাপরতন্ত্র হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার ও পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া অচিরাৎ জীবন পরিত্যাগ করে সেইরূপ রাজ্য অরাজক হইলে প্রজা সকল ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া গোপালবিহীন পশুগণের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। ভূপতি যদি রাজ্যপ্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে বলবান্ ব্যক্তিগণ অনায়াসে

দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের গৃহাদি অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়; কেহই আর পুত্র কলত্র ও ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি আপনার আয়ত্ত করিয়া বাস করিতে সমর্থ হয় না। সংসার বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। পাপাত্মারা সহসা অন্যের যান, বস্ত্র, অলঙ্কার ও বিবিধ রত্ন হরণ করিয়া থাকে। ধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণের উপর বিবিধ শস্ত্রপাত হয়। রাজ্য অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। অধমগণ পিতা, মাতা, বৃদ্ধ, আচার্য্য, গুরু ও অতিথিদিগকে ক্লেশ প্রদান ও তাঁহাদিগের প্রাণ বিনাশ করে। ধনবান্ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা নিধন ও বন্ধন জনিত বিষম ক্লেশে নিপতিত হয়। কাহারও আর কোন দ্রব্যে মমতা থাকে না। সকলেই অকালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সকল স্থানই দস্যুগণে পরিপূর্ণ এবং প্রজাগণ ঘোরতর নিরয়ে পতিত হয়। যোনিবিচার ও কৃষিবাণিজ্যের নিয়ম এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, দক্ষিণাসম্পন্ন বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, বিবাহ প্রথা ও সমাজশৃঙ্খলা বিনষ্ট হইতে থাকে। বৃষগণ রেতনিঃসারণে পরাঙ্মুখ; আভীরপল্লী উৎসন্ন ও দধিমন্থন কার্য্য বিলুপ্ত হয়। জীবগণ উদ্বিগ্নহৃদয়, বিচেতন ও ভীত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে হাহাকার শব্দ করত মৃত্যুমুখে প্রবেশ করে। সংবৎসরব্যাপী দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে বিধিপূর্ব্বক সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ব্রতস্নাত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়নে বিরত হইয়া থাকেন। লোকে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকবশতঃ যথাসময়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না। অপরাধী ব্যক্তি সুস্থচিত্তে কালযাপন করিয়া থাকে। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলের হস্তস্থিত বস্তুও অনায়াসে অপহরণ ও সমস্ত নিয়ম উল্লঘন করে। সকলেই ভয়ার্দ্দিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং সর্ব্বস্থানেই বর্ণসঙ্কর ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

আর নরপতি নিয়মানুসারে রাজ্যপালন করিলে, প্রজা সকল গৃহদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া নির্ভয়ে শয়ন করিয়া থাকে। সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কামিনীগণ রক্ষকবিহীন হইয়াও নির্ভয়চিত্তে পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়। সমুদয় লোকই ধর্ম্মশীল ও হিংসাবর্জ্জিত হইয়া পরস্পরের আনুকূল্যে প্রবৃত্ত হয়। ব্রাহ্মণপ্রভৃতি বর্ণত্রয় অনায়াসে নানাপ্রকার মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও বিদ্যাভ্যাস করিতে সমর্থ হন। সমুদায় লোকের জীবিকাভূত বার্ত্তাশাস্ত্র ও লোকপালক বেদ সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান থাকে এবং লোক সকল সুপ্রসন্ন হইয়া পরম সুখে কালযাপন করে। নরপতি জীবিত থাকিলেই প্রজাগণ জীবিত থাকে এবং নরপতি বিনষ্ট হইলেই প্রজারাও বিনষ্ট হইয়া যায় অতএব রাজাকে পূজা করা প্রজাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি

ভূপতির প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া সমুদায় লোকের হিতসাধনার্থ তাঁহার কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হন, তিনিই উভয় লোক জয় করিতে পারেন। যে ব্যক্তি মনে মনেও ভূপতির অনিষ্ট চিন্তা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই ইহলোকে ক্লেশভোগ ও পরলোকে নরকভোগ করিতে হয়। নরপতি মানবরূপ-ধারী দেবতাস্বরূপ; অতএব উহাঁকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। নরপতি সময়ানুসারে হুতাশন, আদিত্য, মৃত্যু, কুবের ও যম এই পাঁচটী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। যখন তিনি মিথ্যাবাক্যে প্রতারিত হইয়া অতি কঠোর তেজঃপ্রভাবে নিকটস্থিত মিথ্যাবাদীকে দগ্ধ করেন, তখন তাঁহার হুতাশনমূর্ত্তি, যখন চরদ্বারা প্রজাবর্গের কার্য্যাকার্য্য দর্শন ও তাহাদিগের কল্যাণবিধান করেন, তখন তাঁহার সূর্য্যমূর্ত্তি, যখন ক্রুদ্ধ হইয়া অধার্ম্মিকদিগকে পুত্র পৌত্র বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট করেন, তখন তাঁহার মৃত্যুমূর্ত্তি, যখন সুতীক্ষ্ণ দণ্ডে পাপাত্মাদিগের দণ্ডবিধান ও ধর্ম্মপরায়ণগণের প্রতি সমুচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহার যমমূর্ত্তি এবং যখন অর্থ দ্বারা উপকারী ব্যক্তিদিগের তৃপ্তিসাধন ও অপকারী ব্যক্তিদিগের ধন রত্ন অপহরণ করেন, তখণ তাঁহার কুবেরমূর্ত্তি লক্ষিত হয়। ধর্ম্মাভিলাষী কার্য্যদক্ষ মনুষ্যের কোনক্রমেই ভূপতির অপযশঃ ঘোষণা করা কর্ত্তব্য নহে। পুত্র, ভ্রাতা ও বয়স্যপ্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন, ভূপতির নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াও তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিলে কোনক্রমেই সুখ লাভ করিতে পারে না। দাহ্য বস্তু বায়ুসমীরিত অনলে দগ্ধ হইলে, উহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি ভূপতির ক্রোধানলে নিপতিত হয়, তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন থাকে না। নরপতি যে সমুদয় বস্তু অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করেন, তাহা গ্রহণ করিতে যত্নবান্ হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। লোকে মৃত্যু হইতে যে প্রকার ভীত হইয়া থাকে, রাজস্ব অপহরণেও সেইরূপ ভীত হইবে। মৃগ যেরূপ মারণ-যন্ত্র স্পর্শ করিলে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মনুষ্যের রাজস্ব স্পর্শমাত্র মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। আপনার ধনের ন্যায় অতি যত্ন পূর্ব্বক রাজস্ব রক্ষা করা বুদ্ধিজীবির অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা রাজস্ব অপহরণ করে, তাহারা চিরকালের জন্য ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। যে মহাত্মা নরপতি প্রজারঞ্জক, সুখপ্রবর্ত্তক, শ্রীমান্ ও সম্রাট্ প্রভৃতি বিবিধ শব্দ দ্বারা সংস্তুত হন, সকলেই তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন; অতএব উন্নতিলাভাভিলাষী, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী ব্যক্তির ভূপতির আশ্রয় গ্রহণ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। মন্ত্রী, কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, উদারচরিত্র, দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক ও

নীতিপর হইলে ভূপতির সমাদরভাজন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, সদাশয়, মহাবলশালী এবং যিনি অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন, সেইরূপ লোকেরই আশ্রয় গ্রহণ করা ভূপতির কর্ত্তব্য। প্রজ্ঞা মনুষ্যকে প্রগল্‌ভ করিয়া থাকে এবং রাজা মনুষ্যকে ক্ষীণ করেন। যে ব্যক্তি ভূপতির ক্রোধে নিপতিত হয়, সে সর্ব্বদা অসুখে এবং যে তাঁহার অনুগৃহীত হয়, সে পরম সুখে কালাতিপাত করিয়াথাকে। নরপতি প্রজাবর্গের হৃদয়, গুরু, গতি ও উৎকৃষ্ট সুখস্বরূপ। প্রজাগণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে পরম সুখ লাভ করিতে পারে। ভূপতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ইন্দ্রিয়দমন, সত্যব্যবহার ও সৌহার্দ্যসহকারে রাজ্যশাসন করিলে সুরলোকে স্থানলাভ করিতে সমর্থ হন। কোশলরাজ বসুমনা মহামতি বৃহস্পতির এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক অতি যত্নসহকারে প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একোন সপ্ততিতম অধ্যায়। ৭১।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য? আর কি প্রকারে রাজ্য রক্ষা, শত্রুপরাজয়, চর প্রয়োগ এবং স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য ও বর্ণচতুষ্টয়ের অন্যান্য লোকদিগের বিশ্বাসোৎপাদন করিতে হয়? সেই সমস্ত বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! রাজা বা রাজপ্রতিনিধির প্রথমতঃ যাহা কর্ত্তব্য, সেই সকল বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। রাজা প্রথমতঃ আপনার চিত্তকে পরাজয় করিয়া পরিশেষে শত্রুজয়ে প্রবৃত্ত হইবেন। চিত্তকে পরাজয় না করিলে, শত্রু পরাজয়ে সমর্থ হইবেন না। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে পরাজয় করিতে পারিলেই চিত্ত পরাজয় করা হয়। দুর্গ, রাজ্যের শেষ সীমা, নগরোপবন, গৃহোপবন, উপবেশন স্থান, অন্তঃপুর, নগর ও রাজভবনে পদাতি সৈন্য সংস্থাপন পূর্ব্বক অন্ধ, জড় ও বধিরের ন্যায় আকারসম্পন্ন, ক্ষুৎপিপাসা পরিশ্রম সহিষ্ণু, পরীক্ষোত্তীর্ণ সুপ্রাজ্ঞ গূঢ়চর সমুদায় সংগ্রহ করত তাহাদিগের দ্বারা গুপ্তভাবে অমাত্য, মিত্র, তনয়, সমস্ত নরপতি এবং নগর ও জনপদবাসী লোকগণের আচার ব্যবহারাদি পরিজ্ঞাত হওয়া ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ কর্ত্তৃক রাজ্যমধ্যে চর প্রেরিত হইয়াছে কি

না, তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত পানভূমি, মল্লযুদ্ধ স্থান, মহাজন-সমাজ, ভিক্ষুকসমাজ, পুরবাটিকা, বহির্বাটিকা, পণ্ডিতদিগের সমাগম স্থান, চত্বর, রাজসভা ও ভদ্রলোকগণের আবাসস্থানে অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। বিপক্ষপক্ষীয় গূঢ়চরকে আপনার বশবর্ত্তী করিতে পারিলে, নরপতির অধিক মঙ্গললাভের সম্ভাবনা। ভূপতি আপনাকে যখন অপেক্ষাকৃত হীনবল বিবেচনা করিবেন, তখন অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বলবান্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি সংস্থাপন করাই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যাহার সহিত সন্ধি করিলে, কিঞ্চিৎ লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহার সহিত সন্ধি করাও অবিধেয় নহে। কিম্বা সন্ধীৎসু, গুণবান্, উৎসাহসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে রাজ্য রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ভূপতি আপনার উচ্ছেদ দশা সমাগত হইয়াছে জানিতে পারিলেই পূর্ব্বাপকারী ও লোকবিদ্বিষ্ট ব্যক্তিগণকে সংহার এবং যে নরপতি উপকার বা অপকার করিতে অসমর্থ, তাহাকে উপেক্ষা করিবেন। বিপুল সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক দুর্ব্বল, মিত্রহীন, অন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত বা প্রমত্ত ব্যক্তির প্রতিই যুদ্ধযাত্রা করা ভূপতির বিধেয়। যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে নগরের রক্ষাবিধান করা নিতান্ত আবশ্যক। চিরকাল মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতির বশীভূত হইয়া থাকা বলহীন রাজার কোনক্রমেই বিধেয় নহে। হীনবল নরপতি ভৃত্যাদি দ্বারা বলবানের রাজ্য আকর্ষণ, অস্ত্র, অগ্নি ও বিষ প্রয়োগ দ্বারা উহার উৎপীড়ন এবং অমাত্য ও বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে বিবাদোৎপাদন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, রাজ্যাভিলাষী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সাম, দান ও ভেদ এই তিন প্রকার উপায় দ্বারা অর্থ সিদ্ধি হইলে, কদাচ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন না। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়-দ্বারা যে অর্থ লাভ করিতে পারা যায়, পণ্ডিতগণ তাহাতেই আনন্দিত হন। প্রজাবর্গের নিকট হইতে তাহাদিগের উপার্জ্জিত অর্থের ষড়্ভাগ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করা এবং মত্ত উন্মত্ত প্রভৃতি ব্যক্তির অপরাধানুরূপ অর্থদণ্ড করত প্রজাগণের উপদ্রব নিবারণার্থ যত্নবান্ হওয়া রাজার অবশ্য বিধেয়। পুরবাসিগণকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করা ভূপতির আবশ্যক বটে, কিন্তু বিচারকাল সমাগত হইলে, কাহারও প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অর্থী ও প্রত্যর্থীদিগের বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত বহুদর্শী বিজ্ঞ

ব্যক্তিগণকে ধর্ম্মাসনে নিয়োগ করা রাজার নিতান্ত আবশ্যক। নরপতি এই প্রকার ব্যবহার করিলে, তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। ভূপতি কাঞ্চন ও লবণাদির আকর, ধান্যাদি বিক্রয় স্থান, নদীসন্তরণ স্থান ও নাগবনে অমাত্য বা বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবেন। যে নরপতি ন্যায়ানুসারে সতত দণ্ডবিধান করেন, তিনি ধর্ম্মলাভে সমর্থ হন। দণ্ডবিধানই ভূপতির উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও প্রশংসনীয় বেদবেদাঙ্গ বিশারদ, প্রাজ্ঞ, তপঃপরায়ণ, দানশীল ও যজ্ঞশীল হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা সুবিচার করিতে অসমর্থ হন, তিনি কদাচ স্বর্গ বা যশোলাভ করিতে পারেন না। ভূপতি বলবান্ লোকের বলবীর্য্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে, দুর্গ আশ্রয় পূর্ব্বক মিত্রদিগকে সুরক্ষিত করিয়া সন্ধিভেদ বা সংগ্রাম করিতে যত্নবান্ হইবেন। তৎকালে তিনি অরণ্যবাসীদিগকে রাজমার্গে সন্নিবেশিত, গ্রামবাসীদিগকে গ্রাম হইতে উত্থাপিত করিয়া উপনগরমধ্যে প্রবেশিত এবং দেশবাসী ধনী ও প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে বারংবার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সুরক্ষিত দুর্গ সমুদায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিবেন। রাজ্যের শস্য সকল দুর্গমধ্যে সংস্থাপিত করিবেন এবং যদি উহা আনয়নে নিতান্ত অসমর্থ হন, তাহা হইলে অনলদ্বারা তৎসমুদায় দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। যদি শস্য সকল ক্ষেত্রমধ্যে থাকে, তাহা হইলে শত্রুসৈন্যদিগকে প্রলোভন পূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা সেই সমস্ত আহরণ করিতে যত্নবান্ হইবেন এবং তদ্বিষয়ে যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তাহা হইলে স্বীয় সৈন্য-দ্বারা সমুদায় শস্য বিনষ্ট করিবেন। নদীর সেতু সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিবেন। সকল প্রণালীজল এককালে নির্গত করাইবেন। কূপাদির সলিল বিষমিশ্রিত করিয়া রাখিবেন। মিত্রগণের রক্ষা বিধান করা কর্ত্তব্য হইলেও তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপক্ষের প্রবল বিপক্ষ অনন্তর দেশবাসী ভূপতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ সকল উন্মূলিত করিয়া ফেলিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকল ও বিশাল বৃক্ষ সমুদায়ের প্রবৃদ্ধ শাখা সকল ছেদন করিয়া দিবেন। চৈত্যের একটি পত্রও ছিন্ন করিবেন না। দুর্গের উপরিভাগে সচ্ছিদ্র সুদীর্ঘ বহিঃপ্রাকার প্রস্তুত করিয়া দিবেন। পরিখা সমুদয় জলপূর্ণ এবং শূল ও নক্র মকরাদি দ্বারা সংকীর্ণ করিয়া রাখিবেন। বায়ু সঞ্চালনার্থ নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার সকল নির্ম্মাণ করিয়া তৎসমুদায়ে প্রহরী নিয়োগ এবং দৃঢ়তর যন্ত্র ও শতঘ্নী সমুদায় সংস্থাপন করিবেন। সেই সমস্ত দ্বারে

দিয়া সকলকেই গমনাগমন করিতে বলিবেন। কাষ্ঠ আহরণ, কূপ খনন ও পূর্ব্বকৃত কূপের সংস্কারবিধান করিবেন। যে সমুদায় গৃহ তৃণসমাচ্ছন্ন, তাহাতে পঙ্ক লেপন করিয়া রাখিবেন। যামিনীযোগে অন্নপাক করাইবেন। অগ্নিহোত্র ভিন্ন দিবাভাগে কদাচ অনল প্রজ্বালিত করিবেন না। কর্ম্মারগৃহ ও সূতিকালয়ে সাবধানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে অনুমতি করিয়া স্বয়ং ঐ সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্নি আচ্ছাদিত করিয়া দিবেন এবং যে ব্যক্তি দিবাভাগে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়া রাজ্যমধ্যে ঘোষণা প্রচারিত করিবেন। ভিক্ষুক, শকটচালক, ক্লীব ও কুশীলবদিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। তৎকালে উহারা নগরমধ্যে অবস্থান করিলে, অনিষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

ভূপতি চত্বর, তীর্থস্থান ও প্রধান প্রধান লোকের নিকেতনে চর নিযুক্ত করিবেন। রাজ্যমধ্যে অতি বিস্তীর্ণ রাজমার্গ, বিপণী, ভাণ্ডাগার, আয়ুধাগার, যোধাগার, অশ্বশালা, গজশালা, বলাধিকরণ, পরিখা ও উপবন প্রস্তুত করিয়া সেই সকল গোপনে রাখা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পরবলপীড়িত রাজা অর্থ, তৈল, বসা, মধু, ঘৃত, ঔষধ সমুদায়, অঙ্গার, কুশ, মুঞ্জা, পত্র, শর, লেখক, বালতৃণ, বিষাক্ত বাণ, শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ, ফলমূল, চতুর্ব্বিধ বৈদ্য এবং নগরের শোভাপরিবর্দ্ধক ও আমোদজনক নট, নর্ত্তক, মল্ল ও মায়াবীদিগকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। ভৃত্য, অমাত্য, পুরবাসী বা অন্য কোন রাজা যাহা হইতে ভূপতির ভয় উৎপন্ন হইবে, তিনি অবিলম্বে তাহাকে আপনার অধীন করিবেন। কোন ব্যক্তি উপকার করিলে, প্রভূত ধন দান বা নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার সৎকার করা নিতান্ত আবশ্যক। শাস্ত্রে এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে যে, নরপতি শত্রুকে প্রহার বা সংহার করিলে ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করেন।

হে ধর্ম্মরাজ! একণে সপ্তাঙ্গ রাজ্যের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভূপতি স্বয়ং এবং অমাত্য, কোষ, দণ্ড, মিত্র সকল, জনপদ ও পুর এই সাতটি রাজ্যের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য অতি যত্নসহকারে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে নরপতি যাড়্‌গুণ্য, ত্রিবর্গ ও মোক্ষের বিষয় বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছেন, তিনি রাজ্যভোগের উপযুক্ত পাত্র। একণে যাড়্‌গুণ্যের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। সন্ধি করিয়া অবস্থান, যুদ্ধ গমন, বৈরোৎপাদন

পূর্ব্বক অবস্থান, সংগ্রামের আয়োজন করিয়া বিপক্ষের ভয় প্রদর্শনার্থ অবস্থান, সন্ধিস্থাপন ও অন্যের আশ্রয় গ্রহণ, এই ছয়টি ষাড়্গুণ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একণে ত্রিবর্গ বর্ণন করিতেছি, অনন্যচিত্তে শ্রবণ কর। ক্ষয়, স্থিতি ও বৃদ্ধি এই তিনটী বিষয় ত্রিবর্গ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আর ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটীও ত্রিবর্গ নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। পর্য্যায়ানুসারে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করা অতি আবশ্যক। ভূপতি ধর্ম্মপরায়ণ হইলে, চিরকাল এই বসুন্ধরা প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন। সুরাচার্য্য বৃহস্পতি এই বিষয়ে যে প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। নরপতি রাজ্য প্রতিপালন ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিলে অতি পবিত্র সুখ ভোগ করিতে পারেন। যে ভূপতি ধর্ম্মশীল হইয়া সুপ্রণালীক্রমে প্রজাদিগকে প্রতিপালন করেন, তাঁহার তপস্যা ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার আবশ্যক কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দণ্ডনীতি ও রাজা এই উভয় হইতে ইহাদের পরস্পরের ও প্রজাবর্গের কিপ্রকার সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহারাজ! দণ্ডনীতি হইতে রাজা ও প্রজাবর্গের যে প্রকার সৌভাগ্যের উদয় হয়, তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দণ্ডনীতি ভূপাল কর্ত্তৃক যথাবিধানে প্রযুক্ত হইয়া বর্ণচতুষ্টয়কে নিয়মাবলম্বী, নির্ভয়চিত্ত, অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত ও স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থাপিত করিয়া থাকে। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ বিধানানুসারে যত্ন পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং তন্নিবন্ধন প্রজাবর্গও পরম সুখ লাভ করিতে পারে।

কাল ভূপতির কারণ, কি ভূপতি কালের কারণ; এ বিষয়ে তুমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না। ভূপতিই কালের কারণ। নরপতি যখন দণ্ডনীতির অনুসারে সুচারুরূপে রাজ্য প্রতিপালন করিতে থাকেন, তখনই সত্যযুগ নামে উৎকৃষ্ট কাল সমাগত হয়। তৎকালে অণুমাত্র অধর্ম্মসঞ্চার হইতে পারে না। সকল বর্ণেরই অন্তঃকরণ ধর্ম্মবিষয়ে অনুরক্ত হয়। প্রজাবর্গ অলব্ধ বস্তু লাভ ও লব্ধ বস্তু পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। সমুদায় বৈদিক কার্য্য দোষবর্জ্জিত হয়। ঋতু সমুদয় নিরাময় ও সুখাবহ হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের স্বর, বর্ণ ও চিত্ত নির্ম্মল হইয়া থাকে। ব্যাধি সকল তিরোহিত হইয়া যায়। প্রজা সকল দীর্ঘায়ু হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করে। বিধবা স্ত্রী বা কৃপণ পুরুষ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। মেদিনী

কৃষ্ট না হইয়া ও শস্যোৎপাদন করিয়া থাকে। ওষধি, ত্বক্ পত্র ও ফল মূল সমুদায় তেজঃসম্পন্ন হইয়া উঠে। অধর্ম্ম একবারে তিরোহিত এবং ধর্ম্ম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। এই প্রকারে সত্যযুগে ধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

ভূপতি যখন চতুষ্পাদ দণ্ডনীতির তিন পাদ গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্য প্রতিপালন করেন, সেই কালকে ত্রেতাযুগ বলা যায়। তৎকালে পাপের একপাদমাত্র সঞ্চারিত হয়। পৃথিবী কৃষ্ট না হইলে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদনে সমর্থ হয় না। নরপতি যখন দণ্ডনীতির অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাপালন করেন, সেই কালকে দ্বাপরযুগ বলা যায়। দ্বাপরযুগে অবনীমণ্ডলে অধর্ম্মের দুইপাদ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। তখন পৃথিবী কৃষ্ট হইয়াও সত্যযুগে অকৃষ্টাবস্থায় যে ফল উৎপাদন করত তাহার অর্দ্ধেক ফসল উৎপাদন করে। যৎকালে ভূপতি একবারে দণ্ডনীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাবর্গকে নানা প্রকারে ক্লেশ প্রদান করেন, সেই কালকে কলিযুগ বলা যায়। কলিযুগে সকলেই প্রায় অধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান তিরোহিত প্রায় হইয়া যায়। সমুদায় বর্ণেরই স্বধর্ম্মত্যাগে প্রবৃত্ত জন্মে। শূদ্রগণ ভিক্ষাবৃত্তি ও ব্রাহ্মণগণ দাস্যবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সকল লোকই কল্যাণবিহীন এবং সর্ব্বত্র বর্ণসঙ্কর প্রাদুর্ভূত হয়। বৈদিক কর্ম্ম সমুদায় অপরিশুদ্ধ এবং ঋতু সকল কষ্টপ্রদ ও রোগজনক হইয়া উঠে। মানবগণের স্বর, বর্ণ ও মনোবৃত্তির হ্রাস হয়। বিবিধ ব্যাধি ও অকালমৃত্যু প্রাণিগণকে আক্রমণ করিতে থাকে। কামিনীগণ বিধবা ও প্রজাগণ নৃশংস হয়। নিরূপিত সময়ে বৃষ্টিপাত বা শস্যোৎপত্তি হয় না এবং রস সকল ক্ষীণ হইয়া যায়।

অতএব ভূপতিই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের কারণ; যে ভূপতি হইতে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়, তিনি সম্পূর্ণ স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারেন। যাঁহা হইতে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তিনি ত্রিপাদ স্বর্গসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন। যাঁহা হইতে দ্বাপরযুগের উৎপত্তি হয়, তিনি দ্বিপাদ স্বর্গসুখ ভোগে অধিকারী হন এবং যিনি কলিযুগোৎপত্তির কারণ, তিনি সম্পূর্ণ পাপ ভোগ করিয়া থাকেন। কলিযুগে নরপতিকে স্বীয় দুষ্কর্ম্মনিবন্ধন প্রজাবর্গের পাপে লিপ্ত হইয়া ইহলোকে অকীর্ত্তিলাভ ও পরলোকে বহুকাল ঘোরতর নরকে বাস করিতে হয়।

ক্ষত্রিয় দণ্ডনীতি অনুসারে সর্ব্বদা অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভাকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্ত

বস্তর রক্ষা করিবেন। দণ্ডনীতি যথাবিধানে প্রযুক্ত হইলে, প্রজাগণের সুশৃঙ্খলতা সম্পাদন ও মাতা পিতার ন্যায় কল্যাণ বিধান করিয়া থাকে। জীবগণ উহার প্রভাবেই জীবন ধারণ করে। দণ্ডনীতি অনুসারে কার্য্য করা ভূপতির শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। হে মহারাজ! অতএব তুমি এক্ষণে নীতিপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে যত্নবান্ হও; তাহা হইলে দুর্জ্জয় দেবলোক জয় করিতে সমর্থ হইবে।

—*—

সপ্ততিতম অধ্যায়। ৭০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি কি প্রকার ব্যবহার অবলম্বন করিলে, ইহলোকে ও পরলোকে অনায়াসে সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ধর্ম্মচর্য্যাদি গুণ ষটত্রিংশৎ প্রকার। ঐ ষট্‌ত্রিংশৎ গুণ রাগদ্বেষ হীণতাদি ষটত্রিংশৎ গুণযুক্ত হইলেই শোভমান হয়। লোকে ঐ সকল গুণযুক্ত হইলে গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে। অতএব ঐ সকল গুণ উপার্জ্জন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে নরপতি রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, লোভাদি পরিহার পূর্ব্বক লোকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ, নিষ্ঠুরতাবিহীন হইয়া ধনোপার্জ্জন, ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি, অদীনভাবে প্রিয় বাক্য প্রয়োগ, আত্মশ্লাঘা পরিহার পূর্ব্বক বীরত্ব প্রকাশ, সৎপাত্র বিবেচনা করিয়া দান ও অনৃশংস হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিবেন। অসৎ লোকের সহিত সন্ধিস্থাপন, বন্ধুবান্ধবের সহিত সমর, অনুরক্ত ব্যক্তিকে চরকার্য্যে নিয়োগ, লোকপীড়ন দ্বারা স্বকার্য্য সম্পাদন, অসৎ লোকের সমীপে কার্য্য প্রকাশ, আত্মমুখে আপনার গুণ বর্ণন সাধু ব্যক্তির নিকট হইতে ধন গ্রহণ, অসৎ লোকের সাহায্য অবলম্বন, বিশেষরূপ পরীক্ষা না করিয়া দণ্ডবিধান, মন্ত্রণা প্রকাশ, লোভাক্রান্ত ব্যক্তিকে অর্থদান, অনিষ্টকারীর প্রতি বিশ্বাস, সতত স্ত্রীসম্ভোগ এবং অহিতজনক দ্রব্য সকল ভোজন করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ঘৃণা ও ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পবিত্র হওয়া তাঁহার অবশ্য বিধেয়। তিনি সর্ব্বদা স্ত্রীর ভার্য্যার রক্ষণাবেক্ষণ, অকপট চিত্তে গুরু জনের সেবা, অহঙ্কার পরিহার করিয়া মান্য ব্যক্তির সম্মান রক্ষা, দেবগণের অর্চ্চনা ও ন্যায়ানুসারে সম্পত্তি

লাভের বাসনা করিবেন। অকালে বক্তৃতা প্রকাশ, লোককে সান্ত্বনা বা অনুগ্রহ করিয়া পরিত্যাগ, অজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রহার, শত্রুসংহার করিয়া অনুতাপ, সহসা ক্রোধ প্রকাশ এবং অপরাধী ব্যক্তির প্রতি মৃদুভাব অবলম্বন করা তাঁহার কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি যদি ইহলোকে কল্যাণ লাভ করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে আপনার রাজ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ঐ প্রকার আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হও। যে ভূপতি উহার অন্যথাচরণ করে, তাহাকে ঘোরতর ভয়ে অভিভূত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। আমি তোমার নিকট যে সমুদায় গুণের বিষয় বর্ণন করিলাম, যদি কেহ ঐ সকল গুণের অনুবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই উভয় লোকে সাতিশয় সুখসম্ভোগ ও মহীয়সী কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

একসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ভূপতি কি প্রকারে প্রজাপালন করিলে, মনস্তাপবিহীন ও ধর্ম্মের নিকট নিরপরাধ হইতে পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! শাশ্বত ধর্ম্ম সকল বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিয়া কোন কালেই শেষ করিতে পারা যায় না। অতএব উহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বেদবেদাঙ্গবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের চরণ বন্দন ও পূজা করিয়া পুরোহিতের সহিত অন্যান্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। হিতানুষ্ঠান ও ধর্ম্মকার্য্য সমাধান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণমুখে আপনার অর্থসিদ্ধি ও জয়াশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিবে এবং সরলস্বভাব হইয়া ধৈর্য্য ও বুদ্ধিপ্রভাবে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কামক্রোধ পরিহার করিতে যত্নবান্ হইবে। যে ভূপতি কামক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ধনোপার্জ্জনে যত্নবান্ হয়, সেই মূর্খ কোনক্রমেই ধর্ম্ম বা অর্থ লাভ করিতে পারে না। তুমি লোভপরায়ণ ও মূর্খদিগকে কদাচ কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিও না। লোভবিবর্জ্জিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের প্রতি সমস্ত কার্য্যের ভার সমর্পণ করা বিধেয়। কার্য্যনৈপুণ্যবিহীন কামক্রোধপরায়ণ মূর্খ ব্যক্তি রাজ্যসম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইলে প্রজাদিগকে সাতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে হয়। নরপতি শাস্ত্রানুসারে অপরাধীদিগের দণ্ড বিধান

এবং প্রজাবর্গের শস্যাদির ষষ্ঠাংশ, শুল্ক ও সুরক্ষিত বণিক্‌দিগের প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া ধনসঞ্চয় করিবেন। রাজনীতি অনুসারে প্রজাদিগের হিতসাধন, অলব্ধ বস্তু লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষা করা ভূপতির অবশ্য বিধেয়। রাজা কামদ্বেষবিহীন, প্রজাপালনে যত্নবান্, ধর্ম্মশীল ও বদান্য হইলে, মনুষ্যগণ তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়া থাকে। তুমি কোনক্রমেই লোভপরতন্ত্র হইয়া অধর্ম্মানুসারে অর্থোপার্জ্জন করিতে যত্নবান্ হইও না। যে নরপতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সে কখনই ধর্ম্ম ও অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন ভূপতি কদাচ ধর্ম্মার্থ লাভ করিতে পারেন না। তাঁহার সঞ্চিত অর্থ সকল বৃথা বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ভূপাল অর্থলোভী হইয়া শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অপরিমিত কর গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হন, তিনি স্বয়ং আপনারই হিংসা করিয়া থাকেন। দুগ্ধলাভার্থী ব্যক্তি যেরূপ ধেনুর আপীন ছেদন করিলে, দুগ্ধ লাভ করিতে পারে না, রাজা প্রজাদিগকে নিপীড়িত করিলে সেইরূপ কখনই সম্পত্তি লাভে সমর্থ হন না। সদয়ভাবে দুগ্ধবতী গাভীকে দোহন করিলে যেরূপ প্রচুর দুগ্ধ লাভ করিতে পারা যায়, তদ্রূপ শাস্ত্রবিহিত উপায়বলম্বী হইয়া রাজ্য ভোগ করিলে প্রচুর ধন লাভ করা যাইতে পারে। রাজা সদুপায় দ্বারা সুরক্ষিত হইলে, কোষবৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জননী যে প্রকার পরিতৃপ্ত হইয়া পুত্রদিগকে স্তন্য প্রদান করেন, বসুন্ধরাও সেইরূপ ভূপতি কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া রাজা ও প্রজাবর্গকে প্রচুর পরিমাণে ধান্য ও সুবর্ণ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব তুমি অঙ্গারকের দৃষ্টান্ত পরিহার করিয়া মালাকারের দৃষ্টান্তের অনুগামী হও। তাহা হইলেই বহুকাল প্রজাপালন ও রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। যদি পররাজা আক্রমণ করিতে তোমার বিপুল ধনক্ষয় হয়, তাহা হইলে তুমি সান্ত্বনাসহকারে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য জাতি-দিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিবে। যদি তুমি নিতান্ত অর্থবিহীন হও, তথাপি ব্রাহ্মণদিগকে ধনসম্পন্ন দেখিয়া বিচলিতচিত্ত হইও না। তাঁহাদিগকে শক্তি অনুসারে ধন দান, সান্ত্বনা ও সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিলেই তুমি সুরলোকে গমন করিতে পারিবে।

হে ধর্ম্মরাজ! যদি তুমি ঐরূপ ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে পার, তাহা হইলে অদ্ভুত যশ ও মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিবে এবং মনঃপীড়া-বিবর্জ্জিত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

প্রজাপালনই রাজার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। জীবগণের প্রতি কৃপা প্রকাশ ও তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। তন্নিবন্ধন ধর্ম্মশীল পণ্ডিতগণ দয়াবান্ প্রজারক্ষানিরত ভূপতিকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। নরপতি ভয়প্রযুক্ত এক দিন প্রজাপালন না করিয়া যে পাপসঞ্চয় করেন, পরলোকে তাঁহারে সহস্র বৎসর সেই পাপের ফলভোগ করিতে হয়। আর তিনি এক দিন ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক যে পুণ্যসঞ্চয় করেন, পরলোকে দশ সহস্র বৎসর সেই পুণ্যের ফলভোগ করিয়া থাকেন। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থাশ্রমী ব্যক্তিগণ সুচারুরূপে নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক যে সমুদায় লোক জয় করেন, ভূপতি ক্ষণকাল ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া অনায়াসে সেই সকল লোক লাভ করিতে পারেন; অতএব তুমি ঐরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হও, তাহা হইলে পুণ্যফল লাভ, মনঃপীড়া নিবারণ ও সুরলোকে বিপুল ঐশ্বর্য্য অধিকার করিতে পারিবে। রাজা ব্যতিরেকে আর কেহই পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে ধর্ম্মরাজ তুমি ধৈর্য্যাবলম্বী হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য প্রতিপালন পূর্ব্বক সোমরস দ্বারা পুরন্দরেরও অভিলষিত দ্রব্যদ্বারা সুহৃদ্দিগের তৃপ্তিসাধন করিতে প্রবৃত্ত হও।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭২।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ। যিনি সাধুগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও অসাধুগণের শাসন করিতে সমর্থ হন, তাঁহাকেই পুরোহিত করা রাজার কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে বায়ু ও এলপুত্র পুরূরবার কথোপকথন উপলক্ষে যে পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

এক দিন পুরূরবা বায়ুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পবন! ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণত্রয় কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইল এবং কি নিমিত্তই বা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তাহা বর্ণন করুন।

পবন কহিলেন, হে রাজন্! ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরুযুগল হইতে বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে চতুর্থ শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছেন। এই প্রকারে বর্ণচতুষ্টয় সমুদ্ভূত হইলে, ব্রহ্মা এই নিয়ম করিলেন যে, ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষত্রিয়

অবনীর অধীশ্বর হইয়া নিয়মানুসারে দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাবর্গের প্রতিপালন, বৈশ্য ধন ধান্যদ্বারা বর্ণত্রয়ের ভরণপোষণ এবং শূদ্র এই তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে।

পুরূরবা কহিলেন, সমীরণ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের মধ্যে ধর্ম্মানুসারে কাহার পৃথিবীতে অধিকার আছে?

সমীরণ কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের প্রথমে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; অতএব জগতের সমুদায় পদার্থেই ব্রাহ্মণের অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন, যাহা পরিধান ও যাহা দান করেন, সেই সমস্তই তাঁহার আপনার দ্রব্য। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু এবং সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। রমণীগণ যেরূপ পতির অবর্ত্তমানে দেবরকে পতিত্বে বরণ করে, পৃথিবীও সেইরূপ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক প্রতিপালিত না হইয়াই ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে যদি তুমি ধর্ম্মানুসারে অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্গলাভের বাসনা কর, তাহা যে কিছু ভূসম্পত্তি পরাজয় করিবে, সেই সমস্তই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ধর্ম্মশীল, তপঃপরায়ণ, স্বধর্ম্মাবলম্বী, অর্থবাসনাপরিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। সদ্বংশসম্ভূত, কৃতবিদ্য, বিনীতস্বভাব ব্রাহ্মণই স্বীয় অসামান্য ধীশক্তি প্রভাবে নানাপ্রকার উপদেশ দ্বারা ভূপতির মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। যে রাজা অহঙ্কারপরিবর্জ্জিত হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহার যশশ্চন্দ্র অবনীমণ্ডলে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকে। রাজপুরোহিতও রাজার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অংশভাগী হন। প্রজাগণ ভূপাল কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া নির্ভয়চিত্তে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, নরপতি সেই ধর্ম্মের চতুর্থাংশ লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস সকলেই যজ্ঞদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। দেবলোক ও পিতৃলোক যজ্ঞদ্বারাই পরিতৃপ্ত হন; কিন্তু সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আবার ভূপতিরই আয়ত্ত। ভূপতিশূন্য রাজ্যে যজ্ঞের প্রসঙ্গও থাকে না। লোকে গ্রীষ্মকালে জল, বায়ু ও ছায়াদ্বারা এবং শীতলকালে অনল, আতপ ও বস্ত্রদ্বারা সুখলাভ করিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ দ্বারা সকলেরই চিত্ত প্রফুল্ল হয়; কিন্তু অন্তঃকরণ সতত ভীত থাকিলে, কেহই কোন প্রকার সুখলাভ করিতে পারে না। অতএব যিনি প্রাণিগণকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের জীবন দান করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট পুণ্যফল লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র, সন্দেহ নাই। জীবন দান সদৃশ উৎকৃষ্ট দান

এই ত্রিভুবনমধ্যে আর কিছুই নাই। ভূপতি ইন্দ্র, যম ও ধর্ম্ম স্বরূপ হইয়া সমস্ত পৃথিবী প্রতিপালন করিতেছেন।

-০•০-

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৩।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! নরপতি ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া সত্বরে এক জন বহুদর্শী পুরোহিতকে নিযুক্ত করিবেন। রাজপুরোহিত ধর্ম্মশীল ও মন্ত্রনিপুণ এবং রাজা ধর্ম্মপরায়ণ ও মন্ত্রবেত্তা হইলে, প্রজাবর্গের সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়োলাভ হয়। ভূপতি ও পুরোহিত উভয়েই দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত এবং প্রজাগণকে, পরিবর্দ্ধিত করেন। উঁহারা পরস্পরের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের সদ্ভাব থাকিলে, প্রজাগণ সুখলাভ করে এবং ঐ উভয়ের অসদ্ভাব হইলে, তাহারা ধ্বংস হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অন্যান্য বর্ণের মূলস্বরূপ। এই স্থলে ঐলকশ্যপসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

এক দিন ঐলপুত্র মহারাজ পুরূরবা কশ্যপকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে উঁহাদিগের মধ্যে কোন্ পক্ষ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং প্রজাবর্গ কোন্ পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক কালাতিপাত করে?

কশ্যপ কহিলেন, যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে, ক্ষত্রিয়ের রাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ম্লেচ্ছজাতীয়েরা যাহাকে অভিলাষ হয়, তাহাকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করে। যে সকল ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের বেদজ্ঞানলাভ, অপত্যোৎপাদন, দধিমন্থন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান এককালে বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর সেই ব্রাহ্মণত্যাগী ক্ষত্রিয়ের পুত্রপৌত্রগণ বেদাধ্যয়নে বিমুখ হয় ও তাহার ভবনে অর্থ কোনক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয় না এবং তদ্বংশীয় জনগণ বর্ণসঙ্কর ও দস্যুভাবাপন্ন হইয়া উঠে। অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পরকে যত্নসহকারে রক্ষা করিবে। উঁহারা পরস্পরের প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ। যদি উঁহারা পরস্পর সদ্ভাবাপন্ন হন, তাহা হইলে উঁহাদিগের গৌরব পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং যদি উঁহারা অসদ্ভাবাপন্ন হন, তাহা হইলে সকলেই মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, অগাধ সমুদ্রে নিপতিত নৌকার ন্যায় এই সংসারসাগর পার হইতে আর কেহই সমর্থ হয় না। প্রজাগণ এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ব্রাহ্মণরূপ তরু সুরক্ষিত হইলে, সুখ ও সুবর্ণ বর্ষণ এবং অরক্ষিত হইলে নিরন্তর পাপাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। যে প্রদেশে ব্রাহ্মণ দস্যুদিগের প্রভাবে বেদবিবর্জ্জিত হইয়া বেদদ্বারা পরিত্রাণ বাসনা করেন, তথায় কিছুমাত্র বারিবর্ষণ হয় না এবংনিরন্তর মৃত্যুভয় ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। যে সময় পাপাত্মারা স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিয়া জনসমাজে সাধুবাদ লাভ করে এবং ভূপতির সন্নিধানে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হয়, তৎকালে নরপতির মহাভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। দুরাত্মাদিগের পাপানুষ্ঠানপ্রভাবে রুদ্রদেব প্রাদুর্ভূত হইয়া সৎ ও অসৎ সকলকেই এককালে নিপাতিত করেন।

পুরূরবা কহিলেন, ভগবন্! প্রাণীগণকেই প্রাণীর নিধন সাধন করিতে দেখা যায়। কেহই ত রুদ্রদেবকে নেত্রগোচর করিতে পারে না। তিনি কে? কি রূপ আকার বিশিষ্ট এবং কোথা হইতেই বা সমুৎপন্ন হন? তৎসমুদায় বর্ণন করুন।

কশ্যপ কহিলেন, যে আত্মা মনুষ্যের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া আপনার ও অন্যের কলেবর ধ্বংস করিয়া থাকেন, সেই আত্মাকেই রুদ্রদেব বলা যায়। তাঁহার আকার উৎপাতবায়ু ও জলধরের ন্যায়।

পুরূরবা কহিলেন, ভগবন্! সমীরণ চতুর্দ্দিক্ আক্রমন ও জলধর বারিবর্ষণ করিয়াই ত প্রায় মনুষ্যের জীবন নষ্ট করে না। মানবদিগকে কামদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়াই জীবন পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়।

কশ্যপ কহিলেন, রাজন্! অগ্নি যে প্রকার এক গৃহে সংলগ্ন হইয়া সকল গ্রাম ও চত্বর ভস্মীভূত করে, রুদ্রদেবও সেইরূপ পাপাত্মার পাপপ্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়া এককালে সকলকে বিমোহিত ও কামদ্বেষের বশবর্ত্তী করিয়া ফেলেন।

পুরূরবা কহিলেন, ভগবন্! দুর্ম্মতিদিগের পাপানুষ্ঠান বশতঃ যদি পুণ্যশীল ও পাপাত্মা সকলেই দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে লোকে কি নিমিত্ত দুষ্কর্ম্মের পরিহার ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে?

কশ্যপ কহিলেন, যে রূপ শুষ্ক বস্তুর সংস্রবে আর্দ্র পদার্থও ভস্মীভূত হইয়া থাকে, পাপবিহীন মনুষ্যগণও সেইরূপ পাপাত্মাদিগের সংস্রববশতঃ তাঁহাদের ন্যায় দণ্ডনীয় হয়; অতএব পাপাত্মার সহিত সংস্রব রাখাও নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

পুরূরবা কহিলেন, ভগবন্ ধরণী সকলকেই ধারণ, দিবাকর সকলকেই তাপপ্রদান, সলিল সকলেরই পবিত্রতা সম্পাদন এবং বায়ু সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতেছেন। উহাঁদিগের নিকট সাধু ও অসাধুর কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই।

কশ্যপ কহিলেন, রাজকুমার! ইহলোকে এই প্রকারই হয় বটে; কিন্তু যাহারা পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করে ও যাহারা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের ইতর বিশেষ পরলোকেই লক্ষিত হইয়া থাকে। পুণ্যলোক সমস্ত মধুর আকর ও অমৃতের নাভি স্বরূপ। উহার জ্যোতি হেমবর্ণ, তথায় জরা, মৃত্যু বা দুঃখের অণুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই। ব্রহ্মচারিগণ ঐ লোকে গমন করিয়া অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পাপলোক নরকের আবাস। উহা সর্ব্বদাই ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তথায় শোক ও দুঃখ সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ লোকে পাপাত্মারা বহুকাল সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর সদ্ভাব হইলে, প্রজাবর্গ দুর্ব্বিসহ দুঃখ ভোগ করে। নরপতি এই বিষয় বিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বহুদর্শী পুরোহিতকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। প্রথমে পুরোহিতকে বরণ করিয়া পরে রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ সকলের প্রধান। ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের জ্যেষ্ঠ, সম্মানভাজন ও পূজ্য। বলবান্ হইলেও ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণকে সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তু প্রদান করিবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই পরস্পরের উন্নতির হেতু।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৪।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! রাজ্যের বৃদ্ধি ও রক্ষা ভূপতি ও রাজপুরোহিতের আয়ত্ত। যে রাজ্যে ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে প্রজাবর্গের অপ্রত্যক্ষ ভয় এবং ভূপতির বাহুবলে প্রত্যক্ষ ভয় নিবারিত হও, সেই রাজ্যই যথার্থ উপদ্রববিহীন হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি মহারাজ মুচুকুন্দ ও কুবেরের কথোপকথন উপলক্ষে এই বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ একটি পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহারাজ মুচুকুন্দ সমস্ত পৃথিবী পরাজয়

করিয়া আপনার বল পরীক্ষার্থ অলকাধিপতি কুবেরকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। তদ্দর্শনে যক্ষরাজ মুচুকুন্দের সৈন্য সংহার করিবার জন্য অসংখ্য রাক্ষসদিগকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ মুচুকুন্দের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মুচুকুন্দ অদ্বিতীয় বিদ্বান্ স্বীয় পুরোহিতকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ভূপতির নিন্দা শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান করত রাক্ষস দিগের সংহারসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন।

নিশাচরগণ প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে, অলকাধিপতি কুবের মহারাজ মুচুকুন্দের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে অনেক ভূপতি তোমার ন্যায় বলবান্ ও পুরোহিতসাহায্যসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তুমি যে প্রকার আমাকে আক্রমণ করিয়াছ, এরূপ আর কেহই করিতে সমর্থ হন নাই। সেই পূর্ব্বতন মহীপালগণ অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ ও সমধিক বলসম্পন্ন হইয়াও আমাকে সুখ দুঃখের অধীশ্বর বিবেচনা করিয়া সতত আমার উপাসনা করিতেন। যাহা হউক, এক্ষণে যদি তোমার বাহুবল থাকে, প্রকাশ কর। ব্রহ্মবল অবলম্বন পূর্ব্বক কেন বৃথা বলবত্ব প্রকাশ করিতেছ?

সেই সময় মহারাজ মুচুকুন্দ সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া নির্ভয়চিত্তে ন্যায়ানুগত বাক্যে ধনাধিপতিকে কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা উহাঁদিগের সৃষ্টি করিয়া লোকরক্ষার্থ ব্রাহ্মণদিগকে মন্ত্র ও তপোবল এবং ক্ষত্রিয়গণকে অস্ত্র ও বাহুবল প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মবল ও ক্ষত্রিয়বল পৃথক্ পৃথক্ হইলে, প্রজাবর্গ কোনক্রমেই সুরক্ষিত হইতে পারে না; অতএব ঐ উভয় বল একত্র করিয়া প্রজারক্ষা করাই প্রাজ্ঞ জনের কর্ত্তব্য। আমি তদনুসারেই ব্রহ্মবল অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করিতেছি; অতএব এ বিষয়ে কেন আমার নিন্দা করিতেছেন?

তখন অলকাধিপতি কুবের নরপতি মুচুকুন্দকে কহিলেন, মহারাজ! আমি কখনই এক জনের রাজ্য অন্যকে প্রদান বা অপহরণ করি নাই। এক্ষণে সমস্ত পৃথিবী তোমাকে প্রদান করিলাম; তুমি নির্ভয়চিত্তে উহা শাসন কর।

রাজা মুচুকুন্দ কুবেরের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করিতে আমি অভিলাষ করি না; আমি

এই বাসনা যে, আমি নিজ ভুজবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া ভোগ করিব।

তখন ধনেশ্বর কুবের রাজা মুচুকুন্দকে অসম্ভ্রান্ত ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর নরপতি মুচুকুন্দ ধনাধিপতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে স্বীয় বাহুবলনির্জ্জিত পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! যে ভূপতি ধর্ম্মশীল হইয়া এই প্রকারে ব্রহ্মবল অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনি সমস্ত ধরণী জয় ও যশোলাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন সলিলক্রিয়া সমাধান ও ক্ষত্রিয় প্রতিনিয়ত অস্ত্রবল অবলম্বন করিলে, পৃথিবী মধ্যে যে সকল দ্রব্য আছে, তৎসমুদায়ই নিশ্চয় তাঁহাদিগের আয়ত্ত হইয়া থাকে।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ভূপতি কি প্রকার বৃত্তি অবলম্বনকরিলে, মনুষ্যদিগের উন্নতিসাধন এবং পুণ্যলোক সকল পরাজয় করিতে সমর্থ হন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! নরপতি সতত দানশীল, যজ্ঞশীল, উপবাসনিরত ও তপোনুষ্ঠানসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাবর্গের প্রতিপালন এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ধন প্রদান দ্বারা ধর্ম্মশীলগণের সম্মান রক্ষা করিবেন। ভূপতি ধর্ম্মের গৌরব করিলে, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা হইয়া থাকে। রাজা যে প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রজাবর্গের তাহাতেই অভিরুচি হয়। কৃতান্তের ন্যায় শত্রুগণের প্রতি প্রতিনিয়ত দণ্ড উদ্যত ও দস্যুদিগকে সমূলে উন্মূলিত করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য, অনুরাগবশতঃ কাহাকেই ক্ষমা করা বিধেয় নহে। প্রজাবর্গ সুচারুরূপে রক্ষিত হইয়া বেদাধ্যয়ন, ধনদান, হোম ও দেবার্চ্চনা প্রভৃতি যে সমুদায় ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ভূপতি তাহার চতুর্থাংশের অধিকারী হইয়া থাকেন। আর প্রজাগণ উত্তমরূপে প্রতিপালিত না হওয়াতে রাজ্যমধ্যে যে পাপসঞ্চয় হইতে থাকে, রাজাকে তাহারও চতুর্থাংস গ্রহণ করিতে হয়। ভূপতি নৃশংসও মিথ্যাবাদী হইয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান

পূর্ব্বক যে পাপ উৎপাদন করেন, কাহার কাহার মতে তাঁহাকে সেই পাপের অর্দ্ধেক ও কাহার কাহার মতে সেই সমস্তই ভোগ করিতে হয়।

এক্ষণে রাজা যাহাতে ঐ সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। তস্করগণ কোন প্রজার ধন অপহরণ করিলে, ভূপতি যদি তাহা প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে আপনার ধনাগার হইতে অথবা বণিকগণের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষতিগ্রস্থ প্রজার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন। প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রহ্মস্ব রক্ষা করা সমস্ত বর্ণেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অপকার করে, তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাই বিধেয়। ব্রহ্মস্ব রক্ষিত হইলে, সমুদায় বিষয়ই রক্ষিত হয়। অতএব ব্রাহ্মণগণকে প্রসন্ন করাই ভূপতির নিতান্ত আবশ্যক; প্রাণিগণ যেরূপ জলদমণ্ডল ও বিহঙ্গম সকল যেরূপ সমুন্নত মহীরুহকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, মনুষ্যগণও সেইরূপ ভূপতিরে আশ্রয় করিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকে। কামপরায়ণ, নৃশংস ও ধনাভিলাষী রাজা কোনক্রমেই প্রজাপালন করিতে সমর্থ হন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ক্ষণকালও সুখলাভার্থ রাজ্যভোগ করিতে আমার অভিলাষ নাই। পূর্ব্বে আপনি আমাকে কহিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মলাভার্থ রাজ্য গ্রহণ করা আবশ্যক; কিন্তু আমি এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, রাজ্যরক্ষা দ্বারা অধিক ধর্ম্মলাভ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। উহাতে সমধিক পাপ জন্মাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব ইহার পর আমি পরম পবিত্র কাননমধ্যে গমন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়, ফলমূলাহারী ও তপঃপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মের উপাসনা করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমার বুদ্ধি যে নিতান্ত নৃশংসতাবিহীন, আমি তাহা বিশেষরূপ বিদিত আছি; কিন্তু কেবল নৃশংসতাবিহীন হইলে, রাজ্যরক্ষা করা যায় না। তুমি সাতিশয় ধার্ম্মিক, মৃদু, দয়ালু ও উৎসাহবিহীন বলিয়া লোকে তোমারে গৌরব করে না। সে যাহা হউক, এক্ষণে তুমি তোমার পিতৃপিতামহাচরিত ব্যবহার আলোচনা করিয়া দেখ; তুমি যে প্রকারে কালহরণে অভিলাষী হইতেছ, সে প্রকারে কালযাপন করা ভূপালগণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তুমি মৃদুভাবাপন্ন হইয়া কদাচ এককালে নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিও না। তুমি সুচারুরূপে প্রজাপালন করিতে পারিলেই, তোমার অনায়াসে ধর্ম্মফল লাভ হইবে।

তুমি আপনার প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিপ্রভাবে যে প্রকার আচারপরায়ণ হইবার বাসনা করিতেছ, মহারাজ পাণ্ডু ও দেবী কুন্তী তুমি তদ্রূপ হইবে বলিয়া আকাজ্ক্ষা করেন নাই। তাঁহারা সততই তোমার শৌর্য্য, বল, সত্য মাহাত্ম্য ও ঔদার্য্য আকাজ্ক্ষা করিতেন। দেবলোক ও পিতৃলোক মানবের নিকট নিরন্তর যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদির প্রত্যাশা করেন। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজাপালন ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, তুমি ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠানার্থই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যাহারা যথাসময়ে উপযুক্ত ভার বহন করিতে নিযুক্ত থাকে, তাহারা নিহত হইলেই তাহাদিগের কীর্ত্তি বিনষ্ট হয় না। মনুষ্যের কথা কি অশ্বও সম্যক্‌রূপে শিক্ষিত হইলে, অনায়াসে ভার বহনে সমর্থ হয়। কি গৃহী, কি ভূপতি, কি ব্রহ্মচারী কেহই দোষবিহীন হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ হন না। অতএব যাহাতে পুণ্যের ভাগ অধিক ও পাপের অংশ অল্প, সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা দোষাবহ নহে। এককালে পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা অপেক্ষা অল্প পরিমাণেও উহা করা শ্রেয়স্কর। কর্ম্মত্যাগী অপেক্ষা পাপী আর কেহই নাই। সদ্বংশোদ্ভব ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলে, ভূপতির রাজ্য বৃদ্ধি ও রক্ষা বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য করিয়া থাকেন। ধর্ম্মশীল রাজা রাজ্য, অধিকার পূর্ব্বক দান, বলবীর্য্য প্রকাশ ও মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্রজাদিগকে বশবর্ত্তী করিবেন। সদ্বংশসম্ভূত পণ্ডিতগণ বৃত্তিলোপভয়ে কাতর হইয়া যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ও পরিতুষ্ট হন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যদি বিশেষ অবগত থাকেন, তাহা হইলে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গে পরম প্রীতি ও অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্য ভয়প্রাপ্ত হইয়া যাহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষণকালও সুখলাভ করিতে পারে, আমার মতে সেই ব্যক্তিই স্বর্গলাভে সমর্থ হয়; অতএব তুমি আনন্দিত চিত্তে কৌরবকুলের অধিপতি হইয়া সাধুগণের রক্ষা ও অসাধুদিগের পরাজয় করিয়া স্বর্গলাভে অধিকারী হও। প্রাণিগণ যেরূপ জলদজালের এবং পক্ষীগণ যেরূপ বৃহৎ বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিত থাকে, সেইরূপ সুহৃদ্গণ সাধুগণের সহিত একত্র হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কালযাপন করুন। যে ব্যক্তি প্রগল্ভ, শূর ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অসভ্যের প্রতি দণ্ড বিধান ও সাধুগণকে ধন দান করেন, মনুষ্যেরা তাঁহার আশ্রয়েই অবস্থান করিয়া থাকে।

ষটসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বকর্ম্ম-নিরত ও কেহ কেহ বা কুকর্ম্মপরায়ণ হইতেছেন, আপনি তাঁহাদিগের বিষয় বিশেষ বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! পণ্ডিত, সুলক্ষণান্বিত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মতুল্য, ঋক্, যজু ও সামবেদ দীক্ষিত, স্বকার্য্যনিরত ব্রাহ্মণগণ দেবতুল্য এবং স্বকার্য্যবিহীন নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ শূদ্রতুল্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যে সকল ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নহেন এবং যাঁহাদের অগ্নি সঞ্চিত নাই, ধর্ম্মশীল ভূপতি তাঁহাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ ও তাঁহাদিগকে বিনাবেতনে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। ধর্ম্মাধিকারী, দেবল, নক্ষত্রযাজক, গ্রামযাজক ও শুল্কগ্রাহক ব্রাহ্মণগণ চণ্ডাল তুল্য। ঋত্বিক্, পুরোহিত, মন্ত্রী ও বার্ত্তাবহ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়তুল্য। অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী ও পদাতি ব্রাহ্মণগণ বৈশ্যতুল্য। ধনহীন হইলে, ব্রহ্মকল্প ও দেবকল্প ব্রাহ্মণব্যতীত আর সকল ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই করগ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণেরন্যায় স্বকার্য্যভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের ধনেও ভূপতির অধিকার আছে। ব্রাহ্মণদিগকে স্বকর্ম্মচ্যুত অবলোকন করিয়া উপেক্ষা করা নরপতির কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তিনি ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগকে দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক স্বকার্য্যনিরত ব্রাহ্মণ শ্রেণী হইতে পৃথক্ করিয়া দিবেন। যে ভূপতির অধিকারে ব্রাহ্মণ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে, সেই ভূপতিই তদ্বিষয়ে অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। বেদবিশারদ পণ্ডিতগণ কহেন যে, যদি বেদবেত্তা স্নাতক ব্রাহ্মণ বৃত্তিবিহীন হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহার বৃত্তিবিধান পূর্ব্বক ভরণপোষণ করিবেন। তিনি যদি তাহাতেও চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ভূপতি তাঁহাকে সপরিবারে তথা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি কোন্ কোন্ ব্যক্তির ধনে অধিকারী হইবেন এবং কি প্রকার বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কালাতিপাত করিবেন, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! নরপতি বেদপ্রমাণানুসারে ব্রাহ্মণভিন্ন জাতিগণের এবং ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপবিহীন তাঁহাদিগের ধনে অধিকারী হন। সাধু ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে ক্রিয়াকলাপবর্জ্জিত ব্রাহ্মণদিগের ধন গ্রহণ করিতে রাজা [illegible] প্রদর্শন করিবেন না। ব্রাহ্মণ রাজ্যমধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিলে, তদ্বিষয়ে রাজাই সম্পূর্ণ অপরাধী হইয়া থাকেন। যদি ভূপতি বেদানুরক্ত ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জনসমাজে নিতান্ত নিন্দিত হইতে হয়। এই জন্যই পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণ প্রতিনিয়ত যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন করিতেন।

পূর্ব্বকালে অরণ্যমধ্যে এক রাক্ষস স্বাধ্যায়সম্পন্ন কেকয় রাজকে আক্রমণ পূর্ব্বক হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি তাহাকে যে প্রকার কহিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। কেকয়াধিপতি নিশাচর কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া তাহাকে কহিলেন, রাক্ষস! আমার রাজ্যমধ্যে কেহ কখন চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে নাই; কদর্য্য ও মদ্যপায়ী ব্যক্তিগণ তথায় অবস্থিতি করিতে পারে না। ব্রাহ্মণমধ্যে কেহই মূর্খ, ব্রতবিহীন বা যাগযজ্ঞপরিবর্জ্জিত নহেন। সকলেই যথাসময়ে অগ্নি সঞ্চয়, সোমপান, অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে নিজ নিজ ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান এবং যজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। উহাঁরা সকলেই মৃদুস্বভাবসম্পন্ন, সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মশীল ও সকলের সম্মানভাজন। ক্ষত্রিয়গণ সকলেই স্বধর্ম্মনিরত, ব্রাহ্মণপ্রতিপালক ও সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ। তাঁহারা স্বেচ্ছানুক্রমে ধনদান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; কিন্তু কোনক্রমেই প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন বা যাজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। বৈশ্যগণ সকলেই শুচি, জিতেন্দ্রিয়, অপ্রমত্ত, ক্রীয়াশালী, ব্রত সম্পন্ন ও সত্যপরায়ণ। তাহারা সকলেই পরস্পর সৌহার্দ্দ অবলম্বন করিয়া কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ এবং অতিথিগণকে নিজ নিজ ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান করিয়া থাকে। শূদ্রগণ অসূয়াবিহীন হইয়া ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আমি স্বয়ং নিয়মানুসারে কুলধর্ম্ম ও দেশধর্ম্ম রক্ষা এবং কৃপণ, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, আতুর ও স্ত্রীলোকদিগকে ধনদান করিয়া থাকি; কদাচ ভোজ্য দ্রব্য বিভাগ না করিয়া ভোজন, পরস্ত্রী হরণ, বা স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করি না। আমার জনপদমধ্যে তপস্বিগণ পূজিত ও সুচারুরূপে প্রতি-

[illegible] ব্যক্তিগণকে নিজ নিজ ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান

করিতেছেন। যিনি ব্রহ্মচারী নহেন, তিনি কদাচ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন না। যিনি ভিক্ষুক, তিনি কদাচ ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হন না এবং যিনি অযাজ্ঞিক, তিনি কদাচ হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে পারেন না। রাজ্যস্থিত সমুদয় লোক নিদ্রাগত হইলে, আমি একাকী জাগরণ করিয়া থাকি! বিদ্বান্ বৃদ্ধ ও তপস্বীদিগকে কোনক্রমেই অবজ্ঞা করি না এবং ধন দান দ্বারা বিদ্যা, সত্য দ্বারা লোক সমুদয় ও শুশ্রূষা দ্বারা গুরুকে আয়ত্ত করিতে বাসনা করি। আমার পুরোহিত আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট, তপঃপরায়ণ, ধর্ম্মবেত্তা, বুদ্ধিমান্ ও সমস্ত রাজ্যের নীতিপ্রণেতা। আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইতেছেন। তথায় বিধবা, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, ধূর্ত্ত ও অযাজ্যযাজী প্রভৃতি পাপাত্মার সম্পর্কও নাই। আমি ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিয়া থাকি এবং আমার কলেবরে দুই অঙ্গুলিপ্রমাণ স্থানও অক্ষত দৃষ্ট হয় না। আর আমার প্রজাগণ গো, ব্রাহ্মণরক্ষণ ও যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য প্রতিনিয়ত আমার মঙ্গলবাসনা করিয়া থাকে; সুতরাং আমি রাক্ষস হইতে কিছুমাত্র ভীত হই না। তুমি কি নিমিত্ত আমার কলেবরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে?

নিশাচর কহিল, রাজন্! তুমি সর্ব্বাবস্থাতেই ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাক; অতএব আমি তোমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম। তুমি স্বচ্ছন্দে স্বীয় নিকেতনে গমন কর। যে সকল ভূপাল গো, ব্রাহ্মণ ও প্রজাবর্গকে সুচারুরূপে প্রতিপালন করেন, পাপাত্মাদিগের কথা কি বলিব, রাক্ষসগণ হইতেও তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারিত হয় না। ব্রাহ্মণগণ যাঁহাদিগের পুরোবর্ত্তী, ব্রহ্মবলই যাঁহাদের উৎকৃষ্ট বল এবং যাঁহাদিগের প্রজাবর্গ অতিথিপ্রিয়, সেই সমুদায় ভূপাল অনায়াসে দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিশাচর এই বলিয়া নরপতিকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। অতএব হে ধর্ম্মরাজ! স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন ও স্বকর্ম্মচ্যুত ব্রাহ্মণগণকে শাসন করিতে যত্নবান্ হওয়া ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইলে, সর্ব্বদা ভূপতিকে রক্ষা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। যে মহীপতি নিয়মানুসারে গ্রাম ও নগরবাসীদিগকে রক্ষা করেন, তিনি ইহলোকে নানাপ্রকার সুখসম্ভোগ করিয়া পরিণামে ইন্দ্রের সালোক্য প্রাপ্ত হন।

—:o:—

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়। ৮৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। বিপদ্‌কাল সমাগত হইলে, ব্রাহ্মণ রাজধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন; কিন্তু তিনি বৈশ্যধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন কি না, তাহা বর্ণন করুণ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইলে, বৈশ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বৈশ্যধর্ম্মে থাকিয়া কোন্ কোন্ দ্রব্য বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণকে স্বর্গচ্যুত হইতে হয় না।

ভীষ্ম কহিলেন; ধর্ম্মরাজ! সুরা, লবণ, তিল, অশ্ব ও গোমহিষপ্রভৃতি পশু, মধু, মাংস ও পক্কান্ন বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। ঐ সমুদয় দ্রব্য বিক্রয় করিলে, তাঁহাকে নিরয়গামী হইতে হয়। অজ বিক্রয় করিলে অগ্নি, মেষ বিক্রয় করিলে বরুণ, অশ্ব বিক্রয় করিলে সূর্য্য, অন্ন বিক্রয় করিলে পৃথিবী ও ধেনুবিক্রয় করিলে যজ্ঞ ও সোমরস বিক্রয় করা হয়; অতএব ব্রাহ্মণ ঐ সমুদায় দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না। ভোজনের জন্য পক্ক দ্রব্য প্রদান করিয়া অপক্ক দ্রব্য গ্রহণ করাই নিতান্ত দোষাবহ; অপক্ক দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক পক্ক দ্রব্য গ্রহণ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। আমি আপনার পক্ক বস্তু ভোজন করিব, আপনি আমাকে উহা প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং আমার এই অপক্ক বস্তু গ্রহণ পূর্ব্বক পাক করিয়া লউন, এই বলিয়া কোন ব্যক্তিকে অপক্ক বস্তু প্রদান পূর্ব্বক পক্ক বস্তু গ্রহণ করিলে, অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে হয় না। ব্যবহারনিরত ধর্ম্মপরায়ণ পুরাতন ব্যক্তিদিগের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি তোমাকে এই বস্তু প্রদান করিতেছি, তুমি আমাকে এই বস্তু প্রদান কর, এই বলিয়া এক ব্যক্তিকে সম্মত করিয়া আপনার দ্রব্যের বিনিময়ে তাহার দ্রব্য গ্রহণ করিলে ধর্ম্মক্ষয় হয় না। বল পূর্ব্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিলেই ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। পুরাতন ঋষি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ ঐ প্রকার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; উহা যে, নিতান্ত উৎকৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রজাবর্গ যখন স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া ভূপতির বিপক্ষে শস্ত্র গ্রহণ করে, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার বলক্ষয় হয়; অতএব তৎকালে তিনি কি প্রকারে প্রজাপালন করিবেন, এই বিষয়ে

আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ইহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! সেই সময় ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় দান, তপস্যা, যজ্ঞ, অদ্রোহ ও দমগুণ দ্বারা স্ব স্ব হিতসাধনে যত্নবান্ হইবেন এবং উহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা বেদবিশারদ, তাঁহারা নিজ নিজ ব্রহ্মবল প্রকাশ পূর্ব্বক সুরগণ যেরূপ পুরন্দরের বলবৃদ্ধি করেন, সেইরূপ ভূপতির বলবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইবেন। ভূপতির ক্ষয়দশা সমাগত হইলে, তাঁহার ব্রহ্মবল একমাত্র অবলম্বন। এই জন্যই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মবল অবলম্বন পূর্ব্বক উন্নতিলাভের অভিলাষ করেন। ভূপতি যখন জয়শীল হইয়া রাজ্যের মঙ্গলবিধানে যত্নবান্ হন, তখন সমুদায় বর্ণই নিজ নিজ ধর্ম্মে সন্নিবেশিত থাকে। রাজ্য যখন দস্যুগণ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত ও নিয়মবিবর্জ্জিত হয়, তখন সমস্ত বর্ণই শস্ত্র ধারণ করিতে পারে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সমস্ত ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে ও তাঁহাদিগের বেদ রক্ষা করিবে? আর ঐ সময় ব্রাহ্মণগণই বা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া আত্মরক্ষা করিবেন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বেদই ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিবে এবং তাঁহারা তৎকালে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, অস্ত্র, বল, সরলতা ও কপটতা দ্বারা ক্ষত্রিয়দিগকে পরাজয় করিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইবেন। জল হইতে অনল, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় ও প্রস্তর হইতে লৌহ সমুৎপন্ন হইয়াছে। উহাদিগের তেজ সর্ব্বত্রই গমন করিয়া থাকে; কিন্তু উহারা নিজ নিজ আকরে নিপতিত হইলেই এককালে প্রশান্ত হইয়া যায়। লৌহ পাষাণ ভেদ, অনল জল আক্রমণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের বিদ্বেষে প্রবৃত্ত হইলে, উহারা স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া থাকে; অতএব ক্ষত্রিয়ের তেজ যত প্রবল হউক না কেন, ব্রাহ্মণের প্রতি নিপতিত হইলে, নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ব্রহ্মবীর্য্য হইতে ক্ষত্রিয়তেজ নিতান্ত দুর্ব্বল, পাপাত্মারা ব্রাহ্মণের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, যাঁহারা ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই যথার্থ মনস্বী, তেজস্বী ও পুণ্যলোক লাভের উপযুক্ত। ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত সকল বর্ণেরই শস্ত্র গ্রহণ করা বিধেয়। যে মহাত্মা ব্রাহ্মণের নিমিত্ত তনুত্যাগ করেন, তিনি পরলোকে সুবিস্তৃত যজ্ঞানুষ্ঠায়ী

অধ্যয়নসম্পন্ন তপোনুষ্ঠাননিরত ও অনাহারে অগ্নিপ্রবিষ্ট ব্যক্তিগণের অপেক্ষাও সদ্গতি লাভ করিতে পারেন। বর্ণত্রয়ের পরিত্রাণার্থ শস্ত্র গ্রহণ করিলে, ব্রাহ্মণকেও দূষিত হইতে হয় না। পণ্ডিতগণ লোকরক্ষার্থ সমরে কলেবর পরিত্যাগ করাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণদ্বেষীদিগকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। আমরা যেন পরিণামে তাঁহাদিগের সালোক্য লাভ করিতে পারি। মহাত্মা মনু ঐ সমুদায় লোককে ব্রহ্ম-লোকগামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লোকে অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে স্নান করিয়া যেরূপ পবিত্র হইয়া থাকে, পরোপকারার্থ সংগ্রামে অস্ত্রাঘাতে বিনষ্ট হইলেও সেইরূপ পবিত্রতা লাভ করে। দেশ, কাল ও কারণভেদে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে ও অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া থাকে। উতঙ্ক ও পরাশরাদি মহর্ষিগণ সর্পযজ্ঞ, রাক্ষসযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রূরকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিয়াছেন এবং ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়গণ পররা[illegible] আক্রমণ প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান করিয়াও সদ্গতি প্রাপ্ত হইতেতেছেন; অতএব ব্রাহ্মণ আত্মরক্ষণ, বর্ণদোষ নিবারণ ও দুর্দ্দম্য দমন করিবার নিমিত্ত শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন।

যুধিষ্ঠির কহিবলন, পিতামহ! রাজ্য দস্যুগণ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত, ক্ষত্রিয় সকল রাজ্যরক্ষায় অক্ষম এবং লোক সমস্ত অজ্ঞানাবৃত ও পরদারানুরক্ত হইলে, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্র যদি ধর্ম্মানুসারে দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক দস্যুদল হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অনুমোদন কি নিবারণ করা কর্ত্তব্য?

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! যিনি প্লবস্বরূপ হইয়া লোকদিগকে বিপদসাগর হইতে পরিত্রাণ করেন, তিনি শূদ্র হউন বা অন্য কোন বর্ণই হউন, তাঁহারে সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অনাথ প্রজাবর্গ দস্যুদল কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া যাঁহাকে আশ্রয় পূর্ব্বক পরিত্রাণ লাভ করে, তাঁহাকে স্বীয় বান্ধবের ন্যায় প্রীতিসহকারে পরিচর্য্যা করা অবশ্য বিধেয়। অভয়দাতা সম্মান লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র। ভারবহনে অসমর্থ বলীবর্দ্দ, দুগ্ধবিহীনা ধেনু, বন্ধ্যা ভার্য্যা ও অরক্ষক রাজা কিছু-মাত্র কার্য্যকারক নহে। অধ্যয়নবিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ, পালনপরাঙ্মুখ ভূপতি, বৃষ্টিহীন মেঘ, দারুময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ, নপুংসক পুরুষ ঊষরক্ষেত্রের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। যে ব্যক্তি সতত সাধুগণে প্রতিপালন ও অসাধু-গণের দণ্ডবিধান করেন, তিনিই রাজা হইবার উপযুক্ত পাত্র।

একোননাশীতিতম অধ্যায়। ৭৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ঋত্বিক্‌গণের কি প্রকার স্বভাব হওয়া উচিত এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যই বা কি?

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! বেদ ও মীমাংসা শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়া মৈত্রাদি দ্বারা চিত্ত প্রসাদন ও মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করাই ঋত্বিক্‌দিগের কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিরন্তর রাজার প্রতি অনুরক্ত, বীরগণের প্রিয়বাদী, পক্ষপাতনিরপেক্ষ, অনৃশংস ও সত্যবাদী হইবেন। কুশীদ দ্বারা কদাচ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন না। যে ঋত্বিক্ অভিমানবিহীন, বুদ্ধিমান্, সত্যপরায়ণ, শান্তপ্রকৃতি, অহিংস্রক, কামদ্বেষবিবর্জ্জিত, শাস্ত্রবেত্তা, সদ্বংশোদ্ভব, সচ্চরিত্র এবং লজ্জা ক্ষমা ও ইন্দ্রিয় দমন প্রভৃতি বহুগুণসম্পন্ন, তিনি ইহলোকে সম্মানভাজন ও পরলোকে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হইতে পারেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বেদে যে পরিমাণে দক্ষিণাদানের বিধি আছে, প্রায় কেহই ত তাহার অনুগামী হয় না। শাস্ত্রের শাসনও লোকের সামর্থসাপেক্ষ নহে; আর ইহাও বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু শ্রদ্ধা পূর্ব্বক মিথ্যাচারপরিপূর্ণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, তাহাতে কি ফললাভ হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! লোকে যে বেদবিধি লঙ্ঘন, শঠতাবলম্বন ও মায়াজাল বিস্তার করিয়া মহত্ব লাভ করিতে পারে, ইহা তুমি কোনক্রমেই বিবেচনা করিও না। দক্ষিণা যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপও বেদের গৌরববৃদ্ধিকর। দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ কদাচ মনুষ্যকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না। অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে যজ্ঞে পূর্ণপাত্রদান কি অন্যান্য দক্ষিণাদানের তুল্য হয় না? বর্ণত্রয়ের যথাবিধানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, সোমরস ব্রাহ্মণের রাজা স্বরূপ; অতএব জীবনধারণার্থ সোমরস বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু উহা বিক্রয় করিয়া যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, উহা নিন্দনীয় হইতে পারে না। ন্যায়পরায়ণ হওয়া এবং ন্যায়ানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান ও সোমরস প্রস্তুত করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্য অন্যায়পরায়ণ হইলে, কি আপনার কি পরের কাহারই হিতসাধনে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণ অতি ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক ধন উদ্ধৃত করিয়া যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহা ভয়জনক হইতে পারে না। বেদবিধানানু-

সারে তপস্যা যজ্ঞ হইতেও উৎকৃষ্ট। একণে সেই তপস্যার বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। অহিংসা, সত্য, অনৃশংসতা ও দয়াই যথার্থ তপস্যা; কেবল কলেবর শোষণ করিলেই তপস্যা করা হয় না। দেবগণের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার আত্মবিনাশের কারণ। যে মহাত্মারা তপস্যারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের যোগই শ্রুক্‌, চিত্তই আজ্য এবং উত্তম জ্ঞানই পবিত্রস্বরূপ হয়। শঠতা মৃত্যুপ্রাপ্তির ও সরলতা ব্রহ্মপদ লাভের প্রধান কারণ।

অশীতিতম অধ্যায়। ৮০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজ্যশাসনের কথা কি, একাকী সামান্য কার্য্য সম্পাদন করাও নিতান্ত সুকঠিন; অতএব রাজকার্য্য করিতে হইলে, ঋত্বিক্‌ ও মন্ত্রী প্রভৃতির সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। একণে, রাজমন্ত্রী কিরূপ স্বভাব ও কি রূপ আচার সম্পন্ন হইবেন এবং ভূপতি কি রূপ লোকের প্রতি বিশ্বাস আর কি রূপ লোকের প্রতিই বা অবিশ্বাস করিবেন, তাহা আপনি বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ভূপতিগণের মিত্র চারি প্রকার। এককার্য সংসাধনোদ্যত, অনুগত, সহজ ও কৃত্রিম। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মশীল ব্যক্তিও ভূপালের মিত্র বলিয়া পরিগণিত হন। কিন্তু তিনি অধার্ম্মিক রাজার সহিত কোনক্রমেই মিত্রতা করেন না। পক্ষপাতবিবর্জ্জিত অকপটধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ধার্ম্মিকের আশ্রয় গ্রহণেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বিজয়াভিলাষী মহীপতিগণ কেবল ধর্ম্মপথাবলম্বী হইলেই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না; তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয় পথই অবলম্বন করিতে হয়। অতএব যে ব্যক্তির যাহা অভিপ্রেত নহে, তাহার নিকট তাহা প্রকাশ করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত মিত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে অনুগত ও সহজ মিত্রই উৎকৃষ্ট। অন্য দুই প্রকার মিত্রকে সর্ব্বদা ভয় করা উচিত। আর দুষ্ট অমাত্যের নিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠানকালে সর্ব্বপ্রকার মিত্রকেই ভয় করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ভূপতি সর্ব্বদা অবহিত হইয়া মিত্রদিগের স্বভাব

পরীক্ষা করিবেন। নরপতি বিপদাপন্ন হইলে, সকলেই তাঁহাকে পরাজয় করিয়া থাকে। মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতঃ সর্ব্বদা চঞ্চল। সময়ানুসারে সাধু ব্যক্তি অসাধু ও অসাধু ব্যক্তি সাধু এবং শত্রু মিত্র ও মিত্র শত্রু হইয়া উঠে; অতএব কাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া আবশ্যক কার্য্য সকল স্বয়ং সম্পাদন করাই বিধেয়। সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলে, ধর্ম্ম ও অর্থের উচ্ছেদ হইয়া থাকে; আর একবারে সকলকে অবিশ্বাস করিলেও মৃত্যুলাভের সম্ভাবনা। সম্পূর্ণ বিশ্বাস অকালমৃত্যুর স্বরূপ। সর্ব্বত্র বিশ্বাস করিলে, বিপদাপন্ন হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি যাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি তাহার ইচ্ছানুসারেই জীবিত থাকে; অতএব বিশ্বাস ও শঙ্কা উভয় থাকাই আবশ্যক। এই সনাতন নীতিমার্গের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টিপাত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উত্তরাধিকারীর প্রতি অনিষ্টাশঙ্কা করা বিধেয়। পণ্ডিতেরা উত্তরাধিকারীকে অমিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। লোকে তড়াগের নিকটস্থিত স্বীয় ক্ষেত্রের সেতুভেদ করিয়া জল আনয়ন করিলে যে প্রকার তাহার ও তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য ক্ষেত্রের শস্য হানি হয়, সেইরূপ রাজ্যের শেষ সীমা রক্ষক প্রবল শত্রুগণের নিকটে অবস্থান করিয়া নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার দোষে সমস্ত রাজ্যের ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা; অতএব শেষসীমারক্ষককে মিত্রজ্ঞান করিয়া বিশ্বাস করা ভূপতির নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

যাহার উন্নতি দর্শনে পরম আহ্লাদ জন্মে এবং যাহার হ্রাস হইলে কাতর হইতে হয়, তাহাকেই যথার্থ মিত্র বলা যায়। আপনার অভাবে যাহার অভাব হয়, তাহার প্রতি পিতার ন্যায় বিশ্বাস করা বিধেয়। ধর্ম্মকার্য্যকালেও যিনি সতত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার উন্নতি সম্পাদন করা শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বন্ধুর বিপদ্ চিন্তা করিয়া ভীত হইয়া থাকে, সেই যথার্থ মিত্র। আর যাহারা বন্ধুর বিপদ্ বাসনা করে, তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি বিপদ্ কালে ভীত হয় এবং সম্পদ্ কালে অনুতাপ না করে, তাহাকে আত্মতুল্য বিবেচনা করা উচিত। রূপবান, স্বরবান, ক্ষমাবান্, পরদ্বেষবিহীন ও সদ্বংশসম্ভূত ব্যক্তি তাদৃশ মিত্র হইতে অনেক বিভিন্ন।

হে ধর্ম্মরাজ! তোমার ঋত্বিক্, আচার্য্য বা সখা যদি সরলস্বভাব, মেধাবী ও কার্য্যনিপুণ হন, মানিত হউন বা অবমানিত হউন যদি তোমার

প্রতি কোনক্রমেই দোষারোপ না করেন এবং অমাত্যপদে নিযুক্ত হইয়া তোমার নিকেতনে অবস্থান করিতে সম্মত হন, তবে তাঁহাদিগকে পরম সমাদর পূর্ব্বক পিতার ন্যায় বিশ্বাস করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের নিকট গূঢ় মন্ত্রণা ও ধর্ম্মার্থের বিষয় ব্যক্ত করিলে, তোমার অণুমাত্র বিপদের আশঙ্কা নাই। এক কার্য্য সম্পাদনার্থ একজন অধ্যক্ষকেই নিযুক্ত করা উচিত। বহুজনের প্রতি এক কার্য্যের অধ্যক্ষতা প্রদান করিলে, মতভেদপ্রযুক্ত কার্য্যের হানি হইতে পারে। যিনি কীর্ত্তিমান্, কার্য্যদক্ষ, মিতভাষী ও নীতিমর্য্যাদা সম্পন্ন, যিনি অনিষ্ট চিন্তা ও সমর্থগণের প্রতি দ্বেষ প্রকাশে বিরত থাকেন এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া কোন ক্রমেই ধর্ম্মভ্রষ্ট না হন, তুমি তাঁহাকেই প্রধানপদে নিযুক্ত করিবে। কুলশীলসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, বলবান্, মান্য, বিদ্বান্, অহঙ্কারশূন্য ও কার্য্যাকার্য্যবিবেককুশল মহাত্মাদিগকেই অমাত্যপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের তথোচিত সম্মান ও সাহায্য গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও পরস্পর যুক্তিসহকারে অর্থচিন্তা করিয়া থাকেন; অতএব তাদৃশ ব্যক্তিগণকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করিলে, তুমি অনায়াসে আয় ব্যয় ও শত্রুজয় প্রভৃতি সর্ব্বকার্য্যেই শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হইবে। জ্ঞাতিগণকে অন্তকের ন্যায় ভয়ানক বলিয়া জ্ঞান করা বিধেয়। উপরাজা যেরূপ ভূপতির সম্পদ্দর্শনে কাতর হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞাতিগণও জ্ঞাতির ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে সাতিশয় ব্যাকুল হয়। জ্ঞাতি ব্যতিরেকে আর কেহই সরলস্বভাব, বদান্য, সত্যপরায়ন, লজ্জাশীল ব্যক্তি বিনাশে আনন্দিত হয় না। জ্ঞাতি না থাকাও নিতান্ত অসুখের বিষয়। জ্ঞাতিহীন ব্যক্তির ন্যায় অবজ্ঞেয় আর কেহই নাই। শত্রুবর্গ জ্ঞাতিবিহীন ব্যক্তিকে অনায়াসে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। লোক যখন অপরাপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়; তখন জ্ঞাতিই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে। জ্ঞাতি অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপমানিত হইলে, জ্ঞাতিগণ কোনক্রমেই উহা সহ্য করিতে পারে না। তাহারা সেই জ্ঞাতির অপমান আপনাদের অপমান বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। জ্ঞাতিগণে দোষ ও গুণ এই উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বাক্য ও কার্য্যদ্বারা সর্ব্বদা জ্ঞাতিগণের সম্মান ও প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা মনুষ্যগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাদিগের অপ্রিয় চেষ্টা করা কোনক্রমেই কর্ত্তব নহে। উহাদিগের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস না করিয়া উহাদের সহিত বিশ্বস্তের

ন্যায় ব্যবহার করা বিধেয়। যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া এই প্রকার ব্যবহার করে, তাহার বিপক্ষগণও সুপ্রসন্ন ও মিত্রস্বরূপ হইয়া উঠে এবং তিনি চিরকাল বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন।

একাশীতিতম অধ্যায়। ৮১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জ্ঞাতিদিগের সমাদর করিলে, বন্ধুবান্ধবগণ এবং বন্ধুবান্ধবগণের সমাদর করিলে, জ্ঞাতিবর্গ ক্রোধ প্রকাশ করে; অতএব কি প্রকারে ঐ উভয় পক্ষকে বশীভূত করা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি বাসুদেব ও নারদসম্বাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা হইলেই তোমার সন্দেহ দূর হইবে। এক দিন মহামতি বাসুদেব দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নারদ! চঞ্চলচিত্ত পণ্ডিত ও মূর্খ মিত্রের নিকট গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তুমি আমার পরম বন্ধু এবং তোমার বুদ্ধিবলও অতি তীক্ষ্ণ; অতএব এক্ষণে আমি তোমার নিকট এক গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি জ্ঞাতিবর্গকে ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান ও তাহাদিগের নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি। অগ্নিলাভার্থী ব্যক্তি যে প্রকার অরণিকাষ্ঠকে মথিত করে, সেইরূপ জ্ঞাতিদিগের নিষ্ঠুর বাক্য আমার হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। বলদেব বল, গদ সুকুমারতা এবং আমার পুত্র প্রদ্যুম্ন সৌন্দর্য্য প্রভাবে লোকসমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আর অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরাও মহাবল পরাক্রান্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও অভ্যুদয়শালী; তাঁহারা যাহাকে সাহায্য প্রদান না করেন, সে বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং যাহাকে সাহায্য প্রদান করেন, সে অনায়াসে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে। ঐ সমুদায় ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি সহায়বিহীন হইয়া কালহরণ করিতেছি। আহুক ও অক্রূর ইহাঁরা আমার পরম সুহৃৎ; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে এক জনকে স্নেহ করিলে অন্যের ক্রোধোদ্দীপন হয়; সুতরাং আমি কাহারই প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে পারি না; আর সাতিশয় সৌহার্দ্দ্যনিবন্ধন উহাদিগকে পরিত্যাগ করাও দুঃসাধ্য। অতএব এক্ষণে আমি এই নিশ্চয় করিলাম যে, আহুক ও

অক্রূর যাহার পক্ষ, তাহার ক্লেশের পরিসীমা নাই এবং তাঁহারা যাহার পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দ্যূতকারী সহোদরদ্বয়ের জননীর ন্যায় উভয়েরই জয়-বাসনা করিতেছি। হে দেবর্ষে! ঐ দুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার বাসনায় আমাকে এই প্রকার ক্লেশপরম্পরা ভোগ করিতে হইতেছে। অনন্তর আমার ও আমার জ্ঞাতিগণের যাহা শ্রেয়স্কর, তাহা বর্ণন কর।

নারদ কহিলেন, হৃষীকেশ! আপদ্ দুই প্রকার; বাহ্য ও আন্তরিক; লোকে আপনার বা অন্যের দোষে ঐ দুই প্রকার আপদে পতিত হয়। এক্ষণে তুমি আপনার কর্ম্মদোষেই অক্রূর ও আহুক হইতে এই আন্তরিক আপদে নিপতিত হইয়াছ। বলদেব প্রভৃতি মহাবীরগণ অক্রূরের জ্ঞাতি। উহারা অর্থলাভ বাসনায় স্বেচ্ছানুসারে বা অন্যের তিরস্কার-বশতঃ তোমার বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। বিশেষতঃ তুমি স্বয়ং যে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলে, তাহা অন্যকে বিভাগ করিয়া দিয়া আপনিই আপনার বিপদের মূল হইয়াছ এক্ষণে উদ্বান্ত অন্নের ন্যায় সেই ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তুমি বভ্রু ও উগ্রসেনকে যে রাজ্য প্রদান করিয়াছ, এক্ষণে জ্ঞাতিভেদভয়ে কদাচ তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। যদিও বহু ক্লেশে অতি দুরূহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কথঞ্চিৎ উহা গ্রহণ কর, তাহা হইলে হয় প্রভূত ধনক্ষয়, না হয় অসংখ্য লোকের প্রাণ বিয়োগ হইবে। অতএব এক্ষণে অলৌহবিনির্ম্মিত হৃদয়-বিদারক মৃদু অস্ত্র পরিগ্রহ পূর্ব্বক জ্ঞাতিবর্গের মূকতা সম্পাদন কর।

বাসুদেব কহিলেন, নারদ! যে অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞাতিবর্গের মূকতা সম্পাদন করিতে হইবে, আমি উহা পরিজ্ঞাত নহি। তুমি আমার নিকট উহা ব্যক্ত কর।

দেবর্ষি কহিলেন, বাসুদেব! ক্ষমা, সরলতা ও মৃদুতা প্রদর্শন, সাধ্যানুসারে অন্ন দান এবং উপযুক্ত ব্যক্তির অর্চ্চনা করাকেই অলৌহনির্ম্মিত অস্ত্র বলা যায়। জ্ঞাতিগণ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতে সমুদ্যত হইলে, তুমি স্বীয় বাক্য দ্বারা তাহাদিগের ক্রূরতা ও অসৎ অভিসন্ধি সমূহের শান্তিবিধান করিবে। প্রশান্ত চিত্ত সহায়সম্পন্ন মহাপুরুষ ব্যতিরেকে আর কেহই গুরুতর ভার বহন করিতে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি ঐ সমুদয় গুণ অবলম্বন পূর্ব্বক উহা বহন কর। মহাবলশালী বলীবর্দ্দই দুর্গম প্রদেশে দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে পারে। ভেদ উপস্থিত হইলে একবালে সকলের জীবন বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তুমি যদুবংশীয়গণের

অধিপতি; অতএব তুমি উপস্থিত না থাকিলে, তোমার জ্ঞাতিগণ যাহাতে ভেদনিবন্ধন উৎসন্ন না হয়, তাহার উপায় বিধান কর। বুদ্ধি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ধনবাসনা পরিত্যাগ প্রভৃতি গুণ সমুদায় না থাকিলে, কেহই কখন যশোলাভ করিতে পারে না। সতত স্বপক্ষের উন্নতিসাধন করিলে, ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ হইয়া থাকে; অতএব যাহাতে জ্ঞাতিগণের বিনাশ না হয়, তুমি তাহার উপায় কর। নীতি-বিধান ও যুদ্ধযাত্রার বিষয় তোমার অবিদিত নাই। যাদব, কুকুর, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি, ও অন্যান্য ভূপতিগণ তোমারই নিতান্ত অনুরক্ত; ঋষি-গণও সর্ব্বদা তোমার উন্নতি বাসনা করিতেছেন। তুমি সমুদায় প্রাণীর ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলই তোমার বিদিত আছে। যাদবগণ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করি-তেছে।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়। ৮২।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রথমে যে উপায় বর্ণন করিলাম, তাহা শ্রবণ করিলে, এক্ষণে দ্বিতীয় উপায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা হইতে ধনবৃদ্ধি হয়, ভূপতি তাহাকে যত্নসহকারে রক্ষা করিবেন। যদি ভৃত্য বা অন্য কোন ব্যক্তি অমাত্যকে রাজকোষ অপহরণ করিতে দেখিয়া নরপতির নিকট ব্যক্ত করে, তাহা হইলে ভূপতি তাহার বাক্য শ্রবণ ও তাহাকে অমাত্যের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। হিতাভিলাষী ব্যক্তি ভূপতির নিকট অমাত্যগণের রাজকোষহরণবৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তাহারা একত্র মিলিত হইয়া সেই ব্যক্তিকে সংহার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। ঐ সময় ভূপতি যদি তাহাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সে সেই দুরাত্মাদিগের প্রভাবে নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করে। কাল-কবৃক্ষীয় মুনি কোশলাধিপতি ক্ষেমদর্শীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ। এক্ষণে আমি সেই পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে কালকবৃক্ষীয় নামে এক মহর্ষি কোশলাধিপতি ক্ষেমদর্শীর রাজ্যে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সবিশেষ হিত সাধন করিয়াছিলেন। ঐ মহর্ষি কোশলাধিপতির রাজ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে অমাত্যগণের

দোষসন্দর্শনে প্রবৃত্ত করিবার বাসনায় পিঞ্জরমধ্যে এক বায়স নিহিত করিয়া অনেকানেক ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্ব্বক, "তোমরা বায়সী বিদ্যা অধ্যয়ন কর; বায়সগণ ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান এই তিন কালের বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে পারে" এই কথা বলিতে বলিতে রাজ্যমধ্যে ভ্রমণ করত অসংখ্য রাজপুরুষের পাপকার্য্য সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি এই প্রকারে বিবিধদিন পর্য্যটন করিতে করিতে অমাত্যগণের কুকার্য্য ও রাজ্যসংক্রান্ত অন্যান্য সমুদায় বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সেই বায়সসমভিব্যাহারে ভূপতির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং আমি সর্ব্বজ্ঞ এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ক্ষেমদর্শীর অমাত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, অমাত্য! আমার কাক কহিতেছে যে, তুমি রাজকোষ অপহরণ করিয়াছ, এই এই ব্যক্তি তাহার সাক্ষী আছে; অতএব এ বিষয় সত্য কি মিথ্যা, তাহা সত্বরে সপ্রমাণ কর। ঐ মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় অমাত্যকে এই কথা বলিয়া অন্যান্য কোষাপহারকদিগেরও দোষ বর্ণন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ঐ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান হইলে, তাঁহার সমুদায় কথাই সত্য হইল।

এই প্রকারে রাজকর্ম্মচারিগণ ঐ মহর্ষি কর্তৃক অপকৃত হইয়া যামিনীযোগে তিনি নিদ্রাগত হইলে, তাঁহার বায়সকে শরবিদ্ধ করিল। মহর্ষি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া বায়সকে বাণনির্ভিন্নগাত্র অবলোকন পূর্ব্বক ভূপতি ক্ষেমদর্শীকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি রক্ষাকর্ত্তা; অতএব আমি আপনার নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছি। আপনি অনুমতি করিলে, আমি আপনার হিত কথা বলিতে পারি। আমি আপনার হিতসাধনার্থই এই স্থানে আগমন করিয়াছি। সারথি যেরূপ উৎকৃষ্ট অশ্বকে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে, সেইরূপ হিতাভিলাষী ব্যক্তিরও মিত্রকে হিতোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্য প্রকাশ পূর্ব্বক "এই তোমার অর্থ বিনষ্ট হইতেছে" এই কথা বলিয়া ভূপতিকে সতর্ক করে, সে ব্যক্তি তাঁহার পরম মিত্র। নরপতি যদি উন্নতিলাভ করিতে অভিলাষ করেন, তবে তাদৃশ মিত্রকে ক্ষমা করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই সময় ভূপতি মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনি আমার হিতসাধনার্থ আমাকে যাহা বলিবেন, আমি কি নিমিত্ত তাহা শ্রবণ না করিব? আমি সত্য কহিতেছি, আপনি স্বেচ্ছানুক্রমে যাহা বলিবেন আমি কোনক্রমেই তাহার অন্যথা করিব না।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার ভৃত্যবর্গের দোষ গুণ

ও তাঁহাদের হইতে আপনার শঙ্কার বিষয় বর্ণন করিবার নিমিত্ত আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। পণ্ডিতগণ উপজীবিগণের বিবিধ দোষ বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ রাজকর্ম্মচারিগণের কার্য্য নিতান্ত নীচ ও কষ্টকর। রাজসন্নিধানে অবস্থান করা ভুজঙ্গসহবাসের ন্যায় সাতিশয় ভয়ঙ্কর। ভূপতিগণের অসংখ্য মিত্র ও অমিত্র থাকে; ঐ সকল লোক ও ভূপতি হইতে উপজীবিদিগের সর্ব্বদা ভয় উপস্থিত হয়। ভৃত্যবর্গ সাবধান হইয়া ভূপতির কার্য্য সম্পাদন করে। বস্তুতঃ যে ভৃত্য আপনার উন্নতিবাসনা করে, তাহার অনবহিত হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভৃত্যের প্রমাদবশতঃ ভূপতি তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভূপতি ক্রুদ্ধ হইলে, ভৃত্যের জীবিতাশা এককালে দূরীভূত হয় এবং সে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় রাজার ক্রোধে নিপতিত হইয়া অবিলম্বে জীবন পরিত্যাগ করে; অতএব মনুষ্যগণ জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া যত্নসহকারে ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ নরপতির সেবা করিবে। ভূপতির নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ এবং অসুখে অবস্থান, মন্দগমন, ইঙ্গিত ও অঙ্গীচেষ্টা সন্দর্শনে ভৃত্যবর্গকে সাতিশয় শঙ্কিত হইতে হয়। ময়দানব কহিয়াছে যে, রাজা প্রসন্ন হইলে দেবতার ন্যায় সমস্ত হিতকার্য্য সাধন করেন এবং কুপিত হইলে, প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় সমুদায় ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। এক্ষণে আমি আপনার সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবহার করিয়া আপনার হিতকার্য্য সাধন করিব। মাদৃশ অমাত্যগণ বিপদ্‌কাল সমাগত হইলে, বুদ্ধিসাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এই বায়সকে যেমন আপনার হিতসাধন করিবার নিমিত্ত জীবন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, সেইরূপ আমাকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইবে; এই জন্য আমি সাতিশয় শঙ্কিত হইতেছি। যাহা হউক, এ বিষয়ে আপনাকে নিন্দা করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কেন না, যাহারা আমার অনিষ্টচেষ্টায় নিরত আছে, আপনিও তাহাদিগের প্রিয় নহেন। অতঃপর আপনি হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া অন্যের বুদ্ধি অনুসারে কদাচ কার্য্য করিবেন না। আপনার নিকেতনে যে সমস্ত অমাত্য অবস্থান করিতেছে, উহারা সকলেই স্বার্থসাধনে যত্নবান্; কেহই প্রজার হিতবাসনা করে না। উহাদের সহিত আমার শত্রুতা জন্মিয়াছে। উহারা পাচকদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়া বিষার প্রয়োগ দ্বারা আপনার সংহারসাধন পূর্ব্বক রাজ্যবাসনা করিতেছে। কিন্তু বিবিধ ব্যাঘাতবশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। আমি উহাদিগের ভয়ে অন্যত্র প্রস্থান করিব। আমি তপোবলে

জানিতে পারিয়াছি যে, ঐ দুরাত্মারাই আমার বায়সের গাত্রে শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহাকে বিনষ্ট করিয়াছে। আপনার রাজ্যের ব্যবহার অমাত্যদিগের কপটতানিবন্ধন মৎস্যকুম্ভীরাদিসমাকীর্ণ নদীর ন্যায় এবং স্থাণু, প্রস্তর, কণ্টকবহুল সিংহব্যাঘ্রসঙ্কুল হিমালয়ের গুহার ন্যায় নিতান্ত দুরবগাহ ছিল। আমি কেবল এই বায়সের সাহায্যে উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, তিমিরদুর্গ প্রদীপ দ্বারা এবং নদীদুর্গ নৌকাদি দ্বারা অতিক্রম করা যায়; কিন্তু রাজদুর্গ অবতীর্ণ হইবার কোন উপায় নাই।

এক্ষণে আপনার রাজ্য কপটতাপরিপূর্ণ ও অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহাতে আমার বিশ্বাস করা দূরে থাক্, আপনারও বিশ্বাস করা উচিত নহে। এই রাজ্যে সৎ ও অসৎ সকলই একাকার; অতএব এ স্থানে অবস্থান করা কোনক্রমেই সুখাবহ নহে। ন্যায়ানুসারে পাপাত্মার বিনাশ ও পুণ্যাত্মার নিরাপদ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; কিন্তু এ রাজ্যে পুণ্যাত্মারাই শমনভবনে গমন এবং পাপাত্মারা নিরাপদে অবস্থান করিতেছে। এ স্থানে সুস্থচিত্তে বাসকরা যুক্তিসঙ্গত নহে। এ স্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান করা পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সীতানদীতে নৌকাদি যেরূপ নিমগ্ন হইয়া যায়, আপনার এই রাজ্যে সাধু ব্যক্তিগণ সেইরূপ অবসন্ন হয়। সর্ব্বদা অভদ্রের সহিত বাস করাতে আপনার রীতি নীতি সমুদায় অসতের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনাকে বিষময় পাত্রস্থিত মধুর ন্যায়, বিষধরসমাকীর্ণকূপের ন্যায়; মধুর সলিলসম্পন্ন দুরবতার্য্য বেত্রকণ্টকসমাকীর্ণ উন্নততট তটিনীর ন্যায় এবং গৃধ্র, গোমায়ু ও কুক্কুরপরিবেষ্টিত রাজহংসের ন্যায় বোধ হইতেছে। কক্ষ যেরূপ উন্নত বৃক্ষের আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে দাবাগ্নিসহযোগে সেই বৃক্ষকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার অমাত্যগণ আপনার আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপনাকেই সংহার করিতে সমুদ্যত হইয়াছে; অতএব আপনি অবিলম্বে উহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভে যত্নবান্ হউন। আপনি যাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারাই অভিসন্ধি করিয়া আপনার প্রিয় বস্তু বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি আপনার ও আপনার অমাত্যবর্গের চরিত্র, আপনার জিতেন্দ্রিয়তা, অমাত্যদিগের সহিত আপনার হৃদ্যতা এবং প্রজাবর্গের প্রতি আপনার অনুরাগের বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত শঙ্কিত মনে সর্পগৃহের ন্যায় আপনার ভবনে অবস্থান করিয়াছি। এক্ষণে আমার

ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ভোজনের ন্যায় আপনার প্রতি অনুরাগ এবং তৃষ্ণাহীন ব্যক্তির সলিলের ন্যায় অমাত্যবর্গের প্রতি অশ্রদ্ধা হইতেছে। হে মহারাজ! আমি আপনার হিতকারী; এই জন্য অমাত্যগণ আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি উহাদিগের প্রতি কিছুতেই ক্রোধ প্রকাশ করি নাই, কেবল উহাদের দোষ দর্শনেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা হউক, দণ্ডবিঘট্টিত ভগ্নপৃষ্ঠ ভুজঙ্গের ন্যায় শক্র হইতে ভয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

সেই সময় ভূপতি কহিলেন, মহর্ষে! আপনি চিরকাল আমার আবাসে অবস্থান করুন। আমি আপনার বিধানানুসারে সৎকার ও অর্চ্চনা করিব। যাহারা আপনার দ্বেষ করিতে সমুদ্যত হইবে, আমি তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। এক্ষণে আপনিই আমাকে নিয়মানুসারে দণ্ড বিধান ও অন্যান্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া আমার শ্রেয়োবিধান করুন।

মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! সর্ব্বাগ্রে অমাত্যদিগকে বারণনিধনবশতঃ অপরাধী না করিয়া তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে হীনবল করুন। পরিশেষে একে একে উহাদিগের সকলের সমুদায় অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া প্রত্যেককে সংহার করিবেন। সকলের প্রতি এককালে দোষারোপ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বহুব্যক্তি একত্র সমবেত হইলে অতি দৃঢ় বস্তুও ভগ্ন করিতে সমর্থ হয়, তন্নিবন্ধন আপনাকে ঐ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলাম। আমরা ব্রাহ্মণ জাতি, স্বভাবতই মৃদু ও দয়াশীল; আমরা আপনার আত্মার ন্যায় সকলেরই শ্রেয়ঃ প্রার্থনা করি। বিশেষতঃ আপনার সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আপনার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। আমার নাম কালকবৃক্ষীয়; আপনার পিতার রাজ্যকালে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, আমি সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্রোহশান্তি করিবার মানসে তপস্যা করিয়া ছিলাম। এক্ষণে আমি স্নেহ পরবশ হইয়া আপনাকে এই হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি যে, আপনি পুনর্ব্বার অবিশ্বস্তের প্রতি কদাচ বিশ্বাস করিবেন না। আপনি অনায়াসে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে সুখদুঃখে দৃষ্টিপাত করিয়া উহা পরম সুখে ভোগ করিতে থাকুন। কি নিমিত্ত প্রমত্ত অমাত্যগণ কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইতেছেন।

হে রাজন্! কোশলাধিপতি কালকবৃক্ষীয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রধান পুরোহিতপদে নিযুক্ত করিলেন। সেই সময় চতু-

র্দ্দিকে নান্দীপাঠ হইতে লাগিল। মহাতপা কালকবৃক্ষীয় পৌরহিত্যে নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রবলে অতি অল্পকালের মধ্যেই মহাযশা কোশলাধিপতিকে সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর করিয়া তাঁহার শ্রেয়োলাভার্থ বহুবিধ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রকারে কোশলাধিপতি মহর্ষির হিতবাক্যে সমাদর করিয়া সমস্ত বসুন্ধরা জয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

—:০:—

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়। ৮৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সভাসদ্, সহায়, সুহৃদ্, মন্ত্রী ও সেনানী প্রভৃতির লক্ষণ বর্ণন করুন্।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাঁহারা লজ্জাশীল, সত্যবাদী, সরলস্বভাব ও দমগুণসম্পন্ন এবং যাঁহারা উত্তমরূপে বক্তৃতা করিতে সমর্থ, তুমি তাঁহাদিগকেই সভাসদপদে নিযুক্ত করিবে। বিপদসময়ে বলবীর্য্যশালী অমাত্য, জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ও সন্তুষ্টচিত্ত উৎসাহসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্য গ্রহণ করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সদ্বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণের সর্ব্বদা সম্মান করিলে, তাঁহারা কদাচ আপনার শক্তি গোপন করেন না এবং ভূপতি প্রসন্ন, অপ্রসন্ন বা পীড়িত হউন না কেন, কোনক্রমেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হন না; অতএব ঐ সকল ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপন করা অতি আবশ্যক। তুমি স্বদেশসম্ভূত, কুলীন, বিজ্ঞ, রূপসম্পন্ন, বিদ্বান্, প্রগলভ ও অনুরক্ত ব্যক্তিগণকে সৈনাপত্যাদি পদে নিযুক্ত করিবে। দুষ্কুলোদ্ভব লুব্ধপ্রকৃতি লজ্জাহীন ব্যক্তিগণ যতক্ষণ ধন লাভ করিতে পারে, ততক্ষণ রাজার সেবা করিয়া থাকে। কুলীন সচ্চরিত্র, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়াশীল, দেশকালজ্ঞ ও প্রভুহিতৈষী ব্যক্তিগণকেই অমাত্যপদ প্রদান করা ভূপতির কর্ত্তব্য। অর্থ, মান ও দিব্য বস্ত্রাদি বহুবিধ ভোগ দ্বারা বিদ্বান্, সুশীল, সচ্চরিত্র, সত্যপরায়ণ মহানুভব ব্যক্তিদিগের তৃপ্তিসাধন করা তোমার নিতান্ত উচিত। তাদৃশ ব্যক্তিগণ তোমার সম্পদ্‌সময়ে সুখভোগ করিয়া আপদ্‌সময়ে তোমাকে কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। যে সমস্ত অনার্য্য মন্দবুদ্ধি মনুষ্য সর্ব্বদা নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে নিয়মপালনে করিতে নিরত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া এক ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয় বটে, কিন্তু যদি এক

ব্যক্তি বহুগণযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণার্থ অনেককে পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। যাঁহারা পরাক্রমশালী, কীর্ত্তিমান্, ধর্ম্মাধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞ, অভিমানশূন্য, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, যাঁহারা প্রতিনিয়ত বলবান্‌দিগের উপাসনা করিয়া থাকেন, যাঁহারা স্পর্দ্ধাহীন ব্যক্তির সহিত কদাচ স্পর্দ্ধায় প্রবৃত্ত হন না এবং যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারাই যথার্থ সাধু। তুমি সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিবে। কুলশীলসম্পন্ন, ক্ষমাবান্, কার্য্যদক্ষ, শৌর্য্যশালী ও কৃতজ্ঞ হওয়াই সাধুগণের প্রধান লক্ষণ। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ সকল গুণসম্পন্ন হইতে পারেন, তাঁহার বিপক্ষগণও তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া শক্রভাব পরিত্যাগ করে। ঐশ্বর্য্যাভিলাষী বুদ্ধিমান্ অমাত্যদিগের পূর্ব্বাপর গুণাগুণ পরীক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ভূপতি সম্পদ্ লাভের ইচ্ছা করেন, তিনি সুপরীক্ষিত, সদ্বংশসম্ভূত, উৎকোচ গ্রহণে বিরত, ব্যভিচারদোষবর্জ্জিত, সুবিশুদ্ধ, বেদজ্ঞ, নিরহঙ্কৃত, বিনয়বুদ্ধিবিশিষ্ট, সৎস্বভাবসম্পন্ন, তেজস্বী, ধীর, ক্ষমাশীল, শুচি, অনুরক্ত, কার্য্যনিপুণ, গম্ভীর, অকপট, মিতভাষী, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেচক, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়াবান্, দেশকালজ্ঞ ও প্রভুকার্য্যপরায়ণ, মহানুভবদিগকে পদ প্রদান ও অর্থাধিকারে নিয়োগ করিবেন। তেজোহীন, বন্ধুবান্ধবকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ব্যক্তিকে অমাত্যপদ প্রদান করিলে, সমস্ত কার্য্যই সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই। অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট অমাত্য যেরূপ সদ্বংশোদ্ভব ও ধর্ম্মার্থকামযুক্ত হইলেও মন্ত্র পরীক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অসদ্বংশজাত ব্যক্তি বিলক্ষণ জ্ঞানাপন্ন হইলেও নায়কবিহীন অন্ধের ন্যায় সূক্ষ্মকার্য্য দর্শন করিতে পারে না। অস্থিরসংকল্প ব্যক্তি বুদ্ধিমান, বিদ্বান্ ও উপায়জ্ঞ হইলেও কার্য্যসাধনে অসমর্থ হয়। দুর্ম্মতি মূর্খ ব্যক্তি কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে, কিন্তু কোন্ কার্য্যের যে কি বিশেষ ফল, তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয় না। অনুরাগশূন্য মন্ত্রী কোনক্রমেই বিশ্বাসের পাত্র নহে; অতএব তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা ভূপতির নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কারণ, হুতাশন যে প্রকার বায়ুসহযোগে মহাবৃক্ষ ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, সেইরূপ অনুরাগবিহীন মন্ত্রী অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত ষড় যন্ত্র করিয়া ভূপতিকে উৎসন্ন করে। স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া কখন অনুরক্তকে পদচ্যুত এবং কখন বা তিরস্কৃত করিয়া পুনর্ব্বার তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। অনুরক্ত ব্যক্তিগণই স্বামীর ঈদৃশ ব্যবহার সহ্য করিতে পারেন। অমাত্যগণও

অনেক সময় রাজার প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হয়, কিন্তু যে অমাত্য ভূপতির হিতাভিলাষী হইয়া সেই ক্রোধ সম্বরণ করিতে সমর্থ হন, বুদ্ধিমান্ ভূপতি তাঁহাকেই সমদুঃখসুখ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত সমস্ত বিষয়ের মন্ত্রণা করিবেন। কুটিল ব্যক্তি বহু গুণান্বিত ও অনুরক্ত হইলেও তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শত্রুগণের সহিত সমবেত হয় এবং পুরবাসিগণের সম্মান না করে, সে শত্রুতুল্য; তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রচার করা অতি নির্ব্বোধের কার্য্য। অশুচি, অহঙ্কৃত, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, অসুহৃদ্, ক্রোধপরতন্ত্র ও লুব্ধ ব্যক্তিরাই মন্ত্রণাশ্রবণের নিতান্ত অনুপযুক্ত। আগন্তুক ব্যক্তি যদি জ্ঞানবান্ ও প্রভুভক্ত হন; যাহার পিতাকে পূর্ব্বে অন্যায় সহকারে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি যদি পিতৃপদে সংস্থাপিত হইয়া বিধি অনুসারে সৎকৃত হয় এবং কোন কারণবশতঃ যাহাকে একবার নির্দ্ধন করা যায়, সেই ব্যক্তি যদি অসাধারণ গুণসম্পন্ন হয়, তথাপি তাহাদিগের নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন, মেধাবী, বিশুদ্ধস্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানবান্, আত্মতুল্য প্রিয় সুহৃৎ, সত্যপরায়ণ, সচ্চরিত্র, গম্ভীর-স্বভাব, লজ্জাশীল, মৃদু, পাপদ্বেষী, প্রগল্‌ভ, সন্তুষ্টচিত্ত, মন্ত্রবিশারদ, কাল-দর্শী, শৌর্য্যশালী, সমরদক্ষ ও নীতিজ্ঞ; যিনি সান্ত্বনাবাক্যে লোক সমু-দায়কে বশবর্ত্তী করিতে সমর্থ হন; পুরগ্রামবাসী ধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণ যাঁহাকে বিশ্বাস করে এবং আপনার ও শত্রুবর্গের অমাত্য প্রভৃতির বিষয় যাঁহার বিশেষরূপ বিদিত থাকে, তিনি মন্ত্রণা শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র। মন্ত্রী এই সমুদায় গুণযুক্ত ও সৎকৃত হইলে, ভূপতির শ্রেয়োবিধানে যত্নবান্ হন, সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী স্বীয় প্রভুর, প্রজাবর্গের ও বিপক্ষপক্ষের রন্ধ্রান্বেষণ করিবার চেষ্টা করিবে। অমাত্যবর্গের মন্ত্রণাপ্রভাবেই ভূপতির রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞতম মন্ত্রী বিপক্ষের ছিদ্র সন্দর্শন করিবামাত্র তাহাকে আক্রমণ করিবেন এবং এরূপ সাবধানে চলিবেন, যেন অরাতিপক্ষ তাঁহার কোন ছিদ্র সন্দর্শন করিতে না পারে। কূর্ম্ম যে প্রকার আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় গোপন করিয়া রাখে, সেইরূপ মন্ত্রী রন্ধ্র ও মন্ত্রণা সকল গোপন করিয়া রাখিবেন। ভূপতি মন্ত্রণাকে বর্ম্মের ন্যায় এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ উহাকে অঙ্গের ন্যায় বিবেচনা করিবেন। মন্ত্রণা ও চরই রাজ্যরক্ষার প্রধান কারণ। মন্ত্রিগণ বৃত্তিলাভ করিবার নিমিত্ত রাজার অনুসরণ করিয়া থাকেন। ভূপতি ও মন্ত্রী উভয়ে অহঙ্কার, ক্রোধ, অভি-

মান ও ঈর্ষা পরিত্যাগী হইলে উভয়েই সুখ লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই রাজা অকপট মন্ত্রিগণের সহিত সর্ব্বদা মন্ত্রণা করিবেন। অন্ততঃ তিন জন মন্ত্রী নিযুক্ত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি ঐ তিন জন অমাত্যের মত গ্রহণ এবং উহা বিশেষরূপ অনুধাবন করিয়া ধর্ম্মার্থকামজ্ঞ গুরুর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ও আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন। গুরু ঐ চারি জনের মত আদ্যোপান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত করিয়া দিলে, যদি সেই সিদ্ধান্ত সাধারণেরই মতানুযায়ী হয়, তাহা হইলে, তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করাই রাজার কর্ত্তব্য। মন্ত্র-নির্ণয়কুশল মহাত্মারা মন্ত্রণা করিবার এইরূপ রীতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উত্তমরূপে মন্ত্রণা করিতে পারিলে অনায়াসে প্রজাবর্গকে বশবর্ত্তী করিতে পারা যায়। রাজা যে স্থানে মন্ত্রণা করিবেন, তথায় যেন বামন, কুব্জ, কৃশ, খঞ্জ, অন্ধ, জড়, নপুংসক বা তির্য্যক্‌যোনি অবস্থান না করে। নৌকায় আরোহণ বা কুশকাশবিহীন অনাবৃত জনশূন্য প্রদেশে অবস্থান পূর্ব্বক বাক্যদোষ বা অঙ্গদোষ পরিহার করিয়া মন্ত্রণা করিবে।

চতুরশীতিতম অধ্যায়। ৮৪।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রজাসংগ্রহবিষয়ে ইন্দ্রবৃহস্পতি সম্বাদ নামক এক পুরাবৃত্ত বর্ণিত আছে, আমি সেই প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

এক দিন পুরন্দর সুরাচার্য্য বৃহস্পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, লোকসমাজে যশস্বী ও গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হওয়া যায়?

সুরাচার্য্য কহিলেন, দেবরাজ! মনুষ্য সর্ব্বসুখাস্পদ অদ্বিতীয় শান্তিগুণ অবলম্বন করিলেই লোকমধ্যে যশস্বী ও গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত ও সতত সকলের প্রিয় হইতে পারে। যাহার মুখমণ্ডল ভ্রূকুটীজালে জড়িত এবং বদন হইতে একটীও বাক্য নির্গত হয় না, সেই অপ্রশান্ত ব্যক্তি সমস্তলোকেরই অপ্রিয় হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি মনুষ্যকে দেখিবামাত্র হাস্যমুখে প্রথমেই তাহার সহিত বাক্যালাপ করে, সেই ব্যক্তিই সকল লোকের প্রিয়পাত্র হয়। শান্তভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দান করিলেও উহা ব্যঞ্জনশূন্য অন্নের ন্যায় লোকের প্রীতিকর হয় না। আর

সুমধুর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক লোকের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলেও, সে সর্ব্বস্বাপহারীর একমাত্র নম্রতাগুণে বশীভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ সান্ত্বনাবাক্যে সকলেই পরিতুষ্ট হয়। অতএব দণ্ডবিধানসময়েও ভূপতির সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করা অতি আবশ্যক। সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা অনেক কার্য্যসাধন হয় এবং চিত্তও কখন অসন্তুষ্ট হয় না। বিনীত নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্ট চিত্ত ব্যক্তি অপেক্ষা পুণ্যবান্ আর কেহই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবরাজ পুরন্দর সুরাচার্য্য বৃহস্পতির এইরূপ উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার যেমন বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ আচরণ কর।

—০✱০—

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়। ৮৫।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে ভূপতি কি প্রকারে প্রজাপালন করিলে, পরম প্রীতি ও অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভূপতি প্রজারক্ষণে যত্নবান্ হইয়া বিশুদ্ধ ব্যবহার করিলে, উভয় লোকেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিতে সমর্থ হন।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে মহাত্মন্! কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বর্ণন করুন। ইতিপূর্ব্বে আপনি অমাত্যগণের যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিলেন, আমার বোধ হয়, একাধারে ঐ সমুদায় গুণ থাকা নিতান্ত অসম্ভব।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! তুমি সত্য বলিয়াছ; একাধারে ঐ সমুদায় গুণ থাকা সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যাদৃশ ব্যক্তিগণকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করিবে, তাহাদিগের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। চারিজন সুপবিত্র বেদবিদ্যাবিশারদ স্নাতক ব্রাহ্মণ, আটজন অস্ত্রধারী মহাবলশালী ক্ষত্রিয়, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী একবিংশতি বৈশ্য, বিনীতস্বভাব অতি পবিত্র তিন জন শূদ্র এবং এক জন শুশ্রূষাদি অষ্টগুণবিশিষ্ট পুরাণবেত্তা সূতকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করা তোমার কর্ত্তব্য। অমাত্যগণ সকলেই যেন পঞ্চাশৎ বর্ষবয়স্ক, বিনীত, বুদ্ধিমান্, অপক্ষপাতী বিচারক্ষম, লোভবিহীন ও মৃগয়াদি সপ্তপ্রকার দোষশূন্য হন। ঐ সকল অমাত্যের মধ্যে চারিজন ব্রাহ্মণ, তিন জন ক্ষত্রিয় ও এক জন সূত এই আট জনের সহিত তুমি স্বয়ং পরামর্শ করিয়া নিয়ম নির্ণয় করিবে এবং তৎপরে সেই নিয়ম রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া

দিবে। এই প্রকারে প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমার কর্ত্তব্য। এক দ্রব্যের নিমিত্ত দুই জনের কলহ উপস্থিত হইলে, সেই দ্রব্যে তাহাদের উভয়কে বঞ্চিত করিয়া তাহা কদাচ তুমি গ্রহণ করিবে না। তুমি অসঙ্গত বিচার করিলে, অধর্ম্মবশতঃ তোমাকে ও তোমার প্রজাবর্গকে নিশ্চয়ই পীড়িত হইতে হইবে এবং রাজ্যস্থ সমুদায় লোক শ্যেনদর্শনভীত বিহঙ্গমগণের ন্যায় রাজ্য হইতে পলায়ন করিবে। রাজা, রাজমন্ত্রী কিম্বা রাজকুমার ধর্ম্মাসনে সমারূঢ় হইয়া অধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলে, নিশ্চয়ই তাঁহাদের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার ও স্বর্গগমনের পথ রোধ হইয়া থাকে। রাজকর্ম্মচারীরা যদি সম্যক্‌প্রকারে কার্য্যানুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভূপতির সহিত ঘোর নিরয়ে নিপতিত হইতে হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ বলবানদিগের অত্যাচারে সাতিশয় কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিলে, ভূপতি সেই অনাথদিগের নাথ হইবেন। বিচারসময়ে উভয়পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। নিরাশ্রয় ব্যক্তির যদি সাক্ষবল না থাকে, তাহা হইলে, তাহার বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। বিচারদ্বারা যাহার যে প্রকার অপরাধ সপ্রমান হইবে, ভূপতি তাহার তদনুরূপ দণ্ডবিধান করিবেন। ধনবানদিগকে ধনদণ্ড, নির্দ্ধনদিগকে বন্ধনদণ্ড ও দুর্ব্বৃত্তদিগকে শারীরিক দণ্ডদ্বারা শাসন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শিষ্টব্যক্তিগণের প্রতি সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করাই উচিত। যে ব্যক্তি রাজার নিধন বাসনা করে, তাহাকে বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক সংহার করা বিধেয়। গৃহদাহকারী, অর্থাপহারক ও ব্যভিচার দোষদূষিত লোকের প্রতি বিধিপূর্ব্বক দণ্ডবিধান করিলে, ভূপতির বা তাঁহার নিযুক্ত বিচারকের অণুমাত্র অধর্ম হইতে পারে না; ফলতঃ শাশ্বত ধর্ম্মলাভই হইয়া থাকে। অবিচক্ষণ রাজা স্বকার্য্য সম্পাদনার্থ অন্যায়াচরণ পূর্ব্বক মনুষ্যের প্রতি দণ্ডবিধান করিলে, ইহলোকে অপযশ লাভ ও পরলোকে ঘোরতর নরকবাস করিতে হয়। একের অপরাধে অন্যকে দণ্ড প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বিশেষরূপে অবগত না হইয়া অপরাধীদিগকে বদ্ধ বা মুক্ত করা কদাচ বিধেয় নহে। দূতগণ এক জনের নিকট অন্যের বাক্য ব্যক্ত করিয়া থাকে; অতএব যে প্রকার আপদ উপস্থিত হউক না কেন, দূতগণকে সংহার করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। দূতহন্তা ভূপতি স্বয়ং অমাত্যবর্গের সহিত নরকে গমন করিয়া থাকে এবং পিতৃলোকদিগকেও ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত করে।

দূত, দ্বারপাল ও দুর্গনগরাদির রক্ষকগণের কৌলিন্য, আভিজাত্য, প্রিয়-

ভাবিতা, বক্তৃতা, কার্য্যপটুতা, যথোক্তবাদিতা ও স্মারকতা এই সাত গুণে বিভূষিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। অমাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ, সন্ধিবিগ্রহবেত্তা, বুদ্ধিমান্, ধৈর্য্যশীল, লজ্জাশীল, রহস্যগোপনক্ষম, কুলীন ও সত্ত্বগুণযুক্ত হইলে সর্ব্বত্র সমাদৃত হন। সেনাপতিদিগেরও পূর্ব্বোক্ত গুণ সমুদায় এবং যন্ত্র, আয়ুধ ও ব্যূহনির্ম্মাণবিষয়ে বিজ্ঞতা, শৌর্য্য, শীতগ্রীষ্মাদি ক্লেশসহিষ্ণুতা ও পররন্ধ্রান্বেষণে ক্ষমতা থাকা অতি আবশ্যক। নরপতিগণ বিপক্ষের বিশ্বাস সমুৎপাদন করিবেন; কিন্তু স্বয়ং কাহার প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। অন্যের কথা কি বলিব, আপনার পুত্রের প্রতিও বিশ্বাস করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। হে রাজন্ তোমার নিকট শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম বর্ণন করিলাম। ফলতঃ অবিশ্বাসই ভূপতি দিগের প্রধান কার্য্য॥

ষড়শীতিতম অধ্যায়। ৮৬।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! কি প্রকার পুরমধ্যে নরপতির অবস্থান করা উচিত? তিনি কি পূর্ব্বকৃত পুরমধ্যেই বাস করিবেন, না স্বয়ং পুর নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে স্থানে জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধুগণের সহিত অবস্থান করিতে হয়, তথায় কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কিরূপে সেই স্থানের রক্ষাবিধান করিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করা উচিত। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ঐ বিষয় বর্ণন করিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে। দুর্গ ছয় প্রকার, ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, জলদুর্গ ও বনদুর্গ; রাজা প্রথমে এই ষড়বিধ দুর্গ প্রস্তুত করাইয়া তন্মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন পুরী সংস্থাপন করিবেন। যে নগর ঐরূপ দুর্গ; আয়ুধ, সুদৃঢ় প্রাকার, পরিখা এবং হস্তী, অশ্ব ও রথদ্বারা সমাকীর্ণ; যে স্থানে অনেকানেক পণ্ডিত, শিল্পী ও সুনিপুণ ধার্ম্মিকগণ অবস্থান করেন; যে স্থানে অসংখ্য তেজস্বী মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব এবং চত্বর ও আপণ আছে; যেখানে অণুমাত্র শঙ্কা নাই; যে স্থানের ব্যক্তিগণ নিতান্ত অতিথিপ্রিয়, বীর, ধনী, বিশুদ্ধ ব্যবহার সম্পন্ন; যে স্থানে প্রতিনিয়ত বেদধ্বনি, দেবার্চ্চনা ও উৎসব হইয়া থাকে; ভূপতি সৈন্যসামন্ত ও অমাত্যদিগকে বশবর্ত্তী করিয়া সেই নগরেই বাস করিবেন। তিনি তথায় কোষ, সৈন্য ও মিত্র পরিবর্দ্ধন এবং বিচারালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক

অন্যান্য নগর ও গ্রাম হইতে দোষ সমুদায় নিরাকৃত করিতে সচেষ্ট হইবেন। সর্ব্বদা অস্ত্রসংখ্যা বৃদ্ধি, ধান্যাদি সংগ্রহ এবং যন্ত্র ও অর্গল রক্ষা করিবেন। কাষ্ঠ, লৌহ, তুষ, অঙ্গার, শৃঙ্গ, অস্থি, বংশ, মজ্জা, তৈল, মধুক্রম, ঔষধ, শণ, সর্জ্জরস, শর, চর্ম্ম, স্নায়ু, বেত্র, মুঞ্জা ও বল্বজ সংগ্রহ এবং পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতি নানাপ্রকার জলাশয় খনন করিয়া রাখিবেন। বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি পাদপসমূহ যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। আচার্য্য, ঋত্বিক্, পুরোহিত, স্থপতি, সাম্বৎসরিক, চিকিৎসক এবং প্রজ্ঞাবান্, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী, দক্ষ, শাস্ত্রজ্ঞ, সদ্বংশোদ্ভব, মহাবলশালী, সর্ব্বকার্য্যবিশারদ ব্যক্তিগণকে পরম সমাদরে সম্মানিত করিবেন। ধর্ম্মশীলের সৎকার ও অধর্ম্মশীলকে নিগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণচতুষ্টয়কে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে নিয়োজিত করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি চরপ্রয়োগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা পুর ও গ্রামবাসী প্রজাবর্গের বাহ্য ও আন্তরিক ভাব সকল বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাহাদিগের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। চরপ্রয়োগ, মন্ত্রণা, কোষরক্ষা ও দণ্ডবিধানে বিশেষ মনোযোগ করা ভূপতির নিতান্ত আবশ্যক। ঐ সমস্তই রাজ্যরক্ষার প্রধান কারণ। নরপতি গ্রাম ও নগরে চরপ্রয়োগ পূর্ব্বক উদাসীন শত্রু ও মিত্রবর্গের ব্যবহার বিশেষরূপে অবগত হইবেন এবং সর্ব্বদা মিত্রের প্রতি অনুগ্রহ ও শত্রুর প্রতি নিগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। নিরন্তর যজ্ঞানুষ্ঠান, দরিদ্রদিগকে যথাসাধ্য ধনদান ও প্রজারক্ষণ করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে ধর্ম্মের কোন অনিষ্ট না হয়, রাজা এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। তিনি অনাথ, দীন, দরিদ্র, বৃদ্ধ ও বিধবাদিগের জীবিকা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। আশ্রমস্থিত তপস্বিগণকে যথোচিত উপচারে পূজা ও সম্মান করিয়া নিয়মিত কালে অন্ন, বস্ত্র ও ভোজনপাত্র প্রদান করিবেন এবং তাঁহাদিগের নিকট রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল বৃত্তান্ত, রাজ্যসম্বন্ধীয় কার্য্য ও আপনার সুখদুঃখ সকল নিবেদন পূর্ব্বক সর্ব্বদা নম্রভাবে অবস্থান করিবেন। যিনি সদ্বংশজাত সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন, রাজা তাঁহাকে শয্যা, আসন ও অন্ন দান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন। আপদ্ উপস্থিত হইলে, ঐরূপ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা ভূপতির নিতান্ত কর্ত্তব্য। দস্যুবর্গও তপস্বীদিগকে কদাচ অবিশ্বাস করে না; অতএব তাঁহাদিগের নিকট নিধি সংস্থাপন ও তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের সেবা ও সৎকার করা কর্ত্তব্য

নহে। কেন না, দস্যুগণ ঐ বিষয় জানিতে পারিলে হয় ত তাঁহাদিগের জীবন সংহার করিতে পারে। স্বরাজ্যমধ্যে এক জন, পররাজ্যমধ্যে এক জন, কাননমধ্যে এক জন ও সামন্তরাজ্যে এক জন তপস্বীর সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সৎকার ও অন্ন প্রদান করা ভূপতির নিতান্ত কর্ত্তব্য। রাজা বিপদ্‌সময়ে তপস্বিগণের শরণাগত হইলে, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহার বাসনা সফল করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! যে প্রকার নগরে বাস করা ভূপতির কর্ত্তব্য, আমি তাহা বিশেষরূপে বর্ণন করিলাম।

—•:•—

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়। ৮৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি প্রকারে রাজ্যরক্ষা ও রাজ্য সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা বিশেষরূপে বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কি প্রকারে রাজ্যপালন ও রাজ্য সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। নরপতি কাহাকে এক গ্রামের, কাহাকে দশ গ্রামের, কাহাকে বিংশতি গ্রামের, কাহাকে শত গ্রামের ও কাহাকে সহস্রগ্রামের আধিপত্য প্রদান করিবেন। ঐ সমুদায় গ্রামাধিপতি ভূপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া যথাবিধানে প্রজাপালন করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং এক গ্রামাধিপতি দশ গ্রামের অধিপতির সমীপে, দশ গ্রামাধিপতি বিংশতিগ্রামের অধিপতির সমীপে এবং বিংশতি গ্রামের অধিপতি শতগ্রামের অধিপতির সমীপে নিজ নিজ অধিকারস্থিত মনুষ্যদিগের দোষ নির্দ্দেশ করিবেন। এই প্রকারে সকলেরই অপেক্ষাকৃত উচ্চপদসমারূঢ় ব্যক্তির নিকট আপন আপন প্রজাবর্গের দোষ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। গ্রামে যে সকল দ্রব্য সমুৎপন্ন হয়, তৎসমুদায়ে গ্রামিকের অধিকার থাকে। এক গ্রামাধিপতি দশ গ্রামের রক্ষককে ও দশ গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামের রক্ষককে কর প্রদান করিবেন। শত গ্রামের অধিপতি এক বহুজনপরিপূর্ণ প্রধান গ্রামের সমস্ত দ্রব্য ভোগ করিতে পারেন। শত গ্রামাধিপতির ভোগ্য গ্রাম রক্ষ গ্রামাধিপতির বশীভূত থাকা কর্ত্তব্য। সহস্র গ্রামাধিপতি ধনধান্য পরিপূর্ণ শাখানগর ভোগে অধিকারী হন। ঐ সমুদয় গ্রামরক্ষকের সংগ্রাম ও গ্রামসম্পর্কীয় অন্যান্য কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এক জন আলস্যহীন বিচক্ষণ মন্ত্রীকে এবং প্রতিনগরের

কার্য্যসন্দর্শনার্থ এক এক জন সর্ব্বাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা ভূপতির কর্ত্তব্য। গ্রহগণ যে প্রকার নক্ষত্রদিগের উচ্চস্থানে অবস্থান করে, সেইরূপ সর্ব্বাধ্যক্ষবর্গ সমস্ত সভাসদের উচ্চপদে সমারূঢ় হইয়া চরদ্বারা তাঁহাদিগের ব্যবহার পরীক্ষা করিবেন। অধিকারস্থিত হিংসাপরায়ণ পরবিত্তাপহারক শঠগণের হস্ত হইতে প্রজাবর্গের রক্ষা এবং বণিকদিগের ক্রয়, বিক্রয়, বৃদ্ধি, পথ ও গ্রাসাচ্ছাদন আর শিল্পজীবিগণের উৎপত্তি দান বৃদ্ধি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে করগ্রহণের নিয়ম নির্দ্ধারণ করা ভূপতির নিতান্ত কর্ত্তব্য। ভূপতি নানা প্রকারে প্রজাবর্গের নিকট করগ্রহণ করিবেন; কিন্তু তাহারা যাহাতে অবসন্ন হয়, কদাচ এরূপ কার্য্য করিবেন না। ফল ও কার্যের পরীক্ষা না করিয়া নিয়ম স্থাপন করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কারণ ব্যতিরেকে কেহই কার্যের অনুষ্ঠান ও ফল লাভ করিতে পারে না। যখন যাহাতে ভূপতি ও কর্ম্মকর্ত্তা উভয়েরই কার্যের ফল ভোগ হয়, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা করগ্রহণের নিয়ম নির্দ্ধারণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ধনবাসনায় নিতান্ত বিমোহিত হইয়া রাজ্য ও কৃষিবাণিজ্যাদি এককালে উচ্ছিন্ন করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। ভূপতি অপরিমিত কর গ্রহণ করিলে, সকলেরই দ্বেষভাজন হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা কোথায়? যে ব্যক্তি সমস্ত লোকের অপ্রিয়, সে কখনই অভিলষিত ফল লাভে সমর্থ হয় না। বৎস যে প্রকার দুগ্ধ পান পূর্ব্বক বলিষ্ঠ হইলে, বিপুলভার বহনে সমর্থ হয় এবং স্তন্য পানের ব্যাঘাতবশতঃ হীনবল হইলে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না, সেইরূপ প্রজাবর্গ রাজার পরিমিত কর গ্রহণবশতঃ ঐশ্বর্য্যশালী হইলে, অনায়াসে অসংখ্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় এবং অপরিমিত কর গ্রহণবশতঃ হৃতসর্ব্বস্ব হইলে, কোন কার্য্যই সংসাধন করিতে পারে না। অতএব অপরিমিত করগ্রহণ করা রাজার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে ভূপতি স্বয়ং যত্ন সহকারে রাজ্য রক্ষা করেন, তিনি নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে সমর্থ হন। প্রজাগণ সকলেই তাঁহার বিপদ্ নিবারণ করিবার নিমিত্ত ধন প্রদান করে এবং তাঁহার রাষ্ট্র কোষের ন্যায় ও কোষ শয়নগৃহের ন্যায় হইয়া উঠে। পুর ও জনপদবাসী আশ্রিতগণ নিতান্ত দীন দরিদ্র হইলেও তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা অসভ্য দস্যুদিগকে নিপীড়িত করিয়া গ্রাম্যস্থ লোকগণকে প্রতিপালন করেন, তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া

থাকে এবং তাঁহার প্রতি কদাচ ক্রুদ্ধ হয় না। নরপতি প্রথমে মনে মনে ধন লাভের বাসনা করিয়া প্রজাবর্গকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিবেন, দেখ, আমার রাজ্যে শত্রুভয় উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা ফলিত বংশের ন্যায় অবিলম্বেই বিনষ্ট হইবে। অরাতিগণ দস্যুবর্গের সহিত সমবেত হইয়া আত্মবিনাশার্থই আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে বাসনা করিতেছে। এক্ষণে এই ঘোরতর ভয়ানক বিপদ্ সমাগত হওয়াতে আমি তোমাদিগের পরিত্রাণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত ভয় নিরাকৃত হইলে, তোমাদিগের অর্থ পুনর্ব্বার তোমাদিগকে প্রদান করিব। আর অরাতিগণ বল পূর্ব্বক যদি তোমাদিগের ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে কোনক্রমেই তোমরা উহা পুনর্ব্বার লাভ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ শত্রুগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে, তোমাদিগের পুত্রকলত্রদিগকেও বিনষ্ট হইতে হইবে। তাহা হইলে তোমাদের ধন আর কে ভোগ করিবে? তোমরা আমার পুত্রের ন্যায়। আমি তোমাদিগের সমৃদ্ধি সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এই বিপদ্সময়ে রাজ্য রক্ষা করিবার বাসনায় তোমাদিগের নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা সাধ্যানুসারে ধন প্রদান করিয়া রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ কর। আপৎকালে ধনকে প্রিয়জ্ঞান করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

এই প্রকারে কালজ্ঞ ভূপাল করগ্রহণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া পদাতি প্রেরণ পূর্ব্বক সাদর ও সুমধুর বচনে প্রজাবর্গের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিবেন। প্রাকার নির্ম্মাণ, ভৃত্যগণের প্রতিপালন প্রভৃতি বিবিধ কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক বৈশ্যবর্গের নিকট হইতে কর গ্রহণ করা ভূপতির কর্ত্তব্য। বৈশ্যগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, উহারা অরণ্যে গমন পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে; অতএব উহাদিগের সহিত মৃদু ব্যবহার করা বিধেয়। রাজা উহাদিগের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন, সান্ত্বনা, রক্ষাবিধান ও উহাদিগকে ধন দান পূর্ব্বক উহাদের প্রযত্নসমুৎপন্ন ফল ভোগ করিবেন। বৈশ্যগণ রাজ্য, ব্যবহার ও কৃষিকার্য্যের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া থাকে। অতএব দয়াশীল, অপ্রমত্ত রাজা তাহাদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও তাহাদিগের নিকট হইতে পরিমিত কর গ্রহণ করিবেন। বৈশ্যবর্গের শুভানুষ্ঠান করা অতি সুলভ এবং উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য আর কিছুই নাই।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়। ৮৮।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন ভূপতি প্রচুর ধনসম্পন্ন হইয়াও সমধিক অর্থলাভ করিতে প্রত্যাশা করিবেন, তখন তাঁহার কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মার্থী রাজা প্রতিনিয়ত প্রজার হিতসাধনে তৎপর হইয়া দেশ, কাল, বুদ্ধি ও বিক্রম অনুসারে প্রজাদিগের প্রতিপালন এবং তাহাদিগের ও আপনার শ্রেয়স্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ষট্পদ যে প্রকার মহীরুহে আঘাত না করিয়া তাহা হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে, মনুষ্য যেরূপ গাভীর স্তন ছেদন ও বৎসকে নিতান্ত কষ্ট প্রদান না করিয়া দুগ্ধ দোহন করে, জলৌকা যে প্রকার লোকের দেহ হইতে ক্রমে ক্রমে শোণিত পান করে, ব্যাঘ্রী যেরূপ শাবকদিগকে নিপীড়িত না করিয়া দশন দ্বারা গ্রহণ করে এবং মূষিক যে প্রকার অলক্ষিতভাবে নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলস্থিত মাংস ভোজন করে, অর্থাভিলাষী ভূপতি সেই রূপ প্রজাদিগকে সমূলে উন্মূলিত বা সাতিশয় নিপীড়িত না করিয়া অলক্ষিতভাবে উহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। অভ্যুদয়োন্মুখ ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে সমধিক কর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গোপাল যেরূপ বৎসগণের উপর ক্রমে ক্রমে গুরুতর ভার নিহিত ও তাহাদিগকে পাশবদ্ধ করে, সেইরূপ নরপতি প্রজাগণের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে সমধিক কর গ্রহণ করিবেন। লোকের নিকট হইতে একবালে অধিক কর গ্রহণ করিলে, তাহাকে সাতিশয় নিপীড়িত ও বিরক্ত করা হয়। সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য; অতএব প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা ইতর লোকদিগকে দমন করা আবশ্যক। এই প্রকার ব্যবহার করিলে অনায়াসে সুখ লাভ হইয়া থাকে। অকালে বা অযোগ্য কার্য্য সম্পাদনার্থে প্রজাবর্গের নিকট হইতে কর গ্রহণ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি তোমার নিকট যাহা যাহা বর্ণন করিলাম, সেই সমস্তই রাজ্যরক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়; মায়া নহে। উপায়াবলম্বী না হইয়া শাসন করিলে, প্রজাগণ অশ্বের ন্যায় ক্রুদ্ধ হয়। মদ্যবিক্রয়ী, বারবনিতা, কুট্টিনী, বিট ও দ্যূতব্যবসায়ী প্রভৃতি রাজ্যের অনিষ্টসাধকদিগকে প্রতিনিয়ত শাসন করা বিধেয়। রাজ্যমধ্যে উহাদিগের প্রাদুর্ভাব হইলে, ভদ্রলোকগণের নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে

মনু এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন যে, যে কোন আপদ্ উপস্থিত হউক না কেন, লোকে কোনক্রমেই অন্যকে শাসন করিবে না। যদি সকলেই উত্তমরূপ নিয়মানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই এত দিন এই সংসার বিলুপ্ত হইয়া যাইত শ্রুতি অনুসারে প্রজাবর্গের শাসনে ভূপতির সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যে ভূপতি প্রজাশাসনে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাকে প্রজাগণের পাপের চতুর্থাংশ ভোগ করিতে হয়। যিনি উহা না করেন, তাঁহাকে ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয়। মদ্যাদিতে আসক্ত হইলে ঐশ্বর্য্যের হানি হইয়া থাকে; কামাত্মাদিগকে আশ্রয় প্রদান করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। উহাদের কোন কার্য্যই অকার্য্য বলিয়া জ্ঞান থাকে না। উহারা কেবল স্বয়ং মদ্যমাংস ভোজন, পরদারাভিমর্ষণ ও পরবিত্তাপহরণ করিয়া ক্ষান্ত হয় না, অন্যকেও তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে। যাহারা পরিগ্রহ করিতে কোনক্রমেই সম্মত হয় না, তাহারা বিপদাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিলে, তাহাদিগকে অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমার রাজ্যে যেন দস্যু ও কপট যাচকের নামগন্ধও না থাকে। দস্যুগণই প্রজাবর্গের সর্ব্বনাশ করিয়া কপট যাচকদিগকে অর্থ প্রদান করে। যাহারা প্রজাদিগের উপকারক ও উন্নতিসাধক, রাজ্যমধ্যে তাহাদিগকেই স্থান দান করা উচিত। প্রজাপীড়নকারী-দিগকে রাজ্যমধ্যে স্থান দান করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ধনগ্রহণা-ভিলাষী অসাধু ব্যক্তিগণের দণ্ডবিধান করা অতি আবশ্যক। কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সকল একের সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব বহু ব্যক্তি দ্বারা ঐ সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করাই কর্ত্তব্য। কৃষি, বাণিজ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ রাজা ও তস্কর হইতে ভীত হইলে, ভূপতিকেই সাতিশয় নিন্দনীয় হইতে হয়। নরপতি গ্রাসাচ্ছদন দ্বারা ধনীদিগের গৌরব রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে কহিবেন যে, 'তোমাদিগকে আমার ও আমার প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে হইবে। ধনাঢ্যব্যক্তিগণ রাজ্যের প্রধান অঙ্গ ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। ধনসম্পন্ন, প্রাজ্ঞ, শূর, ধর্ম্মপরায়ণ, তপস্বী, সত্যবাদী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণই প্রজা-দিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি সর্ব্বজীবের প্রতি প্রীতিপ্রকাশ এবং সত্য, সরলতা ও ক্ষমাগুণ অবলম্বন কর। তাহা হইলেই অনায়াসে ধন, মিত্র ও ভূমি প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

একোননবতিতম অধ্যায়। ৮৯।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পণ্ডিতগণ বৃক্ষফলকে ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম-মূল বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন; অতএব ফলবান্ বৃক্ষকে ছেদন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন করিয়া যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে, তদ্দ্বারা অন্য লোককে প্রতিপালন করা ভূপতির অতি আবশ্যক। যদি ব্রাহ্মণ বিত্তবিহীন হইয়া আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহার ও তাঁহার ভার্য্যার নিমিত্ত বৃত্তিবিধান করিয়া দিবেন। ব্রাহ্মণ তাহাতেও নিবৃত্ত না হইলে, ভূপতি ব্রাহ্মণসমাজে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিবেন, মহাশয়! আপনি এখান হইতে প্রস্থান করিলে, আমার রাজ্যস্থ ব্যক্তিগণ আর কাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিবে? এক্ষণে আপনি আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন। ব্রাহ্মণ ভোগাভিলাষী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিলে, ভূপতি তাঁহাকে ভোগ্যবস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন; কিন্তু এ বিষয়ে আমার মত নাই। কৃষি, বাণিজ্য ও গোপাল-নাদি দ্বারা মনুষ্যগণের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে; কিন্তু বেদত্রয় মনুষ্যদিগকে নির্ব্বিকার জগদীশ্বরের আরাধনায় আসক্ত করে; অতএব যাহারা বৈদিক কার্য্যের ব্যাঘাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা দস্যু। ভগবান কমলযোনি ব্রহ্মা সেই দস্যুদিগকে সংহার করিবার মানসে ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে শত্রুসংহার, প্রজারক্ষণ, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সংগ্রামে বল-বীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা অতিযত্ন পূর্ব্বক প্রজাপালন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ভূপালগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট। আর যাঁহারা প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাদিগের জীবন ধারণ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। লোকের কার্য্যাকার্য্য বিশেষরূপ অবগত হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তিনি সর্ব্বদা লোকসমাজে চর প্রেরণ করিবেন। অন্যান্য ব্যক্তি হইতে আত্মীয়দিগকে, আত্মীয় হইতে অন্যান্য ব্যক্তিগণকে, আত্মীয় হইতে আত্মীয়কে ও অন্যান্য ব্যক্তি হইতে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা ভূপতির নিতান্ত আবশ্যক। রাজা আত্ম-রক্ষার্থ সর্ব্বদা সাবধান হইয়া পৃথিবী শাসন করিবেন। পণ্ডিতগণ আত্মা-কেই সমস্ত সুখের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সতত আপনার ছিদ্র, ব্যসন, পতন ও অপরাধের বিষয় চিন্তা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্যগণ গত দিবসীয় কার্য্যের প্রশংসা করে কি না, উহা অবগত হইবার

সর্ব্বদা রাজ্যমধ্যে চর প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা সমরে ধর্ম্মশীল ধৈর্য্যশালী ভূপতির রাজ্যে বাস না করে, যাঁহারা রাজা, অমাত্য বা অন্য কাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও অনাদর করা কর্ত্তব্য নহে। কোন ব্যক্তিই সকলের প্রশংসনীয় হইতে পারে না; সকলেরই শত্রু, মিত্র ও উদাসীন আছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজা ও প্রজা উভয়েই তুল্যবল ও তুল্যগুণ সম্পন্ন; সুতরাং তন্মধ্যে কি প্রকারে এক ব্যক্তিই প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভূপতি প্রজাবর্গের তুল্য বলসম্পন্ন হইয়াও কৌশলক্রমে তাহাদিগের হস্ত হইতে সর্ব্বদা আত্মরক্ষা ও তাহাদিগের অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করেন। যেমন, মহাবিষ আশীবিষ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভুজঙ্গকে, অস্থাবর স্থাবরকে ও বিশালদশন জন্তু দন্তবিহীন জন্তুকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ বলবান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা দুর্ব্বলকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অতএব প্রবল শত্রু হইতে সতত আত্মরক্ষা করা ভূপতির কর্ত্তব্য। শত্রু রন্ধ্র প্রাপ্ত হইলেই গৃধ্রের ন্যায় রাজ্যমধ্যে নিপতিত হইয়া থাকে। হে রাজন্! বণিক্‌গণ যেন রাজকরে নিপীড়িত না হইয়া অল্পমূল্যে বহুমূল্যে বহুবস্তু ক্রয় করিতে সমর্থ হয়, কৃষকেরা যেন পীড়িত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ না করে। যাহারা ভূপতির কার্য্যভার বহন করিয়া থাকে, তাহারা যেন প্রজাদিগের দুঃখ নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের হইতে প্রজাগণ যেন অকারণক্লেশ স্বীকার না করে। ইহলোকে নরপতি যে সমুদায় বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা দেবতা পিতৃ, মনুষ্য, উরগ, রাক্ষস ও পশু পক্ষিগণ সকলেই পরিতৃপ্ত হন। বৎস! আমি রাজবৃত্তি ও রাজ্যপালনের নিয়ম সকল বর্ণন করিলাম; এক্ষণে পুনরায় এই বিষয় সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

নবতিতম অধ্যায়। ৯০।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রহ্মবেত্তা উতথ্য যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতাকে প্রফুল্লচিত্তে যে প্রকার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ কর। ভূপতি ধর্ম্মরক্ষা করিবার নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার নিতান্ত

অকর্ত্তব্য। নরপতি লোকরক্ষক; ভূপতি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সুরলোকে ও অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নরকে গমন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মবলেই জীবগণ অবস্থান করিতেছে এবং ধর্ম্ম ভূপতিদিগকে আশ্রয় করিয়া আছে; অতএব যে নরপতি নিয়মানুসারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনিই যথার্থ রাজা। ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত ঐশ্বর্য্যশালী রাজা সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ। রাজা হইতে পাপ নিরাকৃত না হইলে, দেবগণ ভূপতিকে ধর্ম্মবিহীন বলিয়া নিন্দা করেন। অধার্ম্মিকগণের উদ্দেশ্য অনায়াসে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে; ধর্ম্ম এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়; অধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইতে থাকে; লোকের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা ভয় সঞ্চারিত হয়; কেহ ধর্ম্মানুসারে কোন বস্তু অধিকার করিতে সমর্থ হয় না; ভার্য্যা, পশু, ক্ষেত্র ও ভবনে কোন ব্যক্তিরই অধিকার থাকে না; দেবগণ অর্চ্চনা, পিতৃগণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও অতিথিগণ সমুচিত সৎকার দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন না; ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে বিরত হন এবং মনুষ্যদিগের চিত্ত বৃদ্ধের ন্যায় বিহ্বল হইয়া থাকে। মহর্ষিগণ উভয় লোক নিরীক্ষণ করিয়া সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ভূপতির সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং যে নরপতিতে সর্ব্বদা ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, তাঁহাকেই যথার্থ রাজা বলা যায় এবং যাঁহা হইতে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হয়, তাঁহাকে বৃষল কহে। ধর্ম্মের একটি নাম বৃষ; যে ব্যক্তি সেই ধর্ম্মকে উচ্ছিন্ন করেন, তাঁহাকে বৃষল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তবহির্গত নহে। ভূপতি সাধ্যানুসারে ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত করিবেন। ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, প্রজা পরিবর্দ্ধিত এবং ধর্ম্ম বিলোপপ্রাপ্ত হইলে, প্রজাগণও বিলুপ্ত হইয়া যায়; অতএব ধর্ম্মলোপ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ধনাগম ও ধনসঞ্চয় করে বলিয়া ধর্ম্মের ধর্ম্মনাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার প্রভাবে দুষ্কর্ম্ম সকল এককালে দূরীভূত হইয়া থাকে। ভগবান্ ব্রহ্মা প্রাণিগণের উৎপত্তি বিধানার্থ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অতএব ভূপতি প্রজাবর্গের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত যত্নসহকারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন। ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ। যিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনিই যথার্থ রাজা। অতএব হে মান্ধাতঃ! তুমি কাম ও ক্রোধে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রতিপালন কর; ধর্ম্মই ভূপতিদিগের শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণ হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়; অতএব তুমি নিরন্তর ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনা ও মৎসরশূন্য হইয়া তাঁহাদিগের অভীষ্টসাধনে যত্নবান হইবে। ব্রাহ্মণগণের মনোরথ পরিপূর্ণ না হইলে, ভূপতির নানা প্রকার ভয়, মিত্রক্ষয় ও শত্রুর প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

বিরোচনতনয় বলি বালস্বভাববশতঃ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অসূয়া প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন। দানবাধিপতি বলি তদ্দর্শনে সাতিশয় অনুতাপ করিয়াছিল। অসূয়া ও অভিমানের ঐ প্রকারই ফল লাভ হইয়া থাকে; অতএব এক্ষণে তুমি সাবধানে অবস্থান কর; রাজলক্ষ্মী যেন তোমা হইতে বিচলিত না হন। শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, লক্ষ্মীর গর্ভে অধর্ম্ম হইতে দর্প নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। সুর, অসুর ও ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে অনেকেই উহার বশীভূত হইয়াছিলেন। যিনি সেই দর্পকে বশবর্ত্তী করিতে পারেন, তিনিই রাজা হন। আর যিনি উহার বশবর্ত্তী হন, তাঁহাকে উহার দাস হইতে হয়। এক্ষণে তুমি যদি সুখে চিরকাল অতিবাহিত করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে অধর্ম্ম ও দর্পকে আশ্রয় প্রদান করিও না। তুমি মত্ত, উন্মত্ত, পাষণ্ড, নিগৃহীত, অমাত্য, স্ত্রী, সরীসৃপ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের সহিত সহবাস পরিত্যাগ কর। পর্ব্বতে আরোহণ ও বিষম দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইও না। যামিনীতে সঞ্চরণ করা ভূপতির নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কৃপণতা, অভিমান, অহঙ্কার ও ক্রোধ যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ কর। অপরিচিতা, স্বেচ্ছাচারিণী, পরকীয়া, অবিবাহিতা ও ক্লীবা স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করা ভূপতির নিতান্ত দূষণীয়। রাজা অধর্ম্মে লিপ্ত হইলে, বর্ণসঙ্করপ্রভাবে সদ্বংশে ক্লীব, বিকলাঙ্গ, মূক ও অজ্ঞান প্রভৃতি নানা প্রকার মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব প্রজার হিতসাধন করিবার নিমিত্ত ভূপতির সাবধানে অবস্থান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; রাজা প্রমাদাপন্ন হইলে, প্রজাসঙ্করকারক অধর্ম্মের বৃদ্ধি, অকালে শীতের প্রাদুর্ভাব, শীতকালে শীতের অভাব এবং অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভূরি ভূরি উপদ্রব উপস্থিত হইতে থাকে। প্রজাবর্গকে বিবিধ ব্যাধিযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ভয়ঙ্কর ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহ ও অশুভ নক্ষত্র সমুদায় প্রতিনিয়ত গগনমণ্ডলে সমুদিত এবং ক্ষয়কারক অন্যান্য উৎপাত সকল সর্ব্বদা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যে ভূপতি আত্মরক্ষা ও প্রজাপালনে মনোযোগ না করেন, তাঁহাকে অবিলম্বে প্রজাবর্গের সহিত বিনষ্ট হইতে হয়। রাজা অধর্ম্মপরায়ণ হইলে, দুই ব্যক্তি একের ও বহুসংখ্যক লোক দুই ব্যক্তির ধন বল পূর্ব্বক অপহরণ করে। কন্যাগণের কুমারীভাব দূষিত হইয়া যায়; কেহই কোন দ্রব্য আপনার বলিয়া অধিকার করিতে সমর্থ হয় না।

—০✱০—

একনবতিতম অধ্যায়। ৯১।

হে যাদ্ধাতঃ! জলধর যথাসময়ে বারিবর্ষণ এবং নরপতি ধর্ম্মশীল হইয়া প্রজাপালন করিলে, যে সম্পত্তি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, প্রজাগণ তাহাতেই পরম সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে যাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ বা শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করেন, তাঁহারা বস্ত্র পরিষ্করণে অসমর্থ রজকের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাঁহাদিগের জীবিত থাকা আর না থাকা উভয়ই তুল্য। শূদ্রের দানবৃত্তি, বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্য, ভূপতির দণ্ডনীতি অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, তপোনুষ্ঠান, মন্ত্রপাঠ ও সত্যপ্রতিপালনই প্রধান ধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় মনুষ্যের চরিত্রদোষ সংশোধন করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ রাজা ও প্রজাদিগের পিতাস্বরূপ। ভূপালগণের ব্যবহারবশতই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের উৎপত্তি হইয়া থাকে; তন্নিবন্ধনই রাজা যুগস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন। ভূপতি প্রমাদযুক্ত হইলেই তিন অগ্নি, বেদ, দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ এবং চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর তাঁহার পুত্র কলত্র, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়। ভূপতি ধর্ম্মশীল হইলে প্রজাদিগের ঈশ্বর এবং অধর্ম্মশীল হইলে প্রজানাশক বলিয়া বিখ্যাত হন। নরপতি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, হস্তী, অশ্ব, গো, উষ্ট্র, অশ্বতর ও গর্দ্দভ সমুদায় সাতিশয় অবসন্ন হইয়া উঠে। দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই রাজার সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব রাজা দুর্ব্বলদিগকে প্রতিপালন করিলে সমধিক পুণ্যলাভে সমর্থ এবং তাহাদিগকে প্রতিপালন না করিলে ঘোর পাপে লিপ্ত হন। প্রজাবর্গ যাঁহার পরিবারস্বরূপ এবং তাহারা যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অশঙ্কিত চিত্তে কাল যাপন করিয়া থাকে, তিনি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে, সকলকেই পরিতাপ করিতে হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ সতত অপমানিত হইয়া থাকে; অতএব তুমি কোনক্রমেই দুর্ব্বলতা অবলম্বন করিও না। তুমি প্রতিনিয়ত দুর্ব্বলগণকে সাহায্য প্রদান করিবে। দুর্ব্বল ব্যক্তি, মুনি ও আশীবিষের কোপদৃষ্টি নিতান্ত অসহ্য। তুমি যেন দুর্ব্বলদিগের প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া সবান্ধবে তাহাদিগের কোপানলে দগ্ধ হইও না। ভূপতি দুর্ব্বলগণকে সাহায্য প্রদান করিলে, তাঁহার বংশ উহাদিগের ক্রোধাগ্নিতে সমূলে ভস্মীভূত হইয়া যায়। অতএব বলবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা দুর্ব্বল ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। নরপতি যদি অবমানিত,

আহত ও পীড়িত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিবার উপায় না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দৈবদণ্ডে বিনষ্ট হইতে হয়। তুমি বলবানের পক্ষ হইয়া কোনক্রমেই দুর্ব্বল ব্যক্তির নিকট অর্থগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইও না। প্রজাগণ মিথ্যাপবাদগ্রস্ত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলে, নিশ্চয়ই ভূপতির পুত্রবিয়োগ ও পশু বিনাশ হইয়া থাকে। অনেক স্থানে পাপাচরণ করিলে, শীঘ্র তাহার ফলভোগ হয় না বটে, কিন্তু কোন না কোন সময়ে নিশ্চয়ই উহার ফল সমুৎপন্ন হয়। পাপাত্মা পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যদি স্বয়ং উহার ফলভোগ না করে, তাহা হইলে তাহার পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রকে উহা নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। জনপদবাসী যাবতীয় প্রজাগণ সমবেত হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলে, ভূপতিকে অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়। বহুসংখ্যক রাজপুরুষ একত্র মিলিত হইয়া নীতিমার্গ উল্লঙ্ঘন ও যুক্তি পরিত্যাগ করত কাম ও অর্থের বশবর্ত্তী হইয়া প্রজাবর্গের নিকট ধন গ্রহণ করিলে, ভূপতির ভয়ানক পাপ ও ক্ষয় উপস্থিত হইয়া থাকে। নরপতির বিপদে রাজপুরুষদিগকেও সাতিশয় বিপদাপন্ন হইতে হয়। বৃক্ষ সঞ্জাত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইলে, প্রাণিগণ উহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ বৃক্ষ ছিন্ন বা দগ্ধ হইলে একবারে সকলেই নিরাশ্রয় হইতে হয়। রাজ্যমধ্যে লোকে রাজার গুণগ্রাম বর্ণন ও সত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, ভূপতির ঐশ্বর্য্য পরিবর্দ্ধিত ও রাজ্য হইতে পাপ নিরাকৃত হয়। রাজ্যমধ্যে দুরাত্মারা জ্ঞান পূর্ব্বক সাধুগণের প্রতি পাপাচরণ করিতে আরম্ভ করিলে, ভূপতিকেই তাহার পাপ ভোগ করিতে হয়। যে রাজা দুষ্টদিগের দমন ও অমাত্যগণের সম্মান পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিয়া তাহাদিগকে সংগ্রামে প্রেরণ করেন, তিনি অনায়াসে রাজ্যের উন্নতি লাভ করিয়া বহুকাল নিরাপদে পৃথিবী ভোগ করিতে পারেন। যিনি সুহৃদের সৎকার্য্য ও হিতবাক্যের প্রশংসা করেন, তিনি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে সমর্থ হন। সকলকে অংশ প্রদান পূর্ব্বক ভোজন, অমাত্যবর্গের প্রতি যথোচিত সমাদর প্রদর্শন ও বলমদমত্ত ব্যক্তির জীবন সংহার করা ভূপতির প্রধান ধর্ম্ম। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রজাদিগের রক্ষাবিধানে যত্নবান্ হইবেন। স্নেহাস্পদ পুত্রের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না এবং দস্যুদল দমন, যুদ্ধে জয়লাভ, সর্ব্বদা ভোজ্য প্রদান পূর্ব্বক দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের বলবর্দ্ধন ও প্রজা প্রতিপালন করিবে। যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান বা পাপকার্য্যের

জল্পনা করে, সে নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইলেও তাহাকে কোনক্রমেই ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না। প্রধান প্রধান বণিক্‌দিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও নিয়ম অতিক্রম না করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি পরম শ্রদ্ধাসহকারে কাম ও লোকবিদ্বেষে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রভূতদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং দীন, দরিদ্র, অনাথ ও বৃদ্ধগণের দুঃখাশ্রু বিমোচন পূর্ব্বক সুখবৃদ্ধি করিবেন। সর্ব্বদা মিত্রসংখ্যা বৃদ্ধি ও শত্রুসংখ্যা হ্রাস করিতে যত্নবান্ হওয়া এবং সাধুদিগের অর্চ্চনা, সত্য প্রতিপালন, প্রীতিসহকারে ভূমিদান, অতিথি সৎকার ও ভৃত্যদিগের যথোচিত সমাদর করা নরপতির পরম ধর্ম্ম। যে রাজা লোকের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তিনি ইহলোক ও পরলোকে তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মশীলদিগের প্রতি অনুগ্রহ করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। নরপতি ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিতে পারিলে, পরম ঐশ্বর্য্যলাভে সমর্থ হন এবং ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইলে নরকে গমন করেন। ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্যগণকে সৎকার ও সমাদর করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। কৃতান্ত যে প্রকার জীবগণের প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া থাকে, রাজাও সেইরূপ নিয়মানুসারে প্রজাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিবেন। লোকে ভূপতিকে দেবরাজ পুরন্দরের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকে; অতএব তিনি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় করিবেন, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। ভূপতি সর্ব্বদা সাবধান হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন, ক্ষমা প্রদর্শন, ধৈর্য্যাবলম্বন, জীবগণের বলাবল পরীক্ষা ও সদসৎ বিবেচনা করিবেন। প্রাণিসংগ্রহ, ধনদান, মধুর বাক্য প্রয়োগ এবং পুর ও জনপদবাসী প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নরপতি পটুতাবিহীন হইলে কোন ক্রমেই প্রজাপালন করিতে সক্ষম হন না। দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহন করা নিতান্ত সুকঠিন। যে রাজা প্রজ্ঞাবান্ ও মহাবলশালী এবং যিনি দণ্ড নীতির বিলক্ষণ অনুশীলন করিয়াছেন, তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই রাজ্যভার বহন করিতে পারেন না। আর যিনি হীনবীর্য্য, অল্পবুদ্ধি ও দণ্ডনীতিবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে সমর্থ হন না। রাজা সদ্বংশজাত, নিতান্ত অনুরক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ অমাত্যগণের সহিত আশ্রমবাসী তপস্বীগণেরও কার্য্য পরীক্ষা করিবেন। এক্ষণে তুমি সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইলে; তোমার ধর্ম্ম যেন কি স্বদেশ কি বিদেশ কুত্রাপি বিলুপ্ত না হয়। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে ধর্ম্মই সমধিক শ্রেষ্ঠ। ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইহ-

লোক ও পরলোকে পরম সুখ লাভে সমর্থ হন। মনুষ্যকে মধুরবাক্যে সমাদর করিলে,সে পুত্রকলত্র ও জীবন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হয় না; অতএব তুমি সকলকেই সমাদর করিবে। লোক সংগ্রহ, দান, মধুরবাক্য প্রয়োগ, শৌচ ও সাবধানতা এই কয়েকটি রাজার নিতান্ত শ্রেয়স্কর; অতএব তুমি এই কয়েকটি বিষয়ে কদাচ অমনোযোগ করিও না। ভূপতি সর্ব্বদাবিপক্ষের রন্ধ্রান্বেষণ পূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিবেন এবং এরূপ সাবধানে চলিবেন, যেন অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার ছিদ্র সন্দর্শন করিতে না পারে। দেবরাজ ইন্দ্র, যম ও বরুণ ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণও ঐরূপ ব্যবহার করিতেন। একণে তুমি তাঁহাদিগের অনুকরণ কর। ভূপতি ধর্ম্মশীল হইলে, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ ইহলোক ও পরলোকে তাঁহার গুণ বর্ণন করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! মহারাজ মান্ধাতা মহর্ষি উতঙ্কের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অশঙ্কিতচিত্তে তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া অবিলম্বে বসুন্ধরা আপনার আয়ত্ত করিলেন। অতএব তুমি রাজা মান্ধাতার ন্যায় ধর্ম্মানুসারে বসুন্ধরা প্রতিপালন কর; তাহা হইলে অক্লেশে দেবলোকে গমন করিতে পারিবে।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়। ৯২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ভূপতি ধার্ম্মিক হইতে মানস করিলে, কি প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন; বৎস! তত্ত্বার্থদর্শী ধীমান্ বামদেব যে পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। একদিন শুদ্ধাচারী কোশলদেশাধিপতি বসুমনা মহাতপা বামদেবকে কহিলেন, ভগবন্! যাহাতে আমি ধর্ম্মচ্যুত না হই, আপনি আমাকে এরূপ কোন উপদেশ প্রদান করুন। তখন বামদেব নহুষতনয় যযাতিতুল্য প্রভাবশালী কোশলাধিপতিকে কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপথ অবলম্বন কর। ধর্ম্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। ধর্ম্মশীল ভূপাল অনায়াসে পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হন। যে নরপতি ধর্ম্মকে অর্থসিদ্ধির দ্বারস্বরূপ বিবেচনা করিয়া সাধুদিগের উপদেশ অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি ধর্ম্মপ্রভাবে

দেদীপ্যমান হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারেন। আর যে অধর্ম্মশীল রাজা বল প্রকাশ পূর্ব্বক অর্থসিদ্ধির চেষ্টা করেন, তাঁহার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ধর্ম্মঘাতক রাজা পাপিষ্ঠ অমাত্যের বশীভূত হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি সকলের বধ্য; তাঁহাকে সপরিবারে অবিলম্বেই নিহত হইতে হয়। গর্ব্বিত, কার্য্যানুষ্ঠানপরাঙ্মুখ, যথেচ্ছাচারী নরপতি এই অখণ্ড অবনীমণ্ডলের একাধিপতি হইলেও অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। মঙ্গলাভিলাষী, অসূয়াবিবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্ ভূপতি সমুদ্রের ন্যায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং বুদ্ধি ও মিত্রই রাজ্যরক্ষার প্রধান উপায়; অতএব ঐ সমস্ত অল্পমাত্র লাভ করিয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত জ্ঞান করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

হে রাজন্! ভূপতি এই সমস্ত উপদেশবাক্য শ্রবণ করিলে, বিপুল ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রজা লাভ করিতে পারেন। সে ধর্ম্মার্থদর্শী ভূপাল এই উপদেশানুসারে বিবেচনা করিয়া অর্থোপার্জ্জনে যত্নবান্ হন, তিনি নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। স্নেহবিহীন অদাতা রাজা প্রজাবর্গের প্রতি নিরন্তর দণ্ডবিধান করিয়া সত্বরেই কালকবলে নিপতিত হন। বুদ্ধিবিহীন ভূপতি প্রায়ই আপনার পাপকর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না; সুতরাং তাঁহাকে ইহলোকে অকীর্ত্তি লাভ ও পরলোকে ঘোরতর নরকবাস করিতে হয়। নরপতি সম্মানজ্ঞ, দাতা ও মিষ্টভাষী হইলে, মনুষ্যগণ তাঁহার বিপদ্ আপনাদিগের বিপদের ন্যায় বিবেচনা করিয়া প্রাণপণে উহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করে। যে ভূপতির ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরু বিদ্যমান না থাকে এবং যিনি অন্যের নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে অর্থসংগ্রহ করিবার অভিলাষ করেন, তিনি চিরকাল সুখভোগে সমর্থ হন না। আর যিনি উপদেশকের বশবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং সমুদায় কার্য্য পর্য্যালোচনা ও ধর্ম্মানুসারে ধনলাভের চেষ্টা করেন, তিনি যাবজ্জীবন সুখভোগ করিতে পারেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়। ৯৩।

হে রাজন্! নরপতি দুর্ব্বলের প্রতি অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, তদ্বংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিগণও সেই পাপপ্রবর্ত্তক দুর্ব্বিনীতের কুপ্রথার অনুসরণ

করিয়া থাকে; তন্নিবন্ধন রাজ্য শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্যগণ স্বধর্ম্মনিরত ভূপালের ব্যবহারের অনুগামী হইলে, উন্মার্গগামী ভূপতির কথা কি বলিব, তাঁহার আত্মীয়গণও তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। অশাস্ত্রদর্শী রাজা ঔদ্ধত্যভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ক্ষত্রিয় চিরাচরিত প্রথা পরিত্যাগ করেন এবং যিনি পূর্ব্বোপকারী শত্রুকে রণস্থলে পরাজিত করিয়া সম্মানিত না করেন, তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হন। সর্ব্বদা সামর্থ্য প্রকাশ, প্রফুল্লবদনে অবস্থান ও বিপদ্‌সময়ে লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। এই প্রকার ব্যবহার করিলে তিনি চিরকাল সকলের প্রিয় ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হন। রাজা কোন কারণবশতঃ একবার যাহার সহিত অপ্রিয়াচরণ করিবেন, তাহার সহিত সর্ব্বদা প্রিয় ব্যবহার করা তাঁহার উচিত। প্রিয়ব্যবহারী হইলে, শত্রুগণও উপকার করিয়া থাকে। মিথ্যাবাক্য পরিত্যাগ এবং অযাচিত হইয়া লোকের হিতচেষ্টা করা ভূপতির নিতান্ত আবশ্যক। কাম, ক্রোধ বা বিদ্বেষবশতঃ ধর্ম্মপরিত্যাগ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। নরপতি প্রশ্নকালে নিরর্থক বাক্য প্রয়োগ অথবা লজ্জা, ত্বরা বা অসূয়া প্রকাশ করিবেন না। প্রিয় ব্যক্তির প্রতি পরিতুষ্ট ও অপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি বিরক্ত হইবেন। অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে অনুতাপ করিবেন না এবং সর্ব্বদা প্রজাবর্গের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। যে ভূপতি সতত প্রজাদিগের হিতসাধনে যত্নবান্ হন, তাঁহার সকল কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন ও ঐশ্বর্য্য চিরস্থায়ী হয়। প্রতিকূলাচরণপরাঙ্মুখ, হিতকারী ভক্ত জনের প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং জিতেন্দ্রিয়, একান্ত অনুরক্ত, কার্য্যক্ষম, অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে অর্থাধিকার প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ করা ভূপতির কর্ত্তব্য। মূর্খ, ইন্দ্রিয়পরবশ, ধনলোলুপ, অসচ্চরিত্র, শঠ এবং মদ্য, দ্যূত, মৃগয়া ও স্ত্রীসম্ভোগ নিরত ব্যক্তির প্রতি গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করিলে, রাজাকে শীঘ্রই শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। যে ভূপতি জিতেন্দ্রিয় ও লোকরক্ষায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহার প্রজাবৃদ্ধি ও শাশ্বত সুখ লাভ হইয়া থাকে। যে নরপতি সুবিশ্বস্ত আত্মীয় চরদ্বারা অন্যান্য প্রজাদিগের আচার ব্যবহার জানিতে পারেন, তিনি অবিলম্বেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। বলশালী মহীপতির অপকারসাধন পূর্ব্বক “আমি উহা হইতে অতিদূরে অবস্থান করিতেছি” মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কারণ, বলবান্ রাজা অপকৃত হইলে, শ্যেনপক্ষীর ন্যায়

সহসা দুর্ব্বলের রাজ্য সমাগত হইয়া থাকে। ভূপতির স্বীয় বাহুবল বিবেচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলদিগকে আক্রমণ করিবেন। বলবান্ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হওয়া তাঁহার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মশীল ভূপতি আপনার বিক্রমপ্রভাবে পৃথিবী লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপাল ও রণস্থলে শত্রুর জীবন সংহার করিবেন। ইহ-লোকে সমুদায় পদার্থই বিনশ্বর; কিছুই চিরস্থায়ী নহে। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ প্রজাদিগকে প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য বিধেয়। দুর্গা-দির রক্ষাবিধান, যুদ্ধ, ধর্ম্মানুশাসন, মন্ত্রচিন্তা ও প্রজাবর্গের সুখসাধন এই পাঁচটী উপায় দ্বারা রাজার অধিকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যিনি এই পাঁচ প্রকার উপায় অবলম্বন করেন, তিনিই রাজশ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার রাজ্য কখনই নষ্ট হয় না। কিন্তু নিরন্তর ঐ পাঁচ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকা এক জনের সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব নরপতি সুবিশ্বস্ত অধিকৃত পুরুষগণের প্রতি উহার ভার সমর্পণ করিয়া চিরকাল পৃথিবী ভোগ করিবেন। যিনি দাতা, বিভাগকর্ত্তা, মৃদু ও পবিত্র এবং যিনি কদাচ প্রজাগণকে পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ করেন না, মনুষ্যগণ তাঁহা-কেই রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া থাকে। যে ভূপতি অন্যের নিকট হিতোপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আপনার মত পরিত্যাগ করিয়া তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, মনুষ্যগণ তাঁহারই অনুগত হয়। যিনি বিদ্বেষবশতঃ হিতাভিলাষী বন্ধুর বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক অহিতকারিগণের বাক্য শ্রবণ করেন এবং সাধুসমাদৃত ব্যবহার পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। রাজা নিগৃহীত অমাত্য, পর্ব্বত, ভয়ানক দুর্গ, হস্তী, অশ্ব, সরীসৃপ এবং রমণীগণের সহিত সর্ব্বদা সং-স্রব রাখিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইবেন। যে ভূপতি ক্রোধপরিবশ হইয়া প্রধান প্রধান অমাত্যদিগকে পরিত্যাগ করত অতি অপকৃষ্টগণের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন এবং যিনি বিদ্বেষবশতঃ হিতকারী জ্ঞাতি-বর্গের উপকারে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাকে অবিলম্বেই বিপদাপন্ন, আশ্রয়-বিহীন ও করাল কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। আর যিনি অসা-ধারণ গুণসম্পন্ন অপ্রিয় ব্যক্তিদিগকেও প্রিয়বাক্য দ্বারা বশবর্ত্তী করিতে পারেন, তাঁহার যশঃসুধাংশু এই ভূমণ্ডলে অনন্তকাল দেদীপ্যমান থাকে। অকালে কর গ্রহণ, অপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও প্রিয় ব্যক্তিকে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য এবং নিয়ত শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হওয়া অতি আবশ্যক। কোন্ কোন্ ভূপতি যথার্থ

অনুরক্ত, কাহারা ভয়বশতঃ শরণাগত এবং তাহাদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি দোষাক্রান্ত, তাহা সর্ব্বদা চিন্তা করা উচিত। আপনাকে বলবান্ বোধ করিয়া দুর্ব্বলের প্রতি বিশ্বাস করা ভূপতির কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। বলবান ব্যক্তি প্রমাদযুক্ত হইলে, দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ অনায়াসে গৃধ্রকুলের ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। পাপাত্মারা সর্ব্বগুণযুক্ত প্রিয়বাদী প্রভুরও অনিষ্টসাধন করে; অতএব উহাদিগকে বিশ্বাস করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। নহুষনন্দন যযাতি রাজরহস্য বর্ণনস্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে, ভূপতিগণ সামান্য শত্রুদিগের সংহারেও অনাদর করিবেন না।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়। ৯৪।

হে মহারাজ! সংগ্রাম না করিয়া শত্রুপরাজয় করাই নরপতির সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ভূপতি সংগ্রাম করিয়া যে জয় লাভ করেন, তাহা সাধুসমাজে জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হয়। রাজা দৃঢ়মূল না হইয়া কদাচ অলব্ধ বস্তু লাভে যত্নবান্ হইবেন না। তিনি দৃঢ়মূল না হইলে, কোন বস্তু লাভ করিতে পারেন না। যে ভূপতির অসংখ্য অমাত্য থাকে, জনপদ অতি বিস্তীর্ণ ও সম্পত্তিসম্পন্ন হয় এবং প্রজাগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, ধনধান্যশালী ও বশীভূত হইয়া সমুদায় লোকের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, তাঁহাকেই দৃঢ়মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ভূপতি যোধগণ সতত সন্তুষ্টচিত্তে ও শত্রুগণকে প্রবঞ্চনা করিতে পটু, তিনি অল্প সৈন্য গ্রহণ করিয়াও সমস্ত মেদিনী পরাজয় করিতে সমর্থ হন। ভূপাল যখন আপনাকে প্রতাপান্বিত বিবেচনা করিবেন, সেই সময়েই তিনি স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে শত্রুর ভূমি ও ধন হরণ করিতে সচেষ্ট হইবেন। অভ্যুদয়শালী রাজা জীবগণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও আত্মরক্ষায় যত্ন করিলে ক্রমে ক্রমে সকলকেই পরাজয় করিতে পারেন। যে ভূপতি আত্মীয়বর্গের সহিত সর্ব্বদা সম্পূর্ণ মিথ্যা ব্যবহার করেন, তিনি অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। যে ভূপাল সর্ব্বদা শত্রুপীড়ন না করেন, তাঁহার অরাতিগণ কখনই অবসন্ন হয় না এবং যিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন, কেহই তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। পণ্ডিত রাজা সজ্জনবিদ্বিষ্ট ব্যবহার পরিত্যাগ ও নিয়ত শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, যে নরপতি কর্ত্তব্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া সুখ অনুভব করিতে

পারেন, তাঁহাকে কখনই অনুতাপিত বা লোকসমাজে নিন্দিত হইতে হয় না। হে মহারাজ! ভূপতি এই প্রকার ব্যবহার করিলেই ইহলোকে ও পরলোকে জয়লাভ করিতে পারেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহারাজ বসুমনা বামদেবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমিও সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলেই উভয় লোক জয় করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়। ৯৫।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! বলবান্ রাজা দুর্ব্বল রাজাকে পরাজয় করিতে বাসনা করিলে, তাঁহাকে কি প্রকারে উহা সম্পাদন করিতে হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! বলবান্ ভূপাল অন্যের রাজ্যে সমাগত হইয়া তত্রত্য প্রজাবর্গকে কহিবেন যে, আমি তোমাদিগের অধিপতি হইয়া তোমাদিগকে সুচারুরূপে প্রতিপালন করিব; তোমরা আমাকে কর প্রদান ও আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। মহাবল আগন্তুক ভূপতি এই কথা কহিলে, যদি প্রজাগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত হয়, তবে তিনি কোন বিবাদ না করিয়া তাহাদিগের উপর রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। আর তাহারা যদি তাঁহার বাক্যে অসম্মত হয়, তবে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বশবর্ত্তী করিবেন। তাহাদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়ব্যতীত অন্য জাতি যদি তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে সমুদ্যত হয়, তাহা হইলে নানাপ্রকার উপায় দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। হীন ব্যক্তিগণও ক্ষত্রিয়কে দুর্ব্বল, আত্মত্রাণে অসমর্থ ও বিপক্ষের নিকট ভীত দেখিলে শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজয় করে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ভূপতি অন্য ক্ষত্রিয়কে আক্রমণ করিয়া তাহার সহিত কি প্রকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! নরপতি বর্ম্ম ধারণ না করিয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না এবং একাকী হইয়া বহু ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিবেন না। কোন ব্যক্তি সংগ্রামে অসমর্থ হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইলে ভূপতিকে বর্ম্মধারণ এবং সৈন্যের সহিত আগমন করিলে

তাঁহাকে সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। শত্রু যদি শঠতাচরণ করত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে নরপতি কপটতা সহকারে তাহার সহিত সংগ্রাম করিবেন। আর সে যদি ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ভূপতিও ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিবারণ করিতে সচেষ্ট হইবেন। অশ্বে আরোহণ করিয়া রথীর অভিমুখে গমন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; রথারোহণ পূর্ব্বক রথীর অভিমুখে গমন করাই বিধেয়। বিপন্ন, ভীত বা জিত ব্যক্তির প্রতি শস্ত্র পরিত্যাগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বিষাক্ত বা কুটিল বাণ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। অসাধুগণই ঐরূপ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া থাকে। ভূপতি জিঘাংসাপরবশ প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিবেন। দুর্ব্বল, পুত্রহীন, শস্ত্রবিহীন, বিপন্ন, ছিন্নশরাসন ও হতবাহন ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করা নিতান্ত অবিধেয়। রণস্থলে যদি সাধু ব্যক্তি শরনির্ভিন্ন ও বিপদাপন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নরপতি হয়, তাঁহাকে তাঁহার আবাসে প্রেরণ, না হয়, আপনার ভবনে আনয়ন করিয়া চিকিৎসাদ্বারা তাঁহার সাস্থ্য বিধান করিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সাধুগণ সর্ব্বদাই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবেন; ধর্ম্মচ্যুত হওয়া তাঁহাদিগের কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। যিনি শঠতাচরণ পূর্ব্বক অধর্ম্মযুদ্ধে জয় লাভ করেন, তিনি আপনিই আপনার নিধনের কারণ হইয়া থাকেন। পাপাত্মারাই অধর্ম্ম যুদ্ধ করে। সাধুগণ সৎপথাবলম্বী হইয়াই অসাধুদিগকে জয় করিবেন। অধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করা অপেক্ষা ধর্ম্মযুদ্ধে জীবন পরিত্যাগ করাও বিধেয়। অনেক স্থানে অধর্ম্মাচরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ফলভোগ হয় না বটে, কিন্তু সেই অধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে অধার্ম্মিককে সমূলে উন্মূলিত করিয়া ফেলে। পাপপরায়ণ পুরুষ প্রথমতঃ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক পুলকিত চিত্তে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনে অধর্ম্ম নাই বিবেচনা করত পুণ্যাত্মাদিগের প্রতি উপহাস বাক্য প্রয়োগ এবং বরুণের পাশে বদ্ধ হইয়াও আপনাকে অমর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, কিন্তু সেই দুর্ম্মতিকে সত্বরেই বিনষ্ট হইতে হয়। অধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি প্রথমে বায়ুপূরিত চর্ম্মকোষের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে নদীকূলস্থিত বৃক্ষের ন্যায় সমূলে নির্ম্মূল হইয়া থাকে। সেই সময় সমুদায় লোকেই তাহাকে প্রস্তরে নিপতিত কুম্ভের ন্যায় বিনষ্ট দেখিয়া তাহার ও তাহার কার্য্যের নিন্দা করে। অত-

এব ধর্ম্মানুসারেই বিজয়লাভ ও কোষবৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হওয়া ভূপালগণের কর্ত্তব্য।

—০:০—

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়। ৯৬।

হে ধর্ম্মরাজ! ভূপতি অধর্ম্মানুসারে জয়লাভ করিতে কোনক্রমেই বাসনা করিবেন না। নরপতি অধর্ম্মদ্বারা বিজয় লাভ করিয়া কদাচ কাহার সম্মানভাজন হইতে পারে না! অধর্ম্মানুসারে জয়লাভ করা নিতান্ত নিন্দনীয় ও অকিঞ্চিৎকর। উহা রাজ্যের সহিত ভূপতিকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। বর্ম্মবিহীন, কৃতাঞ্জলি, অস্ত্র পরিত্যাগী ও শরণাগত ব্যক্তিকে সংহার করা রাজার কদাচ বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত হয়, রাজা স্বয়ং তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না। তিনি তাহাকে গ্রহণ করিয়া আপনার ভবনে আনয়ন পূর্ব্বক এক বৎসর দাসত্ব স্বীকার করিতে উপদেশ প্রদান করিবেন। সে যদি এক বৎসরের মধ্যে দাসত্ব স্বীকার না করে তাহা হইলে তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়াই রাজার কর্ত্তব্য। নরপতি যদি বলবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক বিপক্ষের কন্যাকে আপনার ভবনে আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাকে আপনার পত্নি করিবার নিমিত্ত এক বৎসর উপদেশ প্রদান করিবেন। এক বৎসরের মধ্যে সে যদি তাঁহার পত্নী হইতে স্বীকার না করে ও অন্যকে বরণ করিতে বাসনা করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে আর আপনার ভবনে স্থান দান করিবেন না। ভূপতি এই প্রকার দাস দাসী প্রভৃতি যে কিছু বলপূর্ব্বক আহরণ করিবেন, সেই সকল এক বৎসরের মধ্যে আপনার বশীভূত না হইলে, তৎসমুদায়কে পরিত্যাগ করিবেন। চৌরাদির ধন গ্রহণ পূর্ব্বক সঞ্চিত না করিয়া সত্বরেই উহা ব্যয় করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা জয়লব্ধ গাভীর দুগ্ধ আপনি ব্যবহার না করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পান করিতে দিবেন এবং বৃষভ সকলকে ভূমিকর্ষণে নিয়োগ অথবা জিত ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করিবেন। ক্ষত্রিয় ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তিরই ভূপতির অভিমুখে অস্ত্র পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। উভয় পক্ষ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কোন ব্রাহ্মণ যদি তাঁহাদিগের শান্তিসংস্থাপনবাসনায় মধ্যস্থলে আসিয়া উপনীত হন, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ উভয় পক্ষ নিবৃত্ত হইবেন; কদাচ যুদ্ধ করিবেন না। যে ক্ষত্রিয় এই শাশ্বত নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে অতিক্রম করে,

সে ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্কস্বরূপ; সে ব্যক্তি কখন ক্ষত্রিয় মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, তাহাকে জনসমাজ হইতে বহিষ্কৃত করাই কর্ত্তব্য। যে ভূপতি জয় লাভ করিতে অভিলাষ করেন, তিনি কোনক্রমেই ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিবেন না। ধর্ম্মানুসারে জয়লাভ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। যাহারা সহসা বিরক্ত হইয়া উঠে, তাহাদিগকে প্রবোধবাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া ভোগ প্রদান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন করাই ভূপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য; উহাদিগকে সান্ত্বনা না করিয়া ভোগ প্রদান করিলে, উহারা বিরক্ত হইয়া রাজ্য হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক রন্ধ্রান্বেষী বিপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ভূপতি বিপদ্‌সময় উপস্থিত হইলে, শত্রুদিগের সাহায্য করিয়া সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। কূটযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিপক্ষকে প্রবঞ্চনা অথবা দৃঢ়তর প্রহার করা ধর্ম্মশীল নরপতির উচিত নহে। দৃঢ়তর প্রহারপ্রভাবেই লোকে প্রায়ই জীবন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যে রাজা অতি অল্পে পরিতুষ্ট হন, তিনি বিশুদ্ধ জীবনেরই প্রশংসা করেন। যাঁহার রাজ্য সুবিস্তীর্ণ, প্রজাবর্গ অনুগত ও ধনসম্পন্ন এবং মন্ত্রী ও ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্টচিত্ত, সেই ভূপতিই দৃঢ়মূল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যিনি ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্যান্য শ্রুতসম্পন্ন পূজার্হ ব্যক্তিগণের অর্চ্চনা করেন, তিনিই যথার্থ লোকব্যবহারজ্ঞ; দেবরাজ ইন্দ্র ঐ প্রকার ব্যবহার করিয়াই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। নরপতিগণ ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। রাজা প্রতর্দ্দন যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া বিপক্ষের ভূমিভিন্ন অন্যান্য ধনসম্পত্তি এবং অন্ন ও ওষধি পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার অণুমাত্র হানি হয় নাই। দিবোদাস শত্রুকে পরাজয় করিয়া তাহার যজ্ঞ, অগ্নি, হবি ও সিদ্ধান্ন আহরণ করত পুনর্ব্বার শত্রুকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা নাভাগ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক শ্রোত্রিয় ও তাপসগণের ধনভিন্ন রাজ্যস্থিত সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন ভূপাল ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। হে রাজন্! নরপতিগণ বিজয়বাসনা করিবেন বটে, কিন্তু যিনি আপনার হিতাভিলাষী হইবেন, তাঁহার মায়া বা দর্পসহকারে জয়লাভের চেষ্টা করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

—*—

সপ্তনবতিতম অধ্যায়। ৯৭।

—০॥০—

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই। ভূপতি সংগ্রামসময়ে সৈন্যমধ্যস্থিত বৈশ্যাদিকেও নিপাতিত করেন। যহা হউক, রাজা কি প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, পুণ্যলোকগমনে সমর্থ হন, এক্ষণে তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ভূপতিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান, দান এবং পাপাত্মাদিগের নিগ্রহ ও সাধুবর্গের প্রতি অনুগ্রহ দ্বারা পবিত্র ও পাপশূন্য হন। তাঁহারা বিজয়াভিলাষী হইয়া জীবদিগকে নিপীড়িত করেন বটে, কিন্তু জয়লাভ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। দান, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা তাঁহাদিগের পাপ বিনষ্ট এবং জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ দ্বারা পুণ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কৃষক যেরূপ ক্ষেত্রসংস্কারে ব্যাপৃত হইয়া ধান্য রাখিয়া তৃণ সমস্ত উন্মূলিত করিয়া থাকে, সেইরূপ শস্ত্রপ্রহারকর্ত্তা শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল বধার্হ ব্যক্তিদিগকেই সংহার করেন। নরপতি প্রজাপালন দ্বারাই সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন। যে ভূপতি প্রজাদিগকে বিনাশ ও ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগের দস্যুভয়াদি নিবারণ করেন, সকল লোকেই তাঁহাকে ধনদাতা, সুখদাতা ও অন্নদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা প্রজাবর্গকে অভয়দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ইহলোকে শ্রেয়োলাভ ও পরলোকে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যে ভূপতি ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করেন, তিনি অনন্তদক্ষিণ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারেন। যে রাজা নির্ভয়চিত্তে অরাতিগণের প্রতি শর বর্ষণ করেন, সুরগণ তাঁহাকেই পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া থাকেন। নরপতির যাবৎসংখ্যক অস্ত্র শত্রুগণের চর্ম্ম ভেদ করে, তিনি তাবৎসংখ্যক সর্ব্বকামপ্রদ অক্ষয় লোক লাভ করিতে সমর্থ হন। যুদ্ধকালে ভূপতির কলেবর হইতে যে শোণিত বিনির্গত হয়, তিনি সেই রুধিরের সহিত সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মবেত্তা পণ্ডিতগণ কহেন যে, রণক্লেশ সহ্য করাই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান তপস্যা। ভীরুস্বভাব পুরুষেরাই জলধর হইতে জললাভের ন্যায়, শূরগণের শরণ লাভের বাসনা করিয়া সংগ্রামের পশ্চাৎভাগে অবস্থান করে। বীর পুরুষ যদি ভয়ের সময়ে তাহাদিগের

পরিত্রাণ বাসনায় স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে পশ্চাৎভাগে অবস্থাপন পূর্ব্বক রক্ষা করেন, তাহা হইলে তিনি সমধিক পুণ্যলাভে সমর্থ হন। আর যে সমুদায় ব্যক্তি বীরদিগের বাহুবলপ্রভাবে বিপদ্ হইতে বিমুক্ত ও রক্ষিত হয়, তাহারা যদি তাঁহাকে জীবনদাতা বলিয়া সতত নমস্কার করে, তাহা হইলেই তাহাদের ন্যায্য ও উপযুক্ত কার্য্য করা হয়। ইহলোকে সকলের প্রকৃতি সমান নহে; কেহ কেহ সৈন্যদিগের ঘোরতর যুদ্ধকালে বিপক্ষগণের অভিমুখে গমন করে, আর কেহ কেহ ঐ সময় রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে থাকে। যাঁহারা জীবনসঙ্কট সময়ে জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুগণের অভিমুখীন হন, তাঁহারা মহাবীর, আর যাঁহারা ঐ সময় আত্মপক্ষীয়বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা কাপুরুষ। আত্মীয়বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া অক্ষত কলেবরে গমন করা নিতান্ত নরাধমের কার্য্য। ঐরূপ পুরুষ যেন তোমার বংশে জন্ম গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি আপনার জীবন রক্ষার নিমিত্ত সহায়ভূত বীরগণকে পরিত্যাগ করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অমঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। ঐ রূপ কাপুরুষদিগকে কাষ্ঠ ও লোষ্ট্র দ্বারা নিহত, কটাগ্নি দ্বারা দগ্ধ অথবা পশুর ন্যায় নিপাতিত করাই বিধেয়। শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক জীবন পরিত্যাগ করিলে ক্ষত্রিয়কে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। যে ক্ষত্রিয় শ্লেষ্ম মূত্র পরিত্যাগ ও সকরুণ বিলাপ করত অক্ষত কলেবরে প্রাণত্যাগ করে, সে কখনই পণ্ডিতগণের প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। ক্ষত্রিয়দিগের গৃহমৃত্যু নিতান্ত নিন্দনীয়। উহারা স্বভাবতঃ শূর, অভিমানী; সুতরাং উহারা সংগ্রামে বাহুবীর্য্য প্রকাশ না করিলে, লোকে উহাদিগকে কৃপণ ও অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সন্দেহ নাই। সমরপরাঙ্মুখ মনুষ্যগণ রোগাক্রান্ত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত মুখে ক্লেশসূচক শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পুত্রদিগকে শোকাকুলিত করিয়া আরোগ্য লাভ বা বারংবার মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া থাকে। অভিমানী বীর পুরুষগণ কোনক্রমেই এরূপ মৃত্যু বাসনা করেন না! জ্ঞাতিগণের সহিত মিলিত হইয়া সমরে শরবর্ষণ পূর্ব্বক অরাতিগণের তীক্ষ্ণ শস্ত্রে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বীর পুরুষ কামক্রোধপ্রভাবে শত্রুবর্গের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও আপনাকে ব্যথিত জ্ঞান করেন না। তিনি লোকপূজিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সমরে তনুত্যাগ পূর্ব্বক অনায়াসে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন। যে সমুদায় মহাবীর সমরাঙ্গনে বিপক্ষগণে পরি-

বৃত হইয়া দীনতা প্রকাশ বা পলায়ন না করিয়া জীবন পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা অবশ্যই অক্ষয়লোক লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়। ৯৮।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বীরগণ সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া কোন্ কোন্ লোকে গমন করিয়া থাকেন, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এই বিষয় উপলক্ষে ইন্দ্র ও অম্বরীষ সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। নাভাগতনয় মহামতি অম্বরীষ দুর্লভ সুরলোকে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সেনাপতি সুদেব পুরন্দরের সহিত তেজোময় দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতেছে। নাভাগনন্দন সেনাপতির সমৃদ্ধি সন্দর্শন পূর্ব্বক নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, দেবরাজকে কহিলেন, ইন্দ্র! আমি সসাগরা বসুন্ধরা বশীভূত করিয়া ধর্ম্মকামনায় শাস্ত্রানুসারে বর্ণচতুষ্টয় প্রতিপালন, রণস্থলে সৈন্যগণকে পরাজয়, ঘোরতর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, গুরুজন সেবা, বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন এবং অন্ন প্রদান দ্বারা অতিথি, স্বধাদান দ্বারা পিতৃলোক, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষি ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সুরগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছি। পূর্ব্বে এই সুদেব আমার সৈনাপতি ছিলেন। এক্ষণে উনি কোন্ পুণ্যফলে আমাকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন?

দেবরাজ কহিলেন, মহারাজ! সুদেব অতি বিস্তীর্ণ সমরযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের সংগ্রাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আর কিছুই নাই। যোধগণ কবচধারী হইয়া সৈন্যসাগরে অবতীর্ণ হইলেই সমরযজ্ঞে অধিকারী হন।

অম্বরীষ কহিলেন, পুরন্দর! রণযজ্ঞের হবি, আজ্য ও দক্ষিণা কি এবং উহার ঋত্বিকই বা কে? তৎসমুদায় বর্ণন করুন।

দেবরাজ কহিলেন, রাজন্! মাতঙ্গগণ ঐ যজ্ঞের ঋত্বিক্, তুরঙ্গমগণ অদ্ধর্য্যু, শত্রুর মাংস হবি, শোণিত আজ্য এবং শৃগাল, গৃধ্র ও বায়সগণ উহার সদস্য। ঐ সদস্যগণ ঐ যজ্ঞের আজ্যশেষ পান ও হবি ভক্ষণ করিয়া থাকে। শাণিত প্রাস, তোমর, খড়্গ, শক্তি ও পরশু ঐ যজ্ঞের

স্রুক এবং বিপক্ষদেহভেদী নিশিত সায়ক উহার স্রুব। দ্বীপিচর্ম্মাবৃত গজদন্তবিনির্ম্মিত মুষ্টিসম্পন্ন খড়্গ উহার স্ফিক। লৌহময় সুতীক্ষ্ণ প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি ও পরশুর আঘাত উহার ধনসম্পত্তি। বীরগণের পরস্পর আক্রমণ ও প্রহারনিবন্ধন যে শোণিতধারা নির্গত হয়, তাহাই ঐ যজ্ঞের সর্ব্বকামপ্রদ পূর্ণাহুতি। সৈন্যগণমধ্যে ছিন্ধি, ভিন্ধি প্রভৃতি যে সমুদায় শব্দ শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, উহা উহার সামগান স্বরূপ। পরপক্ষীয়গণের সেনামুখ উহার আজ্যস্থালী। কুঞ্জর, অশ্ব এবং চর্ম্ম-ধারী মানবগণ উহার শ্যেনচিত অগ্নি। এক সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইলে, যে কবন্ধ সমুত্থিত হইয়া থাকে, উহা ঐ যজ্ঞের অষ্টকোণযুক্ত খাদির যূপ আর তলনাদ উহার বষট্কার এবং দুন্দুভি উহার উদ্গাতা স্বরূপ। অপহৃত ব্রহ্মস্বের লদ্ধারার্থ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক জীবিতনির-পেক্ষ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, অনন্তদক্ষিণ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। যে বীর প্রভুর হিতসাধনার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ভয়বশতঃ উহা পরিত্যাগ না করেন, যিনি নীলচর্ম্মাবৃত খড়্গ ও পরিঘাকার বাহুদ্বারা রণস্থল সমাকীর্ণ করেন এবং যিনি সহায়নিরপেক্ষ হইয়া একান্ত চিত্তে সৈন্যসাগরে প্রবিষ্ট হন, তিনি আমার সায় বাক্য লাভ করিয়া থাকেন।

যে মহাবীর ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য সকল স্বরূপ মণ্ডূক ও কচ্ছপ, বীরবর্গের অস্থিস্বরূপ কর্কর, মাংস ও শোণিত স্বরূপ কর্দ্দম, খড়্গচর্ম্ম গৃধ্র কঙ্ক ও বারর্স স্বরূপ ভেলা, কেশকলাপ স্বরূপ শৈবাল ও শাদ্বল, অশ্ব ও হস্তী স্বরূপ সেতু, পতাকা ও ধ্বজ স্বরূপ বেতসলতা, নিহত মাতঙ্গ স্বরূপ মহানক্র এবং ঋষ্টি ও খড়্গ স্বরূপ নৌকা সমাকীর্ণ রাক্ষসবহুল ভীরুজন-ভয়াবহ ভীষণ রুধীরনদী প্রবাহিত করিতে সমর্থ হন, তিনিই ঐ যজ্ঞের অবভৃত স্নানের উপযুক্ত পাত্র। বিপক্ষগণের সেনামুখ যাঁহার পত্নীশালা, যোধগণ যাঁহার দক্ষিণ সদস্য উত্তর দিক্ যঁজ্ঞকুণ্ড, বিপক্ষসেনা যাঁহার কলত্র ও উভয় ব্যূহের মধ্যস্থান যাঁহার যজ্ঞবেদী স্বরূপ হয়, আর যিনি শত্রুবর্গের মস্তক এবং মাতঙ্গ তুরঙ্গদ্বারা ঐ বেদী সমাচ্ছন্ন করেন, তিনিই আমার সালোক্য লাভে সমর্থ হন। যে যোদ্ধা শঙ্কিতচিত্তে সংগ্রাম-পরাঙ্মুখ হইয়া শত্রুশরে বিনষ্ট হয়, সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকে। যে মহাবীরের রুধিরধারা এবং কেশ, মাংস ও অস্থি সমূহদ্বারা রণস্থল সমাকীর্ণ হয়, তিনি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। যিনি শত্রুপক্ষীয় সেনাপতিকে সংহার করিয়া তাহার যানে আরোহণ করিতে পারেন, সেই মহাবীর বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমশালী ও বৃহস্পতির সদৃশ

বুদ্ধিমান্ হন। যিনি রণস্থলে সেনানায়ক বা তাঁহার পুত্র অথবা যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিনষ্ট না করিয়া আপনার বশবর্ত্তী করিতে পারেন, তিনি আমার সালোক্যলাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যুদ্ধ-নিহত বীর পুরুষ নিশ্চয়ই স্বরলোকে গমন করেন। তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যার্থ অন্নজল প্রদান ও অশৌচ গ্রহণ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। বীর পুরুষ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে জীবন পরিত্যাগ করিলে, অপ্সরাগণ তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত সত্বরে ধাবমান হয়। যে ব্যক্তি সমরধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি তপস্যা, শাশ্বত ধর্ম্ম এবং আশ্রমচতুষ্টয়ের ফল লাভ করিতে পারেন। বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীলোককে এবং যে ব্যক্তি তৃণ মুখে লইয়া শরণাগত হইয়া থাকে, তাহাকে সংহার করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। আমি জম্ব, বৃত্ত, বল, পাক, বিরোচন, দুর্নিবার নমুচি, মায়াবী সম্বর, বিপ্রচিত্তি, প্রহ্লাদ ও অন্যান্য দানব-দিগকে সংহার করিয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।

—০:০—

একোনশততম অধ্যায়। ৯৯।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই বীর জনের উৎসাহপ্রদানবিষয়ে প্রতর্দ্দন ও জনক রাজার সংগ্রাম উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে। মহামতি জনকরাজা যজ্ঞোপবীতি সংগ্রামে যোধগণের যে প্রকার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট মিথিলাধিপতি মহামতি জনক ঐ যুদ্ধে আপনার সৈন্য-দিগকে স্বর্গ ও নরক প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! যাহারা সংগ্রামে ভীত না হয়, তাহারা এই গন্ধর্ব্বকন্যাপরিপূর্ণ সর্ব্বফলপ্রদ ভাস্বর স্বর্গলোক লাভ করে; আর যাহারা আপনার জীবন রক্ষার্থ রণস্থল হইতে পলায়ন করে, তাহারা অনন্তকাল এই অকীর্ত্তিকর নরকে নিপতিত হয়; অতএব তোমরা জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া অরাতিদিগকে পরাজয় কর; কদাচ অতি কুৎসিত নরকের বশীভূত হইও না। সমরা-ঙ্গনে কলেবর পরিত্যাগ করাই বীরগণের স্বর্গদ্বার স্বরূপ।

যোধগণ সমরাঙ্গনে মিথিলাধিপতি জনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করত শত্রুদিগকে পরাজয় করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অতএব দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণের রণাঙ্গনে অবস্থান করাই বিধেয়। কুঞ্জরগণের মধ্যস্থলে রথিবর্গকে, রথিগণের পশ্চাদ্ভাগে অশ্বারোহীদিগকে এবং অশ্বারোহীদিগের মধ্যস্থলে বর্ম্মধারী পদাতিদিগকে সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। যে ভূপতি এইরূপ ব্যূহ রচনা করেন, তিনি সতত জয় লাভ করিতে পারেন; অতএব সমুদায় যুদ্ধেই এই প্রকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। যুদ্ধানুরাগী মনুষ্যগণ ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা সুরলোকে গমন করিতে বাসনা করেন। মকরেরা যেরূপ সাগরকে বিক্ষোভিত করে, সেইরূপ ভূপালগণও রণাঙ্গন বিক্ষোভিত করিয়া শত্রুসৈন্যদিগকে বিচলিত ও বিষণ্ণ ব্যক্তিগণকে আনন্দিত করিবেন। যে ভূমি আয়ত্ত করা হইয়াছে, তাহার রক্ষাবিধানার্থ সর্ব্বদা যত্নবান্ হইবেন। যে সমুদায় সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কদাচ তাহার অনুসরণ করিবেন না। যে সকল সৈন্য একবার পলায়ন করিয়া পুনর্ব্বার জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের বেগ নিতান্ত দুঃসহ; অতএব বিশেষ সাবধান না হইয়া সহসা তাহাদিগের অভিমুখে গমন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি মহাবেগে পলায়ন করিতেছে, তাহাকে প্রহার করা বীর পুরুষের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। স্থাবর, সকল জঙ্গমের ভক্ষ্য, দন্তহীন দন্তবানের ভক্ষ্য, জল পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির ভক্ষ্য ও কাতর ব্যক্তিগণ বীরগণের ভক্ষ্য। ভীরুরা শূরগণের ন্যায় হস্তপদাদিসম্পন্ন হইয়াও ভয়বশতঃ তাহাদিগের নিকট পরাজিত হইয়া থাকে। এই জন্যই ভীরুদিগকে বীরগণের আশ্রয় গ্রহণ ও তাহাদিগের নিকট অঞ্জলি বন্ধন করিতে হয়। বীরগণের বাহুদণ্ডে ধরাতলস্থিত যাবতীয় লোক লম্বিত রহিয়াছে। অতএব বীরগণ সর্ব্বাবস্থাতেই সম্মানভাজন হইবার উপযুক্ত পাত্র, সন্দেহ নাই। ত্রিভুবনমধ্যে শৌর্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। শূর ব্যক্তি সকলকেই প্রতিপালন করেন।

শততম অধ্যায়। ১০০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। বিজয়াভিলাষী ব্যক্তি যে প্রকার অল্প অধর্ম্মাচরণ করিয়াও ভীরু সৈন্যদিগকে সমরে অভিমুখীন করেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সত্য, জীবিতনিরপেক্ষতা, শিষ্টাচার ও

কৌশল দ্বারাই যুদ্ধধর্ম্ম প্রতিপালন করা যায়। এক্ষণে আমি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ কৌশলের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা জানিতে পারিলে, অনায়াসেই ধর্ম্মার্থঘাতক দস্যুদিগকে সংহার করা যায়। সকলেরই সরল ও বক্র এই দুই প্রকার বুদ্ধি থাকা উচিত। লোকে বক্রবুদ্ধি দ্বারা অন্যেরঅপকার না করিয়া উপস্থিত বিপদ্ সকল পরিজ্ঞাত হইবে। বিপক্ষগণ রাজ্যমধ্যে ভেদ উৎপাদন করিয়া নরপতির সর্ব্বনাশে যত্নবান্ হয়; কিন্তু রাজা বক্রবুদ্ধিসম্পন্ন হইলে, তাহারা কখনই স্বার্থসম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। যুদ্ধাভিলাষী ভূপালগণ গজচর্ম্ম, বৃষ ও অজগরের অস্থি ও কণ্টক, চামর, শাণিত শস্ত্র, পীতলোহিত বর্ম্ম, নানাবর্ণরঞ্জিত ধ্বজ ও পতাকা, ঋষ্টি, তোমর, নিশিত খড়্গ, পরশু, ফলক, চর্ম্ম এবং কৃতনিশ্চয় যোধগণকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। চৈত্র অথবা অগ্রহায়ণ মাসে সংগ্রামার্থ সৈন্যসংগ্রহ করাই কর্ত্তব্য। ঐ সময় পৃথিবী বারিপূর্ণ ও শস্যশালী হয় এবং শীত অথবা গ্রীষ্মের আতিশয্য থাকে না। অতএব ঐ দুই মাসই শত্রুদিগকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়। শত্রুগণ ব্যসনাপন্ন হইলে, যে কোন সময়ে হউক না কেন, তাহাদিগকে আক্রমণ করা যুক্তিবহির্ভূত নহে। অভিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ চরগণের সুবিদিত স্থলপথ বা জলপথ দিয়া যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। মৃগের ন্যায় অরণ্যমধ্য দিয়া গমন করা মনুষ্যদিগের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব বিজয়াভিলাষী ভূপালগণ সৈন্যগণকে উত্তম পথ দিয়া লইয়া গমন করিবেন। সদ্বংশজাত মহাবলশালী বীরগণকেই সৈন্যগণের অগ্রসর করা কর্ত্তব্য। স্বীয় দুর্গ একদ্বারিযুক্ত ও সলিলসম্পন্ন হইলে উহা আশ্রয় করিয়া সমাগত বিপক্ষদিগকে অনায়াসে নিবারণ করা যায়। রণবিদ্যাবিশারদ বিবিধ গুণযুক্ত ব্যক্তিগণ শূন্যপ্রদেশ অপেক্ষা বনের নিকটস্থ ভূমি সৈন্যস্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন। অতএব সেই স্থানে সৈন্যগণের সহিত অবতরণ পূর্ব্বক পদাতিদিগকে গোপনে রাখিয়া শত্রুগণ সমাগত হইবামাত্র তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। সপ্তর্ষিদিগকে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপন করত অচলের ন্যায় স্থিরচিত্ত হইয়া সংগ্রাম করিলে, দুর্জ্জয় শত্রুদিগকেও পরাজয় করিতে পারা যায় এবং শুক্র যাহার অনুকূল হয়, তাহার জয় লাভে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শুক্র অপেক্ষা দিবাকরের, দিবাকর অপেক্ষা বায়ুর অনুকূলতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরগণ বারিকর্দ্দমবিবর্জ্জিত লোষ্ট্রবিহীন প্রকারাদিশূন্য প্রদেশকে অশ্বারোহিগণের, সলিলশূন্য কাশবিশিষ্ট

অবন্ধুর প্রদেশকে রথিগণের, ক্ষুদ্রবৃক্ষ ও মহাকক্ষসঙ্কুল প্রদেশকে কুঞ্জরা-রোহিগণের এবং পর্ব্বত, উপবন ও বেণুবেত্রসমাকুল বহুদুর্গসমন্বিত প্রদেশকে পদাদিগণের সংগ্রামোপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। সৈন্যমধ্যে পদাতিসংখ্যা অধিক হইলে, উহা সুদৃঢ় বলিয়া পরিগণিত হয়। নির্ম্মল দিবসে রথাশ্বসঙ্কুল সৈন্য হইয়া যুদ্ধ করা বিধেয়। প্রাবৃটকালে যুদ্ধ করিতে হইলে, সৈন্যমধ্যে অধিক পরিমাণে হস্তী ও পদাতি সন্নিবেশিত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি দেশকাল বিবেচনা করিয়া ঐ সমুদায় নিয়ম অনুসারে সুচারুরূপে সৈন্যসংযোজন পূর্ব্বক উত্তম তিথি নক্ষত্রে সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত গমন করে, তিনি নিয়তই জয় লাভ করিয়া থাকেন। প্রসুপ্ত, তৃষিত, পরিশ্রান্ত, প্রচলিত, পান ভোজনে আসক্ত, নিহত, দৃঢ়তর সমাহত, নিবারিত, বিশ্বস্ত, কার্য্যান্তর ব্যাপৃত, তাপিত, বহির্গত, তৃণাদির অহরণকর্ত্তা, শিবিরে পলায়মান এবং রাজার বা অমাত্যের পরিচর্য্যানিরত অধ্যক্ষদিগকে আঘাত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহারা পরকীয় সৈন্যবর্গকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে, তাহাদিগকে আপনার সমান আসন, পান, ভোজন ও দ্বিগুণ বেতন প্রদান এবং উহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি দশসৈন্যের অধিপতি, তাহাকে এক শত সৈন্যের ও যে ব্যক্তি শত সৈন্যের অধিপতি, তাহাকে সহস্র সৈন্যের আধিপত্যে সংস্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভূপতি প্রধানানুসারে ক্রমে ক্রমে সমস্ত যোদ্ধাকে আহ্বান পূর্ব্বক একত্র করিয়া কহিবেন যে, এক্ষণে জয় লাভ করিবার নিমিত্ত রণাঙ্গনে গমন করিয়া পরস্পর কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিব না বলিয়া আমা-দিগকে শপথ করিতে হইবে। অতএব আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা ভীরুস্বভাব আছেন, অথবা যাঁহারা নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আত্ম-পক্ষীয় প্রধান ব্যক্তিকে বিনাশ করিবেন, তাঁহারা এই সময়েই নিবৃত্ত হউন। উহাঁরা যেন রণস্থলে গমন পূর্ব্বক আত্মীয়দিগকে সংহার বা সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না করেন। বীরপুরুষগণ আত্মপক্ষীয় সৈন্যদিগকে রক্ষা করিয়া পরিশেষে শত্রুগণকে সংহার করিয়া থাকেন। রণস্থল হইতে পলায়ন করিলে অর্থনাশ, মৃত্যু ও ঘোরতর অপযশ হয়। আমাদিগের বিপক্ষগণই যেন আমাদের কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ভগ্ন দন্তোষ্ঠ হইয়া ঐ সমুদায় বিপদে নিপতিত হয়। যাহারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়, সেই নরাধমগণ মনুষ্যের সংখ্যাবর্দ্ধকমাত্র। উহারা কোনলোকেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না। জয়শীল বিপক্ষগণ আনন্দিত হইয়া

মণ্ডলাকারে, পলায়মান ব্যক্তির অনুগমন করিয়া থাকে। অরাতিগণ রণস্থলে গমন পূর্ব্বক যাহার যশঃশশধরের কলঙ্ক আরোপিত করে, আমার মতে তাহার ক্লেশ মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও অসহ্য। জয়লাভ ধর্ম্ম ও সুখের মূলস্বরূপ; ভীরু ব্যক্তি শত্রু কর্ত্তৃক সমাহত বা মৃত্যুগ্রস্ত হইতে ভীত হয়, কিন্তু বীর পুরুষগণ সুস্থচিত্তে বিপক্ষের প্রহার সহ্য ও জীবন পরিত্যাগ করেন; অতএব আমরা জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া সমরে গমন পূর্ব্বক হয়, জয়লাভ না হয়, শত্রুর হস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সদগতিলাভ করিব।

হে ধর্ম্মরাজ! বীর পুরুষ নির্ভয়চিত্তে সৈন্যদিগকে এই প্রকারে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক বিপক্ষসৈন্যে অবগাহন করিবেন। যুদ্ধসময়ে খড়্গচর্ম্মধারী পদাতি সৈন্যদিগকে অগ্রভাগে, শকটারোহী সৈন্যদিগকে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপিত করিয়া মধ্যস্থলে অন্যান্য বীরবর্গকে সন্নিবেশিত করা বিধেয়। ঐ সময় যাঁহারা অগ্রবর্ত্তী থাকিবেন, তাঁহারা শত্রু সংহারের নিমিত্ত পদাতিকগণকে রক্ষা করিবেন। বলবান্ মনস্বী ব্যক্তিগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন পূর্ব্বক তাহাদের রক্ষাবিধানে যত্নবান হইবে। ভীরুগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যত্ন পূর্ব্বক তাহাদিগের সন্নিধানে অবস্থান করা বীরবর্গের অবশ্য কর্ত্তব্য। সেনাপতি সংগ্রামপ্রবৃত্ত অল্পসংখ্যক সৈন্যদিগকে চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করিবেন। অধিক সংখ্যক সৈন্যের সহিত অল্পসংখ্যক সৈন্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, সূচীমুখ ব্যূহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, সেনাপতি বিপক্ষপক্ষীয়েরা পলায়ন করিতেছে বলিয়া সেনাগণের বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। আর মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ "আমাদিগের মিত্রবল উপস্থিত হইয়াছে, তোমরা নির্ভয়চিত্তে প্রহার কর" বলিয়া সৈন্যবর্গের উৎসাহ বর্দ্ধন এবং শঙ্খ, বেণু, শৃঙ্গ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনিসহকারে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিবেন।

-০*০-

একাধিকশততম অধ্যায়। ১০১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে কি প্রকার আচারপরায়ণ কীদৃশ আকারসম্পন্ন এবং কিরূপ বর্ম্ম ও অস্ত্র শস্ত্রধারী হইলে, সংগ্রামে উপযুক্ত হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সমরাঙ্গনে কুল ও দেশাচার প্রচলিত শস্ত্র, বাহন ব্যবহার করাই বিধেয়। বীর পুরুষগণ ঐ নিয়মের অনুগামী হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। অশঙ্কিত চিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত গান্ধার, সিন্ধু ও সৌবীরগণ নখর ও প্রাস দ্বারা সংগ্রাম করিয়া থাকে। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা বলবিক্রমশালী কূটযুদ্ধ বিশারদ প্রাচ্যগণ কুঞ্জরারোহণ পূর্ব্বক উত্তম রূপে যুদ্ধ করিতে পারে। যবন, কাম্বোজ ও মথুরানিবাসী বীরগণ বাহুযুদ্ধে এবং দাক্ষিণাত্যগণ অসিযুদ্ধে বিলক্ষণ নিপুণ।

সর্ব্বদেশেই বীর পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে যে সমুদায় লক্ষণ থাকিলে বীর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা শ্রবণ কর। যাহাদিগের কণ্ঠস্বর ও গতি সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় এবং লোচন পারাবত ও ভুজঙ্গের ন্যায়, তাহারা অনায়াসে শত্রুসৈন্যদিগকে বিমর্দ্দন করিতে সমর্থ হয়। যাহাদিগের কণ্ঠস্বর মৃগের ন্যায় এবং চক্ষু ব্যাঘ্র ও বৃষভের ন্যায়; তাহারা অনবহিত মূর্খ ও ক্রোধপরায়ণ হইয়া থাকে। যাহারা উষ্ট্র ও জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন এবং অনায়াসে অধিক দূরে গমন করিতে সমর্থ হয়, যাহাদিগের নাশাগ্র ও জিহ্বা অতিশয় কুটীল; শরীর মার্জ্জারের ন্যায় কুব্জ, কেশকলাপ অতি বিরল, গাত্রের চর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম ও চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তাহারাই সাতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। যাহারা গোধার ন্যায় মৃদুস্বভাবসম্পন্ন এবং যাহারা অশ্বের ন্যায় গমন ও চীৎকার করিতে সমর্থ হয়, তাহারা অনায়াসে সংগ্রামসাগর সমুত্তীর্ণ হইতে পারে। যাহাদিগের কলেবর অতিশয় দৃঢ়, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, যাহারা বাদিত্র শব্দে ক্রুদ্ধ ও কলহ উপস্থিত হইলে পুলকিত হয়, যাহাদিগের লোচন পিঙ্গল, গাম্ভীর্য্যসূচক বহির্গত ও নকুলের ন্যায় অতি কুটিল এবং মুখমণ্ডল ভ্রুকুটীকুটিল, তাহারা অনায়াসে শরীর রক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়। যাহাদিগের ললাট অতি প্রশস্ত, হনুদেশ মাংসশূন্য, বাহু ও অঙ্গুলি কুলিশের ন্যায় সুদৃঢ়, কলেবর ক্ষীণ শিরাব্যাপ্ত এবং যাহারা যুদ্ধের সময় সমাগত হইলে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মহাবেগে সংগ্রামস্থলে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। যাহাদিগের কেশের প্রান্তভাগ পিঙ্গলবর্ণ ও কুটীল, গণ্ডযুগল ও গ্রীবাদেশ অতিশয় স্থূল স্কন্ধদ্বয় উন্নত, জানুর অধোভাগ অতি বিকটাকার, মস্তক বর্ত্তুলাকার, মুখমণ্ডল বিড়ালের ন্যায় বিস্তীর্ণ, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ানক, যাহারা বৈনতেয়ের ন্যায় উদ্ধত ও রোশপরবশ, যাহাদিগের যুদ্ধস্থলে কখনই শান্তি জন্মে না এবং যাহারা নিতান্ত অধর্ম্মশীল, গর্ব্বিত ও ঘোরদর্শন,

তাহারা অনায়াসে জীবিতনিরপেক্ষ ও সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। উহারা সকলেই নীচজাতিসমুৎপন্ন। এইরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যগণের পুরোবর্ত্তী করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহারা সাহসসহকারে বিপক্ষসৈন্যদিগকে সংহার করিয়া থাকে এবং আপনারাও জীবন পরিত্যাগ করিতে ভীত হয় না। উহাদিগের প্রতি সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিলে, উহারা পরাভব বিবেচনা করে এবং সর্ব্বদা ভূপতির প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হয়।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়। ১০২

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ কোন্ লক্ষণ সৈন্যদিগের জয়সূচনা করিয়া থাকে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সৈন্যবর্গের জয়-প্রত্যাশা করিতে পারা যায়, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যগণ দৈবপ্রতিকূলতানিবন্ধন মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে থাকিলে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ঐ বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত ও জপ প্রভৃতি নানাপ্রকার শ্রেয়স্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই দৈব দুর্ঘটনার উপশম করিয়া থাকেন। যে সৈন্যমধ্যে যোধগণ ও বাহন সকল হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করে, সেই সৈন্যেরা জয়লাভ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। সৈন্যদিগের গমন সময়ে সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত, শক্রধনু সমুদিত, মেঘ ও সূর্য্যরশ্মি প্রকাশিত এবং শৃগাল, বায়স ও গৃধ্রগণ অনুকূল হইলে সিদ্ধিলাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ধূমবিহীন পাবকের রশ্মি ঊর্দ্ধগত ও শিখা দক্ষিণাবর্ত্ত, যজ্ঞের পবিত্রগন্ধ অনুভূত, শঙ্খ ও ভেরী সমুদায় গম্ভীর শব্দে নিনাদিত এবং যোদ্ধৃবর্গ প্রসন্নচিত্ত হইলে, জয়লাভের কোন সন্দেহ থাকে না। মৃগগণ সৈন্যগণের যুদ্ধযাত্রাসময়ে বামভাগ বা পশ্চাদ্ভাগে এবং তাহাদিগের শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইবার কালে দক্ষিণ ভাগে অবস্থান করিলে, মঙ্গলসূচক বলিয়া পরিগণিত হয়। উহারা সৈন্যদিগের অগ্রসর হইলে কোনক্রমেই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। হংস, ক্রৌঞ্চ, শতপত্র ও ভাস প্রভৃতি পক্ষিগণ শুভসূচক নিনাদ করিলে এবং যোদ্ধৃবর্গ হৃষ্টচিত্ত হইলে ভাবী জয়লাভ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যাহাদিগের সেনাগণ অস্ত্র, যন্ত্র, কবচ, ধ্বজ ও মুখবর্ণপ্রভাবে নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠে, তাহারা নিশ্চয়ই শত্রুদিগকে পরাজয়

করিতে সমর্থ হয়। যাহাদিগের যোধগণ শুচি, শুশ্রূষাপরতন্ত্র, অভিমানশূন্য ও পরস্পর সৌহার্দ্দসম্পন্ন, তাহাদের জয়লাভে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ সমুদায় সুখজনক এবং যোধগণ ধৈর্য্যসম্পন্ন হইলে, জয়লাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সংগ্রামপ্রবেশে সমুদ্যত ব্যক্তির বাম পার্শ্বস্থিত ও সংগ্রাম প্রবিষ্ট ব্যক্তির দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত বায়ু অনুকূল হইয়া থাকে। বায়ু পশ্চাদাগত হইলে, মঙ্গলসূচক ও সম্মুখস্থ হইলে, অমঙ্গলসূচক হয়।

চতুরঙ্গিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াও প্রথমে সান্ত্বাদ দ্বারা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার চেষ্টা করিবে। সন্ধিস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে,যুদ্ধ করা বিধেয়। সংগ্রাম করিয়া শত্রুকে পরাজয় করিলে,সেই জয়লাভ জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সমরে জয়লাভ হওয়া দৈবায়ত্ত। সৈন্যগণ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলে, সলিলের বিষম বেগের ন্যায় ও শঙ্কিতচিত্তে পলায়নমৃগকদম্বের ন্যায় উহাদিগকে নিবারণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। সৈন্যগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে শ্রবণ করিলে, তন্মধ্যস্থিত যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরগণও সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। আবার পঞ্চাশৎ জনমাত্র মহাবীর পরস্পর সমবেত, জীবিত নিরপেক্ষ ও যত্নবান্ হইলে, অসংখ্য শত্রুসৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিতে পারেন। অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে একত্র সমবেত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাঁচ ছয় বা সাতজনমাত্র সদ্বংশজাত বীর পুরুষ অসংখ্য শত্রুকে পরাজয় করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। অতএব ভূপতি অপরিমিত বলসম্পন্ন হইয়াও প্রথমেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। সাম, দান ও ভেদদ্বারা কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেই যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবেন।

বিপক্ষগণের রাজ্যমধ্যে সংগ্রামের নিমিত্ত সৈন্য সকল প্রেরণ করিলেই ভীরুগণ তাহাদিগকে বজ্রের ন্যায় বিবেচনা করিয়া ভীত হয়। আর যাহারা বিজয়াভিলাষী হইয়া সেই সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হয়, তাহাদিগের কলেবর হইতে নিরন্তর স্বেদধারা বিনির্গত হইতে থাকে। তৎকালে শত্রুবর্গের সমস্ত রাজ্য ব্যথিত ও অস্ত্রপ্রতাপে বীরবর্গের মজ্জা অবসন্ন হইতে থাকে; অতএব নরপতি বিপক্ষের প্রতি সান্ত্বাদ প্রয়োগ ও তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাহার রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করিবেন। ঐ প্রকার কৌশল করিলে বিপক্ষের সহিত সন্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। রাজা বিপক্ষের আত্মীয়ভেদ উৎপাদ-

নার্থ চরপ্রয়োগ ও তাঁহার শত্রুর সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিবেন। শত্রুর বিপক্ষদিগের সহিত সমবেত ও তাহাকে নিপীড়িত করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।

ক্ষমাগুণ সর্ব্বদা সাধুগণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। অসাধুদিগের নিকট উহা কখনই অবস্থান করে না। এক্ষণে তোমরা ক্ষমা ও অক্ষমার প্রয়োজন অবগত হওয়া উচিত। শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলে ভূপতির যশ পরিবর্দ্ধিত হয়। ক্ষমাগুণসম্পন্ন ব্যক্তি অতিশয় অপরাধ করিলেও বিপক্ষগণ তাহাকে বিশ্বাস করে। সম্বর কহিয়া গিয়াছেন, বক্র কাষ্ঠকে যে প্রকার অনলের উত্তাপ প্রদান না করিয়া সরল করিলে উহা অবিলম্বেই পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় বক্র হইয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুকে নিপীড়িত না করিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিলে সে অচিরাৎ শত্রুতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়; অতএব অরাতিগণকে বিশেষরূপে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে তাহাদিগের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। সৎস্বভাবসম্পন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ মতের প্রশংসা করেন না। শত্রুকে সংহার না করিয়া পুত্রের ন্যায় বশবর্ত্তী করাই ভূপতির উচিত। নরপতি উগ্রস্বভাব হইলে প্রজাবর্গের দ্বেষভাজন ও মৃদুস্বভাব হইলে সকলের অবজ্ঞাস্পদ হইয়া থাকেন; অতএব মৃদুতা ও উগ্রতা উভয়ই অবলম্বন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। লোককে প্রহার করিবার পূর্ব্বে ও প্রহার করিবার কালে তাহার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করা ও প্রহার করিয়া বিলাপ ও অনুতাপ সহকারে তাহাকে কৃপা প্রদর্শন করা ভূপতির নিতান্ত আবশ্যক। নরপতি সংগ্রামে বিপক্ষপক্ষীয় বীরদিগকে নিপাতিত করিয়া হতাবশিষ্ট শত্রুদিগকে নির্জ্জনে আহ্বান পূর্ব্বক কাতরস্বরে কহিবেন, আহা! আমার সৈন্যগণ ঐ সমুদায় ব্যক্তিকে সংহার করিয়া সমরে আমার সাতিশয় অপ্রিয়াচরণ করিয়াছে। আমি আমার সৈন্যবর্গকে উহাদিগের জীবন সংহার করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই আমার বাক্য রক্ষা করিল না। হায়! ঐ যে মহাবীর জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, উহাঁর তুল্য যুদ্ধবিশারদ আর কেহই ছিল না; উনি কখনই সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করেন নাই। উহাঁর সদৃশ বীর পুরুষ অতি দুর্লভ। উনি নিহত হওয়াতে আমি সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। নরপতি এইরূপে বিপক্ষদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তাহাদিগকে বশবর্ত্তী করিবার নিমিত্ত নিহত ব্যক্তিগণের আত্মীয়ের ন্যায় বিলাপ ও অনুতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভূপতি এই

প্রকারে সর্ব্বাবস্থাতেই সাত্তগুণাবলম্বী হইলে, ভয়বিহীন এবং প্রজাবর্গের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন। রাজা সকলের বিশ্বাসভাজন হইলে, তাঁহার সমস্ত বাসনা নিঃসন্দেহ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। অতএব রাজা সুস্থচিত্তে বসুমতী উপভোগ করিতে বাসনা করেন, তিনি মায়া পরিহার পূর্ব্বক সমুদায় লোকের বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিবেন।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়। ১০৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মৃদু, তীক্ষ্ণ ও সহায়সম্পন্ন শত্রুদিগের মধ্যে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই বিষয় উপলক্ষে বাসবৃহস্পতিসম্বাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিন শত্রুনিসূদন দেবরাজ ইন্দ্র সুরগুরু বৃহস্পতির সন্নিধানে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমি কিরূপে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া বিপক্ষবর্গের সহিত ব্যবহার করিব এবং কি উপায় অবলম্বন করিয়াই বা তাহাদিগকে এককালে উচ্ছিন্ন না করিয়া আপনার বশীভূত করিব? আমি বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার ও আমার আমাদের উভয়েরই জয়লাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; কিন্তু আমি কি উপায় অবলম্বন করিলে শত্রুকে জয়লাভে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং জয়লাভ করিতে পারিব?

অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ত্রিবর্গবেত্তা রাজধর্ম্মবিশারদ সুরগুরু বৃহস্পতি দেবরাজ পুরন্দরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পাকশাসন! বিবাদ দ্বারা শত্রুবর্গকে শাসন করিতে অভিলাষ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বালকগণই ক্রোধপরবশ ও ক্ষমাবিহীন হইয়া থাকে। শত্রুকে বিনাশ করিতে বাসনা করিয়া উহা কোনক্রমেই প্রকাশ করিবে না। শত্রুর নিকট ক্রোধ, ভয় ও হর্ষলক্ষণ সমুদায় গোপনে রাখা এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস না করিয়া বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিপক্ষের প্রতি সর্ব্বদা প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবেন। তাহার সহিত কদাচ অপ্রিয়ব্যবহার, বৃথা শত্রুতাচরণ বা মূর্খতা প্রকাশ করিবেন না। ব্যাধগণ যেরূপ বিহঙ্গমগণের ন্যায় শব্দ করিয়া তাহাদিগকে বশবর্ত্তী

করিয়া থাকে, ভূপতিও সেইরূপ শত্রুবর্গের সহিত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত বা বিনষ্ট করিবেন। শত্রুকে পরাজয় করিয়া সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। দুরাত্মারা চটৎকারশীল পাবকের ন্যায় প্রতিনিয়ত জাগরিত থাকে। যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই জয় লাভ হইবার সম্ভাবনা; অতএব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বিপক্ষকে বশবর্ত্তী করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে ক্ষমতা প্রদান বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, সে প্রতিপক্ষের অনবধানতা দেখিলেই প্রহার, ভেদোৎপাদন ও অর্থদান প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাহার সৈন্যদিগকে আপনার বশীভূত ও প্রচ্ছন্নভাবে তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিয়া থাকে।

শত্রুসংসর্গ পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। তিনি শত্রুকে সহসা আক্রমণ না করিয়া দীর্ঘকাল উপেক্ষা করত তাহার বিশ্বাসোৎপাদন ও সংহারে যত্নবান্ হইবেন। এককালে বহু শত্রুকে প্রহার বা তাহাদিগের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উপযুক্ত সময় সমাগত হইলেই শত্রুকে প্রহার করাই উচিত। কদাচ কালান্তর প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। কার্য্যসাধনের সুযোগ একবার অতিক্রম হইলে পুনরায় উহা প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। অনুপযুক্ত সময়ে শত্রুর প্রতি তেজঃপ্রকাশ বা তাহাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিবে না। কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা শত্রুবর্গের ছিদ্র অন্বেষণ করিবে। অদূরদর্শী রাজাকে স্বীয় আলস্য, মৃদুতা, অধিক দণ্ডবিধান ও প্রমাদ এবং শত্রুর সুপ্রযুক্ত মায়া প্রভাবে উৎসন্ন হইতে হয়। যে ভূপতি আলস্য প্রভৃতি দোষ সকল পরিহার ও বিপক্ষের মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, তিনি অনায়াসে শত্রুপক্ষকে সংহার করিতে পারেন। যদি কোন অমাত্য একাকীই কোন গোপনীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কেবল তাহারই সহিত সেই বিষয়ের মন্ত্রণা করা বিধেয়। অনেক মন্ত্রীর সহিত উহার মন্ত্রণা করিলে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সেই কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া থাকে, তাহাতে কার্য্যহানি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যদি একের সহিত মন্ত্রণা করিলে, উহাতে কোন ব্যাঘাত জন্মে, তাহা হইলে অন্যান্য মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য। শত্রু দূরে থাকিলে, পুরোহিত দ্বারা অভিচার প্রয়োগ এবং নিকটে রহিলে, তাহার প্রতি চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করা উচিত। ভূপতি উপযুক্ত সময় অবগত হইয়া প্রথমতঃ শত্রুগণের ভেদোৎপাদন পূর্ব্বক অবশেষে গোপনে দণ্ডবিধান করিবেন। কালক্রমে শত্রু-

বলবান্ হইয়া উঠিলে, প্রথমতঃ তাহার নিকট অবনত হওয়া তৎপরে তাহার অনবধান সময়ে সাবধান হইয়া তাহার সংহারবাসনা করা রাজার কর্ত্তব্য। প্রণিপাত, ধনদান এবং মধুরবাক্য প্রয়োগ দ্বারা বলবান্ শত্রুর মনোরঞ্জন করা অবশ্য বিধেয়। তাহারে শঙ্কা উৎপাদন করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। শঙ্কার স্থান সমুদায় সর্ব্বদা পরিহার করা আবশ্যক। শত্রুদিগের প্রতি বিশ্বাস করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তাহারা পরাজিত হইয়া নিয়ত অবহিত থাকে। মনুষ্যগণ অস্থিরচিত্ত হইলে, তাহাদের উন্নতিলাভ হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট; অতএব সর্ব্বদা স্থিরচিত্ত হইয়া কে মিত্র, আর কে শত্রু, তাহা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য।

নরপতি মৃদুস্বভাব হইলে, সকলেই তাঁহাকে পরাজয় করে এবং নিতান্ত উগ্রস্বভাব হইলে তাহা হইতে সকলেই ভীত হইয়া থাকে; অতএব তুমি নিতান্ত মৃদু অথবা নিতান্ত উগ্র হইও না। যে ব্যক্তি রাজ্যরক্ষায় অমনোযোগী হয় তাহার রাজ্য বেগবতী নদীর তীরস্থিত সলিলসমাক্রান্ত প্রাসাদের ন্যায় অবিলম্বে উৎসন্ন হইয়া যায়। শত্রুসংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগের সকলকেই একবারে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে; প্রত্যুত সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা ক্রমশঃ তাহাদিগের অনেককে বশবর্ত্তী করিয়া অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক ব্যক্তিদিগকে এককালে আক্রমণ করিবে। সামর্থ্য থাকিলেও এককালে সকলকে আক্রমণ করা বুদ্ধিমান্ রাজার কর্ত্তব্য নহে। যখন মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ পদাতি সঙ্কুল, যন্ত্রবহুল সেনাগণ অনুরক্ত থাকিবে, যখন শত্রু অপেক্ষা আপনার বল অধিক বিবেচিত হইবে, রাজা তখনই প্রকাশ্য রূপে অবিচারিত চিত্তে শত্রুকে প্রহার করিবেন। শত্রু অপেক্ষাকৃত বলশালী হইলে, তাহার সহিত সন্ধি, তাহার নিকট মৃদুভাব অবলম্বন বা প্রকাশ্যে তাহার প্রতি যুদ্ধার্থ গমন না করিয়া গোপনে তাহার দণ্ডবিধান করা বিধেয়। প্রকাশ্যরূপে বলশালী শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলে, শস্যনাশ ও সলিলে বিষসংযোগ এবং কোষ অমাত্য প্রভৃতি সপ্তপ্রকার প্রকৃতির উপর বারংবার সংশয় উৎপত্তিনিবন্ধন চিন্তাবৃদ্ধির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা শত্রুগণের প্রতি মায়া প্রয়োগ এবং শত্রুদিগের উত্তেজন ও অপযশ ঘোষণা করিবে। শত্রুগণ স্ব স্ব নগর ও জনপদমধ্যে যে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, বিশ্বস্ত মনুষ্য দ্বারা তাহার অবধারণ করা অতি আবশ্যক। নরপতিগণ বিলক্ষ-

দিগের পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রত্য ভোগ্য বস্তুর উচ্ছেদ এবং স্বীয় নগর-মধ্যে নীতি প্রচার করিবেন। শত্রুকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত চর-গণকে গোপনে অর্থ প্রদান ও সর্ব্বসমক্ষে তাহাদিগের ভোগ্য দ্রব্য সকল অপহরণ করিয়া ইহারা দুষ্টস্বভাব বলিয়া তাহাদিগকে শত্রুরাজ্যে প্রেরণ করিবেন। ঐ সময় সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ভাষাকথাবিশারদ সুশিক্ষিত বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের দ্বারা আপনার পুরমধ্যে অরাতিবধকামনায় দৈবক্রিয়ার অনু-ষ্ঠান করা তাঁহার আবশ্যক।

দেবরাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! কোন্ কোন্ চিহ্ন দ্বারা দুষ্ট লোককে অবগত হওয়া যায়, তাহা বর্ণন করুন।

সুরগুরু কহিলেন, পুরন্দর! দুষ্ট ব্যক্তিগণ পরোক্ষে অন্যের দোষ-কীর্ত্তন, লোকের সদ্গুণে অসূয়া প্রদর্শন বা অন্যের গুণবর্ণন শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে। উহাদিগের সর্ব্বদা ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস, ওষ্ঠদংশন ও শিরঃপ্রকম্পন প্রভৃতি বিকার সকল দৃষ্টিগোচর হয়। উহারা সর্ব্বদাই লোকের সংসর্গে অবস্থান ও জনসমাজে অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। পরোক্ষে অঙ্গীকার প্রতিপালন ও সমক্ষে তদ্বিষয়ক কোন কথাই উত্থাপন করে না; পৃথক্ পৃথক্ আসিয়া ভোজন করে এবং আজি ভোজ্য বস্তু সমুদায় উৎকৃষ্ট হয় নাই বলিয়া দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ শয়ন, উপবেশন ও গমন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই উহাদিগের দুষ্টভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দুঃখের সময় দুঃখিত ও আহ্লাদের সময় আহ্লাদিত হওয়াই মিত্রের লক্ষণ; ইহার বিপরীত কার্য্য শত্রুতার লক্ষণ। দেবরাজ এই আমি তোমার নিকট শাস্ত্রানুসারে দুষ্টের স্বভাব বর্ণন করিলাম।

হে যুধিষ্ঠির! শত্রুনিধননিরত ইন্দ্র বৃহস্পতির সেই শাস্ত্রসম্মত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যুদ্ধকালে তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া শত্রুদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন।

চতুরধিকশততম অধ্যায়। ১০৪।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মশীল রাজা অর্থাভাবনিবন্ধন সৈন্য-বিহীন ও মন্ত্রী কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, কোন্ উপায় দ্বারা সুখ লাভ করি-বেন, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! এই বিষয় উপলক্ষে আমি কোশলরাজতনয় ক্ষেমদর্শীর ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে রাজতনয় ক্ষেমদর্শী ক্ষীণবল ও বিষম বিপদে নিপতিত হইয়া মহাতপা কালকবৃক্ষীয়ের সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করত কহিয়াছিলেন, ব্রহ্মন্! মাদৃশ ব্যক্তি বারংবার রাজ্যপ্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াও তদ্বিষয়ে যদি কৃতকার্য্য হইতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাণত্যাগ, চৌর্য্য ও পরাশ্রয়গ্রহণ প্রভৃতি নীচ কর্ম্ম ব্যতিরেকে অন্য যাহা কর্ত্তব্য থাকে, তাহা বর্ণন করুন। ভবাদৃশ বিবিধবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত ও কৃতজ্ঞ লোকেরাই দৈহিক বা মানসিক পীড়ায় সমাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে আশ্রয় প্রদান করেন। বিষয়বাসনায় আসক্ত হওয়া মনুষ্যের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। সাংসারিক আনন্দ ও শোক পরিহার পূর্ব্বক জ্ঞানরূপ ধন লাভ করিতে পারিলেই লোকে বিশুদ্ধ সুখ অনুভব করিতে পারে। যাহারা অর্থজনিত ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হয়, আমার মতে তাহারা নিতান্ত শোচনীয়। দেখুন, আমার বিপুল অর্থ স্বপ্নসম্ভূত সম্পত্তির ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা প্রভূত অর্থ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগের তুল্য ক্ষমতাবান্ আর কেহই নাই। এক্ষণে আমার সমুদায় অর্থ বিনষ্ট হওয়াতেও আমি অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, হে ভগবন্! এক্ষণে আমি সম্পত্তিবিহীন, কাতর ও নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। অতঃপর যাহাতে অন্য প্রকার সুখ অনুভব করিতে পারি, আপনি তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাতপা কালকবৃক্ষীয় রাজকুমারের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাজতনয়! তুমি সর্ব্বাগ্রে আপনাকে ও আপনার অধিকৃত দ্রব্য সমুদায়কে অনিত্য বলিয়া জ্ঞান এবং যে সমস্ত পদার্থ বর্ত্তমান আছে বলিয়া বোধ করিতেছ, সেই সমস্ত নাই বলিয়া বিশ্বাস কর। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াই ঘোরতর বিপদ্‌সময়েও ব্যথিত হন না। যে সমুদায় হইয়া গিয়াছে এবং যে সমস্ত হইবে, তৎসমস্তই মিথ্যা; তুমি এইরূপ নিশ্চয় করিলেই অধর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। পূর্ব্ব পুরুষেরা যে সমুদায় ধন ধান্যাদি সঞ্চিত করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই তাঁহাদিগের সহিত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এই প্রকার বিবেচনা করিলে, কোন ব্যক্তিকেই অনুতাপ করিতে হয় না। দৈবের প্রভাব কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। দেখ, বিপুল সম্পন্ন ব্যক্তিও কালে নির্দ্ধনতা প্রাপ্ত হয় এবং যাহার কিছুমাত্র ধন

সম্পত্তি নাই, সেও অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। শোক প্রকাশ করিলে, অর্থাগমের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অতএব শোক পরিত্যাগ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। আজি তোমার পিতা ও পিতামহগণ কোথায় অবস্থান করিতেছেন, তুমি তাহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছ না। তাঁহারাও তোমাকে দেখিতে পাইতেছেন না। এক্ষণে তাঁহাদিগের জন্য শোক প্রকাশ না করিয়া আপনি চিরজীবি বা নশ্বর, তাহা পর্য্যালোচনা কর। তুমি বিশেষরূপে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিলে, নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে যে, তুমি চিরকাল কখনই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। কি আমি, কি তুমি, কি শত্রু, কি মিত্র এবং কি বিংশতিবর্ষ কি ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক মনুষ্যগণ সকলকেই কোন না কোন সময়ে করাল কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। কেহই চিরজীবী হইবে না। কোন মানবের যদি প্রভূত অর্থ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি সেই অর্থ আমার নয়, বিবেচনা করিয়া আপনার মনের প্রীতিসাধন করিবেন। যাঁহারা অনাগত ও অতীত বিষয় আপনার নয়, বিবেচনা করিয়া অদৃষ্টকেই বলবান্ বলিয়া বোধ করেন, তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত ও সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তোমার সদৃশ ও তোমা অপেক্ষা সমধিক বুদ্ধি ও পুরুষকারসম্পন্ন মনুষ্যগণ অর্থবিহীন হইয়াও বুদ্ধিপ্রভাবে পৌরষ প্রকাশ পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতেছে। তাহারা ত তোমার ন্যায় শোকে অভিভূত হয় নাই। তুমি কি কারণে বৃথা শোক প্রকাশ করিতেছ?

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, মহর্ষে! আমি অনায়াসে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে কালসহযোগে উহার উচ্ছেদদশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিতান্ত অনুতাপিত হইতেছি।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! অতীত বা অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আপনার প্রাপ্য বিষয় লাভ করিতে অভিলাষ করাই বিধেয়; অপ্রাপ্য বিষয়ের বাসনা করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তুমি আপনার অধিকৃত বিষয় উপভোগ করত সুখানুভব করিতে থাক। অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত কদাচ শোক প্রকাশ করিও না। অর্থনাশজন্য অনুতাপ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। দুর্ব্বুদ্ধি মনুষ্যগণই ভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বিধাতাকে তিরস্কার করিয়া থাকে; অধিকৃত ধনসম্পত্তিতে পরিতুষ্ট হয় না এবং নীচ ব্যক্তিগণকে ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া জ্ঞান করে। ঐ সমুদায় কারণবশতঃ তাহাদিগকে অধিক

ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। আত্মাভিমানী ব্যক্তিরাই ঈর্ষাপরবশ হইয়া থাকে। তুমি ত কখন কাহার প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ কর নাই। যাহা হউক এক্ষণে তুমি স্বয়ং অর্থবিহীন হইয়াও অন্যের সৌভাগ্য সন্দর্শনে কাতর হইও না। মৎসরবিহীন ব্যক্তিগণ কৌশলক্রমে শত্রুগণেরও রাজ্যভোগ করিতে পারে। যোগধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মশীল পণ্ডিতগণ অর্থকে অনিত্য ও বাসনাবৃদ্ধির নিদান জানিয়া অনায়াসে রাজলক্ষ্মী ও পুত্রপৌত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অনেকে ঐশ্বর্য্যকে অতি দুর্লভ বিবেচনা করিয়া সংসারস্থ সমস্ত পদার্থ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তুমি বিজ্ঞ হইয়াও অপ্রার্থনীয় অস্থির বিষয়ের বাসনা করিয়া অতি দীনভাবে পরিতাপ করিতেছ। এক্ষণে ঐ বাসনা পরিত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য। অর্থ অনর্থরূপে এবং অনর্থ অর্থরূপে পরিগণিত হয়। অনেকে অর্থবৃদ্ধি করিতে গিয়া একবারে নির্দ্ধন হইয়া পড়ে এবং অনেকে অর্থই অনন্ত সুখের কারণ, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই, বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা উহার অভিলাষ করে। যে ব্যক্তি নিরন্তর অর্থ অনুসন্ধান করিয়া থাকে, তাহার অন্যান্য সমস্ত কার্য্যই বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি কেহ কথঞ্চিৎ স্বীয় প্রার্থিত অর্থ প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে, তাহার দুঃখের পরিসীমা থাকে না। সদ্বংশজাত সাধু ব্যক্তিগণ পারলৌকিক সুখ অভিলাষ করিয়া লৌকিক সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। ধনলোলুপ ব্যক্তিগণ ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে এবং ধন ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করা নিরর্থক বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। হায়! যাহারা এই অচিরস্থায়ী জীবন ধারণ পূর্ব্বক ধনতৃষ্ণায় বিমোহিত হয়, তাহাদিগের ন্যায় নির্ব্বোধ ও শোচনীয় আর কে আছে? যখন সঞ্চিত দ্রব্যমাত্রেই বিনাশ, জীবিত ব্যক্তি মাত্রেরই নিধন ও সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসারে অনুরাগ প্রকাশ করিবেন? হয় মনুষ্যগণ অর্থকে, না হয় অর্থ মনুষ্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহা বিবেচনা করিয়া অর্থনাশজন্য কখনই ব্যথিত হন না। এই সংসারে অসংখ্য লোকের অর্থনাশ ও বন্ধুবিয়োগ হইতেছে। তুমি উহা দেখিয়া স্থিরচিত্ত হও। ইন্দ্রিয়, মন ও বাক্য সংযত কর এবং অতীত বা অনাগত বিষয়ের জন্য শোক করিও না। ভবাদৃশ মৃদু, দান্ত, সংযতাত্মা ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী ব্যক্তিগণ সামান্য বস্তুর নিমিত্ত চঞ্চল বা সন্তাপিত হন না। অতি নৃশংস পাপজনক কাপুরুষোচিত ভিক্ষাবৃত্তি

অবলম্বন করাও তোমার বিধেয় নহে। তুমি বাগযত ও সর্ব্বপ্রাণির প্রতি দয়াপরবশ হইয়া ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক একাকী কানন মধ্যে বৃহদ্দন্ত মাতঙ্গের সহিত একত্র বাস করিয়া অল্পলাভে পরিতুষ্ট হন, তিনি পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন। মহাহ্রদ একবার ক্ষুব্ধ হইয়া পুনরায় আপনিই প্রসন্ন হয়। এক্ষণে তুমি অমাত্যাদিবিহীন হইয়াছে; তোমার অর্থলাভ হইবারও সম্ভাবনা নাই; অতএব বোধ হয়, তুমি ঐ প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিলেই সুখে অবস্থান করিতে পারিবে।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়। ১০৫।

হে নরপতে! আর তুমি যদি পুরুষকার প্রকাশ করিতে পার, তাহা হইলে রাজ্য লাভার্থ তোমাকে নীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি। সেই নীতি অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিলেই তুমি নিশ্চয় বিপুল ধন ও রাজ্যলাভে সমর্থ হইবে। যদি উহাতে তোমার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে সেই নীতি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, হে তপোধন! আপনি সেই নীতিবিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন; আমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিতেছি। অদ্য আপনার সহিত আমার সমাগম যেন বিফল না হয়।

মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয় ও অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিপক্ষদিগকেও নমস্কার করা তোমার বিধেয়। তুমি পবিত্র কার্য্য দ্বারা সত্যপরায়ণ বিদেহাধিপতির পরিচর্য্যা করিলে তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই ধন প্রদান করিবেন। তুমি কিছুকাল বিদেহরাজের নিকট অবস্থান করিলে, ক্রমে ক্রমে তাঁহার বাহুস্বরূপ ও সমুদয় লোকের বিশ্বাসভাজন হইবে এবং অনায়াসে উৎসাহসম্পন্ন ব্যসনবিহীন সহায়বল প্রাপ্ত হইতে পারিবে। সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয় নীতিশাস্ত্রবিশারদ বিদেহাধিপতি জনক সতত প্রজাবর্গকে প্রসন্ন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করেন। তুমি তাঁহার নিকট মান্য এবং তাঁহার প্রজাবর্গের বিশ্বাসভাজন ও সমাদরণীয় হইয়া সুহৃদ্বল লাভ করিলে, অনায়াসেই সুমন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া শত্রু দ্বারা শত্রুবর্গের মধ্যে ভেদোৎপাদন বা এক শত্রুর সহিত মন্ত্রণা করিয়া অন্য শত্রুর বলক্ষয় করিতে সমর্থ হইবে। ঐ সময় তুমি শত্রুদিগকে উত্তম উত্তম শ্রী, আচ্ছাদন, শয্যা, আসন, যান, গৃহ,

পক্ষী, মৃগ, গন্ধ, রস ও ফলে বিশেষরূপে আসক্ত করিবে; তাহা হইলে উহা স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শত্রুকে পীড়ন বা উপেক্ষা করিতে অভিলাষ করিয়া কখনই উহা তাহার নিকট ব্যক্ত করেন না। তুমি কুক্কুর, মৃগ ও বায়সের স্বভাব অবলম্বন্ পূর্ব্বক মিত্রের ন্যায় অমিত্র-বর্গের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক তাহাদিগকে দুস্কর কার্য্যে ও বলবান্দিগের সহিত বিরোধে প্রবর্ত্তিত করিবে। মহামূল্য উদ্যান, শয্যা, আসন ও সুখভোগ্য অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যে তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া কোষ নিঃশেষিত করিবে। ঐ সময় শত্রুগণকে যজ্ঞদানাদি কার্য্যে আসক্তকরিয়া অর্থ দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা তোমার প্রত্যুপ-কার ও বৃকগণের ন্যায় তোমার অরাতিগণকে গ্রাস করিবেন। পুণ্য-শীল ব্যক্তি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া স্বর্গীয় পবিত্র স্থানে গমন করিতে সমর্থ হন। ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যাহা দ্বারা হউক না কেন, কোষক্ষয় হইলেই শত্রুগণ বশীভূত হয়। কোষই অর্থসিদ্ধির প্রধান কারণ। সুতরাং কোষক্ষয় হইলে অরাতিদিগকে বিষণ্ণ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। কেবল দৈবপরায়ণ ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই অবিলম্বে বিনষ্ট হইতে হয়, অত-এব পুরুষকারের পরিবর্ত্তে শত্রুদিগকে দৈববিষয়ক উপদেশ প্রদান ও তাহাদিগকে বিশ্বজিৎ যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগের সমুদায় ধন-সম্পত্তি ক্ষয় করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অরাতিগণ ঐ প্রকারে নির্দ্ধন হইয়া যাহাতে সাধুদিগকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে এবং তাহাদিগকে ঐ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত যোগধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে; তাহা হইলে উহারা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষলা-ভবাসনায় অরণ্যে প্রবিষ্ট হইবে। ঐ সময় সর্ব্বশত্রুসংহারক ঔষধাদি দ্বারা অরাতিদিগের অশ্ব, গজ ও সৈন্যদিকে বিনাশ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই প্রকারে বিপক্ষদিগকে পরাজয় করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া থাকে।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়। ১০৬।

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, ভগবন্! আমি বিপুলতর অর্থপ্রাপ্তির নিমিত্ত কাপট্য, দাম্ভিকতা বা অধর্ম্মাচরণ করিতে অভিলাষ করি না। পূর্ব্বেই

আমি আপনাকে বলিয়াছি যে, যাহাতে কেহ আমাকে পাপাত্মা বলিয়া শঙ্কা করিতে না পারে এবং যাহাতে আমার সমুদায় হিত কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, আপনি এই প্রকার উপদেশ প্রদান করুন। ইহলোকে অনৃশংস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অবস্থান করাই আমার উদ্দেশ্য; সুতরাং আমি কদাপি উত্তমরূপ পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিব না। আর আপনারও এই প্রকার উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে।

তখন মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! তুমি স্বভাবতঃ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ও অশেষ গুণে অলঙ্কৃত। অতএব তুমি আপনার স্বভাবানুযায়ী বাক্যই প্রয়োগ করিয়াছ। এক্ষণে আমি যত্নসহকারে তোমার সহিত জনকের শাশ্বত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিব। তুমি রাজ্যচ্যুত ও এরূপ বিপদাপন্ন হইয়াও অনৃশংসবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অভিলাষ করিতেছ; অতএব কোন্ ভূপতি তোমার সদৃশ সদ্বংশসম্ভূত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন প্রজারঞ্জক মহাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া অমাত্যপদে নিযুক্ত না করিবেন? অদ্য আমি সত্যসন্ধ বিদেহাধিপতি জনককে আমার আবাসে আনয়ন পূর্ব্বক তোমার সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিতে অনুরোধ করিব। তিনি কখনই আমার বাক্যে অনাস্থা করিতে পারিবেন না।

অনন্তর মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় বিদেহরাজ জনককে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এই ক্ষেমদর্শী রাজবংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। আমি ইহাঁর সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি। ইনি শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিশুদ্ধ। আমি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। অতএব তুমি আমার ন্যায় ইহাঁর প্রতি বিশ্বাস করিয়া ইহাঁর সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। ভূপতি মন্ত্রী ব্যতীত তিন দিনও রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন না। অমাত্যেরও আবার অসাধারণ শৌর্য্য ও ধীশক্তি থাকা উচিত। অতএব তুমি ইহাঁকে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করিয়া ইহাঁর শৌর্য্য ও অসাধারণ বুদ্ধিপ্রভাবে উভয়লোকে শ্রেয়োলাভ কর। উপযুক্ত অমাত্যের সাহায্যের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সদ্গতি লাভের উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। এই মহাত্মা রাজকুমার সজ্জনোচিত পদবী অবলম্বন করিয়াছেন; অতএব ইহাঁকে সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত সম্মান করিলে তুমি সমস্ত শত্রুকেই বশীভূত করিতে পারিবে। আর দেখ, যদি ইনি তোমাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত কুলাচরিত ক্ষত্রিয়জনোচিত যুদ্ধধর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তোমাকেও বিজয়বাসনায় উহাঁর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

অতএব আমার বাক্যানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া সন্দি সংস্থাপন পূর্ব্বক ইহাঁকে বশবর্ত্তী কর। এক্ষণে অনুচিত কাম, লোভ ও বিদ্রোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মশীল হওয়াই তোমার কর্ত্তব্য। জয় ও পরাজয়ের কিছুই স্থিরতা নাই। অনেকে শক্রকে পরাজয় করিতে গিয়া আপনি তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হয়। অতএব দণ্ড অপেক্ষা ভোজন দানাদি দ্বারা শক্রকে বশবর্ত্তী করাই আবশ্যক। যিনি শক্রর সর্ব্বনাশ করিতে সমুদ্যত হন, তাঁহার আপনার সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা।

বিদেহরাজ জনক মহাতপা কালকবৃক্ষীয়ের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের শ্রেয়স্কামনায় যাহা কহিলেন, তাহা আমাদিগের উভয়েরই পরম শ্রেয়স্কর; অতএব আমি অবিচারিত চিত্তে সত্বরেই উহা সম্পাদন করিব।

মিথালাধিপতি মহর্ষিকে এই কথা কহিয়া কোশলরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি ধর্ম্ম ও নীতি অনুসারে সমুদায় পরাজয় করিয়াছি। তুমিও আমার নিকট পরাস্ত হইয়াছ; কিন্তু আমি পরাজয় করিয়াছি বলিয়া তোমাকে অবজ্ঞা করি না। প্রত্যুত তোমার বুদ্ধি ও পৌরুষের বিলক্ষণ প্রশংসা করি। অতএব তুমি যথাবিধি সম্মানিত হইয়া আমার নিকেতনে গমন পূর্ব্বক অবস্থান কর।

অনন্তর বিদেহরাজ জনক কোশলাধিপতি ক্ষেমদর্শী উভয়ে সেই মহর্ষিকে পূজা করিয়া বিদেহ নগরে যাত্রা করিলেন। জনকরাজা কোশলাধিপতিকে আপনার ভবনে আনয়ন পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় কন্যা ও নানাপ্রকার ধনরত্ন প্রদান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! সন্ধিই নরপতিগণের প্রধান ধর্ম্ম। জয় ও পরাজয়ের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই।

—*—

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়। ১০৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের ধর্ম্মাচরণ, জীবিকা নির্ব্বাহ ও ঐশ্বর্য্যলাভ এবং রাজগণের কোষরক্ষা, কোষোৎপাদন, জয়লাভ, অমাত্যগুণ পরীক্ষা, প্রজাবৃদ্ধি, ষাড়্গুণ্য আশ্রয়, সেনাগণের সহিত ব্যবহার, সাধু, অসাধু, প্রধান, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ ব্যক্তিগণের লক্ষণ অবধারণ, মধ্যবিত্ত লোকের সন্তোষসাধন,

ক্ষীণদিগের আশ্রয় দান ও জয়লাভবিষয়ক কৌশলের কথা বর্ণন করিয়াছেন। এক্ষণে স্বপক্ষীয় বীরবর্গের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত, আর উহারা কি প্রকারে পরিবর্দ্ধিত, ভেদবুদ্ধিশূন্য এবং শত্রুবিজয় ও সুহৃল্লাভে সমর্থ হয়, তাহা বর্ণন করুন্। আমার মতে ভেদই বীরবর্গের নিধনের মূল এবং অনেকের সহিত মন্ত্রণা করিলে উহা গোপনে থাকা অতি কঠিন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! লোভ ও ক্রোধ হইতেই ভূপতি ও ও তাঁহার অধিকৃত বীরগণের বৈরানল সন্দীপিত হইয়া থাকে। ভূপতি লোভপরায়ণ ও শূরগণ রোষপরবশ হইয়াই পরস্পরের সংহারের কারণ হইয়া উঠেন। রাজা ও তাঁহার পক্ষীয় বীরগণ ক্ষয়, ব্যয় ও ভয়নিবন্ধন চর, মন্ত্রণা, বল এবং সাম, দান ও ভেদ প্রভৃতি উপায় প্রয়োগদ্বারা পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে যত্নবান্ হইয়া থাকেন। একমতাবলম্বী বীরবর্গের নিকট হইতে অপরিমিত কর গ্রহণ করিলে, তাহাদিগের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হয় এবং তন্নিবন্ধন তাহারা ভীত ও বিমনায়মান হইয়া শত্রুপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে। যাহাদিগের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহারা নিশ্চয়ই বিপক্ষের বশবর্ত্তী ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব শূরগণের পরস্পর একমতাবলম্বী হওয়াই উচিত। বল পৌরুষসম্পন্ন শূরগণ ঐক্যমত অবলম্বন করিলে, বিপুল ধন উপার্জ্জন, অন্যান্য অনেক ব্যক্তির সহিত মিত্রতা লাভ ও সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করিতে সমর্থ হন। জ্ঞানবৃদ্ধ মহাত্মারা প্রতিনিয়ত উহাঁদিগের প্রশংসা করেন। বহুগুণালঙ্কৃত এক মতাবলম্বী বীরগণই সমাজমধ্যে ধর্ম্ম ব্যবহার সংস্থাপন, সকলের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে শাসন, বিনয়ীদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, চরপ্রয়োগ, মন্ত্রণা ও কোষপূরণ বিষয়ে বিশেষ যত্ন এবং কার্য্যানুষ্ঠানকালে পুরুষকার উৎসাহ সম্পন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মত গ্রহণ করিলে, অবিলম্বে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারেন। সৌভাগ্যশালী সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বীর পুরুষগণের প্রভাবেই মূঢ়গণ বিষম বিপদ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ঐ সমুদায় বীর পুরুষকে নিগ্রহ, বিনাশ ও ভয়প্রদর্শন, উহাঁদিগের মধ্যে ভেদোৎপাদন এবং উহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও দণ্ডবিধান করিলে, উহাঁরা অচিরাৎ শত্রুপক্ষের বশবর্ত্তী হন; অতএব উহাঁদিগের সমাদর করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের প্রভাবেই সমস্ত লোকের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগেরই মন্ত্রণা দ্বারা চরগণ অরাতিগণকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়।

সমস্ত বীরের সহিত মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য নহে। বীরবর্গের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া অন্যান্য ব্যক্তির হিতসাধন করা বিধেয়। নচেৎ মন্ত্রণা প্রকাশ ও ভেদপ্রযুক্ত অর্থনাশ ও অনর্থ উৎপত্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বীরবর্গের মধ্যে যাহাদিগের ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন হইবে এবং যাহারা স্ব স্ব ভিন্ন ভিন্ন মতানুসারে কার্য্য করিবে, অচিরাৎ তাহাদিগের শাসন করা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি কুলবৃদ্ধগণ কুলসম্ভূত বিবাদে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে গণভেদপ্রযুক্ত গোত্রের ক্ষয় হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আত্মীয়ভেদসম্ভূত ভয় বিপক্ষভয় অপেক্ষাও গুরুতর। অতএব যাহাতে আত্মীয়ভেদ না হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নবান্ হওয়া উচিত। আত্মীয়ভেদ সত্বরেই মনুষ্যদিগকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া থাকে। যখন সমান জাতি ও সমানকুলসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সহসা ক্রোধ মোহ ও স্বভাবজ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পর বাক্যালাপে বিরত হন, তখনই পরাভবের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হয়। অরাতিগণ উদ্যোগ বা বুদ্ধি প্রভাবে বীরগণকে সংহার করিতে সমর্থ হয় না, কেবল তাঁহাদিগের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হয়। অতএব একমতাবলম্বন বীরগণের রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়। ১০৮।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মপথ অতি সুবিস্তীর্ণ ও বহুশাখা সঙ্কুল। অতএব এক্ষণে আপনার মতে কোন্ ধর্ম্মের অনুশীলন করা বিধেয় এবং কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোক ও পরলোকে পরম ধর্ম্ম লাভ করিতে পারা যায়, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমার মতে পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের সেবাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যগণ দিব্যলোক ও মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিতে পারে। তাঁহারা উত্তমরূপে সেবিত হইয়া যাহা অনুমতি করিবেন, তাহা ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, তৎক্ষণাৎ অবিচারিত চিত্তে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের অনভিমত কার্য্য করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা যাহা অনুমতি করেন, তাহাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, সন্দেহ নাই। তাঁহারা তিন লোক, তিন আশ্রম, তিন বেদ এবং তিন অগ্নি স্বরূপ। পিতা গার্হপত্য, মাতা দক্ষিণ

ও অন্যান্য গুরুজনগণ আহবনীয় অগ্নি বলিয়া পরিগণিত হন। এই তিন অগ্নিই অতি প্রশস্ত; অপ্রমত্ত হইয়া ঐ তিনের আরাধনা করিলেই অনায়াসে ত্রিলোক জয় করিতে পারিবে। পিতার সেবায় ইহলোক, মাতার সেবায় পরলোক এবং অন্যান্য গুরুজনের সেবায় ব্রহ্মলোক পরাজয় করিতে পারা যায়। তুমি সুচারুরূপে উহাঁদিগের শুশ্রূষায় নিরত হইলে, অনায়াসে ধর্ম্ম ও যশোলাভ করিতে পারিবে। কদাচ উহাঁদিগকে অতিক্রম বা উহাঁদিগের দোষ কীর্ত্তন করিও না। সতত উহাঁদিগের পরিচর্য্যা করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং যশ, পুণ্য, কীর্ত্তি ও দুর্ল্লভ লোক সমুদায় লাভের প্রধান উপায়। যাঁহারা ঐ তিনের সমাদর করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সমস্ত লোক বশবর্ত্তী হয়, আর যাঁহারা উহাঁদিগের অনাদর করেন, তাঁহাদিগের সমুদায় কার্য্যই নিস্ফল হইয়া যায় এবং তাঁহারা কি ইহলোক কি পরলোক কোন স্থানেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন না। আমি তাঁহাদিগের জন্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আমার সেই সেই কার্য্যের শত গুণ বা সহস্র গুণ পুণ্যলাভ হইয়াছে এবং সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি এক্ষণে ত্রিলোক প্রত্যক্ষ করিতেছি। দশ শ্রোত্রিয় অপেক্ষা এক আচার্য্য, দশ আচার্য্য অপেক্ষা এক উপাধ্যায়, দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা এক পিতা দশ পিতা বা সমুদয় পৃথিবী অপেক্ষা এক মাতা গুরুতর বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকেন। মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু আর কেহই নাই। কিন্তু আমি বোধ করি, উপদেষ্টা গুরু পিতা ও মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পিতা মাতা যে দেহের সৃষ্টি করেন, তাহা চিরস্থায়ী নহে, কিন্তু আচার্য্য যাহা উপদেশ প্রদান করেন, তাহা কোন কালেই নষ্ট হয় না। পিতা মাতা সহস্র অপকার করিলেও তাঁহাদিগকে বিনাশ করা পুত্রের কোনক্রমেই বিধেয় নহে। অপরাধী পিতা মাতার দণ্ডবিধান না করিলে, পুত্রদিগকে দূষিত হইতে হয় না। পিতা মাতা ধর্ম্মদ্বেষী হইলেও তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রানুযায়ী যথার্থ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক অকৃত্রিম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনি পিতা মাতা স্বরূপ। অতএব তাঁহার প্রতি বিদ্বেষশূন্য হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা উপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া তাঁহার সমাদর ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার হিতসাধন না করে, তাহাদিগের সে সমুদায় নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদিগকে ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়, আর এই অবনীমণ্ডলে কাহা-

কেও তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা বলিয়া গণনা করা যায় না। শিক্ষকগণ শিষ্যগণের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করেন, উহাদিগেরও ধর্ম্মকামনায় যত্নসহকারে তাঁহাদিগের তদনুরূপ অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতা প্রসন্ন হইলে প্রজাপতি, মাতা প্রসন্ন হইলে বসুমতী এবং উপাধ্যায় প্রসন্ন হইলে ব্রহ্ম প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব পিতা ও মাতা অপেক্ষা উপাধ্যায়ই পূজ্যতম। শিক্ষকগণের অর্চ্চনা করিলে, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ সাতিশয় সন্তুষ্ট হন। অতএব কোনরূপেই গুরুকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। উপাধ্যায়গণ শিক্ষাপ্রদানবশতঃ যাদৃশ পূজ্য পিতা-মাতা তাদৃশ নহেন। উপাধ্যায়দিগের কার্য্যে দোষারোপ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। তাঁহাদিগের সৎকার করিলে, দেবগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যাহারা শিক্ষক, পিতা ও মাতার অনিষ্টাচরণ বা অনিষ্টচিন্তা করে; যাহারা পিতা মাতার যত্নে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহা-দিগের ভরণপোষণে বিরত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। এই ভূমণ্ডলে আর কাহাকেও তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা বলিয়া গণনা করা যায় না। মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, স্ত্রীঘাতক ও গুরুহত্যা-কারী এই চারি ব্যক্তির নিষ্কৃতি কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে ইহলোকে মনুষ্যদিগের যাহা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মানুসারে সংক্ষেপে তাহার সারাংশ বর্ণন করিলাম। ইহা অপেক্ষা মঙ্গলজনক আর কিছুই নাই।

—•০•—

নবাধিকশততম অধ্যায়। ১০৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য ধর্ম্মপথে থাকিবার অভিলাষ করিলে, কি প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে? সত্য ও মিথ্যা সমস্ত জগৎকে সমাবৃত করিয়া রহিয়াছে; ধর্ম্মাভিলাষী ব্যক্তির ঐ উভয়ের মধ্যে কি আশ্রয় করা কর্ত্তব্য? সত্য কি? মিথ্যা কি? সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং কোন্ সময়ে সত্য আর কোন্ সময়েই বা মিথ্যা কথা কহিতে হয়, সেই সমস্ত বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সত্য বাক্য প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সত্যের তুল্য উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। এক্ষণে আমি সর্ব্বলোকের দুর্জ্ঞেয় বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে এবং মিথ্যা

সত্যরূপে পরিণত হয়, সেই স্থানে সত্য বাক্য প্রয়োগ না করিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয়। এই প্রকারে যিনি সত্য মিথ্যাবিচারে সমর্থ হন, তিনিই জনসমাজে ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া পরিগণিত হন। হিংস্রস্বভাব অসচ্চরিত্র ব্যক্তি ও অন্ধনামা বলাক ব্যাধের ন্যায় স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। মূঢ় ব্যক্তিরা ধর্ম্মকাম হইয়াও ধর্ম্মশীল হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু গঙ্গা-তীরস্থিত উলূক ধর্ম্মকাম না হইয়াও অসংখ্য ভুজঙ্গবধনিবন্ধন বিপুল পুণ্য লাভ করিয়াছিল। যথার্থ ধর্ম্ম নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য। জীবগ-ণের অভ্যুদয়, ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের জন্যই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব প্রজাগণ যাহা দ্বারা অভ্যুদয়শালী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই যথার্থ ধর্ম্ম বলা যায়। কেহ কেহ শ্রুতনির্দ্দিষ্ট কার্য্যমাত্র-কেই ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। যাঁহারা শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমস্ত কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার না করেন, তাঁহাদিগকে আমরা নিন্দা করি না। কারণ, শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমস্ত কর্ম্মই কদাপি ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। দস্যুগণ পরধন অপহরণার্থ তাহার অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে, উহাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ না করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ঐরূপ স্থলে মৌনাবলম্বী হইলে যদি পরধন রক্ষা হয়, তাহা হইলে তাহাই করিবে। আর যদি মৌনাবলম্বী হইলে দস্যুগণ সন্দেহ করে, তাহা হইলে সেইস্থলে মিথ্যা কথা কহিবে; তাহাতে অণুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, ওরূপ স্থলে শপথ করিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। সঙ্গতি থাকিলেও, তস্করগণকে ধন দান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ঐ পাপা-ত্মাদিগকে দান করিলে দাতাকে নিশ্চয়ই বিপদাপন্ন হইতে হয়, উত্তমর্ণ যদি ধনদানে অসমর্থ অধমর্ণকে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ঋণ হইতে মুক্ত করিবার বাসনা করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক সত্য কথা কহিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে সাক্ষীদিগের সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ওরূপ স্থলে, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে মিথ্যাবাদী হইতে হয়; কিন্তু বিবাহ ও জীবনসংশয় সময়ে মিথ্যা কথা বলা দোষাবহ হয় না। অন্যের অর্থরক্ষা, ধর্ম্মবৃদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য নহে। অঙ্গীকার করিলে তাহা প্রতিপালন করা অবশ্য বিধেয়; যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুগত নিয়মের বিপরীতাচরণ করে, তাহাকে যথাবিধি রাজদণ্ড দ্বারা দণ্ডিত করা কর্ত্তব্য। শঠ ব্যক্তিগণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া

জীবন ধারণ করে; অতএব যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন, উহাদিগের দণ্ডবিধান করা উচিত। ঐ পাপাত্মারা ধনকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া গণনা করিয়া থাকে। উহারা প্রেততুল্য, অপাংক্তেয়, যাগযজ্ঞবিহীন, তপঃপরাঙ্মুখ এবং দেবতা ও মনুষ্যের প্রতিকূলাচারী; অতএব উহাদিগের সহিত কিছুমাত্র সংশ্রব রাখা বিধেয় নহে। উহারা অর্থনাশ হইলে, জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে। উহাদিগকে যত্নসহকারে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করা বিধেয়। উহাদিগের মধ্যে কাহারও ধর্ম্মজ্ঞান নাই। উহাদিগকে সংহার করিলে, জীবহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ, উহারা স্ব স্ব ধর্ম্মপ্রভাবেই নিহত হয়; সুতরাং উহাদিগকে যে বিনাশ করে, তাহার জীবহত্যাজনিত পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, উহাদিগকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করা অকর্ত্তব্য নহে। শঠ ব্যক্তিগণ কাক গৃধ্রের সদৃশ; উহারা কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বায়সাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে প্রকার ব্যবহার করিবে, তাহার সহিত সেই প্রকার ব্যবহার করাই বিধেয়। যে ব্যক্তি মায়াবী, তাহার সহিত শঠতাচরণ এবং যে ব্যক্তি সাধু, তাহার সহিত সরল ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

-০*০-

দশাধিকশততম অধ্যায়। ১১০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জীবগণ নানাপ্রকার সাংসারিক ভারে সাতিশয় ক্লিষ্ট হইলে, যে উপায় দ্বারা দুর্গম বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণগণ বিধানানুসারে আশ্রমে বাস করিয়া থাকেন, যাঁহারা অহঙ্কার পরিত্যাগ, লোভাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সংযম ও কটু বাক্য সহ্য করেন, কেহ হিংসা করিলেও তাহার প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হন না, অর্থপ্রার্থনায় বিমুখ হইয়া দান ও সর্ব্বদা অতিথি সেবা করিয়া থাকেন, অসূয়াবিহীন, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরম যত্ন পূর্ব্বক পিতা মাতার শুশ্রূষা করেন এবং দিবাভাগে কদাচ নিদ্রিত হন না, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। যে ভূপতিগণ কায়মনোবাক্যে কদাচ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না; যাঁহারা সকলের প্রতিই অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন;

যাঁহারা রজোগুণ ও লোভপ্রভাবে অর্থ সংগ্রহ করেন না; যাঁহারা অগ্নিহোত্রসম্পন্ন ও সর্ব্বদা সাবধান হইয়া নিজ নিজ বিষয়রক্ষায় আসক্ত থাকেন; যাঁহারা পরদারাভিমর্ষণে নিরত হইয়া ঋতুকালে আপন আপন ধর্ম্মপত্নীতে গমন ও মৃত্যুভয় পরিহার পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে ধর্ম্মানুসারে জয়লাভ করিতে বাসনা করেন; যাঁহারা জীবনসংশয় উপস্থিত হইলেও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন না; যাঁহারা মানবগণের আদর্শস্বরূপ; যাঁহাদিগের সমস্ত কার্য্যই অবিশ্বাসের অযোগ্য এবং যাঁহাদিগের অর্থ সৎকার্য্যেই ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে পারেন। যে ব্রাহ্মণেরা অনধ্যায় সময়ে অধ্যয়ন করেন না, যাঁহারা বাল্যকালাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য বিদ্যাভ্যাস সমাধানান্তে স্নান করিয়া থাকেন; যাঁহারা রজঃ ও তমগুণের বশবর্ত্তী না হইয়া একমাত্র সত্ব গুণেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন; যাহাদিগের হইতে কাহারই অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হয় না; যাঁহারা কোন ব্যক্তি হইতে ভীত হন না ও সকলকেই আপনার ন্যায় সন্দর্শন করিয়া থাকেন; যাঁহারা পরশ্রী দর্শনে সন্তপ্ত বা কুৎসিত আচারে প্রবৃত্ত হন না; যাঁহারা সকল দেবতাকে নমস্কার ও শ্রদ্ধাসহকারে সমুদায় ধর্ম্ম শ্রবণ করেন; যাঁহারা আপনাদিগের মানসম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না; যাঁহারা মান্য ব্যক্তিকে নমস্কার ও যথোচিত সম্মান করেন; যাঁহারা তপস্যার্থী হইয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণে প্রত্যেক তিথিতে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন, আপনার ক্রোধ সম্বরণ, অন্যের ক্রোধাপনয়ন ও জন্মাবধি মদ্যমাংসের প্রতি বিশেষরূপ অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা জীবনধারণার্থই ভোজন, পুত্রোৎপাদনার্থই ভার্য্যাভিগমন ও সত্যবাক্য প্রয়োগার্থই বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে পারেন।

হে ধর্ম্মরাজ! আর এই যে মহামতি বাসুদেব এ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, ইনি আমাদিগের পরম সুহৃৎ, ভ্রাতা, মিত্র ও সম্বন্ধী। ইনি স্বেচ্ছানুসারে এই সমুদায় লোককে চর্ম্মের ন্যায় পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। ইনি লোকের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানার্থ সর্ব্বদা যত্ন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক এই সর্ব্বজীবের ঈশ্বর সমুদয় জগতের স্রষ্টা অক্ষয় পুরুষোত্তমকে আশ্রয় করে, সে অনায়াসেই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই দুর্গাতিতরণ পাঠ ও ব্রাহ্মণদিগের নিকট বর্ণন করেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে শ্রবণ করান,

তাঁহারাও দুস্তর বস্তু অতিক্রম করিতে পারেন। হে যুধিষ্ঠির! মানবগণ যে প্রকারে ইহলোকে ও পরলোকে দুস্তর বিষয় সমুত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়, তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়। ১১১।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! অনেকানেক শান্তপ্রকৃতি লোককে শাস্তের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। আমি কিপ্রকারে তাদৃশ ব্যক্তিদিগের যথার্থ প্রকৃতি জানিতে পারিব?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে ব্যাঘ্র গোমায়ুসম্বাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে অতি সমৃদ্ধিশালী পুরিকা নগরীতে পৌরিক নামে এক পরশ্রীকাতর ক্রূরস্বভাব ভূপতি ছিলেন। তিনি কিছুদিন পরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া আপনার কর্ম্মফলে শৃগাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সমৃদ্ধি স্মরণ হওয়াতে যাতিশয় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়াশীল, সত্যপরায়ণ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মাংসাহার পরিহার পূর্ব্বক যথাসময়ে স্বয়ংনিপতিত ফল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। তিনি শ্মশানে শৃগাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানেই অন্যান্য গোমায়ুদিগের সহিত অবস্থান করিতেন; জন্মভূমির স্নেহবশতঃ অন্য স্থানে গমন করিতে অভিলাষ করেন নাই। একদিন তাঁহার স্বজাতীয় শৃগালগণ তাঁহার বিশুদ্ধ ভাব সন্দর্শনে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার বুদ্ধিবৈপরীত্য জন্মাইবার বাসনায় কহিল, ভাই! তুমি কি নির্ব্বোধ! তুমি নিরমাংসাভিলাষী শৃগালযোনি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই ঘোরতর শ্মশানভূমিতে অবস্থান পূর্ব্বক শুদ্ধভাবে কালযাপন করিতে বাসনা করিতেছ? যাহা হউক, এক্ষণে বিশুদ্ধ ভাব পরিহার পূর্ব্বক আমাদিগের সমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মাংস ভোজন করিতে আরম্ভ কর। আমরা তোমাকে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিব।

তখন সেই বিশুদ্ধভাবসম্পন্ন শৃগাল স্বজাতীয় গণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে যুক্তিসঙ্গত বচনে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বন্ধুগণ! কুৎসিত বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে, কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আমার মতে কদাচ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। চরিত্রই লোকের সাধুতা ও অসাধুতা সম্পাদন করে। এক্ষণে যাহাতে

আমার যশ চারি দিকে বিস্তীর্ণ হয়, আমি তাহাতেই যত্নবান্ হইতেছি। আমি এই ঘোরতর শ্মশানভূমিতে অবস্থান করিতেছি বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ে আমার যে স্থির সিদ্ধান্ত আছে, তাহা শ্রবণ কর। আত্মা হইতেই কর্ম্মফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেবল আশ্রমে অবস্থান করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয় না। যদি কেহ আশ্রমমধ্যে অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মহত্যা করে, আর যদি কেহ আশ্রমভিন্ন অন্যস্থানে থাকিয়া গো দান করে, তাহা হইলে কি সেই ব্রহ্মহত্যাকারীকে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না এবং গোদানকর্ত্তার দান কি নিষ্ফল হইবে? তোমরা কেবল লোভ-প্রভাবে উদরপূরণের চেষ্টায় আসক্ত হইয়া একবারে বিমুগ্ধ হইয়াছ। পরিণামে যে সমুদয় দোষ ঘটিবে, মুগ্ধ ব্যক্তিগণ তাহা কিছুই জানিতে পারে না। আমি এক্ষণে উভয় লোকে অসন্তোষজনক অতি নিন্দনীয় ধর্ম্মহানিকর অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াই দুষ্প্রবৃত্তি হইতে বিরত হইয়াছি।

হে ধর্ম্মরাজ! ঐ সময় এক মহাবল পরাক্রান্ত ব্যাঘ্র সেই শ্মশানে অবস্থান করিতেছিল। সে ঐ বিশুদ্ধস্বভাব শৃগালের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাকে অতি সচ্চরিত্র ও পণ্ডিত বিবেচনা করিয়া সাধ্যানুসারে অর্চ্চনা করত অমাত্যপদে অভিষেক পূর্ব্বক কহিল, হে মহাত্মন্! আমি তোমার স্বভাব পরিজ্ঞাত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুসারে আহার বিহার করিয়া আমার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা কর। আমাদের প্রকৃতি অতিশয় উগ্র; অতএব তুমি আমার নিকট মৃদুভাব অবলম্বন করিলে অনায়াসেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে।

তখন গোমায়ু ঐ ব্যাঘ্রের বাক্যে সমাদর করিয়া ঈষৎ নম্রবদনে কহিল, মৃগেন্দ্র! আপনি যে ধর্ম্মার্থকুশল বিশুদ্ধস্বভাব সহায় লাভের অভিলাষ করিয়াছেন, ইহা আপনার উপযুক্তই হইয়াছে। আপনি অমাত্য ব্যতিরেকে অথবা জীবননাশক দুষ্ট অমাত্যের সাহায্যে কদাপি আধিপত্য সংস্থাপন করিতে পারিবেন না। অনুরক্ত, নীতিজ্ঞ দুরভি-সন্ধিশূন্য, জিগীষাপরবশ, লোভবিহীন, ছলগ্রাহী ও হিতসাধনতৎপর সহায়গণকে আচার্য্য ও পিতার ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, এক্ষণে আমি যাহাতে সন্তুষ্ট নহি, সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আমার অভিরুচি নাই; আমি আপনার আবাসে অবস্থান পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য বা সুখভোগ করিতে অভিলাষ করি না। আপনার পুরাতন ভৃত্যদিগের স্বভাবের সহিত আমার স্বভাবের ঐক্য হইবে না। তাহারা আমার নিমিত্ত দুশ্চরিত্র হইয়া আপনার সহিত আমার ভেদোৎপাদন করিয়া

দিবে, সন্দেহ নাই। মহৎ ব্যক্তির অধীনতাও শ্লাঘনীয় নহে। যে ব্যক্তি দীর্ঘদর্শিতা ও উৎসাহগুণে বিভূষিত হয় এবং অন্যকে ভূরি ভূরি দান ও পাপস্থাদিগের প্রতি অনৌদ্ধত্য প্রকাশ করে, সেই যথার্থ মহাত্মা। আমি মিথ্যা ব্যবহারে পারদর্শী বা অল্পে সন্তুষ্ট নহি এবং কখন কাহার সেবা করি নাই। সুতরাং তাহাতে অভিজ্ঞ নহি। চিরকাল স্বেচ্ছানুসারে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছি। ভূপতির নিকট অবস্থান করিলে, অন্যকৃত নিন্দানিবন্ধন বিলক্ষণ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং অরণ্যবাসীদিগের সহিত বাস করিলে, নির্ভয়ে ব্রতচর্য্যাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়। ভৃত্যগণ নরপতির আহ্বান শ্রবণে যে প্রকার শঙ্কিত হইয়া থাকে, সন্তুষ্টচিত্ত ফলমূলাহারী বনচারীগণ কদাপি সে প্রকার ভীত হন না। অনায়াসলব্ধ সলিল ও ভয়সঙ্কুল সুস্বাদু অন্ন এই উভয়ের মধ্যে যাহাতে ভয়ের বিষয় নাই, আমার মতে তাহাই সুখাবহ। ভৃত্যবর্গের মধ্যে অনেকানেক লোকেই মিথ্যাপবাদে দূষিত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অতি অল্প লোকই যথার্থ দোষে দূষিত হয়। যাহা হউক, যদি আপনি আমাকে নিতান্তই অমাত্যপদে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অগ্রে তাহা নির্দ্ধারিত করুন। হে রাজন্! আমি যে হিতজনক কথা কহিব, আপনাকে তাহা যত্নসহকারে শ্রবণ করিতে হইবে এবং আপনি যে বৃত্তি বিধান করিয়া দিবেন, কদাচ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমি আপনার অন্যান্য অমাত্যবর্গের সহিত কদাচ মন্ত্রণা করিব না, তাহা হইলে তাহারা মহত্ত্বলাভকামনায় আমার উপর বৃথা দোষারোপ করিবে। অতএব আমি কেবল নির্জ্জনে আপনার সহিত সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিব। আপনার জ্ঞাতিকার্য্য উপস্থিত হইলে, আপনি আমাকে হিতাহিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না এবং রোষভরে আমার প্রতি বা আমার সহিত মন্ত্রণার পর অন্যান্য মন্ত্রীদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন না।

শৃগাল এইরূপ কহিলে পর, ব্যাঘ্র তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাহাকে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করিল। তখন ব্যাঘ্রের পুরাতন ভৃত্যগণ শৃগালের সমাদর সন্দর্শনে সকলে সমবেত হইয়া পদে পদে তাহার বিদ্বেষাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দুরাত্মা গোমায়ুর মন্ত্রণাবলে মাংস হরণে অসমর্থ হইয়া আপনাদের উন্নতিবাসনায় প্রথমতঃ মিত্রভাবে তাহাকে সান্ত্বনা ও প্রসন্ন করিয়া প্রভূততর ঐশ্বর্য্য প্রদান ও নানাবিধ প্রলোভন বাক্য দ্বারা প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বহুদর্শী শৃগাল

কোনক্রমেই ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইল না। তখন তাহারা শৃগালকে সংহার করিবার নিমিত্ত সকলে মিলিত হইয়া ব্যাঘ্রের আহারার্থ সমাহৃত উৎকৃষ্ট মাংসরাশি গ্রহণ করিয়া শৃগালের গৃহে অবস্থাপিত করিল। ভেদবুদ্ধিবিমুখ শৃগাল আপনার গৃহে সেই মাংস সন্দর্শন করিয়া, উহা কি জন্য সমানীত হইয়াছে, তাহা সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াও বন্ধুবিচ্ছেদ-ভয়ে প্রকাশ করিল না।

অনন্তর ব্যাঘ্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভোজনার্থ গাত্রোত্থান করিল, কিন্তু আহারসম্পাদনার্থ সমাহৃত মাংসের কিছুমাত্র দেখিতে না পাইয়া সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া কহিল, অমাত্যগণ! যে দুরাত্মা আমার মাংস অপহরণ করিয়াছে, সত্বরে তাহার অনুসন্ধান কর। সেই সময় ধূর্ত্তগণ ব্যাঘ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মৃগরাজ! আপনার প্রাজ্ঞাভিমানী মন্ত্রীই সেই সেই মাংস অপহরণ করিয়াছেন। ব্যাঘ্র তাহাদিগের মুখে শৃগালের সেই অবিবেচনার কার্য্য শ্রবণ করিয়াই নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে সংহার করিতে অভিলাষী হইল। ব্যাঘ্রের পূর্ব্ব মন্ত্রিগণ তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মৃগেন্দ্র! আপনার মন্ত্রী শৃগাল আমাদের সকলেরই জীবিকা বিলুপ্ত করিবার অভিলাষ করিয়াছে। ঐ দুরাত্মা যখন আপনার সহিত এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছে, তখন তাহার কিছুই অকার্য্য নাই। পূর্ব্বে আপনি আমাদের মুখে তাহার স্বভাবের বিষয় যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় করিবেন না। তাহার বাক্য ধার্ম্মিকের ন্যায়, কিন্তু তাহার স্বভাব অতি ভয়ানক। ঐ কপট ধর্ম্মপরায়ণ পাপস্বভাব দুরাত্মা আপনার ভোজন ব্যাপার সম্পাদনার্থই পরিশ্রমসহকারে ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিল। যদি এই উপস্থিত বিষয়ে আপনার অবিশ্বাস হয়, তবে আপনি ঐ বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। ব্যাঘ্রের পুরাতন অমাত্যগণ এই কথা বলিয়া শৃগালের গৃহস্থিত মাংসভার আনয়ন পূর্ব্বক রাজাকে প্রদর্শন করিল। তখন ব্যাঘ্র সেই শৃগালের গৃহস্থিত মাংস স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রোধাকুলিতলোচনে পুরাতন মন্ত্রীদিগকে কহিল, তোমরা শীঘ্র ঐ দুরাত্মা শৃগালকে সংহার কর।

তখন ব্যাঘ্রমাতা তাহার ঐ অনুজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তাহাকে হিতোপদেশ প্রদান করিবার মানসে তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিল, বৎস! তুমি তোমার এই সমুদয় পূর্ব্বতন অমাত্যগণের কপটবাক্যে কদাচ বিশ্বাস করিও না। অসাধু ব্যক্তিগণ সাধুদিগকে কার্য্যদোষে দূষিত করিয়া থাকে। দুর্জ্জনের স্বভাবই এই যে, তাহারা অন্যের উন্নতি সহ্য করিতে

সমর্থ হয় না। শত্রুতা স্বকার্য্যনিরত বিশুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরও দোষোৎপাদন করিয়া থাকে। তপোনুষ্ঠাননিরত অরণ্যবাসী মুনিগণেরও শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষ উৎপন্ন হয়। আর এই অবনীমণ্ডলে প্রায়ই নির্দ্দোষ ব্যক্তিগণ লুব্ধপ্রকৃতিদিগের, বলবানেরা দুর্ব্বলগণের, পণ্ডিতগণ মূর্খগণের, ধনবানেরা নির্ধনদিগের, ধর্ম্মপরায়ণেরা, অধর্ম্মপরায়ণদিগের এবং রূপবানেরা বিরূপদিগের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। অনেকানেক লুব্ধপ্রকৃতি কাণ্ডজ্ঞানবিহীন কপট পণ্ডিতগণ দেবগুরু বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও দোষোদ্ঘোষণ করেন। তুমি তোমার মন্ত্রী শৃগালকে মাংস প্রদান করিলেও সে তাহা গ্রহণ করে না; আজি যে, সে তোমার অসাক্ষাতে মাংস অপহরণ করিয়াছে, ইহা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? অতএব প্রথমে ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করা তোমার কর্ত্তব্য। এই অবনীমণ্ডলে অনেকানেক অসভ্য লোক সভ্যের ন্যায় এবং অনেকানেক সভ্য লোক অসভ্যের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে; সুতরাং উহাদের স্বভাবের পরীক্ষা করা বিজ্ঞগণের উচিত। গগণমণ্ডলকে কটাহের ন্যায় এবং খদ্যোতকে হুতাশনের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন দেখা যায়; কিন্তু বস্তুতঃ গগণে কটাহ ও খদ্যোতে অগ্নি নাই। অতএব প্রত্যক্ষ বস্তুরও সবিশেষ পরীক্ষা করা আবশ্যক। পরীক্ষা করিয়া যে বস্তুর যাথার্থ্য অবগত হওয়া যায়, তন্নিমিত্ত আর অনুতাপ করিতে হয় না।

হে বৎস! অধীনস্থ ব্যক্তিকে সংহার করা প্রভুর পক্ষে কঠিন নহে; কিন্তু তাহার ক্ষমাগুণই প্রশংসনীয় ও যশস্কর। তুমি তোমার সুহৃৎ শৃগালকে প্রধান অমাত্যপদে সংস্থাপন করিয়াছ বলিয়া একণে সর্ব্বসাধারণে তোমার বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছে; সৎপাত্র প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত কঠিন। অতএব তুমি কোনক্রমেই অমাত্যের জীবন দণ্ড করিও না। যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে অন্যের আরোপিত দোষে দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই নির্ব্বোধকে সত্বরেই বিনষ্ট হইতে হয় এবং তাহার আশ্রিত অমাত্য গণও দোষে লিপ্ত হইয়া থাকে।

ব্যাঘ্র জননী তাহাকে এই প্রকার হিতোপদেশ প্রদান করিতেছে, এমন সময়ে শৃগালের এক পরম ধার্ম্মিক চর আসিয়া শৃগালকে শত্রুপক্ষ যে প্রকার কপটজাল বিস্তার করিয়াছিল, সেই সমস্ত ব্যাঘ্রের নিকট নিবেদন করিল। তখন মৃগরাজ গোমায়ুর সচ্চরিত্রতার বিষয় শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া যথোচিত উপচারে সৎকার করিয়া শৃগালকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। নীতিশাস্ত্রবিশারদ শৃগাল চৌরাপ-

বাদবশতঃ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রায়োপবেশন করিবার নিমিত্ত মৃগরাজের অনুমতি প্রার্থনা করিল। ব্যাঘ্র গোমায়ুর বাক্য শ্রবণে প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার অর্চ্চনা করত বারংবার সেই অধ্যবসায় হইতে নিবারণ করিতে লাগিল। তখন শৃগাল ব্যাঘ্রকে আপনার প্রতি একান্ত স্নেহপরতন্ত্র দেখিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ বচনে কহিল, মৃগেন্দ্র! আপনি অগ্রে আমার বিলক্ষণ সমাদর করিতেন; কিন্তু এক্ষণে আমার সাতিশয় অবমানিত করিয়াছেন; সুতরাং আমি আপনার নিকট আর অবস্থান করিতে পারি না। যে সমুদায় ভৃত্য অসন্তুষ্ট, স্বপদচ্যুত, অবমানিত, হৃতসর্ব্বস্ব, প্রতারিত, দুর্ব্বল, লুব্ধ, ক্রুদ্ধ, ভীত, অভিমানী নির্দ্দয়, সতত সন্তপ্ত ও ব্যসনাশক্ত হয়, এবং যাহারা সতত প্রভুর অন্তরালে অবস্থিতি করে, তাহারা সকলেই শত্রু তুল্য। তাহারা কদাপি প্রভুর প্রতি প্রীত হয় না। আমি এক্ষণে অবমানিত ও স্বপদচ্যুত হইয়াছি; সুতরাং আপনি আমাকে কি প্রকারে আর বিশ্বাস করিবেন? আর আমিই বা কি প্রকারে আপনার নিকট অবস্থান করিব? আপনি আমাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া কার্য্যদক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে আপনিই আবার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমাকে অবমানিত করিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তিরা সভামধ্যে যাহাকে একবার সচ্চরিত্র বলিয়া সমাদর করেন, তাহার দোষ প্রখ্যাপন করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যাহা হউক, এক্ষণে আমি অবমানিত হইয়াছি! সুতরাং আপনি আমার প্রতি আর বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করিলে, আমারও বিলক্ষণ উদ্বেগ জন্মিবে। বিশেষতঃ আপনি আমা হইতে ও আমি আপনা হইতে সতত শঙ্কিত থাকিলে, অনেকেই আমাদিগের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে। দেখুন, যে ব্যক্তি একবার বিরক্ত হইয়াছে, তাহাকে পরিতুষ্ট করা নিতান্ত সুকঠিন। বিরক্ত ব্যক্তির সন্তোষসাধন করিতে হইলে, নানাপ্রকার ছল প্রকাশ করিতে হয়। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যাহার সহিত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে বশীভূত করা এবং যে ব্যক্তি নিতান্ত অনুগত, তাহাকে বিয়োজিত করা উভয়ই সুকঠিন। বিরক্ত ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার আয়ত্ত করিলে, তাহার যে প্রীতি জন্মে, তাহা কপটতাপূর্ণ, সংশয় নাই। কোন ভৃত্যই স্বার্থবিহীন হইয়া প্রভুর হিতসাধন করিতে বাসনা করে না। সকলেই স্বার্থসম্পাদনে তৎপর। ভৃত্যের প্রভুর প্রতি যথার্থ হিতবুদ্ধি অত্যন্ত দুর্লভ, সন্দেহ নাই। যে রাজার

মন অতিশয় চঞ্চল, তিনি লোকের স্বভাব পরীক্ষা করিতে পারেন না। এক শত লোকের মধ্যে এক জনমাত্র কার্য্যদক্ষ ও ভয়বিহীন হইয়া থাকে। মনুষ্যের বুদ্ধিলাঘব প্রযুক্তই সহসা অধিকার লাভ, অধিকার পরিত্যাগ, শুভাশুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ও মহত্ত্ব প্রাপ্তির অভিলাষ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। জ্ঞানসম্পন্ন শৃগাল ব্যাঘ্রকে এই প্রকারে ধর্ম্মকামার্থসঙ্গত উপদেশ প্রদান দ্বারা প্রসন্ন করিয়া অরণ্যে গমন পূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ ও সুরলোকে গমন করিল।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়। ১১২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ভূপালগণের কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? তাঁহারা কি করিলে সুখলাভে সমর্থ হন তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন্।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভূপতিদিগের যে যে কার্য্য কর্ত্তব্য এবং যে কার্য্য করিলে, তাঁহাদের সুখলাভ হয়, তাহা বর্ণন করিবার উপলক্ষে আমি উষ্ট্রের ইতিহাস অবিকল কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে এক জাতিস্মর মহাকায় উষ্ট্র কাননমধ্যে কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা করিত। অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার তপোনুষ্ঠান দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহারে অভিলষিত বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। তখন উষ্ট্র কহিল, ভগবন্! আপনার কৃপাবলে আমার এই গ্রীবা শত যোজন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হউক। ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মা উষ্ট্রের প্রার্থনা শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। উষ্ট্রও স্বীয় অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়া অরণ্যে গমন পূর্ব্বক নিশ্চিন্তান্তঃকরণে আলস্যে কালাতিপাত করিতে লাগিল। বরপ্রাপ্তির দিবসাবধি তাহার আহারার্থ এক দিনও অন্য স্থানে গমন করিতে অভিলাষ হয় নাই।

এক দিন সেই উষ্ট্র নিশ্চিন্ত চিত্তে শতযোজন বিস্তৃত গ্রীবা প্রসারিত করিয়া পর্য্যটন করিতেছে, এমন সময়ে প্রচণ্ড বায়ু সমুত্থিত হইল। তখন সেই নির্ব্বোধ পশু আপনার মস্তক ও গ্রীবা গিরিগুহায় সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর জলদজাল হইতে নিরন্তর বারিধারা নিপতিত হওয়াতে সমস্ত পৃথিবী জলে প্লাবিত হইল। ঐ সময়ে এক মাংসজীবী শৃগাল শীতার্দ্দিত, ক্ষুধার্দ্দিত ও সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া

স্বীয় ভার্য্যার সহিত সেই গুহামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উষ্ট্রকে দেখিতে পাইয়া তাহার গ্রীবা ভোজন করিতে লাগিল। তখন নির্ব্বোধ উষ্ট্র আপনার ঐরূপ দুর্দ্দশা সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়া একবার ঊর্দ্ধে ও একবার অধোভাগে গ্রীবা নিক্ষেপ করত উহা সঙ্কুচিত করিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইল না। শৃগাল আপনার ভার্য্যার সহিত পরম সুখে তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন সংহার পূর্ব্বক বৃষ্টিবর্ষাবসানে গুহা হইতে প্রস্থান করিল।

হে ধর্ম্মরাজ! এই প্রকারে সেই নির্ব্বোধ উষ্ট্র আলস্যপরায়ণ হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছিল। অতএব তুমি আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দমনে যত্নবান্ হও। মহাত্মা মনু বুদ্ধিকেই জয়লাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কার্য্যসাধনবিষয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বাহু মধ্যম ও পাদচার প্রভৃতি অধম উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কার্য্যদক্ষ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন। মনুর মতে গূঢ় মন্ত্রণাশ্রবণনিরত সহায়সম্পন্ন ধনলোলুপ পুরুষেরা বুদ্ধিপ্রভাবেই জয়লাভ করে। যাঁহারা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকেন, ইহলোকে তাঁহারাই অর্থ লাভ করিতে পারেন। সহায়সম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! পুরাতন বিধিদর্শী সাধুলোকেরা যে প্রকার করিয়া গিয়াছেন, আমি শাস্ত্রানুসারে তোমাকে সেই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলাম; এক্ষণে তুমি বুদ্ধি পূর্ব্বক সর্ব্ব কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়। ১১৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সহায়বিহীন ভূপতি দুর্লভ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রবল শত্রুর সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিবেন? তাহা বর্ণন করুন্।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে সাগর ও নদীগণের সংবাদনামক এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দানবদিগের আশ্রয়ভূত সরিৎপতি সাগর সংশয়াপন্ন হইয়া নদীগণকে কহিয়াছিলেন, হে স্রোতস্বতীগণ! তোমরা প্রবাহ দ্বারা অসংখ্য বৃহৎ বৃহৎ পাদপকে মূল ও শাখার সহিত উন্মূলিত করিয়া আনয়ন করিতেছ,

কিন্তু তোমাদিগকে কখনই একটিও বেতস আনয়ন করিতে দেখি নাই, ইহার কারণ কি? তোমাদিগের কূলসঞ্জাত বেতস সমুদয় অসার ও ও অল্পাকার বলিয়া কি তোমরা ঐ সকলকে অবজ্ঞা কর, অথবা উহারা তোমাদিগের কোন কার্য্য সম্পাদন করে বলিয়া উহাদিগকে উন্মূলিত করিতে বিরত হও। যাহা হউক, এক্ষণে তোমরা কি কারণে একবারও বেতস আনয়ন কর না, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। তখন ভাগীরথী সদর্থসম্পন্ন যুক্তিযুক্ত বাক্যে সরিৎপতিকে কহিলেন, নাথ! অন্যান্য বৃক্ষ সকল এক স্থানে শুদ্ধভাবে অবস্থান করিয়া আমাদিগের প্রতিকূলাচরণ করে, কিন্তু বেতস সকল সেরূপ নহে। তাহারা নদীবেগ সমাগত দেখিয়াই অবনত হয় এবং প্রবাহ অতিক্রান্ত হইলেই স্বস্থানে অবস্থান করিয়া থাকে। আমরা উহাদিগকে কালজ্ঞ, সঙ্কেতজ্ঞ, বশ্য, অনুদ্ধত ও অনুকূল বলিয়া উন্মূলিত করি নাই। বস্তুতঃ যে সমুদয় ওষধি, বৃক্ষ ও গুল্ম বায়ু বা সলিলের বেগে অবনত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে উন্মূলিত হইতে হয় না।

হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি ঐ প্রকার প্রবল শত্রুর তেজোহ্রাস হইবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া উহা অসহ্য বোধ করে, তাহাকে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয়। প্রাজ্ঞ মনুষ্যেরা আপনাদিগের ও শত্রুদিগের সার, অসার ও বলবীর্য্য বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন বলিয়াই তাঁহাদিগকে অবসন্ন হইতে হয় না। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পণ্ডিতগণ শত্রুকে সমধিক বলসম্পন্ন দেখিলেই তাহার নিকট বেতসের ন্যায় অবনত হইবেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়। ১১৪।

যুধিষ্ঠির কহিলেন পিতামহ! মৃদুস্বভাবসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি সভামধ্যে উগ্রপ্রকৃতি প্রগল্‌ভ মূর্খ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে, কি প্রকার ব্যবহার করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট এই বিষয়ের যাথার্থ্য বর্ণন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি ক্রুদ্ধ না হইয়া নির্ব্বোধের তিরস্কৃত বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার সমস্ত পুণ্যলাভ এবং তাহাতে আপনার সমস্ত পাপ

সৎকার করিতে পারেন। অতএব মন্দ ব্যক্তিকে টিট্টিভের ন্যায় রুক্ষ স্বরে তিরস্কার করিতে দেখিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। যে মনুষ্য লোকের বিরাগভাজন হয়, তাহার জীবন নিরর্থক। "আমি সভাস্থলে অমুক মান্য ব্যক্তিকে এই বলিয়া তিরস্কার করিলে, সে লজ্জিতভাবে বিষণ্নবদনে মৃতপ্রায় হইয়া রহিল" মূর্খ লোকেরা এই কথা বলিয়া নিয়ত আপনাদিগের পাপকার্য্যের প্রশংসা করে; ঐরূপ নীচাশয় লজ্জাবিহীন ব্যক্তির বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করাই উচিত। নির্ব্বোধেরা যাহা বলুক না কেন, পণ্ডিত ব্যক্তির সহ্য করাই কর্ত্তব্য। কাননমধ্যে বায়সের বৃথা চীৎকারের ন্যায় সামান্য লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় মহতের কিছুমাত্র লাভ বা ক্ষতি হয় না। যদি পাপাত্মারা বাক্যপ্রয়োগ দ্বারাই মনুষ্যকে দূষিত করিতে পারিত, তাহা হইলেই তাহার বাক্য ক্ষতিকারক বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু যে প্রকার এক জনকে "তুমি কৃতান্তভবনে গমন কর" এই কথা কহিলেই সে জীবন পরিত্যাগ করে না, সেই প্রকার দুরাত্মারা কাহার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিলে তাহাকে দূষিত হইতে হয় না। শিখী যে প্রকার আপনার গুহ্য দেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক নৃত্য করিয়া লজ্জিত হয় না, সেইরূপ নীচাশয় ব্যক্তি সাধুগণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আপনার জারজত্ব প্রকাশ করিয়াও লজ্জিত হয় না।

যাহার পক্ষে কিছুই অবাচ্য ও অকার্য্য নাই, তাহার সহিত বাক্যালাপ করাও সাধু লোকের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষে মনুষ্যের গুণ ব্যাখ্যান ও পরক্ষে নিন্দা করে, সে কুকুরের ন্যায় জ্ঞানবিহীন ও ধর্ম্মচ্যুত, তাহার দান ও হোম কার্য্য কিছুতেই ফলোপধায়ক হইতে পারে না। বিচক্ষণ ব্যক্তি অভক্ষ্য কুকুরমাংসের ন্যায় ঐ প্রকার পাপপরায়ণ নীচাশয় ব্যক্তির সংশ্রব সত্বরেই পরিত্যাগ করিবেন। দুরাত্মারা মহতের অপবাদ ঘোষণা করত আপনারই দোষ প্রখ্যাপন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐরূপ নিন্দকের প্রতিকার করিবার প্রত্যাশা করে, তাহাকে ভস্মরাশিমধ্যে নিপতিত গর্দ্দভের ন্যায় দুঃখে নিমগ্ন হইতে হয়। যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত লোকের অপবাদে নিরত থাকে, অশান্তপ্রকৃতি উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, ভীষণ শালাবৃকের ন্যায় ও প্রচণ্ড কুকুরের ন্যায় তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা বিধেয়। উচ্ছৃঙ্খল, অবিনয়ী পাপপরায়ণ, শত্রুতাচরণে তৎপর, অশুভ কার্য্যনিরত পাপাত্মাকে ধিক্। যদি কোন সাধু ব্যক্তি ঐ দুরাত্মাদিগের কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদানে সমুদ্যত হন,

তাহা হইলে "তুমি উহাদিগের বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিও না" বলিয়া তৎকালে তাঁহাকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মহতের সহিত নীচের সমাগম নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন। মূর্খ ব্যক্তি ক্রোধ পরবশ হইলে, লোকের শরীরে চপেটাঘাত, ধূলি ও তুষ নিক্ষেপ এবং দশনে দশন নিপীড়ন করিয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা জনসমাজে দুর্জ্জনকৃত ভর্ৎসনায় উপেক্ষা করিতে পারেন এবং যিনি এই সমুদায় হিতোপদেশ সর্ব্বদা পাঠ করেন, তাঁহাকে কখনই পর-নিন্দাজনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়। ১১৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি বহুদর্শী ও আমাদিগের কুলের উন্নতিসাধক। আপনি দুরাত্মাদিগের দুর্ব্বাক্যদোষ সকল কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে কয়েকটি বিষয়ে আমার যে সংশয় আছে, তাহাও আপনাকে ভঞ্জন করিতে হইবে। কি প্রকারে পুত্রপৌত্রদিগের পরিতোষ ও রাজ্যের উন্নতি সাধন, বংশের সুখবৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে মঙ্গল লাভ এবং অন্ন পানাদিদ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যবিধান করা যায়? ভূপতি রাজ্যে অভিষিক্ত ও মিত্রগণে সমাবৃত হইয়া কি প্রকারে প্রজাদিগের মনোরঞ্জন করিবেন? যিনি অজিতেন্দ্রিয়তা ও অনুরাগ প্রযুক্ত অসজ্জনের সেবায় অনুরক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভৃত্যদিগকে প্রকোপিত করেন, তিনি সুখ লাভ করিতে পারেন, কি না? আর রাজা ভৃত্যবিহীন হইয়া একাকী কদাপি রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন না; অতএব কি প্রকারে কুল-শীল সম্পন্ন ভৃত্যদিগকে লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে?

হে পিতামহ! আপনি বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্; অতএব দুর্জ্জ্ঞেয় রাজধর্ম্ম বর্ণন করিয়া আমার এই সমুদায় সংশয় অপনোদন করুন। আপনি আমাদিগের বংশের হিতসাধনতৎপর ও ধর্ম্মোপদেষ্টা; মহামতি বিদুরও সর্ব্বদা আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনার নিকট বংশ ও রাজ্যের হিতজনক বাক্য শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া চিরকাল স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিব।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! ভূপতি একাকী কদাপি রাজ্যশাসন করিতে পারেন না। সহায়বল ভিন্ন কোন ব্যক্তিই ধন লাভ করিতে

সমর্থ হয় না; যদিও কথঞ্চিৎ ধন লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে, তাহা রক্ষা করা তাহার পক্ষে নিতান্ত কঠিন হয়। যাঁহার ভৃত্যগণ জ্ঞানবৃদ্ধ, হিতাভিলাষী, সদ্বংশজাত ও স্নিগ্ধপ্রকৃতি, যাঁহার মন্ত্রিগণ প্রতিনিয়ত সমীপে অবস্থান, সদুপদেশ প্রদান, কালাকাল বিবেচনা ও ভাবী বিষয়ের সঙ্ঘটন করিয়া থাকে এবং অতীত বিষয়ের নিমিত্ত অনুতাপিত ও উৎকোচাদি দ্বারা অন্যের বশবর্ত্তী না হয়, যাঁহার সহায়গণ সমদুঃখ-সুখ সত্যপরায়ণ হিতৈষী ও ধনচিন্তায় তৎপর এবং যাঁহার জনপদমধ্যে প্রজাবর্গ নীচাশয়ত্ব পরিত্যাগ ও সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক পরম সুখে কাল হরণ করিয়া থাকে, তিনিই যথার্থ রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন। যাঁহার ধনাগার ও ধান্যাদি রক্ষার স্থান সতত কোষবর্দ্ধনতৎপর বিশ্বস্ত লোক কর্ত্তৃক সুচারুরূপে রক্ষিত হয়, তিনি সত্বরেই সমৃদ্ধিশালী হইতে পারেন। যাঁহার নগরে অর্থী প্রত্যর্থীর বিচার যথার্থরূপে হইয়া থাকে এবং যিনি রাজধর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ ও মনুষ্যদিগকে আপনার বশীভূত করিয়া সন্ধিবিগ্রহাদি ষড়্‌বর্গের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনিই ধর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন।

—০:*:০—

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়। ১১৬।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষিগণ জমদগ্নিতনয় পরশুরামের সন্নিধানে এই ইতিহাস বর্ণন করিয়াছিলেন, আমি তপোবনে উহা শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে এই উপলক্ষে সেই সাধুগণের নিদর্শনস্বরূপ পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে কোন নির্জ্জন নিবিড় বনমধ্যে এক ফলমূলাহারী জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি বাস করিতেন। সেই তপোধন দীক্ষানিরত, শান্তপ্রকৃতি, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও উপবাসপরায়ণ ছিলেন। অরণ্যচারী জন্তু সকল ঐ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মার সদ্ভাব সন্দর্শনে বিশ্বস্ত চিত্তে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিত। ক্রূর ব্যাঘ্র, মদমত্ত মাতঙ্গ, দ্বীপী, গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি অন্যান্য শোণিতলোলুপ ঘোরদর্শন শ্বাপদগণ তাঁহার শিষ্যের ন্যায় দাসভূত ও প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া প্রত্যহ তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিত।

ঐ আশ্রমে একটি গ্রাম্য কুক্কুর অবস্থান করিত। সেই কুক্কুরটি ফলমূলাহারী, উপবাসনিরত, দুর্ব্বল ও শান্তপ্রকৃতি ছিল। সে মহর্ষিকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই অন্যত্র গমন করিত না; ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে সর্ব্বদা তাঁহার পাদমূলে উপবিষ্ট থাকিত। মহর্ষি তাহার ভক্তি সন্দর্শন পূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট হইয়া মনুষ্যের ন্যায় তাহার প্রতি স্নেহ করিতেন। এক দিন এক মহাবলশালী শোণিতলোলুপ স্বার্থপরায়ণ ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া খাদ্য লাভার্থ সৃক্কণী লেহন, পুচ্ছ আস্ফোটন ও মুখ ব্যাদন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। তখন সেই কুক্কুর ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া জীবনরক্ষার্থ মহর্ষিকে কহিল, তপোধন! ঐ দেখুন, সারমেয়দিগের পরম শত্রু দ্বীপী আমাকে সংহার করিবার বাসনায় আগমন করিতেছে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ; এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আমারে অভয় প্রদান করুন।

তখন সর্ব্বভূতভাবজ্ঞ মহর্ষি কুক্কুরের ভয়ের কারণ পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাকে কহিলেন, বৎস! ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র হইতে আর তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না। অতঃপর তুমি আপনার আকার পরিহার পূর্ব্বক ক্ষুদ্র দ্বীপীর রূপ লাভ কর। সারমেয় মহর্ষির বাক্যপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের আকার ধারণ পূর্ব্বক সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল অঙ্গপ্রভায় সুশোভিত হইয়া নিশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই ক্ষুধার্দ্দিত ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র সম্মুখে আপনার অনুরূপ পশু অবলোকন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক শোণিতলোলুপ ভয়ানক শার্দ্দূল ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া জিহ্বা লেহন ও মুখ ব্যাদন পূর্ব্বক সেই ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের নিকট আগমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তপোধনের নিতান্ত স্নেহাস্পদ দ্বীপী নিতান্ত ভীত হইয়া জীবন রক্ষার্থ মহর্ষির শরণাগত হইল। মহর্ষিও তাহাকে ভীত দেখিয়া তপোবলে অবিলম্বেই ভয়ঙ্কর শার্দ্দূলত্ব প্রদান করিলেন। তখন সেই সমাগত ব্যাঘ্র দ্বীপিকে শার্দ্দূলের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া তাহার বিনাশবাসনা পরিত্যাগ করিল। হে ধর্ম্মরাজ! এই প্রকারে সেই সারমেয় মহর্ষির তপোবলে ব্যাঘ্রত্ব প্রাপ্ত হইলে পর, তাহার ফলমূল আহারের বাসনা একবারে তিরোহিত হইল। তদবধি সে মৃগেন্দ্র কেশরীর ন্যায় বন্য জন্তু সকল ভক্ষণ পূর্ব্বক কাল যাপন করিতে লাগিল।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়। ১১৭।

—০*০—

একদিন সেই ব্যাঘ্র মৃগসংহার পূর্ব্বক তাহাদিগের শোণিতমাংসে আপনার তৃপ্তিসাধন করিয়া পর্ণকুটীরের সন্নিধানে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময়ে এক বিশাল বিষাণসম্পন্ন অতি প্রকাণ্ড মেঘাকার মত্ত মাতঙ্গ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। শার্দ্দূল সেই বলদর্পিত মদস্রাবী মাতঙ্গকে সন্দর্শন করিয়া শঙ্কিতচিত্তে তপোধনের শরণাপন্ন হইল। তদ্দর্শনে মহর্ষি স্নেহপরতন্ত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে কুঞ্জরত্ব প্রদান করিলেন। সমাগত মাতঙ্গ তাহাকে মহামেঘের ন্যায় সন্দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিল। এইপ্রকারে ব্যাঘ্র মহর্ষির প্রভাবে কুঞ্জরত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দ সহকারে শল্লকীবন ও কমলবনে পরিভ্রমণ করত বহুকাল অতিবাহিত করিল।

অনন্তর একদিন করিকুলান্তকারী গিরিকন্দরসম্ভূত কেশররাজিবিরাজিত এক ভয়ানক সিংহ সেই মাতঙ্গের নিকট সমুপস্থিত হইল। মাতঙ্গ কেশরীকে সমাগত দেখিয়া ভীতমনে কম্পিত কলেবরে মহর্ষির সমীপে গমন করিল। মহর্ষিও তাহাকে তৎক্ষণাৎ সিংহত্ব প্রদান করিলেন। তখন সে সেই আগন্তুক বন্য সিংহকে তুল্যজাতি বলিয়া লক্ষ্যই করিল না। সমাগত সিংহ তাহাকে সন্দর্শন পূর্ব্বক সাতিশয় ভীত হইল। এই প্রকারে সেই মাতঙ্গ মহর্ষির কৃপাবলে সিংহত্ব লাভ করত সিংহভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আশ্রমমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। অন্যান্য ক্ষুদ্র পশুগণ উহার ভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া জীবন রক্ষার বাসনায় তপোবন হইতে পলায়ন করিতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদিন সর্ব্বজীববিনাশক মহাবল পরাক্রান্ত শোণিতলোলুপ অষ্টপাদ ঊর্দ্ধনেত্র বন্য শরভ ঐ কেশরীকে সংহার করিবার মানসে মহর্ষির আশ্রমে আগমন করিল। মহর্ষি আপনার সিংহকে শরভের ভয়ে ভীত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শরভত্ব প্রদান করিলেন। তখন সেই সমাগত শরভ মহর্ষির শরভকে অতি ভয়ঙ্কর ও মহাবলশালী সন্দর্শন করিয়া শঙ্কিতান্তঃকরণে তপোবন হইতে মহাবেগে পলায়ন করিল। এই প্রকারে সেই কুক্কুর মহর্ষির অনুগ্রহে শরভত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে তাঁহার নিকট বাস করিতে লাগিল। অন্যান্য মৃগগণ তাহার ভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার্থে তপোবন হইতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন

করিল। ঐ সময় সেই শরভের বন্য ফল মূলাহারে আর কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। সে সর্ব্বদা জীবদিগকে সংহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিত।

অনন্তর একদিন সেই দুর্দ্দান্ত শরভ বলবতী শোণিততৃষ্ণায় সাতিশয় অভিভূত হইয়া আপনার হিতকারী মহর্ষিকে বিনাশ করিতে বাসনা করিল। তখন মহামতি মহর্ষি তপোবললব্ধ জ্ঞানচক্ষুপ্রভাবে সেই অকৃতজ্ঞের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে কহিলেন, রে পামর! তুই প্রথমে কুক্কুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি; পরে আমার কৃপাবলে ক্রমে ক্রমে তুই দ্বীপীত্ব, ব্যাঘ্রত্ব, কুঞ্জরত্ব, সিংহত্ব ও পরিশেষে শরভত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিস্; আমার স্নেহপ্রভাবে ক্রমশঃ তোর উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে তুই আমাকেই নিরপরাধে সংহার করিতে সমুদ্যত হইয়াছিস্; অতএব তুই অচিরাৎ পুনর্ব্বার আপনার পূর্ব্বতন কুক্কুরত্ব লাভ কর। মহাত্মা তপোধন এইপ্রকারে শাপ প্রদান করিলে, সেই মুনিদ্বেষ্টা দুষ্টস্বভাব শরভ তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বরূপ লাভ করিল।

—০:০—

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়। ১১৮।

হে যুধিষ্ঠির! সেই সারমেয় এইরূপে পুনরায় আপনার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত বিষন্ন হইল। তখন মহর্ষি তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া তপোবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অতএব নীচকে প্রশ্রয় প্রদান করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। বুদ্ধিমান্ ভূপতি ভৃত্যবর্গের সত্য, শৌচ, সরলতা, প্রকৃতি, বিদ্যা, চরিত্র, কুল, জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, বলবীর্য্য ও ক্ষমাগুণের পরিচয় গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করত প্রতিপালন করিবেন। পরীক্ষা না করিয়া কোনব্যক্তিকে অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে নরপতি সর্ব্বদা অসদ্বংশজাত জনগণে সমাবৃত হইয়া অবস্থান করেন, তিনি কদাচ সুখ লাভ করিতে পারেন না। সদ্বংশসম্ভূত সাধু ব্যক্তিগণ নিরপরাধে নরপতি কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াও তাঁহার অনিষ্ট করিতে বাসনা করেন না; কিন্তু অসৎকুলোদ্ভব প্রাকৃত মনুষ্যেরা সাধুগণের নিকট দুর্লভ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে সমুদ্যত হয়; অতএব যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আপনার প্রভু ও মিত্রদিগের ঐশ্বর্য্য বাসনা করেন ও যাহা পান, তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকেন পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগকে আশ্রয় প্রদান করাই যাঁহার উৎকৃষ্ট কার্য্য, যিনি একবারে অসাধুজনের সংসর্গ পরি-

ত্যাগ করেন এবং যিনি সদ্বংশসম্ভূত, সুশিক্ষিত, সহিষ্ণু, স্বদেশজাত, কৃতজ্ঞ, বলবান্, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, অলুব্ধ, দেশকালজ্ঞ, লোকরঞ্জন-তৎপর, স্থিরচিত্ত, হিতৈষী, আলস্যবিহীন, স্বকার্য্যনিরত সন্ধিবিগ্রহবিশারদ, ত্রিবর্গবেত্তা, শত্রুসৈন্যবিদারণক্ষম, ব্যূহতত্ত্বজ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ, বলহর্ষণবেত্তা, হস্তিশিক্ষাসুনিপুণ, অহঙ্কারবিবর্জ্জিত, অনুকূল নীতিপরায়ণ, শুদ্ধপ্রকৃতি, প্রিয়দর্শন, মৃদুভাষী ও দেশকালজ্ঞ, তাঁহাকেই অমাত্যপদে নিযুক্ত করা বিধেয়। যে ভূপতি ঐরূপ ব্যক্তিকে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করিয়া যথোসমাদর করেন, তাঁহার রাজ্য শশধরের আলোকের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

যে নরপতি শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মশীল, প্রজাপালনতৎপর, ধীরস্বভাব, অমর্ষপরায়ণ, শুদ্ধপ্রকৃতি ও উগ্র, যিনি অবসরক্রমে পুরুষকার প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন, যিনি বৃদ্ধদিগের শুশ্রূষাতৎপর, জ্ঞানসম্পন্ন, গুণগ্রাহী, বিচারক্ষম, মেধাবী, জিতেন্দ্রিয় ও প্রিয়বাদী, যিনি নীতি অনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, যিনি অপকারী ব্যক্তির প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন এবং স্বহস্তে দান ও গ্রহণ করিয়া থাকেন, যিনি পরম শ্রদ্ধাশীল, প্রিয়দর্শন, অহঙ্কারবিহীন ও হিতানুষ্ঠাননিরত, যাঁহার অমাত্য অতি বিশ্বস্ত, যিনি প্রতিনিয়ত দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ বিমোচন ও বিবেচনা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, যিনি অমাত্যেরা কোন হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিলে, তাঁহাদিগের সবিশেষ উপকার করিয়া থাকেন, ভৃত্যবর্গ যাঁহার প্রতি সতত প্রীতি প্রদর্শন করে, যাঁহার বিলক্ষণ লোকসংগ্রহ আছে, যিনি প্রতিনিয়তই ভৃত্যবর্গ ও প্রজাবর্গের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং চরগণের সাহায্যে গূঢ় বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিয়া থাকেন আর যিনি ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানে নিতান্ত অনুরক্ত, তিনি সকলেরই প্রার্থনীয় ও সমাদরভাজন হন।

ভূপতি যত্নসহকারে গুণবান্ যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। যোদ্ধবর্গ গুণসম্পন্ন হইলে, রাজ্যরক্ষাবিষয়ে ভূপতির সবিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। যে নরপতি প্রতিনিয়ত অভ্যুদয়লাভের বাসনা করেন, তিনি কখনই যোধগণের অবমাননা করিবেন না। যে রাজার অধিকারে রণবিশারদ, কৃতজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ অসংখ্য পদাতি, রথী, কুঞ্জরারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য থাকে, তিনিই সমুদায় ধরণী অধিকার করিতে পারেন। আর যে রাজা সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে নিতান্ত ব্যগ্র, উদ্যোগী ও বহুমিত্রসম্পন্ন হন, তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া গণনা করা যায়।

ঊনাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। ১১৯।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ভূপতি কুক্কুরের ন্যায় নীচ ভৃত্যদিগকে নীচ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া থাকেন, তিনি পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতে পারেন। কুক্কুরকে উচ্চপদ প্রদান করিলে, সে সর্ব্বদাই প্রমত্ত হয়; অতএব উত্তম জাতি ও উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন স্বকার্য্যসাধনতৎপর ব্যক্তিদিগকেই অমাত্যপদে অভিষিক্ত করা বিধেয়। অযোগ্য পাত্রে উচ্চপদ প্রদান করা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ নহে। যে ভূপাল ভৃত্যবর্গকে অনুরূপ কার্য্যে নিয়োজিত করেন, তিনি প্রতিনিয়ত পরম সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হন। শরভকে শরভের পদে, কেশরীকে কেশরীর পদে, ব্যাঘ্রকে ব্যাঘ্রের পদে এবং দ্বীপীকে দ্বীপীর পদে, নিয়োজিত করাই কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ রাজা ভৃত্যদিগকে স্ব স্ব অনুরূপ কার্য্যেই নিয়োগ করিবেন। যেভূপতি স্বীয় কার্য্যের উৎকৃষ্ট ফল ভোগ ও প্রজারঞ্জন করিতে অভিলাষী হন, তিনি কদাচ অনুপযুক্ত ভৃত্যকে উৎকৃষ্ট কার্য্যে নিয়োগ করিবেন না। মূর্খ, অপ্রাজ্ঞ, ক্ষুদ্রাশয়, অজিতেন্দ্রিয় ও দুষ্কুলজাত মনুষ্যকে রাজ্যসম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা গুণগ্রাহী রাজার নিতান্ত অবিধেয়। সাধু, সদ্বংশজাত, মহাবলশালী, জ্ঞানসম্পন্ন, অসূয়াবিহীন, উন্নতাশয়, বিশুদ্ধস্বভাব ও কার্য্যক্ষম মনুষ্যকেই পার্শ্বচর করা বিজ্ঞ ভূপতির কর্ত্তব্য। যে সমুদয় ব্যক্তি কার্য্যসাধনতৎপর, শান্তপ্রকৃতি, অনুগত ও নানাপ্রকার নৈসর্গিক গুণসমূহে বিভূষিত এবং যাহারা স্বকার্য্যসাধনে অপরাঙ্মুখ হয়, ভূপতি তাহাদিগকেই আপনার জীবনসদৃশ বিবেচনা করিবেন। সিংহকে পার্শ্বচর করা সিংহের কর্ত্তব্য। আর যে সিংহ নহে, সে যদি সর্ব্বদা সিংহের সহবাস করে, তাহা হইলে তাহার সিংহেরই ন্যায় ফল লাভ হয়। কিন্তু কেশরী যদি কুক্কুরের সহবাস করিয়া সিংহের কার্য্যে নিরত হয়, তাহা হইলে সে কোনক্রমেই সিংহের ন্যায় ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ প্রকার যে ভূপতি সতত বহুদর্শী, শূর ও সদ্বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণের সহবাস করেন, তিনিই সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে পারেন। যাহারা মূর্খ, কুটিলস্বভাব ও দরিদ্র, তাহাদিগকে আপনার পার্শ্বে স্থান দান করা ভূপতির নিতান্ত অকর্ত্তব্য। প্রভুর হিতৈষী ব্যক্তিগণ শরের ন্যায় অপরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করে; অতএব যে সমুদায় ভৃত্য হিতকারী, ভূপতি তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিবেন। ভূপালগণের নিরন্তর যত্ন-

সহকারে কোষরক্ষা করাই বিধেয়। কোষই তাঁহাদিগের সকল উন্নতির কারণ; অতএব যাহাতে কোষ বর্দ্ধিত হয়, তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহাতে যত্নবান্ হইবেন। হে মহারাজ! তোমার কোষ্ঠাগার নিরন্তর প্রভূত ধান্যে পরিপূর্ণ ও সজ্জনকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হউক; তুমি ধনধান্যসম্পন্ন হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে থাক। তোমার ভৃত্যবর্গ সর্ব্বদা অধ্যবসায়সম্পন্ন, রণনিপুণ ও অশ্বারোহণে পটু হউক। আর তুমি মিত্রমণ্ডল সমাবৃত হইয়া প্রতিনিয়ত জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের তত্ত্বাবধারণ এবং পুরবাসিগণের হিতানুষ্ঠানে তৎপর হও। আমি তোমার নিকট কুক্কুরের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রজাবর্গের প্রতি ব্যবহারের বিষয় বর্ণন করিলাম; এক্ষণে তোমার আর কি শুনিতে বাসনা আছে, বল।

—•:•—
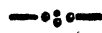
বিংশিত্যধিকশততম অধ্যায়। ১২০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। আপনি রাজধর্ম্মার্থবেত্তা পুরাতন ভূপালগণের আচরিত সাধুসম্মত নানাপ্রকার রাজধর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিলেন, এক্ষণে তাহার সারাংশ বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! জীবগণের রক্ষণাবেক্ষণ করাই ভূপালদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। অতএব যে প্রকারে মনুষ্যদিগকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ময়ূর যে প্রকার বিবিধ পক্ষ ধারণ করিয়া থাকে, ধর্ম্মশীল ভূপতিও সেইরূপ নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিবেন। যে ভূপতি ক্রূরতা, কুটিলতা, ভীষণতা, সরলতা ও তেজঃ প্রভৃতি বিবিধ গুণে বিভূষিত হন, তিনিই সুখভোগ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। যে কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে যে প্রকার রূপ ধারণ করিলে, শ্রেয়োলাভ হয়, সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে সেই প্রকার রূপ ধারণ করা ভূপালগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। বহুরূপধারী রাজা অতি সূক্ষ্ম অর্থসাধনেও অসমর্থ হন না। শরৎকালীন ময়ূরের ন্যায় মৌনাবলম্বী হইয়া মন্ত্রণা গোপন, অল্প বাক্য প্রয়োগ, শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ, মন্ত্রভেদাদি কার্য্য পরিত্যাগ ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ভূপাল অর্থ সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হন, তিনি ধর্ম্মের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া স্বীয় ক্রূরতাদি দোষ গোপনে রাখিবেন এবং সতত উদ্যতদণ্ড ও অপ্রমত্ত হইয়া প্রজাবর্গের আয় ব্যয় বিবেচনা করিয়া কর গ্রহণ করিবেন। স্বপক্ষের

প্রতি বিশুদ্ধ ব্যবহার, অশ্বাদিসঞ্চালন দ্বারা শত্রুদিগের শস্যক্ষয় ও আপনার দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ভূপতি সহায়সম্পন্ন হইয়াই বিক্রম প্রকাশ, শত্রুদিগের দোষ উদ্ঘোষণ ও তাহাদিগকে নিপীড়ন করিবেন; অন্য প্রদেশ হইতে আরণ্য কুসুমের ন্যায় অর্থ আহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাবলশালী ভূপালগণের দুর্গাধিপতির সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক ছলসহকারে দুর্গে প্রবেশ ও গোপনে যুদ্ধ করিয়া ভূপালগণের জীবন সংহার করিবেন। বর্ষাকালীন ময়ূরের ন্যায় অদৃশ্যভাবে যামিনীযোগে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিবেন; কথনই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না। স্বয়ং আত্মরক্ষার্থ সর্ব্বদা যত্নবান্ হইবেন এবং যাহাতে পরকীয় চরগণের মায়াজালে নিপতিত হইতে না হয়, নিয়ত এইরূপ চেষ্টা করিবেন। বিপক্ষপক্ষীয় চরবর্গের কপটজাল জানিতে না পারিয়া তাহাতে নিপতিত হইলে, ভূপতিকে নিহত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। অতএব তাহাদিগের ঐ কপটতা যাহাতে প্রকাশ হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কুটিলান্তঃকরণ ক্রুদ্ধ শত্রুদিগকে সংহার, নটনর্ত্তকাদির পুর হইতে নির্ব্বাসন ও দৃঢ়মূল আপনার অমাত্যবর্গকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান রাজা ময়ূরের ন্যায় আত্মপক্ষ বিস্তার এবং গহন বনে প্রবিষ্ট পতঙ্গগণের ন্যায় শত্রুরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহা আক্রমণ করিবেন।

বিচক্ষণ ভূপতির যত্নসহকারে রাজ্যপালন ও নীতি অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মবুদ্ধি দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা ও পরবুদ্ধিদ্বারা উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করা উচিত। শাস্ত্রবুদ্ধি দ্বারাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারা যায়, এই জন্যই শাস্ত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সন্ধিস্থাপন করিয়া বিপক্ষের বিশ্বাস উৎপাদন, বিক্রম প্রকাশ ও আপনার বুদ্ধিদ্বারা কার্য্যের যথার্থতা নিরূপণ করা ভূপালগণের নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি, প্রাজ্ঞ ও কার্য্যাকার্য্যবিবেচক, তাঁহাদিগকে নিগূঢ়বুদ্ধি পণ্ডিতদিগের উপদেশের অপেক্ষা করিতে হয় না। বৃহস্পতিসদৃশ বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দৈবক্রমে একবার নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়া জনসমাজে নিন্দিত হইলে, অবিলম্বে সলিলনিক্ষিপ্ত লৌহের ন্যায় পুনর্ব্বার স্বীয় প্রকৃতি লাভ করেন।

মহীপতি কি আপনার কি অপরের সকলেরই কার্য্য সকল শাস্ত্রানু-

সারে সম্পাদন করিবেন। অর্থ বিধানজ্ঞ ভূপাল সুশীল, প্রাজ্ঞ, বীর ও বলবান্‌দিগকে স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যে অনুমোদন করিবেন। ধর্ম্মের অবিরোধে সমস্ত লোকের প্রিয় আচরণ করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজাবর্গ যে মহীপতিকে আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, তাঁহাকে অচলের ন্যায় স্থির বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্যবহারকালে প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান বোধ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করাই ভূপতির উৎকৃষ্ট কাম্য। কুলধর্ম্মবিশারদ, দেশধর্ম্মবেত্তা, মৃদুভাষী, হিতৈষী, জিতেন্দ্রিয়, অলুব্ধ, সুশিক্ষিত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রৌঢ়াবস্থ, নির্দ্দোষ ব্যক্তিদিগের প্রতি সমস্ত কার্য্যের ভার সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। এই প্রকারে ভূপালগণ কার্য্যের গতি নিরূপণ পূর্ব্বক চরগণের সহিত সমবেত হইয়া পরম পরিতুষ্ট চিত্তে কাল যাপন করিবেন। যে ভূপতির ক্রোধ ও হর্ষ অব্যর্থ এবং যিনি স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও আয় ব্যয় নিরূপণ করেন; পৃথিবী তাঁহাকেই নিশ্চয় অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকেন। যে রাজা প্রকাশ্যরূপে কৃপা প্রদর্শন, ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান এবং সর্ব্বদা আত্মরক্ষা ও রাজ্যপালন করেন, তিনিই যথার্থ রাজধর্ম্মবিশারদ। ভূপতি কিরণজালজড়িত সমুদিত দিবাকরের ন্যায় প্রত্যহ স্বয়ং পর্য্যটন পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকল সমাচার পরিজ্ঞাত হইবেন। লোকে যেরূপ গাভী দোহন করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ রাজা প্রত্যহ পৃথিবী হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন। উপযুক্ত সময়ে প্রজাবর্গের নিকট অর্থ গ্রহণ ও অর্থলাভবিষয় গোপন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। মধুকরগণ যে প্রকার ক্রমে ক্রমে পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, ভূপতিও সেই প্রকার ক্রমশঃ অর্থ সঞ্চয় করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ ভূপতি সহজে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে পারেন না। সঞ্চয় করিয়া যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তদ্দারাই ধর্ম্ম ও কামের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। অল্প অর্থে তাচ্ছীল্য প্রকাশ, বিপক্ষগণের প্রতি অবজ্ঞা ও নির্ব্বোধের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া আপনার বুদ্ধিবলে উন্নতিসাধনের চেষ্টা করা ভূপালগণের উচিত।

ধৈর্য্য, নৈপুণ্য, লোভাদি সংযম, বুদ্ধিবৃত্তি, দেহের পটুতা, গাম্ভীর্য্য, শৌর্য্য এবং সাবধানে দেশকাল পর্য্যবেক্ষণ আটটি অল্প বা বিপুল অর্থ-বৃদ্ধির মূল। অগ্নি অল্পমাত্র হইলেও ঘৃতসংযোগ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং বীজ একমাত্র হইলেও সহস্র অঙ্কুর উৎপাদন করে; অতএব বিপুল আয়ব্যয়সম্পন্ন ব্যক্তির অল্পমাত্র ধনেও সাবধানতা প্রদর্শন করা অতি আবশ্যক। শত্রু বালক, যুবা ও বৃদ্ধ যেরূপ হউক না কেন, প্রমত্ত পুরু-

যের সংহারসাধনে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইতে পারে, আর শত্রু কাল-সহকারে সুসম্পন্ন হইলে ভূপতিকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে সমর্থ হয়; অতএব যে রাজা কালজ্ঞ, তিনিই সকলের প্রধান, সন্দেহ নাই। বিদ্বেষপরায়ণ শত্রু দুর্ব্বল হউক বা বলবান্ই হউক, যত্ন করিলেই বিপক্ষের কীর্ত্তি, ধর্ম্ম ও বীর্য্য উচ্ছিন্ন করিতে পারে; অতএব যে নরপতির শত্রু আছে, তাঁহার কখনই প্রমত্ত হওয়া উচিত নহে। রাজা জয়লাভ বা ঐশ্বর্য্য লাভে অভিলাষী হইলে, অর্থের ক্ষয়, বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও পালন বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া সন্ধি বা যুদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ঐ সমুদায় কার্য্য সংসাধনার্থ বুদ্ধিমানের আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতি প্রখর বুদ্ধি বলবান শত্রুকেও বিনষ্ট ও অবসন্ন করিতে পারে এবং বুদ্ধিপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত বলও সুচারুরূপে রক্ষিত হয়; সুতরাং বুদ্ধিপূর্ব্বক যে সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠান করা যায়; সেই সমস্তই প্রশস্ত। যে রাজা গম্ভীরস্বভাব ও নির্দ্দোষ, তিনি অল্প বলেই সমুদায় বাসনা সফল করিতে পারেন। আর যিনি অল্প বলে লুব্ধ ও দর্পিত হন, তিনি কোনক্রমেই শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হন না। অতএব বুদ্ধিমান্ ভূপতি শান্তভাব অবলম্বন করিয়াই প্রজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। যে নরপতি বহুকাল প্রজাবর্গকে পীড়ন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অচিরাৎ সৌদামিনীর ন্যায় নিমীলিত হইতে হয়। বিদ্যা, তপ ও বিপুল অর্থ প্রভৃতি বুদ্ধিসাধ্য কার্য্য সকল উদ্যোগদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়; অতএব অধ্যবসায়ই সকলের প্রধান।

বুদ্ধিমান্ মনস্বী, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সরস্বতী ও অন্যান্য জীবগণ দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনই দেহের অবমাননা করিবেন না। ধনপ্রদান দ্বারা লুব্ধকে বশীভূত করিতে যত্নবান্ হইবে। লুব্ধ ব্যক্তি অধিক পরিমানে পরধন লাভ করিলেও পরিতৃপ্ত হয় না এবং ধনবিহীন হইলে ধর্ম্ম কাম পরিত্যাগ করিয়া থাকে। লুব্ধ ব্যক্তি অন্যের পুত্র, কলত্র, সমৃদ্ধি ও ভোগ্য বস্তু প্রার্থনা করে। লোভাক্রান্ত মনুষ্যের বিস্তর দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা; অতএব ভূপতি লুব্ধ ব্যক্তিকে কখনই আশ্রয় প্রদান করিবেন না। বুদ্ধিমান্ রাজা নীচ ব্যক্তিকেও শত্রুর কার্য্য সন্দর্শনার্থ প্রেরণ করিয়া তাহার সমুদায় উদ্যোগ ও অনুষ্ঠান বিনষ্ট করিবেন। যে সদ্বংশজাত রাজা প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকেন এবং যিনি অমাত্যবর্গ দ্বারা সতত সুরক্ষিত হন, তিনিই সামন্ত মহীপতিগণকে বশবর্ত্তী করিতে পারেন।

হে মহারাজ! আমি যে সমস্ত বিধিনির্দ্দিষ্ট রাজধর্ম্ম সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, তৎসমস্ত তোমার হৃদয়ঙ্গম হউক। যে ভূপতি এই সমস্ত বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে পৃথিবীপালনে সমর্থ হন। যে রাজা নীতিসম্ভূত সুখ সম্ভোগে অনাদর করিয়া দৈবপ্রাপ্ত সুখ ভোগ করিতে বাসনা করেন, তাঁহার রাজ্যসুখ বা উৎকৃষ্ট গতিলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। নরপতি সন্ধিবিগ্রহাদিবিষয়ে অপ্রমত্ত হইলে অনায়াসে ঐশ্বর্য্যশালী শৌর্য্যাদিযুক্ত দৃঢ়বিক্রম শত্রুবর্গকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হন। কার্য্যানুষ্ঠানকালে দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া নানাপ্রকার উপায় নির্দ্ধারণ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। যাঁহারা দোষহীন ব্যক্তির প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কদাচ বিপুল অর্থ ও প্রভূত যশোলাভে সমর্থ হন না। দুই জন মিত্র পরস্পর প্রীতিসম্বন্ধ হইয়া পরস্পরের কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত গুরুতর কার্য্য সাধন করেন, তিনিই পণ্ডিতগণের প্রশংসাভাজন হন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে যে প্রকার রাজধর্ম্ম বর্ণন করিলাম, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া প্রজাপালনে অনুরক্ত হও; তাহা হইলেই পরম সুখে পুণ্যফল ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। ধর্ম্মই সমুদায় লোক রক্ষার প্রধান কারণ।

—০*০—

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। ১২১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে শাশ্বত রাজধর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিলেন, ইহাতে দণ্ডই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাতেজা দণ্ড দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, সাধ্য ও তির্য্যক্‌যোনি প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীর নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। কি সুর কি অসুর কি মনুষ্য সকলেই দণ্ডের প্রতি নির্ভর করিয়া আছে। এক্ষণে সেই দণ্ডের আকার প্রকার কিরূপ? উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? উহা কি প্রকারে অনুক্ষণ অবহিত চিত্তে প্রজাবর্গের প্রতি জাগরিত থাকিয়া সমস্ত জগৎ প্রতিপালন করে এবং দণ্ডের স্বরূপ ও গতি কি প্রকার, তাহা বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দণ্ড ও ব্যবহার যে প্রকার, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে যাহা দ্বারা সমস্তই বশীভূত হয়,

তাহার নাম দণ্ড। যাহাতে ধর্ম্মের লোপ না হইয়া প্রত্যুত তাহার প্রচার হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্যবহার কহে। পূর্ব্বকালে ভগবান্ মনু সর্ব্বাগ্রে কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি সুবিহিত দণ্ডবিধান দ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিকে সমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ। আমি যে মনুবাক্য বর্ণন করিলাম, ইহা ব্রহ্মার বাক্য। ভগবান্ মনু ব্রহ্মার মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বাক্য অতি পূর্ব্বকালে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে প্রাক্তন বাক্য কহে। যথার্থরূপে দণ্ডবিধান করিলে, ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে। দণ্ড প্রধান দেবতা; উহার তেজ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ও রূপ নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামল উহার চারি বাহু, চারি দন্ত, দুই জিহ্বা, আট চরণ ও অসংখ্য লোচন। উহার কর্ণ অতি তীক্ষ্ণ, লোম সমুদায় ঊর্দ্ধ, মস্তক জটাজালে জড়িত, আস্যদেশ তাম্রবর্ণ এবং শরীর কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায় চর্ম্মে সমাবৃত। দণ্ড সর্ব্বদা এই প্রকার ভীষণমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। খড়্গ, ধনু, গদা, শক্তি, ত্রিশূল, মুদ্গর, শর, মুষল, পরশু, চক্র, পাশ, দণ্ড ও তোমর প্রভৃতি যে সমস্ত অস্ত্র আছে, দণ্ড তাহাদিগের সকলেরই রূপ পরিগ্রহ করিয়া কাহাকে ছিন্ন, কাহাকে ভিন্ন, কাহাকে নিপীড়িত, কাহাকে বিদারিত, কাহাকে বিপাটিত ও কাহাকে সমাহত করে। দণ্ডের অসি, বিশসন, ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণবর্ম্মা, দুরাধর শ্রীগর্ভ বিজয়, শাস্তা, ব্যবহার, সনাতন, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, ধর্ম্মপাল, অক্ষর, দেব, সত্যগ, নিত্যগ, অগ্রজ, অসঙ্গ, রুদ্রতনয়, জ্যেষ্ঠ মনু ও শিবঙ্কর এই কয়েকটি নাম বর্ণিত আছে। দণ্ড সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু ও নারায়ণ স্বরূপ। ইনি প্রতিনিয়ত মহৎরূপ ধারণ করাতে ইঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া বর্ণন করা যায়। ধর্ম্মরাজ! দণ্ডের পত্নী নীতি ও ব্রহ্মকন্যা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ড অর্থ, অনর্থ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, বল, অবল, দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য, পাপ, পুণ্য, গুণ, অগুণ, কাম, অকাম, ঋতু, মাস দিবা, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, প্রমাদ অপ্রমাদ, হর্ষ, ক্রোধ, শম, দম, দৈব, পুরুষকার, মোক্ষ, অমোক্ষ, ভয়, অভয়, হিংসা, অহিংসা, তপস্যা, যজ্ঞ, সংযম, আদি, অন্ত, মধ্য, কার্য্যপ্রপঞ্চ, মদ, প্রমাদ, দর্প, দম্ভ, ধৈর্য্য, নীতি, অনীতি, শক্তি অশক্তি, অভিমান, অহঙ্কার, ব্যয়, অব্যয়, বিনয়, পরিহার, কাল, অকাল, সত্য, মিথ্যা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ক্লীবতা, ব্যবসায়, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয়, মৃদুতা, তীক্ষ্ণতা, মৃত্যু, আগম, অনাগম, বিরোধ, অবিরোধ, কার্য্য, অকার্য্য, অসূয়া, অনসূয়া, সলজ্জতা, নির্ল-

জ্ঞতা, বিপদ্, সম্পদ্, তেজ, পাণ্ডিত্য, বাক্য, শক্তি ও তত্ত্ববুদ্ধিতা প্রভৃতি বিবিধ আকার সম্পন্ন। ইহলোকে যদি দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না রহিত, তাহা হইলে সকলেই পরস্পরকে নিপীড়িত করিত। এই অবনীমণ্ডলে কেবল দণ্ডের ভয়েই কেহ কাহাকে সংহার করিতে পারে না। প্রজাগণ প্রতিদিন দণ্ডদ্বারা প্রতিপালিত হইয়াই ভূপতিকে সমুন্নত করিয়া থাকে; অতএব দণ্ডই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দণ্ড মনুষ্যগণকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে। ধর্ম্ম প্রতিনিয়ত সত্য ও ব্রাহ্মণগণে অবস্থান করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মপরায়ণ হইলেই বেদজ্ঞ হইয়া থাকেন। বেদ হইতেই যাগযজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হয়। যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। দেবতারা প্রীত হইয়া প্রতিনিয়ত দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট প্রজাবর্গের গুণ বর্ণন করিলে, তিনি তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে অন্নদান করিয়া থাকেন। অন্নই জীবগণের জীবনধারণের উপায়। অন্ন দ্বারাই প্রজাগণ জীবন ধারণ করে এবং দণ্ড ক্ষত্রিয়মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত জাগরিত থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে। দণ্ড ঈশ্বর, পুরুষ, প্রাণ, সত্ত্ব, চিত্ত, প্রজাপতি, ভূতাত্মা ও জীব এই আট নামে কীর্ত্তিত হয়। জগদীশ্বর ভূপালগণকে দণ্ড ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন বলিয়াই তাঁহারা প্রভূত সৈন্যসম্পন্ন হন, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ, পদাতি, নৌকা, বিষ্টি, দেশজ মনুষ্য ও মেষাদি এই আট প্রকার বল দ্বারা কুল, বিপুলধনসম্পন্ন অমাত্য জ্ঞান, কলেবর, বল ও কোষবর্দ্ধনোপযোগী অন্যান্য বলসংগ্রহ করা ভূপতির অতিশয় আবশ্যক। রথী, সাদী, নিষাদী, পদাতি, মন্ত্রী, বৈদ্য, ভিক্ষুক, প্রাড়্বিবাক, দৈবজ্ঞ, কোষ, মিত্র, ধান্য, অন্যান্য উপকরণ, সপ্তপ্রকৃতি ও অষ্টাঙ্গ রাজ্যের দেহস্বরূপ দণ্ড রাজ্যের প্রধান অঙ্গ ও প্রধান কারণ। জগদীশ্বর ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত যত্নসহকারে দণ্ড প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিশ্বসংসার দণ্ডের অধীন। কমলযোনি ব্রহ্মা প্রজাবর্গের প্রতিপালন ও তাহাদিগকে নিজ নিজ ধর্ম্মস্থাপনের নিমিত্ত যে দণ্ডরূপ ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা ভূপালগণের পূজনীয় আর কিছুই নাই।

ব্যবহার অর্থী ও প্রত্যর্থীর দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে এক জনের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাকে জয়শালী করিয়া দেয়। ব্যবহার বেদমূলক। কুলাচার উল্লঙ্ঘন ও শাস্ত্র অতিক্রম নিবন্ধন উহা দুই প্রকারে পরিণত হয়। অর্থী ও প্রত্য-

থীর মধ্যে, একের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অন্যকে যে দণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা ভূপালনিষ্ঠ; সুতরাং ভূপালগণের উহা পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। যদিও আপনার বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করিয়া লোকের প্রতি দণ্ডবিধান করা যায়, কিন্তু ব্যবহার যে দণ্ডের মূল, তাহার আর সংশয় নাই। ব্যবহার বেদমূলক। যাহা বৈদিক সিদ্ধান্ত সমুত্থিত, তাহাই বহুগুণসম্পন্ন ধর্ম্ম। মনস্বীরা ধর্ম্মানুসারে অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে এক জনের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অন্যের দণ্ডবিধান করেন। বেদমূলক ব্যবহার তিন লোক রক্ষা করিতেছে। আমাদিগের মতে বেদমূলক ব্যবহারই ধর্ম্ম এবং যাহারে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাই সৎপথ। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সুর, অসুর, রাক্ষস, মনুষ্য ও উরগগণের সৃষ্টি ও সংহার কর্ত্তা। এই ধর্ম্মের সহিত তাঁহার একাত্মতা আছে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও পুরোহিত প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন, অপরাধ করিলেই রাজা তাহাকে দণ্ড প্রদান করিবেন। রাজা সকলের প্রতিই দণ্ডবিধান করিতে পারেন।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। ১২২।

হে মহারাজ! এই উপলক্ষে আমি একটি পূর্ব্বতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে অঙ্গদেশে এক বসুহোম নামে তপোনুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মশীল ভূপতি ছিলেন। তিনি আপনার ধর্ম্মপত্নীর সহিত দেবতা, পিতৃ ও ঋষিগণের পূজিত মুঞ্জপৃষ্ঠ নামক হিমাচলের শৃঙ্গে বাস করিতেন। মহাত্মা পরশুরাম ঐ শৃঙ্গে মুঞ্জবটের মূলে অবস্থান করিয়া মস্তকে জটা বন্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া সংশিতব্রত মহর্ষিগণ ঐ প্রদেশকে মুঞ্জপৃষ্ঠে বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। মহারাজ বসুহোম ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে বহুবিধ গুণে বিভূষিত, ব্রাহ্মণগণের সম্মানিত ও দেবর্ষিতুল্য হইয়া উঠেন।

বিরদিন পরে এক দিন পুরন্দরের সখা শত্রুনিসূদন মহারাজ মান্ধাতা অঙ্গরাজের নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে তপস্যাসক্ত সন্দর্শন করত বিনীতভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মহারাজ বসুহোম মান্ধাতাকে অবলোকন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! অনুমতি করুন, আমি আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব?

তখন মহারাজ মান্ধাতা পরম পরিতুষ্ট হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ বসুহোমকে কহিলেন, নরেন্দ্র! আপনি সুরাচার্য্যের সমস্ত মত ও শুক্রাচার্য্যবিবেচিত সমুদায় শাস্ত্র বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। অতএব কি প্রকারে দণ্ড উৎপন্ন হইল? উহার উৎপত্তির কারণ কি? আর কি নিমিত্ত উহার ভার ক্ষত্রিয়ের প্রতি অর্পিত হইল, সেই সমুদায় আমার নিকট বর্ণন করুন, আমি আপনাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতেছি।

বসুহোম কহিলেন, রাজন্! যে প্রকারে প্রজাবর্গের নিয়মরক্ষার্থ ধর্ম্মের আত্মস্বরূপ সনাতন দণ্ড সমুদ্ভূত হইল, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়া কুত্রাপি আপনার তুল্য পুরোহিত প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি আপনার মস্তকে এক গর্ভ ধারণ করিলেন। সেই গর্ভ দীর্ঘকাল ব্রহ্মার মস্তকে রহিল। ক্রমে সহস্র বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে, এক দিন ভগবান্ কমলযোনি ক্ষুত পরিত্যাগ করিলেন। ইত্যবসরে সেই গর্ভ তাঁহার মস্তক হইতে নিঃসৃত হইয়া করতলে নিপতিত হইল। সেই গর্ভসম্ভূত প্রজাপতি ক্ষুপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ মহাত্মা ক্ষুপকে পৌরহিত্য প্রদান করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পিতামহের যজ্ঞ আরম্ভ হইলে দণ্ড অবিলম্বেই অন্তর্হিত হইল। তখন প্রজাবর্গ সকলেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। কার্য্যাকার্য্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, পেয়াপেয় ও গম্যাগম্যের কিছুমাত্র বিচার রহিল না। সকলেই পরস্পরের প্রতি হিংসা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিজস্ব ও পরস্বের ইতর বিশেষ এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল। প্রজাগণ আমিষাভিলাষী কুক্কুরগণের ন্যায় পরস্পরের নিকট বল পূর্ব্বক দ্রব্য অপহরণ এবং বলবানেরা দুর্ব্বলগণকে নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে সমুদয় পৃথিবী বিশৃঙ্খল হইলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সনাতন বিষ্ণুকে পূজা করিয়া দেবদেব মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্! যাহাতে প্রজাগণের মধ্যে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা না থাকে, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার উপায় বিধান করুন। তখন ভগবান্ শূলপাণি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া স্বয়ং দণ্ডের সৃষ্টি করিলেন। সেই সময় নীতি দেবী সরস্বতীর অনুগ্রহে সেই দণ্ড হইতে ত্রিলোকবিশ্রুত দণ্ডনীতির উৎপত্তি হইল। অনন্তর শূলবরায়ুধ ভগবান্ মহাদেব পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে দেবগণের, বৈবস্বত যমকে পিতৃগণের, কুবেরকে ধন ও রাক্ষসগণের, সুমেরুকে পর্ব্বত সমুদায়ের, সাগরকে নদীকুলের, বরুণকে

জল ও অসুরগণের, মৃত্যুকে প্রাণের, ভাস্কর ও হুতাশনকে তেজের, ঈশানকে রুদ্রগণের, বশিষ্ঠকে ব্রাহ্মণগণের, শশধরকে নক্ষত্রগণের, অংশুমানকে লতাজালের, দ্বাদশবাহু ভগবান্ কুমারকে ভূতগণের, কালকে মৃত্যু ও সুখদুঃখের এবং ক্ষুপকে সমুদায় লোকের আধিপত্য প্রদান করিলেন। কিয়দ্দিন পরে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে, দেবাদিদেব মহাদেব সেই ধর্ম্মরক্ষক দণ্ড গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে প্রদান করিলেন। তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণু অঙ্গিরাকে, মহর্ষি অঙ্গিরা দেবরাজ ইন্দ্র ও মরীচিকে, মরীচি ভৃগুকে, ভৃগু ঋষিদিগকে, ঋষিগণ লোকপালগণকে, লোকপালগণ ক্ষুপকে, ক্ষুপ বৈবস্বত মনুকে এবং মনু ধর্ম্মার্থের সূক্ষ্ম কারণ পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আপনার পুত্রদিগকে সেই দণ্ড প্রদান করেন। হে মহারাজ! স্বেচ্ছাচারী না হইয়া ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিয়া দণ্ডবিধান করা বিধেয়। দুষ্টদমনার্থই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ভূপালগণ কেবল ভয় প্রদর্শনার্থ প্রজাবর্গের অর্থ গ্রহণ করিবেন। অল্প কারণে প্রজাগণকে নিপীড়িত, নিহত বা নির্ব্বাসিত করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য [illegible] বৈবস্বত মনু প্রজাগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই অবনীমণ্ডলে দণ্ড প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ দণ্ড তদবধি প্রজারক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রথমতঃ বিক্রমশালী দেবরাজ ইন্দ্রই সমস্ত প্রজাকে প্রতিপালন করেন। তৎপরে ইন্দ্র হইতে হুতাশন, হুতাশন হইতে বরুণ, বরুণ হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মার তনয় সনাতন ব্যবসায়, ব্যবসায় হইতে তেজ, তেজ হইতে ওষধি, ওষধি হইতে পর্ব্বত, পর্ব্বত হইতে রস ও রসগুণ, তাহা হইতে নৈঋতি দেবী, ঐ দেবী হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে বেদ, বেদ হইতে ভগবান্ হয়গ্রীব, হয়গ্রীব হইতে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি মহাদেব, মহাদেব হইতে বিশ্বদেবগণ, বিশ্বদেবগণ হইতে ঋষিগণ, ঋষিগণ হইতে ভগবান্ শশাঙ্ক, শশাঙ্ক হইতে সনাতন দেবগণ এবং দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণগণ প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করেন। এক্ষণে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণ হইতে সেই ভার গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। এই স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ মেদিনী ক্ষত্রিয়দিগের প্রভাবেই শাসিত হইয়া থাকে। দণ্ড সর্ব্বদা প্রজাবর্গের প্রতি জাগরিত রহিয়াছে। পিতামহসদৃশ দণ্ডের প্রভাবেই সমস্ত পৃথিবী শাসিত হইতেছে। সাক্ষাৎ কালস্বরূপ ভূতভাবন দেবাদিদেব মহাদেব আদি, মধ্য ও শেষ এই তিন কালেই নিরন্তর জাগরিত রহিয়াছেন

দণ্ডও ঐ তিন কালেই লোকসমাজে বিরাজিত থাকে। অতএব ধর্ম্মশীল রাজা ন্যায়ানুসারে বিচার পূর্ব্বক দণ্ড বিধান করিবেন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি মহারাজ বসুহোমের এই ইতিহাস অবহিত হইয়া শ্রবণ করে, তাহার সকল মনোরথ পরিপূর্ণ হয়। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বলোকনিয়ন্তা দণ্ডের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিলাম।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। ১২৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি প্রকারে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নির্ণয় করিতে পারা যায়? লোকে কি উদ্দেশে ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করে? উহাদিগের উৎপাদক কে? এবং উহাদিগের সংসৃষ্ট ও অসংসৃষ্ট ভাবই বা কি প্রকার? আর কোন্ কোন্ বস্তুতে নির্ভর করিয়া লোকযাত্রা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে? আপনি এই সমুদায় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন। এই সকল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যগণ বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এককালে ঐ তিনেরই অনুশীলন করিতে পারে। উহাকে ঐ ত্রিবর্গের সংসৃষ্টভাব বলে। অর্থ ধর্ম্মমূলক, কাম অর্থমূলক এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সংকল্পমূলক, আর সংকল্প বিষয়মূলক। বিষয় সমুদায় আহারসিদ্ধির উপযোগিতা সম্পাদন করে। উহারাই ত্রিবর্গের মূল। ত্রিবর্গ হইতে নিবৃত্তিই মোক্ষ; লোকে দেহরক্ষার্থ ধর্ম্মের নিমিত্ত অর্থের এবং ইন্দ্রিয়গণের প্রীতিসাধনার্থ কামের সেবা করিয়া থাকে। ঐ তিন বর্গই রজোগুণপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়। উহাদিগকে চিত্ত হইতে এককালে পরিত্যাগ না করিয়া অনাসক্তচিত্তে উহাদিগের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। ত্রিবর্গের অনুশীলন করিতে করিতেই লোকের মোক্ষলাভের বাসনা হয়। ধর্ম্ম হইতেই অর্থ ও অর্থ হইতেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যগণ কোনক্রমেই ঐরূপ ধর্ম্মার্থের ফললাভ করিতে পারে না। ফলাভিসন্ধি ধর্ম্মের মলস্বরূপ, দান ভোগ বিমুখতা অর্থের মলস্বরূপ এবং প্রমোদ পরাঙ্মুখতা কামের মলস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যখন ত্রিবর্গ ঐ সমুদায়ের মল হইতে বিমুক্ত হয়, তখন উহাদিগের ব্রহ্মানন্দরূপ ফল প্রদান করিবার ক্ষমতা জন্মে।

এই স্থলে কামন্দকাঙ্গরিষ্ঠ সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদিন মহারাজ আঙ্গরিষ্ঠ মহাতপা কামন্দককে উপবিষ্ট সন্দর্শন করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! নরপতি কাম ও মোহপ্রভাবে পাপানুষ্ঠান পূর্ব্বক অনুতাপিত হইলে, কি প্রকারে তাঁহার পাপ বিনষ্ট হইতে পারে? আর যে ব্যক্তি অজ্ঞানতানিবন্ধন ধর্ম্মবোধে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ভূপতি কি প্রকারে তাহাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন?

কামন্দক কহিলেন, রাজন্! যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কামের অনুশীলন করিয়া থাকে, তাহার বুদ্ধিনাশ হয়। বুদ্ধিনাশ হইলেই ধর্ম্মার্থবিনাশক মোহের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে এবং সেই মোহপ্রভাবেই লোকে নাস্তিক ও দুরাচার হইয়া উঠে। রাজা যদি সেই দুরাচারদিগের দণ্ডবিধান না করেন, তাহা হইলে গৃহস্থিত ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহা হইতে সকলেই ভীত হয়। প্রজাগণ, ব্রাহ্মণগণ ও সাধুগণ কদাচ তাঁহার অনুবৃত্তি করেন না; ক্রমে ক্রমে তাঁহার অবনতি ও জীবনসংশয় হইয়া উঠে এবং তিনি নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া অতিক্লেশে জীবন অতিবাহন করিয়া থাকেন। নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া জীবন ধারণ করা মৃত্যুতুল্য হইয়া পরিগণিত হয়। এক্ষণে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ পাপনিবৃত্তির যে প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ভূপতি প্রতি নিয়ত ত্রিবিদ্যার অনুশীলন ও ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনা করিবেন এবং নিরন্তর ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিবেন। ক্ষমাশীল মনস্বী ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবেন। কেবল উদক পান করিয়া পরম সুখে জপ এবং পাপাত্মাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। মধুর বাক্য ও হিতজনক কার্য্য দ্বারা সকলের সন্তোষসাধন, অন্যের গুণ বর্ণন এবং সকলেরই নিকট আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবেন। নরপতি এই প্রকার আচারপরায়ণ হইলে, সকলেই তাঁহার সমাদর করিয়া থাকে এবং তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন; সন্দেহ নাই। গুরুলোকেরা যে প্রকার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুর প্রসাদেই নানাপ্রকার শ্রেয়োলাভ হয়।

—•••—

চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। ১২৪।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জীবলোকে সকলেই ধর্ম্মশীলতার সবিশেষ প্রশংসা করে; অতএব কি প্রকারে উহা লাভ করিতে পারা যায় এবং উহার স্বরূপই বা কি? ইহা যদি আমাদিগের জ্ঞাতব্য হয়, তবে বর্ণন করুন। ঐ বিষয় শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় বাসনা হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে তোমার ও ত্বদীয় ভ্রাতৃগণের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক সাতিশয় সন্তপ্ত এবং সভামধ্যে উপহাসিত হইয়া ভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের মুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কর্ণের সাক্ষাতে তাহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি কি নিমিত্ত সন্তাপ করিতেছ; তোমার সন্তাপের বিশেষ কারণ ত দেখিতে পাই না। তুমি বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবেরা কিঙ্করের ন্যায় সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে। তুমি অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান ও উপাদেয় পলান্ন ভোজন করিয়া থাক এবং সুদৃশ্য অশ্ব সকল তোমাকে বহন করে। তবে তুমি কি কারণে পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়াছ।

দুর্যোধন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণের ভবনে প্রত্যহ দশ সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ সুবর্ণপাত্রে আহার করিয়া থাকে। আর তাহাদিগের ফলপুষ্পোপশোভিত দিব্য সভা, তিত্তিরি ও কম্বোযদেশীয় অশ্ব এবং বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র বিদ্যমান আছে। পাণ্ডবগণ আমার পরম শত্রু। আমি তাহাদিগের কুবের সদৃশ তাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়াই নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছি।

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! যদি তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে সচ্চরিত্র হও। সচ্চরিত্রতা দ্বারা ত্রিভুবন আয়ত্ত করা যায়, সন্দেহ নাই। ত্রিভুবন মধ্যে সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। দেখ, মান্ধাতা এক রাত্রিমধ্যে, জনমেজয় তিন দিবসে এবং নাভাগ সাত রাত্রিতে সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ সমুদায় ভূপালগণ সচ্চরিত্র ও নিতান্ত দয়াশীল ছিলেন বলিয়াই বসুন্ধরা উহাঁদিগের গুণে আবদ্ধ হইয়া স্বয়ং উহাঁদের বশীভূত হইয়াছিলেন।

দুর্যোধন কহিলেন, মহারাজ! যাহার প্রভাবে ঐ সমুদায় পূর্ব্বতন

নরপতি অতি অল্পকালমধ্যে পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন, সেই সচ্চরিত্রতা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ এই সচ্চরিত্রতাবিষয়ে যে এক ইতিহাস বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দানবাধিপতি প্রহ্লাদ আপনার চরিত্রবলে একবার দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য অপহরণ ও ত্রৈলোক্য আপনার বশীভূত করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র রাজ্য অপহৃত দেখিয়া বৃহস্পতির সন্নিধানে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, শ্রেয়োলাভ হইতে পারে? ইহা অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। তখন সুরগুরু বৃহস্পতি কহিলেন, পুরন্দর! মোক্ষোপযোগী জ্ঞানই শ্রেয়োলাভের প্রধান কারণ। দেবরাজ কহিলেন ভগবন্! মোক্ষোপযোগী জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উপায় আর কিছু আছে কি না? বৃহস্পতি কহিলেন, বাসব! মহাত্মা শুক্র শ্রেয়োবিষয়ের উপদেশ প্রদানে আমা অপেক্ষা সমধিক সমর্থ হইবেন। অতএব তুমি তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক এই বিষয় পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা কর; তাহা হইলে তুমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের সমীপে গমন করিয়া পরম প্রীতিসহকারে স্বীয় মঙ্গলজনক জ্ঞান লাভ করিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার নিকট হইতে বিদায়ের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন, ইহা অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উৎকৃষ্ট উপায় আছে কি না? তখন সর্ব্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য কহিলেন, পুরন্দর! মহাত্মা প্রহ্লাদ এ বিষয়ে তোমাকে বিশেষরূপে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব তুমি তাঁহার সন্নিধানে গমন কর।

সুরপতি ইন্দ্র শুক্রাচার্য্যের মুখে এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং অবিলম্বে ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া প্রহ্লাদের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, দানবরাজ! আমি তোমার নিকট শ্রেয়োলাভের উপায় অবগত হইতে বাসনা করি। প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মন! আমি ত্রৈলোক্য রাজ্য শাসনে নিতান্ত আসক্ত হইয়াছি; এক্ষণে আমার কিছুমাত্র অবসর নাই। অতএব আমি আপনারে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ কহিলেন, দৈত্যরাজ! যে সময় তোমার অবসর হইবে, তুমি সেই সময় আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিও। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, প্রহ্লাদ পরম প্রীত হইয়া তাঁহার

বাক্যে অঙ্গীকার পূর্ব্বক অবসরক্রমে তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও শিষ্যের ন্যায় নম্রভাবে প্রহ্লাদের সৎকার ও তাঁহার অভিলষিত সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

এক দিন ব্রাহ্মণ দানবাধিপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,দানবরাজ! তুমি কি প্রকারে এই ত্রৈলোক্য রাজ্য অধিকার করিলে, তাহা বর্ণন কর। তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মন! আমি রাজা হইয়াছি বলিয়া কখনই ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না, প্রত্যুত তাঁহারা শুক্রপ্রণীত নীতিবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা পরম সমাদরে গ্রহণ ও তদনুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; তাঁহারা বিশ্বস্তচিত্তে আমার নিকট নীতি বর্ণন করিয়া থাকেন এবং আমাকে নীতিপথাবলম্বী, শুশ্রূষানিরত, অসূয়াবিহীন, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় জ্ঞান করিয়া মক্ষিকাগণ মধ্যে যে প্রকার মধুক্রমে মধু বর্ষণ করে, সেইরূপ আমার মনোমধ্যে শাস্ত্রীয় উপদেশস্বরূপ আলোক প্রদান করেন। এক্ষণে আমি সেই ব্রাহ্মণদিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়াই নক্ষত্রগণের শশধরের ন্যায় স্বজাতীয়দিগের অধীশ্বর হইয়াছি। ব্রাহ্মণের নীতিবাক্য অমৃত তুল্য। ব্রাহ্মণমুখে নীতি শ্রবণ ও তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

দানবাধিপতি প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণরূপধারী ইন্দ্রকে এই প্রকারে শ্রেয়োলাভের উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্। আমি আপনার ভক্তি সন্দর্শনে আপনার প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আপনি বর প্রার্থনা করুন। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, আপনারে অভিলষিত বর প্রদান করিব। তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, দৈত্যরাজ! তুমি যদি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়া থাক, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর যে, আমি যেন তোমার সচ্চরিত্রতা প্রাপ্ত হইতে পারি। ব্রাহ্মণ এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, প্রহ্লাদ যুগপৎ পরম প্রীত ও নিতান্ত ভীত হইলেন এবং সত্য প্রতিপালন করা পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিলেন। বর প্রদান করিবামাত্র দানবাধিপতির অন্তঃকরণ দুঃখে সাতিশয় কাতর হইয়া উঠিল। অনন্তর ব্রাহ্মণরূপধারী ইন্দ্র প্রহ্লাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুলকিত চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ গমন

করিলে পর প্রহ্লাদ গাঢ়তর চিন্তায় নিতান্ত নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি করিবেন কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না।

ইত্যবসরে তাঁহার শরীর হইতে সহসা ছায়ার ন্যায় এক তেজ নিঃসৃত হইল। তদ্দর্শনে দানবাধিপতি প্রহ্লাদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল, আমি চরিত্র; এক্ষণে তোমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া প্রস্থান করিতেছি। যে ব্রাহ্মণ শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া প্রতিনিয়ত তোমার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, আমি অতঃপর তাঁহারই শরীরে অবস্থান করিব। চরিত্র প্রহ্লাদকে এই কথা কহিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া দেবরাজের কলেবরে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর দানবরাজের শরীর হইতে আর একটী তেজ নির্গত হইল। তখন প্রহ্লাদ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি কে? তেজ কহিল, দানবরাজ! আমি ধর্ম্ম। যে স্থানে চরিত্র, আমি সেই স্থানেই অবস্থান করি। এক্ষণে চরিত্র ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়াছে; সুতরাং আমাকেও সেই স্থানে গমন করিতে হইল।

ধর্ম্ম এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে পর, আর একটী তেজ মহাত্মা প্রহ্লাদের কলেবর হইতে সহসা নির্গত হইল। দানবরাজ তাহাকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল, দৈত্যরাজ! আমি সত্য, এক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের সহিত চলিলাম। সত্য এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে পর,প্রহ্লাদের কলেবর হইতে একটী মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহাকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাপুরুষ! তুমি কে? পুরুষ কহিল, দানবরাজ! আমি সৎকার্য্য; যে স্থানে সত্য আমি সেই স্থানেই অবস্থান করি।

অনন্তর প্রহ্লাদের কলেবর হইতে আর একটী তেজ গভীর শব্দ করিতে করিতে নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল, দৈত্যরাজ! আমি বল; সৎকার্য্য যে স্থানে অবস্থান করে, আমিও সেই স্থানে বাস করিয়া থাকি। বল এই বলিয়া গমন করিলে প্রহ্লাদের শরীর হইতে এক প্রভাময়ী দেবী নির্গত হইলেন। প্রহ্লাদ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি কে? দেবী কহিলেন, দৈত্যরাজ! আমি লক্ষ্মী; আমি এতদিন তোমার দেহে অবস্থান করিয়াছিলাম; এক্ষণে তোমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বলের অনুগামিনী হইতেছি। লক্ষ্মী এই কথা কহিলে, প্রহ্লাদের অন্তঃকরণে পূর্ব্বাপেক্ষা

অধিকতর ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, দেবি! তুমি কোথায় গমন করিবে? তুমি ত্রিলোকের ঈশ্বরী ও সত্যব্রতপরায়ণা। এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণ কে, তাহা তোমাকে কীর্ত্তন করিতে হইবে। সেই ব্রাহ্মণের তত্ত্ব অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। তখন লক্ষ্মী কহিলেন, দৈত্যরাজ! যে ব্রাহ্মণ তোমার নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র। ত্রিলোকমধ্যে তোমার যে ঐশ্বর্য্য ছিল, তিনি তাহা অপহরণ করিয়াছেন। তুমি সচ্চরিত্রতানিবন্ধন ত্রিলোক ও ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিলে। দেবরাজ তাহা অবগত হইয়া তোমার সেই সচ্চরিত্রতা অপহরণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম, সত্য, সৎকার্য্য, বল ও আমি আমরা সকলেই সচ্চরিত্রতার অধীন। লক্ষ্মী এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! সচ্চরিত্রতা কি এবং উহা কি প্রকারেই বা প্রাপ্ত হওয়া যায়? তাহা বর্ণন করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! মহাত্মা প্রহ্লাদ সচ্চরিত্রতা ও তৎপ্রাপ্তির উপায় পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি সংক্ষেপে উহার প্রাপ্তিবিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং উপযুক্ত পাত্রে দান ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই সচ্চরিত্রতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যে পুরুষকারদ্বারা কাহারও হিতসাধন না হয় এবং যাহা দ্বারা লোকসমাজে লজ্জা পাইতে হয়, সেরূপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করিবে না। যে কার্য্য দ্বারা লোকসমাজে শ্লাঘনীয় হওয়া যায়, সেইরূপ কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। এই আমি সংক্ষেপে সচ্চরিত্রতা লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিলাম। যদি কোন ভূপতি অসচ্চরিত্রতা দ্বারা কোনক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে তাহা চিরকাল ভোগ করিতে হয় না; প্রত্যুত তাঁহাকে সত্বরেই সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব তুমি যদি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধিশালী হইতে বাসনা কর, তবে আমার এই বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সচ্চরিত্র হও।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার তনয় দুর্য্যোধনকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি ঐ উপদেশের অনুগামী হও। তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবে।

আশার অবধি দর্শনে সমর্থ হইলাম না। হে তপোধনগণ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ; আপনাদের কিছুই অবিদিত নাই; অতএব আপনাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করি, আশাসম্পন্ন পুরুষ ও অন্তরীক্ষ এই উভয়ের মধ্যে কাহারে মহত্ত্বনিবন্ধন শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায়। এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। অতএব যদি এই বিষয় আপনাদের গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে, অবিলম্বেই কীর্ত্তন করুন। যদি উহা আপনাদের গোপনীয় বা তপোবিঘ্নকর হয়, তাহা হইলে আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি না। এক্ষণে আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি উহা বক্তব্য হয়, তাহা হইলে, আপনারা একত্র মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করুন।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। ১২৭।

হে মহারাজ! মহামতি সুমিত্র মহর্ষিগণের নিকট এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পর, মধ্যস্থলে উপবিষ্ট মহর্ষি ঋষভ ঈষৎ হাস্য করিয়া ভূপতিকে কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বে আমি তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে নরনারায়ণের দিব্যাশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলাম, তথায় মনোহর বদরী এবং আকাশগামিনী মন্দাকিনীর উৎপত্তির কারণ মহান্ হ্রদ বিরাজিত রহিয়াছে, আর ভগবান্ অশ্বশিরা সতত বেদ পাঠ করিতেছেন। আমি সেই দিব্যাশ্রম দর্শনে পরম প্রীত হইয়া সেই হ্রদের জলে পিতৃ ও দেবগণের যথাবিধি তর্পণ করিয়া আশ্রমমণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। ঐ আশ্রমের যে স্থানে মহর্ষি নর ও নারায়ণ অবস্থিতি করেন, তাহার অনতিদূরে আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আমি সেই স্থানে সুস্থচিত্তে উপবেশন করিয়া আছি, এমন সময়ে এক চীরাজিনধারী কৃশকায় তপোধন তথায় উপনীত হইলেন। ঐ মহাত্মার শরীর অন্যান্য মনুষ্যের কলেবর অপেক্ষা অষ্টগুণ দীর্ঘ। উঁহার ন্যায় কৃশ ব্যক্তি আর কখন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। উঁহার দেহ কনিষ্ঠা অঙ্গুলির ন্যায় কৃশ; গ্রীবা বাহু, চরণ ও কেশকলাপ অতি অদ্ভুতদর্শন; মস্তক, চক্ষু ও কর্ণ দেহের অনুরূপ এবং বাক্‌শক্তি ও চেষ্টা অতি অল্প। আমি সেই অলৌকিকদর্শন কৃশ মহর্ষিকে সন্দর্শন করিয়া উদ্বিগ্ন ও ভীত চিত্তে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম এবং অবশেষে

তাঁহার নিকট আপনার নাম, গোত্র ও পিতার নাম নিবেদন করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে আসনে উপবিষ্ট হইলাম। আমি উপবেশন করিলে পর, সেই পরম ধার্ম্মিক তপোধন ঋষিসমাজে ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে পুত্রশোকার্ত্ত ভূরিদ্যুম্নপিতা মহারাজ বীরদ্যুম্ন পুত্রের অন্বেষণার্থ মনোমারুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া স্ত্রী ও সৈন্যসামন্তগণ সমভিব্যাহারে তথায় আগমন পূর্ব্বক সেই মহর্ষিকে কহিলেন, হে তপোধন! আমি পূর্ব্বে এই স্থানে পুত্রকে দেখিতে পাইব, এই আশা করিয়া এই বনের সর্ব্বস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন স্থানেই সেই ধার্ম্মিক পুত্রকে দেখিতে পাই নাই। পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া সে মহারণ্যে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার দর্শনলাভ নিতান্ত দুর্লভ, বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি। কিন্তু পুত্রপ্রাপ্তির আশা আমারে পরিত্যাগ করিতেছে না। এক্ষণে আমি সেই আশায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছি।

তখন সেই কৃশ মহর্ষি ভূপতির বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল অবাক্‌শিরা ও ধ্যানাসক্ত হইয়া রহিলেন। দুঃখার্ত্ত রাজা বীরদ্যুম্ন তাঁহাকে ধ্যাননিরত দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, ভগবন্! যদি গুহ্য না হয়, তাহা হইলে, কোন্ বস্তু দুর্লভ এবং আশা অপেক্ষা মহৎ কি, তাহা আমার সমীপে বর্ণন করুন।

তখন তপোধন কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে এক মহর্ষি তোমার পুত্র ভূরিদ্যুম্নের নিকট কাঞ্চন কলস ও বল্কল প্রার্থনা করিলে, সে আপনার দুর্ব্বুদ্ধি ও মন্দভাগ্য প্রভাবে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া তদীয় অভিলাষানুরূপ দ্রব্য প্রদান করে নাই; এই জন্যই ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়াছে।

মহর্ষি এই কথা কহিলে পর, রাজা বীরদ্যুম্ন সেই লোকপূজিত তপোধনকে অভিবাদন পূর্ব্বক নিতান্ত অবসন্ন হইয়া রহিলেন। তখন সেই মহর্ষি আরণ্য বিধানানুসারে তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ প্রদান পূর্ব্বক অতিথি সৎকার করিলেন। অনন্তর অন্যান্য তপোধনগণ সপ্তর্ষিপরিবেষ্টিত নক্ষত্রের ন্যায় সেই অপরাজিত ভূপতি বীরদ্যুম্নকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার আশ্রমপ্রবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

—•:•—

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। ১২৮।

রাজা কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমি বীরদ্যুম্ন নামে নরপতি। আমার নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। আমার ভূরিদ্যুম্ননামে এক শিশু সন্তান অদৃশ্য হইয়াছে। আমার একমাত্র পুত্র। আমি তাহার অন্বেষণার্থ অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছি; কিন্তু অদ্যাবধি কোথাও তাহার অনুসন্ধান পাইলাম না।

নরপতি বীরদ্যুম্ন এই কথা কহিলে, মহর্ষি কৃশ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; রাজার বাক্যে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর দিলেন না। পূর্ব্বে বীরদ্যুম্ন ঐ মহর্ষিকে যথোচিত সমাদর করেন নাই বলিয়া উনি হতাশ হইয়া দীর্ঘতর তপস্যায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, আমি কদাপি ক্ষত্রিয় বা অন্য কোন বর্ণের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিব না। আশাপ্রভাবেই মনুষ্যেরা ব্যাকুলিত হইয়া উঠে। অতএব আমি পরম যত্নসহকারে সেই আশাকে নিরাকৃত করিব।

মহারাজ বীরদ্যুম্ন মহর্ষি কৃশকে অধোবদনে অবস্থান করিতে দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, মহর্ষে! আপনি সর্ব্বার্থদর্শী; অতএব ইহলোকে আশাবান্ অপেক্ষা কৃশ কে এবং কোন্ বস্তুই বা দুর্লভ? তাহা বিশেষরূপে বর্ণন করুন:—

তখন তপঃশীর্ণদেহ মহাত্মা কৃশ ভূপতিকে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায় স্মরণ করাইয়া কহিলেন, মহারাজ। আশাবান্ অপেক্ষা কৃশ এবং আশানুরূপ অর্থলাভ অপেক্ষা দুর্লভ আর কিছুই নাই; আমি সেই আশাকৃত অর্থ নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া অনেক ভূপতির নিকট উহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

তখন ভূপতি কহিলেন, তপোধন। আমি আপনার বাঙ্নিষ্পত্তিমাত্রেই বুঝিলাম যে, যিনি আশার বশীভূত, তিনিই কৃশ এবং যিনি আশাকে জয় করিয়াছেন, তিনিই সবল। আর আশাকৃত অর্থলাভও বেদবাক্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্লভ। যাহা হউক্, এক্ষণে আমার মনে আর এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, আপনা অপেক্ষা কৃশ আর কে আছে? যদি ঐ বিষয় গুহ্য না হয়, তাহা হইলে, উহা বর্ণন করিয়া আমার সংশয় দূর করুন।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! ধৈর্য্যাবলম্বী অর্থী নিতান্ত বিরল অথবা কোথাও বিদ্যমান নাই। আর যিনি কখনই অর্থীর অবমাননা না করেন, এতাদৃশ ব্যক্তি নিতান্ত দুর্লভ। এই জগতে যাহারা লোকের

উপকার করিব বলিয়া স্বীকার করিয়া পরিশেষে সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন না করে, তাহাদের নিকট যে আশা করা যায়, লোকে যে আশার প্রভাবে কৃতঘ্ন, নৃশংস, অলস ও অপকারী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে উপকারলাভের চেষ্টা করে, যাহার প্রভাবে পিতা একমাত্র পুত্র নষ্ট বা প্রোষিত হইলে, না পাইয়াও, সন্দর্শন লাভে যত্নবান্ হন, যে আশা বৃদ্ধা রমণীগণকে পুত্রপ্রসবে সচেষ্ট করে এবং যাহার প্রভাবে পাণিগ্রহণাভিলাষিণী কামিনীগণ প্রাপ্তবয়স্ক পাত্রলাভের কথামাত্র শ্রবণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হয়, সেই আশা আমা অপেক্ষাও কৃশতর।

রাজা বীরদ্যুম্ন মহর্ষি কৃশের এই কথা শ্রবণ করিয়া সপরিবারে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন; আমি পুত্রের সহিত সমাগমলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। আপনি যে সকল কথা কহিলেন, তৎসমুদায়ই যথার্থ।

তখন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ভগবান্ কৃশ ঈষৎ হাস্য করিয়া বিদ্যা ও তপঃ প্রভাবে অচিরাৎ বীরদ্যুম্নের পুত্রকে তথায় উপনীত করিলেন এবং পরিশেষে স্বীয় দিব্য মূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক নিষ্পাপ ও বিগতক্রোধ হইয়া অরণ্যমধ্যে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আমি স্বয়ং এই বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি; অতএব অচিরাৎ কৃশতরী আশাকে পরিত্যাগ কর।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! মহামতি ঋষভ এই কথা কহিলে, মহারাজ সুমিত্র তৎক্ষণাৎ স্বীয় আশা নিরাকৃত করিলেন। অতএব তুমিও এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে আশা পরিত্যাগ করিয়া হিমাচলের ন্যায় স্থিরভাব অবলম্বন কর। তুমি কষ্টের সময় আমার নিকট প্রশ্ন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেছ। অতএব এক্ষণে আমার কথা শ্রবণ করিয়া অনুতাপ করিও না।

—•*•—

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১২৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনার বাক্যামৃতপানে আমার কোনক্রমেই তৃপ্তিলাভ হইতেছে না; আমি যতই আপনার বাক্য শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার শুশ্রূষা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আত্মজ্ঞানী যেরূপ সমাধিসুখে পরম পরিতুষ্ট হয়, তদ্রূপ আমি আপনার ধর্ম্মোপদেশ

শ্রবণে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইতেছি; অতএব আপনি পুনর্ব্বার ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! যমগৌতমসম্বাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস আছে; তাহাতে গৌতম যমরাজকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পরিপাত্র নামক পর্ব্বতে মহর্ষি গৌতমের এক মনোহর আশ্রম ছিল। তিনি ষষ্টিসহস্র বৎসর ঐ আশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন। এক দিন লোকপাল যম মহর্ষি গৌতমের সেই আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে ঘোরতর তপস্যায় সমাসক্ত দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। মহর্ষি গৌতম যমকে সমাগত দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট রহিলেন। তখন যম তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে? গৌতম কহিলেন, প্রভো? কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, পিতা মাতার ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়? আর কি প্রকারেই বা অতি পবিত্র দুর্ল্লভ লোক লাভ করা যাইতে পারে তাহা কীর্ত্তন করুন।

যম কহিলেন, মহর্ষে! সতত সত্যধর্ম্ম [illegible] ও পবিত্রতা অবলম্বন [illegible] রলে, তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়; আর প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই অনায়াসে অতি আশ্চর্য্য পবিত্র লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে।

—০*০—

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে ভূপাল মিত্রশূন্য, বহুশত্রুসম্পন্ন, ক্ষীণকোষ ও হীনবল হন, দুষ্ট মন্ত্রিগণ সহায় হওয়াতে যাঁহার মন্ত্রণা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, যিনি রাজ্যভ্রষ্ট, কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় ও পররাজ্য বিমর্দ্দিত করিবার অভিলাষে পরসৈন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, যিনি স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া বলবানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন, যিনি সুপ্রণালীক্রমে রাজ্যরক্ষায় অসমর্থ, যাঁহার দেশকালের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই এবং অতিশয় প্রজাপীড়ননিবন্ধন সন্ধি ও ভেদ উভয়ই যাঁহার পক্ষে অত্যন্ত দূর্লভ, তাঁহার কি অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া অর্থ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য অথবা অর্থ ব্যতিরেকে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি এক্ষণে আমারে অতি নিগূঢ় ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে। জিজ্ঞাসা না করিলে, ইহা ব্যক্ত করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য, এই জন্য আমি ইহার উল্লেখ করি নাই। যিনি শাস্ত্র হইতে অল্পমাত্র ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি সাধু। বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, লোকে ধনশালী হয় কি না, তাহা তুমি আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে পর্য্যালোচনা করিতে পার। এক্ষণে ভূপতিগণের ব্যবহার সম্পাদনের জন্যই আপদ্ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিন্তু উহার দ্বারা যে যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয়, তাহা আমি স্বীকার করি না। সুকুমারমতি প্রজাগণকে পীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে, রাজার ধন ও সৈন্যসামন্তের সহিত বিনাশলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পুরুষের শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে, জ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞান তাহার প্রীতিকর হয়। অজ্ঞানপ্রভাবে লোকে কোন বিষয়েরই উপায় অবধারণ করিতে পারে না। যিনি জ্ঞানপ্রভাবে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন, তাঁহার শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। রাজার কোষক্ষয় হইলেই বলক্ষয় হয়; অতএব তিনি নির্জ্জন স্থানে জলোৎপাদনের ন্যায় যে কোন রূপেই হউক, ধনাগমে যত্নবান্ হইবেন। আপদ কাল উত্তীর্ণ হইলে, প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা রাজার পরম ধর্ম্ম। সমর্থ ব্যক্তির ধর্ম্ম যে প্রকার, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম সে প্রকার নহে। ধনাগম ব্যতিরেকে তপস্যাদি দ্বারাও ধর্ম্মলাভ হয় বটে, কিন্তু অর্থাগম না থাকিলে, প্রাণহানির সম্ভাবনা। অতএব অর্থাগমপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুগত জীবিকালাভে সমর্থ হয় না এবং তৎকালে তাহার বিশেষ যত্নদ্বারাও ধর্ম্মানুসারে বললাভ হওয়া সম্ভবপর নহে; সুতরাং আপদকালে অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহিত হইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা কহেন যে, ঐ রূপ ধর্ম্ম অধর্ম্মের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, আপদ্‌কাল অতীত হইলে, ক্ষত্রিয় তৎকালকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধান করিবেন। যাহাতে ধর্ম্মের কোন হানি না হয়, এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করাই নরপতির কর্ত্তব্য। আপনাকে অবসন্ন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। তিনি আপনার ও অন্যের ধর্ম্মের ব্যঘাত করিয়াও আপনার উদ্ধারসাধনে কৃতকার্য্য হইতে যত্ন করিবেন। ধার্ম্মিকগণের ধর্ম্মে এবং ক্ষত্রিয়গণের বাহুবল ও উৎসাহে নৈপুণ্য থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মণ যেরূপ বিপদাপন্ন হইলে অযাজ্যযাজন ও অভোজ্যান্ন ভোজন করিয়াও নিন্দার্হ হন না, সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিরোধ হইলে,

তিনি তাপস ও ব্রাহ্মণের ধন ব্যতিরেকে আর সকলেরই ধন গ্রহণ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি শত্রুকর্তৃক নিপীড়িত বা নিরুদ্ধ হইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, তাহার কি সুপথ ও কুপথ বিচার করা উচিত? কখনই নহে; তৎকালে যে কোন পথদ্বারা হউক পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবে। ক্ষত্রিয় কোষ ও বলক্ষয়নিবন্ধন লোকের নিকট নিতান্ত অবমানিত হইলেও তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তি বা বৈশ্য ও শূদ্রের জীবিকা অবলম্বন নিতান্ত নিষিদ্ধ। জয়লাভদ্বারা ধনোপার্জ্জনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান বৃত্তি। তিনি স্বজাতীয় নিকট কদাচ কোন দ্রব্য প্রার্থনা করিবেন না। যে ব্যক্তি মুখ্যকল্প অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, আপদ্‌কাল সমাগত হইলে, গৌণকল্প দ্বারা বৃত্তিলাভ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ নহে। ক্ষত্রিয় আপদাপন্ন হইলে, অধর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। বৃত্তিক্ষয়নিবন্ধন ব্রাহ্মণেরও যখন অধর্ম্মাচরণ বিহিত হইতেছে, তখন ক্ষত্রিয়ের উহা বিহিত না হইবার কারণ কি? ক্ষত্রিয় আপৎকালে ধনীদিগের নিকট বলপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিবেন। নিতান্ত অবসন্ন হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। ক্ষত্রিয় প্রজাদিগের হন্তা ও রক্ষিতা; সুতরাং আপদুদ্ধারের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ এই জীবলোকে হিংসা না করিলে, কাহারই জীবিকালাভের সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, একাকী বনচারী মুনিও হিংসা না করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন না। বিশেষতঃ যে ভূপতি প্রজাপালন করিবার অভিলাষ করেন, কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিলে, তাঁহার কোনক্রমেই জীবিকালাভের সম্ভাবনা নাই। আর দেখ, রাজা ও রাজ্য ইহারা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে; অতএব রাজা যেরূপ আপদকালে স্বীয় ধন ব্যয় করিয়া রাজ্য রক্ষা করেন, তদ্রূপ রাজ্যস্থ প্রজাগণেরও রাজার বিপদ্‌কালে তাহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আপদ্ উপস্থিত হইলেও কোষ, দণ্ড, বল, মিত্র ও অন্যান্য দ্রব্য রাজ্য হইতে অন্তরিত করা রাজার কদাপি বিধেয় নহে। শম্বর কহিয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে লোকে স্বীয় আহারোপযোগী ধান্য হইতে অগ্রে বীজ রক্ষা করিবে। আপনাদিগের অর্থ ব্যয়দ্বারা রাজাকে রক্ষা করা প্রজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজার রাজ্য নিতান্ত অবসন্ন হয়, যিনি জীবিকার অভাবে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ বা দেশান্তরে অবস্থান করেন, তাঁহার জীবনে ধিক্! কোষ ও বল রাজার মূল, তন্মধ্যে কোষ আবার বলের মূল; বল সকল ধর্ম্মের মূল এবং ধর্ম্ম প্রজাগণের মূল। কিন্তু অন্য ব্যক্তিকে পীড়ন না

করিলে কোষ ও বল লাভের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আপদ্‌কালে কোষ ও বললাভার্থ অন্যকে পীড়ন করিলে, রাজগণকে কদাপি দূষিত হইতে হয় না। লোকে যাগযজ্ঞ সম্পাদনার্থ অকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুতরাং ভূপতি যখন শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে পীড়ন করেন, তখন তাঁহাকে কি জন্য দূষিত হইতে হইবে?

অর্থের অসদ্ভাব হইলেই প্রজাপীড়ন করিতে হয়; আ[illegible] পীড়ন না করিলে অর্থলাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। [illegible] সংগ্রহ করিবার নিমিত্তই বহুব্যয়সাধ্য হস্তিপালনাদি কার্য্যে [illegible] থাকেন। মেধাবী ব্যক্তি বুদ্ধিপূর্ব্বক এইরূপ কার্য্য [illegible] কালে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবে। যেমন পশু, যজ্ঞ ও [illegible] তিনটি মোক্ষসাধনের উপযোগী, সেইরূপ কোষ, বল ও [illegible] রাজাপুষ্টির প্রধান কারণ। আমি এই স্থলে এক ধর্ম্মতত্ত্বপ্রকাশক [illegible] প্রদর্শন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে যজ্ঞের নিমিত্ত যূপচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে, সেই যূপবৃক্ষের সন্নিহিত যে সকল বৃক্ষ উহা ছেদনের বিঘ্নসম্পাদন করে, তৎসমুদায়কে অবশ্যই ছেদন করিতে হয়। তাঁহারা আবার ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইবার সময় অন্যান্য বৃক্ষ সমুদায়কে নিপাতিত করে। ঐ রূপ যে সমুদায় মনুষ্য রাজার কোষসঞ্চয়ের বিলক্ষণ প্রতিবন্ধকতাচরণ করে, তাহাদিগকে বিনাশ না করিলে, কদাপি সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। অর্থদ্বারা ইহলোক, পরলোক, সত্য ও ধর্ম্ম সমুদায়ই করা যায়। নির্ধনেরা জীবন্মৃত হইয়া অবস্থান করে। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানার্থ যে কোনরূপে হউক ধন গ্রহণ করিবে। এই প্রকার করিলে, অধিক দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। এক ব্যক্তি কখনই যুগপৎ ধনসংগ্রহ ও ধনত্যাগ করিতে পারে না। বনমধ্যে ধনী ব্যক্তির অবস্থান সম্ভবপর নহে। আর যাহারা এই জনসমাজে অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে সতত পার্থিব ধন রত্ন সকল অধিকার করিবার নিমিত্ত সমুগ্র হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, ভূপালগণের রাজ্যরক্ষার সদৃশ পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। সম্পদ্‌কালে প্রজাগণের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে করগ্রহণ করা পাপজনক বটে; কিন্তু আপদ্‌কালে উহাদ্বারা তাদৃশ অধর্ম্ম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এই জগতে কেহ কেহ দান ও যাগ যজ্ঞাদি, কেহ কেহ তপস্যা এবং কেহ কেহ বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা ধন সঞ্চয় করেন। নির্ধন ব্যক্তি ধনবান্ ও দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবান্ বলিয়া অভিহিত হয়। ধনী ব্যক্তি সর্ব্ব বস্তু অধিকার ও সমুদায় বিপদ্ হইতে

মুক্তিলাভ করিতে পারে। অর্থপ্রভাবে ধর্ম্ম, কাম ও উভয় লোকে সদ্গতি লাভ হয়। অতএব ধর্ম্মানুসারে অর্থপ্রাপ্তির চেষ্টা করা লোকের উচিত; অধর্ম্মানুসারে উহা লাভ করিবার চেষ্টা করা তাহার কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বাধ্যায় সম্পূর্ণ।

আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩১।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! যে নরপতি কোষাদিসংগ্রহে বিমুখ, দীর্ঘসূত্র ও বন্ধুবান্ধববিয়োগভয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হন, যাঁহার মন্ত্রণা প্রকাশিত হয়, শত্রুরা একত্র মিলিত হইয়া যাঁহার রাজ্য বিভাগপূর্ব্বক গ্রহণ করে, যাঁহার নিধনতা ও মিত্রবলের অভাব নিবন্ধন অমাত্যেরা বিপক্ষগণের বশবর্ত্তী হয় এবং যিনি বিপক্ষসৈন্যের প্রভাবে অভিভূত ও মহাবল শত্রু কর্ত্তৃক ব্যাকুলিত হন, তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আক্রমণকারী শত্রু যদি বিশুদ্ধচিত্ত হয় ও ধর্ম্মানুসারে জয়প্রাপ্তির অভিলাষ করে, তাহা হইলে, নরপতি তাহার সহিত সন্ধি করিয়া ক্রমশঃ স্বীয় গ্রাম নগরাদির উদ্ধারসাধন করিবেন। আর শত্রু যদি মহাবলবীর্য্যশালী হয় ও অধর্ম্মানুসারে জয়প্রাপ্তির চেষ্টা করে তাহা হইলে, তাহারে কতিপয় গ্রাম প্রদান করিয়া তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করা অথবা রাজধানী ও অন্যান্য সমুদায় সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করা রাজার কর্ত্তব্য। নরপতি যে কোন প্রকারে হউক প্রাণ ধারণে সমর্থ হইলে, পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে। অতএব কোষ ও বল পরিত্যাগ করিলে, যে আপদ্ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, সেই আপদে আত্ম পরিত্যাগ করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। যদি অন্তঃপুরবাসিনীগণও শত্রুগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলেও তাহাদের প্রতি দয়া না করিয়া আত্মরক্ষা করাই উচিত।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! নরপতির অমাত্যাদি ক্রোধাবিষ্ট, রাজ্য ও দুর্গ প্রভৃতি শত্রুর হস্তগত, কোষ পরিক্ষীণ এবং মন্ত্রণা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শত্রু ধর্ম্মপরায়ণ হইলে, তাহার সহিত অচিরাৎ সন্ধিস্থাপন ও অধর্ম্মপরায়ণ হইলে, তাহার প্রতি অচিরাৎ পরাক্রম প্রকাশ করা নরপতিগণের কর্ত্তব্য। ফলতঃ মহীপতিগণ শত্রু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলে, হয়, উপায় দ্বারা অবিলম্বে তাহারে নিরস্ত করিবেন, না হয়, অচিরাৎ তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে দেহত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে সদ্গতি লাভ করিবেন। অনুরক্ত, হৃষ্ট ও সচেষ্ট সৈন্য অল্পমাত্র হইলেও তাহাদিগকে লইয়া সমস্ত বসুন্ধরা জয় করিতে পারা যায়। রাজা সমরে নিহত হইলে স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের সালোক্য এবং অরাতিগণকে নিপাতিত করিতে পারিলে, পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিতে পারেন; অতএব সংগ্রামে ভীত হওয়া তাঁহার কথনই উচিত নহে। সংগ্রামকাল সমাগত হইলে, সমরত্যাগের অভিলাষ না করিয়া বুদ্ধিকৌশলে শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন ও বিনয় অবলম্বন করিয়া সংগ্রাম করাই নরপতিগণের কর্ত্তব্য। আর যখন তাঁহারা স্বপক্ষীয়দিগের ক্রোধবশতঃ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ বা সন্ধিস্থাপন করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইবেন, তখন দুর্গ হইতে অগ্রে পলায়ন পূর্ব্বক পরিশেষে ক্রমে ক্রমে সন্ধি দ্বারা আপনার সৈন্যগণকে সান্ত্বনা করিয়া মন্ত্রপ্রভাবে পুনরায় স্বীয় রাজ্য অধিকার করিবেন।

—০*০—

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩২।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! ভূপালগণের সর্ব্বলোক হিতজনক পরম ধর্ম্ম বিনষ্ট ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু দস্যুগণের হস্তগত হইলে, ব্রাহ্মণগণ সেই আপদ্‌কালে স্নেহবশতঃ পুত্র পৌত্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া কি প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সেই আপদ্‌কালে ব্রাহ্মণেরা বিজ্ঞানবল অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিবেন। জগতের যাবতীয় ধন ধান্যাদি সাধুগণের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; অসাধুগণের নিমিত্ত কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই। যে ব্যক্তি শাস্ত্রপথের অনুবর্ত্তী হইয়া অসাধুগণের নিকট হইতে

অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক সাধুগণকে প্রদান করেন, তিনিই আপদ্ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ। নরপতি বিপদ্‌কালে রাজ্যপালনার্থ প্রজাবর্গকে প্রকোপিত না করিয়া তাহাদের অদত্ত বস্তুও গ্রহণ করিতে পারেন। বিজ্ঞানবল-সম্পন্ন পুণ্যাত্মা ব্যক্তি বিপদ্‌কালে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও, তাঁহাকে কাহারও নিকট নিন্দিত হইতে হয় না। বলপূর্ব্বক জীবিকা-লাভ করাই যাঁহাদিগের চিরাচরিত ধর্ম্ম, তাঁহারা কখনই অন্য বৃত্তি অব-লম্বন করিয়া সন্তোষলাভে সমর্থ হন না। বলবান্ ব্যক্তিরা তেজঃ-প্রকাশ করিয়াই জীবন যাপন করেন। ভূপতিরা আপদ্‌কালে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রস্থ সমুদায় ব্যক্তির নিকট হইতে কোষ সংগ্রহ করিয়া থাকেন; কিন্তু মেধাবী রাজারা আপদ্‌কালে অসচ্চরিত্র দণ্ডার্হ ব্যক্তি-দিগের দণ্ডবিধান করিয়াই ধনসঞ্চয় করেন। অধিক আপদ্ উপ-স্থিত হইলেও ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে পীড়নপূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করা ভূপালগণের কর্ত্তব্য নহে। যে রাজা ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে অগাধ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা অতি প্রামাণিক ও লোকের দিব্য চক্ষুস্বরূপ। লোকে ইহার অনুসারে ব্যবহার করিতে পারিলেই সাধুপদবাচ্য হইয়া থাকে। গ্রামবাসী অসংখ্যলোক রোষ-পরবশ হইয়া রাজার নিকট পরস্পরের দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকে; অতএব রাজা তাহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কাহারেও সংকৃত বা নিপীড়িত করিবেন না। লোকের পরিবাদ কীর্ত্তন বা শ্রবণ করা কখনই উচিত নহে। যে সভায় পরনিন্দা কীর্ত্তিত হয়, তথায় হস্তদ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন বা তথা হইতে প্রস্থান করাই বিধেয়। কদর্য্যস্বভাব লোকেরাই পরের নিন্দা ও পরের প্রতি ক্রূরতাচরণ করে। সংস্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সতত সাধুদিগের গুণই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শান্ত-স্বভাব বৃষভ যেমন যত্নসহকারে ভার বহন করে, ভূপতিও সেইরূপ রাজ্য-ভার বহন করিবেন। যাহাতে অনেকের সাহায্য লাভ করা যায়, এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা ভূপালগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেকে চিরাচরিত প্রথাকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন; কিন্তু কেহ কেহ উহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা কহেন যে, পুরোহিতাদি মান্য ব্যক্তিরাও অপরাধ করিলে, তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সকল লোক যে মাৎসর্য্য বা লোভের বশীভূত হইয়া ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করেন, এরূপ বিবেচনা করিও না; বস্তুতঃ তাঁহারা শিষ্টের প্রতি

শব্দের ব্যবহারানুসারে ধর্ম্মানুরোধেই ঐরূপ কহিয়া থাকেন। অনেক মহর্ষি কুকর্ম্মশীল গুরুরও শাসন করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, বস্তুতঃ ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে। লোকে কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, দেবগণ তাহারে নিপাতিত করেন। যে নরপতি ছলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। সর্ব্বাঙ্গসংকৃত ধর্ম্ম চতুর্ব্বিধ; বেদনির্দ্দিষ্ট, স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট সাধুজনাচরিত ও আত্মবিচারসিদ্ধ। এই চারি প্রকার ধর্ম্মই অবগত হওয়া নরপতিদিগের উচিত। যে রাজা তর্কশাস্ত্র, বেদশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র দণ্ডনীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত ধর্ম্ম অবগত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। সর্পপদের ন্যায় ধর্ম্মমূল অন্বেষণপূর্ব্বক প্রকাশ করা সহজ নহে। নিষাদগণ যেরূপ বনমধ্যে বাণাহত মৃগের শোণিতাক্ত পদচিহ্ন লক্ষ করিয়া তাহার অনুসন্ধান করে, সেইরূপ ধর্ম্মের মর্ম্ম অন্বেষণ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। পুরাতন রাজর্ষিরা সাধুদিগের আশ্রিত পথই অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমি এক্ষণে তাঁহাদিগের ন্যায় সেই পথ অবলম্বন কর।

—০*০—

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩৩।

হে মহারাজ! স্বীয় ও পরকীয় রাজ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোষপূরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। কোষ দ্বারাই রাজ্য ও ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব কোষ সংগ্রহ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করাই ভূপতিদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কোন সচ্চরিত্রতা বা কোন নৃশংসতা দ্বারা কখনই কোষসংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং মধ্যম বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই কোষসংগ্রহ করা উচিত। বল না থাকিলে, কোষ রক্ষা হয় না; কোষ রক্ষা না হইলেও বল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বলহীন ব্যক্তি রাজ্যরক্ষায় সমর্থ হয় না এবং রাজ্যহীন ব্যক্তিকে শীঘ্র শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। উচ্চপদে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীবিহীন হওয়া মৃত্যুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব কোষ, বল ও মিত্র পরিবর্দ্ধিত করা রাজাদিগের নিতান্ত আবশ্যক। রাজা কোষবিহীন হইলে সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করে; তখন আর কেহই তাঁহার নিকট অল্পলাভে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করে না। লক্ষ্মী থাকিলে,

রাজার সম্মানের পরিসীমা থাকে না। আবরণ দ্বারা যেমন স্ত্রীলোকের গুহ্য দেশ সমাবৃত হয়, সেইরূপ সম্পদ দ্বারা রাজার পাপ সকল আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। যে নরপতির পূর্ব্বাপকারিগণ তাঁহার সম্পদ দর্শনে অনুতাপিত হইয়া শালাবৃকের ন্যায় গূঢ়ভাবে তাঁহারে সংহার করিবার মানসে আশ্রয় করে, তাঁহার কখনই সুখলাভ হইতে পারে না। সতত উদ্যত হওয়াই রাজাদিগের নিতান্ত উচিত; নত হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। উদ্যমই প্রধান পুরুষকার। বরং ভগ্ন হওয়া উচিত, তথাপি কাহার নিকট নত হওয়া বিধেয় নহে। বরং অরণ্যে প্রস্থান করিয়া মৃগগণের সহিত বিচরণ করিবে, তথাপি মর্য্যাদাশূন্য দস্যুপ্রায় আমাত্যগণের সহিত ব্যবহার করিবে না। অতি ভীষণ অকার্য্যসাধনকালে দস্যুদিগের নিকট হইতে অনেক সৈন্য পাওয়া যায়। নরপতি এককালে নিয়মবিহীন হইলে, তাঁহার নিকট অন্যান্য লোকের কথা কি বলিব, নিষ্ঠুর দস্যুরাও ভীত হয়। অতএব লোকমনোহারী নিয়ম স্থাপন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতি সামান্য বিষয়েও নিয়ম থাকিলে, উহা সাধারণের সমাদৃত হইয়া থাকে। নাস্তিকেরা ইহলোকে পরলোকের ভয় করে না; অতএব তাহাদিগের উপর বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত নহে। দস্যুরা অন্যান্য সদাচারে নিরত হইয়া পরধন অপহরণ করিলেও উহা অহিংসা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দেখ, দস্যুরা দয়াবান্ হইলে, তাহাদের দয়াবলে অনেকানেক প্রাণী রক্ষিত হয়। উহারা সংগ্রামবিমুখ ব্যক্তির বধসাধন, কৃতঘ্নতা, ব্রহ্মস্ব অপহরণ, লোকের এককালে নিধনতা সম্পাদন, কন্যাপহরণ ও পরদারাভিমর্ষণে নিতান্ত বিমুখ। আবার যাহারা দস্যুদিগের বিশ্বাসের জন্য উহাদের সহিত সন্ধি করে, তাহারা নিশ্চয়ই উহাদের বিশ্বাসোৎপাদন পূর্ব্বক সমুদায় জ্ঞাত হইয়া পরিশেষে উহাদের সমুদায় ধন সন্তানাদি নিঃশেষিত করিতে পারে। অতএব দস্যুগণকে একবারে ধনবিহীন না করিয়া তাহাদিগকে আপনার বশবর্ত্তী করাই বিধেয়। আপনাকে সবল বোধ করিয়া তাহাদের সহিত নৃশংস ব্যবহার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে রাজা প্রজাবর্গকে ধনবিহীন করেন, তাঁহাকে অবিলম্বে নির্ধন হইতে হয়; আর যিনি তাহাদের সম্পত্তি রক্ষা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই যাবজ্জীবন রাজ্য ভোগে সমর্থ হন।

-০✱০-

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩৪।

হে মহারাজ! এই স্থলে ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই ধর্ম্ম বাক্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, ক্ষত্রিয়ের সাধুজনসমাচরিত ধর্ম্ম ও অর্থ এই দুইটি প্রত্যক্ষ সুখ। শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া প্রত্যক্ষ সুখে বিঘ্নোৎপাদন করা কদাচ বিধেয় নহে। ধরাতলে বৃকপদচিহ্ন দর্শন করিয়া উহা যথার্থ বৃকের পদচিহ্ন কিঁ না এইরূপ বিচারের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার নিরর্থক। এই সংসারে কেহই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। অতএব বিদ্যাদি দশ প্রকার বল আয়ত্ত করা বিধেয়। সর্ব্ব বস্তুই বলবান্ ব্যক্তির বশীভূত থাকে। সম্পত্তি থাকিলে বল আয়ত্ত হয় এবং বল আয়ত্ত হইলেই উপযুক্ত অমাত্য সমুদায় লাভ করা যায়। এই পৃথিবীতে ধনবিহীন ব্যক্তি পতিত ও অল্পমাত্র দ্রব্যই উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। বলবান্ ব্যক্তি অতিশয় পাপাচরণ করিলেও কেহ ভয়প্রযুক্ত তাহা প্রকাশ করে না। ধর্ম্ম ও বল এই দুইটি সত্যের আশ্রয় লাভ করিলে মনুষ্যেরা মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পায়। বল ও ধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে বলই শ্রেষ্ঠ। বল হইতে ধর্ম্ম সম্ভূত হয়। ধূম যেমন বায়ুকে আশ্রয় করিয়া উড্ডীন এবং লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় ও সুখ যেমন ভোগবান্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্ম বলবান্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। বলবান্ ব্যক্তিদিগের সর্ব্বকার্য্যই সাধ্যায়ত্ত। তাহাদিগের সমুদায় কার্য্যই সৎকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বলহীন ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করিলে, কখনই পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না। সকলেই তাহার দৌরাত্ম্যে উত্ত্যক্ত হয়। মনুষ্যেরা ঐশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেই সকলের নিকট অবমানিত হইয়া অতি কষ্টে প্রাণ ধারণ করে; তৎকালে তাহাদিগের প্রাণধারণ মৃত্যুতুল্য হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, পাপ ও চরিত্রদোষ নিবন্ধন বন্ধুবান্ধববিহীন হইলে, মনুষ্যকে পরের বাক্যযন্ত্রণায় নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যৎপরোনাস্তি অনুতপ্ত হইতে হয়। পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য ত্রয়ী বিদ্যার আলোচনা, ব্রাহ্মণগণের উপাসনা, দর্শনবাক্য প্রয়োগ ও কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টিসম্পাদন, চিত্তের উন্নতিসাধন, মহদ্বংশে পাণিগ্রহণ, আপনার নম্রতা স্বীকার পূর্ব্বক অন্যের গুণ বর্ণন, কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক জপানুষ্ঠান এবং মিতভাষী ও মৃদুস্বভাব হইয়া লোকের হিতসাধন করা উচিত বহুতর পাপানুষ্ঠান করিলে, লোকের নিন্দায় ক্রুদ্ধ না

হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সমাজে সর্ব্বদা অবস্থান ও তাঁহাদিগের অনুমোদিত কার্য্যে নিত্য অনুষ্ঠান করা বিধেয়। এইরূপ সদাচারনিরত হইলেই লোকে পাপবিহীন ও সকলের সম্মানভাজন হইয়া ইহলোক ও পরলোকে উৎকৃষ্ট সুখ লাভে সমর্থ হয়! ধন বিভাগ পূর্ব্বক ভোগ করাই উচিত; একাকী গোপনে ভোগ করা বিধেয় নহে।

—•—

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩৫।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! পরধনাপহারী দস্যুও যদি অন্যান্য ধর্ম্মে সমলঙ্কৃত হয়, তাহা হইলে, তাহাকে পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয় না! এই বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কায়ব্য নামে এক নিষাদ দস্যুত্বনিবন্ধন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ঐ নিষাদ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে নিষাদীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। সে নিরন্তর ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিরত, বুদ্ধিমান্, বিজ্ঞানসম্পন্ন, অনৃশংস, বিপ্রপ্রিয়, গুরুপূজক, মহাবল পরাক্রান্ত এবং নিষাদগণমধ্যে বিজ্ঞ ও মৃগবিজ্ঞানে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিল। ঐ নিষাদ প্রত্যহ প্রভাতে ও সায়ংকালে বনমধ্যে মৃগগণের ক্রোধ উত্তেজিত করিত। দেশকালের বিষয়ে তাহার কিছুই অবিদিত ছিল না। সে সতত পর্ব্বতে পরিভ্রমণ ও একাকী অসংখ্য সৈন্য পরাজয় করিত। সমুদায় ধর্ম্মেই তাহার সবিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। সে প্রত্যহ মধু, মাংস, ফল, মূল ও অন্যান্য নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক বৃদ্ধ অন্ধ বধির পিতা মাতার শুশ্রূষা করিত। মান্য ব্যক্তিদিগকে কখনই অবমাননা করিত না। বনবাসী প্রব্রজিত ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করা তাহার নিত্য কার্য্য ছিল। সে প্রত্যহ মৃগবধ করিয়া তাঁহাদের জন্য লইয়া যাইত। যাঁহারা লোকভয়ে দস্যুর নিকট মাংস গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেন না, সে প্রাতে অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের গৃহে তাহা রাখিয়া যাইত।

এক দিন ক্রূরস্বভাব নিয়মবিহীন অসংখ্য দস্যু তাহারে গ্রামণী করিবার নিমিত্ত কহিল, হে বীর! তুমি দেশ, কাল ও মুহূর্ত্ত সমুদায়ই জ্ঞাত আছ। তোমার ন্যায় প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও দৃঢ় ব্রতপরায়ণ লোক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব এক্ষণে তুমি আমাদের সকলের মতানুসারে প্রধান গ্রামণী পদ গ্রহণ কর। তুমি আমাদিগকে যেরূপ অনুমতি করিবে,

আমরা তদনুসারেই কার্য্যানুষ্ঠান করিব। এক্ষণে তুমি পিতা মাতার ন্যায় ন্যায়ানুসারে আমাদিগকে প্রতিপালন কর।

তখন কায়ব্য তাহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া তাহাদিগকে কহিল, প্রতিবাসীগণ! তোমরা স্ত্রী, ভীরু, শিশু, তাপস ও সমরে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিনাশসাধন এবং বল পূর্ব্বক স্ত্রীলোককে গ্রহণ করিও না। সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে স্ত্রীলোককে সংহার করা অতি গর্হিত কার্য্য। অতএব তদ্বিষয়ে যেন কোনমতেই তোমাদিগের বুদ্ধি প্রধাবিত না হয়। নিরন্তর ব্রাহ্মণগণের শুভচিন্তা ও তাঁহাদিগের হিতানুষ্ঠানার্থ যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কখনই সত্যের অপলাপ করিও না। দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের পূজা এবং বিবাহাদি সৎকার্য্যের বিঘ্নানুষ্ঠান করা হিতজনক নহে। সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে ব্রাহ্মণই মোক্ষলাভের উপযুক্ত, অতএব সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও তাঁহাদিগের পূজা করা উচিত। ব্রাহ্মণেরা, ক্রুদ্ধ হইয়া যাহার অনিষ্টচিন্তা করেন, ত্রিলোকমধ্যে কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, তাহাকে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট হইতে হয়। আমরা এইখানে থাকিয়াই সর্ব্ববিষয়ের ফললাভে বাসনা করিব। যাহারা আমাদের অভিলষিত ফলপ্রদানে অসম্মত হইবে, তাহাদের সহিত সংগ্রাম করাই আমাদের কর্ত্তব্য। দুষ্টদিগের শাসনবিধানার্থই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে; নির্দ্দোষ লোকের বিনাশের নিমিত্ত সৃষ্টি হয় নাই। যাহারা শিষ্টদিগকে পীড়া প্রদান করে, তাহাদিগকে বধ করাই কর্ত্তব্য। যাহারা রাজ্যাপরোধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা কুণপনিহত কৃমির ন্যায় বিনষ্ট হয়। হে প্রতিবাসীগণ! পরধনাপহারী দস্যু হইয়া এই প্রকার নিয়মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে, অচিরাৎ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হওয়া যায়।

কায়ব্য এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে, তত্রত্য সমস্ত দস্যুই তাহার বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক পাপ হইতে বিরত হইয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। জ্ঞানবান্ কায়ব্যও সাধুগণের হিতানুষ্ঠান ও দস্যুগণের পাপ নিবারণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্য দ্বারা মহতী সিদ্ধি লাভ করিল। হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত এই কায়ব্যচরিত চিন্তা করিবে, তাহার আরণ্য জন্তু ও অন্যান্য প্রাণী হইতে অণুমাত্র ভয় থাকিবে না; সে অরণ্যমধ্যে গমন করিয়াও রাজার ন্যায় অবস্থান করিতে পারে।

—০:০—

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩৬।

হে ধর্ম্মরাজ! ভূপতি যে পথ অবলম্বন করিয়া কোষসঞ্চয় করিবেন, পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ ব্রহ্মবাক্যানুসারে তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; শ্রবণ কর। ব্রহ্মস্ব ও যাজ্ঞীকগণের ধন গ্রহণ করা রাজার বিধেয় নহে। তিনি কর্ম্মকাণ্ডবিহীন দস্যুগণের ধনই হরণ করিবেন। পৃথিবীস্থিত সমুদায় রাজা ও রাজ্য ক্ষত্রিয়ের অধিকৃত। ক্ষত্রিয়ই সমস্ত ধন ভোগ করিবেন; উহাতে অন্য ব্যক্তির কিছুমাত্র অধিকার নাই। ধন দ্বারা বলবুদ্ধি ও যজ্ঞানুষ্ঠান করাই রাজার কর্ত্তব্য। লোকে যেরূপ অভোজ্য ওষধি ছেদন করিয়া তদ্দ্বারা ভোজ্য দ্রব্য পাক করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাজা দুষ্টদিগের হিংসা করিয়া শিষ্টগণকে প্রতিপালন করিবেন। যাহারা ঘৃতদ্বারা দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্যগণকে পরিতৃপ্ত না করে, তাহাদের ধন নিতান্ত নিষ্ফল। বলপূর্ব্বক ঐরূপ ব্যক্তিগণের ধন অপহরণ করা ধর্ম্মশীল রাজার কর্ত্তব্য। সেই ধনদ্বারা অনেকানেক সাধুগণের তৃপ্তিসাধন হই-বার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব রাজাকে সেই অপহরণ জন্য দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। যিনি অসাধু ব্যক্তি হইতে ধন গ্রহণ পূর্ব্বক সাধু-গণকে প্রদান করেন, তিনি পরম ধার্ম্মিক। বল্মীনামক শুক্রজীব ও পিপীলিকাদি যেমন অল্পে অল্পে বহুদূর গমন করে, তদ্রূপ নরপতি আপ-নার সাধ্যানুসারে ক্রমে ক্রমে পরলোক জয় করিবার যত্ন করিবেন। গবাদির দেহ হইতে যেমন দংশমশকাদি নিরাকৃত করা যায়, তদ্রূপ অযা-জ্ঞিক ব্যক্তিকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করা বিধেয়। শিলার উপর ধূলি রাখিয়া শিলাদ্বারা পেষণ করিলে, উহা যেমন ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ ধর্ম্মের যত সমালোচন করা যায়, উহা ততই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

—*•*—

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩৭।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কার্য্যা-নুষ্ঠান করে, তাহাকে অনাগতবিধাতা, যে ব্যক্তি সহসা কোন কার্য্য উপ-স্থিত হইলে, আপনার বুদ্ধিদ্বারা অচিরাৎ তাহা সংসাধনে সমর্থ হয়, তাহাকে প্রত্যুৎপন্নমতি এবং যে ব্যক্তি কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, তাহা সম্পাদনে সত্বর না হইয়া ইহা অদ্য না হয় কল্য করিব বলিয়া আলস্যে

কাল যাপন করে, তাহাকে দীর্ঘসূত্র বলে। এই জগতে অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই দুই ব্যক্তিই সুখলাভে সমর্থ হন; কিন্তু দীর্ঘসূত্রকে অবিলম্বে বিনষ্ট হইতে হয়। এক্ষণে আমি এই স্থলে একটি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন এক মৎসসঙ্কুল স্বল্পসলিল জলাশয়ে তিনটি শকুল মৎস বাস করিত। তন্মধ্যে একটি অনাগতবিধাতা, একটি প্রত্যুৎপন্নমতি ও একটি দীর্ঘসূত্র। একদা মৎসজীবিগণ মৎস ধরিবার অভিলাষে চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল নিঃস্রাবিত করিতে লাগিল। তখন দীর্ঘদর্শী শকুল মৎস জলাশয়কে ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে দেখিয়া স্বীয় মিত্রদ্বয়কে কহিল, দেখ, এক্ষণে এই জলাশয়েই জলজন্তুর বিপদ্‌কাল সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব চল, আমরা আমাদের নির্গমনের পথ নষ্ট না হইতে হইতেই অচিরাৎ অন্য জলাশয়ে প্রস্থান করি। যে ব্যক্তি নীতিপ্রভাবে অনুপস্থিত বিপদের প্রতিবিধান করে, তাহকে কোন কালেই বিপদাপন্ন হইতে হয় না। অতএব চল, আমরা বিপদ্ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পলায়ন করি। তখন দীর্ঘসূত্র কহিল, মিত্র! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু আমার মতে কোনকার্য্যেই ত্বরান্বিত হওয়া উচিত নহে। ঐ সময় প্রত্যুৎপন্নমতিও অনাগতবিধাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভাই! আমি ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কোন কার্য্য করি না; কিন্তু কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারি। দীর্ঘসূত্র ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই কথা কহিলে অনাগতবিধাতা তাহাদিগের তৎকালে পলায়নের মত নাই বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং অবিলম্বে স্রোতদ্বারা এক গভীর জলাশয়ে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে সমস্ত জল নিঃসৃত হইলে, মৎসজীবী ধীবরগণ বিবিধ উপায় দ্বারা মৎসগণকে রুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময় দীর্ঘসূত্র ও প্রত্যুৎপন্নমতি অন্যান্য মৎসগণের ন্যায় অবরুদ্ধ হইল। অনন্তর ধীবরগণ রজ্জুদ্বারা মৎসদিগকে গ্রথিত করিতে থাকিলে, প্রত্যুৎপন্নমতি সেই গ্রথিত মৎস্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রথনরজ্জু দংশন পূর্ব্বক অবস্থান করিলে লাগিল। তখন মৎস্যজীবী সমুদায় মৎস্য গ্রথিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে প্রভূত জলে প্রক্ষালন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ অবসরে প্রত্যুৎপন্নমতি সেই গ্রথনরজ্জু পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইল। কিন্তু হীনবুদ্ধি দীর্ঘসূত্র পলায়নের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বিচেতন ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিল।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপ যে ব্যক্তি মোহনিবন্ধন সমাগত বিপদ্ বিবেচনা করিতে না পারে, তাহাকে দীর্ঘসূত্র মৎস্যের ন্যায় অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয়। আর যে ব্যক্তি আপনাকে কার্য্যদক্ষ বিবেচনা করিয়া প্রথমে বিপদের প্রতিবিধান না করে, প্রত্যুৎপন্নমতি মৎস্যের ন্যায় তাহার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে। আর যে ব্যক্তি বিপদ্ উপস্থিত না হইতে হইতেই তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, সে অনাগত-বিধাতা মৎস্যের ন্যায় নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে পারে। অবহিত-চিত্তে দেশের এবং কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, মাস, পক্ষ, ঋতু, কল্প ও সম্বৎসর প্রভৃতি কালের সূক্ষ্মতা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষিগণ ধর্ম্মার্থশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্রে দেশ ও কালকেই প্রধান এবং মনুষ্যদিগের অভীষ্টপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি সুচারুরূপে দেশ কাল বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারে, সে অনায়াসে উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

—০*০—

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩৮।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! আপনি প্রত্যুৎপন্না ও অনাগত বিপদের প্রতিবিধানকারিণী বুদ্ধিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং দীর্ঘসূত্রতাকে নিধনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মার্থকুশল প্রজারঞ্জন রাজা কি রূপ বুদ্ধি অবলম্বন করিলে, বিপক্ষকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াও মুগ্ধ না হন? বহুশত্রু এক ভূপতিকে আক্রমণ করিলে, তাঁহার কি প্রকারে অবস্থান করা কর্ত্তব্য? নরপতি বিপদাপন্ন হইলে, তাঁহার বহুসংখ্য শত্রু পূর্ব্বাপকারপ্রযুক্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যদি তাঁহাকে সমূলে উন্মূলিত করিবার বাসনা করে, তাহা হইলে তখন তিনি কি প্রকারে একাকী সহায়শূন্য হইয়া সেই গ্রাসোদ্যত অরাতিগণের মধ্যে অবস্থান করিবেন? মিত্র ও শত্রুপক্ষ আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? যে ভূপতির মিত্রগণও শত্রু হইয়া উঠে, তিনি কি উপায় অবলম্বন করিলে সুখলাভ করিতে পারেন? প্রাকৃত ও কৃত্রিম মিত্রের মধ্যে কাহার সহিত সন্ধিস্থাপন ও কাহার সহিত সংগ্রাম করা কর্ত্তব্য এবং বলশালী হইলেও শত্রুগণের মধ্যে কি প্রকারে অবস্থান করা উচিত? এই সমুদায় বিষয় বিধিপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আমার

সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে। হে পিতামহ! আপনি জিতেন্দ্রিয় ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; আপনি ভিন্ন এই সকল বিষয়ের বক্তা আর কেহই নাই এবং শ্রোতাও অতি দুর্লভ। অতএব আপনি এক্ষণে এই সমুদায় বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি যে প্রকার গুণবিশিষ্ট, তোমার প্রশ্নগুলিও তদনুযায়ী হইয়াছে। এক্ষণে আপদকালের অনুষ্ঠানোপযোগী গূঢ় বিষয় সকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন কোন সময় শত্রুও মিত্র হয় এবং কখন কখন মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। কার্য্যের গতিও সর্ব্বক্ষণ সমান হয় না; অতএব কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় করিতে হইলে, দেশ কাল বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস ও বিগ্রহ করা বিধেয়। হিতার্থী পণ্ডিতদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। জীবনরক্ষার্থ শত্রুগণের সহিতও সন্ধি করিতে হয়। যে মূঢ় শত্রুদিগের সহিত কোনক্রমেই সন্ধি করিতে সম্মত না হয়, সে কোনকালেই ধনোপার্জ্জন বা সুখভোগে সমর্থ হয় না আর যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে মিত্রদিগের সহিত বিরোধ ও শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করে, তাহার বিপুল অর্থ ও মহৎ ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। এই উপলক্ষে আমি মার্জ্জারমূষিকসংবাদ-নামক একটি পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

কোন গহন কাননমধ্যে এক লতাজালসমাবৃত পক্ষিকুলসমাকীর্ণ প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ ছিল। পলিত নামে এক মহাপ্রাজ্ঞ মূষিক সেই বট বৃক্ষের মূলে শতমুখ বিবর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিত। লোমশ নামে এক বিহঙ্গমকুলঘাতক মার্জ্জারও ঐ বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়া ছিল। কিছু দিন পরে এক চাণ্ডাল সেই অরণ্যমধ্যে আগমন পূর্ব্বক এক গৃহ প্রস্তুত করিল। সে প্রতিদিন সায়ংসময়ে মৃগাদিকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত ঐ বৃক্ষের অনতিদূরে স্নায়ুময় পাশ বিস্তার করিয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক সুখে যামিনী যাপন করিত এবং প্রাতঃকালে সেই স্থানে আগমন করিয়া যামিনীযোগে যে সমুদায় মৃগ পাশে বদ্ধ হইয়া থাকিত, তাহাদিগকে গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিত। একদিন সেই বৃক্ষশাখাসমাশ্রিত মার্জ্জার দৈবক্রমে সেই পাশে বদ্ধ হইল। তখন পলিতনামা মূষিক সেই প্রবল শত্রুকে পাশবদ্ধ দেখিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভক্ষ্য বস্তুর অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত তথায় পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিল এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে সেই পাশোপরি ভক্ষ্যদ্রব্য সন্দর্শন করিয়া মার্জ্জারের উপর আরোহণ পূর্ব্বক মনে মনে হাস্য করত আমিষ ভক্ষণ করিতে লাগিল। সেই সময় উহার

অনতিদূরে হরিতনামে এক তাম্রলোচন চঞ্চলস্বভাব নকুল মূষিকের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে স্বক্কণী লেহন করিতে করিতে ভূগর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিল এবং চন্দ্রকনামে এক তীক্ষ্ণতুণ্ড তরুকোটরবাসী উলূক বৃক্ষশাখায় বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মূষিক আমিষ ভক্ষণে একান্ত ব্যগ্র ছিল; কিন্তু সহসা ঐ শত্রুদ্বয়ের সন্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, এই প্রকার চতুর্দ্দিকে প্রাণসঙ্কট বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইলে আত্মহিতৈষি ব্যক্তিগণের কি করা কর্ত্তব্য। বিপদ্ উপস্থিত হইলে, তাহা নিবারণ করিয়া জীবন রক্ষা করাই বুদ্ধিমান্‌দিগের উচিত। অতএব যাঁহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে আপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও আপদ হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য। আমি এক্ষণে বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াছি; সহসা ভূতলে উপস্থিত হইলে নকুল এবং সেই স্থানে অবস্থিতি করিলে, উলূক আমাকে ভক্ষণ করিবে। আর যদি মার্জ্জার ইতিমধ্যে পাশ হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে উহার নিকট কোনক্রমেই আমার নিস্তার নাই, যাহা হউক, মাদৃশ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিপৎসময়ে কদাচ বিমুগ্ধ হয় না। এক্ষণে আমি বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত শক্তি অনুসারে চেষ্টা করিতে ক্রটি করিব না। নীতিশাস্ত্রবিশারদ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াও অবসন্ন হন না অতঃপর এই মার্জ্জার ব্যতীত আমার পরিত্রাণের আর কিছুই উপায় নাই। এক্ষণে এই শত্রু বিপদাপন্ন হইয়াছে; আমা দ্বারা ইহার বিশেষ উপকার হইতে পারে; অতএব জীবনরক্ষার্থ এই বিড়ালের আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি নীতিবল অবলম্বন করিয়া ইহার হিতসাধন পূর্ব্বক শত্রুদিগকে বঞ্চিত করিব। এই বিড়াল আমার পরম শত্রু; কিন্তু এক্ষণে ঐ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া স্বার্থসম্পাদনার্থ আমার সহিত সন্ধি করিতে পারে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে, বলবান্ ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইয়া প্রাণরক্ষার্থ নিকৃষ্ট শত্রুর সহিতও সন্ধি করিতে পারে। মূর্খ মিত্র অপেক্ষা পণ্ডিত শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয়। যদি এই মার্জ্জার পণ্ডিত হয়, তবে উহা হইতে আমার জীবন রক্ষা হইবে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে এই মার্জ্জার দ্বারাই আমার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা; অতএব ইহাকে আমার জীবন রক্ষা করিতে অনুরোধ করি। সম্প্রতি ইহাকেই ন্যায়ানুসারে পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সন্ধিবিগ্রহকালাভিজ্ঞ অর্থতত্ত্বজ্ঞ মূষিক মনে মনে এইরূপ বিবেচনা

করিয়া বিনীতবচনে মার্জ্জারকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল; সখে! তুমি ত জীবিত আছ? আমি আমাদিগের উভয়ের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত তোমার জীবন রক্ষা করিতে বাসনা করিতেছি। অতঃপর তুমি কিছুমাত্র ভীত হইওনা। যদি তুমি আমার হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিব, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, সেই উপায় অবলম্বন করিলে তুমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে এবং আমিও বিপদ্ হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারিব। ঐ দেখ, দুর্ম্মতি নকুল ও উলূক অনতিদূরে অবস্থান করিতেছে। যাহাতে উহারা আমাকে আক্রমণ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান হও। চঞ্চললোচন দুরাত্মা উলূককে ন্যগ্রোধবৃক্ষের শাখাগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক চীৎকার ও আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া আমি সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। পরস্পর অকপটচিত্তে বাক্যালাপ হওয়াই সাধুদিগের মিত্রতার মূল। তুমি আমার পরম মিত্র ও পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার কিছুমাত্র মৃত্যুর আশঙ্কা নাই; আমি নিশ্চয়ই মিত্রের কার্য্য সংসাধন করিব। তুমি আমার সাহায্য ব্যতীত কখনই পাশ ছেদন করিতে পারিবে না; অতএব যদি এক্ষণে আমার হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার পাশ ছেদন করিয়া দিব। তুমি এই পাদপের উপরিভাগে ও আমি ইহার মূলদেশে বহুদিন বাস করিয়া আসিতেছি; অতএব আমাদিগের পরস্পর সাহায্যে যত্ন করা অতি আবশ্যক। যাহারা কাহাকেও বিশ্বাস না করে এবং যাহাদিগকে কেহই বিশ্বাস করে না, পণ্ডিতেরা কখনই তাহাদিগকে প্রশংসা করে না। অতএব আমাদিগের পরস্পরের প্রতি প্রণয় পরিবর্দ্ধিত ও সন্ধি সংস্থাপিত হউক। কাল অতীত হইলে, অর্থসাধনে যত্নবান হওয়া নিতান্ত নিরর্থক; উহা পণ্ডিতসমাজে কদাচ আদরণীয় হয় না। এক্ষণে আমরা পরস্পরের জীবনরক্ষার্থেই উপযুক্ত সময়ে সন্ধিস্থাপন করিতেছি। লোকে যে প্রকার কাষ্ঠ দ্বারা সুগভীর মহানদী উত্তীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলে, মনুষ্য কাষ্ঠকে এবং কাষ্ঠ মনুষ্যকে নদীর পরপারে লইয়া যায়, আমরাও সেই প্রকার সন্ধি সংস্থাপন করিয়া পরস্পরের হিতসাধন করিব। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে উদ্ধার করিব; কিন্তু প্রথমে তোমাকে আমার উদ্ধারসাধন করিতে হইবে। মূষিকপ্রধান পলিত এই প্রকার হিতকর হেতুযুক্ত কথা কহিয়া প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিবার মানসে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মার্জ্জার মূষিকের হিতকর বাক্য শ্রবণ ও আপনার দুরবস্থার

বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া মনে মনে সন্ধি করাই উচিত বলিয়া স্থির করিল। তখন সে মূষিকের প্রতি মন্দ মন্দ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিল মহাত্মন! তুমি যে আমার জীবন রক্ষা করিতে বাসনা করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। যদি তুমি আমাদিগের পরস্পরের প্রণয় শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা কর, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমরা উভয়েই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি; অতএব এ সময় আমাদিগের সত্বরেই সন্ধি করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলে, তোমার উপকার কোনক্রমেই নিষ্ফল হইবে না। অধিক কি, আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম; তুমি আমাকে আপনার শিষ্য ভৃত্য ও শরণাগত বলিয়া বিবেচনা কর। তখন মূষিকপ্রধান পলিত বুদ্ধিমান্ মার্জ্জারের এই বাক্য শ্রবণে তাহাকে বশীভূত বিবেচনা করিয়া কহিল, সখে! তুমি উদারচিত্তে যে সমুদায় কথা কহিলে, তৎসমস্তই তোমার সাধুতার অনুরূপই হইয়াছে। এক্ষণে আমার হিতসাধনের উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি নকুলকে দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছি। আর নীচাশয় উলূকও আমার জীবন বিনষ্ট করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমি তোমার ক্রোড়ে প্রবিষ্ট হইব; তুমি আমাকে বিনষ্ট করিও না। আমার দ্বারা তুমি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবে। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার পাশবন্ধন ছেদন পূর্ব্বক তোমাকে পরিত্রাণ করিব।

তখন সেই সুহৃদ্ভাবাপন্ন বিড়াল মূষিকের যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রফুল্লান্তঃকরণে তাহার সমুচিত সৎকার করিয়া কহিল, ভদ্র! তুমি অবিলম্বেই আমার ক্রোড়ে প্রবিষ্ট হও। তুমি আমার জীবনতুল্য প্রিয় সখা। তোমার প্রসাদে আমি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবন লাভ করিতে পারিব। অতঃপর তুমি আমার সাধ্যমত যাহা যাহা আদেশ করিবে, আমি সেই সমস্তই প্রতিপালন করিব। এক্ষণে এস, আমরা উভয়ে সন্ধিসংস্থাপন করি। আমি এই সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইয়া বন্ধুবান্ধবগণের সহিত তোমার সমস্ত হিতকার্য্য সংসাধন, প্রীতি সম্পাদন ও যথোচিত সৎকার করিব। লোকে পূর্ব্বোপকারীর প্রভূত প্রত্যুপকার করিয়াও তাহার সদৃশ প্রশংসনীয় হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যুপকারী উপকৃত হইয়াছে বলিয়াই প্রত্যুপকার করে; কিন্তু পূর্ব্বোপকারী নিষ্কারণেই পরোপকার করিয়া থাকে।

মার্জ্জার এই প্রকারে স্বার্থসম্পাদনার্থ সন্ধিসংস্থাপন করিলে, মূষিক বিশ্বস্তচিত্তে সেই শত্রুর ক্রোড়মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার বচনে আশ্বাসিত হইয়া পিতা মাতার ক্রোড়ের ন্যায় তথায় শয়ন করিয়া রহিল। তখন নকুল ও উলুক মার্জ্জার ও মূষিকের প্রীতি সন্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভীতচিত্ত ও মূষিকভক্ষণে নিতান্ত নিরাশ হইল। উহারা বুদ্ধিমান্ ও বীর্য্যসম্পন্ন হইয়াও তৎকালে মার্জ্জার ও মূষিকের নীতিভঙ্গে সমর্থ হইল না, প্রত্যুত তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনার্থ সন্ধি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য অবগত হইয়া সত্বরে নিজ নিজ আবাসে গমন করিল। অনন্তর সেই দেশকালজ্ঞ মূষিক বিড়ালের ক্রোড়শায়ী হইয়া সময় প্রতীক্ষা করত ক্রমে ক্রমে তাহার পাশ ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিড়াল বন্ধনদশায় নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিল; সুতরাং মূষিককে ক্রমে ক্রমে পাশ ছেদন করিতে দেখিয়া একান্ত ব্যগ্র হইয়া কহিল, ভাই! তুমি ত কৃতকার্য্য হইয়াছ; তবে কি নিমিত্ত পাশ ছেদন করিতে বিলম্ব করিতেছ? ব্যাধ সত্বরেই এস্থানে আগমন করিবে; অতএব শীঘ্র পাশ ছেদন কর।

বুদ্ধিমান্ মূষিক মার্জ্জারের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মিত্র! তুমি চঞ্চল হইও না। তোমার ব্যস্ত বা ভীত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমি উপযুক্ত সময় বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছি। উহা কখনই উত্তীর্ণ হইবে না। অকালে কার্য্য আরম্ভ করিলে, তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না। উপযুক্ত সময়ে উহা আরব্ধ হইলেই মহৎফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে। আমি অকালে তোমাকে বিমুক্ত করিলে, তোমা হইতেই আমার ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা; অতএব কাল প্রতীক্ষা কর। বৃথা ব্যস্ত হইবার আবশ্যকতা নাই। চণ্ডালতনয় অস্ত্র ধারণ করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইলে, আমরা উভয়ই ভয় প্রাপ্ত হইব। আমি সেই সময় তোমার পাশ ছেদন করিলে, তুমি পাশবিমুক্ত হইয়া ভীতচিত্তে সত্বরেই বৃক্ষে আরোহণ করিবে। আমিও গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইব। অতঃপর আমা হইতে তোমার জীবনরক্ষা ব্যতীত আর কিছু লাভের সম্ভাবনা নাই।

মহামতি মার্জ্জার মূষিকের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, সখে! আমি যে প্রকার সত্বর হইয়া তোমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছি, সাধু ব্যক্তিরাও সে প্রকারে মিত্রকার্য্য সম্পাদন করেন না। অতএব আমার ন্যায় সত্বর হইয়াই আমার হিতসাধন করা

তোমার কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বিলম্ব হইলে, আমাদিগের উভয়েরই অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; অতএব আমাকে সত্বরে পাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সচেষ্ট হও। আর যদি তুমি পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া কালক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারে বিনষ্ট হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। যদি আমি অজ্ঞানতানিবন্ধন পূর্ব্বে তোমার কোন অনিষ্ট করিয়া থাকি, তাহা চিন্তা করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও।

শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মূষিক মার্জ্জারের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বিড়াল! আমরা কেবল স্বার্থসাধনার্থেই পরস্পর পরস্পরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছি। কিন্তু যে মিত্রতাতে ভয়ের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, ভুজঙ্গমুখে নিপতিত করতলের ন্যায় তাহা সাবধান হইয়া রক্ষা করা বিধেয়। বলবান্ ব্যক্তির সহিত সন্ধিসংস্থাপন পূর্ব্বক যত্নসহকারে আত্মরক্ষা না করিলে, উহা অপথ্যসেবার ন্যায় অনর্থপাতের কারণ হইয়া থাকে। এই জগতে কেহই কাহারও নৈসর্গিক শত্রু বা মিত্র নাই; কেবল কার্য্যক্রমে পরস্পরের সহিত পরস্পরের শত্রুতা ও মিত্রতা জন্মে। কুঞ্জর দ্বারা যে প্রকার বন্য মাতঙ্গ বদ্ধ হয়, সেইরূপ অর্থদ্বারা অর্থ সঞ্চিত হইয়া থাকে। কার্য্য সম্পন্ন হইলে কেহই আর কর্ত্তার সম্মান করে না; অতএব সকল কার্য্যই শেষ রাখিয়া সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। চাণ্ডাল এখানে সমাগত হইলে, তুমি ভীত হইয়া আমাকে আক্রমণ না করিয়াই পলায়ন করিবে; অতএব আমি তৎকালেই তোমাকে পাশ হইতে মুক্ত করিব। এক্ষণে আমি প্রায়ই সমস্ত তন্তু ছেদন করিয়াছি; একমাত্র অবশিষ্ট আছে; অবিলম্বে উহাও ছেদন করিতেছি; অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান কর।

তাহারা উভয়ে এই প্রকার কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে রাত্রি প্রভাত হইল; রজনী প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া লোমশের অন্তঃকরণে ভয়ের পরিসীমা রহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে পরিঘনামে এক কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার ব্যাধ অসংখ্য কুক্কুর লইয়া সেই স্থানে উপনীত হইল। তাহার নিতম্ব স্থূল, কর্ণ গর্দ্দভকর্ণের ন্যায় বিকৃত, মুখ অতি ভয়ঙ্কর ও বেশ নিতান্ত মলিন। বিড়াল সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় ঐ ব্যাধকে অবলোকন করিয়া ভীতচিত্তে মূষিককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, সখে! এখন কি করিবে? তখন মূষিক শীঘ্র মার্জ্জারের পাশ ছেদন করিয়া দিল। মার্জ্জার পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াই সত্বরে বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিল।

মূষিকও সেই ভয়ঙ্কর শক্রর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ক্ষণকাল পরে দণ্ডধারী ব্যাধ পাশের নিকট আগমন করিয়া চতুর্দ্দিক্ সন্দর্শন করিতে লাগিল এবং পরিশেষে হতাশ হইয়া পাশ গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমন করিল।

অনন্তর বৃক্ষস্থিত বিড়াল আপনাকে ঘোরতর বিপদ্ হইতে মুক্ত বিবেচনা করিয়া গর্ত্তস্থিত মূষিককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, সখে! তখন আমার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া সহসা প্রস্থান করিয়াছ। আমি অকৃতজ্ঞ ও অকৃতকর্ম্মা বলিয়া কেহই আমার প্রতি আশঙ্কা করে না। তুমি তৎকালে আমারে বিশ্বাস ও প্রাণদান করিয়া এক্ষণে সুখানুভবসময়ে কি জন্য আমার নিকট আগমন করিতেছ না? যাহারা প্রথমতঃ মিত্রতা করিয়া পরিশেষে তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়, বিপদের সময় কদাচ তাহাদিগের মিত্রলাভ হয় না। তুমি সাধ্যানুসারে আমার উপকার করিয়াছ; তুমি আমার পরম বন্ধু; অতএব মিত্রতানিবন্ধন আমার নিকট অবস্থান পূর্ব্বক সুখভোগ করা তোমার কর্ত্তব্য। শিষ্যেরা যেমন গুরুরে সম্মান করে, তদ্রূপ আমার সমুদায় বন্ধুবান্ধব তোমারে অর্চ্চনা করিবে। আমিও তোমারে তোমার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যথোচিত সৎকার করিব। কোন কৃতজ্ঞ ব্যক্তি জীবনদাতার সম্মান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? তুমি আমার শরীর, গৃহ ও সমুদায় অর্থের অধিকারী হও এবং অমাত্যপদে অভিষিক্ত হইয়া আমারে পুত্রের ন্যায় শাসন কর। আমি স্বীয় জীবনদ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আমা হইতে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। তুমি মন্ত্রণাপ্রভাবে আমার প্রাণ রক্ষা করাতে আমি তোমাকে শুক্রের ন্যায় বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি এবং তোমার মন্ত্রণাবল অসামান্য বোধ করিয়া তোমারই অধীন হইতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছি।

মন্ত্রাবধারণক্ষম মূষিক বিড়ালের এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনার হিতকর অতি মধুর বাক্যে তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, সখে! লোমশ! তুমি যাহা কহিলে, তৎসমুদায়ই যথার্থ। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। শত্রু ও মিত্র এই উভয়কেই বিলক্ষণরূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ পরীক্ষা অতি সূক্ষ্মজ্ঞানসাপেক্ষ। অনেক সময়ে শত্রুরা মিত্র এবং মিত্রেরা শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং যাহাদিগের সহিত সন্ধি করা যায়, তাহাদিগকে কাম ক্রোধের বশীভূত বলিয়া স্থির করা যায় না। এই জগতে কেহ কাহারও শত্রু বা কেহ কাহার ও মিত্র

নাই; কেবল সামর্থ্যনিবন্ধনই পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতার সংঘটন হইয়া থাকে। যে জীবিত থাকিলে, যাহার স্বার্থসিদ্ধি ও যে বিনষ্ট হইলে, যাহার বিলক্ষণ হানি হয়, সেই তাহার পরম মিত্র। চিরস্থায়ী মিত্রতা বা চিরস্থায়ী শত্রুতা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বার্থসাধননিবন্ধন কালসহকারে শত্রুও মিত্র এবং মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। অতএব স্বার্থকেই মিত্রতা ও শত্রুতা জন্মাইবার প্রধান কারণ বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি মিত্রের প্রতি সাতিশয় বিশ্বাস ও শত্রুর প্রতি নিতান্ত অবিশ্বাস করে এবং স্বার্থ বিষয়ে অনুধাবন না করিয়া মিত্র বা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে স্থিরপ্রজ্ঞ বলিয়া গণনা করা যায় না। অবিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি কোনক্রমেই বিশ্বাস করা বিধেয় নহে। বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতিও সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করা যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, বিশ্বাস হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। কি পিতা মাতা কি শত্রু, কি মাতুল, কি ভাগিনেয়, কি অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই স্বার্থসাধনার্থ বশীভূত হইয়া থাকেন। এই সংসারে সকল ব্যক্তিই আত্মরক্ষায় ব্যগ্র। পিতা মাতা প্রিয়তম পুত্রকেও পতিত বলিয়া জানিতে পারিলে, জনসমাজে আপনাদের সম্ভ্রমরক্ষার্থ অবিলম্বে তাহাকে পরিত্যাগ করেন। অতএব স্বার্থপরতার প্রভাব অতি আশ্চর্য্য!

এক্ষণে তুমি পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই অনায়াসে স্বার্থসাধনে সচেষ্ট হইয়াছ, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তুমি নিতান্ত চঞ্চল। চঞ্চল ব্যক্তি অপরের রক্ষায় যত্ন করা দূরে থাক, আত্মরক্ষায়ও সতর্ক হয় না। তুমি প্রথমতঃ বটবৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া চপলতানিবন্ধন এখানে যে জাল বিস্তীর্ণ ছিল, তাহা কিছুই অনুধাবন কর নাই। ফলতঃ চঞ্চল ব্যক্তিরা বুদ্ধির অস্থিরতানিবন্ধন সর্ব্বদা সকল কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আমাকে যে প্রিয়তম বলিয়া মধুর বাক্যে সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রলোভিত করিতেছ, উহা তোমার ভ্রমমাত্র। আমি যে নিমিত্ত উহা ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহাও শ্রবণ কর। লোকে নিমিত্তবশতই অন্যের প্রিয় বা বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। এই সংসারে সমুদায় লোকই স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী; ইহাতে কেহই কাহার যথার্থ প্রিয়পাত্র নাই। সহোদর ভ্রাতা ও দম্পতীদিগের পরস্পর প্রীতিও নিষ্কারণ নহে। যদিও কখন কখন ভার্য্যা ও সহোদর কারণবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার স্বাভাবিক নিষ্কারণ প্রীতি শৃঙ্খলে সংবদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু যাহার সহিত কোন সংস্রব নাই, তাহার সহিত যে প্রীতি হইবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভবপর,

সন্দেহ নাই। কেহ দান, কেহ প্রিয় বাক্য প্রয়োগ এবং কেহ বা মন্ত্র পাঠ, হোম ও জপদ্বারা অন্যের প্রিয় হইয়া থাকে। ফলতঃ লোকে যাহার দ্বারা কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে, তাহার প্রতিই প্রীতি প্রদর্শন করে; সুতরাং প্রীতি কারণসাপেক্ষ। কারণের অসদ্ভাব হইলেই প্রীতিরও অসদ্ভাব হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে কারণই আমাদিগের প্রণয়োৎপাদন করিয়াছিল। এক্ষণে তুমি যে আমারে প্রীতি প্রদর্শন করিতেছ, ইহার কারণ কি? তোমার আহারলাভব্যতীত উহার আর কোন কারণই অনুভূত হয় না। কিন্তু তুমি যাহাতে আমাকে ভক্ষণ করিতে না পার, আমিও তদ্বিষয়ে সাবধান আছি।

কাল হেতুকে আবিস্কৃত করিয়া দেয়। হেতু কদাচ স্বার্থবিহীন হইতে পারে না। যিনি সেই স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনিই বিজ্ঞ এবং লোকে তাঁহারই অনুবৃত্তি করিয়া থাকে। আমি স্বার্থবিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ; সুতরাং আমারে এইরূপ বলা তোমার উচিত হইতেছে না। তুমি অসময়ে আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেছ। অতএব আমি কখনই স্বস্থান হইতে বিচলিত হইব না। সন্ধি বা বিগ্রহবিষয়ে আমার বিশেষ জ্ঞান আছে। মেঘ যেরূপ ক্ষণে ক্ষণে স্বীয় আকার পরিবর্ত্ত করিয়া থাকে, তোমার ভাব সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তুমি আজিই আমার শত্রু ছিলে; আবার আজিই মিত্র হইয়াছ। অতএব তোমার যুক্তির কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রয়োজন ছিল, ততক্ষণ আমরা উভয়ে সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে সেই প্রয়োজনের সহিত সদ্ভাব ও অন্তর্হিত হইয়াছে। তুমি আমার স্বাভাবিক শত্রু; কার্য্যবশতঃ মিত্র হইয়াছিলে। এক্ষণে সেই কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে তুমিও পূর্ব্বের ন্যায় শত্রু হইয়াছ। অতএব বল দেখি, আমি এইরূপ নীতিশাস্ত্র বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া তোমার আহারার্থ কিরূপে পাশ মধ্যে প্রবিষ্ট হইব। আমি তোমার বলবীর্য্য হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি এবং তুমিও আমার প্রভাবে মুক্ত হইয়াছ। এই প্রকারে আমরা স্বার্থ সাধনের নিমিত্তই পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে পুনরায় কিরূপে আমাদিগের সমাগম হইতে পারে। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমাকে ভক্ষণ করা ভিন্ন তোমার আর কোন অভিসন্ধি নাই। আমি ভক্ষ্য; তুমি ভোক্তা। আমি দুর্ব্বল; তুমি বলবান্। সুতরাং আমাদের উভয়ের সন্ধিস্থাপন কি প্রকারে পণ্ডিতগণের অনুমোদিত হইতে পারে। এক্ষণে তুমি পাশ হইতে মুক্ত হইয়া অনায়াসে

আমারে ভক্ষণ করিবার বাসনায় আমার প্রশংসা করিতেছ। তুমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভক্ষণ করিবার জন্যই পাশবদ্ধ হইয়াছিলে; এক্ষণে পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়াছ। তোমার ভক্ষণের সময় সমাগত হইয়াছে; সুতরাং কৌশলক্রমে আমাকে ভক্ষণ করাই তোমার অভিসন্ধি, সন্দেহ নাই। আর যদিও তোমার আমারে ভক্ষণ করিতে বাসনা না থাকে, তথাপি তোমার সহিত সন্ধিস্থাপন ও তোমার শুশ্রূষা গ্রহণে অনুমোদন করা যুক্তিযুক্ত নহে। তোমার পুত্র কলত্র সমুদায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা সকলেই তোমার প্রিয়পাত্র। উহারা আমারে তোমার সমভিব্যাহারী দেখিয়া কি জন্য ভক্ষণ করিতে বিরত হইবে। অতএব আমি আর তোমার সহিত সংশ্রব রাখিবার কারণ অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি যদি কৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে, আমার মঙ্গল চিন্তা কর। যে শত্রু অভদ্র এবং যে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া খাদ্য দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতেছে,বিজ্ঞ ব্যক্তি কি রূপে তাহার সন্নিধানে গমন করিবে? এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক; আমি চলিলাম। তোমারে দূর হইতে দেখিয়াও আমার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইতেছে। অতএব আমি কোনমতেই তোমার সহিত সংশ্রব রাখিব না। তুমি এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। আর যদি তুমি কৃতজ্ঞ হইতে বাসনা কর, তাহা হইলে, আমি অনবহিত থাকিলেও কদাচ আমার অনুসরণ করিও না। বলবান্ ব্যক্তির সহিত দুর্ব্বলের সংশ্রব কদাচ প্রশংসনীয় নহে। ভয়ের কারণ অতিক্রান্ত হইলেও বলবান্ ব্যক্তি হইতে নিরন্তর ভয় করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে যদি আমা হইতে তোমার অন্য কোন হিতসাধনের উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে, বল, তাহা সাধ্যানুসারে সম্পাদন করিব। আমি আত্মপ্রদান ব্যতীত আর সমুদায় দ্রব্যই প্রদান করিতে সম্মত আছি। লোকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত পুত্র কলত্র, রাজ্য ও ধন প্রভৃতি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অধিক কি, সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও আত্ম-রক্ষার্থ শত্রুহস্তে যে সকল ধন রত্ন প্রদান করা যায়, জীবিত থাকিলে পুনর্ব্বার তৎসমুদায় হস্তগত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আত্মসমর্পণ করিলে, ধন রত্নের ন্যায় উহা পুনরায় হস্তগত হয় না। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, স্ত্রী ও সমস্ত ধন দিয়াও আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহারা আত্মরক্ষায় তৎপর ও বিমৃষ্যকারী, তাহারা কদাচ আত্মদোষজ আপদে আক্রান্ত হয় না। যে সকল দুর্ব্বল ব্যক্তি আপনার শত্রুর বলবত্তা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়, তাহাদের শাস্ত্রার্থদর্শিনী স্থিরতর বুদ্ধি কখনই বিচলিত হয়, না।

মার্জ্জার মূষিকের এইরূপ ভর্ৎসনায় নিতান্ত লজ্জিত হইয়া তাহাকে কহিতে লাগিল, মূষিক! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আমি তোমার কোন অনিষ্টচিন্তা করি নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা নিতান্ত নিন্দিত কার্য্য সন্দেহ নাই। তুমি যে আমার হিতৈষী, তাহা আমি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। এক্ষণে আমি যে, তোমার অনিষ্টাচরণ করিতে অভিলাষ করিতেছি, এরূপ আশঙ্কা করা তোমার উচিত নহে। তুমি আমার প্রাণ দান করিয়াছ বলিয়া তোমার সহিত আমার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। আমি ধর্ম্মপরায়ণ, গুণজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও মিত্রবৎসল; বিশেষতঃ এক্ষণে তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। অতএব আমা হইতে তোমার যে অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা কথনই সম্ভবপর নহে। তোমার অনুমতি হইলে, আমি সবান্ধবে প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি। অতএব আমার তুল্য মনস্বীর প্রতি বিশ্বাস করা তোমারই নিতান্ত কর্ত্তব্য। তুমি আমার প্রতি কোনমতেই আশঙ্কা করিও না।

বিড়াল এইরূপে স্তব করিলেও মূষিক গম্ভীরভাবে তাহারে কহিল, লোমশ! তুমি সাধু, তুমি যে সকল কথা কহিলে, তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিলাম। কিন্তু পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি নিতান্ত প্রিয়, তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না। অতএব তুমি আমাকে স্তবই কর, আর ধনই দাও, কিছুতেই আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবে না। প্রাজ্ঞেরা স্বার্থসাধনব্যতীত কথনই শত্রুর বশবর্ত্তী হন না। এই বিষয়ে শত্রুর যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তুমি তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহারে বিশ্বাস করিবে না। অবিশ্বস্তের প্রতি ত কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বস্তের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাস করাও কর্ত্তব্য নহে। যত্নসহকারে অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে; কিন্তু অন্যকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। অতএব সকলের প্রতিই সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া সর্ব্বাবস্থাতেই যত্নসহকারে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষা করিতে পারিলে, পরিশেষে ধন পুত্রাদি সমুদায়ই লাভ হইয়া থাকে। অন্যের প্রতি অবিশ্বাসই নীতিশাস্ত্রকারদিগের সার মত। সুতরাং অন্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, আপনার যথেষ্ট ইষ্টলাভ হইয়া থাকে। যাহারা কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করে, তাহারা দুর্ব্বল হইলেও শত্রুরা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে না। আর যাহারা সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, তাহারা বলবান্ হইলেও দুর্ব্বল শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইতে

পারে। হে মার্জ্জার! তুমি আমার অবিশ্বস্ত শত্রু, সুতরাং তোমা হইতে আত্মরক্ষা করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর তোমারও জাতিমূলক পাপ-পরায়ণ হইতে আত্মরক্ষা করা উচিত। মূষিক এই কথা কহিলে, মার্জ্জার চণ্ডালের ভয়ে ভীত হইয়া শাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে পলায়ন করিল। তখন মূষিকও স্বীয় শাস্ত্রতত্ত্ব অনুসারী বুদ্ধিসামর্থ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক এক বিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

হে ধর্ম্মরাজ! এই প্রকারে ধীমান্ মূষিক নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াও প্রজ্ঞা-বলে মহাবলশালী বহুসংখ্য শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। অত-এব সুচতুর ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন করিবে। দেখ, মূষিক ও বিড়াল পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর অনায়াসে পরিত্রাণ পাইল। আমি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক সবিস্তরে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে উহা আবার সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা একবার বৈরোৎপাদন পূর্ব্বক পুনরায় পরস্পর প্রীতি স্থাপন করে তাহাদিগের পরস্পরকে প্রতারণা করাই উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে অন্যকে প্রতারণা করিতে সমর্থ হয়; আর নির্ব্বোধ ব্যক্তি স্বীয় অনবধানতাদোষে প্রতারিত হইয়া থাকে। অতএব ভীত হইলেও নির্ভীতের ন্যায় এবং অন্যের প্রতি অবিশ্বাস থাকিলেও বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করিবে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এইরূপে সাবধান হয়, সে কখনই বিচলিত হয় না; বিচলিত হইলেও এককালে বিনষ্ট হয় না। উপযুক্ত সময় সমুপস্থিত হইলে, শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে এবং সময়ানুসারে মিত্রের সহিতও সমরে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সন্ধিবিগ্রহজ্ঞ পণ্ডিতগণের অনুমোদিত, সন্দেহ নাই। হে রাজন্! এইরূপ শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই প্রসন্নচিত্তে সাবধানে ভীত হইয়া অবস্থান করিবে। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সভয় ব্যবহার ও অন্যের সহিত সন্ধি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সাবধানতা ও ভয় হইতে সূক্ষ্ম বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা ভয় উপস্থিত না হইতে হইতেই ভীত হয়, তাহা-দিগের কিছুতেই ভয় জন্মে না। আর যাহারা নির্ভীকচিত্তে সকলের প্রতি বিশ্বাস করে, তাহাদিগের সর্ব্বদাই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনাকে বিজ্ঞ বিবেচনা করিয়া নির্ভয়চিত্তে অবস্থান করে, সে কোন-ক্রমেই অন্যের মন্ত্রণা শ্রবণ করে না। আর যে ব্যক্তি নিতান্ত ভীরু, যে আপনাকে অজ্ঞ বোধ করিয়া বিজ্ঞানদর্শী পণ্ডিতের নিকট সতত গমন করিয়া থাকে। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি ভীত হইয়া অভীতের ন্যায় অবস্থান

ও অবিশ্বস্তের সাক্ষাতে বহুতর বিশ্বাস প্রদর্শন করিবে এবং গুরুতর কার্য্য-ভারে সমাক্রান্ত হইয়াও লোকের সহিত কোনক্রমেই মিথ্যা ব্যবহার করিবে না।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি পূর্ব্বতন নীতিশাস্ত্রজ্ঞদিগের মত এবং মূষিক ও মার্জ্জারের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম। তুমি এক্ষণে ইহা উত্তম-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান এবং শত্রু মিত্রের প্রভেদ, সন্ধি বিগ্রহের প্রকৃত অবসর ও আপদ্ মুক্তির উপায় অবধারণ কর। সবল শত্রুর সহিত এক কার্য্য সাধন করিতে হইবে জানিতে পারিলে, তাহার সহিত সন্ধি করিয়া সাবধানে ব্যবহার করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে না। এই নীতি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিন বর্গেরই অবিরুদ্ধ। তুমি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অভ্যুদয়শালী ও পুনরায় প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। তুমি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণের সহিত সংস্রব রাখিবে। ব্রাহ্মণেরা ইহলোক ও পরলোকে পরম শ্রেয়োলাভের মূল। উহাঁরা ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও শুভানুধ্যায়ী, অতএব সতত উহাঁদিগের সৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাঁদিগকে সৎকার করিলে, উহাঁদিগেরই প্রসাদে তোমার রাজ্য, যশঃ কীর্ত্তি ও সন্ততি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি যে বিড়াল ও মূষিকের সন্ধিবিগ্রহবিষয়ক বুদ্ধিসংস্কারসম্পাদক সংবাদ কীর্ত্তন করিলাম, রাজা শত্রুমণ্ডলে ইহার অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন।

—০*০—

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩৯।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! আপনি কহিলেন যে, সকলের প্রতি বিশেষতঃ শত্রুর প্রতি বিশ্বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যদি কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করা যায় এবং বিশ্বাস করিলেই যদি মহাভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, রাজা কি প্রকারে রাজ্যরক্ষা ও কি প্রকারেই বা শত্রু পরাজয় করিবেন? আপনার নিকট সকলকে অবিশ্বাস করিবার কথা শ্রবণ করিয়া আমার মনে সাতিশয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি আমার এই সন্দেহ দূর করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূজনী নামক পক্ষীর সহিত ব্রহ্মদত্ত ভূপতির যে প্রকার কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কাম্পিল্য

নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে পূজনী নামে এক পক্ষী দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিল। ঐ পক্ষী ব্যাধের ন্যায় সর্ব্বপ্রাণীর স্বর বুঝিতে পারিত। ফলতঃ পূজনী পক্ষী হইয়াও সর্ব্বজ্ঞ ছিল। কিয়দ্দিন পরে সেই অন্তঃপুরমধ্যে পূজনীর এক উৎকৃষ্ট শাবক জন্মে। পূজনী যে দিন শাবক প্রসব করে, রাজমহিষীও সেই দিন এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞা পূজনী রাজকুমারকে আপনার শাবকের ন্যায় স্নেহ করিত এবং দিন দিন সমুদ্রতীরে গমনপূর্ব্বক দুইটি অমৃততুল্য সুস্বাদু বলাধায়ী ফল আহরণ ও গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া একটি স্বীয় শাবককে ও অন্যটি রাজকুমারকে অর্পণ করিত। রাজপুত্র সেই ফল ভক্ষণ করত প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এক দিন ধাত্রী রাজকুমারকে উৎসঙ্গে লইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকিলে, বালক সেই পক্ষিশাবককে সন্দর্শন করিয়া বালস্বভাববশতঃ তাহার সমীপে গমন করিল এবং সেই শিশুশাবকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে তাহারে ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক সংহার করিয়া পুনর্ব্বার ধাত্রীর নিকট উপনীত হইল। সেই সময় পক্ষিমাতা পূজনী ফল আহরণপূর্ব্বক অন্তঃপুরে আগমন করিয়া দেখিল যে, রাজকুমার তাহার শাবককে নিপাতিত করিয়াছে। পূজনী তদ্দর্শনে যারপর নাই দুঃখিত হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে রোদন করিতে করিতে কহিল যে, ক্ষত্রিয়ের সহিত একত্র বাস ও সৌহৃদ্য করা কদাচ বিধেয় নহে। উহারা কার্য্য উপস্থিত হইলেই লোককে সান্ত্বনা এবং কৃতকার্য্য হইলেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব ক্ষত্রিয়কে বিশ্বাস করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়েরা লোকের অপকার করিয়াও তাহারে নিরর্থক সতত সান্ত্বনা করিয়া থাকে। যাহা হউক, অদ্য আমিও এই কৃতঘ্ন, নৃশংস ও বিশ্বাসঘাতক রাজপুত্রের বিশেষ অপকার করিয়া অনুরূপ বৈরনির্য্যাতন করিব। আমার শাবক উহার সহিত এক দিনে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া একত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং সতত উহার সহিত একত্র ভোজন ও উহার আশ্রয়ে বাস করিত। ঐ দুর্ম্মতি তাহারে বিনাশ করিয়া ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে। পূজনী এই কথা বলিয়া অচিরাৎ স্বীয় চরণদ্বারা রাজপুত্রের নেত্রদ্বয় উৎপাটন করিয়া সুস্থচিত্তে পুনরায় কহিল যে, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে পাপাচরণ করে, পাপ অবিলম্বে তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। আর যাহারা কেহ অনিষ্টাচরণ করিলে, তাহার প্রতিবিধান করে, তাহাতে কদাপি তাহাদিগের পুণ্যনাশ হইতে পারে না। লোকে পাপানুষ্ঠান করিয়া যদি

স্বয়ং তাহার ফল ভোগ না করে, তাহা হইলে, উহার পুত্র, পৌত্র বা প্রপুত্রকে নিশ্চয়ই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

তখন রাজা ব্রহ্মদত্ত আপনার পুত্রের নেত্রদ্বয় উৎপাটিত দেখিয়া পূজনী অগ্রে অপকৃত হইয়া পশ্চাৎ অপকারের প্রতিবিধান করিয়াছে বিবেচনা করত তাহারে কহিলেন, পূজনি! আমার পুত্র অগ্রে তোমার অপকার করিলে, তুমি পশ্চাৎ প্রত্যপকার করিয়াছ; সুতরাং তোমাদের উভয়ের অপরাধই তুল্য হইয়াছে; অতএব তোমার অন্য স্থানে যাইবার আবশ্যকতা নাই। এই স্থানেই অবস্থান কর।

পূজনী কহিল; মহারাজ! যে ব্যক্তি একবার এক জনের নিকট অপরাধ করিয়া পুনর্ব্বার তাহার নিকট অবস্থান করে, সে কখনই পণ্ডিতগণের প্রশংসাভাজন হয় না। অতএব অপকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে গমন করাই শ্রেয়স্কর। যে ব্যক্তি একবার বৈরাচরণ করিয়াছে, তাহার প্রতি সর্ব্বদা সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহার তাহাতে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। যে মূঢ় ঐরূপ বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহাকে অবিলম্বে বিনষ্ট হইতে হয়। শত্রুতা একবারে বিনষ্ট হয় না। পরস্পর বৈরভাব জন্মিলে, যুদ্ধনিবন্ধন উভয়েরই পুত্র পৌত্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় এবং পুত্রপৌত্র বিনষ্ট হইলে, তাহাদের আর পরলোকপ্রাপ্তির উপায় থাকে না। অতএব একবার বৈরসংঘটন হইলে, পরস্পর বিশ্বাস না করাই সুখলাভের নিদান। বিশেষতঃ বিশ্বাসঘাতকের প্রতি একবারে অবিশ্বাস করাই কর্ত্তব্য। বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নহে। কারণ, বিশ্বাস হইতে ভয় উপস্থিত হইলে, তদ্দ্বারা মূলপর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার প্রতি অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু স্বয়ং কাহারেও বিশ্বাস করিবে না। ইহলোকে পিতা মাতাই লোকের পরম বন্ধু এবং আত্মাই দুঃখের ভোক্তা। আর ভার্য্যা বীর্য্য হরণ এবং পুত্র, ভ্রাতা ও বয়স্য ধনগ্রহণনিবন্ধন শত্রুপদবাচ্য হইয়া থাকে। পরস্পরের একবার বৈরভাব উপস্থিত হইলে, আর সন্ধিসংস্থাপন উচিত নহে। আমি যে কারণে এ স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলাম, এক্ষণে সে কারণ অতীত হইয়াছে। প্রথমতঃ এক জনের অপকার করিয়া পরিশেষে তাহারে অর্থ দান ও বহুমান প্রদর্শন করিলেও কখনই তাহার মনে বিশ্বাস জন্মে না। বলবান্ ব্যক্তির কার্য্য দর্শন করিয়াই দুর্ব্বল ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হয়। যে স্থানে প্রথমতঃ সম্মানিত ও পশ্চাৎ অবমানিত হইতে হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাদৃশ স্থান পরিত্যাগ

করিবেন। আমি বহুকাল পরম সমাদরে তোমার গৃহে বাস করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে যখন তোমার সহিত আমার বৈরভাব জন্মিল, তখন আমি শীঘ্র এ স্থান হইতে গমন করিব।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! লোকে অপকারীর প্রত্যপকার করিলে তন্নিবন্ধন কদাচ অপরাধী হয় না; বরং তাহাকে ঋণনির্ম্মুক্ত বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। অতএব তুমি স্থানান্তরে প্রস্থান না করিয়া এই স্থানেই অবস্থান কর।

পূজনী কহিল, মহারাজ! অপকারীর প্রত্যপকার করিলে পুনরায় কখনই তাহার সহিত আন্তরিক সখ্যভাব জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, অপকৃত ও প্রত্যপকৃত উভয় ব্যক্তিরই চিত্তে নিরন্তর পরস্পরকৃত অপকার জাগরূক থাকে।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! অনেক স্থলে পরস্পরের বিরোধের পর পুনর্ব্বার সন্ধিসংঘটন হইয়া বৈরতার উপশম হইতে দেখা গিয়াছে; ঐ সন্ধিনিবন্ধন তাহাদের কোন অপকারও হয় নাই।

পূজনী কহিল, রাজন্! শত্রুতার কখনই শান্তি নাই। শত্রুর সান্ত্ববাক্যে বিমোহিত হইয়া কদাচ তাহারে বিশ্বাস করা উচিত নহে। বিশ্বাস করিলেই বিনষ্ট হইতে হয়; অতএব এক্ষণে আমাদের পরস্পরদর্শন না হওয়াই শ্রেয়স্কর। বলপ্রকাশ পূর্ব্বক সুশাণিত শস্ত্রপ্রহারেও যাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারা যায় না, তাহারা কেবল এক সন্ধিপ্রভাবে করেণুলোভাকৃষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় অনায়াসে পরাকৃত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! একত্র সহবাস করিলে, হত্যাকারী শত্রুর প্রতিও স্নেহ জন্মে এবং কুক্কুর ও চণ্ডালের ন্যায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস হয়; আর শত্রুতাও পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় অধিক কাল অবস্থান করিতে পারে না।

পূজনী কহিল, মহারাজ! পণ্ডিতগণ স্ত্রী, বাস্তু, নিষ্ঠুর বাক্য, অপরাধ ও জাতিস্বভাব এই পাঁচটিকে শত্রুতার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দানশীল ব্যক্তির সহিত বৈরভাব উপস্থিত হইলে প্রকাশ্যরূপেই হউক আর অপ্রকাশ্যরূপেই হউক, দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া তাহাকে সংহার করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে। সুহৃদের সহিত শত্রুতা সংঘটন হইলে, তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না। বৈরানল কাষ্ঠস্থিত গূঢ় বহ্নির ন্যায় ও সমুদ্রগর্ভস্থ বাড়বানলের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। অর্থদান, সান্ত্বনা, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা উক্ত

উপশমিত করা যায় না। ফলতঃ পরস্পারের বৈরানল একবার প্রজ্বলিত হইলে, ইহা এক পক্ষকে দগ্ধ না করিয়া কখনই নির্ব্বাণ হইবার নহে। অপকারী ব্যক্তিকে অর্থ বা সম্মান দ্বারা সমাদর করিলেও কখনই তাহার মনে শান্তি বা বিশ্বাসের উদয় হয় না; তৎকৃত অপকারই তাহার মনে ভয় সঞ্চারিত করিয়া থাকে। অতঃপর অন্য লোকে আমাদের অপকার করিবার চেষ্টা করিলে, আমরা কখনই পরস্পর সাহায্যদানে যত্ন করিব না। ফলতঃ আমি বিশ্বাসনিবন্ধন তোমার ভবনে বাস করিয়াছিলাম; এক্ষণে আর আমার তোমার প্রতি বিশ্বাস হইতেছে না।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! কালপ্রভাবেই সমস্ত কার্য্য সংঘটিত হয়; অতএব কার্য্যনিবন্ধন কেহ কাহারও নিকট অপরাধী হইতে পারে না। প্রাণিগণ কালসহকারেই জন্মগ্রহণ এবং সেই কালপ্রভাবেই আবার দেহ ত্যাগ করিতেছে। এই জগতে কেহ কেহ এককালে ও কেহ কেহ বা ক্রমে ক্রমে দেহত্যাগ করিতেছে এবং কেহ কেহ বা বহুদিন জীবিত রহিয়াছে। অনল যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ কাল প্রাণিগণকে সতত দগ্ধ করিতেছে। অতএব আমরা পরস্পরের সুখদুঃখের হেতু নহি। কালই সর্ব্বদা প্রাণিগণের সুখদুঃখ বিধান করিতেছে। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি স্নেহভাব অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে এই স্থানে অবস্থান কর। আমি তোমার কিছুমাত্র অপকার করিব না। তোমার যে দোষ হইয়াছে, আমি তাহা মার্জ্জনা করিলাম; তুমিও আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

পূজনী কহিল, রাজন্! তোমার মতে যদি কালই সর্ব্বকার্য্যের হেতু হয়, তাহা হইলে, লোকে বন্ধুবান্ধবগণের বিয়োগে কি নিমিত্ত শোক প্রকাশ করে? যদি কালই সুখদুঃখ ও পরাভবের কারণ হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বে দেবতারা কি নিমিত্ত অসুরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন? যদি কালসহকারে লোকে আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, চিকিৎসকগণ কি জন্য রোগীর নিমিত্ত ঔষধ প্রস্তুত করেন? যদি কালই সমুদায় কার্য্যের হেতু হয়, তাহা হইলে লোকে শোকাকুল হইয়া কি জন্য বিবিধ প্রলাপ করে এবং পাপকারীকেই বা কি জন্য পাপভোগ করিতে হয়? হে রাজন্! তোমার পুত্র আমার সন্তানকে বিনষ্ট করিয়াছিল; তজ্জন্য আমিও তোমার পুত্রকে নিহত করিয়াছি। অতঃপর তুমি সুযোগ পাইলে আমারে সংহার করিবে। আমি সুতশোকে যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া তোমার পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমারে যে নিমিত্ত প্রহার করিবে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা ভোজন বা

ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত পক্ষী গ্রহণ করিবার বাসনা করে; বধ ও বন্ধন ভিন্ন তাহাদের সহিত মনুষ্যের আর কোন সম্বন্ধই নাই। যেজন্য পণ্ডিতগণ মরণ ও বন্ধনজনিত দুঃখ অবগত আছেন বলিয়াই ভয়প্রযুক্ত মোক্ষতন্ত্র আশ্রয় করিয়াছেন। প্রাণ ও পুত্র সকলেরই প্রিয়। সকলেই দুঃখে কাতর হয় এবং সুখলাভের প্রত্যাশা করে। জরা অর্থনাশ, অনিষ্টসংযোগ ও ইষ্টবিয়োগ হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা বৈরজনিত, স্ত্রীকৃত, পুত্রবিয়োগজ ও সহজ দুঃখে সর্ব্বদা অভিভূত হইয়া থাকে। অনেক নির্ব্বোধ ব্যক্তি পরদুঃখকে দুঃখ বলিয়া কীর্ত্তন করে না। যে ব্যক্তি কখন দুঃখ ভোগ না করে, সেই ব্যক্তিই ভদ্র লোকের নিকট পরের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখে অভিভূত হইয়া শোকপ্রকাশ এবং পরের দুঃখকে আপনার দুঃখের ন্যায় বিবেচনা করে, সে কদাচ পরদুঃখদর্শনে সুস্থির হইতে পারে না।

হে রাজন্! আমরা পরস্পর পরস্পরের যে অপকার সাধন করিয়াছি, তাহা শতবর্ষেও অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হইবে না। অতএব আমাদের পুনরায় সন্ধি করা কি রূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। পুত্রকে স্মরণ করিলেই আমার সহিত তোমার নূতন বৈরভাব উপস্থিত হইবে। এক জনের সহিত শত্রুতা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সন্ধি করিলে, ভগ্নমৃণ্ময় পাত্রের সন্ধির ন্যায় উহা অবিলম্বে বিনষ্ট হইয়া যায়। অর্থশাস্ত্রবেত্তারা অবিশ্বাসকেই সুখের মূলীভূত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য প্রহ্লাদের নিকট কহিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি শত্রুর বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহারে মধুলোভে শুষ্কতৃণসমাচ্ছন্ন কূপে নিপতিত মধুলাভার্থীর ন্যায় অবিলম্বে বিনষ্ট হইতে হয়। অনেক স্থলে শত্রুতা বংশপরম্পরাগত হইতে দেখাগিয়াছে। দুই ব্যক্তি পরস্পর শত্রুতা করিয়া পরলোকে গমন করিলে, অন্যান্য ব্যক্তি সেই দুই জনের পুত্র পৌত্রগণকে সেই শত্রুতায় প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিয়া থাকে। ভূপতিগণ প্রায়ই শত্রুর সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া পরিশেষে তাহারে পাষাণনিপাতিত পূর্ণঘটের ন্যায় চূর্ণ করেন। উহারা যাহার অপকার করেন, তাঁহারে কখনই বিশ্বাস করেন না। একজনের অপকার করিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস করিলেই অবশ্য দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! ইহলোকে অবিশ্বাস দ্বারা কাহার ও অর্থলাভ হয় না এবং ভয় লোককে মৃতভুল্য করিয়া রাখে।

পূজনী কহিল, রাজন্! যে ব্যক্তির চরণদ্বয় ক্ষত সে সাবধানে ধাব

মান হইলেও তাহার পদদ্বয়ে অবশ্যই আঘাত লাগিয়া থাকে। যে ব্যক্তি চক্ষুরোগে একান্ত আক্রান্ত, সে বায়ুর প্রতিকূলে নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলে, নিশ্চয়ই তাহার চক্ষু রোগ পরিবর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি আপনার বল অবগত না হইয়া মোহবশতঃ দুষ্ট পথ আশ্রয় করে, তাহারে নিশ্চয়ই অবিলম্বে বিনষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি বৃষ্টিকালাকাল বিদিত না হইয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করে, সে কদাচ শস্যলাভে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি দিন দিন দেহের হিতসাধনোপযোগী তিক্ত, কষায় বা মধুর আস্বাদ সম্পন্ন বস্তু আহার করে, তাহার সেই সমুদায় বস্তু অমৃতরূপে পরিণত হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি পরিণাম চিন্তা না করিয়া লোভাকৃষ্টচিত্তে পথ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপথ্য বস্তু ভক্ষণ করে, তাহাকে অবিলম্বে নিহত হইতে হয়। দৈব ও পুরুষকার পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া আছে। উদার প্রকৃতি ব্যক্তিরা উভয়ের মধ্যে পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন; আর অসার ব্যক্তিরা দৈবকেই বলবান্ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা উহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। যে কার্য্য আপনার মঙ্গলকর, তাহা তীক্ষ্ণই হউক বা মৃদুই হউক, তাহার অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কার্য্যবিহীন মূর্খদিগেরই সতত অনিষ্ট উপস্থিত হয়; অতএব দৈবের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া বিক্রমসহকারে কার্য্যানুষ্ঠান করাই উচিত। মনুষ্যেরা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আপনার হিতজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। বিদ্যা, শৌর্য্য, নৈপুণ্য বল ও ধৈর্য্যই লোকের স্বভাবজ মিত্র। লোকে ঐ সমুদায়ের প্রভাবেই অনায়াসে কালযাপনে সমর্থ হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্ব্বত্রই গৃহ, তাম্রাদি ধাতু, ক্ষেত্র, ভার্য্যা ও সুহৃদ্ লাভ করিয়া পরম সুখে জীবন যাপন করিতে পারেন। উহাঁরা কাহারেও ভয় প্রদর্শন করেন না এবং কাহারও নিকট ভীত হন না। ধীমান্ কার্য্যনিপুণ ব্যক্তির অল্প অর্থ থাকিলেও তাহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হয়। কার্য্যনিপুণ না হইলে, অর্থবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। যে মূর্খেরা গৃহস্নেহে বশীভূত হইয়া অন্যত্র গমনের বাসনা না করে, তাহাদিগকে তাহাদের দুশ্চরিত্র ভার্য্যাগণের দোষে সন্তানপ্রসবিনী কর্কটীগণের ন্যায় অবিলম্বে অবসন্ন হইতে হয়। কোন কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিতে হইলে, আপনাদের বুদ্ধিদোষে আমার গৃহ, আমার ক্ষেত্র, আমার মিত্র ও আমার স্বদেশ এই বিবেচনা করিয়া সাতিশয় ব্যাকুলিত হইয়া উঠে। স্বদেশ ব্যাধি বা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইলে, তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক দেশান্তরে গমন এবং জনসমাজে সম্মানিত হইয়া তথায় অবস্থান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি এখান

হইতে স্থানান্তরে গমন করিব। আমি তোমার পুত্রের অনিষ্টসাধন করিয়াছি বলিয়া আর আমার এখানে অবস্থান করিবার বাঞ্ছা নাই। কুভার্য্যা, কুপুত্র, কুরাজা, কুসুহৃদ, কুসম্বন্ধ ও কুদেশ পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। কুপুত্রের প্রতি বিশ্বাস থাকে না। কুভার্য্যাতে অনুরাগ জন্মে না। কুরাজার রাজ্যে সুখ লাভ করা অতি দুঃসাধ্য। কুদেশে জীবিকালাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। কুমিত্রের সহিত সদ্ভাব চিরস্থায়ী নহে এবং অর্থ ক্ষয় হইলেই কুসম্বন্ধনিবন্ধন অবমানিত হইতে হয়। যে ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী হয়, তাহাকেই ভার্য্যা, যে পুত্র হইতে সুখলাভ হয়, তাহাকেই পুত্র, যে মিত্র বিশ্বাসের পাত্র হয়, তাহাকেই মিত্র, যে দেশে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, তাহাকেই দেশ এবং যে রাজা প্রজাবর্গের প্রতি বলপ্রকাশ বা তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন না করেন ও দরিদ্রগণকে প্রতিপালন করেন, তাঁহাকেই রাজা বলা যায়। নরপতি ধর্ম্মজ্ঞ গুণসম্পন্ন হইলে, প্রজারা পুত্র কলত্র ও বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বদেশে পরম সুখে বাস করিতে পারে। আর রাজা অধার্ম্মিক হইলে; প্রজাবর্গকে নিগৃহীত ও বিনষ্ট হইতে হয়। রাজাই প্রজাদিগের ত্রিবর্গের কারণ। অতএব অপ্রমত্তচিত্তে তাহাদিগকে পালন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ভূপতি প্রজাগণের উপার্জ্জিত ধনের ষষ্ঠাংশ করস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে উত্তমরূপে প্রতিপালন না করেন, তাঁহাকে তস্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে নরপতি প্রজাগণকে অভয় প্রদান করিয়া অর্থলোভে বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হন, সেই পাপমতি ভূপতিকে সর্ব্বলোকের নিকট পাপ সংগ্রহ পূর্ব্বক নিরয়গামী হইতে হয়। আর যে ভূপতি প্রজাদিগকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অশেষ সুখভোগে সমর্থ হন এবং প্রজারা সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে। প্রজাপতি মনু রাজাকে মাতা, পিতা, গুরু, রক্ষিতা, অগ্নি, কুবের ও যম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যে রাজা প্রজাগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন, তিনি রাজ্যের পিতৃস্বরূপ। যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহাকে তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। রাজা প্রজাবর্গের শুভানুধ্যান ও দরিদ্রগণের ভরণপোষণ করিয়া তাহাদের জননীর, রোষপ্রভাবে অনিষ্ট দহন পূর্ব্বক অগ্নির, দুষ্টের দমন করিয়া যমের, ইষ্টবিষয়ে অর্থপ্রদান পূর্ব্বক কুবেরের, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া গুরুর এবং রাজ্য পালন পূর্ব্বক রক্ষকের কার্য্য করিয়া থাকেন। যে রাজা স্বীয় গুণ দ্বারা পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের হিতসাধন করিতে পারেন, তাঁহার রাজ্য

কদাপি বিনষ্ট হয় না। যে রাজা স্বয়ং পুরবাসিগণকে সম্মানিত করেন, তিনি উভয়লোকেই সুখভোগে সমর্থ হন। যে রাজার প্রজাবর্গ সতত করভারে নিপীড়িত, উদ্বিগ্ন ও বিপদাপন্ন হয়, তিনি নিশ্চয়ই শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া থাকেন। যে রাজার প্রজাগণ সরোবরসঞ্জাত কমলনিকরের ন্যায় প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তিনি ইহলোকে সমুদায় উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিয়া পরলোকে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। বলবান্ ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ বিপক্ষ যাহাকে আক্রমণ করে, তাহার কখনই রাজ্যলাভ ও সুখভোগ হইতে পারে না।

হে ধর্ম্মরাজ! পূজনী রাজা ব্রহ্মদত্তকে এই কথা বলিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া আপনার অভিলষিত স্থানে গমন করিল। এই আমি তোমার সমীপে পূজনী ও ব্রহ্মদত্তের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর যাহা শ্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, বল।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩৪।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! যুগক্ষয়বশতঃ ধর্ম্ম পরিক্ষীণ এবং লোক সমুদায় বিনষ্টপ্রায় ও দস্যুগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইলে, নরপতির কি রূপ অবস্থান করা কর্ত্তব্য?

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! রাজা সেই সময়ে ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে প্রকারে অবস্থান করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। ভারদ্বাজশত্রুঞ্জয়সংবাদ নামে যে এক পুরাতন ইতিহাস আছে, তাহা শ্রবণ করিলেই তুমি ঐ বিষয় জানিতে পারিবে। সৌবীর দেশে শত্রুঞ্জয় নামে এক মহারথ ভূমিপাল ছিলেন। তিনি এক দিন মহর্ষি ভারদ্বাজের নিকট গমন পূর্ব্বক অর্থনির্ণয়প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! অলব্ধ বস্তু কি প্রকারে লাভ করা যায় এবং বস্তু লব্ধ হইলে, কি প্রকারে তাহার পরিবর্দ্ধন, পরিবর্দ্ধিত হইলে, কি উপায়ে তাহার রক্ষাবিধান ও সুরক্ষিত হইলে, কি প্রকারে উহা ব্যয় করা যাইতে পারে?

মহর্ষি ভরদ্বাজ মহারাজ শত্রুঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অর্থনির্ণয়বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! নরপতি সতত দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিবেন; সর্ব্বদা পুরুষকার প্রদর্শন ও শত্রুর

রন্ধ্রান্বেষণ করিবেন এবং যাহাতে তাঁহার রন্ধ্র নিরন্তর প্রচ্ছন্ন থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হইবেন। ঘোরতর দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিলে, সকলেই ভীত হইয়া থাকে; অতএব দণ্ডদ্বারাই সকলকে শাসন করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ দণ্ডেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন; অতএব সাম, দানপ্রভৃতি চারিটি উপায়ের মধ্যে দণ্ডই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আশ্রয়স্থান উন্মূলিত হইলে, আশ্রয়ীদিগের প্রাণ বিনষ্ট হয়। বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ হইলে, উহার শাখা প্রশাখা সকলও নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব বুদ্ধিমান্ ভূপতি প্রথমে শত্রুপক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া পশ্চাৎ উহার পক্ষ ও সহায় উন্মূলনে যত্নবান্ হইবেন। আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে কালক্ষেপ না করিয়া উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রণা, বিক্রমপ্রকাশ, যুদ্ধ বা পলায়ন করিবে। হৃদয়কে ক্ষুরের ন্যায় করিয়া বাক্যে বিনয় প্রদর্শন এবং কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া মৃদুভাবে লোকের সহিত সম্ভাষণ করিবে। শত্রুর সহিত কার্য্যসংস্রব উপস্থিত হইলে, অগ্রে তাহার সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য এবং কৃতকার্য্য হইলে, অচিরাৎ তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা উচিত। বিচক্ষণ ব্যক্তি শত্রুকে মিত্রভাবে সান্ত্বনা করিবেন। সর্পবিশিষ্ট গৃহের ন্যায় সর্ব্বদা তাহা হইতে ভীত হইবেন। স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা যাহার বুদ্ধি পরাভূত করিতে হইবে, তাহারে অভয় প্রদান পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিবে। পরিণামহিতকারিণী বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক অজ্ঞানকে এবং প্রত্যুৎপন্ন মতি দ্বারা পণ্ডিতকে সান্ত্বনা করা উচিত। হিতার্থী ব্যক্তি লোকের নিকট অঞ্জলি বন্ধন শপথ, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ, প্রণতি ও অশ্রুমোচন করিয়াও স্বকার্য্য সাধন করিবে। যত দিন সময়ের প্রতিকূলতা থাকিবে, ততদিন শত্রুকে স্কন্ধে বহন এবং সময় অনুকূল হইলে, তাহাকে প্রস্তরনিক্ষিপ্ত কলসের ন্যায় সংহার করিবে। তিন্দুক কাষ্ঠের ন্যায় মুহূর্ত্তকালও প্রজ্বলিত হওয়া শ্রেয়স্কর, কিন্তু তুষানলের ন্যায় সতত প্রধূমিত হওয়া বিধেয় নহে। বহু প্রয়োজন সম্পন্ন পুরুষ কৃতঘ্নের সহিত অর্থের কোন সংস্রব রাখিবেন না। কৃতঘ্ন ব্যক্তি কৃতকার্য্য হইলেই উপকারীর অবমাননা করিয়া থাকে। অতএব তাদের কার্য্য এককালে সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন না করিয়া উহার অবশেষ রাখা উচিত। রাজা অন্য দ্বারা পোষ্য বর্গকে পোষণ পূর্ব্বক কোকিলের, শত্রুবর্গের মূলোৎপাটন করিয়া বরাহের, অনুল্লঙ্ঘনীয়তা দ্বারা সুমেরু পর্ব্বতের, বিবিধ রূপ ধারণ পূর্ব্বক নটের অনুকরণ করিবেন। শূন্য গৃহের ন্যায় আপনার ধনা গমনই শ্রেয়স্কর বোধ করা তাঁহার নিতান্ত কর্ত্তব্য। মহীপতি সর্ব্বদা উদ্যো

গসম্পন্ন হইয়া শত্রুভবনে গমন ও উহার কোন অমঙ্গল থাকিলেও উহার মঙ্গল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন। অলস, অভিমানী, উদ্যোগবিহীন, লোকাপবাদভীত ও দীর্ঘসূত্র ব্যক্তি কদাচ অর্থলাভে সমর্থ হয় না। অস্মাভিপণ আপনাদের ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল পরছিদ্র অন্বেষণ করে; অতএব কূর্ম্মের ন্যায় আপনার অঙ্গ গোপন ও আপনার ছিদ্র সংবরণে যত্নশীল হওয়া, বকের ন্যায় অর্থচিন্তা, সিংহের ন্যায় পরাক্রমপ্রকাশ, বৃকের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান এবং বাণের ন্যায় শত্রুকে আক্রমণ করা উচিত। মদ্যপান, পাশক্রীড়া, স্ত্রীসম্ভোগ, মৃগয়া ও গীতবাদ্য এই সমুদায় কার্য্য যুক্তি অনুসারে সম্পাদন করিবে। ঐ সকল কার্য্যে একান্ত অনুরাগ দোষমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। বিচক্ষণ রাজা বংশাদি দ্বারা কার্ম্মুক্ নির্ম্মাণ করিবেন; মৃগের ন্যায় সতর্কচিত্তে শয়ন করিয়া থাকিবেন; সময়ক্রমে অন্ধ ও বধিরের ন্যায় ব্যবহার করিবেন এবং দেশকাল বিবেচনা করিয়া বিক্রম প্রকাশে প্রবৃত্ত হইবেন। দেশকাল সম্যক্‌রূপে বিচার করিতে অসমর্থ হইলে, বিক্রমও ব্যর্থ হইয়া যায় সন্দেহ নাই। কালাকাল ও বলাবল ও অবধারণপূর্ব্বক সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। যে নরপতি শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক শাসন না করেন, গর্ভবতী অশ্বতরীর ন্যায় তাঁহাকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। যে ভূপতি পুষ্পিত হইয়াও অফল, ফলিত হইয়াও একান্ত দুরারোহ এবং অপক্ক হইয়াও পক্কের ন্যায় লক্ষিত হয়, তাঁহাকে কখনই শীর্ণ হইতে হয় না। নরপতি বাক্য দ্বারা অর্থিগণের আশা বশবর্ত্তী করিয়া পারে বিশেষ কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ সেই আশার বিঘ্নানুষ্ঠান করিবেন। যতক্ষণ ভয় উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ ভীতের ন্যায় অবস্থান করিবে; কিন্তু ভয় উপস্থিত হইয়াছে দেখিলে নির্ভীকের ন্যায় তাহার প্রতিকারে যত্নবান্ হইবে। লোক সঙ্কটে নিপতিত না হইলে, কখনই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি সঙ্কটে পতিত হইয়া বিমুক্ত হইতে পারে, তাহারই সমুদায় মঙ্গল হস্তগত হয়। ভয় উপস্থিত হইতে না হইতেই উহা সম্যক অবধারণ, উপস্থিত হইলে, যে কোন রূপে হউক নিবারণ এবং সম্যক্‌রূপে নিবৃত্ত হইলেও পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হইবার অশঙ্কা করিয়া অনিবৃত্তের ন্যায় বিবেচনা করা উচিত। উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ ও অনুপস্থিত সুখের প্রত্যাশা করা ন্যায়ানুগত নহে। যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক বিশ্বস্ত মনে অবস্থান করে, সে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় নিপতিত হইয়া প্রতিবোধিত হয়। যে কোন প্রকারে হউক, স্বীয় দুরবস্থা বিমোচন

এবং সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। যাহারা শত্রুর বিপক্ষ, তাহাদিগকে সর্ব্বদা সম্মানিত করা উচিত। যাহারা আপনার চর, তাহাদিগকেও শত্রু কর্ত্তৃক প্রেরিত আশঙ্কা করিবে এবং আপনার ও শত্রুর চরদিগকে সম্যক্ পরিচিত করিয়া রাখিবে। পাষণ্ড তাপস প্রভৃতি দুরাচার ব্যক্তিগণকে পররাষ্ট্রে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। লোকের কণ্টকস্বরূপ দুরাত্মা তস্করেরা উদ্যান, বিহারস্থান, শূন্যাগার, পানাগার, বেশ্যাপল্লী, তীর্থ ও মহাসভায় প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিয়া থাকে। উহাদিগকে শাসন করিয়া ঐ সকল স্থান হইতে নিষ্কাসিত করা উচিত। অবিশ্বস্তের প্রতি কদাচ বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বস্তের প্রতিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নহে। বিশেষরূপে অবগত না হইয়া এক জনের প্রতি বিশ্বাস করিলে, বিপৎপাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব যাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে, অগ্রে তাহাকে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। বিশেষ কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করিবে এবং তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি দেখিলেই সবিশেষ দণ্ডবিধানে প্রবৃত্ত হইবে। যাহাদিগের হইতে আশঙ্কা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে বিশেষরূপে শঙ্কা করিবে; আবার যাহাদের হইতে কোন শঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে না, তাহাদিগকেও শঙ্কা করা উচিত। কেন না, ঐ ব্যক্তি হইতে যদি কোন কারণবশতঃ কোন বিপদ উপস্থিত হয়, সেই বিপদ লোককে সমূলে বিনষ্ট করিতে পারে। তপস্বীর ন্যায় কষায় বস্ত্র পরিধান, জটাজিন ধারণ ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া বৃকের ন্যায় তাহারে আক্রমণ করিবে। পুত্র, ভ্রাতা, পিতা বা সুহৃৎ যে কেহ হউন না কেন, অর্থের বিঘ্নানুষ্ঠান করিলেই অবিচারিত চিত্তে তাহার শাসন করা কর্ত্তব্য। অধিক কি, গুরু যদি অবিবেচক, গর্ব্বিত ও উচ্ছৃঙ্খল হন, তাহা হইলে, শাস্ত্রানুসারে তাঁহারও দণ্ডবিধান করা উচিত। মঙ্গলার্থী ব্যক্তি প্রত্যুত্থান, অভিবাদন ও দ্রব্যাদি সম্প্রদান দ্বারা শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া তীক্ষ্ণতুণ্ড পতঙ্গ যেমন বৃক্ষের ফল পুষ্প সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ তাহার সমুদায় পুরুষার্থ বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। পরের মর্ম্মপীড়ন, দারুণ কর্ম্মসাধন ও মৎস্যঘাতীর ন্যায় অনেকের প্রাণ বিনাশ না করিলে, কখনই মহতী শ্রীলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। জাতিনিবন্ধন কেহ কাহার শত্রু বা মিত্র হয় না। লোকে কার্য্যবশতঃই অন্যের শত্রু ও মিত্রপদবাচ্য হইয়া থাকে। শত্রু আক্রান্ত হইয়া অতি দীনস্বরে বিলাপ করিলেও তাহার বাক্যশ্রবণে দুঃখ প্রকাশ বা তাহারে পরিত্যাগ করা

বিধেয় নহে। পূর্ব্বাপকারীকে যে কোন উপায়ে হউক বিনাশ করা আবশ্যক। লোক সংগ্রহ ও তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর যে ব্যক্তি শত্রুতাচরণ করিবে, তাহারে অচিরাৎ নিগ্রহ করাই কর্ত্তব্য। কাহাকে প্রহার করিবার অভিলাষ হইলে, তাহার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিবে। লোককে প্রহার করিয়াও তাহারে প্রিয় বাক্যে সান্ত্বনা করা কর্ত্তব্য। লোকের মস্তকচ্ছেদন করিয়াও তাহার নিমিত্ত বিলাপ ও শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাঁহার ঐশ্বর্য্যলাভের অভিলাষ আছে, সান্ত্ববাদ, সম্মান ও তিতিক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলের সহিত সুব্যবহার করা তাঁহার কর্ত্তব্য। উহা অপেক্ষা পরের মনোরঞ্জনের অন্য কোন উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। যাহাতে কিছুমাত্র স্বার্থ নাই, সেরূপ বৈরাচরণ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বাহু দ্বারা নদী সন্তরণ করা অতি মূঢ়ের কার্য্য। গোবিষাণ ভক্ষণ নিরর্থক ও আয়ুঃক্ষয়কর; উহাতে কেবল দশন সকল ক্ষয় হয়, কিন্তু কিছুমাত্র রসের আস্বাদ পাওয়া যায় না। অতএব যাহাতে কিছুমাত্র লাভ হয় না, এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের তিন প্রকার পীড়া আছে। ধর্ম্মদ্বারা অর্থের, অর্থদ্বারা ধর্ম্মের এবং কামদ্বারা ধর্ম্ম অর্থ উভয়েরই বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র লোকে ধর্ম্মের অর্থ, অর্থের কাম ও কামের ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং মহৎ লোকে ধর্ম্মের চিত্তশুদ্ধি, অর্থের যজ্ঞানুষ্ঠান ও কামের জীবন ধারণই মুখ্য ফল বিবেচনা করে। অতএব যাহাতে ত্রিবর্গের কোন পীড়া না জন্মে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত ফল সমূহের বলাবল বিবেচনা করিয়া ত্রিবর্গের সেবা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ঋণ, অগ্নি ও শত্রুর অবশেষ রাখা কদাচ উচিত নহে। ঐ সমুদায়ের অতি অল্পমাত্র অংশ অবশিষ্ট থাকিলেই উহাঁরা পুনরায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ঋণ, পরাভূত ও ব্যাধির প্রতি উপেক্ষা করিলেই উহারা বিষম অনর্থ সম্পাদন করে। কণ্টক সমূলে উন্মূলন না করিলে, তদ্দ্বারা বিশেষ পীড়া জন্মে, সন্দেহ নাই। সর্ব্বকার্য্যই সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করা এবং সতত সতর্ক হওয়া অতীব আবশ্যক। নরহত্যা, মার্গদূষণ ও গৃহদাহ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা পররাষ্ট্র ধ্বংস করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গৃধ্রের ন্যায় স্থির, কুক্কুরের ন্যায় জাগরূক, সিংহের ন্যায় পরাক্রান্ত ও কাকের ন্যায় ইঙ্গিতজ্ঞ হইবে এবং সর্পের ন্যায় নিরুদ্বেগে বিপক্ষের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবে। বীরকে প্রণতি, ভীরুকে ভয় প্রদর্শন ও লুব্ধকে

অর্থদান দ্বারা আয়ত্ত করা উচিত। সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করাই বিধেয়। বিপক্ষেরা রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে ভেদোৎপাদন ও প্রিয় বয়স্যের নিকট অনুনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বশে আনয়ন করিলেও যাহাতে উহারা মন্ত্রিগণকে ভেদ বা বিনাশ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক হওয়া উচিত। রাজা মৃদুতা অবলম্বন করিলে, সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করে এবং উগ্রতা অবলম্বন করিলে, সকলেই তাঁহা হইতে ভীত হয়; অতএব অবসর বিবেচনা করিয়া মৃদুত্ব বা উগ্রত্ব অবলম্বন করা নরপতির কর্ত্তব্য। মৃদুতা দ্বারা মৃদু ও দারুণ উভয়কেই বিনাশ করা যাইতে পারে; মৃদুতার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব মৃদু তীক্ষ্ণ অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর। যে ব্যক্তি সময় বুঝিয়া মৃদু ও তীক্ষ্ণ হয়, সে অনায়াসে কৃতকার্য্য ও শত্রুনাশে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতের সহিত বিরোধ উৎপাদন পূর্ব্বক আপনাকে দূরস্থ জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। বুদ্ধিমানের বাহুদ্বয় অতি সুদীর্ঘ; তিনি অপকৃত হইলে, সেই বাহুদ্বয়ের প্রভাবে দূরস্থ শত্রুরও অপকার সাধনে সমর্থ হন। যাহা পার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তাহা পার হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। শত্রু যাহা প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহার আহরণে কদাচ প্রবৃত্ত হইবে না। যাহার মূল উৎপাটন না করা যায়, তাহার নিমিত্ত কখন প্রয়াস স্বীকার করা বিধেয় নহে এবং যে শত্রুর শিরশ্ছেদন করা যায় না, তাহাকে প্রহার করা নিতান্ত নিরর্থক। এই কয়েকটি উপদেশ আপদকালের জন্য কীর্ত্তন করিলাম। অন্য সময়ে ইহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিষম বিপদে নিপতিত হইলে, ইহার অনুষ্ঠান পাপজনক হইতে পারে না। আমি তোমার হিতকামনায় এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম।

হে যুধিষ্ঠির! মহারাজ শত্রুঞ্জয় হিতার্থী ভারদ্বাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অক্ষুব্ধমনে তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করত সবান্ধবে রাজশ্রী ভোগ করিতে লাগিলেন।

—০:০—

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৪১।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! পরম ধর্ম্ম বিনষ্টপ্রায় ও সর্ব্ব লোক-কর্ত্তৃক উল্লঙ্ঘিত, অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় ও ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত, নিয়ম বিনষ্ট, প্রজাগণ নৃপতি ও চোরবর্গ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত, সমুদায় আশ্রম

পাপভয়ে অভিভূত, দুরাত্মাদিগের কাম, লোভ ও মোহপ্রভাবে সকলেই শঙ্কিত ও প্রবিশঙ্ক, ছলপ্রভাবে পরস্পর নিহত ও বাধিত, গ্রাম নগরাদি অনল দ্বারা প্রজ্বলিত, বিপ্রগণ একান্ত সন্তপ্ত, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন এবং বৃষ্টির অভাবে শস্য সকল শুষ্কপ্রায় হইলে, ব্রাহ্মণেরা অনুকম্পাপ্রভাবে পুত্রপৌত্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইলে, জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কি করিবেন? আর ভূপতি ঐরূপ অবস্থায় কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবেন এবং কি প্রকারে ধর্ম্ম ও অর্থ আপনার আয়ত্ত করিয়া রাখিবেন? আপনি এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! রাজ্যের যোগক্ষেম, অভিলাষানুরূপ বৃষ্টি এবং প্রজাগণের মধ্যে ভয় ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব সমস্তই পাপপুণ্য-প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগের আবির্ভাবও ভূপালের দোষগুণমূলক, সন্দেহ নাই। প্রজাগণের উচ্ছেদের নিদানভূত পূর্ব্বোক্তরূপ বিপদের অবস্থা উপস্থিত হইলে, লোকে বিজ্ঞানবল অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এই বিষয়ে বিশ্বামিত্রচাণ্ডালসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে দৈবের প্রতিকূলতানিবন্ধন দ্বাদশ বৎসর ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময় বৃহস্পতি প্রতিকূলে গমন ও চন্দ্র দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিলেন। মেঘের কথা দূরে থাক, রজনীশেষে বিন্দুমাত্র নীহার দর্শন করাও লোকের প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল। নদীর জল শুষ্কপ্রায় হইয়া গেল। সরোবর, কূপ ও প্রস্রবণের শোভা একবারে তিরোহিত হইল। সলিলাগার উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বষট্‌কার ও অন্যান্য মাঙ্গলিক কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিলেন। লোকে কৃষি ও পশুপালন কার্য্যে এককালে পরাঙ্মুখ হইল। বিপণাপণ সমুদায় উন্মূলিত হইয়া গেল। সর্ব্ব লোকের আমোদ প্রমোদ তিরোহিত হইল। চতুর্দ্দিক্ কঙ্কালসঙ্কুল ও ভূতগণের চীৎকারে একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। গ্রাম নগরাদি সকল শূন্যপ্রায় হইল। চারিদিকে গৃহদাহ হইতে লাগিল। প্রজাবর্গ কোন স্থানে অস্ত্র শস্ত্র কোথাও বা ভূপতিভয়ে ভীত হইয়া গ্রাম নগরাদি পরিত্যাগ ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল। দেবগৃহ সমুদায় বিনষ্ট হইয়া গেল। বৃদ্ধলোক সমুদায় পুত্র পৌত্রাদি কর্ত্তৃক গৃহ হইতে নিষ্কাসিত এবং গো, অজ, মেষ ও মহিষ সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ওষধি সকল নিঃশেষিত ও মনুষ্য সমুদায় মৃতপ্রায় হইয়া

পড়িল। বিপ্রগণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কেহই তাহাদের রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। তৎকালে পৃথিবীতে এই প্রকার নানা-প্রকার ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইলে, মনুষ্যেরা ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষিরা নিয়ম, হোম, দেবার্চ্চনা ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন।

তখন মহাতপা বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া গৃহ ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার ও জপহোমাদি কার্য্যে এককালে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক লোকালয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি এক বনমধ্যে প্রাণিঘাতক হিংস্রক চণ্ডালদিগের পল্লী অবলোকন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, ভগ্ন কলস, কুক্কুরের চর্ম্মখণ্ড, বরাহ ও উষ্ট্রের অস্থি ও কপাল এবং মৃত মনুষ্যের বস্ত্রে উহার চতুর্দ্দিক্‌ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; গৃহ সকল নির্ম্মাল্য দ্বারা সুসজ্জিত এবং কুটীর ও মঠ সকল সর্পনির্ম্মোকমাল্যে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। কোন স্থল কুক্কুটচয় ও কোন স্থল গর্দ্দভের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন স্থলে চণ্ডালেরা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কোথাও উলূক ও নানাবিধ বিহঙ্গমের প্রতিরূপে সমলঙ্কৃত দেবগৃহ সমুদায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোথাও লৌহঘণ্টা নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে এবং কোথাও কুক্কুর সকল দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে।

মহাতপা বিশ্বামিত্র যৎপরোনাস্তি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই চণ্ডালপল্লীমধ্যে খাদ্য দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াও মাংস, অন্ন ও ফল মূল প্রভৃতি কোন দ্রব্যই পাইলেন না। তখন তিনি দৈহিক দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত হায় কি কষ্ট! এই বলিয়া এক চাণ্ডালগৃহে নিপতিত হইলেন এবং যাহাতে আপনার বৃথামৃত্যু না হয় ও যাহাতে দুর্দ্দশা দূরীভূত হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই চণ্ডালভবনে সদ্যোনিহত কুক্কুরের মাংসখণ্ড তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন তিনি পরম আনন্দিত হইয়া মনে মনে স্থির করি-লেন যে, আমি যে কোন উপায়ে হউক, ঐ মাংসখণ্ড অপহরণ করিব। ইহা ব্যতিরেকে আমার এক্ষণে প্রাণ ধারণের অন্য কোন উপায় নাই। বিপদকালে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও সাধু ব্যক্তির গৌরবের কিছুমাত্র হানি হয় না। আর শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, বিপদকালে ব্রাহ্মণ জীবন রক্ষার নিমিত্ত চৌর্য্যবৃত্তিও অবলম্বন করিবেন। প্রথমে নীচ, পরে তুল্য

ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিবে। উহাদের নিকট দ্রব্য না পাইলে, আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিকের দ্রব্য গ্রহণ করাও অবিধেয় নহে। অতএব প্রথমে আমি এই নীচ ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিব। এই অপহরণপ্রযুক্ত আমাকে কদাপি চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হইবে না। মহর্ষি বিশ্বামিত্র মনে মনে এই প্রকার স্থির করিয়া তথায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর শর্ব্বরী ক্রমে ক্রমে গাঢ় ও চাণ্ডালেরা নিদ্রাতুর হইলে, মহর্ষি কৌশিক নিঃশব্দে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সেই চণ্ডালের কুটীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় সেই ভীষণদর্শন শ্লেষ্মাজড়িতনেত্র চণ্ডাল জাগরিত ছিল। সে কুটীরমধ্যে মনুষ্য প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারিয়া কর্কশস্বরে কহিল, সমুদায় চণ্ডালেরাই নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে; কেবল আমিই জাগরিত রহিয়াছি। আমার গৃহে কোন্ ব্যক্তি কুকুরমাংস অপহরণ করিতে আসিয়াছে। আজি তাহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিতান্ত ভীত এবং আপনার দুষ্কর্ম্মবশতঃ সাতিশয় লজ্জিত হইয়া চণ্ডালকে কহিলেন, আমি বিশ্বামিত্র; ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। যদি তুমি সাধুদর্শী হও, তাহা হইলে, আমাকে সংহার করিও না। চণ্ডাল বিশ্বামিত্রের কথা শ্রবণ করিবামাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও নেত্র হইতে অশ্রু মার্জ্জন করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্! আপনি এই রজনীযোগে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? তখন মহর্ষি চাণ্ডালকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, আমি ক্ষুধিত ও মৃততুল্য হইয়া তোমার এই কুকুরের পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিব বলিয়া আগমন করিয়াছি। বুভুক্ষিত ব্যক্তির লজ্জা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে। দেখ, আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছি। ক্ষুধাপ্রভাবে আমার জীবন অবসন্ন ও জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমি অতিশয় দুর্ব্বল ও ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। এই জন্য তস্করকার্য্য অধর্ম্ম জানিয়াও কুকুরের এই পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। আমি তোমাদের পল্লীমধ্যে ভিক্ষার্থ অনেক ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু কোথাও কিছুমাত্র খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হই নাই। ভক্ষ্য দ্রব্য না পাইয়াই আমি এই পাপকার্য্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। দেখ, অগ্নি দেবগণের মুখ ও পুরোহিত স্বরূপ; সুতরাং তাঁহার পবিত্র দ্রব্য ব্যতীত অপবিত্র দ্রব্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তথাচ তাঁহাকে অগত্যা সকল বস্তুই গ্রহণ করিতে হয়। অতএব অগ্নি যেমন ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার করেন না, আমারেও এক্ষণে তদ্রূপ ভক্ষ্যা-

ভক্ষ্যের বিচারে পরাঙ্মুখ হইতে হইয়াছে। তখন চণ্ডাল কহিল, মহর্ষে! যাহাতে ধর্ম্মের কোন ক্ষতি না হয়, আমার নিকট সেইরূপ উপদেশ শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, কুকুর শৃগাল অপেক্ষাও অপকৃষ্ট; আর উহার অন্যান্য স্থানের মাংস অপেক্ষা পৃষ্ঠমাংস অধিকতর অপবিত্র। বিশেষতঃ অভোগ্য চাণ্ডালধন অপহরণ করা নিতান্ত ধর্ম্মগর্হিত; সুতরাং এই বিষয়ে অধ্যবসায় প্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে প্রাণধারণের নিমিত্ত অন্য কোন উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ করুন। মাংসলোভে তপস্যা নষ্ট করিবেন না। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম অবগত হইয়া ধর্ম্মসঙ্কর-বিধানে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে। আপনি পরম ধার্ম্মিক; অতএব ধর্ম্ম-ত্যাগ করা আপনার পক্ষে নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ।

চণ্ডাল এইরূপ কহিলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, আমি অনাহারে বহুদিন ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছি; কিন্তু প্রাণ ধারণের কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পারি নাই। লোকে নিতান্ত অবসন্ন হইলে, যে কোন উপায়ে হউক, জীবন ধারণ করিবে এবং তৎপরে সমর্থ হইলে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। ক্ষত্রিয়গণের ইন্দ্রের ন্যায় এবং বিপ্রগণের বহ্নির ন্যায় ধর্ম্ম অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর। বেদ অগ্নিস্বরূপ; সেই বেদই আমার প্রধান বল। আমি সেই বলপ্রভাবেই এই কুক্কুরপৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধাশান্তি করিব। যাহাতে জীবন রক্ষা হইতে পারে, অবিচারিত চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করা উচিত। লোক জীবিত থাকিলে, অনায়াসেই ধর্ম্মলাভ করিতে পারে। অতএব আমি জীবন ধারণের অভিলাষ করিয়াই বুদ্ধিপূর্ব্বক অভোজ্য দ্রব্য ভোজন করিতে বাসনা করিয়াছি। তুমি এক্ষণে এই বিষয়ে অনুমোদন কর। আমি জীবিত থাকিলে, অনায়াসে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারিব এবং আলোক যেরূপ ঘোরতর অন্ধকার ধ্বংস করিয়া থাকে, তদ্রূপ তপস্যা ও বিদ্যা প্রভাবে অশুভ সমুদায় বিনষ্ট করিব।

চণ্ডাল কহিল, মহর্ষে! এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিলে, আপনার সুদীর্ঘ আয়ু বা অমৃতপানের ন্যায় তৃপ্তি লাভ হইবে না। অতএব আপনি অন্য বস্তু ভিক্ষার নিমিত্ত পর্য্যটন করুন; কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ঐ মাংস ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নিতান্ত অভক্ষ্য।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, এই দুর্ভিক্ষকালে অন্য মাংস নিতান্ত দুর্লভ।

আমারও কিছুমাত্র অর্থসংস্থান নাই; বিশেষতঃ আমি এক্ষণে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর ও ভোজনলাভের উপায়ান্তর অবধারণে অসমর্থ হইয়াছি; সুতরাং এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অতি সুখাদ্য বলিয়া আমার বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে।

চণ্ডাল কহিল, মহর্ষে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পঞ্চনখসম্পন্ন শল্লকী প্রভৃতি পাঁচ জন্তু ভক্ষণ করাই শাস্ত্রসঙ্গত। অতএব কদাচ আপনি এই অভক্ষ্য ভক্ষণের অভিলাষ করিবেন না।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহর্ষি অগস্ত্য ক্ষুধাতুর হইয়া বাতাপি অসুরকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অতএব আমি এই দুর্ভিক্ষ্যসময়ে কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিলে, কখনই আমাকে পাপগ্রস্ত হইতে হইবে না।

চণ্ডাল কহিল, তপোধন! আপনি অন্য বস্তু ভিক্ষার নিমিত্ত পরিভ্রমণ করুন; কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করা আপনার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিরা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক। আমি তাঁহাদিগেরই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছি। অতএব উৎকৃষ্ট পবিত্র বস্তুর অভাবে এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করা আমার অকর্ত্তব্য নহে।

চণ্ডাল কহিল, অসাধু লোক যাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা কখনই নিত্যধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; বিশেষতঃ অকার্য্যসাধন করা সাধু লোকের কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি ছলক্রমে এই অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ঋষি হইয়া অশ্রদ্ধেয় ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত নিন্দনীয়। কিন্তু আমার বিবেচনায় পশুজাতিত্বনিবন্ধন মৃগ ও কুক্কুর উভয়ই তুল্য। অতএব আমি অবশ্যই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিব।

চণ্ডাল কহিল, মহর্ষি অগস্ত্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহাদের জীবন রক্ষার নিমিত্ত তৎকালে অসুরকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং উহা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়াই গণনা করিতে হইবে। উহাতে কিছুমাত্র পাপ নাই। যে কোন রূপেই হউক, বিপ্রগণকে রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, দেহ আমার মিত্র, প্রিয়তম ও পূজ্য সেই দেহকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। নৃশংস চণ্ডালগণকে দর্শন করিয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হইতেছে না।

চণ্ডাল কহিল, তপোধন! সাধু ব্যক্তিরা বরং প্রাণত্যাগ করেন; কিন্তু অভক্ষ্যভক্ষণে তাঁহাদিগের কদাচ প্রবৃত্তি জন্মে না। অনেকে ক্ষুধাকে পরাজয় করিয়া স্ব স্ব মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন। অতএব আপনি ক্ষুধাকে পরাজয় করিতে যত্নশীল হউন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বটে; কিন্তু যাহার প্রাণ ধারণের অভিলাষ থাকে, অনাহার দ্বারা কলেবর শুষ্ক করা তাহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উহাতে নিশ্চয়ই ধর্ম্মলোপ হইয়া থাকে। ফলতঃ দেহরক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে যদিও কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিয়া আমারে অল্প পাপে লিপ্ত হইতে হয়, আমি পরিশেষে তাহা ব্রতাদি দ্বারা নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইব। সূক্ষ্ম বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া দেখিলে, আপদ্‌কালে কুক্কুরপৃষ্ঠমাংসভক্ষণ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়। আবার মোহবুদ্ধি প্রভাবে এই বিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, উহা সদোষ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। যাহাই হউক, আমি যে, এক্ষণে কুক্কুরমাংস ভক্ষণে দোষ নাই বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি, উহা যদিও আমার ভ্রান্তিমূলক হয়, তথাপি কুক্কুরভক্ষণ করিলে, আমাকে তোমার ন্যায় চণ্ডাল হইতে হইবে না। ঐ পাপের প্রতিবিধান করিতে আমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে।

চণ্ডাল কহিল, আমার বিবেচনায় ব্রাহ্মণের এই কুক্কুরমাংসভক্ষণজনিত পাপ নিতান্ত নিন্দনীয়, এই জন্য আমি দুষ্কর্ম্মান্বিত চণ্ডাল হইয়াও আপনাকে ভর্ৎসনা করিতেছি।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদিও গো সমুদায় জলের উপরিভাগে বিচরণ এবং ভেক সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে, তথাপি তোমার ধর্ম্মে অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া আত্মপ্রশংসা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

চণ্ডাল কহিল, মহর্ষে! আপনার প্রতি আমার অত্যন্ত দয়া জন্মিয়াছে; এই জন্যই আমি মিত্রভাবে আপনাকে শাসন করিতেছি; অতএব আপনি কুক্কুরের মাংস আহার করিয়া পাপে লিপ্ত হইবেন না।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদি তুমি আমার সুখাভিলাষী মিত্র হও, তাহা হইলে অচিরাৎ আমাকে এই উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করা তোমার উচিত হইতেছে। আমি ধর্ম্মপথ বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি; অতএব তুমি আমাকে কুক্কুরমাংস প্রদান কর। ইহা ভক্ষণ করিলে, আমাকে কিছুমাত্র অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে না। চণ্ডাল কহিল, মহর্ষে। এই কুক্কু-

মাংস আমার খাদ্য বস্তু; অতএব আমি ইহা আপনাকে দান করিতে পারি না এবং আপনি ইহা অপহরণ করিলেও সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। বিশেষতঃ আমি এই কুকুরমাংসদাতা ও আপনি ইহার গৃহীতা হইলে, আমাদের উভয়কেই ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি নিশ্চয়ই এই পাপাচরণ পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিয়া পরিশেষে পুণ্য অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মোপার্জ্জন করিব। একণে তুমিই বল দেখি যে, অনাহারে প্রাণত্যাগ ও অভোজ্য ভোজন পূর্ব্বক প্রাণ-রক্ষা করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট।

চণ্ডাল কহিল, ধর্ম্মকার্য্যবিষয়ে আত্মাই সাক্ষী; অতএব এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টী অপকৃষ্ট, তাহা আপনিই বিশেষরূপ জ্ঞাত হইতেছেন। কিন্তু আমার বোধ হয়, যে ব্যক্তি কুকুরমাংস খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার আর অখাদ্য কিছুই নাই।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, অনাহারে প্রাণনাশ উপস্থিত হইলে, অভক্ষ্য দ্রব্যও ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহাতে হিংসার লেশমাত্র নাই, আপদ্‌কালে সেই অভক্ষ্য ভক্ষণ করা কদাপি দোষাবহ হইতে পারে না। উহা দ্বারা জনসমাজেও নিতান্ত নিন্দনীয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

চণ্ডাল কহিল, মহর্ষে! যদি জীবনধারণই প্রধান কার্য্য বলিয়া আপনি কুক্কুরমাংসভোজন দুষ্কর্ম্ম জ্ঞান না করেন, তাহা হইলে আপনার আর ত বেদ ও আর্য্য ধর্ম্মকে গ্রাহ্য করা হইল না এবং ভোজ্যাভোজ্যের কিছু-মাত্র বিচার রহিল না।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, দ্রব্য ভক্ষ্য বা অভক্ষ্যই হউক, তাহা ভক্ষণ করিলে প্রাণিহিংসার ন্যায় ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সুরাপান করিলে পতিত হয়, ইহা শাস্ত্রের শাসনমাত্র। অবৈধ মৈথুন প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য সকল লোককে একবারে পুণ্যচ্যুত ও ঘোরতর পাপে লিপ্ত করিতে পারে না।

চণ্ডাল কহিল, যিনি অস্থান হইতে বা আগ্রহাতিশয়সহকারে চৌর্য্য-বৃত্তি দ্বারা কুক্কুরমাংস গ্রহণ করেন, তাঁহাকে তন্নিবন্ধন পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যাহার গৃহ হইতে উহা অপহৃত হয়, তাহার কিছুমাত্র দোষ নাই।

চণ্ডাল এই বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র সেই কুকুরমাংস গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সহধর্ম্মিণী সম-ভিব্যাহারে এই অরণ্যমধ্যে জীবন রক্ষার্থ উহা ভক্ষণ করিব বিবেচনা করত অগ্নি আহরণ করিয়া ঐন্দ্রাগ্নের বিধি অনুসারে চরু প্রস্তুত করিলেন। অন-

ন্তর তিনি সেই চক্রুর অংশ প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক দৈব ও পিতৃকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দৈবকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাবর্গের প্রাণরক্ষার্থ প্রচুর পরিমাণে সলিল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই বারিপ্রভাবে বিলক্ষণ শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর ভগবান্ বিশ্বামিত্র বিধানানুসারে দৈবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য সমাধান পূর্ব্বক দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিয়া স্বয়ং সেই কুকুরমাংস ভোজন করিলেন এবং পরিশেষে তপঃপ্রভাবে আপনার পাপ নিরাকৃত করিয়া পরম সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইলেন।

হে বৎস! এই প্রকারে ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বিষম দুঃখে পতিত হইলে, যে কোনরূপে হউক, আপনার উদ্ধার সাধন করিবেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ন্যায় বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্যের প্রাণরক্ষা হইলে, সে বিবিধ মঙ্গল ও পুণ্য লাভ করিতে পারে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা স্ব স্ব বুদ্ধিদ্বারাই ধর্ম্মাধর্ম্মের যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৪২।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! যদি মিথ্যা বাক্যের ন্যায় অশ্রদ্ধেয় ঘোরতর কার্য্য সমুদায়ও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা হইলে কোন্ কার্য্যকে অকার্য্য বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইবে? আর দস্যুগণই বা কি কারণে জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে? আমি আপনার বাক্য শ্রবণে ধর্ম্ম শিথিলবদ্ধ হইল বিবেচনা করিয়া নিতান্ত অবসন্ন ও মুগ্ধ হইতেছি; আপনার উপদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে কিছুতেই আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি কেবল বেদাদি বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছি না। বিদ্বানেরা লোকাচার ও বেদাদিশাস্ত্র উভয় হইতেই জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকেন। ভূপালগণের বিবিধ বিষয় হইতে জ্ঞানোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের একমাত্র শাখা অবলম্বন করিলে, লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। বুদ্ধিজনক ধর্ম্ম ও সজ্জনগণের আচার অবগত হওয়া রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। নরপতিগণ স্ব স্ব বুদ্ধিপ্রভাবেই জয়লাভ ও ধর্ম্মসংস্কারে সমর্থ

সমর্থ হইতে পারেন। রাজধর্ম্ম বহুশাখাসঙ্কুল। অধ্যয়নসময়ে বহু-সহকারে শিক্ষা না করিলে, অথবা উহার একদেশ মাত্র শিক্ষা করিলে, উহাতে সম্যক্ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। একমাত্র কার্য্য কখন ধর্ম্ম ও কখন অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা সম্যকরূপে বিদিত হইতে না পারে, তাহার প্রতিপদে সন্দেহ উপস্থিত হয়। অতএব প্রথমতঃ বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্মের যাথার্থ্য বিদিত হইয়া পরে বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক কার্য্য করা আবশ্যক। নরপতি আপৎকালে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বীয় বুদ্ধির অনুসারে কার্য্য করিলে, মূর্খেরাই তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার দোষ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন না। কেহ কেহ যথার্থ জ্ঞানী এবং কেহ কেহ বৃথাজ্ঞান সম্পন্ন হয়। যাঁহারা জ্ঞানের যাথার্থ্য অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই সাধুসম্মত জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন। অধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই যথার্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও অর্থশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদন করে। যাহারা জীবিকানির্ব্বাহার্থ বিদ্যা-লাভের বাসনা করে, তাহারা জনসমাজে পাপী ও ধর্ম্মলোপী বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য অপরিণতবুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিগণের কোন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান বা যুক্তি অনুসারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানের ক্ষমতা জন্মে না। তাহারা শাস্ত্রের দোষানুসন্ধান পূর্ব্বক উহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এবং অর্থশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচনা করে। যাহারা সূতের ন্যায় বাক্যবাণ ধারণ পূর্ব্বক অন্যের অপবাদ দ্বারা স্বীয় বিদ্যার গৌরব প্রকটিত করিবার চেষ্টা করে, তাহা-দিগকে নররাক্ষস ও বিদ্যার বণিক্ বলিয়া পরিগণিত করা উচিত। ছল পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, নিশ্চয়ই ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। ত্রিদ-শাধিপতি ইন্দ্র কহিয়াছেন যে, বৃহস্পতির মতে কেবল অন্যের সহিত তর্ক-বিতর্ক বা কেবল স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্মনির্ণয় করা যায় না। ধর্ম্মনির্ণয় করিতে হইলে, অন্যের সহিত তর্ক ও স্বীয় বুদ্ধি উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন বাক্য নিরর্থক নহে। লোকে কেবল যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়াই সংশয়াপন্ন হয়। কেহ কেহ লোকযাত্রা নির্ব্বাহকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি সাধু-নির্দ্দিষ্ট যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি ও যদি ক্রোধাবিষ্ট বা ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া সভাস্থলে ধর্ম্মশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে কেহই তাঁহার বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে না। অনেকে বেদার্থঘটিত তর্কযুক্ত বাক্যের এবং কেহ কেহ বা কেবল অজ্ঞাত

ও হমুদেশ প্রশস্ত ছিল। সেই পাপাত্মা ঘোরতর নিষ্ঠুরের ব্যবহার অবলম্বন করাতে তাহার পত্নী ভিন্ন আর সমুদায় সুহৃদ্ সম্বন্ধী ও বন্ধুবান্ধব তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। জ্ঞানবান্ লোকে কদাপি পাপীদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে বাসনা করেন না। কারণ, যাহারা দুষ্কর্ম্ম দ্বারা আপনাদের অনিষ্ট সাধন করে, তাহাদের দ্বারা অন্যের হিতসাধনের সম্ভাবনা নাই। হত্যাকারী নৃশংস নরাধমেরা সর্পের ন্যায় প্রাণিগণের উদ্বেগজনক হইয়া উঠে। ঐ পাপাত্মা নিষাদ জাল লইয়া নিরন্তর বনে বনে ভ্রমণ ও পক্ষিগণকে সংহার পূর্ব্বক বিক্রয় করিত। এইরূপে বহুকাল অতীত হইল; কিন্তু সেই দুরাত্মা কিছুতেই আপনার অসৎপ্রবৃত্তিনিবন্ধন অধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারিল না। এক দিন ঐ ব্যাধ বনে পরিভ্রমণ করিতেছে, এমন সময়ে প্রবল বায়ু সমুত্থিত হইয়া বৃক্ষগণকে উৎপাটিতপ্রায় করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে নভস্তল অর্ণবযানপরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় জলদজালে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্যুন্মণ্ডলে বিভূষিত হইল। মুষলধারে অবিরত সলিলধারা নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী ক্ষণকালমধ্যে প্লাবিত হইয়া গেল। তখন ঐ দুর্ম্মতি নিষাদ শীতার্ত্ত ও বিচেতন হইয়া আকুলিতচিত্তে অরণ্যমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সমুদায় কানন জলাকীর্ণ হওয়াতে কুত্রাপি স্থান পাইল না। ঐ বৃষ্টির প্রভাবে পক্ষিকুল বিনষ্ট ও ভূতলে নিপতিত হইয়াছিল এবং মৃগ, সিংহ ও বরাহগণ উন্নত ভূমি আশ্রয় করিয়া অবস্থান ও অন্যান্য আরণ্য জন্তুগণ ভয়ার্ত্ত ও শীতার্ত্ত হইয়া বনে ভ্রমণ করিতেছিল। দুরাত্মা ব্যাধ সেই বাতবৃষ্টিপ্রভাবে নিতান্ত শীতার্ত্ত হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান বা তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। সেই সময় এক শীতবিহ্বলা কপোতী তাহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। দুর্ম্মতি নিষাদ তৎকালে স্বয়ং যৎপরোনাস্তি কষ্টে নিপতিত হইয়াছিল; তথাপি সেই কপোতীকে নিপতিত দেখিয়াই স্বীয় পিঞ্জরমধ্যে নিক্ষেপ করিল। স্বয়ং দুঃখে অভিভূত হইয়াও সেই কপোতীকে দুঃখিত করিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। অনন্তর সেই দুরাত্মা নিষাদ সেই বনজাত বৃক্ষগণের মধ্যে এক মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ পাদপ দর্শন করিল। ঐ বৃক্ষের ছায়া ও ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য পক্ষী উহাতে বাস করিত। বিধাতা পরের উপকার সাধনার্থই সাধুর ন্যায় ঐ বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আকাশমণ্ডল নির্ম্মল নক্ষত্রজালে পরিমণ্ডিত হইয়া

প্রফুল্ল কুমুদদলশোভিত বিমল সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সেই শীতার্ত্ত নিষাদ নভোমণ্ডল জলদনির্ম্মুক্ত নক্ষত্রজালে সমাকীর্ণ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এক্ষণে শর্ব্বরী সমাগত হইয়াছে এবং আমার গৃহও এস্থান হইতে বহুদূর। অতএব অদ্য এই তরুতলেই রজনী যাপন করা কর্ত্তব্য। পক্ষিঘাতক নিষাদ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বনস্পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বৃক্ষশ্রেষ্ঠ! তোমাতে যে যে দেবতা আশ্রয় করিয়া আছেন, আমি তাঁহাদিগের শরণাগত হইলাম। নিষাদ এই কথা বলিয়া ধরাতলে পর্ণশয্যা প্রস্তুত করিয়া এক শিলার উপর মস্তক সংস্থাপন পূর্ব্বক দুঃখিত মনে শয়ন করিল।

—০:০—

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৪৪।

হে ধর্ম্মরাজ! ঐ তরুর শাখায় এক কপোত সুহৃজ্জনে পরিবেষ্টিত হইয়া অনেক কাল বাস করিতেছিল। ঐ দিবস প্রাতে তাহার প্রিয় বনিতা আহারান্বেষণে গমন করিয়াছিল। কপোত, শর্ব্বরী সমুপস্থিত হইল, তথাপি প্রেয়সী প্রত্যাগত হইল না দেখিয়া অনুতাপ করত কহিতে লাগিল, হায়! কেন আমার প্রণয়িনী এপর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইল না। ইতিপূর্ব্বে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও ভয়ঙ্কর বারিধারা নিপতিত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন এই অরণ্যমধ্যে তাহার ত কোন অমঙ্গল উপস্থিত হয় নাই? অদ্য প্রিয়াবিরহে আমার এই গৃহ শূন্যময় বোধ হইতেছে। গৃহস্থের গৃহ পুত্র, পৌত্র, বধূ ও ভৃত্যগণে পরিপূর্ণ থাকিলেও ভার্য্যাবিরহে শূন্যপ্রায় হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ গৃহিণীবিহীন গৃহকে গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না; গৃহিণীই গৃহস্বরূপ কথিত হইয়া থাকে। গৃহিণীবিহীন গৃহ অরণ্যস্বরূপ। অদ্য যদি আমার সেই অরুণলোচনা বিচিত্রাঙ্গী মধুরভাষিণী প্রিয়তমা প্রত্যাগমন না করে, তাহা হইলে আমার প্রাণধারণে আবশ্যকতা কি? আমার সেই ভার্য্যা কদাপি আমি স্নান না করিলে স্নান ও ভোজন না করিলে, ভোজন করে না; আমি উপবিষ্ট হইলে; উপবিষ্ট ও শয়িত হইলে, শয়িত হইয়া থাকে। আমার দুঃখে তাহার দুঃখ ও আমার সন্তোষেই তাহার সন্তোষ উপস্থিত হয়। আমি বিদেশে অবস্থান করিলে, সে বিষণ্ণ মনে কালযাপন এবং ক্রোধ প্রকাশ করিলে,

আমার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে। এই জগতে যাঁহার ভার্য্যা এইরূপ পতিহিতাভিলাষিণী ও পতিপরায়ণা, তিনিই ধন্য। আমার সেই অবিচলিতপ্রকৃতি যশস্বিনী ভার্য্যা আমারে ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত জ্ঞাত হইয়াও কি নিমিত্ত এখনও প্রত্যাগমন করিতেছে না। সস্ত্রীক ব্যক্তির তরুমূলও গৃহস্বরূপ এবং স্ত্রীশূন্য ব্যক্তির হর্ম্ম্যও অরণ্যস্বরূপ বোধ হয়, সন্দেহ নাই। ভার্য্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থকামসাধন সময়ে একমাত্র সহায় ও বিদেশগমনকালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্য্যার ন্যায় উৎকৃষ্ট ধন আর কিছুই নাই। ভার্য্যাই পুরুষের লোকযাত্রা সম্পাদন করিয়া থাকে। রোগাক্রান্ত আর্ত্ত ব্যক্তির বনিতাই মহৌষধ। পত্নীই পুরুষের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকে। যাহার গৃহে পতিব্রতা প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা বিদ্যমান নাই, তাহার অরণ্যে প্রস্থান করাই শ্রেয়স্কর। তাহার গৃহ ও অরণ্য উভয়ই সমান।

—*—

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৪৫।

হে বৎস! দুর্ম্মতি নিষাদ ইতিপূর্ব্বে যে কপোতীকে স্বীয় পিঞ্জরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই কপোতী ঐ কপোতের ভার্য্যা। কপোত নিষাদের পিঞ্জরমধ্য হইতে পতির সেই করুণবিলাপ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, আহা! আমি বস্তুতঃ গুণবতী হই বা না হই, আমার পতি যখন আমার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন আমার পরম সৌভাগ্য। ভর্ত্তা যে রমণীর প্রতি পরিতুষ্ট না থাকেন, তাহাকে রমণী বলিয়া কীর্ত্তন করাও উচিত নহে। যে নারী স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে, তাহার প্রতি সমুদায় দেবতা প্রসন্ন হন। বহ্নিকে সাক্ষী করিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া স্বামীই স্ত্রীলোকদিগের পরম দেবতাস্বরূপ গণ্য হন। ভর্ত্তা যে রমণীর প্রতি পরিতুষ্ট না হন, তাহাকে দাবাগ্নিদগ্ধ পুষ্পস্তবকসম্পন্ন লতার ন্যায় ভস্মীভূত হইতে হয়। পিঞ্জরস্থিতা কপোতভার্য্যা কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে অবিচলিত চিত্তে শোকার্ত্ত স্বামীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, নাথ! আমি এক্ষণে তোমারে যে হিতজনক কথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই ব্যাধ নিতান্ত শীতার্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তোমার আবাসে আগমন করিয়াছে। সেই

ব্যক্তি তোমার শরণাগত; অতএব ইহার রক্ষাবিধান ও সৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিলে, যে পাপ হয়, শরণাগত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে। আমরা কপোতকুলে জন্ম পরিগ্রহনিবন্ধন স্বভাবতঃ হীনবল হইয়াছি বটে, কিন্তু তথাপি তোমার মত আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রাণীর যথাশক্তি শরণাগতপ্রতিপালনে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ সাধ্যানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে পরলোকে অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি সন্তানসন্ততির মুখাব-লোকন করিয়াছ; অতএব দেহের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই নিষাদকে পূজা দ্বারা পরিতুষ্ট কর। আমার নিমিত্ত আর অনুতাপ করা তোমার উচিত হইতেছে না। তুমি জীবিত থাকিলে, শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থ ভার্য্যান্তর গ্রহণে সমর্থ হইবে। পিঞ্জরস্থিতা কপোতবনিতা দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়াও স্বামীকে নিরীক্ষণ করত এইরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিল।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৪৬।

হে ধর্ম্মরাজ! তখন কপোত স্বীয় ভার্য্যার ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে নিষাদকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পরম সমাদরে যথাবিধি পূজা করিল এবং তাহারে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিল, মহাশয়! এখানে আপনার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই আপনি আপ-নার গৃহেই আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার অভিলাষ কি এবং আমারেই বা কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহা অচিরাৎ প্রকাশ করুন। আপনি আমাদের গৃহে আগমন করিয়াছেন; অতএব আপনার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। গৃহাগত ব্যক্তি যদি শত্রু হয়, তথাপি শীঘ্র তাহার সমুচিত পূজা করা উচিত। লোকে বৃক্ষ-ছেদনার্থ গমন করিলেও বৃক্ষ কদাচ তাহাকে ছায়াসেবনে বঞ্চিত করে না। অতএব অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে, যত্নসহকারে তাহার সৎকার করা সকলেরই বিশেষতঃ পঞ্চযজ্ঞপ্রবৃত্ত গৃহস্থদিগের সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি গৃহী হইয়া মোহবশতঃ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে কি ইহলোক, কি পরলোক কোথাও সদ্গতি লাভে সমর্থ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার যাহা অভিপ্রায় থাকে, ব্যক্ত

করুন। আমি তাহা সাধ্যানুসারে সম্পাদন করিব। তখন নিষাদ কপোতের সেই সজ্জনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, পারাবত! আমি শীতে যার পর নাই কাতর হইয়া পড়িয়াছি; অতএব যাহাতে আমার শীত নিবারণ হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর।

নিষাদ এই কথা কহিবামাত্র কপোত যত্নপূর্ব্বক ধরাতলে শুষ্কপত্র সকল একত্র করিয়া প্রবলবেগে অগ্নি আহরণার্থ গমন করিল এবং অনতিবিলম্বে অঙ্গারশালা হইতে অগ্নি গ্রহণপূর্ব্বক তথায় প্রত্যাগমন করিয়া সেই পত্ররাশি প্রজ্বলিত করিয়া দিল। বহ্নি উক্তরূপ প্রজ্বলিত হইলে, কপোত নিষাদকে কহিল, মহাশয়! এক্ষণে আপনি নিরুদ্বেগে অনলসন্তাপ দ্বারা শীত নিবারণ করুন। তখন ব্যাধ তাহার বাক্যানুসারে অনলে স্বীয় শরীর সন্তপ্ত করিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে শীতনির্ম্মুক্ত হইয়া প্রীতমনে ব্যাকুললোচনে কপোতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিল, বিহঙ্গম! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব আমারে কিঞ্চিৎ আহার প্রদান কর।

কপোত নিষাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহাশয়! আমার এমন কোন সঞ্চিত দ্রব্য নাই যে, তদ্দ্বারা আপনার ক্ষুধা নিবারণ করি। আমরা এই অরণ্যে বাস করিয়া দৈনন্দিনলব্ধ আহারসামগ্রী দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকি অরণ্যবাসী ঋষিগণের ন্যায় আমাদের কিছুমাত্র সঞ্চয় থাকে না। কপোত ব্যাধকে এই কথা বলিয়া স্বীয় জীবিকার প্রতি ধিক্কার প্রদান করত ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া ম্লানবদনে চিন্তা করিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে স্বীয় মাংসদ্বারা অতিথিসেবা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্যাধকে কহিল, মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন আমি আপনাকে পরিতৃপ্ত করিতেছি। সৎস্বভাবসম্পন্ন কপোত এই কথা বলিয়া শুষ্ক পত্র দ্বারা অনল প্রজ্বালিত করিয়া প্রীতমনে পুনরায় লুব্ধককে কহিল, মহাশয়! আমি পূর্ব্বে দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকদিগের মুখে শুনিয়াছি যে অতিথিসেবা পরম ধর্ম্ম। অতএব এক্ষণে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আপনাকে সেবা করিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে। কপোত নিষাদকে এই কথা বলিয়া তিন বার সেই প্রজ্বলিত অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অনায়াসে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

কপোত অগ্নিতে প্রবেশ করিবামাত্র লুব্ধকের অন্তঃকরণে দিব্যজ্ঞান সঞ্চারিত হইল। তখন সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, হায়! আমি

কি করিলাম! আমি নিতান্তই নিষ্ঠুর; লোকে আমার ব্যবহার দর্শনে সতত আমারে নিন্দা করিয়া থাকে। এক্ষণে এই গর্হিত আচরণপ্রযুক্ত আমারে ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। হে রাজন্! লুব্ধক কপোতকে তদবস্থাপন্ন সন্দর্শন করিয়া এইরূপে আপনার গর্হিত কার্য্যের নিন্দা করিতে করিতে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল।

—•*•—

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৪৭।

হে মহারাজ! অনন্তর সেই ক্ষুধাতুর ব্যাধ হুতাশনপ্রবিষ্ট কপোতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় কহিল, হায়! আমি কি করিলাম! আমি নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নির্ব্বোধ; আমাকে নিশ্চয়ই চিরকাল পাপভোগ করিতে হইবে। আমি শুভকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিহগগণের প্রাণনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য পাপাত্মা আর কেহই নাই। যাহা হউক, অদ্য মহাত্মা কপোত স্বীয় দেহ দগ্ধ করিয়া আমারে জ্ঞান প্রদান করিল। অতঃপর আমি পুত্রকলত্রাদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইব। অদ্যাবধি আমি দেহকে সর্ব্বভোগে বঞ্চিত করিয়া গ্রীষ্মকালীন সরোবরের ন্যায় শুষ্ক করিব এবং বিবিধ ক্ষুৎপিপাসার ক্লেশ সহ্য করিয়া উপবাস দ্বারা পারলৌকিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিব। মহামতি কপোত দেহ প্রদান করিয়া অতিথিসেবার পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। অতএব আমি ইহার দৃষ্টান্তানুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। ধর্ম্মই মোক্ষসাধনের উৎকৃষ্ট উপায়।

নিষ্ঠুরকর্ম্মা ব্যাধ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া যষ্টি, শলাকা ও পিঞ্জর প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কপোতীকে মুক্ত করিয়া মহাপ্রস্থানে কৃতনিশ্চয় হইয়া তথা হইতে গমন করিল।

—•••—

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৪৮।

অনন্তর কপোতী আপনার স্বামীকে স্মরণ করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে রোদন করিতে করিতে কহিল, হা নাথ! আমি কখন তোমার অমঙ্গল স্মরণ

করি নাই। নারীগণ বহু পুত্রসত্ত্বেও পতিশূন্য হইয়া সর্ব্বদা শোকসাগরে মগ্ন হইয়া থাকে। বন্ধুবান্ধবগণও তাহারে দেখিয়া যার পর নাই শোক প্রকাশ করেন। তুমি আমারে প্রতিনিয়ত পরম সমাদরে প্রতিপালন করিতে। কেমন মনোহর মৃদুমধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিতে। পূর্ব্বে তোমার সহিত গিরিগুহা, নদী, নির্ঝর রমণীয় বৃক্ষাগ্র ও নভোমণ্ডল প্রভৃতি কত স্থানে সুখে বিহার করিয়াছি। আজি আমার সেই সুখসম্পত্তি কোথায়! পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা ইহারা পরিমিত সুখপ্রদান করিয়া থাকেন; ভর্ত্তা ব্যতীত নারীগণের অপরিমিত সুখদাতা আর কেহই নাই। স্বামীই স্ত্রীজাতির একমাত্র অবলম্বন। স্বামীর জন্য সমুদয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য। এক্ষণে তোমার বিরহে ক্ষণকালও আমার প্রাণ ধারণ করা উচিত নহে। পতিপরায়ণা রমণী পতিবিহীন হইয়া কখনই প্রাণধারণে সমর্থ হয় না।

পতিব্রতা কপোতী করুণস্বরে এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া পরিশেষে সেই প্রজ্বলিত অনলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল যে, তাহার স্বামী বিচিত্র মালা, পরিধেয় বস্ত্র ও কেয়ূর প্রভৃতি অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া পুষ্পক রথে অধিরূঢ় হইয়াছে। পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক স্তুতিবাদ করিতেছেন। অনন্তর ঐ কপোত স্বীয় ভার্য্যার সহিত সেই বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া তত্রত্য দেবগণের নিকট স্বীয় কর্ম্মানুরূপ সম্মানভাজন হইয়া পরম সুখে বিহার করিতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়। ১৪৯।

হে মহারাজ! যখন সেই কপোতদম্পতী বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিতেছিল, সেই সময় সেই ব্যাধ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে২ দৈবাৎ ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগকে অবলোকন করিয়াছিল। কপোতদম্পতীর সেই উৎকৃষ্ট অবস্থা দর্শনে ব্যাধের মনে নিতান্ত দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন সে তপঃপ্রভাবে উহাদের ন্যায় সদ্গতি লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া বাতাহারপরায়ণ মমতাশূন্য ও নিস্পৃহ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে এক কমলসমাকীর্ণ বিবিধ পক্ষিসঙ্কুল সুশীতল সলিলসমন্বিত সুবিস্তীর্ণ সরোবর তাহার নয়নপথে

নিপতিত হইল। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিরা ঐ সরোবর সন্দর্শন করিবামাত্র পরম প্রীতিলাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই উপবাসনিরত জীর্ণকলেবর ব্যাধ উহার প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য অতি সুবিস্তীর্ণ মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে তথায় প্রবেশ করিতে লাগিল। অরণ্যে প্রবেশ করিবার সময় তাহার সর্ব্ব শরীর কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতে লিপ্ত হইল। তথাপি সে সেই বিবিধ হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভ্রমণ করিতে নিরস্ত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ুবেগবশতঃ বৃক্ষে বৃক্ষে সঙ্ঘর্ষণ হওয়াতে অতি ভীষণ দাবানল সমুত্থিত হইল। ঐ হুতাশন প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় অতি ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রোষভরে যেন সেই বৃক্ষলতা ও পত্র সমাযুক্ত পশু পক্ষিসমাকীর্ণ মহারণ্যের চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় নিষাদ অটবীমধ্যে দাবাগ্নি সমুত্থিত দেখিয়া স্বীয় দেহত্যাগবাসনায় পরম আনন্দ সহকারে সেই ভীষণ অগ্নিমধ্যে ধাবমান হইল। লুব্ধক হুতাশনমধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। শরীর দগ্ধ হওয়াতে ব্যাধের আর পাপের লেশমাত্র রহিল না; সুতরাং সে অনায়াসে স্বর্গে গমন পূর্ব্বক আপনাকে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইল।

হে বৎস! এইরূপে কপোত, কপোতী ও ব্যাধ তিন জনেই স্ব স্ব পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করিল। যে পতিপরায়ণা রমণী এইরূপে ভর্ত্তার অনুগামিনী হয়, তিনি কপোতীর ন্যায় অনায়াসে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। এই আমি তোমার নিকট ব্যাধ ও কপোতের ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি দিন দিন এই পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিবেন, তাহার কিছুমাত্র অমঙ্গল ঘটিবে না। হে ধর্ম্মরাজ! শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করা পরম ধর্ম্ম। গোহত্যাকারীর বরং নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু শরণাগতবিঘাতীর নিষ্কৃতি লাভের কোনরূপেই সম্ভাবনা নাই। যাহারা এই পাপনাশক ইতিহাস শ্রবণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই সমুদায় দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করে।

—•—

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়। ১৫০

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! মোহনিবন্ধন পাপাচরণ করিলে, তাহা হইতে কিরূপে বিমুক্ত হওয়া যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এই বিষয়ে ইন্দ্রোতপরীক্ষিত সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে পরীক্ষিতনন্দন মহাবলশালী মহারাজ জনমেজয় মোহনিবন্ধন ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজাগণ এবং পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত দেখিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তখন রাজা জনমেজয় সেই ব্রহ্মহত্যা পাতকে অবিরত দগ্ধপ্রায় হইয়া রাজকার্য্য সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিয়া ঘোরতর তপস্যায় অভিনিবিষ্ট হইলেন এবং দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করত অসংখ্য ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে শুনকতনয় মহাতপা ইন্দ্রোতের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক তদীয় পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। মহামুনি ইন্দ্রোত পরীক্ষিততনয়কে অবলোকন পূর্ব্বক তিরস্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি ব্রহ্মঘাতক; তোমার পর পাপাত্মা আর কেহই নাই। তুমি কি জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছ। আমাদের নিকট তোমার প্রয়োজন কি? তুমি আমারে কদাচ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না; অচিরাৎ এখান হইতে গমন কর। ইহা তোমার আগমনের উপযুক্ত স্থান নহে। ইহা সাধু লোকেরই প্রীতিপ্রদ তোমার শরীর হইতে শোণিতের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইতেছে। তুমি শবের ন্যায় অতি বিকৃতদর্শন হইয়াছ। এক্ষণে তুমি অমাঙ্গলিক হইয়াও মাঙ্গলিকের ন্যায় এবং মৃত হইয়াও জীবিতের ন্যায় পর্য্যটন করিতেছ। তুমি ব্রহ্মহত্যাকারী। তোমার চরিত্র অতি অপবিত্র। তুমি সর্ব্বদা পাপ কল্পনা করিয়াই পরম সুখে নিদ্রিত ও জাগরিত হইয়া থাক। তোমার প্রাণ ধারণ করা নিতান্ত নিষ্ফল। তুমি অতি নীচ ও পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠানার্থই জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। পিতা বিবিধ মঙ্গললাভের প্রত্যাশা করিয়াই তপ, দেবার্চ্চনা, যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বন্দনা ও তিতিক্ষা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুপুত্রলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু তোমার নিমিত্তই তোমার পিতৃগণ নরকে গমন করিবেন। তাঁহারা তোমা হইতে যে সমুদায় মঙ্গললাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে। লোকে

যাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া স্বর্গ, আয়ু, যশ ও সন্ততি লাভ করে, তুমি সেই ব্রাহ্মণগণের প্রতিই সর্ব্বদা বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাক। অতঃপর তুমি দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পাপপ্রভাবে নিশ্চয়ই বহুকাল অধঃশিরা হইয়া ঘোরতর নরকে পতিত থাকিবে। তথায় গৃধ্র ও অয়োমুখ ময়ূরগণ তোমারে নিতান্ত নিপীড়িত করিবে। তৎপরে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তোমারে পুনরায় পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তুমি এক্ষণে ইহলোক ও পরলোকের প্রতি অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু যমালয়ে যমদূতেরা অবশ্যই ঐ বিষয়ে তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিবে।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়। ১৫১।

মহারাজ জনমেজয় মহর্ষি ইন্দ্রোত কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মুনিবর! আমি অতি নিন্দার্হ; সুতরাং আমার বাক্যের বা আমার নিন্দা করা আপনার অনুচিত নহে। এক্ষণে আমি আপনাকে বিনীতবাক্যে কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াই যেন দগ্ধ হইতেছি এবং আপনার কুকার্য্য স্মরণ করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। মন হইতে আমার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি ভয় সঞ্চার হইতেছে। অতএব এক্ষণে হৃদয় হইতে এই দুর্ভাবনারূপ বিষম শল্য উদ্ধার না করিয়া কি প্রকারে জীবিত থাকিব। অতঃপর আপনি আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। আমি পুনরায় ব্রাহ্মণগণের প্রতি দৃঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করিব। আমার কুল একবারে উন্মূলিত হইয়া যাউক। যাহারা ব্রহ্মহত্যাপাপে দূষিত হইয়া স্বজাতীয় গণের সহিত সহবাস ও সম্মানলাভে সমর্থ হয় না, তাহাদের প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর। এক্ষণে আমি যৎপরোনাস্তি নির্ব্বেদ পাইয়া আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, নিষ্পরিগ্রহ যোগিগণ যেমন নির্দ্ধন ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনারা আমারে রক্ষা করুন। যাগযজ্ঞবিহীন পাপাত্মারা কখনই ইহলোকে মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না এবং পরলোকে পুলিন্দ শবর প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতির ন্যায় সর্ব্বদা নরকে বাস করিয়া থাকে। হে শৌনক! আপনি পরম সুপণ্ডিত; অতএব আমাকে শিশুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায় আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হউন।

ইন্দ্রোত কহিলেন, মহারাজ! অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে মোহপ্রভাবে অনার্য্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি! এই জন্য পণ্ডিতেরা মোহাবিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি কদাচ ক্রোধ প্রকাশ করেন না। লোকে প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিলেই স্বয়ং অশোচ্য হইয়া শোচ্য ব্যক্তি-গণের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। শৈলশিখরারূঢ় ব্যক্তিগণ যেমন নিম্নস্থ ব্যক্তিদিগকে অনায়াসে দর্শন করিতে পারে, তদ্রূপ প্রজ্ঞাপ্রা-সাদসমারূঢ় মহাত্মারা অনায়াসে অন্যের মনোগত ভাব অবধারণ করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি সাধু লোকের প্রতি বিরক্ত, সাধুদিগের দৃষ্টিপথ বহির্ভূত এবং সাধু জনকর্তৃক সতত তিরস্কৃত হয়, তাহার কখনই প্রজ্ঞালাভ হয় না এবং তাদৃশ ব্যক্তির প্রজ্ঞালাভ না হওয়াতে কেহই বিস্ময়ান্বিত হয় না। হে মহারাজ! তুমি ব্রাহ্মণের সামর্থ্য, বেদশাস্ত্র প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য অবগত হইয়াছ; এক্ষণে বিধানানুসারে পাপশান্তি করি-বার চেষ্টা কর। পাপশান্তিবিষয়ে ব্রাহ্মণেরাই তোমার আশ্রয় হইবেন। ব্রাহ্মণগণের প্রতি ক্রোধপ্রকাশে পরাঙ্মুখ হইলে এবং ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাপ কার্য্যে অনুতাপ করিলেই পরলোকে মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আমি পাপের নিমিত্ত অনুতাপ ও যাহাতে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন না হয়, সতত তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি মঙ্গললাভার্থ আপনার নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিতেছি; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

ইন্দ্রোত কহিলেন, মহারাজ! তুমি অহঙ্কার ও অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর এবং ধর্ম্মানুসারে যাহাতে সক-লের হিতসাধন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হও। আমি ভয়, কার্পণ্য বা লোভ পরবশ না হইয়া কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তই তিরস্কার করিতেছি। এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে আমার যথার্থ উপদেশ বাক্য শ্রবণ কর। তোমারে উপদেশ প্রদান করিলে, লোকে আমাকে পাপিষ্ঠসংগৃ-হীতা এবং কেহ কেহ বা অধার্ম্মিক বলিয়া দূষিত করিবে; আমার বন্ধুবান্ধবগণও আমার প্রতি নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া আমারে পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা আমি ব্রাহ্মণগণের হিতসাধনার্থেই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, ইহা সুস্পষ্ট জানিতে পারিবেন। অতএব আমি অজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনাদরে কিছুমাত্র বিষন্ন না হইয়া তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব। ব্রাহ্মণগণের রক্ষা বিধানই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

অতএব এক্ষণে যাহাতে তাঁহারা আমার সাহায্যে শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন, তুমি তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও এবং আর কখন তাঁহাদের অনিষ্টাচরণ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, আর আমি কখনই কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ করিব না।

—০*০—

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়। ১৫২।

ইন্দ্রোত কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তোমার মন নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে; এই জন্য তোমারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি এক্ষণে স্বয়ং ধর্ম্মানুসরণে ব্যগ্র হইয়াছ। ভূপতি যে প্রথমতঃ নিতান্ত উগ্রস্বভাব ও দুশ্চরিত্র হইয়া পরিশেষে লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। লোকে কহিয়া থাকে যে, যে রাজা দুশ্চরিত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করেন, তিনি লোক সকলকে নিতান্ত সন্তপ্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যে এক্ষণে লোকের অনিষ্টাচরণে বিমুখ হইয়া ধর্ম্মের অনুসরণে ও রাজভোগ দ্রব্য সমুদায় পরিহার পূর্ব্বক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বিশেষরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, তাহাতে বহুতর গুণ দর্শে। যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, দয়া প্রদর্শন, বেদাধ্যয়ন, সত্য বাক্য প্রয়োগ, তপঃসাধন ও পুণ্যস্থান পর্য্যটন লোকের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে তপস্যা নরপতিদিগের পক্ষে পরম পবিত্র। তুমি সম্পূর্ণরূপে তপোবল আশ্রয় করিলে, ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে মহারাজ যযাতি যেরূপ আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি কহেন যে, যে ব্যক্তি প্রাণধারণের বাসনা করেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র স্থান। কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা সরস্বতী। সরস্বতী অপেক্ষা উহার তীর্থ এবং সরস্বতীর তীর্থ অপেক্ষা পৃথূদক অতি পবিত্র। পৃথূদকের উদকে অবগাহন ও উহা পান করিলে, অকালে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মহাসরোবর, পুষ্করতীর্থ সমুদায়, প্রভাস, উত্তর মানস, মানস সরোবর ও কালোদক তীর্থে গমন

করিলে, সুদীর্ঘ জীবন লাভ হইয়া থাকে। অতএব স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্যক্তি এই সমুদায় তীর্থে অবগাহন করিবেন। মনু কহিয়াছেন, পবিত্র ধর্ম্ম সমুদায়ের মধ্যে দানই উৎকৃষ্ট এবং দান অপেক্ষা সন্ন্যাস সমধিক শ্রেষ্ঠ। এই স্থলে রাজকুমার সত্যবান্ যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রবণ কর। লোকে বালকের ন্যায় রাগদ্বেষাদিশূন্য ও পাপপুণ্যবর্জ্জিত হইবে। পৃথিবীতে সুখ দুঃখ ভোগ কেবল কল্পনামাত্র। যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পাপপুণ্যশূন্য হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন, তাঁহাদের জীবিত থাকাই শ্রেয়স্কর।

এক্ষণে রাজার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি ধৈর্য্য ও দান দ্বারা স্বর্গ অধিকার করিতে যত্নবান্ হও। যে ব্যক্তির ধৈর্য্য ও ইন্দ্রিয়সংযম আছে, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক। তুমি ব্রাহ্মণগণের সুখবৃদ্ধির নিমিত্ত পৃথিবী পালন এবং ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বারম্বার ধিক্কৃত ও পরিত্যক্ত হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সন্তোষ উৎপাদন কর। আর আপনার এই দুরবস্থার বিষয় মনোমধ্যে বদ্ধমূল করিয়া কদাচ ব্রহ্মহিংসা করিব না, বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর। যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, তাহারই অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। কোন রাজা তুষারের ন্যায় শীতল, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ও যমের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী এবং কেহবা লাঙ্গলের ন্যায় দুষ্টগণের মূলোন্মূলনে তৎপর হইয়া থাকেন এবং কেহ বা বজ্রের ন্যায় সহসা দুর্দ্দান্তদিগকে আক্রমণ করেন। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিতে বাসনা করে, সামান্য বা বিশেষরূপে খলের সহিত সংসর্গ করা তাহার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে পাপ একবার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা অনুতাপ দ্বারা, যাহা দুইবার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রতিজ্ঞা দ্বারা এবং যাহাতে তিনবার প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা ধর্ম্ম চরণ দ্বারা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। আর যে পাপ বারম্বার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা তীর্থপর্য্যটন দ্বারা নিশ্চয়ই অন্তর্হিত হইয়া থাকে। যিনি শ্রেয়োলাভের অভিলাষ করেন, মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি নিরন্তর সুগন্ধ সেবন করে, তাহার দেহ হইতে সুগন্ধ নির্গত হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি নিরন্তর দুর্গন্ধ সেবন করিয়া থাকে, তার গাত্র হইতে দুর্গন্ধই নির্গত হয়। তপোনুষ্ঠান করিলে, অবিলম্বে সর্ব্বপাপ তিরোহিত হইয়া যায়। লোকে সম্বৎসর অগ্নির উপাসনা করিলে, অশেষ পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। তিন বৎসর হুতাশনের উপাসনা করিলে অথবা শতযোজন দূর হইতে মহাসরোবর, পুষ্করতীর্থ, প্রভাসতীর্থ

ও উত্তর মানসে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে যে জীবের হিংসা করে, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে তজ্জাতীয় জীবের বন্ধন মুক্ত করিতে পারিলেই তাহার পাপক্ষয় হয়। মনু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে সলিলে নিমগ্ন হয়, সেই ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে স্নাত ব্যক্তির ন্যায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া লোকসমাজে সৎকার লাভ করে এবং প্রাণিগণ জড় ও মূকের ন্যায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে সমুদায় দেবাসুর একত্র হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিয়াছিলেন, মহর্ষে! আপনি ধর্ম্ম ও পাপের ফল সমুদায় বিলক্ষণ বিদিত আছেন। এক্ষণে যে যোগশীল ব্যক্তির সুখ দুঃখ সমান, তিনি পাপ ও পুণ্য উভয় হইতেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন কি না আর ধার্ম্মিক ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আপনার পাপক্ষয় করিতে পারেন, তাহা বলুন।

সুরাচার্য্য কহিলেন, যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ পাপানুষ্ঠান করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করে; ক্ষারযুক্ত মলিন বস্ত্রের মালিন্যের ন্যায় তাহার সেই পাপ অবিলম্বে বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অভিমান না করে এবং অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, সে নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি সাধুগণের ছিদ্র গোপন করিয়া রাখেন, তিনি পাপ কার্য্য করিয়াও শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন। দিনমণি যে রূপ প্রাতঃকালে সমুদিত হইয়া তমোরাশি ধ্বংস করেন, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি পুণ্যকার্য্য দ্বারা অবিলম্বে আপনার পাপ নিরাকৃত করিতে সমর্থ হন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহাতপা ইন্দ্রোত রাজা জনমেজয়কে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বিধানানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিলেন। যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে, মহামতি জনমেজয় নিষ্পাপ, মঙ্গলান্বিত ও প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হইয়া নবোদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় স্বরাজ্যে উপনীত হইলেন।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়। ১৫৩।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! আপনি কি কখন দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় জীবিত হইয়াছে?

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! আমি এই বিষয়ে গৃধ্রজম্বুকসম্বাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসী এক ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে এক বিশাললোচন সুকুমার কুমার লাভ করিয়াছিলেন। ঐ শিশু গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইল। তখন ব্রাহ্মণের বন্ধুবান্ধবগণ শোকে যার পর নাই কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সেই কুলের সর্ব্বস্বভূত মৃত বালককে গ্রহণপূর্ব্বক শ্মশানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় তাহারে ক্রোড়ে লইয়া অধিকতর রোদন করিতে লাগিলেন। শিশুর পূর্ব্বোক্ত সুমধুর বাক্য বারম্বার স্মরণ হওয়াতে তাঁহাদের শোক দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা কিছুতেই সেই মৃত বালককে ধরাতলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিতে পারিলেন না।

সেই সময় এক গৃধ্র তাঁহাদের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তথায় উপনীত হইল এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে মনুষ্যগণ! সকলকেই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; অতএব তোমরা সত্বরে এই শিশুকে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া গমন কর; আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। মনুষ্যেরা এই স্থানে সহস্র সহস্র স্ত্রী ও পুরুষের মৃত দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিয়াছে। বিশ্বসংসার সুখ দুঃখে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহলোকে সকলকেই ক্রমে ক্রমে বারম্বার সংযোগ ও বিয়োগ লাভ করিতে হয়। যাহারা মৃতদেহ পরিত্যাগ না করে এবং যাহারা মৃত দেহের অনুগামী হয়, তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব তোমারা শীঘ্র গমন কর। এই গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কুল কঙ্কালপূর্ণ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর শ্মশানে আর ক্ষণমাত্র অবস্থান করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। মর্ত্যলোকে সমুদায় প্রাণীকেই দেহত্যাগ করিতে হইবে। কৃতান্তের নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে সকলকেই কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। ঐ দেখ, সূর্য্যদেব অস্তাচলে প্রস্থান করিতেছেন; অতএব তোমরা পুত্রস্নেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সত্বরে স্বস্থানে গমন কর। গৃধ্র এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণগণ মৃত শিশুর দর্শনলালসা ও জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে তাহারে ধরাতলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহপ্রস্থানবাসনায় পথে দণ্ডায়মান হইলেন।

সেই সময় এক কৃষ্ণবর্ণ জম্বুক বিল হইতে বহির্গত হইয়া ঐ গৃহপ্রস্থানে সমুদ্যত ব্যক্তিগণকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, হে মনুষ্যগণ! তোমাদিগের কিছুমাত্র দয়া নাই। দেখ, দিবাকর এখনও অস্তাচলে গমন করেন নাই;

কিন্তু তথাপি তোমরা নিতান্ত ভীত হইয়া এই শিশুর স্নেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছ। মুহূর্ত্তের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্তপ্রভাবে এই শিশু পুনরায় জীবিত হইতে পারে। অতএব তোমরা কি করিয়া নিতান্ত নির্দ্দয়-দিগের ন্যায় এই শিশুকে শ্মশানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতেছ? পূর্ব্বে তোমরা যাহার মিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত প্রীত হইতে, এক্ষণে সেই মধুরভাষী শিশু সন্তানের প্রতি কি তোমাদিগের কিছুমাত্র স্নেহ হইতেছে না? তোমরা পশু পক্ষিগণের পুত্রস্নেহ অনুধাবন করিয়া এই বালকের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। পশুপক্ষী কীট প্রভৃতি প্রাণিগণের পুত্রস্নেহ কর্ম্ম-সন্ন্যাসী তাপসগণের যজ্ঞের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল। তাহারা কি ইহলোক কি পরলোক কখনই সন্তান হইতে সুখলাভ করিতে পারে না। তাহাদের সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আহার বিহার করে, কদাচ পিতা মাতাকে প্রতিপালন করে না; তথাপি তাহারা সন্তানগণের লালন পালনে সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছে। হায়! আমি এত দিনে বিলক্ষণরূপ বুঝিলাম যে, মনুষ্যগণের দেহে স্নেহের লেশমাত্র নাই; সুতরাং তাহাদের শোক কি-রূপে সম্ভবপর হইতে পারে। তোমরা কি রূপে এই বংশধর পুত্রকে শ্মশানে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছ? এই স্থানে থাকিয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন ও এই শিশুকে সস্নেহলোচনে নিরীক্ষণ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। ঈদৃশ ইষ্ট বস্তু পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। ক্ষীণ, অভিযুক্ত ও শ্মশানস্থিত ব্যক্তির নিকট বান্ধবগণ অবস্থান করিলে, তাহাকে আক্রমণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। প্রাণ সকলেরই প্রিয় এবং সকলেই স্নেহের বশবর্ত্তী। সাধুগণ পশু পক্ষিগণের প্রতিও সবিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তোমরা মাল্যবিভূষিত নববিবাহিত কুমারের ন্যায় এই পদ্মপলাশনেত্র শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে গমন করিতেছ? শৃগাল এই প্রকার করুণবাক্য প্রয়োগ করিলে পর, সেই ব্রাহ্মণেরা অবি-লম্বে শবরক্ষার্থ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময় গৃধ্র কহিল, হে মনুষ্যগণ! তোমরা অত্যন্ত নির্ব্বোধ, নচেৎ কি জন্য এই ক্ষুদ্রাশয় নৃশংস অল্পবুদ্ধি শৃগালের কথা শ্রবণ করিয়া প্রত্যা-গমন করিলে? আর কি জন্যই বা আপনাদের আত্মার উপর নিরপেক্ষ হইয়া এই পঞ্চভূতপরিশূন্য কাষ্ঠের ন্যায় নিপতিত শিশুর জন্য শোকে নিতান্ত কাতর হইতেছ? অতঃপর কঠোর তপস্যাদ্বারা পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। সেই তপোনুষ্ঠানে যত্নবান্ হওয়াই তোমা-দিগের আবশ্যক। তপস্যার সিদ্ধি লাভ করিলে, কিছুই দুর্লভ হয় না।

অতএব এক্ষণে আর শোকপ্রকাশ করিও না। দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লোকের দেহের সহিত সঞ্জাত হইয়া থাকে। তোমাদের দুর্ভাগ্য-প্রভাবেই এই বালক তোমাদিগকে অনন্ত শোক প্রদান করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে এবং সন্তান, সন্ততি, গাভী, সুবর্ণ ও মণিমুক্তাদি নানাবিধ সম্পত্তি সমস্তই তপস্যাবললভ্য। পূর্ব্বজন্মে যেরূপ তপস্যা করা যায়, ইহজন্মে তদনুসারে সুখদুঃখ লাভ হইয়া থাকে। প্রাণিগণ প্রথমে সুখদুঃখ সংগ্রহ করিয়া পরে জন্ম গ্রহণ করে। পুত্র পিতার অথবা পিতা পুত্রের কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করেন না। সকলেই স্ব স্ব সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে ফল ভোগ করিয়া থাকে। অতএব এক্ষণে তোমরা অধর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া যত্নপূর্ব্বক দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান কর। শোক, দীনতা ও স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ শিশুকে শূন্য প্রদেশে নিক্ষেপ করিয়া শীঘ্র এখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। কর্ত্তাই শুভাশুভ কার্য্যের অনুরূপ ফল ভোগ করে; তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত তাহার কিছুমাত্র সংশ্রব থাকে না। বান্ধবেরা এই শ্মশানভূমিতে প্রিয়তম বন্ধুরে পরিত্যাগ করিয়া আর ক্ষণকালও এখানে অবস্থান করেন না; অবিলম্বেই মৃত ব্যক্তির স্নেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বাষ্পাকুল লোচনে স্বস্থানে গমন করেন। কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, কি ধনবান্ কি নির্ধন, সকলেই স্ব স্ব শুভাশুভ কার্য্যের ফল সমভিব্যাহারে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। এক্ষণে তোমরা আর কেন বৃথা শোক করিতেছ? কাল সকলেরই নিয়ন্তা এবং ধর্ম্মতঃ অপক্ষপাতী। মৃত্যু কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি গর্ভস্থ, সকলকেই আক্রমণ করে। এ জগতের এই প্রকারই গতি।

গৃধ্র এইরূপ কহিলে, সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক জন গৃহগমনার্থ অগ্রসর হইলেন। তখন জম্বুক তাঁহারে গৃহগমনে সমুদ্যত দেখিয়া সেই সমুদায় ব্রাহ্মণকে কহিল, হে মনুষ্যগণ! এক্ষণে এই ব্যক্তি স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, গৃধ্রবাক্যে তোমাদের স্নেহের হ্রাস হইয়াছে। অদ্য এই শিশু বিনষ্ট হওয়াতে বৎসহীন গোযূথের ন্যায় তোমাদের নিতান্ত কষ্ট হইতেছে। আজি আমি বুঝিলাম যে, মর্ত্ত্যলোকে মানবগণ কতদূর শোকে অভিভূত হইয়া থাকে। স্নেহবশতঃ অদ্য আমারও অশ্রুপাত হইতেছে। সকল বিষয়েই অগ্রে যত্ন করা সর্ব্বপ্রকারে বিধেয়। যত্ন করিলে পর দৈববলসহযোগে কার্য্যকলাপ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। পুরুষকারপ্রভাবেই দৈববল লাভ করা যায়। সর্ব্বদা পরিতাপ করা উচিত নহে। পরিতাপ করিলে, কিছুমাত্র সুখ লাভ হয় না। যত্নদ্বারাই

অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তোমরা এই শিশু যাহাতে জীবিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও; নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া কেন এস্থান হইতে গমন করিতেছ? পুত্র পিতার দেহ হইতে উৎপন্ন হয় ও বংশরক্ষা করে। উহা জনকের অর্দ্ধ অঙ্গস্বরূপ। তোমরা সেই পুত্রকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর; দিবাকর অস্তগত হইলে, সন্ধ্যাসময়ে একবারে পুত্র লইয়া গৃহে প্রস্থান অথবা এই স্থানে অবস্থান করিবে।

ঐ সময় গৃধ্র কহিল, হে মনুষ্যগণ! আমি সহস্র বৎসর হইল জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু কখন কোন স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীবকে একবার প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক পুনরুজ্জীবিত হইতে দেখি নাই। কেহ কেহ গর্ভ হইতে মৃতাবস্থায় নিঃসৃত হয় এবং কেহ কেহ জন্মমাত্রেই কেহ কেহ অঙ্গ চালন করিতে করিতেই মৃত ও কেহ কেহ বা যৌবনাবস্থাতেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পশু পক্ষিপ্রভৃতি সকল জন্তুরই ভাগ্য অনিত্য। কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলকেই পরমায়ুর অধীন হইতে হয়। অনেকেই প্রিয়তম স্ত্রী পুত্রগণকে শ্মশানভূমিতে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত চিত্তে গৃহে গমন করিয়া থাকে। সর্ব্বলোককেই অনেক অনিষ্ট ও ইষ্ট বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিত চিত্তে পরলোকে গমন করিতে হয়; অতএব তোমরা শীঘ্র এই মৃত কাষ্ঠপ্রায় শিশুকে পরিহার পূর্ব্বক গৃহে প্রস্থান কর; এখন উহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা নিতান্ত নিরর্থক। উহাকে জীবিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ পরিশ্রম করিলেও তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না। এক্ষণে উহার শ্রবণেন্দ্রিয় বা দর্শনেন্দ্রিয়ের কোন কার্য্যই হইতেছে না। তবে তোমরা কি নিমিত্ত উহাকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহগমনে পরাঙ্মুখ হইতেছ? আমি মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক যুক্তি অনুসারে অতি কঠোর বাক্যে তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছি এক্ষণে তোমরা তদনুসারে অচিরাৎ স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান কর। এখন উহাকে দর্শন ও উহার অঙ্গচেষ্টাদি স্মরণ করিলে, তোমাদিগের শোকাবেগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে। গৃধ্র এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণেরা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

ঐ সময় সেই শৃগাল অবিলম্বে তথায় উপনীত হইয়া সেই শিশুকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিল, মনুষ্যগণ! তোমরা কেন গৃধ্রের বাক্যানুসারে এই সুবর্ণসন্নিভ দিব্যালঙ্কারভূষিত শিশুকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমনোদ্যত হইয়াছ? এই পিতৃলোকের পিণ্ডদাতা বালককে পরিত্যাগ

করিলে, তোমাদের স্নেহ, বিলাপ বা রোদনের কিছুই উপশম হইবে না; বরং পরিশেষে তোমাদিগকে মহা অনুতাপ করিতে হইবে। আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, সত্যবিক্রম মহাত্মা দাশরথি তপোনুষ্ঠাননিরত শম্বুক নামক শূদ্রকে বিনাশ করিলে, সেই ধর্ম্মপ্রভাবে এক ব্রাহ্মণকুমার পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য রাজর্ষি শ্বেতও তাঁহার মৃত পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। অতএব মৃত ব্যক্তি পুনরায় জীবিত হইতে পারে। তোমরা এখানে অবস্থানপূর্ব্বক দীনভাবে রোদন করিলে, কোন সিদ্ধ পুরুষ বা ঋষি অথবা কোন দেবতা তোমাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে পারেন। শৃগাল এই কথা কহিলে, সেই শোকার্ত্ত মনুষ্যেরা গৃহগমনে বিরত হইয়া পুনর্ব্বার পুত্রকে গ্রহণ পূর্ব্বক অবিরত ক্রন্দন করিতে লাগিল।

ঐ সময় সেই গৃধ্র তাহাদের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করত তথায় উপনীত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিল, মনুষ্যগণ! তোমরা কি নিমিত্ত বৃথা এই শিশু সন্তানকে নেত্রজলে অভিষিক্ত ও হস্ত দ্বারা সংঘটিত করিতেছ? এই বালক কৃতান্তের শাসনানুসারে দীর্ঘ নিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে। কি তপস্বী, কি বুদ্ধিমান্ সকলেই উহার ন্যায় মৃত্যুর বশীভূত হয়। মনুষ্যগণ এই শ্মশানভূমিতে সহস্র সহস্র বালক ও বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া অতি কষ্টে অহোরাত্র ভূতলে নিপতিত হইয়া থাকে। অদ্য এই শিশুকে জীবিত করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে শোক প্রকাশের প্রয়োজন নাই। ঐ বালকের জীবনলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। লোকে একবার জীবন পরিত্যাগ করিলে কি কখন পুনরায় জীবিত হইয়া থাকে? শত শত জম্বুকও শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রাণপণে যত্ন করিলেও এই শিশুকে জীবন দান করিতে পারিবে না। তবে যদি ভগবান্ রুদ্রদেব, কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মা বা বিষ্ণু স্বয়ং আসিয়া বর প্রদান করেন, তাহা হইলে, এই শিশু পুনরায় জীবন লাভ করিতে পারে। তোমরা নিরন্তর অশ্রুপাত, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিলে, ঐ শিশু কখনই পুনরায় জীবিত হইবে না। আমি, শৃগাল এবং তোমরা, আমরা সকলেই স্ব স্ব পাপপুণ্যের ভার বহন করত কৃতান্তের পথে অবস্থান করিতেছি, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই স্থির করিয়াই অন্যের অপ্রিয়াচরণ, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ, পরদ্রোহ ও পরস্ত্রীগমনবাসনা একবারে পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে তোমরা যত্নসহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান, সত্য বাক্য প্রয়োগ, শাস্ত্রালোচনা, ন্যায় পথ অবলম্বন এবং প্রাণিগণের প্রতি সরল ব্যবহার ও দয়াপ্রকাশের চেষ্টা কর। যাহারা জীবিত

থাকিয়া পিতা মাতা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণের তত্ত্বাবধারণ না করে, তাহারা নিশ্চয়ই অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে এই শিশুর কিছুমাত্র ইঙ্গিত দৃষ্ট হইতেছে না; সুতরাং ইহার জীবিতলাভের নিমিত্ত রোদন করা নিতান্ত নিরর্থক। গৃধ্র এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণেরা সেই বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নেহবশতঃ যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইয়া সেইস্থান হইতে স্বগৃহে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত সমুদ্যত হইলেন।

ঐ সময় শৃগাল কহিল, মর্ত্ত্যলোক অতি ভয়াবহ স্থান; ইহাতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। এখানে লোকের জীবিতকাল অতি অল্প এবং সর্ব্বদাই প্রিয়তম বন্ধুবিয়োগ হইয়া থাকে। এই জগতে প্রায় সকল কার্য্যই অলীক ও অপ্রিয়। বিশেষতঃ অদ্য এই শোকপ্রবর্দ্ধক ভাব দর্শনে আর ক্ষণমাত্র ইহলোকে অবস্থান করিতে অভিরুচি হইতেছে না। বন্ধুবিয়োগ কি কষ্টকর! হে মনুষ্যগণ! তোমাদের দেহে কি স্নেহের লেশমাত্র নাই? তোমরা কি নিমিত্ত পাপিষ্ঠ গৃধ্রের বাক্যানুসারে স্নেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শোকার্ত্ত হইয়া গৃহে প্রস্থান করিতেছ? সুখের অবসানে দুঃখ এবং দুঃখের অবসানে সুখ অনুভব হইয়া থাকে। ইহলোকে কাহাকেও চিরকাল দুঃখ বা সুখ ভোগ করিতে হয় না। এক্ষণে তোমরা এই রূপসম্পন্ন কুলশোভাকর পুত্রকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কোথায় গমন করিতেছ? এইরূপ গুণবান্ বালকের লাবণ্য দর্শনে ইহারে জীবিত বলিয়া বোধ হইতেছে। এই বালক নিশ্চয়ই জীবন লাভ করিবে এবং তোমরা সুখী হইবে। অদ্য তোমাদিগের মঙ্গললাভের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা কোনমতেই এই শিশুকে পরিত্যাগ করিও না। শ্মশানবাসী নিশাচর জম্বুক স্বকার্য্যসাধনার্থ এরূপ অতি মনোহর মিথ্যা প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলে, ব্রাহ্মণেরা কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া তথায় সেই শিশুসমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় গৃধ্র কহিল, হে মনুষ্যগণ! এই শবসমাকীর্ণ পেচকনাদনিনাদিত নীলনীরদসন্নিভ শ্মশানভূমি অতি ভয়ঙ্কর স্থান। ইহাতে যক্ষ ও রাক্ষসগণ সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকে। অতএব দিবাকর অস্তগত ও দিঙ্মণ্ডল ধ্বান্তাবৃত হইবার পূর্ব্বেই এই বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহার প্রেতকার্য্যের অনুষ্ঠান কর। ঐ দেখ, সূর্য্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন; শ্যেনগণ অতি কঠোর শব্দ করিতেছে; শৃগালগণের ভীষণ চীৎকারে শ্মশানভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে; সিংহেরা গর্জ্জন করত ইতস্ততঃ প্রবৃত্ত হইয়াছে; নীলবর্ণ চিতাধূম বৃক্ষ সকল রঞ্জিত করিয়াছে এবং

মাংসাশী জীবগণ অনাহারনিবন্ধন ভয়ঙ্কর ধ্বনি করিতেছে। ক্ষণকাল পরেই বিকৃতাকার মাংসলোলুপ হিংস্র জন্তুগণ এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে। এই অরণ্য অতি ভয়ঙ্কর স্থান। অদ্য এখানে অবস্থান করিলে, নিঃসন্দেহ তোমাদের মহাভয় উপস্থিত হইবে। অতএব শৃগালবাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক শীঘ্র এই বালককে পরিত্যাগ করিয়া গমন করাই তোমাদিগের শ্রেয়স্কর। যদি তোমারা জ্ঞানশূন্য হইয়া শৃগালের মিথ্যা বাক্যে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে সকলকেই বিনষ্ট হইতে হইবে।

ঐ সময় শৃগাল কহিল, হে মনুষ্যগণ! সূর্য্যদেব যতক্ষণ অস্তগত না হন, তোমরা ততক্ষণ স্নেহপ্রযুক্ত রোদন করত নিঃশঙ্কচিত্তে এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক বালককে অবলোকন কর। মোহনিবন্ধন গৃধ্রের অপ্রিয় বাক্যে বিশ্বাস করিলে, আর উহারে দেখিতে পাইবে না।

হে ধর্ম্মরাজ! ক্ষুধার্দ্দিত গৃধ্র ও জম্বুক এইরূপে স্বকার্য্য সাধনার্থ তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বুদ্ধি দ্বারা সেই বালকের আত্মীয়গণকে প্রতারিত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা উহাদের উভয়ের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের সেই যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণে বিমুগ্ধপ্রায় ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন এবং পরিশেষে এই স্থানেই অবস্থান করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া দুঃখিতচিত্তে রোদন করিতে করিতে তথায় উপবেশন করিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর সেই ব্রাহ্মণগণের দুঃখ দর্শনে নিতান্ত করুণার্দ্রচিত্ত ও পার্ব্বতিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমি মহাদেব, তোমাদিগকে বরপ্রদান করিতে আগমন করিয়াছি; অতএব তোমরা অবিলম্বে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ মহাদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এই বালকের বিনাশনিবন্ধন আমাদিগের সকলকেই মৃতপ্রায় হইতে হইয়াছে; অতএব এক্ষণে ইহারে জীবন প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগকে জীবিত করুন্। ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিলে, জীবহিতৈষী ভগবান ভবানীপতি জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক শতায়ু হও বলিয়া বালককে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। সেই সময় গৃধ্র ও শৃগাল তাঁহার প্রসাদে তৃপ্তিকর আহার প্রাপ্ত হইল। এইরূপে সেই ব্রাহ্মণগণ ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রসাদে মৃত বালকের পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভূতনাথকে অভিবাদন পূর্ব্বক সুখসচ্ছন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনৌদাস্য, অধ্যবসায় ভগবান শঙ্করের

অনুগ্রহে অচিরাৎ শুভফল লাভ হইয়া থাকে। দৈববল ও অধ্যবসায়ের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণগণ অতি দীনভাবে রোদন করিতেছিলেন; কিন্তু দৈব ও অধ্যবসায় প্রভাবে অবিলম্বে তাঁহাদের সমস্ত দুঃখ অন্তর্হিত হইল। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ শিশুনাশজনিত শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম আনন্দে এই বালককে লইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বুদ্ধি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সকলেরই সেইরূপ বুদ্ধি অবলম্বন করা বিধেয়। যে ব্যক্তি এই ধর্ম্মার্থমোক্ষপ্রাপ্তির উপদেশাত্মক ইতিহাস প্রতিনিয়ত শ্রবণ করে, তাহার নিশ্চয়ই উভয়লোকে সুখলাভ হয়।

—০✱০—

চতুঃপঞ্চাশদধিশততম অধ্যায়। ১৫৪।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! অসার দুর্ব্বল ব্যক্তি চিরসন্নিহিত উপকারাপকারসমর্থ উদ্যোগশীল বলবীর্য্যসম্পন্ন শত্রুকে বাক্য দ্বারা অবমানিত করিলে, সে যদি রোষভরে তাহারে উন্মূলন করিবার জন্য আগমন করে, তাহা হইলে ঐ দুর্ব্বল ব্যক্তি কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিবে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এই উপলক্ষে শাল্মলীপবন সংবাদ নামক এক ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। হিমালয় পর্ব্বতে এক বিশালস্কন্ধসম্পন্ন বহুশাখাসমাযুক্ত ফলপুষ্পপল্লবোপশোভিত চতুঃশত হস্ত বিস্তীর্ণ অতি প্রাচীন শাল্মলী বৃক্ষ ছিল। শুকশারিকা সর্ব্বদা বাস এবং মত্ত মাতঙ্গগণ ও অন্যান্য মৃগ সমুদায় গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত ক্লান্ত হইলে, উহার মূলে বিশ্রাম করিত। বণিক্‌সম্প্রদায় ও বনবাসী তপস্বিগণ গমনকালে পরিশ্রান্ত হইলে, উহার সুশীতল নিবিড় ছায়ায় অবস্থান করিতেন। একদা দেবর্ষি নারদ ঐ রমণীয় বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা ও স্কন্ধ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উহার সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, বনস্পতিবর! তুমি অতি প্রিয়দর্শন; তোমার মূলে উপবেশন করিয়া আমরা সকলেই পরম প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। পক্ষী, মৃগ ও মাতঙ্গগণ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে সতত তোমার ছায়ায় অবস্থান করে। তোমার স্কন্ধ ও শাখা সমুদায় অতি বিশাল; কিন্তু ঐ সমুদায় কখনই বায়ুবেগপ্রভাবে ভগ্ন হয় না। ভগবান্ পবন যে তোমাকে রক্ষা করেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? তিনি কি তোমার আত্মীয় বন্ধু, অথবা অন্য কারণবশতঃ তাঁহার সহিত তোমার প্রণয় জন্মিয়াছে? দেখ, মহাপ্রভাবসম্পন্ন সমীরণ বৃক্ষ সকল

নিপাতিত, গিরিশিখর বিচলিত এবং পাতালতল, সরিত, সাগর ও সরোবর সকলকে শুষ্ক করিতেছে; কিন্তু কদাপি তোমার কোন অপকারসাধন করেন নাই। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তিনি সখ্যভাবনিবন্ধন তোমার রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন এবং তুমি সেই জন্যই শাখা, পল্লব ও ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইয়াছ। এই সমস্ত পক্ষী হৃষ্টচিত্তে তোমার শাখা প্রশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক বিহার করত তোমার রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। যখন তোমার পুষ্প সমুদায় বিকসিত হয়, তখন এই পক্ষিগণের কি মধুর স্বরই শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এই সমস্ত মাতঙ্গ ও মৃগগণ দুরন্ত গ্রীষ্মপ্রভাবে অতিশয় সন্তপ্ত ও দগ্ধ হইয়া তোমার সুশীতল ছায়ায় অবস্থান পূর্ব্বক সুখ লাভ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, তপস্বী ও যতিগণ সর্ব্বদাই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন; অতএব তোমার এই আয়তন স্বর্গ ও সুমেরুর সমান।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়। ১৫৫।

হে তরুবর! এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তুমি বলবীর্য্যশালী পবনের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিয়াছ, এই নিমিত্তই তিনি পরম আত্মীয়ের ন্যায় তোমার রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ আছেন। এই পৃথিবীমণ্ডলে বায়ুবেগ প্রভাবে ভগ্ন হইতে পারে না, এমন পর্ব্বত, গৃহ বা বৃক্ষ আমার কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তুমি বন্ধুত্বনিবন্ধন পবনকর্ত্তৃক শাখা পল্লবের সহিত রক্ষিত হইতেছ বলিয়াই নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছ।

বৃক্ষ কহিল, ভগবন! পবন আমার সুহৃৎ বা বিধাতা নহেন যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার রক্ষাবিধান করিবেন। আমার তেজ ও বল তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর। তাঁহার বল আমার বলের অষ্টাদশ অংশের একাংশমাত্র। তিনি বৃক্ষশৈলাদি ভগ্ন করিয়া প্রবলবেগে আগমন করিলেও আমি স্বীয় বলপ্রভাবে তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখি। এইরূপে তিনি আমার নিকট বারম্বার প্রতিহত হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে রোষাবিষ্ট দেখিলেও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হয় না।

নারদ কহিলেন, হে তরো! তুমি অতি অন্যের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। পবনের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত আর কেহই নাই। তোমার কথা কি বলিব, ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ ইহারা কেহই পবনের তুল্য বলসম্পন্ন নহেন। এই পৃথিবীমধ্যে যে সকল প্রাণী বিচরণ করিতেছে,

ভগবান্ পবন উহাদের সকলেরই প্রাণদাতা। উনি শান্তস্বভাবে সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রাণীকে জীবিত রাখিয়াছেন। উনি যদি অশান্ত প্রকৃতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সকলকেই জীবিতাশা বিসর্জ্জন করিতে হয়। অতএব তুমি যে পূজনীয় সর্ব্বপ্রাণ বায়ুকে সম্মান করিতেছ না, ইহাতে তোমার বিলক্ষণ নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যক্ত হইতেছে। তুমি অতি অসার; এক্ষণে আপনার তুচ্ছবুদ্ধিপ্রভাবে কেবল চাঁচালতা প্রকাশ ও ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তোমার নিকট সমীরণের নিন্দাবাক্য শ্রবণে আমার যৎপরোনাস্তি ক্রোধোদয় হইয়াছে। অতএব আমি এক্ষণে পবনের নিকট গমনপূর্ব্বক তোমার এই অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া দিব। চন্দন, স্যন্দন, তাল, দেবদারু, বেতস ও বকুল প্রভৃতি বলবান্ বৃক্ষ সকল বায়ুর প্রতি কদাচ এরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করে নাই। তাহারা আপনাদের ও বায়ুর পরাক্রমের তারতম্য বিশেষরূপ জ্ঞাত আছে। এই জন্যই তাহারা সর্ব্বদা সমীরণকে নমস্কার করিয়া থাকে। তুমি কেবল মোহপ্রভাবে বায়ুর অনন্ত বল অবগত হইতে পারিতেছ না। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি এই কথা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত বায়ুর নিকট প্রস্থান করিলাম।

—০:*:০—

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়। ১৫৬।

মহাতপাঃ নারদ শাল্মলীকে এই কথা বলিয়া সমীরণসমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, পবন! হিমালয় পর্ব্বতের উপর এক নিবিড়চ্ছায়াসম্পন্ন বহুশাখাপ্রশাখাসমন্বিত প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে। সে তোমার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক যেরূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা তোমার নিকট ব্যক্ত করা আমার উচিত নহে। আমি তোমাকে বলবানদিগের অগ্রগণ্য, গৌরবান্বিত ও কৃতান্তসদৃশ ক্রোধপরায়ণ বলিয়া জানি।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে পর, ভগবান্ বায়ু শাল্মলীর প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, শাল্মলে! তুমি মহাত্মা নারদের নিকট আমার নিন্দা করিয়াছ। আমি বায়ু; অচিরাৎ তোমারে স্বীয় প্রভাব ও পরাক্রম প্রদর্শন করিব। আমি তোমার পরাক্রমের বিষয় বিশেষরূপ বিদিত আছি। লোকপিতামহ ভগবান্

ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টিকালে তোমাকে অবলম্বন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়া থাকি। তুমি আত্মবীর্য্যপ্রভাবে রক্ষিত হইতেছ, কখনই এরূপ বিবেচনা করিও না। যাহা হউক, যখন তুমি আমাকে সামান্য লোকের ন্যায় অবমাননা করিয়াছ, তখন আমি তোমাকে এরূপ বল প্রদর্শন করিব যে, তুমি বিশেষরূপে আমার প্রভাব জানিতে পারিবে।

ভগবান্ বায়ু এইরূপে রোষপ্রকাশ করিলে, শাল্মলী সস্মিতমুখে তাঁহাকে কহিল, পবন! তুমি ক্রোধভরে যথাশক্তি আমার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ কর। ক্রুদ্ধ হইলে, আমার কি হইতে পারে। তোমা হইতে আমার ভয়ের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। আমি তোমা অপেক্ষা বলবান্। যাহাদিগের বুদ্ধিবল থাকে, তাহাদিগকেই যথার্থ বলবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কেবল শারীরিক বলসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখন বলবান্ বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না।

শাল্মলী বৃক্ষ এই কথা বলিয়া বায়ুর প্রতি অবজ্ঞা করিলে, বায়ু আমি কল্যই তোমার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করিব বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শর্ব্বরী সমাগত হইল। তখন শাল্মলী বৃক্ষ মনে মনে বায়ুর অভিসন্ধি ও তদপেক্ষা আপনার দৌর্ব্বল্য বিবেচনা করিয়া কহিতে লাগিল, আমি দেবর্ষি নারদের নিকট যাহা কহিয়াছি, তৎসমুদায়ই মিথ্যা। আমি পবনের পরাক্রম কখনই সহ্য করিতে পারিব না। মহাতপা নারদ যাহা কহিয়াছেন, তাহা কিছুই মিথ্যা নহে। পবন অতিশয় পরাক্রমশালী। যাহা হউক, আমি অন্যান্য বৃক্ষ হইতে দুর্ব্বল বটি, কিন্তু আমার তুল্য বুদ্ধিমান্ বনস্পতি আর কেহই নাই। অতএব আমি বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়া বায়ুর ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব। এক্ষণে আমার যেরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, যদি সমুদায় বৃক্ষ সেইরূপ কৌশল আশ্রয় করিয়া এই অরণ্যে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে, সমীরণের ক্রোধনিবন্ধন তাহাদের আর কিছুমাত্র শঙ্কা থাকে না। কিন্তু ঐ সমুদায় বৃক্ষের বুদ্ধি বালকদিগের ন্যায়। সমীরণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে যেরূপে উন্মূলিত করে, তাহা তাহারা কিছুমাত্র অবগত হয় না।

—*—

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়। ১৫৭।

শাল্মলী মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে স্বয়ং আপনার শাখা প্রশাখা সমুদায় ছেদনপূর্ব্বক পুষ্পপল্লবাদিবিহীন হইয়া বায়ুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র সমীরণ রোষভরে নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসংখ্য মহাবৃক্ষ উৎপাটিত করিতে করিতে শাল্মলীর নিকট উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন যে, শাল্মলী ভীত হইয়া স্বয়ং পুষ্প ও শাখা প্রশাখাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া শাল্মলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৃক্ষ! তুমি স্বয়ং আপনার যে প্রকার দুরবস্থা করিয়াছ, আমি তোমারে এইরূপই দুরবস্থাগ্রস্ত করিতাম। যাহা হউক, আমার পরাক্রমকেই তোমার দুরবস্থার হেতু বলিতে হইবে। তুমি আপনার কুমন্ত্রণাতেই আমার পরাক্রমের বশীভূত হইয়া স্বয়ং শাখা প্রশাখাশূন্য ও পুষ্পবিহীন হইয়াছ।

শাল্মলী পবনের এই কথা শ্রবণে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। অতএব যে ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়া নির্ব্বুদ্ধিনিবন্ধন বলবানের সহিত শত্রুতাচরণ করে, তাহাকে সেই শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। বলবানের সহিত শত্রুতাচরণ করা দুর্ব্বলদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তুল্যপরাক্রম ব্যক্তির সহিতও অকস্মাৎ শত্রুতাচরণ করা উচিত নহে। ঐ রূপ ব্যক্তির প্রতি ক্রমশঃ বলপ্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। বুদ্ধিহীনের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া নির্ব্বোধের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি তৃণরাশিপ্রবিষ্ট অনলের ন্যায় অরাতিমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ইহলোকে বুদ্ধি ও বলের তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই অতএব বালক, জড় অন্ধ ও বধিরের ন্যায় বলবানের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। বলবানের প্রভাবে যে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তোমাতেই তাহার প্রমাণ লক্ষিত হইতেছে। দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ও পরাক্রম একমাত্র অর্জ্জুনের তুল্য ছিল না। এই জন্যই অর্জ্জুন সমরে স্বীয় বলে তাহাদিগকে নিহত ও ভগ্ন করিয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর আর যাহা যাহা শ্রবণ করিতে তোমার বাসনা থাকে, ব্যক্ত কর।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়। ১৫৮।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন; পিতামহ! কি হইতে পাপ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যাহার প্রভাবে পাপ প্রবর্ত্তিত হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একমাত্র লোভই লোকের সমুদায় পুণ্য গ্রাস করিতেছে। লোভ হইতে পাপ ও দুঃখ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে যে শঠতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পাপে আসক্ত হয়, লোভই তাহার মূল। লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ, মায়া অভিমান, গর্ব্ব, পরাধীনতা, অক্ষমা, নির্লজ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্ম্মক্ষয়, চিন্তা ও অকীর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোভই লোকের কৃপণতা, বিষয়তৃষ্ণা, কুকর্ম্মের প্রবৃত্তি ও বিদ্যাভিমান, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, পরের অনিষ্টচিন্তা, অবজ্ঞা, অবিশ্বাস, কপট ব্যবহার, পরস্বাপহরণ ও পরদারাভিগমনের ইচ্ছা, মানসিক আবেগ, ঔদরিকতা, দারুণ মৃত্যুভয়, বলবতী ঈর্ষা, পরনিন্দা শ্রবণপ্রবৃত্তি, আত্মশ্লাঘা ও অসাধারণ সাহসিকতা জন্মাইয়া দেয়। মনুষ্যেরা কি বাল্য, কি কৌমার, কি যৌবন কোন অবস্থাতেই লোভত্যাগে সমর্থ হয় না। উহারা জরাজীর্ণ হইলেও উহাদের লোভ কদাচ জীর্ণ হয় না। সাগর যেমন অগাধ জলসঙ্কুল অসংখ্য নদীদ্বারাও পরিপূর্ণ হয় না, তদ্রূপ লোভ ফললাভ দ্বারা কদাচ উপশমিত হইবার নহে। ইষ্ট বস্তু লাভ ও বিবিধ ভোগ দ্বারা যাহাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও অন্যান্য প্রাণিগণ যাহার প্রভাব পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই লোভকে মোহের সহিত পরাজয় করিবেন। যাহারা অধীরপ্রকৃতি ও লুব্ধ, তাহারা সর্ব্বদাই অহঙ্কার, পরের অনিষ্টচেষ্টা, পরনিন্দা, ক্রূরতা ও মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা বহুদর্শী হইয়া বহুতর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্মরণ ও অন্যের সংশয়াপনোদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও লোভের বশীভূত হইলে, দুঃখভোগ করিতে হয়। লুব্ধপ্রভৃতি মনুষ্যগণ সর্ব্বদাই ক্রোধদ্বেষপরায়ণ ও শিষ্টাচারপরিশূন্য হইয়া থাকে। উহারা তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় লোকের অনিষ্টজনক। উহাদের বাক্য অতি সুমিষ্ট, কিন্তু অন্তঃকরণ ক্রূরতায় পরিপূর্ণ। উহারা কপট ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। উহারা অতি নীচাশয় ও জগতের দস্যুস্বরূপ। ঐ দুর্ম্মতিগণ যুক্তিবল অবলম্বন পূর্ব্বক অধর্ম্মকে ও ধর্ম্ম বলিয়া প্রখ্যাপিত ও সংস্থাপিত এবং সৎপথ একবারে উন্মূলিত করে।

অহঙ্কার, ক্রোধ, হর্ষ, শোক ও অভিমান সতত উহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। ফলতঃ উহাদের ন্যায় অশিষ্ট আর কেহই নাই।

এক্ষণে শিষ্টদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা পুনর্জ্জন্মগ্রহণভয় ও নরকভয় পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই তুল্য; যাঁহারা ভোগ্য বস্তুতে কখনই লোভপ্রকাশ করেন না, যাঁহারা শিষ্টাচার পরায়ণ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও সত্যব্রতনিরত; যাঁহাদিগের সুখ দুঃখে কিছুমাত্র আস্থা নাই; যাঁহারা অতিশয় দয়াবান্, দানশীল, পরোপকারী, অতি ধীরস্বভাব ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ; যাঁহারা কদাচ অন্যের দ্রব্য প্রতিগ্রহ করেন না; সতত ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথিগণের সৎকার করিয়া থাকেন এবং অন্যের হিতসাধনার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন না; সেই সকল ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে কেহই বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহাদিগের সচ্চরিত্রতা কোনমতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহারা নির্ভীক, সৎপথবর্ত্তী ও অহিংসক; সাধু লোক সমুদায় সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত মহাত্মারা কামক্রোধ, বিবর্জ্জিত, মমতা ও অহঙ্কারশূন্য, নিত্য ব্রতপরায়ণ ও পরম সম্মানাস্পদ। অতএব সতত তাঁহাদিগের উপাসনা ও তাঁহাদিগকে সতত ধর্ম্মমর্ম্ম জিজ্ঞাসা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা ধনলোভ বা যশোলোভে ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন না; দেহরক্ষণোপযোগী আহারাদি কার্য্যের ন্যায় ধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কপট ও ও পাষণ্ডদিগের ধর্ম্মে সবিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন। শোক, লোভ ও মোহ কদাচ তাঁহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না। তাঁহারা সত্যবাদী ও সরলস্বভাব। অতএব তুমি সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবে। তাঁহারা লাভে হর্ষ প্রকাশ করেন না এবং নিরাশ হইলেও বিষণ্ণ হন না। তাঁহারা নির্ম্মলপ্রকৃতি, তত্ত্বগুণাবলম্বী ও সমদর্শী। তাঁহাদের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তুল্য। তুমি ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও অপ্রমত্ত হইয়া সেই সমুদায় ধর্ম্মপ্রিয় মহানুভাবদিগকে অর্চ্চনা করিবে। দৈবপ্রভাবেই লোকের বাক্য কখন বিপদ্ ও সকল সম্পদের কারণ হইয়া উঠে।

—*—

একোনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়। ১৫৯।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! আপনি অনর্থের অধিষ্ঠানস্বরূপ লোভের বিষয় নির্দ্দেশ করিলেন; এক্ষণে অজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! অজ্ঞান অতি অনিষ্টজনক পদার্থ। যে ব্যক্তি অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, আপনার অবনতি অবগত হইতে না পারে ও সতত সাধুদিগের দ্বেষ করে, তাহারা নিশ্চয়ই জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। অজ্ঞানপ্রভাবেই লোকে নরকগামী, দুর্গতিবিশিষ্ট, ক্লিষ্ট ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! অজ্ঞান হইতেই লোকের দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত অজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, উদয়, মূল, সংযোগ, গতি, কাল, কারণ ও ফল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইতেছে। আপনি তৎসমুদায় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! অনুরাগ, দ্বেষ, মোহ, হর্ষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, তন্দ্রা, আলস্য, ইচ্ছা, সন্তাপ, পরশ্রীকাতরতা ও পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান একমাত্র অজ্ঞান হইতেই সমুৎপন্ন হয়; সুতরাং উহাদিগকে অজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এক্ষণে তুমি অজ্ঞানের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি প্রভৃতি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদায় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অজ্ঞান ও অতিলোভ এই উভয়ই তুল্য ফলপ্রদ ও সর্ব্বদোষাক্রান্ত; অতএব ঐ উভয়কে এক পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। লোভ হইতেই অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং লোভের স্থিতিতে অজ্ঞানের স্থিতি, লোভের ক্ষয়েই অজ্ঞানের ক্ষয়, লোভের বৃদ্ধিতে অজ্ঞানের বৃদ্ধি ও লোভের উদয়ে অজ্ঞানের উদয় হয়। মোহ অজ্ঞানের মূল এবং মোহের সংযোগে অজ্ঞানের সংযোগ হইয়া থাকে। কাম অজ্ঞানের গতি। যৎকালে লোকের লোভজনিত আশা বিফল হয়, তৎকালেই অজ্ঞানোৎপত্তির কাল। আর লোভ হইতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান হইতে লোভ উৎপন্ন হয়; সুতরাং লোভেই অজ্ঞানের কারণ ও ফল। হে মহারাজ! লোভই সর্ব্বদোষের আকর; অতএব লোভকে পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা জনক, যুবনাশ্ব, বৃষাদর্ভি প্রসেনজিৎ ও অন্যান্য ভূপতিগণ লোভ পরিত্যাগ করিয়াই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও তাঁহাদের ন্যায় লোভ বিহীন হও। লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করিতে পারিবে।

—০*০—

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়। ১৬০।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে স্বাধ্যায়নিরত ধর্ম্মশীল ব্যক্তির কি প্রকারে মঙ্গললাভ হয়? ধর্ম্মপথ অতিশয় বৃহৎ ও বহুশাখা-সম্পন্ন; অতএব কি রূপে সংক্ষেপে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, কৃতকার্য্য হওয়া যায়; আর ধর্ম্মের মূলই বা কি? তৎসমস্ত যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা শ্রবণ করিয়া অমৃতপায়ীর ন্যায় তৃপ্তিলাভ করিবে, যদ্দ্বারা তোমার মঙ্গললাভ হইবে আমি সেই বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। মহর্ষিরা স্ব স্ব বিজ্ঞানপ্রভাবে নানাবিধ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়সংযমই তাঁহাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ দমগুণকে মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দমগুণ সর্ব্বলোকেরই বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম। দমগুণপ্রভাবেই ব্রাহ্মণের কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। দমগুণ দান, যজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। উহা দ্বারা তেজ পরিবর্দ্ধিত হয়। দমগুণের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই। লোকে দমগুণপ্রভাবেই নিষ্পাপ ও তেজস্বী হইয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দমগুণ অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। দমগুণ প্রভাবে ইহলোকে সিদ্ধি ও পরলোকে সুখলাভ করিতে পারা যায়। দমগুণসমন্বিত ব্যক্তি অনায়াসে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ, অকুতোভয়ে নিদ্রাসুখ অনুভব, অকুতোভয়ে জাগরণ ও অকুতোভয়ে লোকসমাজে বিচরণ করিতে সমর্থ হন। তাঁহার চিত্ত সততই প্রসন্ন থাকে। দমগুণবিরহিত ব্যক্তি নিরন্তর দুঃখভোগ ও স্বীয় দোষে বহু অনর্থ উৎপাদন করে। চারি আশ্রমেই দমগুণ উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে দমগুণ হইতে যে সকল গুণ উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। দমগুণই ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয়পরাজয়, দক্ষতা, মৃদুতা, লজ্জা, স্থিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অবিহিংসা, অনসূয়া, গুরুপূজাপ্রবৃত্তি ও দয়ার উৎপত্তির হেতু। দমগুণসম্পন্ন মহাত্মারা কদাচ নিষ্ঠুর ব্যবহার, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ এবং অন্যের অবমাননা, উপাসনা বা নিন্দা করেন না; কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, আত্মশ্লাঘা, ঈর্ষা ও বিষয়ানুরাগ এককালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অনিত্য সুখভোগে তাঁহার কদাপি তৃপ্তি হয় না। সম্বন্ধসংযোগজনিত মমতানিবন্ধন তাঁহাকে কখনই ক্লেশভোগ করিতে হয় না। যে মহাত্মা গ্রাম্য আরণ্য ব্যবহার পরিত্যাগ

করেন এবং কদাচ কাহার নিন্দা ও প্রশংসা করেন না, তিনি অবিলম্বে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ সদাচারপরায়ণ প্রসন্নচিত্ত ও আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ। ব্রাহ্মণও বিবিধ সংসর্গ হইতে মুক্ত হইতে পারিলে, ইহলোক সম্মান ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। সাধু লোকের যে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমস্তই জ্ঞানবান্ তপস্বীর পথস্বরূপ। অতএব সেই পথ পরিত্যাগ করা কখনই উচিত নহে। যে জিতে-ন্দ্রিয় জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাস আশ্রয় করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন, অনায়াসে তাঁহার ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। যে ব্যক্তি প্রাণিগণ হইতে কিছুমাত্র ভীত না হন এবং প্রাণিগণ যাঁহা হইতে ভয়প্রাপ্ত না হয়, তাঁহার কখনই পরলোকে ভয় উপস্থিত হয় না। যিনি অর্থ সঞ্চয় না করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উহা ব্যয় করেন এবং সর্ব্বভূতে সম-দৃষ্টি হইয়া সকলের সহিত মিত্রতাচরণে প্রবৃত্ত হন, তিনি চরমে ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন। যাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ আশ্রয় করেন, তাঁহারা চিরকাল তেজোময় লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি বিধানানুসারে তপস্যা, বিবিধ বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও সমুদায় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সত্যাভিলাষী, বিষয়রাগবিবর্জ্জিত, প্রসন্নচিত্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে সমর্থ হন, তিনি ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে স্বর্গ লাভ করিয়া স্বেচ্ছানু-সারে সমুদায় লোকে বিচরণ করিতে পারেন। দমগুণপ্রভাবেই হৃৎপদ্ম-নিহিত অবিরোধী সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানবান্ মহাত্মা-দিগের পরলোকে ভয়ের কথা দূরে থাক, ইহলোকে পুনর্জ্জন্মনিবন্ধন ভয়ও দূরীভূত হয়। দমগুণের এই একমাত্র দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, লোকে দমগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিতান্ত অসমর্থ বিবেচনা করে। ইহা ভিন্ন দমগুণে আর কিছুমাত্র দোষ লক্ষিত হয় না। প্রত্যুত: বহুতর গুণই বিদ্যমান আছে। সহিষ্ণু ব্যক্তি ক্ষমাগুণপ্রভাবে অনেক লোককে বশী-ভূত করিতে সমর্থ হন। দমগুণান্বিত ব্যক্তির বনগমনের প্রয়োজন নাই; তিনি যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানই বন ও পুণ্যাশ্রম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট এইরূপ অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পুনরায় তাঁহাকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহামতি ভীষ্মও পরম পরিতুষ্ট হইয়া উহা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়। ১৬১।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পণ্ডিতগণ তপস্যাকেই সকলের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে মূঢ় তপোনুষ্ঠান করে নাই, সে কখনই উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিতে পারে না। প্রজাপতি ব্রহ্মা তপোবলেই এই সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহর্ষিরা তপঃপ্রভাবে বেদ সমস্ত অধিকার করেন। তপোবলে ফল মূল উৎপন্ন হইয়াছে। তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধগণ ত্রিলোক সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন। ঔষধ ও অরোগিতা তপোমূলক। পৃথিবী-মধ্যে যে দ্রব্য নিতান্ত দুর্লভ, তপোবলে তাহাও অধিকার করা যায়। পূর্ব্বে মহর্ষিরা যে দুর্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তপস্যাই তাহার কারণ। তপোবলে সুরাপান, তস্করতা, ভ্রূণহত্যা ও গুরুতল্পগমন প্রভৃতি পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। তপস্যা বহুবিধ; তন্মধ্যে অনশন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনশন অহিংসা, সত্য বাক্য প্রয়োগ, দান ও ইন্দ্রিয়-সংযম অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। বেদজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। দান অপেক্ষা দুষ্কর কার্য্য, মাতৃপালন অপেক্ষা সৎকর্ম্ম এবং সন্ন্যাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। ধন, ধান্য ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা অতীব আবশ্যক। ঋষি, পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও অন্যান্য স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায় তপোবলেই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। তপোবলেই দেবতা সকল মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। তপোবলে অন্যান্য অভীষ্ট ফলের কথা কি, দেবত্ব পর্য্যন্ত লাভ করা যায়।

-*-

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬২।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! বিপ্র, ঋষি, পিতৃ ও দেবগণ সর্ব্বদা সত্য ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। অতএব সত্য কি? উহা কিরূপে লাভ করিতে পারা যায়? আর লাভ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! কোন মহাত্মাই ধর্ম্মসঙ্করের প্রশংসা করেন না। সত্য অবিকৃত; সত্যই সাধুগণের সনাতন ধর্ম্ম ও পরম গতি। অতএব সত্যকে সর্ব্বদা নমস্কার করিবে। সত্য তপ, যোগ, যজ্ঞ ও পরব্রহ্ম স্বরূপ। একমাত্র সত্যেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এক্ষণে সত্যের লক্ষণ ও অনুষ্ঠানের বিষয় এবং যেরূপে সত্য লাভ হইতে পারে,

তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্য ত্রয়োদশ প্রকার অপক্ষপাতিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, অমৎসরতা, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য্য, দয়া ও অহিংসা; এই সমুদায়ই সত্যস্বরূপ। সত্য অব্যয়, অবিকৃত, সকল ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। ইচ্ছা, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধের উপশম হইলেই ইষ্ট অনিষ্ট ও শত্রুতে অপক্ষপাত জন্মিয়া থাকে। জ্ঞানবলে গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, নির্ভীকতা ও অরোগিতা লাভ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়সংযম করা যায়। দান ও ধর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেই অমৎসরতা লাভ হয়। সত্যবাদী ব্যক্তি উহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারেন। ক্ষন্তব্য ও অক্ষন্তব্য এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে সমদৃষ্টি হইতে পারিলেই অনায়াসে ক্ষমাগুণসম্পন্ন হইয়া শ্রেয়োলাভে সমর্থ হওয়া যায়। লজ্জা ধর্ম্মপ্রভাবেই অধিকৃত হইয়া থাকে। লজ্জান্বিত ব্যক্তি সর্ব্বদা শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন। তিনি কদাপি বিষণ্ণ হন না এবং তাঁহার বাক্য ও চিত্ত সতত প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। তিতিক্ষা ধৈর্য্যপ্রভাবে সমুৎপন্ন হয়। ধর্ম্মার্থলাভ ও লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিতিক্ষা অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিষয় ও স্নেহ পরিত্যাগই ত্যাগপদবাচ্য হইয়া থাকে। লোকে রাগদ্বেষবিহীন না হইলে, কদাচ ত্যাগরূপ মহাগুণসমন্বিত হইতে সমর্থ হয় না। যিনি যত্নপূর্ব্বক রাগদ্বেষবিহীন হইয়া লোকের শুভানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহারই সাধুতা লাভ হইয়া থাকে। সুখ বা দুঃখের সময় মনের কিছুমাত্র চাঞ্চল্য না হওয়াই ধৈর্য্যের লক্ষণ। কল্যাণার্থী ব্যক্তি সতত ঐ গুণ অবলম্বন করিবেন। ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে, কখনই মনোবিকার উপস্থিত হয় না। যাঁহারা ক্ষমাগুণান্বিত ও সত্যপরায়ণ হইয়া হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই ধৈর্য্য লাভ করিয়া থাকেন। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ ও দান করাই সাধুগণের নিত্য ধর্ম্ম। সত্যের এই ত্রয়োদশ লক্ষণ; ইহারা সতত সত্যের আশ্রয় লইয়া উহা পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। সত্যের গুণগরিমা পরিসীমা নাই। এই জন্যই দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণ সত্যের বিলক্ষণ প্রশংসা করিয়া থাকেন। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও মিথ্যা অপেক্ষা মহাপাতক আর কিছুই নাই। সত্যই ধর্ম্মের আকর; অতএব সত্য বিলুপ্ত করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম, সন্দেহ নাই। সত্যপ্রভাবে দান, দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞ, তপ, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মানদণ্ডের এক দিকে

সহস্র অশ্বমেধ ও এক দিকে সত্য আরোপিত করিলে, সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইবে।

—০*০—

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়। ১৬৩।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা, শোক, নিন্দা, অকার্য্য প্রবৃত্তি, অসূয়া, কৃপা, ভয় ও পরবিনাশেচ্ছা এই ত্রয়োদশ দোষ যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ত্রয়োদশ দোষ মনুষ্যগণের ভয়ানক শত্রুস্বরূপ। উহারা সতত অনবহিত মনুষ্যগণকে আশ্রয় করিয়া অবহিতচিত্তে ক্লেশ প্রদান করে। উহরা ব্যাঘ্রের ন্যায় দর্শনমাত্র বলপূর্ব্বক মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়া থাকে। উহাদের হইতে যে অনন্ত পাপ ও দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা অবগত হওয়া মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে উহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

লোভ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। পরদোষ নিবন্ধন উহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং ক্ষমাপ্রভাবেই উহার উপশম হইয়া যায়। সঙ্কল্প হইতে কাম আবির্ভূত হয়। উহারে সেবা করিলেই উহা ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং উহা হইতে বিরত হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। পরদোষ দর্শন, ক্রোধ ও লোভ হইতে অসূয়ার উৎপত্তি হয় এবং দয়া ও তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই উহা এককালে উন্মূলিত হইয়া যায়। অজ্ঞানতা ও পাপানুষ্ঠানবশতঃ মোহের আবির্ভাব হয়; কিন্তু একবার সাধুসহবাস হইলে আর উহা অবস্থিত করিতে পারে না। মোহনিবন্ধন বিরুদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনা করিলেই বিবিধ কার্য্যারম্ভ করিতে অভিলাষ হয়; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে উহা একবারে নিরাকৃত হইয়া যায়। বন্ধুবিয়োগ উপস্থিত হইলে, স্নেহাধিক্যনিবন্ধন শোকের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু যখন সমুদায় অনিত্য বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন আর উহার সম্পর্কও থাকে না। ক্রোধ ও লোভ বশতঃ অকার্য্য প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে এবং দয়া ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই উহার উপশম হয়। সত্যত্যাগ ও অসাধুসংসর্গনিবন্ধন মাৎসর্য্যের আবির্ভাব হয়; কিন্তু সাধুসহবাস হইলে, উহা অবিলম্বে বিনষ্ট হইয়া যায়। কৌলীন্যাভিমান, অজ্ঞতা ও ঐশ্বর্য্য এই

তিনের প্রভাবেই মদের অবির্ভাব হয়। কিন্তু ঐ তিন বিষয়ের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইলে, আর উহার প্রসঙ্গও থাকে না। কাম ও হর্ষবশতঃ ঈর্ষা উপস্থিত হয় এবং প্রজ্ঞাপ্রভাবে উহা একবারে লয় হইয়া যায়। লোকাচারবিরুদ্ধ কার্য্য দর্শন ও অপ্রিয়জনক বিদ্বেষবাক্য শ্রবণনিবন্ধন নিন্দাপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় এবং উপেক্ষা দ্বারা উহার শান্তি হইয়া থাকে। বলবান্ শত্রুর প্রকারসাধনে অসমর্থ হইলেই লোকের তীব্রতর অসূয়ার উদ্রেক হয়; কিন্তু করুণার উদ্রেক হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। দীন ব্যক্তিকে দর্শন করিলেই দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে; কিন্তু ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেই উহার শান্তি হয়। জ্ঞানহীনতাপ্রযুক্ত প্রাণিগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলেই আর উহার প্রসঙ্গও থাকে না। হে ধর্ম্মরাজ! একবার শান্তি গুণ দ্বারাই এই ত্রয়োদশ দোষকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারা যায়। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ এই সকল দোষে দূষিত ছিল; কিন্তু তুমি ইহাদিগকে পরাজিত করিয়াছ।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়। ১৬৪।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! আমি সতত সাধুসঙ্গনিবন্ধন অনৃশংসতা বিশেষরূপে অবগত আছি; কিন্তু নৃশংসব্যক্তিগণের আচারপরম্পরা কিছুমাত্র অবগত নহি। সাধু ব্যক্তিরা কূপ, অগ্নি ও কণ্টকের ন্যায় নৃশংস ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। নৃশংস ব্যক্তিকে উভয় লোকেই অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে নিষ্ঠুর ব্যক্তিগণের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! নৃশংস ব্যক্তিদিগকে নিয়তই কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ও কুকর্ম্ম করিবার অভিলাষ করিতে দেখা যায়। উহারা নিরন্তর পরনিন্দায় প্রবৃত্ত ও জনসমাজে নিন্দনীয় হয় এবং আপনাকে দৈবপ্রভাবে বঞ্চিত বলিয়া বিবেচনা করে। উহাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাশয় আর কেহই নাই। উহারা সর্ব্বদা আত্মাভিমান, আত্মশ্লাঘা ও আপনার বদান্যতা প্রকাশ করিয়া থাকে। উহাদের ন্যায় শঙ্কিতচিত্ত আর কেহই নাই। উহারা নিতান্ত ছলগ্রাহী, কৃপণ, মিথ্যাপরায়ণ, ক্ষুব্ধ, আশ্রমবাসীদিগের চেষ্টা ও হিংসাবিহারনিরত। উহারা সতত আশ্রমসঙ্কর করিবার চেষ্টা ও স্বীয়

দসংহযোগীদিগের প্রশংসা করিয়া থাকে। উহাদের কিছুমাত্র গুণাগুণ বিবেচনা নাই উহারা গুণবান্ ধার্ম্মিক লোককে পাপাত্মা বলিয়া বিবেচনা করে এবং আপনার স্বভাবের ন্যায় সকলের স্বভাব বিবেচনা করিয়া কাহারও প্রতি বিশ্বাস করেনা। অন্যের অণুমাত্র দোষ দর্শন করিলে, অচিরাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। অন্যের দোষ আপনার দোষের জন্য হইলে, কখনই তাহা উল্লেখ করে না। উপকারী ব্যক্তিকে শত্রু বোধ করে এবং তাহার কার্য্যকালে তাহারে অর্থদান করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতাপিত হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বসমক্ষে একাকী সুস্বাদু বিবিধ খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহারেও নৃশংস বলিয়া পরিগণিত করা যায়। কিন্তু যিনি অগ্রভাগ ব্রাহ্মণগণকে অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে ভোজন করেন, তিনি ইহলোকে অশেষ সুখ ও পরলোকে স্বর্গ ভোগ করিতে পারেন।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার সমীপে নৃশংসগণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা অবশ্যই উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন।

-০:*:০-

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়। ১৬৫।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! বেদবেদান্তপারদর্শী যাগযজ্ঞনিরত ধর্ম্মশীল সাধু ব্রাহ্মণেরা নির্ধন হইলে, আচার্য্যকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও অধ্যয়নের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ধনদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণগণ নির্ধন নহেন, তাঁহাদিগকে কেবল দক্ষিণা দান করাই উচিত। আর যাঁহারা অব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে বেদির বহির্ভাগে অপক্কান্ন দান করাই শাস্ত্রসঙ্গত। ব্রাহ্মণের দেব ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ স্বরূপ। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহাদিগকে যথাশক্তি ধন রত্ন প্রদান করা নরপতি গণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণের তিন বৎসর বা অধিক কাল পোষ্যবর্গ ভরণ পোষণ করিবার উপযুক্ত ধান্যাদি পর্য্যাপ্ত থাকে, তিনিই সোম পান করিতে সমর্থ হন। যাজ্ঞিক বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের একাংশ ধনের অভাবে যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে, ধার্ম্মিক রাজা অসংখ্য পশুসম্পন্ন অযাজ্ঞিক অসোমপায়ী বৈশ্যের ধন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিবেন। শূদ্রের যাগ যজ্ঞে কিছুমাত্র অধিকার নাই; অতএব ব্রাহ্মণের যজ্ঞসাধনের নিমিত্ত

শূদ্রের গৃহ হইতেও স্বেচ্ছানুসারে ধন আহরণ করা তাহার অকর্ত্তব্য নহে। যাহারা শত গোধনসম্পন্ন হইয়াও যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, রাজা এইরূপ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ধন আহরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ করিলে, নরপতির পরম ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে।

যে ব্রাহ্মণ তিন দিন অন্নাভাবনিবন্ধন উপবাস করিয়াছেন, তিনি নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তির ভবন, উদ্যান বা যে কোন স্থান হইতে হউক এক দিবসের আহারোপযোগী ধান্য হরণ পূর্ব্বক রাজা জিজ্ঞাসা করুন বা না করুন তাঁহার শ্রবণগোচর করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণের সেই অপরাধ অবগত হইয়া ধর্ম্মানুসারে তাঁহার দণ্ডবিধান করিবেন না। রাজার অনবধানতাদোষেই ব্রাহ্মণকে অন্নাভাবনিবন্ধন কষ্ট স্বীকার করিতে হয়; অতএব নরপতি তাঁহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় বিশেষরূপ অবগত হইয়া তাঁহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় বিশেষরূপ অবগত হইয়া তাঁহার জীবিকা বিধান করিয়া দিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। বৎসরান্তে বৈশ্বানর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা বিধেয়। ধার্ম্মিকগণ অনুকল্পকে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দেবতা, বিশ্বদেব, সাধ্য, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ আপৎকালে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া অনুকল্প অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি মুখ্যকল্প পরিপালনে সমর্থ হইয়াও অনুকল্প অবলম্বন করে, সে কখনই পরলোকে উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হইয়াও অনুকল্প অবলম্বন করে, সে কখনই পরলোকে উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হয় না। রাজার নিকট আপনার ব্রাহ্মণের বিষয় নিবেদন করা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা ব্রহ্মবল নিতান্ত দুঃসহ; অতএব রাজা ব্রাহ্মণতেজ কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হন না। ব্রাহ্মণ কর্ত্তা, শাস্তা, বিধাতা ও দেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় স্বীয় বাহুবীর্য্য প্রভাবে, বৈশ্য ও শূদ্র অর্থবলে এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্র ও হোম দ্বারা আপদ হইতে মুক্ত হইবেন। কন্যা, যুবতী এবং মন্ত্রজ্ঞানবিহীন মূর্খ ও সংস্কারশূন্য ব্যক্তি হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে অধিকারী নহে। উহারা যে ব্যক্তির যজ্ঞে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হয় তাহার সহিত আপনাকে নরকস্থ করে; সুতরাং যাগযজ্ঞকুশল বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণের হোতা হওয়া উচিত। যিনি অগ্নিহোত্রের প্রাজাপত্য অশ্ব দক্ষিণা প্রদান না করেন, ধার্ম্মিকগণ তাঁহাকে আহিতাগ্নি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। অতএব দক্ষিণা প্রদান

না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত নহে। যজ্ঞ দক্ষিণাশূন্য হইলে যজমানের প্রজা, পশু, পুণ্যফলোপার্জ্জিত স্বর্গ, যশঃ, কীর্ত্তি ও আয়ু বিনষ্ট করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ ঋতুমতী ভার্য্যার সহবাস করেন, যিনি সাগ্নিক নহেন এবং যাহার কুলে শ্রোত্রিয় নাই, তিনি শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হন। যে গ্রামে কূপ ব্যতিরেকে অন্য জলাশয় নাই, ব্রাহ্মণ তথায় শূদ্রাপত্তি হইয়া দ্বাদশ বৎসর বাস করিলে, তাহার শূদ্রত্বপ্রাপ্তি হয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ পরস্ত্রীর সহিত বিহার এবং বৃদ্ধ দ্রকে মান্য বোধ করিয়া আপনার শয্যায় স্থান প্রদান করেন, তাহা হইলে, তিনি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া উঁহাদের পৃষ্ঠভাগে তৃণশয্যায় উপবেশন করিলে, শুদ্ধিলাভে সমর্থ হন। ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণের সহিত এক রাত্রি একত্র শয়ন ও উপবেশনাদি দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করেন, তিন বৎসর ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের পশ্চাদ্ভাগে তৃণশয্যায় উপবেশন করিলে, তাঁহার সেই পাপ বিনষ্ট হয়। ক্রীড়া, বিবাহ, গুরুর কার্য্যসাধন ও আত্মপ্রাণরক্ষার্থে যে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না। স্ত্রীর নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও পাপাবহ নহে। পরম শ্রদ্ধাসহকারে নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উৎকৃষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিবে। অপবিত্র স্থান হইতেও অবিচারিত চিত্তে সুবর্ণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নীচকুল হইতেও অবিচারিত চিত্তে সুবর্ণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নীচকুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ এবং বিষ হইতেও অমৃত পান অবিধেয় নহে। স্ত্রী, রত্ন ও জল ধর্ম্মানুসারে পবিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বর্ণসঙ্কর নিবারণ, গো ব্রাহ্মণের হিত সাধন ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত বৈশ্যও শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্পগমন, ব্রহ্মস্ব হরণ ও সুবর্ণাপহরণ এই পাঁচটি মহাপাতক। প্রাণত্যাগই ঐ পাতকসমূহের প্রায়শ্চিত্ত। লোকে সুরাপান, অগম্যাগমন ও পতিত ব্যক্তির সহিত সহবাস করিলে, অচিরাৎ পতিত হইয়া থাকে। পতিত ব্যক্তির সহিত যাজন, অধ্যয়ন ও বিবাহাদি সম্পর্ক রাখিলেই সম্বৎসরমধ্যে পতিত হইতে হয়; কিন্তু উহার সহিত গমন, শয়ন ও ভোজনাদি দ্বারা পাতিত্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি মহাপাতক ভিন্ন আর সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। একবার সেই সমুদায় পাপের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তবিধান করিয়া কালসহকারে পুনরায় তৎসমুদায়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। মদ্যপায়ী, ব্রাহ্মণঘাতী ও গুরুতল্পগামীর

দেহান্তে প্রেতকার্য্যাদি অনুষ্ঠিত না হইলেও অবিচারিত চিত্তে আহারাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। গুরু ও অমাত্যগণ পতিত হইলে, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত বাক্যালাপও করিবেন না। অধর্ম্মাচরণ করিলে, তপোবলে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তস্কর, তাহারে তস্কর বলিলে তাহার সমান পাপগ্রস্ত হইতে হয়। আর যে ব্যক্তি প্রকৃত তস্কর নহে, তাহাকে তস্কর বলিলে, তস্কর অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যে কন্যা স্বীয় কৌমারাবস্থা দূষিত করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপের চারি অংশের তিন অংশ আর যে পুরুষের সংসর্গে উহা দূষিত হয়, সে একাংশমাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার বা প্রহার করিলে, লোকে শতবৎসর প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হইতে পারেনা এবং তাঁহাদিগকে বধ করিলে, সহস্র বৎসর নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। অতএব তাঁহাদিগকে তিরস্কার, প্রহার বা বধ করা অতীব অকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের শরীরে শস্ত্রাঘাত করিলে, তাঁহার সেই ক্ষত স্থান হইতে শোণিত নির্গত হইয়া যত ধুলি আর্দ্র করে, প্রহারকর্ত্তাকে তত বৎসর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্মণঘ্ন গো ব্রাহ্মণরক্ষার্থ সমরে শস্ত্রদ্বারা নিহত হইলে বা প্রজ্বলিত অনলমধ্যে আত্মনিক্ষেপ করিলে, পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। মদ্যপায়ী ব্যক্তি উত্তপ্ত সুরা পান পূর্ব্বক শরীর দগ্ধ বা মৃত্যুমুখে দেহ সমর্পণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। দুরাশয় পাপপরায়ণ ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করিলে, একটি স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি উত্তপ্ত করিয়া তাহা আলিঙ্গন পূর্ব্বক দেহত্যাগ বা পুংস্ত্ব ও বৃষণ ছেদন পূর্ব্বক অঙ্গুলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া নৈঋত কোণে প্রস্থান অথবা ব্রাহ্মণার্থে প্রাণ পরিত্যাগ কিম্বা অশ্বমেধ, গোমেধ ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিলে, পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সম্মানলাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, সে দ্বাদশ বৎসর সেই মৃত ব্রাহ্মণের কপাল ধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার কুকার্য্য প্রখ্যাপিত করিয়া তপোনুষ্ঠান করিবে। আর যে ব্যক্তি গর্ভিণীকে নিপাতিত করে, তাহারে উহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি সুরাপান করে, সে ব্রহ্মচারী ও পরিমিতাহারী হইয়া ভূতলে শয়ন এবং তিন বৎসরেরও অধিক অগ্নিষ্টোপর যজ্ঞের অনুষ্ঠান বা ব্রাহ্মণগণকে সহস্র বৃষ ও সহস্র ধেনু প্রদান করিলে, পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। বৈশ্যকে বিনষ্ট করিলে, দুই বৎসর একশত বৃষ ও এক শত ধেনু এবং শূদ্রকে বিনষ্ট করিলে, এক

বৎসর এক বৃষ ও একশত ধেনু প্রদান করিবে। কুক্কর, বরাহ ও উষ্ট্রকে বিনষ্ট করিলে, শূদ্রবধজনিত পাপ নিবারণোপযুক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। মার্জ্জার, চাস, মণ্ডুক, কাক, সর্প ও মূষিককে বিনষ্ট করিলে, পশুতুল্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়।

একণে অন্যান্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পাপ অল্প হইলে অনুশোচনা বা এক বৎসরকাল ব্রতানুষ্ঠান করিলে, তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। শ্রোত্রিয়পত্নীতে গমন করিলে, তিন বৎসর ও অন্য স্ত্রীসংসর্গে দুই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দিবসের চতুর্থভাগে আহার করিবে অথবা তিন দিন উদকমাত্র পান করিয়া উপবেশন ও হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে পাপ দূরীভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অকারণে পিতা মাতা ও গুরুকে পরিত্যাগ করে, সে ধর্ম্মানুসারে পতিত হয়। ভার্য্যা ব্যভিচারিণী বা কারাগারে নিরুদ্ধা হইলে, তাহারে অন্নবস্ত্র মাত্র প্রদান করিবে। ব্যভিচারী পুরুষের যে ব্রত, ব্যভিচারিণী স্ত্রীরেও সেই ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। যে রমণী আপনার স্বামিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকৃষ্ট জাতীর সহিত সংসর্গ করিবে, রাজা তাহাকে প্রকাশ্য স্থানে কুকুরদ্বারা ভক্ষণ করাইবেন। ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও ব্যভিচারী পুরুষকে অগ্নিসন্তপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ন করাইয়া কাষ্ঠ দ্বারা দগ্ধ করা রাজার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া এক বৎসর প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহারে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। দুই বৎসরকাল পতিত ব্যক্তির সংসর্গে থাকিলে, তিন বৎসর এবং চারি বৎসর তাহার সসংর্গে থাকিলে পাঁচ বৎসর পৃথিবী পর্য্যটন ও মৌনব্রত ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনূঢ়াবস্থায় স্বয়ং বিবাহ করিলে তাহাকে, তাহার স্ত্রীকে এবং তাহার জ্যেষ্ঠকে পতিত হইতে হয়। ঐ রূপ স্থলে উহাদের তিন জনকেই নষ্টাগ্নি ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত বিধান ও এক মাস চান্দ্রায়ণব্রত বা কৃচ্ছ্রব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ইহা আপনার স্ত্রী গ্রহণ করুন্ এই বলিয়া আপনার ভার্য্যা প্রদান করিয়া পরিশেষে জ্যেষ্ঠের আদেশানুসারে সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিবে। অধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিলে, নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। গোভিন্ন অন্য পশুর হিংসা করা সমধিক দোষাবহ নহে। কারণ, পশুজাতির উপর মনুষ্যগণের আধিপত্য আছে। পশুহিংসা করিলে, চমরীপুচ্ছ পরিধান ও মৃণ্ময়পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার কুকর্ম্ম প্রখ্যাপিত করত প্রতিদিন সাত গৃহে ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিবে এবং সেই ভিক্ষায় যাহা কিছু

লাভ হইবে, তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। ঐ রূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, সে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। আর চমরীপুচ্ছ ধারণ না করিলে, সম্বৎসর কাল ঐ রূপ ভিক্ষাব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। যাঁহারা দান করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত দান করা কর্ত্তব্য। আর যাঁহারা নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাদের এক মাত্র গো প্রদানে ঐ পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি কুক্কুর, বরাহ, মনুষ্য, কুক্কুট বা উষ্ট্রের মাংস, মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিবে, তাহার পুনঃসংস্কার বিধান করা কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ সোম পান করেন, তিনি সুরাপায়ীর মুখ গন্ধ আঘ্রাণ করিবে, তিন দিন উষ্ণজল পান এবং তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিবেন। মনুষ্যেরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা পাপাচরণ করিলে, তাঁহাদিগের এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করাই বিধেয়।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ বিশাম্পতে! সেই সময় অসিযুদ্ধনিপুণ মহামতি নকুল বাক্য প্রয়োগের অবসর পাইয়া শরতল্পগত ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতামহ! এই সংসারে শরাসনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রহরণ বলিয়া বিখ্যাত আছে; কিন্তু আমার বিবেচনায় অসিই সর্ব্বপ্রধান। দেখুন, সমরে কার্ম্মুক বিশীর্ণ ও অশ্ব সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, একমাত্র অসিদ্বারাই আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়। বীর পুরুষ অসিহস্ত হইয়া একাকীই শরাসনধারী ও গদাশক্তিহস্ত অসংখ্য বীরকে পরাজিত করিতে পারেন। এক্ষণে সর্ব্ব প্রকার সংগ্রামে কোন্ অস্ত্রকে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণনা করা যায় এবং অসি কি রূপে কাহার জন্য, কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইল আর কোন ব্যক্তিই বা পূর্ব্বে উহার আচার্য্য ছিলেন, এই বিষয় জানিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ধনুর্ব্বেদপারগ শরশয্যাগত ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ভীষ্মদেব, দ্রোণশিষ্য সুশিক্ষিত ধীমান নকুলের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কৌশলসংযুক্ত বিচিত্রার্থসম্বলিত সার বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মাদ্রীতনয়! তুমি আমারে উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এক্ষণে আমি উহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে এই জগৎ একার্ণবময় ছিল। তৎকালে নভোমণ্ডল ও মহীতলের কিছুমাত্র নির্দ্দেশ ছিল না। সমস্ত স্থান গভীরদর্শন, তমসাচ্ছন্ন, নিঃশব্দ ও অপ্রমেয় ছিল। ঐ সময়ে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ু অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ, উর্দ্ধ; অধঃ, ভূমি, দিক্, চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র, গ্রহ, সম্বৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ; লব ও ক্ষণ সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা ও ভগবান রুদ্র এই কএকটি মহাতেজা পুত্র উৎপাদিত করিলেন। ঐ সমুদায় বিধাতৃতনয়ের বংশসম্ভূত দক্ষ প্রজাপতি হইতে ষষ্টি কন্যার উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মর্ষিগণ পুত্রলাভার্থ তাঁহাদিগকে বিবাহ করিলেন। ঐ সমুদায় কন্যা হইতে দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, রাক্ষস, বিহঙ্গম, মৃগ, মীন, শাখামৃগ, মহাভুজঙ্গ, জলচরপক্ষী, বিবিধ উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুগণের সৃষ্টি হইল। এইরূপে ক্রমশঃ সমুদায় স্থাবর জঙ্গম পরিপূর্ণ হইলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা বেদসম্মত সনাতন ধর্ম্ম উৎপাদন করিলেন। তখন দেবতা, আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, সিদ্ধ ও মরুদ্গণ মহর্ষি ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত এবং কাস্যপ, বালখিল্য, প্রভাস্য, নিকত, ভূতপায়ী, সোমবায়বা, অনলকিরণপায়ী, আকুষ্ট, হংস, অনলোদ্ভূত, প্রশ্নি ও বানপ্রস্থ মহর্ষিগণ আচার্য্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, বিরোচন, শম্বর, বিপ্রচিত্তি, প্রহ্লাদ নমুচি ও বলি প্রভৃতি ক্রোধলোভসমান্বিত অধার্ম্মিক দানবগণ পিতামহের শাসন অতিক্রম পূর্ব্বক অধর্ম্মাচরণ করিতে আরম্ভ করিল এবং আমাদের সহিত দেবগণের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই বলিয়া স্পর্দ্ধা করত প্রাণিগণের প্রতি নিতান্ত ক্রূর ব্যবহার ও দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল।

সেই সময় ভগবান্ ব্রহ্মা মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে হিমালয়ের শত যোজন বিস্তৃত মণিরত্নখচিত অত্যুন্নত রমণীয় শৃঙ্গে গমন পূর্ব্বক প্রজাগণের হিতকামনায় তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইলে, তিনি ঐ স্থানে বিধানানুসারে এক বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞস্থলে যজ্ঞনিপুণ দীক্ষিত মহর্ষিগণ ও দেবগণ উপস্থিত ছিলেন; ব্রহ্মর্ষিরা উহার সদস্য হইয়াছিলেন এবং বিধিবিহিত সমিৎ, প্রদীপ্ত হুতাশন ও সমুজ্জ্বল সুবর্ণময় বিবিধ পাত্র উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, ক্ষণকাল পরে প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে এক তেজপুঞ্জকলেবর দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ সমুত্থিত হইল।

উহার শরীর সুদীর্ঘ, বর্ণ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামল, দশন সুতীক্ষ্ণ ও উদর অত্যন্ত কৃশ। ঐ পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র পৃথিবী বিকম্পিত হইতে লাগিল। মহাসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া ভীষণ তরঙ্গমালা ও আবর্ত্তে সমাকীর্ণ হইল। গগনমণ্ডল হইতে অনিষ্টকর উল্কা সমুদায় ও বৃক্ষ হইতে শাখাসমূহ নিপতিত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল অপ্রসন্ন ও বায়ু প্রতিকূল হইয়া উঠিল এবং প্রাণিগণ বারম্বার শঙ্কিত ও ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই পুরুষকে হুতাশন হইতে সমুত্থিত ও দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত দর্শন করিয়া মহর্ষি, পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বগণকে কহিলেন, আমি দৈত্যগণের বিনাশ ও লোকরক্ষার নিমিত্ত অসিনামে এই অমিতপরাক্রম পুরুষকে স্মরণ করিয়াছি। পদ্মযোনি এই কথা কহিবামাত্র সেই পুরুষ স্বীয় পূর্ব্বরূপ পরিহার পূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার খড়্গ লইয়া কালান্তক যমের ন্যায় শোভমান হইল। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা মহাত্মা মহাদেবকে অধর্ম্মনিবারণ সেই তীক্ষ্ণধার অসি প্রদান করিলেন।

ভগবান্ ভূতপতি কমলযোনির নিকট খড়্গ গ্রহণ করিয়াই অন্যরূপ পরিগ্রহ করত চতুর্ভুজ হইলেন। তাঁহার মস্তক সূর্য্যদেবকে স্পর্শ করিল। পরিধান কৃষ্ণাজিন কাঞ্চনময় তারকাসমূহে সুশোভিত হইল। মুখমণ্ডল হইতে বিবিধবর্ণ অগ্নিশিখা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল এবং ললাটলোচন সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও অন্য লোচনদ্বয় কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন ভগনেত্রঘাতক শূলপাণি সেই বিধাতৃপ্রদত্ত কালাগ্নিসদৃশ প্রভাসম্পন্ন খড়্গ ও বিদ্যুদ্বিলসিত জলধরের ন্যায় ভীষণ চর্ম্ম উদ্যত করিয়া যুদ্ধার্থ ভীষণরূপে নানাপ্রকারে বিহরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ঘোরতর গর্জ্জন ও হাস্যশব্দে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল।

তখন দানবেরা, রুদ্রদেব যুদ্ধার্থ অতি ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে জ্বলন্ত অঙ্গার ও লৌহময় অন্যান্য ঘোরতর অস্ত্র সমূহ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং অবিলম্বে তাঁহার সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সকলেই মুগ্ধ ও বিচলিত হইয়া পড়িল। তখন ভগবান্ বিরূপাক্ষ খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক এমন বেগে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতেছিলেন যে, দৈত্যেরা একমাত্র তাঁহাকে সহস্রসংখ্যক বলিয়া বোধ করিয়াছিল। অনন্তর ভগবান্ ভূতনাথ সেই দানবদলের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কাহাকে ছিন্ন, কাহাকে

ভিন্ন, কাহাকে নিপীড়িত এবং কাহাকে বা প্রোথিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার খড়্গপ্রভাবে অসংখ্য দানবের বাহু ছিন্ন, উরু ভগ্ন ও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়াতে তাহারা প্রায় সকলেই ভূতলে নিপতিত হইল। হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ খড়্গপ্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কেহ কেহ ভূগর্ভে, কেহ কেহ গিরিগহ্বরে ও কেহ কেহ সলিলমধ্যে এবং কেহ কেহ বা নভোমার্গে পলায়ন করিল। ঐ সময় সেই ভীষণ সংগ্রামকার্য্য সমুপস্থিত হওয়াতে ভূমিতল মাংস ও রুধির প্রভাবে নিতান্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। দৈত্যগণের রক্তাক্ত কলেবর সকল ইতস্ততঃ নিপতিত হইতে লাগিল; তৎকালে বোধ হইল যেন, সমরাঙ্গন কিংশুকবৃক্ষবিরাজিত পর্ব্বত সমুদায়ে পরিব্যাপ্ত হইতেছে।

ভগবান্ রুদ্রদেব এইরূপে অসুরগণের বধসাধন পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আপনার ভয়ঙ্কর রূপ পরিত্যাগ ও মঙ্গলপ্রদ শিবরূপ ধারণ করিলেন। তখন ঋষি ও দেবগণ সকলে একত্র হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভূতনাথ সেই দৈত্যরক্তাক্ত ধর্ম্মরক্ষার হেতুভূত অসঙ্কুল খড়্গ বিষ্ণুকে অর্পণ করিলে, বিষ্ণু মরীচিমুনিকে মরীচি মহর্ষিগণকে, মহর্ষিগণ দেবরাজকে এবং দেবরাজ লোকপালগণকে উহা প্রদান করিলেন। তৎপরে লোকপালগণ সূর্য্যনন্দন মনুকে সেই খড়্গ অর্পণ করিয়া কহিলেন, তুমি মানবগণের অধীশ্বর; অতএব এই ধর্ম্মনিদান খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাবর্গকে প্রতিপালন কর। মনুষ্যেরা শরীর ও মন এই উভয়ের প্রীতিসাধনার্থ ধর্ম্মসেতু অতিক্রম করিলে, তুমি ধর্ম্মানুসারে যথোপযুক্ত দণ্ডদান দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। লোকে অপরাধ করিলে তাহারে বাক্যদণ্ড বা ধনদণ্ড দ্বারা শাসন করা কর্ত্তব্য। অধিক অপরাধ না করিলে, কাহারও অঙ্গবৈকল্য বা বিনাশ সাধন করা বিধেয় নহে। বাক্যদণ্ডপ্রভৃতি দণ্ড সমুদায়কে খড়্গের প্রতিকৃতিরূপ বলিয়া গণনা করা কর্ত্তব্য।

এইরূপে লোকপালেরা মহামতি মনুকে অসি প্রদান করিলে, তিনি তাঁহাদের শাসনানুসারে সমুদয় নিয়ম প্রতিপালন করত প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে বহুকালের পর স্বয়ং রাজকার্য্যে বিরত হইয়া জনসমাজের রক্ষাবিধানার্থ স্বীয় পুত্র ক্ষুপকে ঐ খড়্গ প্রদান করিলেন। অনন্তর মহামতি ক্ষুপ ইক্ষ্বাকুকে, ইক্ষ্বাকু পুরূরবাকে, পুরূরবা আয়ুকে, আয়ু নহুষকে, নহুষ যযাতিকে, যযাতি পুরুকে, পুরু অমূর্ত্তরয়াকে,

অমূর্ত্তরয়া ভূমিশয়কে, ভূমিশয় ভরতকে, ভরত ঐলবিলকে, ঐলবিল ধুন্ধুমারকে, ধুন্ধুমার কাম্বোজদেশীয় মুচুকুন্দকে, মুচুকুন্দ মরুত্তকে, মরুত্ত রৈবতকে রৈবত যুবনাশ্বকে, যুবনাশ্ব রঘুকে, রঘু ইক্ষ্বাকুবংশীয় হরিনাশ্বকে, হরিনাশ্বর শুনককে, শুনক উশীনরকে, উশীনর ভোজ প্রভৃতি যাদবগণকে, যাদবগণ শিবিকে, শিবি প্রতর্দ্দনকে, প্রতর্দ্দন অষ্টককে, অষ্টক পৃষদশ্বকে, পৃষদশ্ব ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণকে এবং দ্রোণ কৃপাচার্য্যকে সেই খড়্গ অর্পণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত দ্রোণ কৃপাচার্য্য হইতে সেই উৎকৃষ্ট খড়্গ প্রাপ্ত হইয়াছ। কৃত্তিকা ঐ খড়্গের নক্ষত্র, হুতাশন উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, রোহিণী উহার উৎপত্তি স্থান এবং রুদ্রদেব উহার গুরু। এক্ষণে খড়্গের যে গুহ্য আট নাম উচ্চারণ করিলে যুদ্ধে জয় লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অসি, বিসাসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্ম্মপাল। খড়্গ সমস্ত অস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পুরাণে উহা মহাদেবের অস্ত্র বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সমরনিপুণ বীর মাত্রেরই এই খড়্গকে পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে মহারাজ পৃথু হইতে শরাসনের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি শরাসনপ্রভাবেই পৃথিবী হইতে বিবিধ রত্ন ও প্রভূত শস্য সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীমণ্ডল প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অতএব শরাসনেরও সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মাদ্রীনন্দন! এই আমি তোমার নিকট খড়্গোৎপত্তিবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে, ইহলোকে মহীয়সী কীর্ত্তি ও পরলোকে অশেষ সুখ লাভ হয়।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়। ১৬৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে বিশাম্পতে! মহাত্মা ভীষ্মদেব এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির আপনার বাসস্থানে গমন পূর্ব্বক চারি ভ্রাতা ও বিদুরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের প্রভাবেই লোক যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। এক্ষণে ঐ তিনের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম, কোন্‌টি মধ্যম ও কোন্‌টি অধম এবং কাম, ক্রোধ ও লোভ এই ত্রিবর্গ বিজয়ের নিমিত্তই বা কোন্‌টীরে অবলম্বন করিতে হইবে? তৎসমস্ত বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর।

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, প্রথমে প্রতিভাসম্পন্ন প্রকৃততত্ত্বজ্ঞ

বিদুর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অধিকতর অধ্যয়ন, তপোনুষ্ঠান, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞানুষ্ঠান, ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সত্য ও সংযম এই সমস্ত ধর্ম্মের সম্পত্তি। অতএব আপনি স্থিরচিত্তে ধর্ম্মই অবলম্বন করুন। ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। ধর্ম্মপ্রভাবে ঋষি সমুদায় সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ধর্ম্মে সমুদয় লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবতারা ধর্ম্মবল সহকারে উন্নতিলাভ করিয়াছেন এবং অর্থ ধর্ম্মেরই অনুগত। অতএব ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। পণ্ডিতেরা ধর্ম্মকে সর্ব্বোত্তম, অর্থকে মধ্যম ও কামকে অধম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সংযতমনে সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করা অতীব কর্ত্তব্য।

মহামতি বিদুরের এইরূপ বাক্যাবসানে, ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ অর্থশাস্ত্রবেত্তা মহাত্মা ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। অর্থ আবার কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও শিল্প প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যের প্রধান কারণ। অর্থ ব্যতিরেকে ধর্ম্ম ও কাম লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। অর্থবান্ ব্যক্তি অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আচরণ ও দুর্ল্লভ অভিলষণীয় দ্রব্য লাভ করিতে সমর্থ হন। ধর্ম্ম ও কাম অর্থের অঙ্গস্বরূপ। অর্থ সিদ্ধি হইলেই ঐ উভয় সুসম্পন্ন হয়।

সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিরাও সর্ব্বদা ব্রহ্মার ন্যায় অর্থবান্ ব্যক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারীরাও শিরোমুণ্ডন ও জটাজিনধারণ করিয়া দান্ত, ভস্মদগ্ধাঙ্গ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অর্থের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থান করেন। বিদ্বান্ ও শান্তগুণাবলম্বী ব্যক্তিরা সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্রধারী ও শ্মশ্রুল হইয়াও অর্থের অন্বেষণ করিয়া থাকেন। অর্থলাভের কামনাতেই লোকে আস্তিক, নাস্তিক ও সংযমী এবং কুল ক্রমাগত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়। যিনি ভৃত্যগণকে ভোগপ্রদান ও দণ্ড দ্বারা শত্রুগণকে পরাজয় করেন, তিনিই যথার্থ অর্থবান্। ফলতঃ আমার মতে অর্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হে রাজন্! আমার যাহা অভিলাষ, তাহা আমি প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে নকুল ও সহদেব স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে সমুৎসুক হইয়াছে, অতএব আপনি উঁহাদের কথায় কর্ণপাত করুন।

মহাত্মা ধনঞ্জয়ের এইরূপ বাক্যাবসানে, ধর্ম্মার্থকুশল মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! মনুষ্য শয়ন, উপবেশন বা বিচরণ করুক, সর্ব্বাবস্থাতেই নানাবিধ উপায় দ্বারা অর্থ সংস্থানের চেষ্টা করিবে। অর্থ পরম প্রিয় ও নিতান্ত দুর্লভ।

উহা অধিকৃত হইলে, এই জীবলোকে সর্ব্ববাসনাই পূর্ণ হইয়া থাকে। ধর্ম্মসংযুক্ত অর্থ এবং অর্থসংযুক্ত ধর্ম্ম অমৃতমিশ্রিত মধুর ন্যায় অতি রমণীয়। যে ব্যক্তি অর্থবিহীন, তাহার কোন অভিলাষই পূর্ণ হয় না এবং যিনি ধর্ম্মপরায়ণ নহেন, তাঁহার অর্থসদ্ভাব হওয়া নিতান্ত দুর্লভ। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ শূন্য, তাহা হইতে সমুদায় লোক ভীত হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মকে প্রধান আশ্রয় করিয়া অর্থসাধনে যত্নবান্ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা আমাদের এই কথায় বিশ্বাস করে, তাহাদের কিছুই দুর্লভ হয় না। ফলতঃ লোকে অগ্রে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরে ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থোপার্জ্জন এবং তৎপরে কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিবে।

নকুল ও সহদেবের এইরূপ বাক্যাবসানে, মহাত্মা ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কামনাবিহীন, সে কদাপি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের বাসনা করে না; অতএব কামই ত্রিবর্গের মধ্যে উৎকৃষ্ট। ফলমূলাহারী বায়ুভক্ষ্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল বেদবেদান্ত পারগ স্বাধ্যায় নিরত মহর্ষিগণ কামপ্রভাবে শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, দান, প্রতিগ্রহ, ও তপস্যায় নিত্য নিরত রহিয়াছেন। বণিক্, কৃষক, শিল্পী ও দেবশিল্পীগণ কামপ্রভাবেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। অনেকে কামপ্রভাবে সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। কাম নানাবিধ। কামদ্বারাই সমুদায় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। কামশূন্য জীব কখন জন্মে নাই, জন্মিবেনা এবং এখনও বর্ত্তমান নাই অতএব কামই সার পদার্থ। ধর্ম্ম ও অর্থ ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে। যেমন দধি অপেক্ষা নবনীত, তিল অপেক্ষা তৈল, তক্র অপেক্ষা ঘৃত, কাষ্ঠ অপেক্ষা পুষ্প ও ফল উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই শ্রেষ্ঠ। পুষ্প হইতে যেরূপ মধু উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কাম হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাম ধর্ম্মার্থের উৎপত্তিস্থান ও আত্মার স্বরূপ। কাম না থাকিলে, কেহই উপাদেয় মিষ্টান্ন ভক্ষণ বা ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিত না। ফলতঃ কামের প্রভাবেই লোকে নানাবিধ কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। অতএব ধর্ম্মার্থ অপেক্ষা কামই উৎকৃষ্ট পদার্থ। হে রাজন্! আপনি কামপ্রভাবে বিবিধ ভূষণে বিভূষিত মদমত্ত প্রিয়দর্শন প্রমদগণের সহিত বিহার করুন। কামই আমাদের উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া থাকে। আমি ধর্ম্মার্থকামের যাথার্থ্য অবগত হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। ইহাতে আপনার সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। সাধুগণ আমার এই উৎকৃষ্ট যথার্থ বাক্যে অবশ্যই সমাদর করিবেন। ফলতঃ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকেই সমভাবে সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি উহাদের মধ্যে একটীর প্রতি বিশে

যেরূপ পক্ষপাত প্রদর্শন করে, সে অতি অধম ; যে ব্যক্তি সমভাবে দুইটির সেবা করে, সে মধ্যম ; আর যে ব্যক্তি তুল্যরূপে ত্রিবর্গেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে সর্ব্বোত্তম। চন্দনদগ্ধাঙ্গ বিচিত্র মাল্যধারী বীরবর ভীমসেন এইরূপ কামের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া নিরস্ত হইলেন।

সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের সকলের সেই বাক্য শ্রবণ ও তাহা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া সমস্ত অসার বোধ হওয়াতে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! তোমারা সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছ। তোমরা আমাকে যে সমুদায় কথা কহিলে, আমি সেই সমুদায়ই শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, তাহা তোমরা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যে মহাত্মা পাপ বা পুণ্য অনুষ্ঠান করেন না, ত্রিবর্গের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, লোষ্ট্র ও কাঞ্চনকে সমভাবে দর্শন করেন এবং কোন দোষেই লিপ্ত হন না, তিনি সুখ দুঃখ ও অর্থসিদ্ধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। এই জীবলোকে সমস্ত জীবই জন্মমৃত্যুশৃঙ্খলে সংযত এবং জরা ও বিকারের আয়ত্ত। ইহারা এই সমুদায় দুরতিক্রমণীয় ব্যাপারে বারম্বার নিপীড়িত হইয়া মোক্ষকে বিশেষরূপে প্রশংসা করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই মোক্ষ যে কি পদার্থ তাহা আমরা কিছুমাত্র বিদিত নহি। ভগবান্ কমলযোনি কহিয়াছেন, যাহারা সংসারস্নেহে আবদ্ধ থাকে, তাহারা কখনই মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। আর যাঁহারা সাংসারিক সুখ দুঃখে কদাপি অভিভূত না হন, তাঁহাদিগেরই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব কোন বস্তুকেই প্রিয় বা অপ্রিয় বিবেচনা করা উচিত নহে। আমি যাহা কহিলাম, ইহাই সার। যাহা হউক, এই পৃথিবীমধ্যে কেহই আপনার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না। বিধাতা আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি তাহাই করিতেছি। ভগবান্ বিধাতা সমুদায় জীবগণকেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন ; সুতরাং তিনিই বলবান্। ফলতঃ লোকে যখন ত্রিবর্গবিহীন হইলেও মোক্ষলাভ করিতে পারে, তখন মোক্ষই আমার বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা হিতজনক।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে, অর্জ্জুনাদি বীরগণ তাঁহার হেতুযুক্ত মনোগত বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অন্যান্য ভূপালগণও ধর্ম্মাত্মজের সেই বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে প্রীত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে লাগি-

লেন এবং পুনরায় বিজ্ঞবর গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পরম ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন।

—○✱○—

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬৮।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! কিরূপ লোক শান্তস্বভাব! কাহারা ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সময়ে হিতকার্য্য করিয়া থাকে? তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হিতকারী ও হিতবাক্যশ্রোতা সুহৃদ্ অতি দুর্লভ; অতএব আমার বিবেচনায় প্রভূত ঐশ্বর্য্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অপেক্ষা সুহৃদই শ্রেষ্ঠ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য ও কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করা অকর্ত্তব্য; তাহা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা লুব্ধ, ধর্ম্মবিবর্জ্জিত, শঠ, নীচাশয়, পাপিষ্ঠ, শঙ্কিত চিত্ত, উদ্যোগবিহীন, দীর্ঘসূত্রী, কুটিল, লোকনিন্দিত, গুরুদারাপহারী, ব্যসনাসক্ত, দুরাত্মা, নির্লজ্জ, নাস্তিক, বেদনিন্দক, কামাসক্ত, অসত্যপরায়ণ, লোকের দ্বেষভাজন নিয়মলঙ্ঘনশীল, নির্ব্বোধ, কৃতঘ্ন, ছিদ্রান্বেষণতৎপর, মৎসরান্বিত, মদ্যপায়ী, নির্দ্দয়, দুঃশীল, অধীর, নৃশংস ও বঞ্চক; যাহারা সতত কুমন্ত্রণা করিয়া মিত্রের অপকার ও অন্যের অর্থ অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, মিত্রের নিকট যথোচিত অর্থলাভ করিয়াও সন্তুষ্ট না হয়, মিত্রকে সর্ব্বদা অকার্য্যসাধনে নিযুক্ত করে, অনবহিত ও রোষাবিষ্ট হইয়া অযোগ্য লোকের সহিত সহসা বিরোধ এবং হিতকর মিত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, মিত্রের অজ্ঞানতাবশতঃ অল্পমাত্র অপকার হইলেও তাহার প্রতি দ্বেষপরায়ণ হইয়া কেবল স্বকার্য্য সাধনের চেষ্টা করে, মিত্রের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিয়া, শত্রুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, হিত কার্য্যকে বিপরীত জ্ঞান করে, মঙ্গল কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত না হয় এবং সতত প্রাণিগণের বধসাধনে নিরত থাকে, তাহাদিগের সহিত সন্ধি করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা সদ্বংশসম্ভূত, সদ্বক্তা, জ্ঞানবিজ্ঞানবিশারদ, রূপগুণ সম্পন্ন, সৎসংসর্গপরায়ণ, সর্ব্বজ্ঞ, লোভমোহবর্জ্জিত, মাধুর্য্যগুণসম্পন্ন, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, ব্যায়ামশীল, সদ্বংশোদ্ভব, বংশরক্ষক ও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রথিত, সাধ্যানুসারে সৎকার করি-

লেই যাঁহারা পরিতুষ্ট হন, যাঁহাদিগের সহসা রোষ বা বিরাগ উপস্থিত না হয়, যাঁহারা বিরক্ত হইয়াও মনকে পবিত্র রাখেন, স্বয়ং কষ্ট স্বীকার করিয়াও সুহৃৎকার্য্য সাধন করেন, মিত্রের প্রতি বিরাগ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত না হন, ক্রোধ, লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া মিত্রকে নির্ধন পুরুষ ও যুবতী রমণীগণের প্রতি বল প্রকাশ করিতে মন্ত্রণা প্রদান না করেন, লোষ্ট্র ও কাঞ্চনকে সমান জ্ঞান করেন এবং মিত্রের প্রতি একান্ত অনুরাগনিবন্ধন আত্মাভিমানশূন্য হইয়া পরিজনবর্গকে নিগ্রহ করিয়াও সুহৃৎকার্য্য সাধনে যত্নশীল হন, তাঁহারই সন্ধি করিবার যোগ্য পাত্র। যে রাজা ঐ রূপ মনুষ্যগণের সহিত সন্ধি করেন, তাঁহার রাজ্য শুক্লপক্ষীয় চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ জিতক্রোধ মহাবল পরাক্রান্ত ও কুলশীলসমন্বিত মহাত্মাদিগের সহিত সন্ধি করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমি ইতিপূর্ব্বে যে যে ব্যক্তির সহিত সন্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছি, কৃতঘ্ন ও মিত্রঘাতক তাহাদের সকলের অপেক্ষা জঘন্য; অতএব সেই সকল দুরাচারগণকে যত্নসহকারে পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! কাহাকে মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন বলা যায়, তাহা আমি শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি; অতএব আপনি উহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এই স্থলে উত্তর প্রদেশনিবাসী ম্লেচ্ছদিগের দেশে যাহা ঘটিয়াছিল, সেই প্রাচীন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিন মধ্যদেশনিবাসী গোতমনামক এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক ব্রাহ্মণবিবর্জ্জিত গ্রামকে যৎপরোনাস্তি সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামে এক সর্ব্ববর্ণবিশিষ্ট ধনসম্পন্ন দস্যু বাস করিত। ঐ দস্যু ব্রাহ্মণভক্তিপরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও অতিশয় দানশীল ছিল। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সেই দস্যুর গৃহে উপনীত হইয়া তাহার নিকট এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য ও বাসস্থান প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিবামাত্র দস্যু তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহাকে এক যুবতী দাসী ও নূতন বস্ত্র প্রদান করিল। তখন গৌতম যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে সেই দস্যুর গৃহে বাস করত দাসী কুটুম্বদিগের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে বাসনিবন্ধন তাঁহার বাণশিক্ষা করিতে বিশেষ যত্ন উপস্থিত হইল। তখন তিনি প্রতিদিন অরণ্যে গমন পূর্ব্বক দস্যুগণের ন্যায় বনবাসী হংসদিগকে বিনষ্ট করিতে

আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বদা দস্যুগণের সহবাস হওয়াতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার হিংসাপরায়ণ নিষ্ঠুর হত্যাকারী দস্যুর ন্যায় আচরণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি সর্ব্বদা কেবল পক্ষিহত্যাবৃত্তি আশ্রয় করিয়াই সেই দস্যুগ্রামে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অনেক দিবস অতীত হইলে, এক দিন এক জটাজিনধারী স্বাধ্যায়সম্পন্ন বিনীতমূর্ত্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই দস্যুগ্রামে উপনীত হইলেন। ঐ বিশুদ্ধস্বভাব ব্রহ্মচারী গৌতমের স্বদেশীয় প্রিয়সখা ছিলেন। তিনি কদাচ শূদ্রান্ন প্রতিগ্রহ করিতেন না; সুতরাং সেই দস্যুসমাকীর্ণ গ্রামে ব্রাহ্মণগৃহ অন্বেষণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক পর্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে গৌতমগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় গৌতমও হংসভার স্কন্ধে লইয়া শরাসন ও অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক রুধিরাক্ত গাত্রে স্বীয় আবাসে উপনীত হইলেন। সমাগত দ্বিজবর গৌতমকে গৃহদ্বারে উপস্থিত দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিপ্র! তুমি মধ্যদেশে সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মোহবশতঃ কি নিমিত্ত দস্যুভাবাপন্ন ও গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এক্ষণে পূর্ব্বতন বেদজ্ঞ বিখ্যাত জ্ঞাতিগণকে স্মরণ করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য। তুমি সেই মহাত্মাদিগের কুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছ। যাহা হউক, অতঃপর স্বয়ং আপনার তত্ত্ব অনুসন্ধান পূর্ব্বক সত্য, শীল, বিদ্যা, দম ও দয়ার অনুবর্ত্তী হইয়া অচিরাৎ এই স্থান পরিত্যাগ করা তোমার কর্ত্তব্য।

আগন্তুক ব্রহ্মচারী গৌতমের হিত কামনায় এই কথা কহিলে, গৌতম আর্ত্তস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আমি ধনবিহীন ও বেদজ্ঞান শূন্য, এই নিমিত্তই ধনাভিলাষী হইয়া এই স্থানে উপনীত হইয়াছি। অদ্য আপনারে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই রাত্রি আমার আবাসে অতিবাহিত করুন; কল্য প্রাতে আমরা উভয়েই এখান হইতে গমন করিব। গৌতম এই কথা কহিলে, ব্রহ্মচারী তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া সে রাত্রি সেই স্থানেই অবস্থিতি করিলেন; কিন্তু ক্ষুধায় নিতান্ত অভিভূত হইয়াও কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না।

একোনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৬৯।

পরদিন প্রাতঃকালে সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলে, গৌতম

স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং গমনকালে পথিমধ্যে কতকগুলি সমুদ্রগমনোন্মুখ বণিক্‌দিগকে দেখিতে পাইয়া পরমানন্দে তাহাদিগেরই সহিত গমন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে সেই বণিকেরা কোন পর্ব্বতগহ্বরে প্রবেশ করিলে, এক মত্ত মাতঙ্গ সহসা বহির্গত হইয়া সেই বণিক্‌দিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে গৌতম যার পর নাই ভীত হইয়া বহু কষ্টে সেই মাতঙ্গের নিকট পরিত্রাণ পাইয়া প্রাণরক্ষার্থ প্রাণপণে উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এবং অসহায় হইয়া একাকী কিম্পুরুষের ন্যায় বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি সমুদ্রগমনের পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে নন্দন বনের ন্যায় রমণীয় এক বনে উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন যে, তথায় বৃক্ষ সমুদায় সতত ফলপুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে। আম্র বৃক্ষ সর্ব্ব ঋতুতেই ফল প্রসব করিতেছে। শাল, তাল, তমাল, চন্দন ও কালাগুরু বৃক্ষ ঐ স্থানের অসাধারণ শোভা সম্পাদন করিয়াছে। যক্ষ ও কিন্নরগণ সতত উহাতে বিহার করিতেছে এবং মনুষ্যবদন ভারুণ্ড ও ভূলিঙ্গ প্রভৃতি সামুদ্রিক ও পার্ব্বতীয় বিহঙ্গগণ রমণীয় মধুর গন্ধে আমোদিত পর্ব্বতপ্রস্থে সুস্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গৌতম সেই সকল বিহঙ্গমের শ্রুতিসুখাবহ সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক কাঞ্চনবালুকাসমাচ্ছন্ন স্বর্গতুল্য সুরম্য সমতল প্রদেশে একটী বটবৃক্ষ অবলোকন করিলেন। উহার শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে উহা ছত্রের ন্যায় শোভমান হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ সতত ফলকুসুমে পরিশোভিত ও উহার মূলদেশ চন্দনসলিলে সংসিক্ত। গৌতম সেই মনোহর পবিত্র বটবৃক্ষ অবলোকন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে উহার মূলদেশে উপবেশন করিলেন। সেই সময় সুগন্ধি সমীরণ গৌতমের শরীর পুলকিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৌতম সেই সুশীতল বায়ুপ্রভাবে গতশ্রম হইয়া তথায় পরম সুখে শয়ন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সূর্য্যদেব অস্তমিত ও সায়ংকাল প্রাদুর্ভূত হইল। এই অবসরে ব্রহ্মার প্রিয়সখা কশ্যপতনয় নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক ব্রহ্মলোক হইতে তথায় আগমন করিল। উহার আর একটী নাম রাজধর্ম্মা। ঐ পক্ষী দেবকন্যার গর্ভজাত ও দেবতার ন্যায় প্রভাশালী।

গৌতম সেই সমলঙ্কৃতদেহ পক্ষীকে অবলোকন করিবামাত্র সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া উহাকে বিনাশ

কোথায় এবং আপনি কোন্ বংশেই বা দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে যথার্থরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। তখন গৌতম কহিলেন, মহারাজ! আমি যথার্থ কহিতেছি, মধ্যদেশ আমার জন্মভূমি; কিরাতভবন আমার বাসস্থান এবং আমি এক বিধবা শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছি।

গৌতম এই কথা কহিলে, রাক্ষসরাজ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। ইনি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজধর্ম্মের সহিত ইহার সৌহার্দ্দ আছে এবং সেই মহাত্মাই ইহারে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজধর্ম্ম আমার ভ্রাতা, বান্ধব ও প্রিয় সখা; অতএব যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন, আমাকে তাহাই করিতে হইবে। আজি কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী আজি আমাকে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। আমি সেই উপলক্ষে ইহারেও ভোজন করাইয়া প্রভূত ধন দান করিব। ইনি আমার ভাগ্যক্রমেই এই পবিত্র দিনে আমার গৃহে অতিথি হইয়াছেন। অপর বিপ্রগণকে যে সকল ধন দান করিতে হইবে, তাহাও প্রস্তুত রহিয়াছে।

রাক্ষসরাজ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কৃতস্নান পট্টবস্ত্রধারী নানালঙ্কারভূষিত সহস্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তথায় উপনীত হইলেন। রাক্ষসাধিপতি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র সত্বরে গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। ভৃত্যেরা তাঁহার আজ্ঞাক্রমে ব্রাহ্মণগণকে দিব্যকুশাসন সকল প্রদান করিল। অনন্তর ব্রাহ্মণেরা কুশাসনে উপবেশন করিলে, রাক্ষসেন্দ্র বিধিপূর্ব্বক তিল, কুশ ও জলদ্বারা তাঁহাদের পূজা করিলেন। পিতৃলোক, হুতাশন ও বিশ্বদেবের প্রতিমূর্ত্তি সমুদায় গন্ধপুষ্পাদি বিবিধ উপচার দ্বারা পূজিত হইয়া শশধর সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসেন্দ্র সেই বিপ্রগণকে ঘৃতমধুসংযুক্ত দিব্যান্নপরিপূর্ণ হীরকাঙ্কিত স্বর্ণপাত্র সমুদায় প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রতিবৎসর আষাঢ়ী ও মাঘী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষসের গৃহে পরম সমাদরে স্বেচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোজন দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন। আর শরৎকাল অতীত হইলে, কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষস বিপ্রগণকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতেন। রাক্ষসেন্দ্র তদনুসারে ঐ দিন দক্ষিণা দানের নিমিত্ত অজিন, রাঙ্কব, সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, প্রবাল ও মহামূল্য হীরক প্রভৃতি বিবিধ রত্ন সমুদায় রাশীকৃত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, বিপ্রগণ! আপনারা স্বেচ্ছানুসারে

মহাত্মা বিরূপাক্ষ এই কথা কহিবামাত্র বিপ্রগণ স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসরাজ নানাদেশ হইতে সমাগত রাক্ষসদিগকে ব্রাহ্মণগণের অনিষ্টসাধনে নিবারণ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বিপ্রগণ! কেবল আজিকার দিবস রাক্ষস হইতে আপনাদের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। অতএব আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না; অচিরাৎ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। সেই ব্রাহ্মণেরা যথেষ্ট ধন গ্রহণ করিয়া চারি দিকে ধাবমান হইলেন। সেই সময় গৌতমও অতিভার স্বর্ণভার গ্রহণ পূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই বটবৃক্ষমূলে উপনীত ও উপবিষ্ট হইলেন।

কিঞ্চিৎক্ষণ পরে মিত্রবৎসল রাজধর্ম্ম তথায় আগমন করিল এবং গৌতমকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্ন করত মহানন্দে স্বীয় পক্ষপুট বীজনদ্বারা তাঁহার শ্রমাপনোদন পূর্ব্বক খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিল। তখন গৌতম উত্তমরূপে আহার ও বিশ্রাম করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি লোভপ্রযুক্ত শ্রমোপজীবীর ন্যায় এই ভার সংগ্রহ করিয়াছি। বিশেষতঃ আমারে দূর পথে গমন করিতে হইবে; কিন্তু পথিমধ্যে আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারি, এমন কোন আহারসামগ্রীই দেখিতেছি না, অতএব এক্ষণে এই বককেই নিহত করা কর্ত্তব্য। ইহার দেহ মাংসরাশিতে পরিপূর্ণ। ঐ মাংসদ্বারা আমার অক্লেশেই পাথের নির্ব্বাহ হইবে। দুর্ম্মতি কৃতঘ্ন গৌতম মনে মনে এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া বকরাজের সংহারার্থ গাত্রোত্থান করিলেন।

—০✱০—

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৭২।

হে ধর্ম্মরাজ! গৌতম যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, বকরাজ সেই স্থানের অনতিদূরে হুতাশন প্রজ্বালিত করিয়া স্বয়ং বিশ্বস্তমনে ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশে শয়ান রহিয়াছিল। পাপপরায়ণ গৌতম ঐ বককে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রিত দেখিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন দ্বারা তাহারে বিনষ্ট করিলেন। ঐ সময় ঐ কার্য্য যে নিতান্ত পাপজনক, তাহা একবারও তাঁহার চিত্তে উদয় হইল না; প্রত্যুত যৎপরোনাস্তি আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন তিনি ঐ বককে পক্ষরোমশূন্য ও অনলে সুপক্ক করিয়া সেই সমুদায় সুবর্ণের সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতপদসঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সেই দিন গত হইলে, রাক্ষসেন্দ্র বিরূপাক্ষ স্বীয় সখা রাজধর্ম্মকে নিরীক্ষণ না করিয়া আপনার পুত্রকে কহিল বৎস! আজি রাজধর্ম্মকে অবলোকন করিতেছি না কেন? সে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ব্রহ্মাকে বন্দনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়া থাকে; প্রত্যাগমনকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কখনই গৃহে গমন করে না। কিন্তু আজি দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল, সে আমার গৃহে আগমন করে নাই। তাহার নিমিত্ত আমার চিত্ত সাতিশয় বিচলিত হইতেছে; অতএব তুমি শীঘ্র তাহার অনুসন্ধান কর। আমার বোধ হইতেছে যে, সেই স্বাধ্যায়শূন্য ব্রাহ্মণ্যবিহীন দ্বিজাধম গৌতম তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকিবে। সেই দুরাত্মার ভাবভঙ্গী দেখিয়াই তাহাকে ভীষণাকার নির্দ্দয় দুষ্ট ও দস্যুর ন্যায় জঘন্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ঐ দুরাত্মা সেই স্থানে গমন করাতেই আমার চিত্ত সাতিশয় বিচলিত হইতেছে; অতএব তুমি অচিরাৎ রাজধর্ম্মের আবাসে গমন করিয়া সে জীবিত আছে কি না, তাহা অবগত হইয়া আইস।

রাক্ষসেন্দ্র বিরূপাক্ষ এই প্রকার আদেশ করিলে, তাঁহার পুত্র অন্যান্য রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ রাজধর্ম্মের আবাসে উপনীত হইয়া সেই বটবৃক্ষের নিকট তাহার অস্থি সকল নিপতিত অবলোকন করিল। বকের অস্থি দর্শনে রাক্ষসনন্দনের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন সে অবিরল বাষ্পাকুললোচনে গৌতমকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে অন্যান্য রাক্ষসগণের সহিত ধাবমান হইল এবং বহুদূরে গৌতমকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে রাজধর্ম্মের পক্ষাস্থিচরণশূন্য মৃত দেহের সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক মেরুব্রজে রাক্ষসাধিপতি বিরূপাক্ষের নিকট গমন করিল। রাক্ষসরাজ স্বীয় মিত্রের মৃত দেহ দর্শনে দুঃখে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া অমাত্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার গৃহমধ্যে রাজধর্ম্মের বিয়োগনিবন্ধন ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিল।

অনন্তর মিত্রবৎসল বিরূপাক্ষ কৃতঘ্ন গৌতমের প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় পুত্রকে কহিলেন, বৎস! তুমি অন্যান্য রাক্ষসদিগের সহিত মিলিত হইয়া অচিরাৎ এই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বধসাধন কর। ইহার মাংস ভোজন করিয়া রাক্ষসেরা পরিতৃপ্ত হউক। এই দুর্ম্মতি নিতান্ত পাপপরায়ণ; আমার বিবেচনায় তোমাদের হস্তে ইহার

মৃত্যুলাভ হওয়াই শ্রেয়। রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ এইরূপ আদেশ করিলে, তত্রত্য ঘোরবিক্রম রাক্ষসগণ তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, রাজন্! এই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে আমাদের কিছুতেই প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না। আপনি ইহাকে দস্যুদিগের হস্তে অর্পণ করুন। এই পাপিষ্ঠকে আমাদের আহারার্থ প্রদান করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। রাক্ষসেরা বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, বিরূপাক্ষ তাহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, তবে আজিই এই কৃতঘ্ন বিপ্রের দেহ দস্যুগণের হস্তে অর্পণ কর।

তখন সেই রাক্ষসেরা রাক্ষসরাজের অনুমতিক্রমে পট্টিশদ্বারা গৌতমের কলেবর খণ্ড খণ্ড করিয়া দস্যুদিগের হস্তে প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু দস্যুগণও সেই নীচাশয়ের মাংসভক্ষণে ইচ্ছুক হইল না। হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন হয়, রাক্ষসগণও তাহাকে ভক্ষণ করে না। যে মনুষ্য ব্রহ্মঘ্ন, মদ্যপায়ী, তস্কর ও ব্রতঘাতক, তাহার বরং নিস্তার আছে, কিন্তু যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, তাহার কোনরূপে নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। যে নরাধম মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও নৃশংস, সে রাক্ষস বা অন্যান্য কীটদিগেরও খাদ্য দ্রব্যমধ্যে পরিগণিত হয় না।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৭৩।

অনন্তর প্রবলপ্রতাপ বিরূপাক্ষ নানারত্নবিভূষিত বস্ত্রালঙ্কারসমন্বিত সুগন্ধময় চিতা প্রস্তুত ও প্রজ্বলিত করিয়া বিধানানুসারে বিহগরাজ রাজধর্ম্মের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় বকমাতা দাক্ষায়ণী ঐ চিতার উপরিভাগে প্রাদুর্ভূতা হইলেন। তাঁহার আস্যদেশ হইতে অবিরত ক্ষীরমিশ্রিত ফেন নির্গত হইতে লাগিল। সেই ফেন রাজধর্ম্মের চিতাতে নিপতিত হওয়াতে বকপতি উহার স্পর্শমাত্র পুনরুজ্জীবিত হইয়া চিতা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের নিকট উপনীত হইল। ঐ সময় সুররাজ ইন্দ্র সেই রাক্ষসভবনে সমাগত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি সৌভাগ্যক্রমে রাজধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছ; এক্ষণে আমি উহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে ঐ বকরাজ রাজধর্ম্ম ভগবান্ ব্রহ্মার সভাস্থলে উপস্থিত না

হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে যখন সে আমার সভায় সমাগত হইলনা, তখন তাহাকে নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে হইবে। হে রাক্ষসরাজ! ভগবান্ কমলযোনির সেই শাপপ্রভাবেই এই বকপতি গৌতম কর্ত্তৃক নিহত হইয়াও অমৃত-স্পর্শে পুনরায় জীবন লাভ করিল।

দেবরাজ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, রাজধর্ম্ম তাঁহাকে প্রণতি-পূর্ব্বক কহিল, ত্রিদশেশ্বর! যদি আমার প্রতি আপনার অনুকম্পা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আপনি আমার পরম মিত্র গৌতমকে জীবন প্রদান করুন। তখন সুররাজ ইন্দ্র বকের প্রার্থনাবাক্য শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া অমৃত নিষেকদ্বারা গৌতমকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। অনন্তর বকপতি রাজধর্ম্ম পাপাত্মা মিত্র গৌতমকে তাহার ধনসম্পত্তির সহিত গমন করিতে আদেশ করিয়া প্রীতমনে স্বীয় আবাসে গমন পূর্ব্বক তথা হইতে ব্রহ্মভবনে উপনীত হইলেন ভগবান্ ব্রহ্মা মহামতি রাজধর্ম্মকে সন্দর্শন করিয়া যথাবিধানে তাহার অতিথি সৎকার করিলেন। এ দিকে গৌতমও কিরাতসদনে উপনীত হইয়া সেই শূদ্রার গর্ব্ভে দুষ্কর্ম্মশীল পুত্র সমুদায় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। গৌতম বক বধ করিলে, দেবতারা তাঁহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে এই কৃতঘ্ন পাপাত্মা গৌতম বিধবা শূদ্রার গর্ব্ভে কতকগুলি পুত্রোৎপাদন করিয়া পরিণামে নিরয়গামী হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহর্ষি নারদ আমার নিকট যে ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা স্মরণ করিয়া তোমার নিকট অবিকল কীর্ত্তন করিলাম। কৃতঘ্নের যশ, আশ্রয় বা সুখ কোথাও নাই। কৃতঘ্নেরা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। উহাদের কিছুতেই নিস্তার নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা কাহারও উচিত নহে। মিত্রদ্রোহী ব্যক্তিকে চিরকাল ঘোরতর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মিত্রের হিতার্থী ও কৃতজ্ঞ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। মিত্র হইতে সম্মানলাভ, ভোগ্য বস্তুর উপভোগ ও বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। অতএব বিবিধরূপে মিত্রের অর্চ্চনা করা বিচক্ষণ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সুপণ্ডিত ব্যক্তি পাপপরায়ণ কৃতঘ্ন ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিবেন। মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি কুলাঙ্গার, পাপাত্মা ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্নের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর শুনিতে অভিলাষ হয়, তাহা ব্যক্ত কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনমেজয়! মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মদেবের নিকট এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন।

আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় সম্পূর্ণ।

—০:০—

মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৭৪।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! আপনি শুভ রাজধর্ম্মাশ্রিত আপদ্ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম সমস্ত আশ্রমীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্ত্তন করুন্।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্ম বহুদ্বারসঙ্কুল। যে কোন প্রকারে হউক, ধর্ম্মাচরণ করিলে, উহা কখনই বিফল হয় না। আশ্রমসমূহে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমূহের ফল অদৃশ্য। পরলোকেই ঐ সকলের ফল লব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু তপস্যার ফল দৃশ্য। তপোনুষ্ঠান দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মিলে, ইহলোকেই ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার ও অপার আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। লোকে যে যে বিষয়ে একান্ত আসক্ত হয়, সেই সেই বিষয়ই তাহার শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা চিত্তকে পবিত্র করিতে পারিলেই সংসার তৃণাদির ন্যায় তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দেহধারী হইয়া জনসমাজে বদ্ধ থাকে তাহাকে নিশ্চয়ই অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহলোকে মোক্ষলাভের নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিবেন।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! অর্থনাশ বা পুত্র কলত্র ও পিতার মৃত্যু হইলে, কোন্ বুদ্ধি অবলম্বন দ্বারা শোক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন্।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ধনক্ষয়, পিতৃবিয়োগ ও স্ত্রীপুত্রের নিধন নিবন্ধন যে ব্যক্তি কাতর হয়, সে শম গুণাদি অবলম্বন পূর্ব্বক শোক নিবারণ করিবে। এই উপলক্ষে আমি একটি পুরাতন ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ পুত্রশোকসন্তপ্ত মহারাজ সেনজিতের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, রাজন্! তুমি অজ্ঞানের ন্যায় কি নিমিত্ত অনুতাপ

করিতেছ? কিছুদিন পরে তোমার নিমিত্তও লোকে শোক প্রকাশ করিবে এবং যাহারা তোমার নিমিত্ত শোকার্ত্ত হইবে, তাহারাও আবার শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ কি তুমি, কি আমি, কি তোমার অনুচরগণ সকলেই যে পুরুষ হইতে ইহলোকে আগমন করিয়াছে, পরিশেষে তাঁহাতেই লীন হইবে।

সেনজিৎ কহিলেন, ভগবন্! আপনি কিরূপ বুদ্ধি, তপস্যা, সমাধি, জ্ঞান ও শাস্ত্রবল আশ্রয় করিয়া বিষাদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষী সমুদায় প্রাণীকেই স্ব স্ব কর্ম্মনিবন্ধন দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। আমি আপনার আত্মাকেও আপনার বলিয়া বিবেচনা করি না। আবার সমস্ত জগৎকেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। আর পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুতেই যে, আমার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তিগণের অধিকার আছে, ইহাও আমি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি। এই জন্যই আমার মনে হর্ষ বা বিষাদ উপস্থিত হয় না। যেমন মহাসাগরমধ্যে দুই খণ্ড কাষ্ঠ একবার পরস্পর মিলিত ও পুনর্ব্বার পৃথগ্ভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ লোকের পুত্রপৌত্র জ্ঞাতি সম্বন্ধী ও ভৃত্য আত্মীয়বর্গ একবার তাহার সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন পরে বিয়োগ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে যখন সংসারমধ্যে আত্মীয়গণের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন তাহাদের স্নেহে অভিভূত হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। তোমার পুত্র চক্ষুর অগোচর চিন্ময় মহাপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, পুনরায় তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমার সেই পুত্র তোমার যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারে নাই এবং তুমিও তাহারে বিশেষরূপ জানিতে পার নাই; তবে তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? বিষয়লাভে তৃপ্ত না হওয়াই দুঃখের ও দুঃখনাশই সুখের কারণ। সুখ হইতে দুঃখ ও দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জগতে সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে; সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের অবসানে সুখ লাভ করিয়া থাকে। কেহই চিরকাল দুঃখ বা সুখ ভোগ করে না। তুমি পূর্ব্বে সুখ ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে দুঃখ ভোগ করিতেছ, কিছুদিন পরে সুখ ভোগ করিতে পারিবে। কেহই সুখ ও দুঃখের আশ্রয় স্বরূপ; অতএব শরীরিগণ শরীর দ্বারা যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। জীবন দেহের সহিতই উৎপন্ন হয়, দেহের সহিতই বর্ত্তমান থাকে এবং

দেহের সহিতই বিনষ্ট হইয়া যায়। বিষয়াসক্ত অকৃতার্থ মনুষ্যগণ নানাপ্রকার স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া সলিলস্থ সিকতাময় সেতুর ন্যায় অচিরাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তৈলকারগণের ন্যায় অজ্ঞানসম্ভূত ক্লেশপরম্পরা তিলরাশির ন্যায় প্রাণিগণকে আক্রমণ করিয়া সংসার চক্রে অবিরত নিপীড়িত করিতেছে। নির্ব্বোধ মানবগণ ভার্য্যাদির পোষণার্থ চৌর্য্য প্রভৃতি বিবিধ কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বয়ং একাকী উভয়লোকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা পুত্রকলত্র কুটুম্বাদির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই মহাপঙ্কে নিপতিত জীর্ণ বনহস্তীর ন্যায় শোকার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়। ধনক্ষয়, পুত্রবিয়োগ ও জ্ঞাতিবন্ধু প্রভৃতি আত্মীয় বর্গের মৃত্যু হইলে লোকে দাবানলতুল্য বিষম দুঃখে দগ্ধ হইয়া থাকে। এই সংসারমধ্যে সুখ দুঃখ এবং ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য সমুদায়ই দৈবায়ত্ত। কি বন্ধুবিহীন, কি বন্ধুসম্পন্ন, কি শত্রুসমাক্রান্ত, কি মিত্রগণের সমাদৃত, কি নির্ব্বোধ সমুদায় ব্যক্তিই দৈবপ্রভাবে সুখলাভ করিয়া থাকে। সুহৃদ্গণ সুখের ও শত্রুগণ দুঃখের হেতু নহে। প্রজ্ঞাপ্রভাবে অর্থ ও অর্থ হইতে সুখ লাভ হয় না। বুদ্ধি ধনলাভের ও মূঢ়তা অর্থনাশের কারণ নহে। কি বুদ্ধিমান্, কি নির্ব্বোধ, কি বীর, কি ভীরু, কি অলস, কি দীর্ঘদর্শী, কি দুর্ব্বল, কি বলবান, সকলকেই সুখ আশ্রয় করিয়া থাকে। ফলতঃ দৈব যাহারে সুখ প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়। দৈব অনুকূল না হইলে, সুখভোগের চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল। বৎস, গোপ, স্বামী ও তস্কর ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী; অন্যের তাহার প্রতি মমতাপ্রকাশ করা বিড়ম্বনামাত্র। ইহলোকে যাঁহারা সুষুপ্তি লাভ করিতে পারেন, অথবা যাঁহারা সতত নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ব্রহ্মপদার্থ লাভে সমর্থ হন। ভেদদর্শীদিগকে অবশ্যই কষ্ট ভোগ করিতে হয়। পণ্ডিতগণ সমাধি বা সুষুপ্তি আশ্রয় করিয়া থাকেন; অন্য পথে পদার্পণ করিতে কখনই তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে না। ফলতঃ সুষুপ্তি ও সমাধি দ্বারাই লোকের যথার্থ সুখভোগ হইয়া থাকে। যাঁহারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিসুখ লাভ করিয়া সুখ দুঃখশূন্য ও মাৎসর্য্যবিহীন হইয়াছেন, অর্থ বা অনর্থ কখনই তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, অথচ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে অবশ্যই সতত সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সদসদ্বিবেকবিহীন গর্ব্বিত মূর্খেরাই শত্রুজয় ও পরের অবমাননা করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের ন্যায় যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া

সর্ব্বদা কালযাপন করিয়া থাকে। সুখের পরিণামেই দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যাদক্ষ ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে; অলস ব্যক্তি কখনই ঐ দুই পদার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কি সুখ, কি দুঃখ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয় যাহাই উপস্থিত হউক না কেন, সুস্থচিত্তে তাহাই অনুভব করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। এই সংসারে শোক ও ভয়ের বিষয় সহস্র সহস্র রহিয়াছে। ঐ সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিদিগকে অভিভূত করে, পণ্ডিতগণকে কদাপি বিচলিত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, কৌশলজ্ঞ, শাস্ত্রাভ্যাসনিরত, অসূয়াবিহীন, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি স্থিরচিত্ত হইয়া সমাধি দ্বারা ব্রহ্মভূত হইতে পারেন, লোকে কখনই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। দেহের কোন অঙ্গও যদি শোক, ত্রাস, দুঃখ ও আয়াসের হেতু হয়, তাহা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিষয় সকলের মধ্যে যাহাতে মমতা জন্মে, তাহাই পরিতাপের হেতু হইয়া উঠে। আর যাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, তৎসমুদায় হইতেই সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিষয়সুখাসক্ত মনুষ্য বিষয়সুখ অন্বেষণ করিতে করিতে বিনষ্ট হয়। ঐহিক বিষয়সুখ বা স্বর্গীয়সুখ বৈরাগ্যজনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি বলবান্ কি দুর্ব্বল সকলেই পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ কার্য্যের ফলভোগ করিবে। এইরূপে সুখ দুঃখ এবং প্রিয় অপ্রিয় বিষয় জীবমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে। পণ্ডিতেরা ঐ বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া কিছুতেই অভিভূত হন না। তাঁহারা সর্ব্বদা বিষয় সমূহের নিন্দা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং কামকে ক্রোধের মূল ও লোকক্ষয়ের হেতু বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পুরুষের বিষয়বাসনা সকল কূর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তখনই তিনি আত্মজ্যোতিপ্রভাবে স্বয়ং আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। যখন তিনি ভয়, বিষয়ানুরাগ ও বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন, যখন কায়মনোবাক্য কাহারও অনিষ্টচেষ্টা না করেন এবং যখন তাঁহা হইতে কেহই ভীত না হয়, সেই সময়েই তাঁহার পরম পদার্থ ব্রাহ্মপদার্থ লাভ হইয়া থাকে। আর যখন তিনি সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ ভয়, অভয় এবং প্রিয় অপ্রিয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন সেই সময়েই তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়া উঠে। দুর্ম্মতিরা যাহা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না, মনুষ্য জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না এবং যাহা প্রাণান্তকর রোগ বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই বিষয়তৃষ্ণাকে যিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী।

পূর্ব্বে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা যাহা কহিয়াছিল এবং ক্লেশের সময় যেরূপ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিল, আমি এই উপলক্ষে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ঐ বেশ্যা সঙ্কেতস্থানে স্বীয় প্রিয়তমকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল। সেই কষ্টের সময় দৈবপ্রভাবে তাহার শান্তবুদ্ধি উপস্থিত হইল। তখন সে ক্ষোভ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, হায়! যে সর্ব্বান্তর্যামী নির্ব্বিকার পুরুষ আমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, আমি এতকাল কামাদিদ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি। এক দিনও হৃদয়ানন্দকর পরমাত্মার শরণাগত হই নাই। আজি আমি আত্মজ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞানস্তম্ভযুক্ত নবদ্বারসম্পন্ন গৃহ সমাচ্ছন্ন করিব। পূর্ব্বে যে ব্যক্তির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলাম, সেই ব্যক্তি সমাগত হইলে, কখনই তাহারে কান্ত বলিয়া বোধ করিব না। এক্ষণে আমার তত্ত্বজ্ঞান সমুপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং সেই নরকরূপী ধূর্ত্তেরা পুনরায় আমাকে বাঞ্চনা করিতে সমর্থ হইবে না। দৈববলও জন্মান্তরীণ পুণ্যফলে অনর্থও অর্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে। আজি আমি জ্ঞানবলে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ ও জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়াছি। আশাবিহীন মহাত্মারাই পরম সুখে নিদ্রিত হইয়া থাকেন। আশা পরিত্যাগ অপেক্ষা পরম সুখের কারণ আর কিছুই নাই। পিঙ্গলা এইরূপে আশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিল।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! রাজা সেনজিৎ ব্রাহ্মণের এই সমস্ত ও অন্যান্য যুক্তিসঙ্গত উপদেশ শ্রবণ করিয়া শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৭৫।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন পিতামহ! এই সর্ব্বভূতক্ষয়কর কাল অতি সত্বরে অতিক্রান্ত হইতেছে; সুতরাং মনুষ্য কি প্রকারে শ্রেয়োলাভ করিবে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! আমি এই উপলক্ষে পিতা পুত্র সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কোন স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণের মেধাবী নামে এক মেধাবীপুত্র ছিলেন। একদা সেই মোক্ষধর্ম্মার্থকুশল লোকতত্ত্বজ্ঞ মেধাবী পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

তাত! মনুষ্যের পরমায়ু অতি সত্বরে ক্ষয় হইতেছে; ধীরস্বভাব ব্যক্তি ইহা অবগত হইয়া কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, আপনি তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব।

পিতা কহিলেন, বৎস! মনুষ্য প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে পিতৃগণের উদ্ধারার্থ পুত্রোৎপাদনের বাসনা করিবে এবং পরিশেষে বিধানানুসারে অগ্ন্যাধান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক মুনি হইবে।

পুত্র কহিলেন, পিতঃ! এই জীবলোক সতত অভিভূত ও আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে অমোঘ বিষয় সমুদায় গমনাগমন করিতেছে; সুতরাং আপনি কি রূপে আমারে ঐ রূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং কোন কার্য্যানুষ্ঠান না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন?

পিতা কহিলেন, বৎস! তুমি আমাকে কি জন্য এইরূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিলে? জীবলোক কোন্ বস্তু দ্বারা অভিভূত ও কোন্ বস্তু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে কি রূপ অমোঘ বিষয় সমুদায়ই বা সতত যাতায়াত করিতেছে?

পুত্র কহিলেন, পিতঃ! এই জীবলোক সর্ব্বদা জরা দ্বারা অভিভূত ও ও মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে আয়ুনাশক রাত্রি সমুদায় পর্য্যায়ক্রমে গতায়াত করিতেছে। আপনি কি জন্য ইহা পরিজ্ঞাত হইতেছেন না। যখন আমি বিশেষরূপে বিদিত হইয়াছি যে, রাত্রি সমুদায় প্রতিনিয়ত জগতে সঞ্চরণ করিয়া লোকের আয়ু নাশ করিতেছে এবং মৃত্যু ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, তখন কি প্রকারে অজ্ঞানধ্বান্তে সমাচ্ছন্ন হইয়া কালাতিপাত করিব। প্রত্যেক রাত্রি যখন লোকের আয়ু নাশ করিতেছে, তখন মনুষ্যের জীবিত কাল অতি অকিঞ্চিৎকর। যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন অল্পজলস্থ মৎস্যের ন্যায় কোন ব্যক্তিই সুখলাভে সমর্থ হয় না। মনুষ্যের বাসনা সুসম্পন্ন না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহারে আক্রমণ করে এবং ব্যাঘ্রী যেরূপ মেষকে গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ সে বিষয়াসক্ত চিত্ত কাম্য ধর্ম্মের ফলভোগে প্রবৃত্ত মনুষ্যকে লইয়া গমন করে। অতএব যাহা আপনার শ্রেয়স্কর, তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা শ্রেয়। তদ্বিষয়ে কাল প্রতীক্ষা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। লোকের কার্য্য অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহারে আকর্ষণ করিয়া থাকে; সুতরাং যাহা পরদিনের কার্য্য; তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা উচিত এবং যাহা অপরাহ্নে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নেই সম্পন্ন করা বিধেয়।

লোকের কার্য্য সমাধা হউক বা না হউক, মৃত্যু তাহার প্রতীক্ষা করে না এবং কোন্ দিন যে মৃত্যু হইবে, তাহাও কেহ অবধারণ করিতে পারে না। মনুষ্যের জীবন অনিত্য; অতএব যৌবনাবস্থাতেই ধর্ম্মানুশীলন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সুখ লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য মোহপ্রভাবে স্ত্রীপুত্রাদির কার্য্যসাধনে উদ্যত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই যে কোন প্রকারে হউক, উহাদিগকে ভরণ পোষণ করে; কিন্তু ব্যাঘ্র যেমন নিদ্রিত মৃগকে লইয়া যায়, তদ্রূপ মৃত্যু সেই বিষয়সম্ভোগে অপরিতৃপ্ত পুত্রাদি পরিবৃত মনুষ্যকে অনায়াসে হরণ করিয়া থাকে। লোকে এই কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই কার্য্য অর্দ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই মৃত্যুর বশীভূত হয়। মনুষ্য কিছুমাত্র কর্ম্মের ফল উপভোগ না করিতে করিতেই এবং ক্ষেত্র, গৃহ ও বিপণী কার্য্যে সংসক্ত থাকিতে থাকিতেই মৃত্যু তাহারে আত্মসাৎ করে। কি দুর্ব্বল, কি সবল, কি শূর, কি ভীরু, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, মৃত্যু কাহারেই পরিত্যাগ করে না। হে তাত! যখন মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বিবিধ নিমিত্তসমুৎপন্ন দুঃখ সমুদায় শরীরকে আশ্রয় করিয়া আছে, তখন আপনি কিরূপে সুস্থের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন? জীব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র জরা ও মৃত্যু তাহার বিনাশসাধন করিবার নিমিত্ত তাহারে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই জরা ও মৃত্যু দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থই আক্রান্ত ও অভিভূত রহিয়াছে। গ্রামে বাস মৃত্যুমুখে অবস্থানের তুল্য। বন দেবতার স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব তথায় বাস করিয়া তপস্যা করাই উচিত। পুত্রকলত্রাদির প্রতি আসক্তিই সংসারবন্ধনের রজ্জু। পুণ্যাত্মা লোক সেই রজ্জু ছেদন করিয়া মুক্তি লাভ করেন; আর যে ব্যক্তি পাপাত্মা, সে কখনই সেই রজ্জু ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে কদাপি কাহারও হিংসা না করে, হিংস্র ও তস্করগণ তাহার কোন অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না। জরা ও ব্যাধি মৃত্যুর সেনাস্বরূপ। কোন ব্যক্তি উহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে পারে না। সত্য পরিত্যাগ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। সত্যেই অমৃত প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব সত্যব্রত, সত্যযোগ ও সত্য আগম পরায়ণ হইয়া সত্যদ্বারাই মৃত্যুকে পরাজয় করিবে। মৃত্যু ও অমৃত এই দুইটিই শরীর মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে। তন্মধ্যে মনুষ্য মোহপ্রভাবে মৃত্যু এবং সত্যপ্রভাবে অমৃত লাভ করিয়া থাকে। অতএব

আমি একক্ষণে ভগবান্ ব্রহ্মার ন্যায় কাম, ক্রোধ ও হিংসা শূন্য, সত্যপরায়ণ, ক্ষমাবান্ এবং সমদুঃখসুখ হইয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিব। উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে, আমি শান্তিযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্যজ্ঞ, মনোযজ্ঞ ও কর্ম্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইব। মাদৃশ ব্যক্তিগণের কখনই হিংসামূলক পশুযজ্ঞ বা অনিষ্টফলোপধায়ক ক্ষত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। যাঁহার বাক্য, মন, তপস্যা, ত্যাগ ও সত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি নিশ্চয়ই পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। বিদ্যার তুল্য চক্ষু সত্যের তুল্য তপস্যা, আসক্তির তুল্য দুঃখ ও বিরক্তির তুল্য সুখ আর কিছুই নাই। আমি ব্রহ্মরূপে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ। অতএব আমি কখনই জায়ার গর্ভে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব না। পুত্র আমার উদ্ধারসাধনে সমর্থ নহে। আমি ব্রহ্মেই উৎপন্ন হইব। একাকীত্ব, সমতা, সত্য, সচ্চরিত্রতা, অহিংসা, সরলতা, তপস্যা ও যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ হইতে নিবৃত্তিই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। বিনশ্বর ঐশ্বর্য্য, বন্ধু বান্ধব ও স্ত্রীপুত্রে প্রয়োজন কি? আপনার পিতা ও পিতামহ কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই; অতএব বুদ্ধিমধ্যে প্রবিষ্ট ব্রহ্মকেই অনুসন্ধান করুন্।

হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ পুত্রের এই প্রকার হিতগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমিও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া তদ্রূপ অনুষ্ঠান কর।

ষটসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৭৬

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! যাহারা ধনবান্ বা নির্ধন হইয়া ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে অবস্থান করে, তাহাদিগের সুখ দুঃখ কি প্রকার এবং কি প্রকারেই বা উহার উৎপত্তি হয়, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি শম্পাকগীত নামে এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিছুদিন হইল, শম্পাক নামে এক ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যদুঃখনিবন্ধন অন্ন বস্ত্রের ক্লেশে এবং আপনার ও পত্নীর গর্হিত ব্যবহারে সাতিশয় কাতর হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে কহিয়াছিলেন যে, মনুষ্যগণ ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিলেই, নানাপ্রকার সুখ দুঃখ তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু মনুষ্য যদি সেই সুখ বা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াই উহা দৈবায়ত্ত বলিয়া জ্ঞান

করে, তাহা হইলে তাহাকে আর আনন্দ বা কাতরতার অভিভূত হইতে হয় না। তুমি সেই কামবিহীন হইয়াও চিত্ত সংযমে সমর্থ হও নাই বলিয়া মোক্ষধর্ম্মের অভিমুখীন হইতে পারিতেছ না। ধনদারাদি সমুদায় ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিলে, অনায়াসে সুখ লাভ হইতে পারে। অকিঞ্চন ব্যক্তিই সুখে শয়ন ও সুখে গাত্রোত্থান করিয়া থাকে। ইহলোকে অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ সুখপ্রাপ্তির প্রধান কারণ। কামাত্মা ব্যক্তিগণের উহা প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত কঠিন; কিন্তু সংসারবিরত ব্যক্তিগণ অনায়াসে উহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। বিশুদ্ধাত্মা অকিঞ্চন দরিদ্রের সমকক্ষ ব্যক্তি ত্রিভুবনমধ্যে নেত্রগোচর হয় না। রাজ্য ও অকিঞ্চনতা এই উভয়কে পরিমাণ করিলে, অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাংশে অতিরিক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ঐ উভয়ের এই এক মহৎ বৈলক্ষণ্য আছে যে, রাজেশ্বর নিরন্তর কালগ্রস্তের ন্যায় নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে অবস্থান করেন; আর অকিঞ্চন ব্যক্তি অর্থত্যাগবশতঃ পাবক, অশুভগ্রহ, মৃত্যু বা দস্যু হইতে কিছুমাত্র ভীত হয় না। যে ব্যক্তি শান্তিগুণাবলম্বী হইয়া স্বেচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ ও বাহু উপধান করিয়া ধূলিতে শয়ন করিয়া থাকে, দেবগণও তাঁহাকে প্রতিনিয়ত সাধুবাদ প্রদান করেন। ধনসম্পন্ন ব্যক্তি ক্রোধলোভের বশবর্ত্তী হইয়া বক্রভাবে দর্শন, মুখবিকার প্রদর্শন, ভ্রুকুটী বন্ধন, অধরোষ্ঠ দংশন ও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক পৃথিবীদানে সমুদ্যত হইলেও কেহই তাঁহার মুখাবলোকন করিতে বাসনা করে না। ঐশ্বর্য্যসেবা অবিচক্ষণ ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়া বায়ুসঞ্চালিত শরৎকালীন জলধরের ন্যায় বিচলিত করিতে থাকে। তখন আমি কেবল মনুষ্য নহি রূপসম্পন্ন, ধনশালী ও সদ্বংশজাত এই বলিয়া তাহার মনোমধ্যে মহা অভিমান জন্মিয়া থাকে। ঐ অভিমানবশতঃ চিত্তের প্রমাদ উপস্থিত হইলেই লোকে ক্রমে ক্রমে পিতৃসঞ্চিত সমুদায় দ্রব্য নিঃশেষিত করিয়া পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাসনা করে। তখন ব্যাধ যে প্রকার মৃগকে শরনিকরে সমাহত করিয়া থাকে, সেইরূপ ভূপতি সেই উন্মার্গপ্রস্থিত পরস্বাপহারী দস্যুকে রাজদণ্ডদ্বারা তাড়িত করিতে প্রবৃত্ত হন। এতদ্ভিন্ন তাহার অগ্নিদাহ ও অস্ত্রবিদারণ প্রভৃতি অন্যান্য নানাপ্রকার ক্লেশ ও উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব অনিত্য পুত্রাদিকামনা পরিহার পূর্ব্বক সংসারধর্ম্মে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আপনার বুদ্ধিসহকারে সেই সকল ক্লেশের প্রতিকার করিতে যত্নবান্ হওয়া অবশ্য বিধেয়। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ না করিলে, নির্ভয়ে শয়ন এবং সম্পত্তি বা সুখলাভের কিছুমাত্র

প্রত্যাশা নাই; অতএব আপনি সমুদায় পরিহার করিয়া সুখ লাভ করুন।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে হস্তিনানগরে মহাত্মা শম্পাক আমার নিকট এই প্রকার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; অতএব সংসারধর্ম্ম পরিহার করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৭৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি কেহ কৃষি, বাণিজ্য এবং যজ্ঞ ও দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়া অর্থ লাভ করিতে না পারিয়া ধনতৃষ্ণায় অভিভূত হয়, তাহা হইলে কি প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার সুখলাভ হইতে পারে? তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে মনুষ্য সর্ব্ববিষয়ে সমভাবে দৃষ্টিপাত, ঐশ্বর্য্যাদি লাভে অনাদর, সত্য বাক্য প্রয়োগ, বৈরাগ্য অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠানের অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সুখী বলিয়া পরিগণিত হন। পণ্ডিতগণ ঐ পাঁচটিকেই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সকল ভিন্ন স্বর্গ, ধর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট সুখলাভের উপায়ান্তর নাই। মহামতি মঙ্কি নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে, যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ মহাত্মা বারংবার অর্থলাভ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে তিনি কোনরূপে কিঞ্চিৎ অর্থদ্বারা দুইটি গোবৎস ক্রয় করিলেন। ঐ বৎসদ্বয় মঙ্কির ভবনে অতি যত্নসহকারে প্রতিপালিত হইত। এক দিন হতভাগ্য মঙ্কি উহাদিগকে ভূমিকর্ষণ করিতে শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত যুগকাষ্ঠে সমরূপে যোজিত করিয়া ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে উহারা পথিমধ্যে এক উষ্ট্রকে শয়ান দেখিয়া সহসা বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক মহাবেগে তাহার স্কন্ধদেশে নিপতিত হইল। উষ্ট্র সেই বৎসদ্বয়ের দৌরাত্ম্য সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহাদিগকে বারংবার উৎক্ষেপণ করিতে করিতে মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। তখন মঙ্কি সেই বৎসদ্বয়কে পরম শত্রু উষ্ট্র কর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ ও মৃতপ্রায় অবলোকন করিয়া কহিলেন, যে অর্থ দৈবকর্ত্তৃক সম্পাদিত না হয়, সুনিপুণ ব্যক্তি

বিশেষরূপে যত্ন করিলেও তাহা সুসিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। আমি নানাপ্রকার চেষ্টা দ্বারা অর্থলাভ করিতে না পারিয়া পরিশেষে এই গোবৎস দ্বয় ক্রয় করিয়া অর্থপ্রাপ্তির অভিলাষ করিয়াছিলাম। এক্ষণে এ বিষয়েও এই দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। আমার এই প্রিয় বৎসদ্বয় উৎপথগামী উষ্ট্রের গমনদোষে বারংবার উৎক্ষিপ্ত মণিদ্বয়ের ন্যায় লম্বমান হইতেছে। এক্ষণে দৈবব্যতিরেকে এই দুর্ঘটনার অন্য কোন কারণই দেখিতে পাই না। সুতরাং এ বিষয়ে পৌরুষ প্রকাশ করা নিতান্ত নিষ্ফল। যদিও লোকদৃষ্টান্তে পুরুষকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়; কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, উহা যে দৈবায়ত্ত, তাহা অবশ্যই বোধগম্য হইবে। যাহা হউক, সুখাভিলাষী পুরুষের বৈরাগ্য অবলম্বন করাই বিধেয়। বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তি ধনলাভের আশা এককালে পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। মহাত্মা শুকদেব সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পিতার আবাস হইতে অরণ্যে গমন করিবার সময় এই কয়েকটী অত্যুৎকৃষ্ট কথা কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি স্বীয় সমুদায় অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন, আর যিনি সমুদায় অভীষ্ট পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, এই উভয়ের মধ্যে ভোগবিরত শেষোক্ত ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয়। পূর্ব্বে কেহই ভোগবাসনার সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই। যাহারা নিতান্ত মূঢ়, তাহারাই দেহ ও জীবন রক্ষা করিতে মহাযত্ন করিয়া থাকে।

অতএব হে ধনাভিলাষী চিত্ত! তুমি আশা পরিত্যাগ কর এবং বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া শান্তিগুণাবলম্বী হও। পূর্ব্বে তুমি আশা কর্ত্তৃক বারংবার বঞ্চিত হইয়াছ; তথাপি বৈরাগ্য অবলম্বন কর নাই। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে সংহার না করিয়া আমার সহিত ক্রীড়া করিতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে আর আমাকে বৃথা ধনলোভ প্রদর্শন করিও না। তুমি বারংবার অর্থসঞ্চয় করিয়াও উহা রক্ষা করিতে সমর্থ হও নাই; তথাপি তুমি ধনবাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছ না। আর কতদিনে উহা পরিত্যাগ করিবে? হায়! আমি কি মূর্খ! আমি এখনও তোমার ক্রীড়াপাত্র হইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। কি পূর্ব্বে কি এক্ষণে কখনই কেহ আশার পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করিতে পারে নাই। অতএব আশা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। আশা ত্যাগ করিলে আর পরের অনুবর্ত্তী হইতে হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে সমস্ত পরিত্যাগ করাতে আমার মনোনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে।

হে বাসনা! স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তোমার হৃদয় কুলিশের ন্যায় নিতান্ত কঠিন; নচেৎ তোমার উপর শত শত অনিষ্টপাত হইলেও উহা শতধা বিদীর্ণ হইল না কেন? আমি তোমাকে এবং তোমার প্রিয় বস্তু সমুদায় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি। এক্ষণে আমি তোমার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া পরমাত্মা হইতে পরম সুখ লাভ করিব। তুমি সঙ্কল্প হইতে সম্ভূত হইয়া থাক; অতএব আমি সঙ্কল্পত্যাগী হইলেই তুমি সমূলে উন্মুলিত হইবে। ধনবাসনা কখনই সুখাবহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অর্থলাভ হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। অর্থ হস্তগত হইলে চিন্তাতরঙ্গে নিমগ্ন হইতে হয় এবং অধিকৃত অর্থ নষ্ট হইলে উহা মৃত্যুতুল্য ঘোরতর দুঃখাবহ হইয়া উঠে। ফলতঃ অন্যের নিকট যাচ্ঞা করিয়াও ধনলাভ না হইলে, লোকের যে দুঃখ উপস্থিত হয়, বোধ করি, উহা অপেক্ষা গুরুতর ক্লেশ আর কিছুই নাই। কোনক্রমে অর্থলাভ হইলেও তাহাতেও লোকের তৃপ্তিলাভ হয় না। প্রত্যুত ক্রমশঃ অধিকতর লাভের আশা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমি বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি যে, ধনতৃষ্ণাই আমার বিনাশের মূল। অতএব, হে বাসনা! তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর। যে পঞ্চভূত আমার শরীরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহারা আমার দেহ হইতে যেখানে ইচ্ছা হয়, গমন করিয়া সুখে অবস্থান করুক। অহঙ্কারাদি কাম ও লোভের অনুগত। অতএব তাহাদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র প্রীতি নাই; অতঃপর আমি উহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রতা আশ্রয় করিব। আমি হৃদ্‌পদ্মে সর্ব্বভূত ও আত্মাকে সন্দর্শন পূর্ব্বক যোগবিষয়ে বুদ্ধি, শ্রবণাদিজ্ঞানে একাগ্রতা ও ব্রহ্মে মনঃসংযোগ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে নিরুপদ্রবে পরম সুখে এই জগতে বিহার করিব। বাসনা! আর তুমি আমাকে কার্য্যে প্রেরণ করিয়া দুঃখে নিপাতিত করিতে পারিবে না। তৃষ্ণা, শোক ও শ্রম প্রভৃতি সমুদায়ই তোমা হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। অতএব আমি নিশ্চয়ই তোমাকে পরিত্যাগ করিব। অর্থের অনেক দোষ। মনুষ্যের অর্থক্ষয় হইলে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। জ্ঞাতি ও মিত্রগণ নির্দ্ধন ব্যক্তিকে সতত অবজ্ঞা ও অপমান করিয়া থাকে। অর্থে যে অল্পমাত্র সুখ লাভ হয়, তাহাও দুঃখ-জালে জড়িত। যাহার অর্থ থাকে, দস্যুগণ তাহাকে অনবরত নানাপ্রকার ক্লেশ প্রদান করিয়া উদ্বেজিত করে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি বহুকালের পর জানিতে পারিলাম যে অর্থস্পৃহা অতিশয় ক্লেশদায়ক। অতএব হে বাসনা! তুমি আর আমাকে বৃথা দুঃখ প্রদান করিও না। তুমি পাবকের

ন্যায় দেহ দগ্ধ করিয়া থাক। তুমি নিতান্ত অদূরদর্শী বালক ও দয়াকাঙ্ক্ষ; তোমার যখন যাহাতে অভিরুচি হয়, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে অনুরক্ত হইতে আমাকে অনুরোধ করিয়া থাক। কোন্ বস্তু সুলভ, আর কোন্ বস্তু দুর্ল্লভ, তাহা তোমার কিছুমাত্র বোধ নাই। পাতালের ন্যায় তোমাকে কোন প্রকারেই পরিপূর্ণ করিতে পারা যায় না। তুমি পুনর্ব্বার আমাকে দুঃখে নিপাতিত করিতে বাসনা করিতেছ; অতএব আজি অবধি আমি এককালে তোর সহবাস পরিত্যাগ করিলাম। আজি দ্রব্যনাশনিবন্ধন দুঃখ উপস্থিত হওয়াতে আমি সহসা সমস্ত ভোগসুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছি; সুতরাং আর তোমাকে চরিতার্থ করিব না। ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞান নিবন্ধন তোমার প্রীতিসম্পাদন করিতে গিয়া সাতিশয় ক্লেশ ভোগ করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে অর্থক্ষয়নিবন্ধন বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চিন্তচিত্তে পরম সুখে গমন করিব। আর তুমি আমার সহবাস বা আমার সহিত ক্রীড়া করিতে পারিবে না। এখন কেহ অপমান বা হিংসা করিলে, আমি তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন এবং কেহ বিদ্বেষ পূর্ব্বক অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাতে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিব। নিত্য যাহা লাভ হইবে, তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া জীবন ধারণ পূর্ব্বক সুখী হইব। তুমি আমার পরম শত্রু সুতরাং আর তোমাকে চরিতার্থ করিব না। এক্ষণে বৈরাগ্য, নির্বৃতি, তৃপ্তি, শান্তি, সত্য, দম, ক্ষমা, ও দয়া আমাকে আশ্রয় করিয়াছে; অতএব কাম, লোভ, তৃষ্ণা ও দীনতা আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করুক। এক্ষণে আমি লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখ লাভ করিয়াছি; আর লোভের বশ- বর্ত্তী হইয়া অজিতেন্দ্রিয়ের ন্যায় দুঃখভোগ করিব না। যিনি যে পরিমাণে কাম পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই পরিমাণে সুখ লাভ করিতে পারেন। কামাধীন ব্যক্তি সতত ক্লেশই ভোগ করিয়া থাকে। রজোগুণ প্রভাবেই কামের উৎপত্তি হয় এবং কাম ও ক্রোধবশতঃ দুঃখ, নির্লজ্জতা ও অসুস্থতা উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব ঐ গুণ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এক্ষণে আমি গ্রীষ্মকালে সুশীতল হ্রদের ন্যায় ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কার্য্য হইতে বিরত হইয়া যথার্থসুখ অনুভব করিতেছি। কামজনিত ঐহিক সুখ ও পারত্রিক সুখ সকল তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। অতঃপর আমি ভয়ঙ্কর শত্রুর ন্যায় কামকে সংহার করিয়া শাশ্বত ব্রহ্মরূপ সুখময় পুরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভূপতির ন্যায় পরম সুখে অবস্থান করিব।

হে ধর্ম্মরাজ! এই প্রকারে মহাত্মা মঙ্কি গোবৎসনাশজনিত বৈরাগ্য-প্রভাবে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দরূপ উৎকৃষ্ট সুখসম্ভোগ করত অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৭।

পূর্ব্বে শান্তগুণাবলম্বী বিদেহরাজ জনকও এই উপলক্ষে কহিয়াছিলেন যে, আমার ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা নাই; কিন্তু আমি নিতান্ত অকিঞ্চন; এই মিথিলানগরী সমুদায় ভস্মাবশেষ হইলেও আমার কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না। এক্ষণে এই বিষয়ে মহাত্মা বোধ্যের যে এক উপদেশবাক্য কীর্ত্তিত আছে, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিন ভূপতি যযাতি শান্তগুণবিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মহাতপা বোধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! আপনি কোন্ বুদ্ধি অনুসারে শান্তিগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

বোধ্য কহিলেন, মহারাজ! আমি স্বয়ং অন্যান্যের উপদেশানুসারে চলিতেছি; কিন্তু কাহাকেও উপদেশ প্রদান করি না। যাহা হউক, আমি যাহার যাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাদিগের নাম কহিতেছি, আপনি উহা শ্রবণ পূর্ব্বক স্বয়ং বিবেচনা করুন। পিঙ্গলা, একটী ক্রৌঞ্চ, ভুজঙ্গ, ভ্রমর, এক জন শরনির্ম্মাতা ও এক কুমারী এই ছয় জন আমার উপদেষ্টা।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আশা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। আশাকে বিনষ্ট করিতে পারিলেই পরম সুখ লাভ করিতে পারা যায়। পিঙ্গলা আশাকে পরাস্ত করিয়াই পরম সুখে শয়ন করিয়াছিল। নিরামিষ ব্যক্তিগণ ক্রৌঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করে দেখিয়া একটী ক্রৌঞ্চ আমিষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্বয়ং গৃহনির্ম্মাণ করা কখনই সুখের কারণ নহে। দেখ, ভুজঙ্গ পরনির্ম্মিত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরম সুখে অবস্থান করিয়া থাকে। মহর্ষিগণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ভৃঙ্গের ন্যায় পরিভ্রমণ করত নিরাপদে পরম সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। এক শরনির্ম্মাতা শরনির্ম্মাণে এরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়াছিল যে, ভূপতি তাহার সম্মুখে আগমন করিলেও সে কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারে নাই। এক দিন

এক কুমারী প্রচ্ছন্নভাবে কতকগুলি অতিথিরে ভোজন করাইবার নিমিত্ত উদূখলমুষল দ্বারা তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খ সকল বারংবার শব্দায়মান হইতে লাগিল। তখন সে, অনেকে একত্র অবস্থান করিলেই মহাকলহ উপস্থিত হইয়া থাকে, এই বিবেচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় শঙ্খ চূর্ণ করত একমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। অতএব একাকী পরিভ্রমণ করিলে, কাহারও সহিত কলহ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৭৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য কি প্রকার চরিত্র আশ্রয় করিলে, শোকবিহীন হইয়া পৃথিবীতে পর্য্যটন করিতে সমর্থ হয় এবং কি প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই বা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই বিষয়ে আজগরপ্রহ্লাদ সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে, শ্রবণ কর। এক দিন দানবাধিপতি প্রহ্লাদ এক ব্রাহ্মণকে স্থিরচিত্তে পর্য্যটন করিতে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বিষয়বাসনাবিহীন, অহঙ্কারশূন্য, পরম দয়ালু, জিতেন্দ্রিয়, নিরুদ্যোগী, অসূয়াপরিবর্জ্জিত, সত্যপরায়ণ, প্রতিভাসম্পন্ন, মেধাবী ও প্রাজ্ঞ হইয়া বালকের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছেন। আপনার বিষয়প্রাপ্তির প্রার্থনা নাই। ক্ষতি হইলেও আপনি কিছুমাত্র সন্তপ্ত হন না এবং কোন বস্তুতে অনাস্থাও করেন না। প্রজাগণ বিষয়স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু আপনি বিমনস্ক হইয়া নিত্য পরিতৃপ্তের ন্যায় ধর্ম্মার্থকামেও ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছেন। আপনি ঐ ত্রিবর্গ সাধন করিতেও যত্নবান্ হইতেছেন না এবং রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। অতএব যদি কোন ব্যাঘাত না থাকে, তবে আপনার প্রজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্যবহার কি প্রকার, তাহা বর্ণন করুন।

তখন সেই লোকধর্ম্মবিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণ দানবরাজ প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক এই [illegible]র অভিহিত হইয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, দানব[illegible] সেই অনাদি পরব্রহ্ম হইতেই এই ভূতসমূহের উৎপত্তি, হ্রাস, [illegible]শ হইতেছে; এই নিমিত্ত আমি হৃষ্ট বা ব্যথিত হই না।

প্রবৃত্তি সকল স্বভাব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইতেছে; স্বভাব ব্যতিরেকে প্রজাবর্গের অন্য আশ্রয় নাই; এই কারণে আমি ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও পরিতুষ্ট হই না। সংযোগ সমুদায় বিয়োগের বশবর্ত্তী এবং সঞ্চয় সকল ধ্বংসের অধীন; এই জন্য আমি কোন বস্তুলাভেই মনোভিনিবেশ করি না। গুণবিশিষ্ট ভূত সকল যাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়, ইহা বুঝিতে পারিলে মনুষ্য কোন কার্য্যেই লিপ্ত হয় না। সমুদ্রগর্ভে কি মহৎ ও কি সূক্ষ্ম সমুদয় জন্তুরই পর্য্যায়ক্রমে বিনাশ হইয়া থাকে। পৃথিবীস্থিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল বিনাশের বশীভূত এবং খেচর দুর্ব্বল ও বলবান্ বিহঙ্গমগণও মৃত্যুর বশবর্ত্তী। গগনমণ্ডলচারী ক্ষুদ্র বৃহৎ জ্যোতিঃপদার্থ সকল কাল-ক্রমে নিপতিত হইয়া থাকে। আমি এই প্রকারে সমুদায় ভূত মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া পরম সুখে নিদ্রাসুখ অনুভব করি। আমি যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ হইলে, প্রভূত ভোজ্যও ভোজন করিয়া থাকি এবং কিছুমাত্র ভোজন না করিয়াও বহুদিন অতিক্রম করি। লোকে আমাকে কখন সুস্বাদু প্রভূত ভোজ্য, কখন বা অল্পমাত্র অন্ন ভোজন করাইয়া থাকে। আমি কখন কখন অনাহারেও জীবন যাপন করি। আমাকে কখন তণ্ডুলকণা, কখন তিলকল্ক, কখন বা পলান্ন ভোজন করিতে হয়। আমি কোন সময়ে প্রাসাদোপরি পর্য্যঙ্কে কখন বা ভূতলে শয়ন করিয়া থাকি; কোন দিন চীবর, কখন ক্ষৌম, কখন অজিন এবং কখন বা মহামূল্য সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করি। আমি কখনই যদৃচ্ছালব্ধ ধর্ম্মানুগত উপভোগে অনাদর প্রদর্শন করি না এবং যাহা দুর্লভ, তাহা লাভ করিতেও আমার বাসনা হয় না।

হে দানবরাজ! আমি পবিত্রভাবে এই প্রকার অবিনশ্বর শ্রেয়স্কর শোকাপনোদক আজগর ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। মূঢ় ব্যক্তিগণ এই ব্রত কোনক্রমেই অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় না। ইহা ব্রহ্মলাভের অতি উৎকৃষ্ট উপায়। আমার বুদ্ধি এই ব্রত হইতে কখনই বিচলিত হয় না। আমি স্বধর্ম্মচ্যুত নহি। আমার জীবিকা অতি পরিমিত। আমি পূর্ব্বাপর সমুদায়ই পরিজ্ঞাত আছি এবং ভয়, ক্রোধ, লোভ ও মোহে কদাচ অভিভূত হই না। আমি যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, ইহাতে পান ভোজ্য নিয়ম নাই। আমি এই ব্রত ধারণ করিয়া বিশেষরূপ সুখ সম্ভোগ করিতেছি। দুরাচারগণ কখনই ঐ সুখ আস্বাদন করিতে প

ব্যক্তিগণ তৃষ্ণাপ্রভাবে অভিভূত হইয়া অর্থান্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু অর্থ অধিকৃত না হইলে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া থাকে। আমি তত্ত্ববুদ্ধি-প্রভাবে ইহা বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। দীন ব্যক্তি অর্থাগমের নিমিত্ত আর্য্য ও অনার্য্য উভয়বিধ ব্যক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহা দর্শন করিয়াই আমি শান্তিনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ হইয়াছি। সুখ, অসুখ, লাভ, অলাভ, অনুরাগ, বিরাগ এবং মৃত্যু ও জীবন সমস্তই বিধিনির্দ্দিষ্ট, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি। এক্ষণে আমি ভয়, অনুরাগ, মোহ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অজগর সর্পের ন্যায় সমীপেও সমুপস্থিত ফল ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমি নিয়তই ধৈর্য্যশালী ও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া পদার্থের আলোচনা ও পদার্থনির্ণয় করিয়া থাকি। শয়ন ভোজনাদির বিষয়ে আমার কিছুমাত্র নিয়ম নাই। আমি স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, ব্রতনিয়মপরায়ণ, শুচি ও সত্যবাদী। কার্য্যফল সঞ্চয় করিতে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। বিষয়বাসনা আমার চিত্তকে পরিণামে ক্লেশ প্রদান করিবার মানসে আকর্ষণ করিতেছিল, আমি তাহার সেই ক্লেশ নিবারণার্থ তাহাকে সুসংযত করিতে অভিলাষী হইয়াছি এবং বাক্য, চিত্ত ও বুদ্ধির অসাধারণ ধর্ম্ম কামাদির উপেক্ষা না করিয়া সেই সকল হইতে যে সুখোদয় হইয়া থাকে, তাহা দুর্লভ ও অনিত্য বলিয়া অবধারণ পূর্ব্বক এই আজগর ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। পণ্ডিতগণ এই ব্রত লক্ষ্য করিয়া আপনার ও অন্যের মত গ্রহণ পূর্ব্বক বুদ্ধিবলে বিবিধ তর্কবিতর্ক করিয়াছেন। মূর্খ মনুষ্যগণ এই বিষয়ে নানাপ্রকার দোষারোপ করে; কিন্তু আমি তাহাদিগের ঐ বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক শাস্ত্রযুক্তির অনুসারে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া জনসমাজে এই প্রকারে পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে মনুষ্য আসক্তিবিহীন এবং ভয়, লোভ, মোহ ও ক্রোধবর্জ্জিত হইয়া এই অজগরচরিত ব্রত অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই সুখ সম্ভোগ করিতে পারে।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৮০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য বান্ধব, কর্ম্ম, ধন ও প্রজ্ঞা এই

সকলের মধ্যে কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়? তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রজ্ঞাই প্রাণিগণের পরমোৎকৃষ্ট আশ্রয়। প্রজ্ঞালাভের সদৃশ উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। প্রজ্ঞাই মোক্ষ ও স্বর্গলাভের একমাত্র উপায়। মহাত্মা বলি, প্রহ্লাদ, নমুচি ও মঙ্কি স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হইলে পর, একমাত্র প্রজ্ঞাবলেই শ্রেয়োলাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রজ্ঞার সদৃশ পরম পদার্থ আর কিছুই নাই। এই উপলক্ষে আমি ইন্দ্র ও কাশ্যপসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিন এক ধনসম্পন্ন বৈশ্য অহঙ্কৃত হইয়া এক কশ্যপবংশসম্ভূত তপোধনকে রথচক্রাঘাতে নিপীড়িত করিয়াছিল। মুনিকুমার সেই আঘাতে সাতিশয় ব্যথিত ও অধৈর্য্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন এবং চিত্তমধ্যে নিতান্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়াতে জীবন পরিত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া কহিলেন, ইহলোকে নির্দ্ধন ব্যক্তির জীবিত থাকা বিড়ম্বনামাত্র; অতএব নিশ্চয়ই আমি জীবন পরিত্যাগ করিব।

ঋষিকুমার মনে মনে কৃতনিশ্চয় হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলে, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র তাঁহার দুঃখ দর্শন পূর্ব্বক দয়ার্দ্র হইয়া শৃগালরূপ ধারণ করত তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, তপোধন! সকল প্রাণীই মনুষ্যজন্ম লাভ করিতে বাসনা করিয়া থাকে। মনুষ্যের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ জাতি প্রাপ্ত হওয়া সকলেরই প্রার্থনীয়। তুমি মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়; অতএব তুমি এই সুদুর্ল্লভ জন্ম লাভ করিয়া মূঢ়তানিবন্ধন কি নিমিত্ত মৃত্যু বাসনা করিতেছ? অর্থপ্রাপ্তি কেবল অহঙ্কারের হেতু। তুমি অর্থলোভবশতঃ কি নিমিত্ত স্বীয় মানব দেহ বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হইতেছ? ইহলোকে যাঁহাদিগের হস্ত আছে, তাঁহারাই কৃতার্থ বলিয়া পরিগণিত হন। তুমি যেরূপ অর্থলাভ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছ, আমরাও সেই রূপ হস্ত লাভ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা বাসনা করিয়া থাকি। হস্তলাভের সদৃশ উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। আমরা হস্তহীন হইয়াছি বলিয়াই কণ্টক উদ্ধার ও দংশ মশকাদি দংশনশীল প্রাণীদিগকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হই না; কিন্তু যাঁহাদিগের ঈশ্বরপ্রদত্ত দশাঙ্গুলিসমন্বিত ভুজযুগল বিদ্যমান আছে, তাঁহারা অনায়াসেই শরীর হইতে কৃমিগণকে উদ্ধার, কণ্ডূয়ন যাঁহারা দংশনপরায়ণ, তাহাদিগকে সংহার, বর্ষা, হিম ও রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষা এবং উত্তম বসন, ভোজ্য, শয্যা ও বাসস্থান লাভ করিতে পারেন। ইহলোকে মনুষ্য-

গণ বাহুবিশিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই গোপ্রভৃতি পশুগণ দ্বারা ভারবহন করাইয়া লয় এবং আপনার সুখভোগের নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায়বলে উহাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখে। ফলতঃ যাহারা অজিহ্ব, অল্পবল ও বাহুবিহীন, তাহাদিগকে সর্ব্বদাই অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। তুমি যে স্বীয় সৌভাগ্যপ্রভাবে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং শৃগাল, কৃমি, মূষিক, ভুজঙ্গ বা মণ্ডূককুলে অথবা অন্য কোন পাপযোনিতে সমুৎপন্ন হও নাই, এই লাভেই তোমার পরিতুষ্ট থাকা উচিত। এই দেখ, কৃমিগণ আমাকে অবিরত দংশন করিতেছে; কিন্তু আমি বাহুবিহীন বলিয়া উহাদিগকে দেহ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইতেছি না। যদি এক্ষণে আমি এই যন্ত্রণাতে ক্লিষ্ট হইয়া জীবন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আমাকে ইহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই ভয়েই আমি জীবন পরিত্যাগ করিতেছি না। আমি যে পাপযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, ইহা মধ্যবিধ। ইহা অপেক্ষাও অনেকানেক অপকৃষ্ট যোনি বিদ্যমান আছে। হস্তপদাদির সদ্ভাব ও অসদ্ভাবপ্রযুক্ত এক জাতীয় প্রাণীদিগকে অন্য জাতীয় প্রাণিগণ অপেক্ষা সুখী লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষ্যাদি কাহারেও সম্পূর্ণ সুখী দেখিতে পাওয়া যায় না। মানবগণ প্রথমতঃ আঢ্যতা লাভ করিয়া রাজ্য, রাজ্যপ্রাপ্তির পর দেবত্ব ও দেবত্ব লাভের পর ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে। যদিও তুমি ধনবান্ হও, তথাপি ব্রাহ্মণত্বপ্রযুক্ত রাজ্যলাভে সমর্থ হইবে না। যদি কথঞ্চিৎ রাজ্য প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে অমরত্ব প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হইবে এবং অমরত্ব প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে বাসনা করিবে; কিন্তু তুমি ধনবানই হও, কিম্বা রাজত্ব, দেবত্ব বা ইন্দ্রত্ব লাভ কর, কোন অবস্থাতেই পরিতুষ্ট হইতে সমর্থ হইবে না। মনুষ্যগণ প্রিয় লাভ দ্বারা কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। বিষয় লাভ হইলে তাহাদিগের বিষয় বাসনা নিবৃত্ত না হইয়া সমিধ সম্পন্ন হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। আর দেখ, তোমাতেই তোমার শোক, হর্ষ ও সুখ দুঃখ সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে এরূপ বিলাপ না করিয়া হর্ষদ্বারা শোকাপনোদন করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বাসনা ও কার্য্যসমূহের মূলস্বরূপ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষিকুলের ন্যায় কলেবরমধ্যে রুদ্ধ করিতে পারেন এবং যিনি কল্পিত দ্বিতীয় মস্তক ও তৃতীয় বাহু ছেদনজনিত দুঃখ চিন্তার ন্যায় দ্বৈতভাব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, কখনই তাঁহাকে ভীত হইতে হয় না। স্পর্শন,

দর্শন ও শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্য হইতেই কামের উৎপত্তি হয় ; অতএব যে ব্যক্তি বুদ্ধিবলে রসজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইতে পারেন, কাম কখনই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। এই অবনীস্থিত ভক্ষ্যদ্রব্য সমূহের মধ্যে তুমি যে যে দ্রব্য কখন ভোজন কর নাই, তাহার কি প্রকার আস্বাদ, তাহা কখনই তোমার অনুভব হয় না। দেখ, মদ্য ও লড্ডুকপক্ষীর মাংস এই উভয়ের তুল্য সুখজনক ভক্ষ্য আর কিছুই নাই ; কিন্তু ঐ উভয়ের যে কি প্রকার আস্বাদ, তাহা তুমি কখনই অবগত হইতে পারিবে না। অতএব অপ্রাশন, অসংস্পর্শ ও অদর্শন রূপ ব্রতাবলম্বী হওয়াই মনুষ্যের শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই। আর দেখ, বাহুবিশিষ্ট বলবান্ ও ধনবান্ লোকেরাও অন্য মনুষ্যের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়া বধবন্ধন ভয়ে বারংবার ভীত হইয়াও হাস্য, কৌতুক ও বিহারাদি দ্বারা কালযাপন করিতেছে। বহুতর বাহুবলসম্পন্ন কৃতবিদ্য ব্যক্তি সৎকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে সচেষ্ট হইয়াও ভবিতব্যতার অখণ্ডনীয়ত্ব প্রভাবে অতি ঘৃণিত নীচ বৃত্তির অনুশীলন করেন। চণ্ডালও মায়াবলে পরিতুষ্ট থাকিয়া আপনাকে নীচ জ্ঞান বা আত্মপরিত্যাগ করিতে বাসনা করে না। এই অবনী মণ্ডলে অসংখ্য মনুষ্য বিকলবাহু, পক্ষাহত ও নানাবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তুমি তাহাদিগকে অবলোকন পূর্ব্বক আপনাকে অপেক্ষাকৃত সুখী বলিয়া বিবেচনা কর। যদি তোমার কলেবর ভয়বিহীন ও রোগশূন্য এবং অঙ্গ সকল অবিকল হয়, তাহা হইলে তুমি কখনই লোকসমাজে ধিক্কৃত বা জাতিভ্রংশকর অপবাদে দূষিত হইবে না ; অতএব তুমি এক্ষণে আত্মপরিত্যাগ করিতে বাসনা না করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে যত্নবান্ হও। যদি তুমি শ্রদ্ধাসহকারে আমার এই সকল বাক্য হৃদয়ঙ্গম কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বেদোক্ত ধর্ম্মের ফল লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে তুমি অপ্রমত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন, অগ্নিসংস্কার, সত্যানুষ্ঠান, দম ও দমগুণ অবলম্বন কর। কাহারও সহিত স্পর্দ্ধা করিও না। যাঁহারা স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইয়া যজন ও যাজন কার্য্যে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা কখনই শোক বা অশুভ চিন্তা করেন না। যাঁহারা শুভ নক্ষত্র, শুভ মুহূর্ত্ত ও শুভ তিথিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধ্যানুসারে যজ্ঞ, দান ও অপত্যোৎপাদনে যত্নবান্ হইয়াও সাতিশয় সুখসম্ভোগ করেন। আর যাঁহারা আসুর নক্ষত্রে কুতিথিতে অশুভ ক্ষণে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই যজ্ঞফল পরিবর্জ্জিত হইয়া পরিশেষে অসুর যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। পূর্ব্ব জন্মে আমি বেদনিন্দক, পুরুষার্থ বিহীন, আন্বিক্ষিকী বিদ্যার

অনুরক্ত, কুতর্কপরায়ণ, নাস্তিক ও পণ্ডিতাভিমানী মূর্খ ছিলাম; বিচার স্থলে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ ও উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতাম। ঐ জন্যই এক্ষণে আমি শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনার কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করিতেছি। অতঃপর যদি শত শত দিবারাত্রি অবসানেও আমি পুনর্ব্বার মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা হইলে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, অপ্রমত্ত, যজ্ঞদাননিরত ও তপস্যায় নিতান্ত আসক্ত হইয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ ও পরিত্যাজ্য বিষয় পরিত্যাগ করিব।

কশ্যপ শৃগালরূপী ইন্দ্র কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিস্ময়াপন্ন চিত্তে শৃগালকে কুশলী ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রশংসা করিবামাত্র দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন তিনি সাতিশয় আনন্দিত হইয়া দেবরাজকে যথোচিত পূজা করত তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিলেন।

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৮১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দান, যজ্ঞ, তপস্যা, গুরুশুশ্রূষা ও প্রজ্ঞা শ্রেয়োলাভের কারণ কি না? তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বুদ্ধি কাম ক্রোধাদি সম্পন্ন হইলেই চিত্ত পাপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে এবং পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই অতি ক্লেশকর লোকে অবস্থিতি করিতে হয়। পাপপরায়ণ ব্যক্তিগণই দরিদ্র হইয়া বারংবার দুর্ভিক্ষ, ক্লেশ, ভয় ও মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। আর দমগুণালঙ্কৃত শুভাচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ধনাঢ্য হইয়া বারংবার উৎসব, স্বর্গ ও সুখ সম্ভোগ করেন। আত্মজ্ঞান বিহীন নাস্তিকগণকে হস্তবন্ধনীরজ্জুদ্বারা বদ্ধ ও নগর হইতে নিষ্কাসিত হইয়া ব্যাল, কুঞ্জর, সর্প ও তস্করপরিপূর্ণ কানন মধ্যে অবস্থান করিতে হয়। আর যাঁহারা সাধুসহবাসে অনুরক্ত, বদান্য এবং দেবতা ও অতিথি প্রিয়, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের সদৃশ পদবীতে পদার্পণ করেন। অধর্ম্মশীল ব্যক্তিরা ধান্য মধ্যে পুলাক ও পক্ষিমধ্যে মশকের ন্যায় মনুষ্য মধ্যে নিতান্ত অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ছায়ার ন্যায় মনুষ্যের অনুগমন পূর্ব্বক মনুষ্য শয়ন করিলে শয়ন, অবস্থান করিলে অবস্থিতি, গমন করিলে গমন এবং কার্য্যা-

রত্বে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। ফলতঃ পূর্ব্বকৃত কার্য্যানু- যায়ী ফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়। কাল প্রাণিগণের কর্ম্মানুসারেই ইহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ফল ও পুষ্প যেরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়াও নিয়মিত সময়ে পরিপক্ক হয়, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলও সেই রূপ যথাসময়ে পরিণত হইয়া থাকে। ফলভোগ নিবন্ধন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ধ্বংস হইলে মনুষ্যকে আর তাহার ফলানুরূপ সম্মান, অপমান, লাভ, অলাভ এবং বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে হয় না। মনুষ্যগণ গর্ভ শয্যায় শয়ন করিয়াও পূর্ব্ব জন্মকৃত কার্য্যানুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ফলতঃ মানবগণ বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি যে অবস্থায় যে প্রকার শুভাশুভ কর্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে তদবস্থায় তদনুসারে ফলভোগ করিতে হয়। গোষ্ঠ মধ্যে সহস্র সহস্র ধেনু বর্ত্তমান থাকিলেও বৎস যেরূপ আপনার মাতার সন্নিধানে গমন করে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সমুদায়ও সেই- রূপ কর্ত্তার নিকটেই সমুপস্থিত হইয়া থাকে। মনুষ্য বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রক্ষালিত বস্ত্রের ন্যায় পরিশুদ্ধ হইয়া সুখ[illegible] প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়। যাঁহারা দীর্ঘকাল তপোবনে অব- [illegible]পানুষ্ঠান করিয়া পাপরাশি নিরাকৃত করিতে পারেন, [illegible] অভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হন। যেরূপ গগনমার্গে পক্ষিগণের এবং সলিল মধ্যে মৎস্য সমুদায়ের গমন সময়ে পাদচিহ্ন লক্ষিত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের গতিও দৃষ্টিগোচর হইবার নহে। যাহা হউক, এক্ষণে অন্যান্য বাগাড়ম্বর বা দোষ কীর্ত্তনের প্রয়োজন নাই, কেবল এই মাত্র কহিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, মনুষ্য বিবেচনা করিয়া আপনার হিতোপযোগী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৮২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ মহাত্মা সাগর, গগন, শৈল, মেঘ, ভূমি, অগ্নি ও বায়ুযুক্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহা প্রলয়কালে কোন্ মহাত্মাতেই বা লয়প্রাপ্ত হইবে? ভূত সমস্ত কি প্রকারে সৃষ্ট হইল? কি রূপেই বা ইহাদিগের বর্ণ বিভাগ, শৌচাশৌচ নির্ণয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল? জীবগণের জীবন

কি প্রকার এবং উহারা দেহান্তে কোথায় গমন করে, আর ইহলোক ও পরলোকই বা কি প্রকার? আপনি এই সমস্ত বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন্।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহাতপা মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রশ্ন করিলে, মহর্ষি ভৃগু যাহা কহিয়াছিলেন, আমি সেই প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ভরদ্বাজ কৈলাসশিখরে প্রভাজালজড়িত তপোধন ভৃগুকে সুখোপবিষ্ট সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! কোন্ মহাত্মা সাগর, গগন, শৈল, মেঘ, অগ্নি, ভূমি ও বায়ুসমাবৃত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন? উহা প্রলয়কালে কোন্ মহাত্মাতেই বা লয়প্রাপ্ত হইবে? জীব সমুদায় কি প্রকারে সৃষ্ট হইল? কি প্রকারেই বা উহাদিগের বর্ণ বিভাগ, শৌচাশৌচ নির্ণয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল? প্রাণিগণের প্রাণ কি প্রকার এবং উহারা দেহান্তে কোথায় গমন করে? ইহলোক পরলোকই বা কি রূপ? আপনি এই সমুদায় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন।

ব্রহ্মসঙ্কাশ ভগবান্ ভৃগু মহামতি ভরদ্বাজের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! মহর্ষিরা কহিয়া থাকেন যে, মানসনামে এক সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, অভেদ্য, অজর, অমর, অব্যক্ত, অব্যয়, পরম দেবতা আছেন। সেই দেবতা সর্ব্বপ্রথমে মহৎকে সৃষ্টি করিলেন। মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে সলিল, সলিল হইতে অগ্নি ও বায়ু এবং অগ্নি ও বায়ু হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই ভগবান্ স্বয়ম্ভু একটী তেজোময় দিব্য পদ্ম সৃষ্টি করিলেন। সেই পদ্ম হইতে বেদের বিধান ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াই "মোহ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অহঙ্কার নামে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। তৎকালে আকাশ প্রভৃতি এই পঞ্চভূত দ্বারাই ব্রহ্মার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। গিরি সমুদায় তাঁহার অস্থি, মেদিনী মেদ ও মাংস, সাগর চতুষ্টয় তাঁহার শোণিত, আকাশ উদর, বায়ু নিশ্বাস, তেজ, অগ্নি, স্রোতস্বতী সকল শিরা এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার লোচনদ্বয় রূপে পরিণত হইল এবং তাঁহার মস্তক গগনমণ্ডলে, চরণযুগল ভূমণ্ডলে ও বাহু সকল দিঙ্মণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল। সিদ্ধগণও ঐ মহাত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ হন না। হে ব্রহ্মন্ আমি তোমার নিকট এই সৃষ্টিনির্ম্মিতার বিষয় বর্ণন করিলাম। যে মহাত্মা ভূত সমুদায়কে উৎপাদন করিবার নিমিত্ত অহঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্

সেই সলিলরাশি ভেদ করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে সমুত্থিত হইয়াছিল। সেই সাগরসমুত্থিত সমীরণ অদ্যাপি গগনমণ্ডলে অবিরত সঞ্চরণ করিতেছে। অনন্তর সলিল ও সমীরণের সংঘর্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত ঊর্দ্ধশিখ হুতাশন গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল এবং বায়ুসংযোগে সলিল ও আকাশ একত্র করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ঐ ঘনীভূত পদার্থ আকাশে সমুত্থিত হইবার সময়ে উহা হইতে যে স্নেহ নির্গত হইয়াছিল, সেই স্নেহ আবার ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে। এই পৃথিবী বিবিধ রস, গন্ধ, স্নেহ ও জীবগণের উৎপত্তি স্থান। ইহাতে সমস্ত পদার্থই সমুৎপন্ন হয়।

চতুরশত্যাধিকশততম অধ্যায়। ১৮৪।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ কমলযোনি ব্রহ্মা মনে মনে যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কি? আর প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে জরায়ুজ স্বেদজ প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে; তবে পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটীই বা কি নিমিত্ত মহাভূত বলিয়া পরিগণিত হইল? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

ভৃগু কহিলেন, মহাত্মন্! অপরিমেয় পদার্থই মহৎ শব্দ বাচ্য হইয়া থাকে। পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত অপরিমেয় বলিয়াই মহাভূত নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই অবনীমণ্ডলে যে কোন পদার্থ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সেই সমস্তই ঐ পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন। মানবগণের কলেবর পঞ্চভূতাত্মক। চেষ্টা উহার বায়ু, ছিদ্র উহার আকাশ, অগ্নি উহার তেজ, শোণিতাদি দ্রব পদার্থ উহার জল এবং মাংসাদি উহার পৃথিবী। কি স্থাবর কি জঙ্গম সমস্ত পদার্থই এই প্রকারে পঞ্চভূত দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। জীবগণের পঞ্চইন্দ্রিয়ও পঞ্চভূতাত্মক; শ্রোত্র আকাশাত্মক; ঘ্রাণ পৃথিব্যাত্মক, রসনা সলিলাত্মক, ত্বক্ বাতাত্মক ও চক্ষু তেজোময়। ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন্! কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমস্ত পদার্থই যদি পঞ্চভূত দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়া থাকে, তবে কি নিমিত্ত স্থাবর দেহে পঞ্চভূত লক্ষিত হয় না। দেখুন, বৃক্ষলতাদি শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করিতে পারে না। উহাদিগের কলেবরেও শোণিতাদি দ্রব পদার্থ, অনলরূপ তেজ, অস্থি মাংসাদিরূপ পৃথিবী, চেষ্টারূপ বায়ু ও ছিদ্ররূপ আকাশ

বিদ্যমান নাই, তবে কি প্রকারে উহাদিগকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া গণনা করা যায়।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণ নিতান্ত ঘনীভূত বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে উহাদিগের মধ্যে আকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু যখন উহাদিগের সর্ব্বদাই ফলপুষ্পোদ্গম হইতেছে, তখন বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া দেখিলে, উহাদিগের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। যখন উত্তাপ দ্বারা উহাদিগের পত্র, ত্বক্, ফল ও পুষ্প সকল ম্লান ও বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন আর উহাদিগের স্পর্শজ্ঞান বিষয়ে সন্দেহ কি? যখন বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে উহাদিগের ফলপুষ্প বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন নিশ্চয়ই বোধ করিতে হইবে যে উহাদিগের শ্রবণ শক্তি বিদ্যমান্ রহিয়াছে। দর্শনবিহীন জন্তু কদাপি স্বয়ং পথ চিনিয়া গমন করিতে সমর্থ হয় না; অতএব যখন লতা সকল বৃক্ষের নিকট আগমন, উহাকে পরিবেষ্টন ও ইতস্ততঃ গমন করে, তখন উহাদিগের দর্শনশক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যখন বৃক্ষলতাদি পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং নানাবিধ ধূপ দ্বারা রোগ বিহীন হইয়া কুসুমিত হইতেছে, তখন উহারা নিশ্চয়ই আঘ্রাণ করিতে পারে। যখন উহারা মূল দ্বারা জল পান করিতে পারে, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগের রসনেন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। মুখ দ্বারা যেরূপ উৎপলনাল গ্রহণ করিয়া সলিল শোষণ করা যায়, সেইরূপ বৃক্ষগণ বায়ুসহযোগে মূল দ্বারা সলিল পান করিয়া থাকে। এই প্রকারে যখন উহাদিগকে সুখ দুঃখ সম্পন্ন এবং ছিন্ন হইলে পুনর্ব্বার প্ররোহিত হইতে দেখা যায়, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগের জীবন স্বীকার করিতে হইবে। উহাদিগকে অচেতন করিয়া নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য নহে। বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবর পদার্থ মূল দ্বারা যে সলিল গ্রহণ করে, অগ্নি ও সমীরণ সেই জল জীর্ণ করিয়া থাকে। ঐ জলের পরিপাক হওয়াতেই ঐ সমুদায় স্থাবর পদার্থ লাবণ্য বিশিষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়।

পঞ্চভূত জঙ্গমগণের কলেবরে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবস্থান করাতেই তাহারা অঙ্গ সঞ্চালনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে। ঐ পঞ্চভূত প্রত্যেক পাঁচ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া প্রাণিগণের কলেবরে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী ত্বক্, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ুরূপে; তেজ, অগ্নি, ক্রোধ, চক্ষু, উষ্মা ও জঠরানলরূপে; আকাশ শ্রোত্র, ঘ্রাণ মুখ, হৃদয় ও কোষ্ঠরূপে এবং সলিল, শ্লেষ্মা, পিত্ত, স্বেদ, রস ও রুধির রূপে এবং বায়ু প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান ও সমানরূপে অবস্থান করিতেছে। প্রাণ

জীবগণের গমনাদি ক্রিয়া সম্পাদন ও ব্যান উদ্যম সাধন এবং অপান গুহ্যদেশে ও সমান হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে। আর উদান বায়ু দ্বারা তাহারা নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে। এই প্রকারে এই পঞ্চবিধ বায়ু জীবগণের চেষ্টা সম্পাদন করিয়া থাকে। ভূমি হইতে গন্ধ, সলিল হইতে রস এবং তেজোময় চক্ষু দ্বারা রূপ ও বায়ুদ্বারা স্পর্শ জ্ঞান হয়। পৃথিবী পাঁচগুণ। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ; তন্মধ্যে গন্ধের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। গন্ধ নয় প্রকার, ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, দূরগামী, বিচিত্র, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও বিশদ। গন্ধগুণ পৃথিবী হইতেই সমুৎপন্ন হয়। সলিলের চারিগুণ; রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। তন্মধ্যে রসের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। রস ষড়্‌বিধ; মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায়, অম্ল ও কটু। রসগুণ সলিল হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তেজের তিন গুণ; শব্দ স্পর্শ ও রূপ। এক্ষণে তেজঃপ্রভাবে যেরূপ সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। রূপ ষোড়শ প্রকার। হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুষ্কোণ, বর্ত্তুল, শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, কঠিন, চিক্কণ, মধুর, স্নিগ্ধ ও অতি দারুণ। রূপ তেজ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। বায়ুর দুই গুণ; শব্দ ও স্পর্শ। স্পর্শ একাদশ প্রকার। উষ্ণ, শীত, সুখজনক, দুঃখজনক, স্নিগ্ধ, বিশদ, খর, মৃদু, রুক্ষ, লঘু ও গুরু। স্পর্শগুণ বায়ু হইতে সমদ্ভূত হইয়াছে, তন্মধ্যে আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ। শব্দ সপ্তবিধ; ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চ, ধৈবত ও নিষাদ। এই সাত প্রকার শব্দ পটহাদিতে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহারা আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণী এবং মৃদঙ্গ ভেরী, শঙ্খ ও রথে প্রভৃতি অপ্রাণীদিগের যে সমুদয় শব্দ শ্রবণগোচর হয়, সেই সমস্তই আকাশসম্ভূত; এই জন্য শব্দকে আকাশজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সমীরণ লোকের শব্দজ্ঞানের কারণ। লোকে সমীরণের অনুকূলতানিবন্ধনই শব্দ অবধারণ করিতে সমর্থ ও উহার প্রতিকূলতানিবন্ধনই শব্দ জ্ঞানে অসমর্থ হয়। জীবগণের দেহস্থিত ত্বগাদি ইন্দ্রিয় সকল মারুতাত্মক প্রাণ দ্বারাই ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ফলতঃ সলিল, অনল ও সমীরণ ইহারা প্রাণিগণের কলেবরে অবিরত অবস্থান পূর্ব্বক উহাদিগের জীবন রক্ষা করিতেছে। উহারাই জীবদেহের মূল;

—০:*:০—

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৮৫।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন্! অগ্নি পাঞ্চভৌতিক দেহ লাভ পূর্ব্বক কি প্রকারে জীবগণের কলেবরে অবস্থান করিতেছে এবং বায়ুই বা ঐ প্রকার দেহ লাভ করিয়া কি রূপে প্রাণিগণের শরীরের চেষ্টা সম্পাদন করিতেছে?

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! আমি প্রথমে অগ্নির বিষয় বর্ণন করিয়া বলশালী সমীরণ জীবগণের শরীরে যে প্রকারে সঞ্চরণ করিতেছে, উহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনল জীবগণের মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক কলেবর রক্ষা এবং প্রাণ বায়ু সেই মস্তকস্থিত অনলের সহিত সমস্ত কলেবরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে। প্রাণ ভূতগণের আত্মা, সনাতন পুরুষ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও রূপাদি বিষয় স্বরূপ। প্রাণ শরীরমধ্যে অবস্থান করিয়া অগ্নিকে সর্ব্বত্র পরিচালিত করিতেছে এবং সমান বায়ু উহাকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইতেছে। অপান বায়ু বস্তিমূল ও গুহ্যদেশে অগ্নিকে আশ্রয় করিয়া মূত্র ও পুরীষকে বহন করিতেছে। যাহা একমাত্র হইয়া লোকে প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল এই তিন বিষয়ে অবস্থিত রহিয়াছে, অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে উদান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ব্যান বায়ু মনুষ্যের শরীরসন্ধিতে অবস্থান করিতেছে। অনল শরীরমধ্যে বিস্তীর্ণ ও সমান বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া লোকের রস, ত্বগাদি ও পিত্তাদি দোষ পরিপাক এবং নাভির অধোভাগে অবস্থিত অপান ও ঊর্দ্ধগত প্রাণের মধ্যস্থলে নাভিমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক উহাদিগের সাহায্যে অন্নাদি পরিপাক করিতেছে। আস্যদেশ হইতে শরীরমধ্যে অসংখ্য নাড়ী বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। জঠরানল দেহস্থিত প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর সাহায্যে ঐ সকল শিরা দ্বারা সমস্ত কলেবরে বিস্তীর্ণ হইতেছে। সেই অনলের নাম উষ্মা; উহাই প্রাণিগণের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে। প্রাণবায়ু অনলবেগপ্রভাবে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে এবং তথা হইতে প্রতিহত হইয়া পুনর্ব্বার মস্তকে আগমন পূর্ব্বক অনলকে উৎক্ষিপ্ত করে। নাভির অধোভাগে পক্বাশয়, ঊর্দ্ধ ভাগে আমাশয় আছে এবং জঠরানলে সমস্ত ইন্দ্রিয় অবস্থিতি করিতেছে। প্রাণিগণের ভুক্ত অন্নের রস প্রাণাদি পাঁচ ও নাগ কূর্ম্মাদি পাঁচ এই দশ প্রকার বায়ু প্রভাবে নাড়ী সমুদায় দ্বারা দেহমধ্যে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ্‌ভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। আস্যদেশ হইতে পায়ুপর্য্যন্ত যে স্রোত বিদ্য-

মান আছে, উহা যোগীদিগের যোগসাধনের পথ। যে মহাত্মারা ঐ পথদ্বারা আত্মাকে মস্তকে সমানীত করিতে পারেন, তাঁহারাই ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। হে তপোধন! এই প্রকারে অগ্নি প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চবিধ বায়ুর সাহায্যে দেহমধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া সঞ্চরণ করিতেছে।

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৮৬।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! জীবগণ যদি বায়ু দ্বারা জীবিত থাকিয়া অঙ্গ সঞ্চালন, নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় এবং জঠরানলই যদি লোকের উষ্মভাব প্রকটন ও ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে, তাহা হইলে জীবগণের জীব নিতান্ত নিষ্ফল। প্রাণিগণ যখন কালকবলে নিপতিত হয়, তখন তাহাদিগের কলেবর হইতে প্রাণ নির্গত হইতে দেখা যায় না; ঐ সময় উহাদিগকে কেবল বায়ু ও উষ্মভাব বিহীন হইতেই দেখা যায়। জীব যদি বায়ুময় বা বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইত, তাহা হইলে, উহা বায়ুচক্রের ন্যায় বোধগম্য করা যাইত। বিশেষতঃ যদি বায়ুর সহিত জীবের সংশ্লেষ থাকিত, তাহা হইলে, যখন লোকের কলেবর হইতে বায়ু নিঃসৃত হইয়া যায়, তখন জীব নিশ্চয়ই পৃথগ্‌ভূত ও জ্ঞেয় হইত। আর যখন কূপমধ্যে প্রদত্ত জল ও অগ্নিতে প্রদত্ত প্রদীপ শিখার ন্যায় উহার স্বরূপ ধ্বংস হইয়া যায়, তখন উহাকে ব্রহ্মাংশ বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। এই পাঞ্চভৌতিক দেহে যদি একমাত্র ভূতের অভাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অন্যান্য ভূতচতুষ্টয় পরস্পর পৃথগ্‌ভূত হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। অনাহারে জল ও অগ্নি, শ্বাসনিগ্রহে বায়ু, কোষ্ঠ নিরোধে আকাশ এবং ব্যাধি ও ব্রণাদি দ্বারা মেদিনী বিনষ্ট হয়। এই প্রকারে পৃথিব্যাদি একমাত্র পদার্থের নাশনিবন্ধন অন্যান্য পদার্থ চতুষ্টয় পৃথগ্‌ভূত ও কলেবর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, জীব কাহার অনুসরণ, কি শ্রবণ ও কি প্রকারে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে! আমি পরলোকে গমন করিলে এই গাভী আমাকে উদ্ধার করিবে; এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি গোদান করে, সেই গাভী কি প্রকারে তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়? যখন গাভী, গৃহীত ও দাতা এই তিন জনকে ইহলোকে লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে, তখন তাহাদিগের পুনর্ব্বার সমাগমের সম্ভাবনা কোথায়? বিহঙ্গম কর্ত্তৃক ভক্ষিত, শৈলশৃঙ্গ

হইতে নিপতিত ও অনলে দগ্ধ মনুষ্যগণ কি পুনর্ব্বার চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যফল ভোগ করিতে সমর্থ হয়? তরুর মূল ছেদন করিলে, যখন উহা পুনর্ব্বার প্ররোহিত হয় না, তখন মৃতব্যক্তি কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিবে? যাহা হউক, আমার বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বে একমাত্র বীজ সৃষ্ট হইয়াছিল; সেই বীজ হইতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য বীজের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। জন্তুগণ যে সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সন্তানসন্ততি হইতেই অপর অন্যান্য সন্ততির সৃষ্টি হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা একবার পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা আর কখনই জন্ম পরিগ্রহ করে না।

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৮৭।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন। জীবের বিনাশ নাই। দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, জীব তাহা হইতে অন্য দেহে গমন করিয়া থাকে। কেবল কলেবর বিশীর্ণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হয়। সমিধ সমুদায় ভস্মীভূত হইলে হুতাশন যে প্রকার অদৃশ্য হইয়া যায়, সেইরূপ শরীরের অবসান হইলে দেহস্থিত জীব অদৃশ্য হইয়া থাকে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! দাহ্যবস্তু বিনষ্ট হইলে হুতাশনও ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। দাহ্য বস্তু না থাকিলেও যে হুতাশন বিদ্যমান থাকে, তাহার প্রমাণ কি?

ভৃগু কহিলেন, হে তপোধন! দাহ্য বস্তুর শেষ হইলে হুতাশন অদৃশ্য হয় বটে, কিন্তু তাহার এককালে বিনাশ হয় না। উহা আশ্রয় অভাবে আকাশে বিলীন হওয়াতে আমরা দেখিতে পাই না। ঐ রূপ জীবাত্মাও কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশে অবস্থান করিয়া থাকে এবং সাতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। অনল জ্ঞানময় জীব স্বরূপ। উহা সমীরণের সহিত সমবেত হইয়া দেহমধ্যে অবস্থিতি করে। নিশ্বাস বায়ু অবরুদ্ধ হইলেই উহার বিনাশ হয় এবং উহার বিনাশ হইলেই কলেবর ধরাতলে নিপতিত ও বিলীন হইয়া যায়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থের শরীরের বায়ু আকাশের এবং জ্যোতি বায়ুর অনুগমন করিয়া থাকে। আকাশ, অগ্নি ও বায়ু ইহারা যে প্রকার পরস্পর একত্র অবস্থিতি করিতেছে, সেইরূপ সলিল ও মৃত্তিকাও পরস্পর একত্র প্রতিষ্ঠিত রহি-

রাছে। ঐ পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ, অগ্নি ও বায়ু অদৃশ্য এবং সলিল ও মৃত্তিকা দৃশ্য পদার্থ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! প্রাণিমাত্রেরই দেহে অনল বায়ু, মৃত্তিকা, সলিল ও আকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আপনি বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিলেন,; এক্ষণে জীবের লক্ষণ কি, তাহা বর্ণন করুন। পঞ্চজ্ঞান সমন্বিত পাঞ্চভৌতিক দেহে জীবাত্মা কি প্রকারে অবস্থান করিতেছে? এই মেদ, মাংস, শোণিত, স্নায়ু ও অস্থি সমাকীর্ণ দেহ বিদীর্ণ করিলেও ত জীবাত্মা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই পাঞ্চভৌতিক দেহের যদি চৈতন্য না থাকে, তাহা হইলে শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে উহা লোকের অনুভূত হইবার সম্ভাবনা কি? আপনার মতে জীবাত্মা কর্ণের সাহায্যে শ্রবণ এবং চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনই শ্রবণাদি কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। যদি মনঃসংযোগ না থাকে, তাহা হইলে কখনই লোকের শ্রবণাদি জ্ঞান জন্মে না। লোকে নিদ্রায় অভিভূত হইলে, তৎকালে কখনই তাহার শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, স্পর্শ, আস্বাদন অথবা হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, ভয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, চিন্তা ও বাক্‌নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা থাকে না; অতএব যখন মনই শরীরের সমস্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে লাগিল, তখন অনর্থক জীবাত্মা স্বীকার করিবার তৎপর্য্য কি?

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! চিত্ত পঞ্চভূত হইতে বিভিন্ন নহে। সুতরাং উহা দ্বারা শরীরের সমুদায় ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র অন্তরাত্মা লোকের কলেবরে ব্যাপ্ত হইয়া শরীরের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। সেই অন্তরাত্মাই রূপ, গন্ধ, আঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ ও আস্বাদন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। উহারই সুখদুঃখ অনুভব হয়। আত্মার সহিত বিয়োগ উপস্থিত হইলে, দেহ আর কিছুই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। যখন লোকের দেহস্থিত অনল স্বরূপ আত্মার বিয়োগ বশতঃ লোকের রূপ ও স্পর্শাদি জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না, তখনই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। এই সমস্ত জগৎ সলিলময়, সলিল প্রাণিগণের মূর্ত্তি স্বরূপ। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আত্মারূপে সমস্ত জীবে অবস্থান করিতেছেন। আত্মা সামান্য গুণ সমুদায়ে সংযুক্ত হইলে, ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ঐ সমুদায় গুণ হইতে বিমুক্ত হইলে পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। আত্মা পদ্মমধ্যে জলবিন্দুর ন্যায় কলেবর মধ্যে অবস্থান করিতেছে। উহা সমুদায় জীবের হিতকারী; যোগাদি দ্বারা উহাকে বশীভূত করা যায়। সত্ত্ব, রজ

ও তম এই তিন উহার গুণ। দেহ, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত আত্মার সুখ দুঃখ ভোগের দ্বার স্বরূপ। উহারা আত্মার প্রভাবে চেষ্টাযুক্ত হইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকে। পরমাত্মা নির্গুণ; উহার সহিত কোন কার্য্যেরই সংশ্রব নাই। জীবাত্মার ধ্বংস নাই। যাহারা আত্মার বিনাশ নিরূপণ করিয়া থাকে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়। জীবাত্মা কেবল এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করিয়া থাকে; দেহান্তরে গমনই তাহার মৃত্যু।

হে তপোধন! এই প্রকারে আত্মা অজ্ঞানে সমাবৃত হইয়া গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে সঞ্চরণ করিতেছে। তত্ত্বদর্শীরাই কেবল অতি উৎকৃষ্ট সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা উহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হন। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সতত যোগসাধন ও অল্পাহারপ্রভাবে শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ এবং চিত্তপ্রসাদনিবন্ধন শুভাশুভ কার্য্য সকল পরিহার পূর্ব্বক পরমাত্মায় লীন হইয়া শাশ্বত সুখাস্বাদন করিয়া থাকেন। দেহমধ্যে অনলের ন্যায় প্রকাশময় যে মানসিক জ্যোতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকেই জীবাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

—০❀০—

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৮৮।

হে ভরদ্বাজ! কমলযোনি ব্রহ্মা অগ্রে আপনার তেজ হইতে সূর্য্য ও হুতাশনের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের সৃষ্টি করিয়া স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, শাশ্বত বেদ, আচার ও শৌচের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইল। তখন ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয়গণ রজোগুণ, বৈশ্যগণ রজ ও তমোগুণ এবং শূদ্রগণ নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ প্রাপ্ত হইলেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! সমুদায় মনুষ্যেই ত সর্ব্বপ্রকার গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব কেবল গুণদ্বারা কখনই মানবগণের বর্ণভেদ করিতে পারা যায় না। দেখুন, সকল লোককেই কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রমপ্রভাবে ব্যাকুল হইতে হয় এবং সকলের শরীর হইতেই স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত নির্গত হইয়া থাকে; অতএব গুণদ্বারা কি প্রকারে বর্ণবিভাগ করা যাইতে পারে।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই, সমস্ত জগতই ব্রহ্মময়। পূর্ব্বে মানবগণ ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা রজোগুণপ্রভাবে কামভোগে প্রিয়, রোষপরবশ, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব, যাঁহারা রজ ও তমোগুণপ্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাঁহারা তমোগুণপ্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা এই প্রকার কার্য্য দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন; অতএব সকল বর্ণেরই নিত্য ধর্ম্ম ও নিত্য যজ্ঞে অধিকার আছে। পূর্ব্বে কমলযোনি ব্রহ্মা যাঁহাদিগকে নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বেদময় বাক্যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহারাই লোভনিবন্ধন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা সতত বেদাধ্যয়ন এবং ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকেন, এই জন্যই তপস্যা বিনষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে অসমর্থ হন, তাঁহারা অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত এবং জ্ঞান বিজ্ঞানবিহীন স্বেচ্ছাচারী পিশাচ, রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি বিবিধ জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে আদিদেব মনে মনে প্রজা সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রাচীন মহর্ষিগণ তপোবলে ক্রমে ক্রমে বেদোক্ত সংস্কারসম্পন্ন স্বকার্য্য নিশ্চয়জ্ঞ প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমাদিগের মানসিক সৃষ্টির পর ক্রমে ক্রমে প্রাচীন লোক হইতে নূতন লোকের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে।

—০:০—

একোননবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৮৯।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন্! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের লক্ষণ কি? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

ভৃগু কহিলেন, ভরদ্বাজ! যাঁহারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত, পরম পবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হইয়া প্রতি দিন সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, জপ, হোম, দেবার্চ্চনা ও অতিথি সৎকার এই ষড়্‌বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; যাঁহারা শৌচাচারপরায়ণ নিত্যব্রতনিষ্ঠ, গুরুপ্রিয় ও সত্যনিরত হইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, আর যাহা-

দিগকে সতত দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, ক্ষমা, ঘৃণা ও তপস্যায় একান্ত আসক্ত দেখা যায়, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। যাঁহারা বেদাধ্যয়ন, সমর কার্য্যের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান ও প্রজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং যাঁহারা পবিত্র হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহারা বৈশ্য। আর যাঁহারা বেদবিহীন ও আচারভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বদা সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও সকল দ্রব্য ভক্ষণ করে; তাঁহারা শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হন। যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক শূদ্রের ন্যায় আচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র ও যদি কোন ব্যক্তি শূদ্র-কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় আচারনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব ব্রাহ্মণের বিবিধ উপায় দ্বারা ক্রোধ লোভের শাসন ও আত্মসংযম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্রোধ ও লোভ অমঙ্গলের মূল। অতএব যথোচিত যত্নসহকারে উহাদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করা বিধেয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সতত ক্রোধ হইতে শ্রী, মাৎ-সর্য্য হইতে তপস্যা, মানাপমান হইতে বিদ্যা এবং প্রমাদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবেন। যে ব্যক্তি ফল লাভের বাসনা পরিহার পূর্ব্বক যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং বিধানুসারে দান ও হোম করিয়া থাকেন, তাঁহা-কেই বুদ্ধিমান্ কর্ম্মসন্ন্যাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সকল লোকের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন এবং হিংসা ও অধিকৃত বিত্তবাদি পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিপ্রভাবে ইন্দ্রিয় জয় করিতে সমর্থ হন। ইহলোক ও পরলোকে ভয়শূন্য হইবার নিমিত্ত আত্মধ্যানে মনোনিবেশ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তপস্যানিরত, সংযতাত্মা পরলোকজয়াভিলাষী মুনিগণের পুত্রদা-রাদি পরিবারবর্গে লিপ্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। স্থূল পদার্থ সমস্তই ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম দেহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। যোগীগণ যোগ বলেই উহা দর্শন করিতে সমর্থ হন। অতএব সূক্ষ্ম শরীর দর্শনাভিলাষী ব্যক্তিগণ অবিশ্বাস পরিহার করিয়া চিত্তকে জীবাত্মার সহিত সংলগ্ন ও জীবাত্মাকে ব্রহ্মপদার্থে লীন করিবেন। বৈরাগ্যই নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্তির কারণ। ব্রাহ্মণেরা বৈরাগ্যপ্রভাবেই পরম সুখাস্পদ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। জীবগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন এবং শুদ্ধাচার ও সদ্ব্যবহার অবলম্বন করাই ব্রাহ্মণ জাতির প্রধান লক্ষণ।

—*·*—

নবত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৯০।

হে মহাত্মন্! সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপস্যা এবং সত্য প্রজা সৃষ্টি ও প্রজা পালন করিয়া থাকে। লোক সকল সত্য প্রভাবেই দেবলোক গমনে সমর্থ হয়। মিথ্যা অন্ধকারের স্বরূপ। ঐ অন্ধকার প্রভাবে লোকের অধঃপাত হইয়া থাকে। লোকে ঐ অন্ধকারে আবৃত হইলে সত্যরূপ আলোক সন্দর্শন করিতে অসমর্থ হয়। স্বর্গই সত্য ও আলোক এবং নরকই মিথ্যা ও অন্ধকার স্বরূপ। মানবগণ নিজ নিজ কর্ম্ম ফলে ঐ উভয়ই লাভ করিয়া থাকে। সত্য ও অনৃতে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, প্রকাশ অপ্রকাশ, সুখ ও দুঃখ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম তাহাই প্রকাশ এবং যাহা প্রকাশ তাহাই সুখ। আর যাহা অসত্য তাহাই অধর্ম্ম, যাহা অধর্ম্ম, তাহাই অন্ধকার এবং যাহা অন্ধকার তাহাই দুঃখ। বিজ্ঞলোক সকল এই ভূমণ্ডলে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ এবং অসুখের মূলীভূত সুখ জীবলোককে অভিভূত করিয়াছে জানিতে পারিয়া কদাচ বিমোহিত হন না। সর্ব্বদা দুঃখ নিবারণার্থ যত্নবান্ হওয়াই কর্ত্তব্য। লোকের ঐহিক সুখ অনিত্য। শশধর রাহুগ্রস্ত হইলে তাঁহার জ্যোৎস্না যেরূপ প্রকাশিত হইতে পারে না, মনুষ্য সেইরূপ অসত্য রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে, তাহার অন্তরে সুখ থাকিলেও উহা প্রকাশিত হয় না। সুখ দ্বিবিধ; শারীরিক ও মানসিক। লোকে সুখের জন্যই নানা প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। সুখ অপেক্ষা ত্রিবর্গের উৎকৃষ্ট ফল আর কিছুই নাই। এই নিমিত্ত সকলেই সুখ প্রার্থনা করিয়া থাকে। সুখ আত্মার গুণ বিশেষ। ধর্ম্মার্থই উহার মূল স্বরূপ। উহার উদ্দেশেই লোকে ধর্ম্মার্থের অনুষ্ঠান করে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি যে, সুখকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, আমি উহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দেখুন, মহাত্মা মহর্ষিগণ এই আত্মার উৎকৃষ্ট গুণ বিশেষ সুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। এই প্রকার কিম্বদন্তী আছে যে, ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া একাকী তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি কখনই কাম জনিত সুখে মনোনিবেশ করেন না। আর ভগবান্ ভবানীপতি রতিপতিকে সম্মুখীন দেখিয়া ভস্মাবশেষ করিয়াছিলেন। এই সমুদায় দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, সুখ মহাত্মাদিগের অভিপ্রেত নহে; সুতরাং উহা আত্মার উৎকৃষ্ট গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আর কিছুই নাই, এই বাক্যে আমার তাদৃশ বিশ্বাস হই-

তেছে না। আর পুণ্য হইতে সুখ এবং পাপ হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, ইহা ত কেবল লোক প্রবাদ মাত্র বোধ হইতেছে।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! অনৃত হইতে অন্ধকারের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। যাহারা সেই অন্ধকার প্রভাবে ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও মিথ্যায় জড়িত হইয়া ধর্ম্মকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে অচিরাৎ বিবিধ ব্যাধি, জরা, বধ, বন্ধন, পিপাসা, বর্ষা, উত্তাপ, শীত, বন্ধুবিয়োগ ও অর্থনাশ জনিত দুঃখ পরম্পরায় অভিভূত হইতে হয় সুতরাং তাহাদিগের সুখ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? যে ব্যক্তির ঐ সকল শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নাই, সেই ব্যক্তিই সুখানুভব করিতে পারেন। দেবলোকে এই সকল দুঃখ কথনই অনুভূত হয় না। তথায় অবিরত সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত ও উৎকৃষ্ট গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, জরা ও পাপের লেশমাত্র নাই সুরলোকে সতত সুখই বিদ্যমান রহিয়াছে; নরকে কেবল দুঃখই অবস্থিতি করিতেছে এবং এই সংসারে সুখ ও দুঃখ উভয়ই বিদ্যমান আছে; অতএব সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোক সর্ব্বভূত জননী পৃথিবীর স্বরূপ, পুরুষ প্রজাপতি স্বরূপ এবং শুক্র তেজঃ স্বরূপ। ভগবান্ ব্রহ্মা স্ত্রীপুরুষের সহযোগে শুক্র প্রভাবে লোক সৃষ্টি হইবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। মানবগণ তাঁহার সেই নিয়মানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৯১।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহর্ষে! দান, ধর্ম্ম, আচার, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও হোম কার্য্যে কি ফল লাভ হয়, তাহা বর্ণন করুন।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! হোমদ্বারা পাপের উপশম, বেদাধ্যয়ন দ্বারা শান্তিলাভ, দান দ্বারা ভোগ ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। দান দ্বিবিধ, ঐহিক ও পারলৌকিক। অসৎপাত্রে দান করিলে ঐহিক এবং সৎপাত্রে দান করিলে পারলৌকিক সুখ লাভ হয়। যিনি যে প্রকার দান করিয়া থাকেন; তিনি তদনুরূপ ফল লাভ করেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন! কে কি প্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে? ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং ধর্ম্ম কয়প্রকার, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! যে মহাত্মারা নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাহারাই স্বর্গ ফল ভোগ করিতে সমর্থ হন; আর যাহারা তাহার অন্যথাচরণ করে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ আশ্রম চতুষ্টয়ের যে প্রকার ধর্ম্ম নির্ণয় এবং তাঁহারা স্বয়ং যেপ্রকার আচার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! প্রথমতঃ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজা বর্গের হিতসাধন ও ধর্ম্মরক্ষার্থ আশ্রমচতুষ্টয় নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। ঐ আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। আশ্রমবাসিগণ পবিত্রতা, সংস্কার, বিনয়, নিয়ম ও ব্রতপ্রভাবে সংযত হইয়া প্রাতঃ কালে সূর্য্য ও সায়ংকালে অগ্নির আরাধনা এবং নিদ্রা ও আলস্য পরিহার পূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা, অভ্যর্থনা, বেদাভ্যাস, বেদার্থ গ্রহণ, তিনবার স্নান, অগ্নিরক্ষা ও নিত্যভিক্ষা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা আত্মার পবিত্রতা সাধন করেন। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যাঁহারা গুরুর উপাসনা করিয়া বেদজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই স্বর্গফল প্রাপ্তি ও অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

গার্হস্থ্য দ্বিতীয় আশ্রম; এই আশ্রমের আচার ও লক্ষণ সকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে নির্গত ও সদাচারে নিরত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য ফল লাভে অভিলাষী হন, তাঁহাদিগের নিমিত্তই গৃহস্থাশ্রম বিহিত হইয়াছে। এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থ ব্যক্তি অথবা স্বীয় বেদাধ্যয়নপ্রভাব, যাজনাদি ক্রিয়া ও হোমাদি নিয়মজনিত দেবতার প্রসাদ লব্ধ ধন দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। এই আশ্রম সকল আশ্রমের মূল। কি গুরুকুলনিবাসী, কি পরিব্রাজক, কি অন্যান্য ব্রত নিয়ম ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সকলেরই এই আশ্রম হইতে ভিক্ষাদান ও হোমানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। বানপ্রস্থাশ্রমীদিগের ধনসঞ্চয় নিষিদ্ধ। তাঁহারা প্রায়ই বেদাধ্যয়ন ও তীর্থ দর্শন প্রসঙ্গে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র অসূয়াশূন্যচিত্তে গাত্রোত্থান, অভিগমন, অভিবাদন ও মিষ্টসম্ভাষণ পূর্ব্বক শক্ত্যনুসারে আসন, শয়ন, আহার প্রদান ও অর্চ্চনা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যে গৃহস্থ শক্ত্যনুসারে অতিথি সৎকার না করে, অতিথি তাহার গৃহ হইতে নিরাশ হইয়া প্রতিগমন করিবার সময় তাহাকে

স্বীয় সঞ্চিত পাপ প্রদান পূর্ব্বক তাহার পুণ্যরাশি গ্রহণ করিয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবলোক, শ্রাদ্ধতর্পণ দ্বারা পিতৃলোক, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিলোক এবং অপত্যোৎপাদন দ্বারা প্রজাপতির প্রীতিসাধন করা যাইতে পারে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সকলের সহিত সুমধুর প্রিয়সম্ভাষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নিন্দা, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ, অবজ্ঞা, অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা প্রকাশ করা নিতান্ত অনুচিত। অহিংসা, সত্য ও অক্রোধ এই সমস্ত আশ্রমের উৎকৃষ্ট তপস্যা স্বরূপ। গৃহস্থাশ্রমে মাল্যাভরণ ধারণ, বস্ত্র পরিধান, তৈলমর্দ্দন, গন্ধদ্রব্য সেবন, নৃত্য দর্শন, গীতবাদ্য শ্রবণ, বিহার এবং চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়াদি বিবিধ দ্রব্যের উপভোগে অসীম সুখ লাভ হয়। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক ত্রিবর্গ সাধন এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে পারেন, তিনি সাধুজনোচিত গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। এই আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক কাম পরিহার করত উঞ্ছবৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়াও স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে স্বর্গ লাভ দুর্লভ হয় না।

--০:*:০--

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়। ১৯২।

হে ভরদ্বাজ! বানপ্রস্থেরা ধর্ম্মানুসারে মৃগ, মহিষ, বরাহ, শার্দ্দুল ও বনমাতঙ্গসমাকীর্ণ অরণ্যে তপোনুষ্ঠান এবং পবিত্র তীর্থ, নদী ও প্রস্রবণ প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রদেশ দর্শন পূর্ব্বক পর্য্যটন করিয়া থাকেন। গ্রাম্য বস্ত্র, আহার ও উপভোগে তাঁহাদিগের অভিলাষ থাকে না। তাঁহারা বন্য ফলমূল পত্র ও ওষধি পরিমিতরূপে ভোজন; ভূমি, পাষাণ, বালুকাময় প্রদেশ, কর্কর ও ভস্মের উপর শয়ন; কাশ, কুশ, চর্ম্ম ও বল্কল পরিধান, কেশ, শ্মশ্রু, নখ ও লোম ধারণ; নিয়মিত সময়ে স্নান এবং যথানিয়মে বলি ও হোমের অনুষ্ঠান করেন। উহাঁরা সমিৎ, কুশ ও কুসুম প্রভৃতি পূজোপহার সংগৃহীত ও সংমার্জ্জিত না করিয়া কখনই বিশ্রামলাভ করেন না। অবিরত শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি ও বায়ু সহ্য করাতে ইহাঁদিগের ত্বক্ সকল ছিন্ন এবং নানাবিধ নিয়ম ও আহারসঙ্কোচ দ্বারা মাংস ও শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। উহাঁরা কেবল কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট কলেবর ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা অতি সুধীর। যিনি এই প্রকারে ব্রহ্মর্ষিবিহিত ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পাবকের

ন্যায় দোষ সকল দগ্ধ ও দুর্জ্জয় লোক সকল আপনার বশীভূত করিতে সমর্থ হন।

এক্ষণে পরিব্রাজকগণের আচার কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরিব্রাজকগণ হুতাশন, ধন, কলত্র ও অন্যান্য ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নেহপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা লোষ্ট্র ও সুবর্ণ সমান জ্ঞান করেন। ধর্ম্মার্থ কামে তাঁহাদিগের কদাচ অভিরুচি হয় না। তাঁহারা কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন সকলেরই প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন এবং কায়মনোবাক্যে জরায়ুজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিদ্গণের কোন অপকার সাধন করেন না। তাঁহাদিগের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। তাঁহারা অনবরত পর্ব্বত, পুলিন, তরুমূল ও দেবালয়ে পর্য্যটন করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা কখন গ্রামে ও কখন বা নগরে অবস্থান করিবার বাসনায় গমন করেন; কিন্তু নগরে একাদিক্রমে পাঁচ রাত্রি ও গ্রামে এক রাত্রি ব্যতীত অবস্থান করেন না। তাঁহারা গ্রামে বা নগরমধ্যে গমন পূর্ব্বক কোন সদাশয় ব্রাহ্মণের ভবনে প্রবেশ করিয়া তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভিক্ষার নিমিত্ত কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যেই পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং কদাচ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহঙ্কারে অভিভূত বা পরনিন্দা ও পরহিংসায় প্রবৃত্ত হন না। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যিনি প্রাণীদিগকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, তিনি কাহা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না। যিনি আপনার শরীর অগ্নিসমাহিত করিয়া সেই অগ্নির উদ্দেশে আপনার মুখে ভিক্ষালব্ধদ্রব্য সমূহ রূপ হবিঃপ্রদান করেন, তিনি সাগ্নিকগণের লোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। যিনি সংকল্পবিহীন বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে শাস্ত্রানুসারে মোক্ষাশ্রম আশ্রয় করেন, তিনি ইন্ধনশূন্য জ্যোতির ন্যায় প্রশান্তভাবে ব্রহ্মলোক লাভ করিতে পারেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমরা শুনিয়াছি যে, এই ভারতবর্ষের পর অন্যলোক বিদ্যমান আছে। কিন্তু উহা ত কেহই দেখিতে পায় না, অতএব ঐ লোক কি কি প্রকার তাহা জানিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে, আপনি উহা বর্ণন করুন।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! উত্তর দিকে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র প্রদেশে পাপহীন শুভজনক লোক বিদ্যমান

আছে। লোভ মোহ বিবর্জ্জিত পাপশূন্য পবিত্রচিত্ত মনুষ্যগণ ঐ লোকে নিরাপদে কালযাপন করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে অকাল মৃত্যু বা ব্যাধির নাম গন্ধ ও নাই। এই সমুদায় গুণসম্পন্ন হওয়াতেই ঐ স্থান স্বর্গ তুল্য বলিয়া অভিহিত হয়। তথায় সকলেই পরদার গমনে বিরত, নিজ নিজ পত্নীর প্রতি অনুরক্ত, পরস্পর নিপীড়নে পরাঙ্মুখ ও বিস্ময় বিহীন হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ স্থানে অধর্ম্মের লেশ মাত্র নাই। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয় না এবং ঐ স্থানে কার্য্যানুষ্ঠানের ফল প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেই লোকে কেহ কেহ অপূর্ব্ব অট্টালিকায় বাস ও সুবর্ণালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বিবিধ পানীয় পান ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন পূর্ব্বক সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ করিতেছেন। কেহ কেহ ভোগাভি লাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন এবং কেহ কেহ কঠিন পরিশ্রম দ্বারা যোগবল লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ ঐ লোক এই ভারতবর্ষ অপেক্ষাও অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। ইহলোকে কেহ ধার্ম্মিক, কেহ নিষ্ঠুর, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনবান্ এবং কেহবা নির্ধন থাকে। মূর্খ ব্যক্তিগণ অবিরত শ্রম, ভয়, মোহ, ক্ষুধা ও ধনলোভে নিতান্ত মুগ্ধ হয়। ইহলোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়িণী বিবিধ বার্ত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে। যে ব্যক্তি জ্ঞানবলে ঐ উভয় প্রকার বার্ত্তা অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহাকে কখনই পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি দম্ভ, চৌর্য্য, পরিবাদ, অসূয়া, পর পীড়ন, হিংসা, খলতা ও মিথ্যা বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহার তপস্যা ক্ষয় হইয়া থাকে। আর যিনি ঐ সমুদায় কার্য্যে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহার তপস্যা ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহলোকে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ও কর্ম্ম নানা প্রকার। ইহার নাম কর্ম্মভূমি; লোকে এই স্থানে শুভ ও অশুভ উভয়বিধ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করে। তন্মধ্যে যাঁহারা শুভ কার্য্যের অনু ষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের শুভ ফল এবং যাহারা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে তাহাদিগের অশুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে প্রজাপতি দেবতা ও ঋষিগণের সহিত ইহলোকে তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন। এই স্থানে যাঁহারা যোগে সমাদর ও পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বোক্ত পৃথিবীর উত্তরভা- গস্থিত পবিত্র লোক লাভ হয়। আর যাহারা পুণ্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ হয়, তাহারা ক্ষীণায়ু হইয়া তনু ত্যাগ পূর্ব্বক তির্য্যগযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। লোভ মোহযুক্ত পরস্পর নিপীড়ননিরত পাপাত্মারাই উত্তর দিক্‌স্থিত উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিতে না পারিয়া বারংবার ইহলোকে

জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। যাঁহারা সংযত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিধি অনুসারে গুরুশুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সমুদায় লোকের গতির বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হন। হে তপোধন! এই আমি তোমার নিকট বেদোক্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি লোকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তখন প্রতাপশালী ধর্ম্মপরায়ণ ভরদ্বাজ মহাত্মা ভৃগুর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন। এই আমি তোমার নিকট জগতের সৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিলাম; অতঃপর তোমার যাহা শুনিতে বাসনা হয়, প্রকাশ কর।

—০✱০—

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৯৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমস্তই অবগত আছেন। এক্ষণে আমি আপনার মুখে আচারের বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দুরাচার, দুশ্চেষ্ট, দুর্ব্বুদ্ধি ও সাহসপ্রিয় ব্যক্তিরা অসাধু বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সাধুগণকেই আচারপূত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধু ব্যক্তিগণ কদাচ রাজপথে, গোষ্ঠে ও ধান্যমধ্যে বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করেন না। যাঁহারা সাধুজনোচিত আচারপরায়ণ হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের শৌচাদি ক্রিয়া সমাপনের পর আচমন করিয়া অবগাহন ও অবগাহনের পর তর্পণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিনিয়ত দিবাকরের আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয় হইলে নিদ্রিত থাকা কর্ত্তব্য নহে। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সাবিত্রীর উপাসনা করা কর্ত্তব্য। হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখীন হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ভোজন করা বিধেয়। অন্নাদি ভোজন দ্রব্যের নিন্দা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও যামিনীযোগে আর্দ্রপদে শয়ন করা নিতান্ত অনুচিত। দেবর্ষি নারদ এই সকল আচার লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যহ যজ্ঞশালা, বৃষ, দেবতা, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ও চৈত্যবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করা সাধুলোকের অবশ্য

কর্ত্তব্য। কি অতিথি, কি প্রেষ্যবর্গ, কি আত্মপরিবার সকলকেই আপনার তুল্য ভোজন প্রদান করা বিধেয়। সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই দুই কালই মানবগণের ভোজনের প্রকৃতসময় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়মিত সময়ে ভোজন করিলে উপবাসের ফললাভ হয়। হোমকালে হোমানুষ্ঠান এবং অন্য স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া ঋতুকালে আপনার পত্নীতে অভিগমন করিলে, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। ভগবান্ বিধাতা ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টকে জননীহৃদয়ের ন্যায় হিতকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহারা ঐ উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহারা শাশ্বত ব্রহ্মপদবী প্রাপ্ত হয়। যাহারা যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত মৃত্তিকা মর্দ্দন, অগ্নি আহরণ করিবার নিমিত্ত তৃণ ছেদন, যজ্ঞাবশিষ্ট মাংস নখদ্বারা ছেদন করিয়া ভোজন ও নিত্য সোমরস পান করে, তাহাদিগকে অধিক কাল সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যিনি মাংস পরিত্যাগ করেন, তিনি কোন মাংস যজুর্ব্বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইলেও তাহা ভোজন করিবেন না। বৃথামাংস ও পৃষ্ঠ মাংস ভোজন করা সকলেরই অকর্ত্তব্য। কি স্বদেশ, কি বিদেশ কুত্রাপি অতিথিকে উপবাসী রাখা কর্ত্তব্য নহে। ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অন্নাদি যাহা লাভ হয়, তাহা পিত্রাদি গুরুজনকে অর্পণ করা বিধেয়। গুরুজনগণকে আসন দান, অভিবাদন ও পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য; উহা করিলে, আয়ু, যশ ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। উদয়োন্মুখ সূর্য্য ও বিবসনা পরম রমণীকে অবলোকন করা বিধেয় নহে। ঋতুকালীন ভার্য্যা গমন ধর্ম্মানুগত বটে, কিন্তু উহা গোপনে করাই বিধেয়। সমুদায়ের তীর্থ মধ্যে গুরু এবং পবিত্র বস্তু সকলের মধ্যে অগ্নিই শ্রেষ্ঠ। সাধু ব্যক্তিগণ গোপুচ্ছ সংস্পর্শ প্রভৃতি যে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই প্রশস্ত। পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই স্ব স্ব কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করা অতি আবশ্যক। দেবালয়, গোষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও ভোজনস্থলে, দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করা শাস্ত্রসম্মত। সায়ংকাল এবং প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদিগকে অভিবাদন করিলে, পুণ্যশীল ব্যক্তিগণের পুণ্য বৃদ্ধি, কৃষিজীবিগণের কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয় ভোগ্য দিব্য বস্তু ও অন্নাদি লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগকে ভোজ্য দ্রব্য প্রদানের সময় 'সম্পন্নং" পানীয় প্রদানের সময় "তর্পণং" এবং পায়স, যবাগু ও কৃশোদন প্রদানের সময় 'সুশৃতং' বলিয়া

জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। ব্যাধিত ব্যক্তিগণের ক্ষৌর কার্য্য, মূত্রপরিত্যাগ, স্নানা ও ভোজনের পর বন্দনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করা অতি আবশ্যক। উহা করিলে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ অনায়াসে দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইতে পারে। সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ এবং আপনার পুরীষ দর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রীলোকের সহিত একত্র শয়ন ও একত্র ভোজন এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে তুমি বলিয়া সম্ভাষণ বা নামোচ্চারণ পূর্ব্বক সম্বোধন করা নিতান্ত অবিধেয়। কনিষ্ঠ বা সম বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি তুমি বাক্য প্রয়োগ করিলে উহা দোষাবহ হয় না। পাপাত্মা ব্যক্তিগণের অঙ্গবিকার অবলোকন করিলেই মনোগত ভাব অবগত হওয়া যায়। মূঢ় ব্যক্তিগণ জ্ঞান পূর্ব্বক পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা গোপন করিতে যত্নবান্ হয়। কিন্তু পরিশেষে সেই পাপ গোপন নিবন্ধনই তাহারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা কোন ক্রমে মনুষ্যের অগোচরে রাখা যায়, কিন্তু দেবগণ নিশ্চয়ই উহা পরিজ্ঞাত হন। পাপানুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে, উহা দ্বারা পাপ এবং ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে তদ্দ্বারা ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মূঢ় ব্যক্তিগণ পাপানুষ্ঠান করিয়া আর তাহা চিন্তা করে না, কিন্তু রাহু যে প্রকার সময় ক্রমে শশধরের সমীপে উপস্থিত হয়, সেইরূপ পাপও সময় ক্রমে সেই মূঢ় ব্যক্তিগণের সমীপে সমাগত হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই। আশার অধীন হইয়া দ্রব্য সঞ্চয় করিলে, উহা উপভোগ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। কারণ, মৃত্যু কাহাকেও অপেক্ষা করে না। এই জন্যই পণ্ডিতগণ ঐ প্রকার সঞ্চয়ের নিন্দা করিয়া থাকে। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে, মনুষ্যগণের মনই ধর্ম্মোপার্জ্জনের মূল; অতএব মনোমধ্যে সতত পরের মঙ্গল চিন্তা করাই সাধু লোকের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান সময়ে অন্যের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া একাকীই বিধি অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়। ধর্ম্মই মানবগণের উৎপত্তির কারণ ও দেবগণের অমৃত স্বরূপ। মনুষ্যগণ ধর্ম্মবলে পরলোকে অশেষ সুখ লাভ করিয়া থাকে।

চতুর্ব্বত্যধিক শততমঅধ্যায়।১৯৪।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, মনুষ্য

অধ্যাত্ম যোগধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। ঐ যোগধর্ম্ম কি প্রকার এবং এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় বিশ্বসংসার কোন্ মহাত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে ও প্রলয়কালে কাহাতেই বা লয়প্রাপ্ত হইবে? সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই শ্রেয়স্কর সুখ স্বরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আচার্য্যগণ এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় সবিশেষ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ইহলোকে যে ব্যক্তি উহা অবগত হইতে পারেন, তিনি পরম প্রীতি ও সর্ব্বভূতহিতজনক উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ এই পঞ্চ মহাভূতের প্রভাবে সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি ও বিনাশ হইতেছে। ঐ সমুদায় মহাভূত অর্ণবতরঙ্গের ন্যায় বারংবার যাহা হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কূর্ম্ম যেরূপ অঙ্গ সকল বারংবার প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তাও বারংবার জগৎ সৃষ্টি ও হরণ করিতে-ছেন। জগদীশ্বর সমুদয় জীবের দেহে পঞ্চ মহাভূতকে পৃথক পৃথক রূপে অবস্থাপিত করিয়াছেন। আত্মাভিমানবিবর্জ্জিত না হইলে ঐ সমুদায় ভূতের যাথার্থ্য নির্ণয় করা যায় না। শব্দ, শ্রোত্র ও ছিদ্র সকল আকাশের; স্পর্শ, চেষ্টা ও ত্বক্ বায়ুর; চক্ষু ও পরিপাক তেজের; রস, ক্লেশ ও জিহ্বা সলিলের এবং ঘ্রেয়বস্তু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও দেহ পৃথিবীর গুণ। এই প্রকারে এই পঞ্চ মহাভূত ও মন জীবাত্মার বিষয় বোধের দ্বারস্বরূপ হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ বিষয় গ্রহণ, চিত্ত তদ্বিষয়ে সংশয় উৎপাদন, বুদ্ধি বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া থাকে। পরমাত্মা জীব-গণের দেহমধ্যে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করিয়া আপাদমস্তক অবলোকন করিতেছেন। তিনিই এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান পদার্থে বিদ্যমান রহিয়া-ছেন। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনগুণ ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করিতেছে; অতএব মানবগণ ইন্দ্রিয় গ্রামের সম্পূর্ণ রূপ পরীক্ষা করিবে। বুদ্ধিবলে জীবগণের উৎপত্তি ও লয়স্থান অবগত হইতে পারিলেই ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট শান্তিগুণ লাভ করিতে পারা যায়। তম প্রভৃতি গুণত্রয় বুদ্ধিকে এবং বুদ্ধি পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মনকে বিষয়াসক্ত করে; অতএব বুদ্ধির প্রভাবে গুণত্রয় ও ইন্দ্রিয়াদি কোন কার্য্যই সাধন করিতে সমর্থ হয় না। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সমুদায় প্রাণী বুদ্ধি সম্পন্ন হইলেই উৎপন্ন ও বুদ্ধি বর্জ্জিত হইলেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই বেদে

প্রাণীদিগকে বুদ্ধিময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। বুদ্ধিবলেই লোচন দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ, রসনা দ্বারা আস্বাদন, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শজ্ঞান ও মন দ্বারা চিন্তা জন্মিয়া থাকে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল কেবল বুদ্ধির বিষয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। চিদাত্মা ঐ সমুদায় ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে। বুদ্ধি জীবগণের শরীর আশ্রয় করিয়া কখন প্রীতি লাভ, কখন অনুতাপ এবং কখন প্রীতি ও অনুতাপ এই উভয়বিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছে। ঊর্ম্মিমালা-সমাকুল সরিৎপতি যেরূপ বেলাভূমি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, বুদ্ধিও সেইরূপ সুখদুঃখাদি ভাবত্রয় অতিক্রম করিতে পারে না। বুদ্ধি কখন কখন সুখদুঃখাদির ভাব হইতে বিরত হয় বটে, কিন্তু তাহাকে তৎকালে মনোমধ্যে অবস্থান করিতে হয় এবং রজোগুণ উপস্থিত হইলেই পুনর্ব্বার তাহাকে সেই সুখদুঃখাদির অনুগমন করিতে হয়। বুদ্ধি রজোগুণবিশিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয় জ্ঞান, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইলে যাথার্থ্যজ্ঞান ও তমোগুণবিশিষ্ট হইয়া মোহাদি উৎপাদিত করিয়া থাকে। শম, দম, কাম, ক্রোধ, ভয় ও বিষাদ প্রভৃতি সমস্তই এই তিন গুণে বিদ্যমান আছে। এই আমি তোমার নিকট বুদ্ধির বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিলাম।

বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি পরম যত্নসহকারে ইন্দ্রিয়কে পরাজয় করিবে। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ প্রাণীদিগকে সর্ব্বদাই আশ্রয় করিয়া আছে। সমুদায় প্রাণিতেই সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই তিন প্রকার বুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। সত্ত্বগুণপ্রভাবে সুখ ও রজোগুণ প্রভাবে দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। তমোগুণপ্রভাবে সুখ দুঃখ তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু ঐ গুণ মোহ উৎপাদনের প্রধান কারণ। লোকের দেহে ও মনে যে প্রীতিযুক্ত ভাব উদয় হয়, তাহাকে সাত্ত্বিকভাব, যে অপ্রীতি ও দুঃখযুক্ত ভাব জন্মে, তাহাকে রাজসিক ভাব বলা যায় এবং যে মোহযুক্ত ভাব উপস্থিত হইয়া মনুষ্যকে ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় করে, তাহাকে তামসিক কহে। রাজসিক ভাব উপস্থিত হইলে, তাহা নিবারণার্থ যত্নবান্ হওয়াই কর্ত্তব্য; ভয়প্রযুক্ত দুঃখ চিন্তা করা বিধেয় নহে। ফলতঃ সত্ত্বগুণ হইতে হর্ষ, আনন্দ ও প্রশান্তচিত্ততা, রজোগুণ হইতে অসন্তোষ, পরিত্যাগ, শোক, লোভ ও ক্ষমা এবং তমোগুণ হইতে অপমান, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্দ্রা উপস্থিত হয়। যাহার মন দুর্লভ বস্তু লাভে আসক্ত, নানাবিধ বিষয়ে ব্যাপৃত, প্রার্থনানভিজ্ঞ ও নিয়মিত; তিনি উভয়লোকেই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হন।

এক্ষণে সূক্ষ্মস্বরূপ বুদ্ধি ও আত্মার প্রভেদের বিষয় অনুধাবন কর। বুদ্ধি গুণ সকল সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু আত্মা ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত আছে। মশক ও উড়ুম্বর যেরূপ পরস্পর একত্র থাকিয়াও পরস্পর পৃথক্ পদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর মিলিত হইলেও স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গুণ সকল আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। কিন্তু আত্মা অহঙ্কারাদি গুণের দ্রষ্টা হইয়া তাহাদিগকে আপনা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন। ঘটাচ্ছাদিত প্রদীপ যেরূপ ঘটছিদ্র দ্বারা স্বীয় তেজঃ প্রকাশ পূর্ব্বক বস্তু উদ্ভাবন করিয়া দেয়, সেইরূপ পরমাত্মা চেষ্টাবিহীন আত্মজ্ঞানবিরহিত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সমুদায় প্রকাশিত করিতেছেন। বুদ্ধি সমুদায় গুণের সৃষ্টি এবং আত্মা সেই সমস্ত দর্শন করিয়া থাকে। আত্মা ও বুদ্ধির এই দুরপনেয় সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে। বুদ্ধি ও আত্মার আর কেহই আশ্রয় নাই। উহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত নহে। বুদ্ধি মনকে অভিব্যক্ত করে, কিন্তু উহা অহঙ্কারাদি গুণ সমূহে ব্যক্ত করিতে পারে না। যখন আত্মা বুদ্ধির দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখন ঘটমধ্যস্থিত প্রজ্বলিত দীপ-শিখার ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে। মনুষ্য সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ ও ধ্যানপরায়ণ হইয়া আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান করিলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। জলচর পক্ষী যেরূপ সলিলে সঞ্চরণ করিলেও উহা দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেই রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংসারে পরিভ্রমণ করিয়াও সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হয় না। যে মহাত্মা এই প্রকারে সংসারে লিপ্ত না হইয়া স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে শোক, হর্ষ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জীবন্মুক্ত হইতে পারেন তিনি ঊর্ণনাভি যেরূপ সূত্রসমূহের সৃষ্টি করে, সেইরূপ অনায়াসে গুণ সমূহের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের গুণ সকল এককালে বিনষ্ট হইয়া যায় না। আর কেহ কেহ বলেন যে, ঐ সমুদায় এককালেই বিনষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা জীবন্মুক্তগণের গুণসমূহের নাশ স্বীকার না করেন, তাঁহারা কহেন যে, শ্রুতিতে ঐ সমুদায়ের নাশের কোন প্রমাণ নাই, কেবল স্মৃতিতেই প্রমাণ আছে। অতএব জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের গুণ সমূহের নাশ স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনার বুদ্ধি অনুসারে এই দুইটি মতের যাথার্থ্য অবধারণ পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান এবং বুদ্ধি ভেদোৎপাদক সুদৃঢ় সন্দেহ সকল ছেদন করিয়া সুখে অবস্থান করিবেন; শোকা-

কুল হওয়া তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। মলিনহৃদয় মনুষ্যগণ জ্ঞানরূপ স্রোতস্বতীতে অবগাহন করিলে, অনায়াসে বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে। জ্ঞান অপেক্ষা পবিত্র আর কিছুই নাই। অন্যান্য নদীর পরপার দর্শন করিলে ফললাভ হয় না; নৌকাদি দ্বারা উহা সমুত্তীর্ণ হইতে পারিলেই চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞাননদী প্রকৃতরূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই ফল লাভ হয়। উহার অনুষ্ঠানের আর কিছু-মাত্র অপেক্ষা থাকে না। যাহারা নির্ব্বিষয়ক অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন. তাঁহারাই যথার্থ উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হন, প্রাণিগণের এই প্রকার উৎপত্তি ও লয় বুদ্ধি দ্বারা বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিলে অত্যন্ত সুখলাভ হইয়া থাকে। যিনি ত্রিবর্গকে ক্ষয়শীল বলিয়া অবগত হইয়া উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধ্যানশীল, তত্ত্বদর্শী ও আত্মদর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে সমর্থ হন। রূপরসাদি বিষয়ে আসক্ত দুর্নিবার ইন্দ্রিয় সকল সংযত না হইলে, উহাদের দ্বারা আত্ম দর্শন লাভ হওয়া নিতান্ত কঠিন। আত্মজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর কিছুই নাই। মনস্বী ব্যক্তি আত্মাকে বিশেষরূপ অবগত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ-জ্ঞান করিয়া থাকেন। জ্ঞানহীন ব্যক্তির যাহাতে সাতিশয় ভয়সঞ্চার হয়, তাহাতে জ্ঞানবান্ ব্যক্তির কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। মুক্তি সকলে-রই একরূপ হইয়া থাকে; কারণ, যাঁহারা সগুণ তাঁহাদিগেরই গুণের তারতম্য হয়, কিন্তু যাঁহারা নির্গুণ তাঁহাদিগের কোন বিষয়েরই তার-তম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি অভিসন্ধি বিহীন হইয়া কার্য্যানু-ষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মদোষ সকল সংশোধিত হইয়া যায়। কর্ম্ম দ্বারা লোকের মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। বিজ্ঞ পরীক্ষক কাম ক্রোধাদি বসনাসক্ত ব্যক্তিকে ধিক্কার প্রদান করেন। সেই গর্হিত কার্য্যানুষ্ঠাতা জীবিতাবস্থায় সকলের নিকট নিন্দনীয় হইয়া কলেবর পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক অতি অপকৃষ্ট পশ্বাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। পাপাত্মারা স্ত্রীপুত্রাদি বিরহে শোকাকুল হয় এবং বিবেকী ব্যক্তিগণ পুত্রাদি বিনাশেও শোকাকুল হন না। অভিনিবেশ সহকারে এই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৯৫।

হে [illegible]। এক্ষণে মহর্ষিগণ যাহা বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া

শাশ্বত সিদ্ধি লাভে সমর্থ হন, আমি সেই চতুর্ব্বিধ ধ্যানের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞানতৃপ্ত মোক্ষার্থী তপোধনেরা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ধ্যান সমাহিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান এবং সংসারদোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মাতে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। তাহারা ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দোষবিহীন, প্রকৃতিস্থ, শীতোত্তাপাদি সহিষ্ণু সত্ত্বগুণাবলম্বী ও প্রতিগ্রহবিবর্জ্জিত হইয়া কলত্রাদি সংসর্গ বিরহিত প্রতিপক্ষশূন্য চিত্তপ্রসাদকর স্থানে কাষ্ঠের ন্যায় স্থিরভাবে উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যেয় বস্তুর সহিত চিত্তের ঐক্য করিয়া থাকেন। তৎকালে কর্ণ দ্বারা শব্দ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ, নয়ন দ্বারা রূপ, রসনা দ্বারা রস এবং নাসিকা দ্বারা গন্ধ অনুভব করেন না। ফলতঃ তাঁহারা ধ্যানপ্রভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়কার্য্য পরিহার করেন। যাহারা শ্রোত্র প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে ব্যাকুলিত করে, সেই শব্দাদি বিষয় সমুদায় অনুভব করিতে তাঁহাদিগের আর বাসনা হয় না।

বিচক্ষণ ব্যক্তি এই প্রকারে শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে মনোমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া তাহাদিগের সহিত উদ্ভ্রান্ত মনকে স্থিরীকৃত করিবেন। চিত্ত সর্ব্বদাই বিষয়সঞ্চারে ব্যাপৃত ও অস্থির বিষয়ে নিত্য নিমগ্ন থাকে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় উহার পঞ্চ দ্বারস্বরূপ। অতএব সর্ব্বাগ্রে চিত্তকে ধ্যানমার্গে অতি যত্নসহকারে সমাহিত করিবে। সেই পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবের ষষ্ঠ অঙ্গভূত মন এই প্রকারে অবরুদ্ধ হইলেও জলধরমধ্যে বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় বারংবার বিষয় গ্রহণে স্ফুরিত হইয়া থাকে। পত্রস্থিত জলবিন্দু যেরূপ পত্রমধ্যে অবস্থান করিয়াও অতিশয় চঞ্চল হয়, জীবের মনও সেইরূপ ধ্যানমার্গে অবস্থান করিয়াও অতিমাত্র চঞ্চলভাব অবলম্বন করে। চিত্তকে যদিও ধ্যানমার্গে কিছুমাত্র স্থির করিতে পারা যায়, কিন্তু উহা নাড়ীপথে প্রবিষ্ট হইলে পুনর্ব্বার অতিশয় উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠে। ঐ সময় ধ্যানযোগবিশারদ মহাত্মা আলস্য ও নির্ব্বেদ পরিহার পূর্ব্বক মৎসর বিবর্জ্জিত হইয়া ধ্যানপ্রভাবে পুনর্ব্বার মনঃসমাধান করিবেন। যোগী ব্যক্তি যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমতঃ তাহার বিচার, বিতর্ক ও বিবেক নামে সমাধি উপস্থিত হইয়া থাকে। মন নিতান্ত কাতর হইলেও একাগ্রতা অবলম্বন করিয়া আপনার হিতসাধন করা অবশ্য বিধেয়। যোগী ব্যক্তির যোগ বিষয়ে নির্ব্বেদযুক্ত হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পাংশু, ভস্ম ও শুষ্ক গোময়রাশিতে জলনিক্ষেপ করিবামাত্র উহা কদাপি সম্পূর্ণ রূপ আর্দ্র হয় না। উহাতে যেরূপ অধিকক্ষণ সলিল সেচন

করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে উহা আর্দ্র হইতে থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে ক্রমে ক্রমে বশবর্ত্তী করা কর্ত্তব্য। এই প্রকারে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে ধ্যানমার্গে অবস্থাপিত করিয়া ক্রমশ প্রসন্ন করিতে পারিলে, পরিণামে উহাদিগের ও আত্মার সম্পূর্ণ রূপে শান্তি লাভ হয়। চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের শান্তিলাভ হইলেই যোগী অনায়াসে স্বয়ং শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। যোগিগণ যোগবলে যে প্রকার সুখ লাভ করিয়া থাকেন, অন্যান্য ব্যক্তি দৈব বা পুরুষকার দ্বারা কখনই তদ্রূপ সুখ লাভ করিতে পারেন না। হে ধর্ম্মরাজ! এই প্রকারে মুনিগণ ধ্যানপ্রভাবে সেই অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দসম্ভোগ করিয়া নিরুপদ্রবে মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন।

ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৯৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, নানাপ্রকার ইতিহাস ও ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতবাক্য সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন, আমি সেই সমস্তই শ্রবণ করিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার এক মহাসংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা অপনোদন করুন। আমি অধুনা জাপকগণের ফলপ্রাপ্তির বিষয় শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছি। জাপকগণ কিরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন এবং পরিণামে কোন্ লোকেই বা অবস্থান করেন? জপানুষ্ঠানের বিধিই বা কি প্রকার? জাপক ব্যক্তিকে কি সাংখ্যমতাবলম্বী বা যোগকারী অথবা যজ্ঞানুষ্ঠান নিরত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? আপনি এই সমুদায় বিশেষরূপে আমার নিকট বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই বিষয় উপলক্ষে এক ব্রাহ্মণ, যম, কাল ও মৃত্যুর যে ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, তাহা কীর্ত্তন করিব। মোক্ষধর্ম্মবিশারদ মহর্ষিগণ যে, সাংখ্য ও যোগধর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সাংখ্যমতে জপ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ মতে মনে মনে ব্রহ্মোপাসনা করাই বিধেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, সাংখ্য ও যোগ এই উভয় মতানুসারেই যদবধি আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার না হয়, তদবধি প্রণব জপ করিলে তদ্দ্বারা উপকার দর্শিতে পারে। কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকার লাভের পর জপ করিবার আর কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। যিনি স্বর্গাদি প্রাপ্তির

কামনা করিয়া জপানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহার মনঃসংযম, ইন্দ্রিয় পরাজয়, সত্যব্যবহার, অগ্নিপরিচর্য্যা, বিশুদ্ধ ভোজন, ধ্যান, তপোনুষ্ঠান, পরিমিত ভোজন, কামাদি পরাজয়, পরিমিত বাক্য প্রয়োগ, অমৎসরতা, ক্ষমা ও শান্তিগুণ অবলম্বন করা অবশ্য বিধেয়। আর যাঁহারা কামনা-বিহীন হইয়া জপানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কুশোপরি উপবেশন, কুশধারণ, কুশদ্বারা শিখাবন্ধন ও গাত্রসমাচ্ছাদন এবং বিষয়বাসনা পরিত্যাগ ও আত্মাতে চিত্ত সমাধান করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিস্পৃহ হইয়া গায়ত্র্যাদি জপ করিতে করিতে ব্রহ্মকে ভাবনা করিয়া সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক পরিশেষে জপও পরিত্যাগ করিবেন। সংহিতাপ্রভাবে সমাধি জ্ঞান উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধচিত্ত-দান্ত, কামদ্বেষপরিবর্জ্জিত এবং রাগ, মোহ ও দ্বন্দ্ব পরিশূন্য মনুষ্যগণ কোন দ্রব্যে আসক্ত বা অনুতাপিত হন না। তাঁহাদিগকে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান বা কর্ম্মজন্য কোন ফল ভোগ করিতে হয় না। উঁহারা অহঙ্কার বশতঃ অর্থগ্রহণে অভিলাষ, অন্যের অপমান ও অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। সতত ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন পূর্ব্বক ক্রমশঃ তাহাও পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা সমুদায় বাসনা পরিহার করিয়া ঐ অবস্থায় অবস্থান পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারা একেকালে ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন। যদি তাঁহাদিগের ব্রহ্মে লীন হইতেও বাসনা না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা একেকালে ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হন। আর তাঁহাদিগকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যাঁহা-দিগের আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাঁহারা রজোগুণবিহীন জরামরণশূন্য বিশুদ্ধ আত্মাকে লাভ করিতে সমর্থ হন।

—*·*—

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৯৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি জাপকগণের যে গতি কীর্ত্তন করিলেন, ইহা ব্যতীত তাঁহাদিগের অন্য কোন গতি আছে কি না, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে জাপকগণ যেরূপে নিরয়ে গমন করেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে জাপক পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন না করিয়া অপূর্ণাঙ্গ জপপরায়ণ হন, যে জাপক শ্রদ্ধা

শীল, প্রীত ও হৃষ্ট না হইয়া জপ করেন, যে জাপক অহঙ্কার ও পরাপমানপরায়ণ হন এবং যে জাপক ফল ভোগাভিলাষী হইয়া বিমোহিতচিত্তে জপানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিরয়ে গমন করেন। যে জাপক অণিমাদি ঐশ্বর্য্যে অনুরাগী হন, তিনি সেই ঐশ্বর্য্য লাভরূপ নিরয় হইতে কোনক্রমেই নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। যে জাপক বিষয়রাগে বিমোহিত হইয়া জপানুষ্ঠান করেন, তিনি যে যে বিষয়ে অনুরাগী হন, সেই সমস্তই লাভ করিতে পারেন। যে জাপক দুর্ব্বুদ্ধি, জ্ঞানহীন ও চঞ্চল চিত্ত হন, তাঁহাকে চঞ্চল গতি প্রাপ্ত হইতে হয়। যে জাপক বালকস্বভাব, প্রজ্ঞাবিহীন ও মোহাক্রান্ত হইয়া জপ করেন, এবং যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াও সম্পূর্ণরূপে জপ করিতে অসমর্থ হন, তাঁহারা পরলোকে নিরয়গামী হইয়া অনুতাপ করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জাপকগণ ত স্বাভাবিক অব্যক্ত ব্রহ্মভাব পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, তবে তাঁহাদিগকে কি নিমিত্ত পুনরায় ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! জপক্রিয়া অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ উক্তপ্রকার দোষ সমুদায় পরিত্যাগ না করিয়া জপানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকেই নিরয়গামী হইতে হয়।

-০:*:০-

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৯৮।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। জাপকগণ কিরূপ নরকে গমন করেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় বাসনা হইতেছে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি ধর্ম্মের অংশসম্ভূত ও ধর্ম্মপরায়ণ; অতএব অবহিতচিত্তে আমার ধর্ম্মমূল বাক্য শ্রবণ কর। দিব্য দেহসম্পন্ন মহামতি লোকপাল চতুষ্টয়, শুক্র, বৃহস্পতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং সমীরণ, বিশ্বদেব, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, বসু ও অন্যান্য দেবগণের যে সমুদয় দিব্য কামরূপ বিমান, সভা, বিবিধ ক্রীড়াস্থান ও হিরণ্ময় কমলসুশোভিত সরোবর বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত পরমাত্মার স্থান হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট; সুতরাং ঐ সকলকে নিরয় স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পরমাত্মার স্থান ঐ সমুদায় হইতে পৃথক্‌ভূত। উহা নাশভয়

পরিবর্জ্জিত স্বভাবজ ক্লেশবিহীন, রাগদ্বেষাদিপরিশূন্য, প্রিয় ও অপ্রিয় বিরহিত, পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বাসনা কর্ম্ম বায়ু ও অবিদ্যা পরিবর্জ্জিত হেতুবিহীন, জ্ঞেয় জ্ঞান ও জ্ঞাতৃভাব বিহীন, দর্শন শ্রবণ ও বিজ্ঞান এই চতুর্ব্বিধ লক্ষণবর্জ্জিত, রূপাদি চতুর্ব্বিধ কারণ শূন্য এবং হর্ষ আনন্দ ও রোগশোক বিবর্জ্জিত। পরমাত্মা কালের অধীন নহেন। তিনি কাল ও স্বর্গ উভয়েরই অধীশ্বর। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া সেই পরমাত্মার পরম স্থানে গমন করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই অনুতাপ করিতে হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট নরকস্থ দ্বারের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সকল স্থান ব্রহ্মপদ অপেক্ষা নিতান্ত অপকৃষ্ট বলিয়াই নরকপদ বাচ্য হইয়া থাকে।

নবনবত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৯৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে ইতিপূর্ব্বে কাল, মৃত্যু, যম ও ব্রাহ্মণের ইতিহাস কীর্ত্তন করিবেন বলিয়াছেন, তাহা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ইক্ষ্বাকু, যম, ব্রাহ্মণ, কাল ও মৃত্যু ইহাঁদিগের যে পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক পরম ধার্ম্মিক মহাযশা ষড়্দর্শনবিশারদ অশ্বখদণ্ডধারী জাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বেদে তাঁহার দৃঢ়তর ভক্তি জন্মিয়া ছিল। তিনি নিয়ত গায়ত্র্যাদি জপ করিয়া ব্রহ্মোপাসনারূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেন। এই প্রকার নিয়মে তাঁহার সহস্র বৎসর অতীত হইলে, এক দিন ভগবতী সাবিত্রী দেবী তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তখন ব্রাহ্মণ বেদমাতাকে দর্শন ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক জপই করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী দেবী ব্রাহ্মণের জপে একাগ্রতা অবলোকন পূর্ব্বক সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণের জপ সমাধান হইলে, তিনি অবনত মস্তকে দেবীর চরণকমলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, দেবি! আজি আমার সৌভাগ্য বশতঃ আপনি আমাকে দর্শন প্রদান করিয়াছেন, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে

আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার মন জপানুষ্ঠানে নিরত থাকে।

সাবিত্রী কহিলেন, দ্বিজবর! এক্ষণে তোমার কি ইষ্টসাধন করিতে হইবে; বল। তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পূর্ণ করিব।

ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ সাবিত্রীর এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, ভগবতি! আমার জপানুষ্ঠান বাসনা ও সমাধি যেন অহরহ পরিবর্দ্ধিত হয়। তখন সাবিত্রী সুমধুরবাক্যে তথাস্তু বলিয়া দ্বিজবরের হিতার্থ পুনর্ব্বার কহিলেন, তপোধন! তোমাকে অন্যান্য ব্রাহ্মণের সালোক্য প্রাপ্ত হইতে হইবে না। তুমি অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম-লোকে গমন করিতে পারিবে। তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে আমি তাহা সম্পাদন করিতে বিশেষ যত্ন করিব। তুমি একাগ্রচিত্তে জপানুষ্ঠান কর। ধর্ম্ম, কাল, মৃত্যু ও যম তোমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তোমার সহিত বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইবেক, তুমি তাহাদিগের কথায় ভীত হইও না।

ভগবতী সাবিত্রী এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণও সত্য প্রতিজ্ঞ ও রাগ দ্বেষ বিহীন হইয়া জপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ক্রমে দৈব শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, একদিন ধর্ম্ম পরম প্রীত মনে সেই ব্রাহ্মণের সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ধর্ম্ম, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি জপানুষ্ঠানের যে ফল লাভ করিয়াছ তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জপপ্রভাবে তুমি সমস্ত মর্ত্ত্যলোক ও সুরলোক পরাজয় করিয়াছ; অতএব এক্ষণে তনু ত্যাগ করিয়া আপনার অভিলষিত লোকে গমন কর। তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্! আমি কোন লোক গমন করিতে বাসনা করি না; আপনি পরম সুখে স্বস্থানে প্রস্থান করুন। এই বহুবিধ সুখ দুঃখ ভোগাস্পদ কলেবর পরিত্যাগ করিতে আমার অভিলাষ নাই।

ধর্ম্ম কহিলেন, তপোধন! তোমার দেহ পরিত্যাগ করা বিধেয়; অতএব তুমি কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গ বা অন্য কোন অভিলষিত লোকে গমন কর।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্! আমি দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরলোক গমন করিতে বাসনা করি না। আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

ধর্ম্ম কহিলেন, ব্রহ্মন্! এক্ষণে তোমার দেহধারণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই-

বার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তুমি শরীর পরিত্যাগ করিয়া রজোগুণ শূন্য সুরলোকে গমন পূর্ব্বক পরম সুখ লাভ কর। তথায় গমন করিলে তোমাকে আর শোকার্দ্দিত হইতে হইবে না।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্! আমি যপানুষ্ঠানে পরম পরিতুষ্ট আছি; আমার শাশ্বত লোকে গমন করিবার প্রয়োজন নাই, আমি [illegible] গমন করিতেও বাসনা করি না।

ধর্ম্ম কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি কিছুতেই কলেবর পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইতেছ না; কিন্তু ঐ দেখ, যম, কাল ও মৃত্যু তোমার সমীপে আগমন করিতেছেন।

মহাত্মা ধর্ম্ম এই কথা কহিবামাত্র যম, কাল ও মৃত্যু ইহারা তিন জনে সেই ব্রাহ্মণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন যম সেই ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আমি যম, আমি তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি তপস্যা ও সচ্চরিত্রের মহৎ ফল প্রাপ্ত হইবে। কাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি কাল; আমি তোমাকে কহিতেছি যে, অবিলম্বে স্বরলোকে গমন কর। এই তোমার স্বর্গ গমন করিবার প্রকৃত সময়। মৃত্যু কহিলেন, আমি মৃত্যু। আজি আমি কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বয়ং স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ইহলোক হইতে তোমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি।

ব্রাহ্মণ যম, কাল ও মৃত্যুর এই সমুদায় কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের সকলকে পৃথক্ পৃথক্ স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও সাধ্যানুসারে পাদ্য অর্ঘ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাশয়গণ! এক্ষণে আমি আপনাদিগের কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিব, তাহা আদেশ করুন।

এই প্রকারে সেই ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবগণ ব্রাহ্মণের সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তথায় একত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় মহারাজ ইক্ষ্বাকু তীর্থ পর্য্যটন প্রসঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সন্দর্শন পূর্ব্বক সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের সকলকেই অভিবাদন ও অর্চ্চনা করিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ রাজর্ষি ইক্ষ্বাকুকে পাদ্য, অর্ঘ ও আসন প্রদান পূর্ব্বক কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন? এক্ষণে বলুন, আমি স্বীয় সাধ্যানুসারে আপনার কোন্ অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিব।

ইক্ষ্বাকু কহিলেন, তপোধন! আমি ভূপতি, আপনি ষট্কর্ম্মশালী

ব্রাহ্মণ। অতএব আপনি অনুমতি করুন, আমি আপনাকে কি পরিমাণে অর্থ প্রদান করিব?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ দুই প্রকার; কার্য্যনিরত ও কার্য্যবিরত। ধর্ম্মও দুই প্রকার; প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। আমি এক্ষণে প্রতিগ্রহ ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি। যে ব্রাহ্মণগণ প্রতিগ্রহ করেন, আপনি তাঁহাদিগকেই ধন প্রদান করুন। আমার প্রতিগ্রহ করিবার বাসনা নাই। এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা করুন, তপোবলে আমি তাহা প্রদান করিব। নরপতি কহিলেন, মহাত্মন্! আমি ক্ষত্রিয়, আমার প্রার্থনা করা অভ্যস্ত নহে। আমি প্রার্থনার মধ্যে কেবল আমার সহিত সংগ্রাম কর, এইরূপ প্রার্থনা করি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইতেছেন। আমি স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছি। এক্ষণে আমাদের আর কিছুমাত্র প্রার্থনা নাই, তথাচ আপনার যাহা অভিলষিত হয়, আমার নিকট প্রার্থনা করুন।

ভূপতি কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি পূর্ব্বেই কহিয়াছেন যে, আমি আপনার সাধ্যানুসারে দান করিব। এক্ষণে আমি আপনার সেই বাক্যানুসারে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে আপনার জপ-ক্রিয়ার ফল প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আমার সংগ্রাম ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা নাই এই বলিয়া আপনি শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছিলেন; কিন্তু এক্ষণে কি নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রার্থনা করিলেন না? নরপতি কহিলেন, মহাত্মন্! ক্ষত্রিয়েরাই ভুজবল প্রদর্শন পূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ তাহা করেন না। তাঁহারা কেবল বাক্যবাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া থাকেন। সেই জন্যই আমি এক্ষণে আপনার সহিত ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কোনক্রমেই অন্যথা হইবার নহে। আমি স্বীয় সাধ্যানুসারে আপনাকে কি প্রদান করিব, তাহা শীঘ্র আদেশ করুন।

নরপতি কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি একান্তই যদি আমার মনোরথ পূর্ণ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে আপনি একাদিক্রমে দৈব শত বৎসর জপানুষ্ঠান করিয়া যে ফল সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা আমাকে প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আমি জপানুষ্ঠান করিয়া যে ফল সঞ্চয় করিয়াছি, আপনি অবিচারিতমনে তাহার অর্দ্ধেক ফল গ্রহণ করুন। অথবা আপনার যদি বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি উহা সমস্তই গ্রহণ করুন।

মহীপতি কহিলেন, মহাত্মন্! আপনার জপের সম্পূর্ণ ফল গ্রহণে আমার বাসনা নাই, এক্ষণে আমি যে ফল প্রার্থনা করিয়াছি, সেই ফল কি? তাহা বর্ণন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আমি, আমার জপের ফলপ্রাপ্তির বিষয় কিছুই অবগত নহি। এই ধর্ম্ম, কাম ও যম ইহারা উহা বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছেন।

নরপতি কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি যদি জপের ফল নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে ঐ অজ্ঞাত ফলে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। উহা আপনারই অধিকৃত থাকুক, এক্ষণে আমি প্রস্থান করিলাম; আপনি শ্রেয়োলাভ করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আমি আর দ্বিরুক্তি করিতে বাসনা করি নাই। আপনি জপের ফল প্রার্থনা করাতে আমি আপনাকে তাহা প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আমার ও আপনার বাক্য সপ্রমাণ হউক, আমি পূর্ব্বাবধি এ পর্য্যন্ত কখনই কোন অভিসন্ধি করিয়া জপানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, তবে কি প্রকারে তাহার ফলপ্রাপ্তির বিষয় বিদিত হইতে পারিব? আপনি আমার নিকট জপানুষ্ঠানের ফল প্রার্থনা করিয়াছেন, আমিও আপনাকে সেই ফল প্রদান করিলাম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি; এক্ষণে কি প্রকারে তাহার অন্যথা হইতে পারে? অতএব আপনি অবহিত চিত্তে সত্যপ্রতিপালন করুন। এক্ষণে আপনি যদি আমার বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আপনাকে অসত্যপ্রযুক্ত ঘোরতর অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। আপনার ও আমার মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কখনই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। অতএব আপনি যদি সত্যপ্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বে আপনি আমার নিকট আগমন করিয়া প্রার্থনা করিলে, আমি আপনাকে যাহা প্রদান করিয়াছি, আপনি অবিচারিত মনে তাহা গ্রহণ করুন। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হয়, তাহার ইহলোক বা পরলোক কিছুই শ্রেয়স্কর হয় না এবং তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতাও থাকে না। সত্য-প্রভাবে ইহলোক ও পরলোক হইতে যেরূপ পরিত্রাণ পাওয়া যায়, যজ্ঞ,

রাজধর্ম্মানুসারে আপনি অবিলম্বে তাহা গ্রহণ করুন। নচেৎ আমি আপনাকে নিশ্চয়ই অভিশাপ প্রদান করিব।

রাজা কহিলেন, মহাত্মন! যে ধর্ম্মানুসারে এই প্রকার কার্য্য নির্ণয় করিতে হয়, সেই রাজধর্ম্মকে ধিক্! যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার তুল্য ফল ভাগী হইব বলিয়াই আপনার জপের ফল গ্রহণ করিব। পূর্ব্বে আমি আর কখনই প্রতিগ্রহ করিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করি নাই; এক্ষণে কেবল আপনার অনুরোধেই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আপনি আমার নিকট যে বিষয়ে ঋণী হইয়াছেন, সত্বরে উহা প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন! আমি সংহিতা জপ করিয়া যে কিছু ধর্ম্ম সঞ্চিত করিয়াছি, সেই সমস্তই আপনি গ্রহণ করুন।

তখন ভূপতি কহিলেন, মহাত্মন! আমিও হস্তে জলগণ্ডূষ গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমার প্রতিদান প্রতিগ্রহ করুন; তাহা হইলে আমরা উভয়েই তুল্য ফল ভাগী হইব।

তাঁহারা পরস্পর এই প্রকার আদান প্রদান করিতেছেন, ইত্যবসরে বিরূপ কহিল রাজন! আমরা উভয়ে কাম ও ক্রোধ। আমরাই আপনাকে ব্রাহ্মণের জপফল গ্রহণে প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। এক্ষণে তোমার বাক্যানুসারে তোমরা উভয়েই তুল্য লোক প্রাপ্ত হও। বিকৃত বস্তুতঃ আমার নিকট ঋণী নহে; আপনার বোধসাধনের নিমিত্তই আমরা উভয়ে প্রত্যর্থিভাবে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমরা উভয়ে এবং কাল, ধর্ম্ম ও মৃত্যু আমরা সকলেই আপনাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুসারে স্বীয় কর্ম্মনির্জ্জিত লোকে গমন কর।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জাপকগণের ফল লাভ বিষয় বর্ণন করিলাম। তাঁহারা মুক্তি, ব্রহ্মলোক ও উৎকৃষ্ট স্থান সমুদায় লাভ করিতে পারেন, তাহা তুমি বিশেষরূপ অবগত হইলে। সংহিতাধ্যায়ী মহাত্মারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হইতে অথবা অগ্নি বা সূর্য্যলোককে লাভ করিতে সমর্থ হন। তিনি যদি ঐ সমুদায় লোকে অনুরাগী হইয়া বিহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিমোহিত হইয়া ঐ সমস্ত লোকেরই গুণ সমুদায় প্রাপ্ত হইতে হয়। অনুরাগ লোকের পার্থিব দেহের ন্যায় চন্দ্র, সমীরণ ও আকাশাত্মক দেহেতে অবস্থান পূর্ব্বক গুণ সকল প্রকাশ করিয়া থাকে। জাপক ব্যক্তি যদি ঐ সমুদায় লোকে রাগশূন্য হইয়া মোক্ষলাভার্থ নিতান্ত যত্নবান্ হন, তাহা হইলে

নিশ্চয়ই তাঁহার বাসনা পরিপূর্ণ হয়। ফলতঃ রাগশূন্য জাপক চেষ্টা করিলে, অনায়াসে ক্রমশঃ পরমেষ্ঠীভাব হইতে কৈবল্য লাভ করিয়া পরিশেষে জরা দুঃখ বিহীন অক্ষয় ব্রহ্মলোক অধিকার পূর্ব্বক সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহাদি বিবর্জ্জিত চিন্ময় পুরুষে লীন হইতে পারেন। যে জাপক অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া চিন্ময় পুরুষে লীন হইতে বাসনা না করেন, তিনি অন্যান্য যে যে লোকে গমন করিবার বাসনা করেন, তাঁহার তাহার তাহাই লাভ হয়। আর যিনি সমস্ত লোকই নিরয় বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন এবং যাঁহার কোন বিষয়ে বাসনা না থাকে, তিনি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ও নির্গুণ পুরুষে লীন হইয়া অলৌকিক সুখ সম্ভোগ করেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জাপকগণের গতির বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিলাম। অতঃপর যাহা তোমার শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, প্রকাশ কর।

—০:*:০—

দ্বিশততম অধ্যায়। ২০০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ঐ সময় রাজা ও ব্রাহ্মণ উভয়ে বিরূপের বাক্যে কি উত্তর প্রদান করিলেন? তৎকালে বিরূপের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহারা কি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন; আর ঐ সময় তাহাদিগের কি প্রকার কথোপকথন হইয়াছিল? সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তৎকালে সেই জাপক ব্রাহ্মণ যম, কাল, মৃত্যু, স্বর্গ এবং সমাগত ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আপনি আমার জপের ফল ভাগী হইয়া প্রধানত্ব লাভ করুন। এবং অনুমতি করুন, আমি পুনর্ব্বার জপকার্য্যে প্রবৃত্ত হই। ইতি পূর্ব্বে ভগবতী সাবিত্রী দেবীও আমাকে তোমার জপানুষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হউক এই বর প্রদান করিয়াছেন।

রাজা কহিলেন, মহাত্মন্ যখন আপনার জপানুষ্ঠানে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা রহিয়াছে, তখন আমাকে জপফল প্রদান করাতে আপনার ফল হানি হয় নাই বরং দান প্রযুক্ত উহার বৃদ্ধিই হইয়াছে। যাহা হউক, আসুন একণে আমরা উভয়ে তুল্য রূপে ফল ভোগ করি।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি এই সমুদায় মহাত্মার

সাক্ষাতে আমাকে বারংবার আপনার তুল্য ফল ভাগী হইতে অনুরোধ করিতেছেন; অতএব আমি আপনার বাক্য স্বীকার করিলাম। এক্ষণে আমাদিগের উভয়েরই সমান গতি হউক। ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্যাবসানে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার ও ভূপতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া সুরগণ ও লোকপালগণের সহিত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় দেবী সরস্বতী, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু, হাহাহুহু, সপরিবার চিত্রসেন, দেবাদিদেব মহাদেব, প্রজাপতি ব্রহ্মা, সহস্র শিরা বিষ্ণু এবং সাধ্য, বিশ্বেদেব, মরুৎ, নদী, শৈল, সাগর, তীর্থ, যোগ, বিধি, বেদ, স্তোত্র ও মুনিগণ সেই স্থানে আগমন করিলেন। অন্তরীক্ষে ভেরী তূরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন স্বর্গ মূর্ত্তিমান্ হইয়া ব্রাহ্মণ ও নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাপুরুষদ্বয়! তোমরা উভয়েই সিদ্ধ পুরুষ হইয়াছ।

অনন্তর সেই জাপক ব্রাহ্মণ ও রাজা উভয়ে এক কালে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় গ্রামকে নিবৃত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে প্রাণ, অপান, উদান, সমান, ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ুকে হৃদয়ে সংস্থাপন পূর্ব্বক একীকৃত প্রাণ ও অপানে মনঃ সমাধান করিলেন এবং পরিশেষে ঐ বায়ুদ্বয়কে উদরে স্থাপিত করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অস্পন্দ কলেবরে নির্নিমেষলোচনে মনের সহিত প্রাণ ও অপানকে ভ্রূমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তাঁহারা এই প্রকারে চিত্ত জয় করিলে তাঁহাদিগের চিত্ত মস্তকে নীত হইল। সেই সময় এক দেদীপ্যমান জ্যোতি সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ পূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইয়া সুরলোকে গমন করিল। তৎকালে চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল শব্দ হইতে লাগিল। তখন তত্রত্য সকলেই সেই তেজোরাশির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই তেজ ক্রমশঃ ব্রহ্মার সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা উহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। সেই সময় এক প্রাদেশ প্রমাণ পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মধুরবচনে কহিলেন যে, যোগীরা জাপকগণের তুল্য ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহার সন্দেহ নাই। কেবল যোগীগণের যোগের সময় ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়, আর জাপকগণের ব্রহ্মে লীন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য হইয়া থাকে। এই কথা কহিয়া সেই প্রাদেশ প্রমাণ পুরুষ ব্রহ্মের সহিত ব্রাহ্মণের একাত্মতা সম্পাদন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ অবিলম্বে ব্রহ্মের আস্যদেশে

প্রবেশ করিলেন। তৎকালে ভূপতিও ব্রাহ্মণের ন্যায় লোক পিতামহ ব্রহ্মার কলেবরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর সুরগণ ভগবান স্বয়ম্ভূকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন! আপনি জাপকগণের নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট গতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আমরা ঐ জাপক ব্রাহ্মণের সদ্গতি প্রাপ্তির নিমিত্ত সকলে সমাগত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি ঐ ভূপতি ও জাপক ব্রাহ্মণকে তুল্যরূপ ফলভাগী করিলেন। আমরা আজি যোগী ও জাপকের মহাফল সন্দর্শন করিলাম। ইহারা সমস্ত লোক অতিক্রম পূর্ব্বক অভিলষিত লোকে গমন করিতে পারেন। তখন ভগবান প্রজাপতি সুরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! যাহারা মহাস্মৃতি অথবা মন্বাদি স্মৃতি পাঠ করিয়া থাকেন এবং যাহারা যোগে নিতান্ত অনুরক্ত হন, তাঁহারা দেহাবসানে নিশ্চয়ই আমার সালোক্য লাভ করেন। এক্ষণে আমি প্রস্থান করিলাম; তোমরাও নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনার্থ যথা স্থানে গমন কর।

ভগবান কমলযোনি সুরগণকে এই প্রকার কহিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন। সুরগণও তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। অন্যান্য মহাত্মারা ধর্ম্মের অর্চ্চনা করিয়া পরম প্রীতমনে তাঁহার অনুগামী হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি জাপকগণের যে প্রকার ফললাভ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, অতঃপর আর কি শুনিতে তোমার বাসনা হয়, তাহা ব্যক্ত কর।

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২০১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জ্ঞানযোগ, সমস্ত বেদ, ও নিয়মের ফল কি? এবং জীবাত্মাকেই বা কি প্রকারে অবগত হইতে পারা যায়, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে প্রজাপতি মনু ও মহর্ষি বৃহস্পতিসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবর্ষিগণাগ্রগণ্য মহামতি বৃহস্পতি আপনার গুরু প্রজাপতি মনুকে অভিবাদন পূর্ব্বক এই কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন! জগতের কারণ কি? কি নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে? জ্ঞানের ফল কি? কোন বিষয় বেদবাক্য দ্বারাও অপ্রকাশিত

রহিয়াছে? ত্রিবর্গশাস্ত্র বিশারদ বেদমন্ত্রজ্ঞ মনুষ্যগণ গোদান ও নানা-বিধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে সুখ লাভ করিয়া থাকেন, তাহা কি প্রকার? কি প্রকারে উৎপন্ন হয় ও কোন স্থানেই বা অবস্থান করে, কোন মহাত্মা হইতে পৃথিবী, যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম, বায়ু, আকাশ, জলচর, জল, স্বর্গ ও দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে? লোকের যে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে সেই বিষয়েই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আমি পুরাণ পুরুষের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার কি প্রকারে প্রবৃত্তি হইবে? আমি ঋক্, সাম, যজু, ছন্দ, নক্ষত্রগতি, নিরুক্ত ও সকল ব্যাক-রণ অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু আকাশাদি মহাভূতের কারণ কি, তাহা অবগত হইতে পারি নাই। এক্ষণে আপনি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয় এবং যে প্রকারে জীব এক দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া পুনরায় অন্য দেহ আশ্রয় করে, তাহা আমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

মনু কহিলেন, মহর্ষে! মনুষ্যের যে বিষয় প্রিয়, তাহাই তাহার সুখ জনক এবং যাহা অপ্রিয় তাহাই দুঃখ জনক। লোকে ইহাদ্বারা আমার ইষ্ট লাভ হইবে, অনিষ্ট হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়। যাহার জ্ঞান জন্মে, সে ইষ্ট বা অনিষ্ট কোন বিষয়ই লাভের বাসনা করে না। কর্ম্মযোগ কামাত্মক বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। লোকে জ্ঞানবলে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলে পরমপদ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। যাহারা সুখাভিলাষী হইয়া নানাপ্রকার কর্ম্মপথে পর্য্যটন করিয়া থাকে, তাহাদিগকেই নরকে গমন করিতে হয়।

বৃহস্পতি কহিলেন, ভগবন্! দুঃখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখলাভ করাই সকলেরই কর্ত্তব্য। সুখ কর্ম্ম দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং কর্ম্মই ত লোকের কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

মনু কহিলেন, মহর্ষে লোকে প্রথমে যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের বাসনা করিয়া পরিশেষে কর্ম্ম পরিহার করত পরম পদার্থ প্রাপ্ত হইবে, তন্নিবন্ধনই কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা চিরকাল কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা স্বর্গাদি ফল লাভ করিয়া থাকে, আর যাহারা মোক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহারা অনায়াসে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। মন ও কর্ম্ম প্রজাবর্গের সৃষ্টির কারণ এবং উহারাই আবার প্রজাগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ স্বরূপ। কর্ম্মপ্রভাবে মনুষ্যের মোক্ষ

ও সামান্য ফল উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ মনে মনে কর্ম্মফল পরিত্যাগ করাই মোক্ষ প্রাপ্তির প্রধান কারণ। নিশাবসনে চক্ষু যে প্রকার তিমির বিনির্ম্মুক্ত হইয়া আপনার তেজঃপ্রভাবে কণ্টকাদি সন্দর্শন করিতে পারে, সেইরূপ বুদ্ধি বিবেক গুণযুক্ত হইলেই অশুভ কার্য্য সমুদায় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্যগণ ভুজঙ্গ, কুশাগ্র ও কূপ অবগত হইতে পারিলে, অনায়াসে সেই সমুদায় হইতে পরিত্রাণ লাভ করে, কিন্তু ঐ সমুদায় অবগত হইতে না পারিলে অজ্ঞান নিবন্ধন ঐ সমুদায়ে নিপতিত হয়। অতএব অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানের ফল কত উৎকৃষ্ট তাহা বিবেচনা কর। যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ, যথোক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দক্ষিণা দান, অন্ন প্রদান ও মনের সমাধি এই পঞ্চ প্রকার কর্ম্ম ফলপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শাস্ত্রানুসারে কার্য্য সত্বাদি ত্রিবিধ গুণাত্মক। তন্নিবন্ধন কার্য্যমূল মন্ত্রও ত্রিবিধ এবং বিধিও তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে। যে মনুষ্য যে প্রকার গুণানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। উৎকৃষ্ট শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ জ্ঞান রূপ কর্ম্ম ফল সকল কর্ম্মলভ্য, স্বর্গলোকেই অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞান ফল জীবদ্দশাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেহিগণ দেহ দ্বারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দেহ ধারণ পূর্ব্বক সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়। দেহই মনুষ্যের সুখ দুঃখের আশ্রয়। বাক্য ও চিত্ত দ্বারা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে কদাচ বাক্য মনের অগোচর পদার্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যে মনুষ্য যে গুণ অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাকে তদনুরূপ শুভ বা অশুভ ফলভোগ করিতে হয়। মৎস্য যে প্রকার স্রোতাভিমুখে ধাবমান হইয়া থাকে, সেইরূপ জন্মান্তরীণ কর্ম্ম সকল মনুষ্যের নিকট আগমন করে। সকল মনুষ্যকেই পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতানুরূপ সুখ ও দুষ্কৃতানুরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে যিনি সমস্ত জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা এবং মন্ত্র ও শব্দদ্বারা অপ্রকাশিত, তাঁহার বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই পরাৎপর নানাবিধ রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়াও প্রজাবর্গের নিমিত্ত ঐ সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অব্যক্ত, বর্ণ বিহীন ও গুণাতীত তাঁহাকে স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক অথবা পরমাণু শূন্য বা মায়াময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা যায় না। তাঁহার কোন কালেই বিনাশ নাই। জিতচিত্ত জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মারাই সেই অক্ষয় পদার্থ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন।

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২০২।

হে মহর্ষে! সেই অবিনাশী পুরুষ হইতেই আকাশ, আকাশ হইতে সমীরণ, সমীরণ হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে সলিল সলিল হইতে জগৎ এবং জগৎ হইতে জগতস্থ সমস্ত পদার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় শরীর পার্থিব, কলেবর সকল চরমাবস্থায় প্রথমতঃ সলিলে, জল হইতে তেজে; তেজ হইতে বায়ুতে ও বায়ু হইতে অন্তরীক্ষে গমন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যাঁহারা অন্তরীক্ষকেও অতিক্রম করিয়া পরমাত্মাতে লীন হইতে পারেন, তাঁহাদেরই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে; সুতরাং তাঁহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হন না। পরমাত্মা উষ্ণ, শীত, মৃদু বা তীক্ষ্ণ নহেন। তিনি অম্ল, কষায়, মধুর ও তিক্তাদি গুণ পরিবর্জ্জিত এবং শব্দ গন্ধ বা রূপ সম্পন্নও নহেন। তিনি পরাৎপর ও স্বভাবশূন্য। ত্বক্ জিহ্বা, রস, ঘ্রাণ গন্ধ, কর্ণ শব্দ ও চক্ষু রূপ অনুভব করে। অনধ্যাত্মবিৎ মনুষ্যগণ ত্বগাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ সমুদায় গুণের অতিরিক্ত আর কিছুই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। যে মনুষ্য রস হইতে রসনাকে, গন্ধ হইতে নাসিকাকে, শব্দ হইতে কর্ণদ্বয়কে, স্পর্শ হইতে ত্বককে ও রূপ হইতে চক্ষুকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তিনিই স্বীয় স্বভাবকে বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, যিনি কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ দেশ কাল, সুখ দুঃখ প্রবৃত্তি ও অনুরাগাদি কারণ, তিনিই স্বভাব। সেই স্বভাবই ব্যাপ্যাখ্য জীব ও ব্যাপকাখ্য ঈশ্বর। মন্ত্র দ্বারা উহা বিশেষ রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। সেই স্বভাব একাকীই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনিই কারণ ও তদতিরিক্ত সমস্তই কার্য্য। পুণ্য ও পাপ যে প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও মনুষ্যের কলেবরে একত্র অবস্থান করে, সেই রূপ জ্ঞান জড় না হইয়াও জড় শরীরে নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রদীপ যে প্রকার প্রদীপ্ত হইয়া অন্যের বিষয় বোধ করিয়া দেয়, সেইরূপ জ্ঞান মনুষ্যের ইন্দ্রিয় গ্রামের বিষয় বোধ সাধন করিতেছে। অমাত্যগণ যে প্রকার নানাবিধ বিষয় ভূপতির কর্ণগোচর করিয়া দেয়, ইন্দ্রিয়গণ সেইরূপ সকল বিষয় জ্ঞানের গোচর করিয়া থাকে; সুতরাং রাজারন্যায়জ্ঞান সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অনেকাংশ শ্রেষ্ঠ। যেরূপ অগ্নির শিখা সমীরণের বেগ, দিনকরের করজাল ও নদীর জল বারম্বার গমনাগমন করিতেছে, সেইরূপ দেহিগণের কলেবর একবার বিনষ্ট ও পুনর্ব্বার সমুদ্ভূত হইতেছে। যেরূপ কোন মনুষ্য পরশু দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন পূর্ব্বক তন্মধ্যে ধূম

যা বহ্নি নিরীক্ষণ করিতে পারে না, সেইরূপ লোকে উদর ও হস্ত পদাদি অবয়ব ছেদন করিয়া তন্মধ্যে জ্ঞানময় আত্মাকে দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু সেই কাষ্ঠকে ভেদ করিয়া উপায় বিশেষ দ্বারা যেরূপ তাহাতে ধূম ও অগ্নি উভয়ই লক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবাত্মা কৌশল ক্রমে বুদ্ধি ও পরমাত্মাকে এক কালে সন্দর্শন করিতে পারে। মনুষ্য যেরূপ স্বপ্নযোগে আপনার কলেবরকে আত্মা হইতে পৃথক্‌ভূত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ এবং পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ স্বীয় শরীরকে আপনা হইতে অভিন্নভাবে দর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ মনোবুদ্ধি সম্পন্ন শ্রোত্র প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু বিশিষ্ট জীবাত্মা জীবনান্তে কলেবরকে একবার আপনা হইতে পৃথক্‌ভাবে দর্শন করিয়াও পুনর্ব্বার তাহাকে আত্মীয় বিবেচনা পূর্ব্বক দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে। পরমাত্মা সুখ দুঃখপ্রদ কর্ম্ম প্রভাবে উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু প্রাপ্ত হন না। তিনি অদৃশ্য দেহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক দেহান্তরে গমন করিয়া থাকেন। চক্ষুঃ দ্বারা তাঁহার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না; তাঁহার স্পর্শ ও কেহ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না; তিনি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কার্য্য সম্পাদন করেন না, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, কিন্তু তিনি উহাদিগকে সতত নিরীক্ষণ করিতেছেন। যে রূপ নিকটস্থ অয়ঃপিণ্ডাদিতে প্রজ্বলিত হুতাশনের সন্তাপজনিত রূপ লক্ষিত হয়। সেইরূপ জড়দেহে পরমাত্মার চৈতন্য স্বরূপ রূপই লক্ষিত হয়। মনুষ্যের আত্মা এক কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অদৃশ্যভাবে অন্য কলেবরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে সেই শরীরের গুণে গুণবান্ বোধ করে। দেহীর মৃত্যু হইলে তাহার দেহ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীতে প্রবেশ এবং শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও স্ব স্ব উপাদানকে আশ্রয় করিয়া থাকে। শ্রোত্র আকাশের গুণ শব্দকে ঘ্রাণ পৃথিবীর গুণ গন্ধকে, চক্ষু তেজের গুণ রূপকে, জিহ্বা জলের গুন রসকে এবং ত্বক্ বায়ুর গুণ স্পর্শকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসম্পাদক শব্দ প্রভৃতি পাঁচ গুণ আকাশাদি পঞ্চ ভূতকে এবং আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূত শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আবার শব্দপ্রভৃতি পঞ্চ গুণ, আকাশাদি পঞ্চ ভূত ও শ্রোত্র প্রভৃতি পাঁচ ইন্দ্রিয় চিত্তের, চিত্ত বুদ্ধির এবং বুদ্ধি স্বভাবের অনুগত। মনুষ্য স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত নূতন কলেবরে পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ পুণ্য বহন করিয়া থাকে এবং জলৌকা যেরূপ অনুকূল স্রোতের অনুসরণ করে, সেইরূপ তাঁহার চিত্ত বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া থাকে। লোকে নৌকায়

আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে যে প্রকার তীরস্থিত তরুগণকে চঞ্চল বোধ করে, কিন্তু নৌকা স্থির হইলে, তাহার সে ভ্রম নিরাকৃত হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বুদ্ধি স্থির হইলে, তিনি অনায়াসে ঈশ্বরের যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারেন। যেরূপ পুস্তকস্থিত অক্ষর নিতান্ত সূক্ষ্ম হইলেও উহা উপনেত্রপ্রভাবে স্থূল বলিয়া বোধ হয় এবং স্বীয় আস্যদেশ আপনার অদৃশ্য হইলেও যেরূপ দর্পণপ্রভাবে উহা দর্শন করা যায়, সেইরূপ পরমাত্মা নিতান্ত সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য হই-লেও বুদ্ধিবলে তাঁহাকে মহান্ বলিয়া বোধ ও তাঁহার দর্শন লাভ করা যাইতে পারে।

-০:*:০—

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২০৩।

হে ব্রহ্মন্! ইন্দ্রিয় সহকৃত জীবচৈতন্য পূর্ব্বানুভূত বিষয় সকল কালান্তরে স্মরণ করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণ বিলীন হইলে স্বপ্ন-যোগে পরম স্বভাবই বিষয়ানুভব করেন। সেই স্বভাব বহু সময় এককালে ইহজন্ম ও পরজন্মে দৃষ্ট শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিষয় সকল সন্নিহিতের ন্যায় প্রকাশ করিয়া দেন এবং এই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বভাবই পরস্পর বিভিন্ন অতীত অনাগত প্রভৃতি তিন অবস্থাতে সাক্ষী-রূপে বিচরণ করিয়া থাকেন। আত্মা কেবল পরস্পরবিরুদ্ধ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণজনিত সুখদুঃখাদি পরিজ্ঞাত হন, তাঁহাকে উহা ভোগ করিতে হয় না। সমীরণ যে প্রকার কাষ্ঠ সমুৎপন্ন হুতাশনে প্রবিষ্ট হয়, সেই-রূপ আত্মা ইন্দ্রিয়গণে প্রবেশ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা চক্ষু বা শ্রোত্রের গম্য নহেন; স্পর্শেন্দ্রিয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি ইন্দ্রিয়গ্রামের ইন্দ্রিয়; শ্রোত্রাদি দ্বারা তাঁহার দর্শনাদিলাভ করিতে যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত নিষ্ফল; বেদ ও আপ্তবাক্য বিচার দ্বারা তাঁহার দর্শনলাভ করিতে যত্নবান্ হওয়াই সঙ্গত বলিয়া প্রতি-পন্ন হইতেছে। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় আত্মাকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী পরমাত্মা সর্ব্বদাই উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যেরূপ হিমালয়ের পার্শ্ব ও শশধরের পৃষ্ঠ বিদ্যমান থাকিতেও কেহ কখন সন্দর্শন করিতে পারে নাই, সেইরূপ সূক্ষ্ম জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার সত্তা বিদ্যমান থাকিতেও কেহ তাঁহাকে ইন্দ্রিয়

দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না। লোকে যে প্রকার চন্দ্রে সূক্ষ্ম জগৎ অবলোকন করিয়াও তাহা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইতে পারে না, তদ্রূপ মনুষ্যের আত্মজ্ঞান থাকিলেও সে আত্মাকে সম্যক্ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। আত্মজ্ঞান আপনা হইতেই জন্মে; তজ্জন্য বিষয়ান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। পণ্ডিতগণ যে প্রকার রূপবান্ তরুর আদ্যন্তে অরূপত্ব বুঝিতে পারিয়া উহাকে অরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং সূর্য্যের গতি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান না হইলেও বুদ্ধি-বলে তাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ তাঁহারা আত্মা নিতান্ত দুর্লক্ষ্য হইলেও বুদ্ধিরূপ প্রদীপ দ্বারা উহা নিরীক্ষণ করিতে পারেন এবং জ্ঞানস্বরূপ সমীপস্থ হইলেও উহা জ্ঞেয় পরমাত্মাতে বিলীন করিতে বাসনা করেন। উপায় উদ্ভাবন না করিলে কোন অর্থই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। দেখ, ধীবরগণ সূত্রদ্বারা মৎস্য ধারণ করে; মৃগ দ্বারা মৃগ, পক্ষী দ্বারা পক্ষী ও হস্তী দ্বারা হস্তী ধৃত করা যায়, সেই প্রকার জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞানদ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। এই প্রকার জনশ্রুতি আছে যে, সর্প যেরূপ স্বয়ংই তাহার চরণ সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ জ্ঞানই দেহমধ্যে সূক্ষ্ম জ্ঞেয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। যে প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, তদ্রূপ বুদ্ধি দ্বারা পরম বোধ্যকে অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। শশধর যেরূপ অমাবস্যাতে বিদ্যমান থাকিয়াও দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ আত্মা মনুষ্যের দেহে বর্ত্তমান থাকিলেও কেহ উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না। শশাঙ্ক যে প্রকার অমাবস্যাতে স্থূল দেহ বিমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হন না, তদ্রূপ আত্মা মনুষ্যের দেহপরিভ্রষ্ট হইয়া আর প্রকাশিত থাকে না। শশাঙ্ক যে প্রকার স্থূল দেহ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিরাজিত হন, সেইরূপ আত্মা দেহান্তর লাভ করিয়া পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইয়া থাকে। শশধরের জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রত্যক্ষ নিরীক্ষিত হয়; উহা চন্দ্রের স্থূল দেহেরই গুণ; ঐ সমুদয় গুণ মনুষ্যের স্থূল দেহেই আরোপিত করা যায়, আত্মাতে কদাচ আরোপিত করিতে পারা যায় না। শশধর যে প্রকার অমাবস্যার পর ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলেও তাহাকে সেই শশধর বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্য ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলেও তাহাকে সেই মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান হয়। রাহু যে, শশধরকে কি প্রকারে আক্রমণ ও কি প্রকারে পরিত্যাগ করে, তাহা কেহই অবগত হইতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ আত্মা যে কি প্রকারে মনুষ্যের কলেবরে প্রবেশ ও কি প্রকারে উহা পরিত্যাগ

করে তাহা কেহই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। রাহু যেরূপ চন্দ্র সূর্য্যকে আক্রমণ করিয়া থাকিলেই নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ আত্মা দেহকে আশ্রয় করিলেই অনুমিত হইয়া থাকে। রাহু যে প্রকার চন্দ্র সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিলে আর নিরীক্ষিত হয় না, তদ্রূপ আত্মা কলেবরের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলে আর অনুমিত হয় না। শশধর যে প্রকার অমাবস্যাতে অদৃশ্য হইলেও নক্ষত্রগণ তাহাকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ আত্মা দেহ বিনির্ম্মুক্ত হইলেও কর্ম্মফল হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২০৪।

হে মহাত্মন্! মনুষ্যের স্বপ্নাবস্থায় যে প্রকার তাহার স্থূল দেহ শয্যায় নিপতিত থাকে ও লিঙ্গশরীর উহা হইতে পৃথক হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করে, সেইরূপ কর্ম্মশীল ব্যক্তি বিনষ্ট হইলে, তাহার স্থূল দেহ ধরাসাৎ হয় ও লিঙ্গশরীর পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করে। আর যেরূপ লোকে সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইলে তাহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গশরীর হইতে পৃথগভূত হয়, সেইরূপ কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তির বিনাশ হইলে তাহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকে। নির্ম্মল সলিলে যে প্রকার প্রতিবিম্ব লক্ষিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ প্রসন্ন হইলে তদ্দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু সলিল কলুষিত হইলে যেরূপ প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে পারা যায় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ আকুলিত হইলে তদ্দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞান-প্রভাবে অবুদ্ধির উৎপত্তি হইয়া থাকে, অবুদ্ধি প্রভাবে চিত্ত দূষিত হয় এবং চিত্ত দূষিত হইলেই শ্রোত্রপ্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও দূষিত হইয়া উঠে। মোহান্ধ ব্যক্তি বিষয়ে নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া কোনক্রমেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। জীবগণ কেবল স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অনুষ্ঠান-নিবন্ধন বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। পাপসত্ত্বে কখনই বিষয়পিপাসার উপশম হইতে পারে না। যখন পাপের ধ্বংস হয়, তখনই বিষয়তৃষ্ণা তিরোহিত হইয়া যায়। নিরত বিষয়সংসর্গ করিলে উত্তরোত্তর আশার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে; কখনই মোক্ষ লাভ হয় না। পাপের ধ্বংস হইলেই মনুষ্যের জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তখন সুবিমল আদর্শে যেরূপ প্রতিবিম্ব দর্শন

করা যায়, সেইরূপ সে স্বীয় বুদ্ধিতে আত্ম দর্শন করিতে সমর্থ হয়। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়াসক্ত হইলেই দুঃখে এবং সংযত হইলেই সুখে কালযাপন করিতে পারা যায়। অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা এবং জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা উৎকৃষ্ট। পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা জীবাত্মা হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে চিত্তের উৎপত্তি হইয়াছে। চিত্ত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইলেই শব্দাদি বিষয়ে বিলিপ্ত হইয়া থাকে। যে মনুষ্য সেই শব্দাদি বিষয় স্থূল কারণ সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তিনিই অমৃতের রসাস্বাদন করিতে পারেন। সূর্য্য যেরূপ সমুদিত হইয়া আপনার করজাল বিস্তার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই সমস্ত প্রতিসংহার করিয়া অস্তগমন করেন, সেইরূপ অন্তরাত্মা ইন্দ্রিয় সমুদায়ের কার্য্য সংসাধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উহাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া কলেবর হইতে অন্তরিত হইয়া থাকেন। মনুষ্যগণ বারম্বার স্বীয় কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিয়া পুণ্য ও পাপ প্রবৃত্তির অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে। বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিলে বিষয়বাসনা এককালে দূরীভূত হইয়া যায়। আর যখন আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়, তখন বাসনাত্মক রস পর্য্যন্ত তিরোহিত হয়। বুদ্ধি বিষয়সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তের সহিত মিলিত হইলেই লোকের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ব্রহ্ম শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও অনুমানের অগোচর। বুদ্ধি কেবল সেই উৎকৃষ্ট পদার্থে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ঘটাদি স্থূল পদার্থ যেরূপ মনঃকল্পিত বলিয়া মনোমধ্যে লীন থাকে, সেইরূপ চিত্ত বুদ্ধিতে, বুদ্ধি জীবাত্মাতে এবং জীবাত্মা ব্রহ্মে লীন হয়। ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও বুদ্ধি ইহারা কেহই স্ব স্ব কারণ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু সূর্য্যস্বরূপ জ্ঞানময় আত্মা উহাদের সকলকেই অবলোকন করিতেছেন।

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২০৫।

হে মহর্ষে! শারীরিক বা মানসিক দুঃখ বিদ্যমান থাকিতে যোগাভ্যাসে যত্ন হয় না, অতএব দুঃখচিন্তা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। চিন্তা পরিত্যাগই দুঃখনিবারণের মহৌষধি। দুঃখচিন্তা করিলে, কখনই দুঃখের উপশম হয় না, বরং উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয়। প্রজ্ঞাপ্রভাবে মানসিক এবং ঔষধপ্রভাবে শারীরিক দুঃখ দূর করা অবশ্য

কর্ত্তব্য। বালকতা প্রকাশ পূর্ব্বক দুঃখে নিমগ্ন হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কখনই রূপ, যৌবন, জীবন, দ্রব্যসম্পত্তি, আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস প্রভৃতি অনিত্য বিষয়ের অভিলাষ করেন না। সাধারণ-দুঃখের নিমিত্ত একাকী দুঃখ প্রকাশ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, বরং যদি উহার প্রতীকারের কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে শোক প্রকাশ করিয়া তাহাই করা বিধেয়। জীবিতাবস্থায় সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিকাংশ ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে নিশ্চয়ই কৃতান্তের শাসনবর্ত্তী হইতে হয়। আর যিনি এককালে সুখ দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হন। বিদ্বান ব্যক্তিগণ কখনই তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করেন না। অর্থ নিতান্ত অনর্থকর। অর্থের রক্ষণাবেক্ষণে অতিশয় ক্লেশ হইয়া থাকে, আবার উহা উপার্জ্জন করিবার কালে অপরিমিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অতএব অর্থনাশের বিষয় চিন্তা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। জ্ঞান আত্মা হইতে সমুৎপন্ন হয়। জ্ঞান মনের ধর্ম্ম। মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সমবেত হইলেই বিষয়বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ বুদ্ধি সংস্কারসংযুক্ত হইয়া চিত্তমধ্যে বিরাজিত হইলেই, যোগ সমাধি সহকারে ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। সলিল যেরূপ শৈলশৃঙ্গ হইতে বিনির্গত হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকার হইতে নির্গত হইয়া রূপাদি গুণসমূহে প্রবাহিত হয়। যখন সেই বুদ্ধিতে নির্গুণ ধ্যেয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সময় নিকষখণ্ডস্থিত সুবর্ণরেখার ন্যায় অসন্দিগ্ধরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। চিত্ত কেবল ইন্দ্রিয়গোচর রূপরসাদির প্রবোধক, উহা দ্বারা রূপাদি গুণবিহীন ব্রহ্মলাভ করা সম্ভাবিত নহে। সমুদায় ইন্দ্রিয় রোধ করিয়া উহাদিগকে কল্পনাত্মক মনে ও মনকে বুদ্ধিতে অবস্থাপন পূর্ব্বক একাগ্রতা অবলম্বন করিলেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। যেমন শব্দাদি গুণ সকল বিলুপ্ত হইলে, পঞ্চীকৃত মহাভূত সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধি অহঙ্কারতত্ত্বে বিলীন হইলে ইন্দ্রিয়গণও বিলীন হইয়া যায়। যখন নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি অহঙ্কারে অবস্থান করে, তখন চিত্তের সহিত উহার কিছুই বিভিন্নতা থাকে না। অহঙ্কার ধ্যানপ্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া রূপাদি বিষয়ের সহিত সত্ত্বাদি মূল প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেই গুণাত্মক দ্রব্য সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্গুণ বস্তু প্রাপ্ত হইতে পারে। অব্যক্তের স্বরূপ কীর্ত্তন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। তপস্যা, অনুমান, শমদমাদি গুণ, বেদান্ত

শ্রবণ ও বিশুদ্ধ মনোবৃত্তি দ্বারা পরম ব্রহ্মকে অবগত হইতে বাসনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ সেই অতর্কনীয় আনন্দস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে কি বাহ্য কি অন্তরে সর্ব্বত্রই অনুসন্ধান করেন। অগ্নি যেরূপ অপ্রতিহতবেগে কাষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধিও শব্দাদি বিষয়ের উপর পর্য্যটন করে। যখন সেই বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়বাসনা-বিহীন হয়, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে; আর যখন বিষয়-বাসনায় আসক্ত হয়, তখন ঐ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়গণ যেরূপ স্বীয় স্বীয় কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করে, সেই-রূপ আনন্দ স্বরূপ পরম ব্রহ্ম সর্ব্বদা সমুদায় কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। মনুষ্যগণ অজ্ঞানবশতঃ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। উহাদিগের মধ্যে যাহারা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহারা মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে; আর যাহারা উহাতে লিপ্ত থাকে, তাহারা সুরলোক-গমনে সমর্থ হয়। জীব, প্রকৃতি, বুদ্ধি রূপরসাদি, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও অভিমান এই সমস্তই বিনশ্বর পদার্থ। ঈশ্বর হইতে ঐ সমুদায় পদার্থের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপরে ঐ সমুদায় সৃষ্ট পদার্থ হইতেই আবার সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। ঐ রূপ পদার্থ সমুদায়ের ধর্ম্মপ্রভাবে শ্রেয় ও অধর্ম্ম প্রভাবে অমঙ্গল লাভ হয়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর পুন-র্ব্বার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং বীতস্পৃহ ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞান প্রভাবে একবারে মুক্তিলাভ করেন।

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২০৬।

হে মহর্ষে! শব্দপ্রভৃতি পঞ্চগুণের সহিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও বুদ্ধিকে সংযত করিতে পারিলেই আত্মাকে মণিমধ্যে নিহিত সূত্রের ন্যায় সন্দর্শন করিতে পারা যায়। আর সূত্র যে প্রকার স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, রজত ও মৃন্ময় বস্তুতে নিহিত থাকে, সেইরূপ আত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে গো, অশ্ব, মনুষ্য, হস্তী, মৃগ, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতি যোনিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। যে জীব যে দেহ প্রাপ্তির নিমিত্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে সেই দেহ লাভ করিয়া সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে। বুদ্ধি অন্তরাত্মা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াও আপনার পূর্ব্বকৃত কার্য্যের অনুসরণ করে। জ্ঞান হইতে অভিসন্ধি, অভিসন্ধি হইতে কার্য্য ও কার্য্য হইতে ফল

সমুৎপন্ন হয়। এই জন্য ফল কর্ম্মসম্ভূত, কর্ম্ম বুদ্ধিসম্ভূত, বুদ্ধি জ্ঞানসম্ভূত ও জ্ঞান আত্মসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কলেবর ও আত্মার ভেদজ্ঞান, ফল, বুদ্ধি ও কর্ম্মের ক্ষয় হইলে, যে দিব্য জ্ঞান জন্মে, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। যোগিগণ মুক্তিলাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ পরম পদার্থকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। বিষয়াসক্ত নির্ব্বোধগণ তাঁহাকে কখনই দর্শন করিতে পারে না। পৃথিবী হইতে সলিল, সলিল হইতে তেজ, তেজ হইতে সমীরণ, সমীরণ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে কাল ও কাল হইতে জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর সমধিক মহত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ ব্রহ্মরূপী ভগবান্ অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত বলিয়া অব্যয়নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দুঃখ বিনশ্বর পদার্থ; সুতরাং উহা কদাচ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনিই পরম ব্রহ্ম ও পরম পদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পরিজ্ঞাত ও বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরম পদ মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন। নিবৃত্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঐ ধর্ম্ম অবগত হইতে পারে, সে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। ঋক্, যজু ও সামবেদ লোকের লিঙ্গশরীর আশ্রয় করিয়া জিহ্বাগ্রে অবস্থান করে। ঐ সমুদায় যত্নসাধ্য ও বিনশ্বর; কিন্তু ব্রহ্মপদার্থ লোকের জ্ঞান দেহে আবির্ভূত হয়। উহার আদি মধ্য বা অন্ত নাই; সুতরাং উহা যত্নসাধ্য নহে। ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের আদি ও অন্ত নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মের আদি ও অন্ত নাই। সেই পরম পদার্থ অনাদিত্ব অনন্তত্ব প্রভৃতি সর্ব্বব্যাপী ও শূন্যময় হইয়াছেন। শূন্যময়ত্বপ্রযুক্ত তাঁহাকে দুঃখবিহীন ও মানাপমানাদিশূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মানবগণ অদৃষ্ট ও বিষয়বাসনা প্রভাবে ব্রহ্মপদার্থ লাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে না। সিদ্ধ পুরুষগণ সমাধিবলে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির উপযুক্ত হইয়াও যদি মনে মনে অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্য লাভের প্রত্যাশা করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা নিশ্চয়ই ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিত হন। বিষয়লাভার্থী ব্যক্তিগণের বিষয় দর্শন নিবন্ধন বিষয়ভোগলালসা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং তাহারা কোন প্রকারেই বিষয়াতীত পরম ব্রহ্ম লাভ করিতে অভিলাষ করে না। নিকৃষ্ট বাহ্য গুণাসক্ত মূঢ় ব্যক্তিগণ কি কখন যোগিগণের জ্ঞাতব্য পরম গুণ অবগত হইতে পারে? ব্রহ্মের স্বরূপভূত উৎকৃষ্ট আন্তরিক গুণ সমূহ দ্বারাই পরম ব্রহ্ম লাভ করা যায়। আমরা সূক্ষ্ম মন দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারি। বাক্য দ্বারা কখনই উহা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হই না। মন দ্বারা মনকে ও দর্শন দ্বারা দর্শনকে নিগৃ-

নীত এবং জ্ঞানদ্বারা বুদ্ধিকে সংশয়বিহীন, বুদ্ধি দ্বারা মনকে বিশুদ্ধ ও মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে স্থির করিতে পারিলেই ব্রহ্মপদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধ্যানের পরিপাকনিবন্ধন যাঁহার বিষয়বাসনা তিরোহিত ও মন সমুন্নত হয়, তিনি প্রার্থনাশূন্য নির্গুণ আত্মাকে লাভ করিতে পারেন। সমীরণ যেরূপ কোষ্ঠের অন্তর্গত হুতাশনকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ পরমাত্মার দর্শন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ধ্যান-প্রভাবে বিষয় সকল আত্মাতে লীন করিতে পারিলে বুদ্ধির অতীত ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধ্যানসময়ে বিষয় সকল আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হইলে বুদ্ধিকল্পিত ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই প্রকার বিবেচনা পূর্ব্বক বিষয় সকল আত্মাতে বিলীন করিতে পারে, সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। আত্মা অব্যক্তস্বরূপ ও অব্যক্তকর্ম্মা। মনুষ্যের মৃত্যুকালে উহা অব্যক্তভাবেই তাহার দেহ হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। আমরা কেবল ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য ও সুখ দুঃখ অবগত হইয়া ঐ কার্য্য ও সুখ দুঃখ আত্মার বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু ফলতঃ আত্মা কোন কার্য্যে লিপ্ত বা সুখদুঃখভাজন নহে। আত্মা মনুষ্যের শরীরে অবস্থান পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণের প্রভাবেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকিলে সে আর কোন কার্য্য করিতেই সমর্থ হয় না। মনুষ্য যেরূপ পৃথিবীর অন্ত দেখিতে পায় না, কিন্তু কোন সময়ে অবশ্যই অন্ত হয়, সেই প্রকার আপাততঃ সুখদুঃখাদির অন্ত প্রতীয়মান হয় না বটে, কিন্তু সুখ দুঃখাদি যখন জন্য পদার্থ, তখন নিশ্চয়ই উহার অন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। অনিল যে প্রকার সাগরস্থ তৃণাদিকে প্রবাহ দ্বারা পর পারে লইয়া যায়, সেইরূপ কর্ম্ম সংসারাসক্ত জীবকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া থাকে। দিনকর যেরূপকরজাল বিস্তার পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে তাহা সঙ্কুচিত করেন, সেইরূপ মনুষ্য বিষয় ভোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিষয়বাসনা সঙ্কুচিত করিয়া থাকে এবং পরিশেষে নিরহঙ্কার হইয়া গুণাতীত পরম ব্রহ্মে লীন হয়। ফলতঃ যাহার জন্ম নাই, ধামও নাই; যিনি পুণ্যশীলবর্গের পরম গতি, কার্য্য সকল যাঁহাতে লীন হইয়া থাকে, মোক্ষস্বরূপ অবিনশ্বর এবং আদি, মধ্য ও অন্ত বিহীন, সেই পরম ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারিলেই মোক্ষ লাভ করা যাইতে পারে।

—*•*—

সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২০৭।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! যিনি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা; যাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা কেহই নাই এবং যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত, বিষ্ণু, হৃষীকেশ, গোবিন্দ ও কেশব প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই ভূতভাবন ভগবান্ নারায়ণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইয়াছে; অতএব আপনি তাঁহার বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নিকট ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। মহাত্মা অসিতদেবল, মহর্ষি বাল্মীকি ও মহামুনি মার্কণ্ডেয় ইঁহারা নারায়ণের বিষয় অদ্ভুতরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি অনেক মহাত্মার নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, ভগবান্ নারায়ণ পুরুষপ্রবর ঈশ্বর ও সর্ব্বব্যাপী। যাহা হউক, এক্ষণে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং পুরাণজ্ঞ সাধুগণ ঐ মহাত্মার যে সমুদায় গুণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, আমি তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

ভগবান্ পুরুষোত্তম আকাশ, বায়ু, পৃথিবী, তেজ ও জল এই পাঁচ মহাভূতের সৃষ্টি করিয়া পরে স্বয়ং সলিলোপরি শয়ন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রথমে মনের সহিত অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। সেই অহঙ্কার-বলে জীবগণের সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। অহঙ্কারের সৃষ্টির পর সলিলশায়ী ভগবান্ নারায়ণের নাভিদেশে সূর্য্যসন্নিভ এক দিব্য পদ্ম সম্ভূত হইল। ভগবান ব্রহ্মা নারায়ণের সেই নাভিপদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। পদ্মযোনি প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র তাঁহার প্রভাপ্রভাবে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ভগবান ব্রহ্মার উৎপত্তির পর তমোগুণসম্পন্ন মধু নামে এক মহাসুর জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। তখন পুরুষোত্তম নারায়ণ ভগবান ব্রহ্মার উপকারার্থ ঐ বিকটবেশধারী ক্রূরকর্ম্মা মহাসুরকে নিপাতিত করিলেন। মহাত্মা হৃষীকেশ তৎকালে সেই দুরাত্মা মহাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া দেব, দানব ও মানব প্রভৃতি সকলে উঁহাকে মধুসূদন নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

মহাসুর মধু নিহত হইলে পর, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু নামে ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের উৎপত্তি হইল। তন্মধ্যে মরীচি হইতে কশ্যপ, বেদবিদ্যাবিশারদ মরীচি মুনির জন্ম পরিগ্রহের পূর্ব্বে

ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে আর একটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার নাম দক্ষ প্রজাপতি। দক্ষ হইতে প্রথমে ত্রয়োদশ কন্যার উৎপত্তি হয়। ঐ কন্যাগণের মধ্যে দিতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা মহাযশা মরীচিপুত্র কশ্যপ ঐ কন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ আর দশটী কন্যা উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মকে সম্প্রদান করিলেন। ধর্ম্মের ঔরসে তাঁহাদের গর্ভে বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, সাধ্য ও বায়ু প্রভৃতি পুত্র সকল সমুৎপন্ন হইল। ঐ দশ কন্যার জন্মগ্রহণের পর দক্ষের আর সপ্তবিংশতি কন্যার উৎপত্তি হয়। ভগবান্ চন্দ্রমা তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কশ্যপের পত্নীগণের মধ্যে অদিতি হইতে বল বিক্রমসম্পন্ন দেবশ্রেষ্ঠ আদিত্যগণ উৎপন্ন হইলেন। ঐ আদিত্যগণের মধ্যে বামনরূপধারী বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই বামনদেবের বিক্রমপ্রভাবে দেবগণের শ্রীবৃদ্ধি এবং দানব ও অসুরগণের অবনতি হইতে লাগিল। দনু বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দানবগণকে ও দিতি মহাবলশালী অসুরগণকে এবং কশ্যপের অন্যান্য পত্নীগণ গন্ধর্ব্ব, তুরঙ্গ, পক্ষী, গো, কিম্পুরুষ, মৎস্য ও উদ্ভিজ্জ সমুদায় উৎপাদন করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ মধুসূদন বিবেচনা করিয়া দিবা, রাত্রি, কাল, ঋতু, পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, মেঘ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তাঁহার মুখ হইতে এক শত ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে এক শত ক্ষত্রিয়, ঊরুদেশ হইতে এক শত বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে এক শত শূদ্র সমুৎপন্ন হইল। হে রাজন! এইরূপে ভগবান নারায়ণ বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিয়া পরিশেষে বেদবিধাতা ব্রহ্মাকে সর্ব্বভূতের অধ্যক্ষ, মহাত্মা বিরূপাক্ষকে ভূত ও মাতৃগণের অধ্যক্ষ, যমরাজকে পাপিষ্ঠগণের নিয়ন্তা, কুবেরকে ধনরক্ষিতা, জলেশ্বর বরুণকে জলজন্তুগণের অধিপতি এবং ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্রকে সমস্ত দেবগণের অধীশ্বর করিলেন। তৎকালে যাহার যত দিন প্রাণ ধারণ করিবার ইচ্ছা হইত, সে তত দিন প্রাণ ধারণ করিতে পারিত। কাহাকেও যমরাজের ভয়ে ভীত হইতে হইত না। স্ত্রীসহবাসের আবশ্যকতা ছিল না। ইচ্ছা করিলেই লোকে পুত্রোৎপাদন করিতে সমর্থ হইত। ঐ সময়ের নাম সত্যযুগ। সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগেও স্ত্রীসহবাস প্রথা প্রচলিত ছিল না। তখন লোকে রমণীগণকে স্পর্শ করিলেই তাহাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিতে পারিত। দ্বাপর যুগ হইতেই মৈথুনধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! আমি তোমার সমীপে ভগবান জগৎপতি নারায়ণের

বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে উচ্ছৃঙ্খল পাপিষ্ঠগণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। দক্ষিণাপথসম্ভূত নরবর, অন্ধক, গুহ, পুলিন্দ, শবর, চুচুক ও মদ্রক এবং উত্তরাপথসম্ভূত যৌন, কাম্বোজ, গান্ধার, কিরাত ও বর্ব্বরগণ নিরন্তর পাপাচরণ করত ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করে। উহাদের ব্যবহার চাণ্ডাল, কাক ও গৃধ্রগণের ন্যায় নিতান্ত কদর্য্য। সত্যযুগে উহাদের নাম গন্ধও ছিল না। ত্রেতাযুগ হইতে ক্রমে ক্রমে উহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল। এক্ষণে উহাদের সংখ্যার নিতান্ত আধিক্যনিবন্ধন পৃথিবী একান্ত নিপীড়িত হওয়াতে ভগবান ভূতভাবনের ইচ্ছানুসারে উহারা সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিয়াছে।

হে বৎস! এইরূপে ভগবান বাসুদেব হইতেই সমুদায় সম্ভূত হইয়াছে। সর্ব্বলোকদর্শী দেবর্ষি নারদও বাসুদেবকে দেবদেব বলিয়া কীর্ত্তন এবং তাঁহার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ফলতঃ সত্যপরাক্রম মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সামান্য মনুষ্য নহেন। উঁহার মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়।

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২০৮।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! পূর্ব্বে যে যে মহাত্মা প্রজাপতি ও যে যে দিকে যে যে মহর্ষি ছিলেন, তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বতন প্রজাপতি ও মহর্ষিগণের, বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ কেবল সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা বিদ্যমান ছিলেন। অনন্তর তাঁহার মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত আত্মতুল্য মহাত্মা পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। পুরাণে এই সাত মহর্ষি সপ্ত ব্রহ্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন।

অনন্তর প্রজাপতিগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা অত্রির বংশে ব্রহ্মযোনি ভগবান্ প্রাচীনবর্হির উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রাচীনবর্হি হইতে দশ প্রচেতা উৎপন্ন হন। সেই দশ জন প্রচেতার এক-মাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল। ঐ পুত্রের নাম দক্ষ। দক্ষ লোকসমাজে ক নামেও প্রথিত হন। মরীচিপুত্র কশ্যপও অরিষ্টনেমি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অত্রির ঔরসপুত্র বীর্য্যবান্ সোমরাজ দিব্য সহস্র যুগ জীবিত ছিলেন। ভগবান্ অর্য্যমা ও তাঁহার পুত্রগণ সমস্ত জগতের

উৎকর্ষসাধন করিয়া নিয়ম সকল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা শশবিন্দুর দশ সহস্র পত্নী ছিল। তাহাদের প্রত্যেকের গর্ভে সহস্রসংখ্যক পুত্রের উৎপত্তি হয়। এইরূপে মহাত্মা শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহাদের হইতেই অন্যান্য প্রজাগণের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ শশবিন্দুর সেই পুত্রদিগকে প্রজাপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াগিয়াছেন। এই আমি তোমার সমীপে মহাযশা প্রজাপতিগণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর ত্রিলোকাধিপতি দেবতাদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ভগ, অংশ, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান্, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য মহাত্মা কশ্যপের পুত্র। নাসত্য ও দস্র নামে অশ্বিনীর দুই পুত্র মহাত্মা অষ্টম মার্ত্তণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইহারাই দেব ও পিতৃগণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ যশস্বী অজৈকপাৎ অহি, ব্রধ, বিরূপাক্ষ ও রৈবত ত্বষ্টার পুত্র। হর, বহুরূপ; ত্র্যম্বক সুরেশ্বর, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত ইহাঁরাই অষ্টবসু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। প্রজাপতি মনুর অধিকারকালে ইহাঁরাই দেবতা ছিলেন। পূর্ব্বে ইহাঁদিগকেই দেবগণ ও দ্বিবিধ পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত। ঋভু ও মরুদ্গণ আদিদেবতা। এই সমুদায় দেবতা ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বৃত্তান্ত কহিলাম। উহাঁদিগের মধ্যে আদিত্যগণ ক্ষত্রিয়, মরুদ্গণ বৈশ্য, তপঃপরায়ণ অশ্বিনীকুমারদ্বয় শূদ্র ও অঙ্গিরার বংশজাত দেবগণ ব্রাহ্মণ। এইরূপে দেবগণও বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এই সকল দেবগণের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি কি স্বজাত কি অন্যসংসর্গজ সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন।

অঙ্গীরার পুত্র যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, ঔশিজ, কাক্ষীবান্ ও বল, ত্রিভুবনপাবন সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং মহর্ষি মেধাতিথির পুত্র কণ্ব ও বর্হিষদ ইহাঁরা পূর্ব্বদিকে; উন্মুচ, বিমুচ, সস্ত্যাত্রেয়, প্রমুচ ইধ্মবাহ ও মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য এই সমুদায় ব্রহ্মর্ষি দক্ষিণ দিকে; উষঙ্গ, কবষ, ধৌম্য, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রিপুত্র ভগবান্ সারস্বত এই সকল মহাত্মা পশ্চিম দিকে এবং ভগবান্ আত্রেয়, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র ও ঋচিকপুত্র জমদগ্নি এই সাত জন মহর্ষি উত্তর দিগে অবস্থান করিতেছেন। এই আমি যে যে দিকে যে যে তিগ্মতেজা মহর্ষি অবস্থিত রহিয়াছেন, তাহা কহিলাম। এই ভুবনভাবন

মহাত্মারাই ভুবনের সাক্ষীভূত ; ইহাঁদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে, সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি এই মহর্ষিগণের অধিষ্ঠিত দিক্‌সমুদায়ে গমন করিয়া তাঁহাদের শরণাগত হয়, সে সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, নিরাপদে স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিতে সমর্থ হয়।

—•:*:•—

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২০৯।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! অবিনাশী সর্ব্বেশ্বর বাসুদেবের অলৌকিক তেজ, পূর্ব্বাচরিত কার্য্য এবং তিনি কি কারণেই বা তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনি ঐ সমস্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে এক দিন মৃগয়ার্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রমে উপনীত হইলাম এবং দেখিলাম যে, তথায় অসংখ্য মুনিগণ নিবিষ্ট রহিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট উপনীত হইবামাত্র তাঁহারা মধুপর্ক দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিলেন। আমিও তাঁহাদের প্রদত্ত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিলাম। সেই সময় মহর্ষি কশ্যপ আমার নিকট যে মনোহর কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা কহিতেছি, অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে ক্রোধোদ্ধত লোভপরবশ বলমদমত্ত নরক প্রভৃতি মহাসুরগণ দেবতাদিগের সুখসমৃদ্ধি সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের উপর উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। দেব ও দেবর্ষিগণ তাহাদের উপদ্রবে যৎপরোনাস্তি নিপীড়িত হইয়া অসুস্থমনে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেখিলেন যে, বসুন্ধরা মহাবল পরাক্রমশালী অসুরগণের প্রভাবে ভারাক্রান্তা হইয়া দুঃখিতচিত্তে রসাতলে গমন করিতেছেন। ধরণীর দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহারা দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন এবং ভয়াকুলিত চিত্তে প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! অসুরগণ আমাদের উপর যৎপরোনাস্তি উপদ্রব করিতেছে; আমরা কিরূপে তাহাদের দৌরাত্ম্য সহ্য করিব।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবগণ! আমি এই বিপদ্ নিবারণের উপায় স্থির করিয়াছি; দানবগণ একণে দলবদ্ধ হইয়া পাতালতলে বাস করিতেছে।

উহারা দেবদত্ত বর এবং পরাক্রম ও অহঙ্কার প্রভাবে সাতিশয় বিমোহিত হইয়া অব্যক্তদর্শন দেবগণের অধৃষ্য মহাত্মা বিষ্ণু যে বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অবধারণ করিতে পারিতেছে না। অতঃপর সেই বরাহই প্রবলবেগে পাতালতলে গমন পূর্ব্বক ঐ দুর্ম্মতিগণকে নিপাতিত করিবেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবতারা দুঃখের শান্তি হইল বিবেচনা করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

অনন্তর ভগবান বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া পাতালতলে প্রবেশ পূর্ব্বক অসুরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অসুরগণ সেই বরাহের অলৌকিক বলবীর্য্য দর্শন করিয়া মহাবেগে তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক রোষভরে চারিদিক্ হইতে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার কোন অপকার সাধন করিতে পারিল না। তখন তাহারা সাতিশয় ভীত ও বিস্মিত হইয়া আপনাদের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিতে লাগিল।

তখন দেবাদিদেব ভগবান্ বরাহ যোগপ্রভাবে দৈত্যদানবগণকে ক্ষুভিত করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ঘোরতর নিনাদে লোকত্রয় ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া উঠিলেন। পৃথিবীস্থ স্থাবর জঙ্গম সমুদায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অসুরগণ সেই ধ্বনিপ্রভাবে একান্ত ভীত ও বিষ্ণুতেজে বিমোহিত হইয়া ধরাতলে পতিত ও মৃত হইতে লাগিল। ভূতনাথ মহাযোগী ভগবান্ বরাহ খুর দ্বারা উহাদের মাংস, মেদ ও অস্থি সকল বিদলিত করিতে লাগিলেন। ভগবান্ নারায়ণ ঐ রূপে বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঘোরতর নাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, উহাঁর নাম সনাতন হইয়াছে। অনন্তর দেবগণ সেই বরাহের নিনাদ শ্রবণে ভীত হইয়া জগৎপতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! এ কি শব্দ হইতেছে? কোন্ ব্যক্তিই বা ঐ শব্দ করিতেছে? আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ঐ ভীষণ ধ্বনি দ্বারা নিখিল জগৎ ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল ও সুরাসুরগণ মোহে একান্ত অভিভূত হইয়াছে।

দেবতারা ব্রহ্মার নিকট এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে বরাহরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু অসুরসংহার সমাপ্ত করিয়া পাতালতল হইতে উত্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র ভক্তিভাবে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই বরাহকে দূর হইতে অব-

লোকন পূর্ব্বক দেবগণকে কহিলেন, ঐ দেখ, মহাকায় মহাবল সর্ব্ব-বিঘ্নবিনাশন ভূতভাবন ভগবান্ কৃষ্ণ অসুরসংহাররূপ অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক আগমন করিতেছেন। তোমাদের আর কোন শঙ্কা নাই। তোমরা ধৈর্য্যাবলম্বন কর। শোক, সন্তাপ ও ভয় করিবার আর প্রয়োজন নাই। ঐ বরাহরূপধারী কৃষ্ণই বিধি, প্রভাব ও ক্ষয়কারক কাল। উনি সর্ব্বলোকের রক্ষাবিধানার্থ ভীষণ শব্দ করিয়াছিলেন। সর্ব্বলোকই উহাঁকে নমস্কার করিয়া থাকে। উনি সকলের আদি ও সকলের ঈশ্বর।

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২১০।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! এক্ষণে আপনি মোক্ষলাভের মূলীভূত যোগের বিষয় কীর্ত্তন করুন। আমি উহা শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এই বিষয়ে গুরুশিষ্যসংবাদ নামক মুক্তি-বিষয়ক এক পুরাতন ইতিবৃত্ত কীর্ত্তিত আছে শ্রবণ কর। একদা এক মেধাবী শিষ্য মঙ্গললাভের বাসনায় তেজঃপুঞ্জকলেবর সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় আচার্য্যের চরণ বন্দন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন গুরো! যদি আপনি আমার শুশ্রূষায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ভঞ্জন করুন। আমার ও আপনার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? সমুদায় লোকের দেহ নির্ম্মাণোপযোগী উপাদান সকল এক প্রকার হইলেও কি নিমিত্ত এক জনের উন্নতি ও অন্যের অবনতি হয়। আপনি এই দুই বিষয় এবং বেদমধ্যে লৌকিক ও বর্ণাশ্রমসাধারণ যে বাক্য বিন্যস্ত আছে, তাহার বিষয় বর্ণন করুন।

আচার্য্য কহিলেন, বৎস! যাহা বেদচতুষ্টয়েরও গুহ্য এবং সর্ব্ব-বিদ্যা ও সর্ব্বশাস্ত্রের সার, সেই অধ্যাত্মযোগ বর্ণন করিতেছি. শ্রবণ কর। বাসুদেব বিশ্বসংহার ও বেদের আদি। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, ঐ বিশ্বব্যাপী সনাতন পুরুষ সত্য, জ্ঞান, তিতিক্ষা, যজ্ঞ ও অক্রূরতাস্বরূপ। তাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে। তিনিই অব্যক্ত শাশ্বত ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কে, বৈশ্য

বৈশ্যকেও শূদ্র শূদ্রকে বাসুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইবেন; সুতরাং তুমি আমার নিকট ঐ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। এক্ষণে আমি যশ কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। বাসুদেব সাক্ষাৎ কালচক্র, অনাদি ও অনন্ত। এই ত্রিভুবন তাঁহাতেই চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। লোকে তাঁহাকেই অবিনাশী, অব্যক্ত ও নিত্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। সেই মহাত্মা হইতেই পিতৃ, দেব, ঋষি যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, অসুর ও মনুষ্যগণের সৃষ্টি হইতেছে। উনিই যুগপ্রারম্ভে বেদশাস্ত্র শাশ্বত, লোকধর্ম্ম ও প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন বসন্তাদি ঋতুকালে তরুসকল পর্য্যায়ক্রমে কুসুমিত হয়, তদ্রূপ প্রতিকল্পে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তৃত্বে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যুগপ্রারম্ভে কালযোগে যেসকল বস্তু প্রাদুর্ভূত হয়, তৎসমুদায় বস্তুতেই লোকযাত্রা বিধানজ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মহর্ষিরা ভগবান্ ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে যুগান্তকালে অন্তর্হিত বেদ ও ইতিহাস সকল তপঃপ্রভাবে লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ স্বয়ম্ভু বেদ, বৃহস্পতি বেদাঙ্গ, শুক্রাচার্য্য জগদ্ধিতকর নীতিশাস্ত্র, দেবর্ষি নারদ সঙ্গীতশাস্ত্র, ভরদ্বাজ ধনুর্ব্বিদ্যা, গার্গ্য দেবর্ষিগণের স্বভাব, কৃষ্ণাত্রেয় চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অন্যান্য মহর্ষি ন্যায় ও তন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। ঐ সকল মহর্ষিরা যুক্তি, বেদ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা যে ব্রহ্ম নিরূপিত করিয়াছেন, তাঁহারই আরাধনা কর। দেবতা ও ঋষিগণ সেই অনাদি সূক্ষ্মস্বরূপ ব্রহ্মকে নিরূপণ করিতে পারেন নাই। একমাত্র লোকবিধাতা ভগবান্ নারায়ণই তাঁহাকে অবগত ছিলেন। পরে নারায়ণ হইতে মহর্ষি ও দেবদানবগণ এবং পূর্ব্বতন রাজর্ষি সকল সেই দুঃখনাশের ঔষধস্বরূপ ব্রহ্মকে বিদিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক আলোচিত ভাব সমুদায় প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃতি হইতেই ধর্ম্মাধর্ম্মযুক্ত সমুদায় জগৎ প্রসূত হইয়াছে। যেমন একটি দীপ হইতে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র প্রকৃতি হইতে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হইতেছে। অনন্তত্বপ্রযুক্ত প্রকৃতির নাশ হইতেছে না। সূক্ষ্মস্বরূপ ঈশ্বর হইতে কর্ম্মজ বুদ্ধি, ঐ বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই অহঙ্কার প্রভৃতি আটটি পদার্থ সকলের মূল প্রকৃতি, জগৎ এই সমস্ত পদার্থেই অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ আট প্রকৃতি হইতে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ বিষয় ও মন উৎপন্ন হই

য়াছে। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত ও বাক্য এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়। এই সকল ইন্দ্রিয় ও বিষয়ে মন পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। মনই জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন ও বাগিন্দ্রিয়দ্বারা শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়যুক্ত মনই বুদ্ধ্যাদি আন্তরিক, আকাশাদি বাহ্য ও মহদাদি ব্যক্ত পদার্থমধ্যে পরিগণিত হয়। এই ষোড়শ ইন্দ্রিয় দেবতা-ত্মক। ইহারা দেহমধ্যে দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার আরা-ধনা করিতেছে। রস জলের, গন্ধ পৃথিবীর, শ্রোত্র আকাশের, চক্ষু তেজের, স্পর্শ বায়ুর, মন সত্ত্বের ও সত্ত্ব প্রধানের গুণ বলিয়া অভিহিত হয়। সত্ত্ব সর্ব্বভূতের আত্মভূত ঈশ্বরে অবস্থান করিতেছে। এ সত্ত্বাদি-ভাব সকল প্রকৃতির পরবর্ত্তী প্রবৃত্তিশূন্য ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।

মহান আত্মা নবদ্বারসম্পন্ন সত্ত্বাদি ভাবপরিপূর্ণ অতি বিশুদ্ধ শরীররূপ পুর আশ্রয় করিয়া শয়ান রহিয়াছেন; এই জন্য উহাকে পুরুষ বলা যায়। উনি অজর ও অমর; উনি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে উপদেশ প্রদান করিতে-ছেন। উনি সর্ব্বব্যাপী গুণসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম এবং উনিই সর্ব্বপ্রাণীর গুণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। প্রদীপ যেমন হ্রস্ব বা দীর্ঘই হউক সকল পদার্থ প্রকাশ করে, তদ্রূপ পুরুষ উপাধিভেদে মহৎই হউন আর হীনই হউন সর্ব্বপ্রাণীতেই জ্ঞানরূপে অবস্থান করিয়া পদার্থ সকল উদ্ভাবন করিতেছেন। উনি শ্রোত্র ও নেত্রকে আপনার জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বয়ংই শ্রবণ ও দর্শন করিতেছেন। এই শরীরই উহার শব্দাদি বিষয়লাভের হেতু; কিন্তু উনি সর্ব্বকার্য্যের কর্ত্তা। কাষ্ঠ ভেদ করিলে, সেই কাষ্ঠগত বহ্নি যেমন পরিদৃশ্যমান হয় না, তদ্রূপ শরীর ছেদন করিলে, উহাতে আত্মদর্শন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। আর কৌশলক্রমে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে, তন্মধ্যস্থিত অগ্নি নিষ্কাশিত ও নিরীক্ষিত হয়, তদ্রূপ যোগ-বল আশ্রয় করিলেই শরীরমধ্যগত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। শরীরের অনন্তত্বপ্রযুক্ত আত্মার শরীরসম্বন্ধ সতত নিবদ্ধই রহিয়াছে। যোগব্যতীত উহার শরীরসম্বন্ধচ্ছেদনের উপায়ান্তর নাই। লোকের স্বপ্নযোগে যেমন তাহার আত্মা শরীর পরিহার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া স্থানান্তরে গমন করে, তদ্রূপ তাহার মরণান্তেও তাহার শরীর পরিহার পূর্ব্বক শরীরান্তরকে আশ্রয় করে। আত্মা স্বকৃত কর্ম্মবলেই পূর্ব্ব শরীর পরিত্যাগ করিতে পারে না; আবার স্বকর্ম্মপ্রভাবেই শরীরান্তরে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

সেই আত্মা যে প্রকারে এক শরীর পরিত্যাগ করিয়া শরীরান্তরে গমন করে, তাহা পশ্চাৎ কহিতেছি।

একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২১১।

হে মহারাজ! এই জগতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক চতুর্ব্বিধ প্রাণী বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদিগের জন্ম ও মৃত্যু স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। মন অব্যক্ত, আত্মার স্বরূপ, সুতরাং উহাও অব্যক্ত। যেমন কণামাত্র বীজ হইতে বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ অব্যক্ত হইতে সমুদায় সম্ভূত হইয়া থাকে। অচেতন অয়স্কান্ত মণি যেমন লৌহপিণ্ডের এবং প্রাক্তন কর্ম্মজনিত ধর্ম্মাধর্ম্ম যেমন শরীরীর অভিমুখে ধাবমান হয়, সেই রূপ অবিদ্যাজনিত কামাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও চিত্তানন্দ প্রভৃতি ভাব সকল একত্র হইয়া দেহান্তরে শরীরীকে আশ্রয় করে। পূর্ব্বে ভূমি, আকাশ, স্বর্গ, মহাভূত, প্রাণ এবং শান্তি ও কামাদি গুণ সকল কিছুই বিদ্যমান ছিল না। একমাত্র জীবেরই সত্ত্বা ছিল। প্রত্যুত: জীবের সহিত পৃথিব্যাদির যে সম্বন্ধ বোধগম্য হয়, মায়াই তাহার হেতু। জীব সর্ব্বব্যাপী, অনির্ব্বচনীয় ও নিত্য। উহা পূর্ব্বতন বাসনাপ্রভাবেই আপনাকে মনুষ্য, পশু বা অন্য কোন জন্তু বলিয়া বিবেচনা করে। ঐ বাসনাবশতই জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্ম্মবশতই তাহার বাসনা উৎপন্ন হয়। এইরূপে জীবের কর্ম্ম ও বাসনা চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। উহার জন্ম মরণ প্রবাহরূপ চক্র সতত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বুদ্ধি ও বাসনা ঐ চক্রের নাভি, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি উহার অর, জ্ঞানক্রিয়াদি উহার নেমি, রজোগুণ উহার অক্ষ এবং আত্মা উহার অধিষ্ঠাতা। তৈলিকগণ যেমন তিল নিপীড়িত করে, তদ্রূপ অজ্ঞানসম্ভূত সুখদুঃখভোগ ঐ চক্রে এই জগৎ নিপীড়িত করিতেছে। সকলেই ফললাভবাসনায় অহঙ্কারে আক্রান্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে। বাসনাই কার্য্যকারণ-সংযোগের হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন পদার্থ; কার্য্য কারণকে বা কারণ কার্য্যকে কদাচ অতিক্রম করে না। কাল কার্য্যসাধনের প্রধান হেতু। প্রকৃতি ও বিকৃতি ইহারা পুরুষকে আশ্রয় পূর্ব্বক কর্ম্মসংযুক্ত হইয়া পরস্পর মিলিত থাকে। রজোরাশি যেমন বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া উহার অনুগমন করে, সেইরূপ জীবাত্মা দেহপরিভ্রষ্ট হইবামাত্র

রাজসিক ও তামসিক ভাব এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ও বিদ্যাবল সংযুক্ত হইয়া পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হয়। আর সমীরণ যেমন রজোরাশি সঞ্চালন করিয়াও উহার সহিত নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ আত্মা রাজসিকাদি ভাবের সহিত সংযুক্ত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না। এইরূপে পণ্ডিতেরা সমীরণের সহিত রজোরাশির ন্যায় সত্বাদি গুণের সহিত জীবাত্মার পৃথগ্‌ভাব অবগত হইবেন। হে ধর্ম্মরাজ! শিষ্যের সন্দেহ উপস্থিত হইলে, ভগবান্ ঋষি এইরূপে উহা ভঞ্জন করিয়াছিলেন। সুখদুঃখ পরিহারের উপায় পর্য্যালোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বীজ সকল যেমন, অগ্নিদগ্ধ হইলে আর পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ ক্লেশপরম্পরা জ্ঞানানলে দগ্ধ হইলে আর জীবাত্মাতে আবির্ভূত হইতে পারে না।

দ্বাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২১২।

হে ধর্ম্মরাজ! কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই প্রধান বলিয়া উহা আশ্রয় করেন, সেইরূপ বিজ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মারা বিজ্ঞানতত্বই অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুতেই তাঁহাদের প্রবৃত্তি থাকে না। বেদোক্ত কার্য্যে অনুরক্ত বেদজ্ঞ দুর্লভ পুরুষেরাই স্বীয় মহানুভাবতানিবন্ধন মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিতে অভিলাষ করেন। কর্ম্মত্যাগ সাধুগণের আচরিত বলিয়াই লোকসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছে। নিবৃত্যাত্মিকা বুদ্ধি দ্বারাই মোক্ষ লাভে সমর্থ হওয়া যায়। দেহাভিমানসম্পন্ন ক্রোধলোভপরতন্ত্র মূঢ়েরা রাজস ও তামস গুণে সমাক্রান্ত হইয়া সংসারে অনুরক্ত হয়; অতএব মোক্ষলাভার্থী ব্যক্তি কায়মনোবাক্যদ্বারা আত্মজ্ঞানের দ্বার প্রস্তুত করিবেন; কিন্তু কখনই কর্ম্মফলভূত স্বর্গাদিলাভের ইচ্ছা করিবেন না। লৌহমিশ্রিত সুবর্ণের ন্যায় রাগাদি দোষ দূষিত বিজ্ঞান জনসমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও লোভের অনুগামী হইয়া ধর্ম্মপথ অতিক্রম পূর্ব্বক অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে নিঃসন্দেহ বিপদ্গ্রস্ত ও বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয়; অতএব রাগাদিবশতঃ শব্দাদি বিষয়ের অনুসরণ করা কখনই উচিত নহে। যে ব্যক্তি উহার অনুবর্ত্তী হয়, তাহাকে ক্রোধ, হর্ষ ও বিষাদে আক্রান্ত হইতে হয়। যখন সকল লোকের দেহই পঞ্চভূতাত্মক এবং সত্ব, রজ ও তমোগুণবিশিষ্ট,

তখন অন্যকে স্তুতি বা নিন্দা করা নিতান্ত নিরর্থক। মূঢ় ব্যক্তিরাই অজ্ঞানবশতঃ স্পর্শ, রূপ ও রসাদি বিষয়ে অনুরক্ত হয়। উহারা আপনাদের দেহকে পার্থিব বলিয়া অবগত হইতে পারে না। মৃণ্ময় গৃহ যেরূপ মৃত্তিকা দ্বারা লেপিত হয়, তদ্রূপ সেই মৃণ্ময় দেহও মৃত্তিকার অন্নাদি দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে। মধু, তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস, লবণ, গুড়, ধান্য ও ফল মূলাদি সমুদায় দ্রব্য জল ও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়। বনবাসী সন্ন্যাসীগণ যেরূপ মিষ্টান্নাদি ভোজনের ঔৎসুক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহরক্ষার্থ অতি সামান্য অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, সেইরূপ গৃহিগণেরও প্রাণরক্ষার্থ পীড়িত ব্যক্তির ঔষধসেবনের ন্যায় যৎসামান্য আহার করা কর্ত্তব্য। উদারচিত্ত ব্যক্তিরা সত্যবাদিতা, বাহ্য ও আন্তরিক শৌচ, সরলতা, বৈরাগ্য, অধ্যয়নাদিজনিত তেজঃ, বিক্রম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বুদ্ধি মন ও তপস্যা প্রভাবে বিষয়াত্মক ভাব সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক শান্তি লাভের বাসনা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করিবেন। প্রাণিগণ স্ব স্ব অনভিজ্ঞতাদোষেই সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে মোহিত হইয়া ইহলোকে চক্রের ন্যায় বারংবার পরিভ্রমণ করে। অতএব অজ্ঞানসম্ভূত দোষ সকল বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া অজ্ঞানজনিত অহঙ্কার পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাভূত, ইন্দ্রিয়, সত্ত্বাদিগুণত্রয় এবং ঈশ্বরসমন্বিত ত্রিলোক ও কর্ম্ম সমুদায়ই অহঙ্কারকল্পিত। কাল যেমন যত্নশীল হইয়া ইহলোকে ঋতু সমুদায়ের গুণ প্রদর্শন করে, তদ্রূপ অহঙ্কার প্রাণিগণের কর্ম্ম উৎপন্ন করিয়া দেয়। অন্ধকারসদৃশ মোহাত্মক তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণত্রয় হইতে যে সকল গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রীতি, অসন্দেহ, ধৃতি ও স্মৃতি সত্ত্বগুণ হইতে, কাম, ক্রোধ, প্রমাদ, লোভ, মোহ, ভয় ও আয়াস রজোগুণ হইতে এবং বিষাদ, শোক, মান, দর্প ও অনার্য্যতা তমোগুণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। মনুষ্য নিরন্তর এই সমস্ত আত্মস্থিত দোষের প্রত্যেকের গৌরব ও লাঘব পরীক্ষা করিবে।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! মোক্ষলাভার্থী মনুষ্যেরা কি কি দোষ পরিত্যাগ ও কি কি দোষ শিথিল করেন? কোন্ কোন্ দোষ অপরিত্যাজ্য, কোন্ কোন্ দোষকে মোহপ্রযুক্ত দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয় এবং পণ্ডিতেরা বুদ্ধি ও হেতু দ্বারা কোন্ কোন্ দোষের বলাবল বিবেচনা করেন। এই সকল বিষয়ে আমার নিতান্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! পবিত্রচিত্ত ব্যক্তি দোষ সমুদায়ের মূলচ্ছেদন করিয়া মুক্তি লাভ করেন। লৌহময় কুঠার যেরূপ লৌহ হইতে উৎপন্ন নিগড়কে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং ভগ্ন হয়, সেইরূপ ধ্যানসংস্কৃতবুদ্ধি মহাত্মারা রজোগুণসম্ভূত স্বাভাবিক দোষ সমুদায়ের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। গুণত্রয় দেহপ্রাপ্তির বীজস্বরূপ; কিন্তু জিতচিত্ত ব্যক্তির সত্ত্বগুণই ব্রহ্মলাভের একমাত্র উপায়। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যের রজ ও তমোগুণ অন্তর্হিত হইলে, সত্ত্বগুণ অধিকতর নির্ম্মল হইয়া উঠে। কেহ কেহ চিত্তশুদ্ধির নিদানভূত মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যকে দুষ্কৃত বলিয়া কীর্ত্তন করেন; কিন্তু ফলতঃ যজ্ঞাদি কার্য্য বৈরাগ্য উৎপাদন ও শমগুণাদি রক্ষার নিদান। রজোগুণ প্রভাবে অধর্ম্ম, অর্থ ও কামাত্মক কার্য্যসমূহের ফললাভ হয়। হিংসাবিহারপরতন্ত্র, আলস্য ও নিদ্রাপরায়ণ অনভিজ্ঞ লোকেরাই তমোগুণপ্রভাবে লোভ ও ক্রোধযুক্ত কার্য্যের ফলভোগ করে। ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা নিষ্পাপ মনুষ্যেরা সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব অনুভব করিতে পারেন।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২১৩।

হে ধর্ম্মরাজ! রজোগুণপ্রভাবে মোহ এবং তমোগুণপ্রভাবেই ক্রোধ, লোভ, ভয় ও দর্প উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি ঐ সমুদায় ধ্বংস করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ শুচি। শুচি ব্যক্তিরাই সেই অবিনাশী, হ্রাসবিহীন সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্মস্বরূপ পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। লোকে তাঁহারই মায়াপ্রভাবে রূপাদি বাহ্য পদার্থে অভিভূত, জ্ঞানচ্যুত ও বিচেতন হইয়া ক্রোধের বশীভূত হইয়া থাকে এবং ক্রোধপ্রভাবে কাম, লোভ ও মোহ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে তাঁহাদের অভিমান, দর্প ও অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে। অহঙ্কার হইতে কার্য্য, কার্য্য হইতে স্নেহ ও স্নেহ হইতে শোক উপস্থিত হয়। লোকে সুখদুঃখমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠাননিবন্ধন বারম্বার জন্ম ও মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে। উহারা কেবল তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া উহা চরিতার্থ করিবার জন্য শুক্রশোণিতসম্ভূত পুরীষমূত্রক্লিন্ন গর্ভে বাস করিতেও সম্মত হয়। স্ত্রীলোকেরাই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত করে। প্রকৃতি যেমন পুরুষকে, তদ্রূপ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত স্ত্রীজাতিও জীবকে

বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সর্ব্বতোভাবে উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। ঐ ঘোররূপ স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিয়ত অবিচক্ষণ মনুষ্যগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে। উহাদের মূর্ত্তি রজোগুণে সূক্ষ্মরূপে স্থিতি করিতেছে; উহারা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে; উহাদের প্রতি লোকের অনুরাগ থাকাতেই জীব সকল উৎপন্ন হইতেছে। লোকে যেরূপ স্বশরীরজ কৃমিগণকে অনাত্মীয়বোধে শরীর হইতে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আত্মশরীরসঞ্জাত পুত্রগণকেও অনাত্মীয়বোধে পরিত্যাগ করিবে। শরীরের রেতোরূপ স্নেহাংশ দ্বারা পুত্র ও শরীরের স্বেদরূপ স্নেহাংশ দ্বারা কৃমিকীটাদি স্বভাব বা কর্ম্মযোগপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কৃমিকীটাদির ন্যায় পুত্রদিগকেও সর্ব্বদা উপেক্ষা করিবেন। সত্ত্বগুণ রজোগুণে ও রজোগুণ তমোগুণে অবস্থান করিতেছে। সেই অব্যক্ত তমোগুণ অধিষ্ঠানভূত জ্ঞানে অধিষ্ঠিত থাকিলে, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের জ্ঞাপক হয়। উহা শরীরিগণের উৎপত্তির বীজ এবং উহাই জীব বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উহা কালযুক্ত কর্ম্মপ্রভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। জীব স্বপ্নযোগে যেমন মনোবৃত্তি লইয়া দেহীর ন্যায় ক্রীড়া করে, তদ্রূপ সে কর্ম্মসম্ভূত অহঙ্কারাদি গুণের সহিত মাতৃগর্ভে বাস করিয়া থাকে। তথায় বীজভূত কর্ম্মপ্রভাবে উহার যে যে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়, অনুরাগসহকৃত মনোবৃত্তি দ্বারা অহঙ্কার হইতে তৎসমস্ত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বাসনাসম্পন্ন ব্যক্তির শব্দানুরাগনিবন্ধন শ্রোত্র, রূপানুরাগনিবন্ধন চক্ষু, গন্ধানুরাগনিবন্ধন ঘ্রাণ এবং স্পর্শানুরাগনিবন্ধন ত্বক্ উৎপন্ন হয়। আর প্রাণাদি পাচ বায়ু উহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এইরূপে মনুষ্য কর্ম্মজনিত ইন্দ্রিয়ের সহিত দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তাহারে আদি, মধ্য ও অন্তে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ঐ দুঃখ মনুষ্যের মাতৃগর্ভে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অঙ্গীকারনিবন্ধন উৎপন্ন এবং অভিমানপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। লোকের মৃত্যু হইলেও উহার কিছুই হ্রাস হয় না; অতএব দুঃখ নিবারণ করাই বিধেয়। যিনি দুঃখ রোধ করিতে পারেন, তাঁহারই মুক্তি লাভ হয়। রজোগুণই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ও নাশের নিদান। অতএব সেই রজোগুণকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হইলেই দুঃখ তিরোহিত হইয়া যায়। তৃষ্ণাহীন ব্যক্তির জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদায় ইন্দ্রিয়ার্থ লাভ করিলেও তাহারে অভিভূত করিতে পারেন, তাঁহারই মুক্তিলাভ হয়। রজোগুণই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি

ও নাশের নিদান। অতএব সেই রজোগুণকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হইলেই দুঃখ তিরোহিত হইয়া যায়। তৃষ্ণাহীন ব্যক্তির জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদায় ইন্দ্রিয়ার্থ লাভ করিলেও তাহারে অভিভূত করিতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহারে আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২১৪।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা যেরূপ ইন্দ্রিয়জয়ের উপায় দৃষ্ট হইতেছে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ উপায় অবগত হইয়া জ্ঞানসহকারে শমাদি গুণ আশ্রয় করিতে পারিলেই পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। যাবতীয় জন্তুর মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণমধ্যে মন্ত্রজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বভূতের আত্মভূত বেদশাস্ত্রবিশারদ সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সতত পরমার্থ অবগত হইয়া থাকেন। জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি অন্ধ পথিকের ন্যায় সতত ক্লেশ ভোগ করে; এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষেরা যথাশাস্ত্র যজ্ঞাদি ধর্ম্মের উপাসনা করেন; কিন্তু তদ্দারা তাঁহাদের মোক্ষ-লাভের সম্ভাবনা নাই। ধার্ম্মিকেরা বাক্য, দেহ ও মনের পবিত্রতা, ক্ষমা, সত্য, ধৃতি ও স্মৃতি এই সমুদায় সদগুণকে সর্ব্বধর্ম্মের নিদান বলিয়া থাকেন। যজ্ঞানুষ্ঠানাদি দ্বারা কেবল ঐ সমুদায় সদগুণ লাভ হইয়া থাকে। যোগধর্ম্ম ব্রহ্মস্বরূপ ও সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়ের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের সংযোগ নাই। উহা শব্দাদিবিহীন এবং রূপাদির অনুভাবাত্মক। মনুষ্য অধ্যবসায়সহকারে সেই নিষ্পাপ ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্ম-চর্য্য পরিজ্ঞাত হইবে। যিনি সম্যক্‌রূপে উহার অনুষ্ঠান করেন, তাহার ব্রহ্মলোক ও যিনি মধ্যমরূপে উহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সত্যলোক লাভ হয়। আর যিনি অধমরূপে উহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন।

ব্রহ্মচর্য্য অতি দুষ্কর; এক্ষণে উহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ রজোগুণ উৎপন্ন বা পরিবর্দ্ধিত হইবামাত্র উহা পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রীলোকের বাক্য শ্রবণ বা বিবস্ত্রা স্ত্রীকে দর্শন করা ব্রহ্মচর্য্য

ব্রতধারীদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যদি কখন ঐ রূপ রমণীদর্শনে তাঁহাদিগের চিত্তেও অনুরাগ সঞ্চার হয়, তাহা হইলে, তাঁহারা তিন দিবস কৃচ্ছ্রব্রত অবলম্বন ও সলিলপ্রবেশ করিবেন। আর যদি স্বপ্নযোগে রেতঃপাত হয়, তাহা হইলে, জলমগ্ন হইয়া তিন বার অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিবেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জ্ঞানযুক্ত মনদ্বারা অন্তর্গত রজোময় পাপকে সতত দগ্ধ করিয়া থাকেন। মলনাড়ীর ন্যায় দেহ আত্মার দৃঢ় বন্ধনস্বরূপ; রস সমুদায় শিরাজাল দ্বারা মানবগণের বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, ত্বক্, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও মেদকে বর্দ্ধিত করে। মনুষ্যগণের দেহে বাতাদিবাহিনী দশটী নাড়ী আছে। উহারা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গুণ দ্বারা পরিচালিত হয়; অন্যান্য সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম নাড়ী ঐ দশটী নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া দেহমধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। নদী সকল যেরূপ যথাসময়ে সাগরকে পরিবর্দ্ধিত করে, তদ্রূপ ঐ সমুদায় শিরা শরীরের বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে। মনুষ্যদিগের হৃদয়মধ্যে মনোবহা নামে যে শিরা আছে, ঐ শিরা তাহাদিগের সর্ব্ব গাত্র হইতে সঙ্কল্পজ শুক্র গ্রহণ পূর্ব্বক উপস্থের উন্মুখ করিয়া দেয়। সর্ব্বদেহব্যাপিনী অন্যান্য শিরা সমূহ ঐ শিরা হইতে বিনির্গত হইয়া তৈজস গুণ বহন পূর্ব্বক চক্ষুর দর্শনক্রিয়া সম্পাদন করে। মন্থানদণ্ড দ্বারা যেরূপ দুগ্ধান্তর্গত ঘৃত মথিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কল্পজ স্ত্রীদর্শনাদি দ্বারা শুক্র উত্তেজিত হইয়া থাকে। স্বপ্নযোগে স্ত্রীসঙ্গের অসত্ত্বেও মন যেমন সঙ্কল্পজ অনুরাগ প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ ঐ অবস্থায় মনোবহা নাড়ীও দেহ হইতে সঙ্কল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়। মহর্ষি অত্রি শুক্রবিষয়িণী বিদ্যা সবিশেষ অবগত আছেন। অন্নরস, মনোবহা নাড়ী ও সংকল্প এই তিনটী শুক্রের বীজভূত। ইন্দ্র শুক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; এই জন্য উহার নাম ইন্দ্রিয়। যাহারা শুক্রের উদ্রেকই প্রাণিগণের বর্ণসঙ্করের কারণ বলিয়া বিচার করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই বিরাগী ও বাসনাবিহীন হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। বাহ্যপ্রবৃত্তিশূন্য মহাত্মারা যোগবলে ক্রমে ক্রমে গুণের সাম্য লাভ করিয়া অন্তকালে সত্যলোকপ্রদ সুষুম্নানাড়ীমার্গের প্রতি প্রাণ প্রেরণ পূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের মন বিশ্বাসাত্মক হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। তখন সমুদায় বিষয় স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং মনও প্রকাশশালী, বাসনাবিহীন, মন্ত্রসিদ্ধ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হয়। অতএব মনুষ্য মনকে নিগৃহীত করিবার নিমিত্ত রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবৃত্তি রূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরম গতি লাভ করিবে। মনুষ্যের যৌবনাব-

স্থায় উপার্জ্জিত জ্ঞান বৃদ্ধাবস্থায় জরাপ্রভাবে দুর্ব্বল হইয়া যায়। কিন্তু বিপক্কবুদ্ধি ব্যক্তিরা পূর্ব্বভাগ্যপ্রভাবে সঙ্কল্পকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্গম পথের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিরূপ বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া দোষ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই মোক্ষামৃতপানে সমর্থ হন।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২১৫।

হে মহারাজ! মনুষ্যগণ দুর্নিবার ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত হইয়াই একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে মহাত্মারা সেই সুখে আসক্ত না হন, তাঁহাদিগেরই পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশে সমুদায় জগৎ সমাচ্ছন্ন অবলোকন করিয়া মোক্ষপদ লাভে যত্নবান্ হইবেন এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্র, নিরহঙ্কার ও সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সুখে বিহার করিবেন। প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে, তাহাদের উপর অনুরাগ জন্মিতে পারে; অতএব লোকানুকম্পায় উপেক্ষা করাও জ্ঞানবান্দিগের উচিত। শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যদি দুঃখভোগও করিতে হয়, তথাপি কায়মনোবাক্যে তাহারই অনুষ্ঠান করা বিধেয়। যিনি অহিংসা, সত্য বাক্য, ভূতানুকম্পা, ক্ষমা ও সাবধানতা অবলম্বন করেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ও যথার্থ সুখী হইতে পারেন। অতএব অবহিতচিত্তে সমস্ত জীবের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পরের অনিষ্টচিন্তা, অসম্ভব স্পৃহা এবং ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের অনুষ্ঠান করা কাহারও উচিত নহে। দৃঢ়তর যত্নসহকারে জ্ঞানসাধনে মনোযোগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অমোঘ বেদবাক্য অনুশীলনপ্রভাবে জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সূক্ষ্ম ধর্ম্ম দর্শন ও সদ্বাক্য প্রয়োগ করিতে অভিলাষ করেন, অবিচলিত চিত্তে হিংসা, অপবাদ, শঠতা, পরুষতা ও ক্রূরতা পরিশূন্য পরিমিত সত্য বাক্য প্রয়োগ করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। ঐহিক কার্য্য সমুদায় বাক্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব সাধু বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সংসারে বিরাগ জন্মিবে, তিনি স্বীয় মুখে আপনার হিংসাদি তামসিক কার্য্য সমুদায় প্রকাশ করিবেন। যিনি রজোগুণপ্রভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি দুঃখভোগ করিয়া নরকগামী হইতে হয়। দস্যুগণ যেমন অপহৃত দ্রব্য সমুদায় বহন করে, মূঢ় ব্যক্তিরা তদ্রূপ

সংসারভার বহন করিয়া থাকে। আর তস্করেরা যেমন রাজপুরুষের ভয়ে অপহৃত সামগ্রীসম্ভার পরিত্যাগ করিয়া বিঘ্নশূন্য পথে গমন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করে, তদ্রূপ মনুষ্যগণ সংসার ভয়ে ভীত হইয়া সাত্ত্বিক ও রাজসিক কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হয়। যিনি বীতস্পৃহ, পরিগ্রহপরিশূন্য, নির্জ্জনবিহারী অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি জ্ঞানপ্রভাবে সমুদায় ক্লেশ নিবারণ ও যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীকৃত চিত্তপ্রভাবে পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। ধৈর্য্যশালী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অগ্রে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই ধীশক্তিপ্রভাবে মনকে এবং মনঃপ্রভাবে শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয় সমুদায়কে নিগৃহিত করেন। নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তকে বশীভূত করিলে, ইন্দ্রিয় সমুদায় প্রসন্ন হইয়া পরমাহ্লাদে ঈশ্বরে লীন হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মজ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তির জনসমাজে স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক গৌরবলাভ করা বিধেয় নহে। যোগতন্ত্র প্রভাবে ইন্দ্রিয়াদি রোধ করিতে যত্ন করাই তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পর্য্যায়-ক্রমে তণ্ডুলকণা, সুপক্ক মাষ, শাক, উষ্ণজল, পক্ক যবচূর্ণ, শক্তু ও ফল মূল প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সকল ভোজন করা কর্ত্তব্য। দেশকালের গতি বিবেচনা পূর্ব্বক আহার নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত। যোগকার্য্য আরম্ভ হইলে, তাহার ব্যাঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃ তাহার উত্তেজনা করাই বিধেয়; তাহা হইলে, সূর্য্যের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে। জ্ঞানানুগত অজ্ঞান জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই লোককে অভিভূত করে; আর বুদ্ধিবৃত্তির অনুগত জ্ঞান ও অজ্ঞান দ্বারা উপহত হইয়া থাকে। লোকে যতকাল অবস্থাত্রয়াতীত পরমাত্মাকে এই তিন অবস্থাযুক্ত বলিয়া বোধ করে, তত-কাল তাঁহার কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না; আর যখন তাঁহার পৃথকত্ব ও অপৃথকত্ব বিষয় বিশেষরূপে বিদিত হইতে সমর্থ হয়, তখন তাহার স্পৃহা একবারে দূরীভূত হইয়া যায় এবং সে কাল, জরা ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া শাশ্বত পরম ব্রহ্ম লাভে অধিকারী হয়।

—•—

ষোড়শাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২১৬।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! যিনি সতত নিষ্পাপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করেন, স্বপ্নজনিত সুখদুঃখানুভব পরিহারার্থ সর্ব্বতোভাবে নিদ্রা পরিত্যাগ করা তাঁহার কর্ত্তব্য। মনুষ্য স্বপ্নাবস্থায় রজ ও তমোগুণে অভিভূত হয় এবং সে নিস্পৃহ হইলেও যেন দেশ দেশান্তরে সঞ্চরণ করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। জ্ঞানের অভ্যাস ও জ্ঞানের অনুসন্ধাননিবন্ধন লোকের জাগরণ অভ্যাস হইয়া থাকে এবং বিজ্ঞানে অভিনিবেশ হইলেই লোকে সতত জাগরিত থাকিতে পারে। যাহা হউক, মনুষ্য স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অপরিস্ফুটতানিবন্ধন আপনাকে বিষয়ব্যাসক্তের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকে; অতএব জিজ্ঞাস্য, স্বপ্ন সত্য কি অসত্য? যোগীশ্বর হরি এই বিষয়ে কহিয়াছেন যে, স্বপ্নভাব সংকল্পমাত্র। মহর্ষিগণও এই বাক্যের সবিশেষ পোষকতা করেন। ইন্দ্রিয় সমুদায় একান্ত ক্লান্ত হইলেও সঙ্কল্পস্বভাব মনের বিশ্রাম হয় না; তন্নিবন্ধন লোকের স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। স্বপ্নভাব কার্য্যব্যাসক্ত ব্যক্তির মনোরথের ন্যায় সংকল্পমূলক; জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়ের পরিস্ফুটতানিবন্ধন মনোরথ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয় না; কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অপরিস্ফুটতাবশতঃ স্বপ্নভাব সত্যের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। বিষয়াসক্তচেতা মনুষ্য পূর্ব্বতন জন্মের সংস্কারনিবন্ধন স্বপ্নাদির ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। পরমাত্মাই মনোমধ্যে লীন সেই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া দেন। পূর্ব্বতন কর্ম্মপ্রভাবে লোকের সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ উপস্থিত হইয়া মনকে যে যে বিষয়ে প্রবণ করে, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মভূত সমুদায় সেই সেই বিষয়ের আকার প্রকাশ করিয়া থাকে। সেই আকার দর্শনের পর লোকের সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ তাহারে সুখদুঃখাদি ভোগ করাইবার নিমিত্ত তাহার দেহে আবির্ভূত হয়। মনুষ্য অজ্ঞানতানিবন্ধন রাজসিক ও তামসিক ভাবপ্রভাবে যে বায়ু, পিত্ত ও কফপ্রধান দেহ সমুদায় নিরীক্ষণ করে, পূর্ব্ব বাসনার প্রাবল্যনিবন্ধন ঐ দর্শন নিরাকরণ করা নিতান্ত সুকঠিন। জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের সুপ্রসন্নতানিবন্ধন মনোমধ্যে যেরূপ সংকল্প উপস্থিত হয়, স্বপ্নাবস্থায় উহাদের অপ্রসন্নতাবশতঃ মন তৎসমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকে। মন আত্মার প্রভাবে অপ্রতিহতভাবে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; অতএব আত্মাকে জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মজ্ঞতা জন্মিলেই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। সুষু-

প্তির সময় মন স্বপ্নদর্শনের দ্বারভূত স্থূল দেহ অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মাতে গমন করে এবং অহঙ্কারাদিরও উহাতে লীন হয়। যোগিগণ আত্মার সুপ্রসন্নতানিবন্ধন জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি ঐশিকগুণ লাভ করিয়া থাকেন। যে যোগীর মন বিষয়ালোচনে পরাঙ্মুখ হয় নাই, তাহারই ঐরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। যাঁহার মন অজ্ঞান অতিক্রম করে, তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশাত্মা হইয়া পরম পবিত্র ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হন। দেবগণ অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করেন এবং অসুরগণ ঐ সমুদায়ের প্রতিবন্ধকীভূত দম্ভ দর্পাদি অবলম্বন করিয়া থাকে; সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম তাহাদিগের একান্ত দুষ্প্রাপ্য, সন্দেহ নাই। দেবতারা সত্ত্বগুণ অবলম্বন করেন এবং অসুরগণ রজ ও তমোগুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানস্বরূপ, যাঁহারা তাঁহারে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতিলাভে সমর্থ হন। তিনি অমৃত, স্বপ্রকাশ ও অবিনাশী। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি হেতুবাদদ্বারা তাঁহাকে সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সেই অব্যক্ত স্বরূপকে জ্ঞাত হইতে পারেন।

সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২১৭।

হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি স্বপ্ন, সুষুপ্তি সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মভাব এবং নারায়ণপ্রোক্ত ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ জ্ঞাত হইতে না পারেন, তিনি ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারেন না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, আত্মার ব্যক্তভাব মৃত্যুর মুখ এবং অব্যক্ত ভাব অমৃতপদ। বিষয়প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মে অব্যক্তস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল নিবদ্ধ আছে। ভগবান্ প্রজাপতি কহিয়াছেন, প্রবৃত্তিই ধর্ম্মের মূল; কিন্তু প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চিরকাল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়; আর নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্ম সংসাধন করিলে, মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। শুভাশুভদর্শী আত্মতত্ত্বপরায়ণ নিষ্কাম ধর্ম্মের উপাসক মুনিই সেই পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বাগ্রে প্রকৃতি ও পুরুষকে জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেও মহৎ, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই ক্লেশাদিশূন্য পরমাত্মার, সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, অনন্ত, অশরীরী, নিত্য, নিশ্চল এবং মহৎ হই-

তেও মহত্তর। উহাঁদের উভয়ের গুণের ইতর বিশেষ এই যে, প্রকৃতি গুণত্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক সৃষ্টি করিতেছেন; কিন্তু পুরুষ উহাতে বিরত রহিয়াছেন; তিনি প্রবৃত্তি ও মহদাদি পদার্থের দ্রষ্টা এবং ত্রিগুণবিরহিত ঈশ্বর ও জীবচক্ষুর অগ্রাহ্য, গুণাদিরহিত এবং পরস্পর পৃথগ্‌ভূত। উহাঁদের এই ভেদ ঔপাধিকমাত্র। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে জীবের আবির্ভাব হয়। জীব কর্ত্তা। উনি ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, উহাঁরে সেই সেই কার্য্যের অনুষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করা যায়। জীব আত্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হওয়াতে ব্রহ্ম কি পদার্থ তাহার অনুসন্ধান করেন, কিন্তু আত্মজ্ঞান জন্মিলে, আপনাকেই ব্রহ্ম বলিয়াজ্ঞান করেন। যেমন উষ্ণীষধারী ব্যক্তি উষ্ণীষ হইতে পৃথক্, সেইরূপ মনুষ্যসত্ত্ব, রজ ও তমোগুণযুক্ত হইলেও তৎসমুদায় হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই আমি প্রকৃতি এবং ঈশ্বর ও জীবের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করিলাম। উহা যথার্থরূপে অবগত হইতে পারিলে, সিদ্ধান্তকালে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাসনা করিবেন, কায়মনোবাক্যে কঠোর নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক, নিষ্কাম যোগের অনুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। চৈতন্যপ্রকাশাত্মক আন্তরিক তপস্যাদ্বারা ত্রৈলক্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সূর্য্য ও চন্দ্র তপঃপ্রভাবে নভোমণ্ডলে করজাল বিস্তার করিতেছেন। যোগের ফল জ্ঞান। রজ ও তমগুণনাশক কর্ম্মের অনুষ্ঠানই যোগ। ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারিরীক তপস্যা এবং বাক্য ও মনের সংযম করাই মানসিক তপস্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বিধিজ্ঞ দ্বিজাতি হইতে যে অন্ন গ্রহণ করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। সেই অন্ন নিয়মিতরূপে আহার করিলে রাজসিক পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ভোগস্পৃহা শিথিল হইয়া পড়ে। অতএব রাজসিক পাপ অপনোদনের নিমিত্ত ধনাদিগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল দেহরক্ষণোপযোগী অন্ন গ্রহণ করাই যোগিগণের কর্ত্তব্য। যোগযুক্ত মনদ্বারা ক্রমে ক্রমে যে জ্ঞান লাভ হয়, অন্তকালে অনাতুর হইয়া কাশীবাস করিলে, সেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে মনুষ্য বাহ্যেন্দ্রিয় প্রবৃত্তিশূন্য হইয়া সমাধিবলে স্থূল শরীরবিমুক্ত হইলে, সূক্ষ্ম শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ভোগে নিস্পৃহ হইলে প্রকৃতিতে লীন হয়। আর যে ব্যক্তি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন দেহ মুক্ত হইতে পারে, তাহার সদ্যোমুক্তি লাভ হইয়া থাকে। অবিদ্যাপ্রভাবেই প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু হয়। বিশুদ্ধ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত

আর সম্পর্ক থাকে না। আর যাহারা প্রকৃতি প্রভৃতিকে আত্মবোধ করিয়া থাকে, তাহাদের বুদ্ধি মহদাদি পদার্থের ক্ষয় ও উদয়ের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। যে সকল যোগীরা কেবল ধৈর্য্যপ্রভাবে দেহ ধারণ করিতে পারেন, যাঁহারা বুদ্ধিবলে চিত্তবৃত্তিকে কেবল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন এবং যাঁহাদিগের চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়সমুদায় নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারা ইন্দ্রিয়াদিকে দেহ হইতে সূক্ষ্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া উহাদেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। উহাদিগের মধ্যে অনেকে আগমনানুসারে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়াদির উপাসনা অতিক্রম করিয়া পরিশেষে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে পরম স্থানে গমন পূর্ব্বক উহা অবগত হইতে পারেন। কেহ কেহ আচার্য্যের উপদেশ প্রভাবে যোগ দ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ নিরাশ্রয় পরম পুরুষকে লাভ করেন। কেহ কেহ সেবকভাবাপন্ন হইয়া সগুণ ব্রহ্মের ও কেহ কেহ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ অন্তকালে তপঃপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মলাভ করেন। ইহাদের সকলেরই মোক্ষলাভ হয়। শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম বিশেষণ সমুদায় বিদিত হইবে। তিনি প্রকৃতির লয়ের অধিষ্ঠান। স্থূলদেহাভিমানশূন্য পরিগ্রহবিহীন যোগী ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। লোকে বিদ্যাপ্রভাবে প্রথমতঃ নশ্বর দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে; তৎপরে ক্রমে ক্রমে রজোগুণবিহীন ও ব্রহ্মভূত হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হয়।

বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা এইরূপ ব্রহ্মলাভজনক ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা জ্ঞানানুসারে ঐ ধর্ম্মের উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহারা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। শাস্ত্রীয় জ্ঞানপ্রভাবে যাহাদের রাগাদি তিরোহিত হয়, তাঁহাদিগেরও উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। যিনি জ্ঞানতৃপ্ত ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া বিশুদ্ধভাবে অব্যক্ত জন্মমৃত্যুবিরহিত ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করেন এবং তাঁহারে আত্মস্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন, তিনি চরমে অক্ষয় পরম স্থান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ভ্রান্ত ব্যক্তিরা জগৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান করে; কিন্তু অভ্রান্ত ব্যক্তিরা উহা মিথ্যা জ্ঞান করিয়া থাকেন। সমুদায় জগৎ তৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মৃণালসূত্র যেমন মৃণালের মধ্যে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ তৃষ্ণা মনুষ্যের দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। সূত্র যেমন তন্তুবায়ের সূচিদ্বারা বস্ত্রে নিবদ্ধ হয়, তদ্রূপ সংসার তৃষ্ণাদ্বারা নিবদ্ধ রহিয়াছে। বিকার, প্রকৃতি ও সনাতন

পুরুষকে অবগত হইতে পারিলেই তৃষ্ণা পরিহার ও মুক্তি লাভ করা যায়। ভগবান্ বিষ্ণু জীবগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ স্পষ্টাভিধানে এই মোক্ষের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২১৮।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ মিথিলাধিপতি জনকবংশোদ্ভব জনদেব কি উপায় অবলম্বন করিয়া মানুষিক ভোগাদি বাসনা সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষপদ লাভ করিয়াছিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! মিথিলাধিপতি জনদেব যে উপায়ে মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই বৃত্তান্তসংবলিত এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মিথিলাধিপতি রাজা জনদেব সতত ব্রহ্মপদলাভের উপায় চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন। এক শত আচার্য্য তাঁহার গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহারে বিবিধ আশ্রমবাসীদিগের নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন; কিন্তু তিনি বেদপাঠে আসক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের দেহনাশ ও জন্মান্তরপ্রাপ্তির উপদেশ বিষয়ে অধিক সন্তুষ্ট হইতেন না।

একদা কপিলাপুত্র পঞ্চশিখ নামে এক মহর্ষি পৃথিবী পর্য্যটন করিতে মিথিলা নগরীতে উপনীত হইলেন। তিনি সমুদায় সন্ন্যাসধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবধারণে সমর্থ, নির্দ্বন্দ্ব, অসন্দিগ্ধচিত্ত, ঋষিগণের মধ্যে অদ্বিতীয়, কামনাপরিশূন্য এবং মনুষ্যগণমধ্যে শাশ্বত সুখ সংস্থাপনে অভিলাষী ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাঁহাকে কপিল মহর্ষি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনিই স্বয়ং পঞ্চশিখ নাম ধারণ করিয়া সর্ব্বলোকের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছেন। ঐ মহাত্মা আসুরির প্রধান শিষ্য ও চিরজীবী ছিলেন এবং সহস্র বৎসর মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

ভগবান্ মার্কণ্ডেয় আমার নিকট পঞ্চশিখ মহর্ষির কপিলাপুত্রত্বলাভের বৃত্তান্ত যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা কপিলমতাবলম্বী অসংখ্য মহর্ষি একত্র উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সেই অসন্দিগ্ধচিত্ত বিষ্ণুপদপ্রাপক যজ্ঞপরায়ণ, অন্নময়াদি পঞ্চকোষাভিজ্ঞ, ব্রহ্মোপাসনাপরায়ণ; শমাদিপঞ্চগুণান্বিত পঞ্চশিখ মহর্ষি তথায় উপনীত

হইয়া অনাদি অনন্ত পরমার্থ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ স্থানে মহর্ষি আসুরি সমাসীন ছিলেন। তিনিই তৎকালে পঞ্চশিখকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। মহাত্মা আসুরি আত্মজ্ঞানার্থ কপিলের শিষ্য হইয়া দেহ ও দেহীর বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। কপিলা নামে এক ব্রাহ্মণী উঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। প্রিয়শিষ্য পঞ্চশিখ পুত্রভাবে ঐ কপিলার স্তন্য পান করিতেন; তন্নিবন্ধন তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধি ও কপিলার পুত্রত্ব লাভ হইয়াছিল।

এই আমি তোমার নিকট পঞ্চশিখের কপিলাপুত্রত্ব লাভের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর ধর্ম্মবিদগ্রগণ্য কাপিলেয় মিথিলাধিপতিকে সমুদায় আচার্য্যের প্রতি সমান অনুরক্ত বিবেচনা করিয়া স্বীয় জ্ঞান-প্রভাবে উৎকৃষ্ট হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক আচার্য্যগণকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন। রাজা জনদেব তদ্দর্শনে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া আচার্য্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার অনুগামী হইলেন। তখন কাপিলেয় ধর্ম্মানুসারে সেই প্রণত ও ধারণসমর্থ মিথিলাধিপতিকে সাংখ্য-মতানুসারে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ জন্মদুঃখ, পরে কর্ম্মদুঃখ ও তৎপরে ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত সমুদায়ের দুঃখ কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে যাহার প্রভাবে মনুষ্যগণ ধর্ম্মসংসর্গ ও কার্য্যের ফলোদয় বাসনা করে, সেই অবিশ্বসনীয় অবশ্যবিনাশী ক্ষণভঙ্গুর মোহের বিষয় তাহার নিকট কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! নাস্তিকেরা কহে যে, এই লোকবিশ্রুত আত্মবিনাশ প্রত্যক্ষ হইলেও যিনি বেদপ্রমাণনিবন্ধন দেহনাশের পর আত্মত্ব স্বীকার করেন, তাঁহার মত নিতান্ত দূষিত। আর যাহারা মোহবশতঃ মৃত্যুকে আত্মার স্বরূপাভাব এবং দুঃখ, জরা ও রোগাদিপ্রভাববশতঃ ইন্দ্রিয়-নাশকে আত্মার আংশিক বিনাশ বলিয়া স্থির করে, তাহাদিগের মতও নিতান্ত নিন্দনীয়। আর যদিও এইরূপ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ শ্রুতি লোকসমাজে ব্যবহৃত হয়, তাহা রাজার অজরতা ও অমরতা আশীর্ব্বাদের ন্যায় উপ-চারমাত্র। ইহা সত্য কি মিথ্যা এইরূপ একটি সন্দেহ উপস্থিত হইলে, যদি কোন হেতু নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে, উহা স্থির করা নিতান্ত অসম্ভব। প্রত্যক্ষ যেমন অনুমান ও আগমের মূল কারণ, তদ্রূপ আবার উহাদিগের বাধক। প্রত্যক্ষপ্রমাণ সত্ত্বে কখন আগমের আবশ্যক থাকে না, এবং প্রত্যক্ষের অভাব হইলে, অনুমান বা আগম দ্বারা কিছুই সপ্রমাণ হয় না। যে কোন স্থানে হউক না, কেবল অনুমান অবলম্বন

করিয়া বৃথা চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। ফলতঃ দেহ হইতে জীবাত্মা পৃথক্ নহে, ইহাই নাস্তিকদিগের যথার্থ মত। যেমন একমাত্র বীজমধ্যেই পত্র, পুষ্প ফল, মূল, ত্বক্ ও রূপ রসাদির উৎপাদিকা শক্তি অন্তর্হিত রহিয়াছে, গাভীভুক্ত তৃণ ও উদক হইতেই যেমন পৃথক্‌স্বভাবসম্পন্ন দুগ্ধ ও ঘৃতের আবির্ভাব হইতেছে, দ্রব্যনিচয় দুই তিন রাত্রি সলিলমধ্যে নিহিত থাকলেই যেমন তাহা হইতে মাদকতাশক্তি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ একমাত্র শুক্র হইতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শরীর ও গুণাদি সমুদায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয় এবং সূর্য্যকান্ত মণি যেমন সূর্য্যরশ্মির সংযোগে অগ্নি উৎপাদন ও হুতাশনসন্তপ্ত দ্রব্য যেমন সলিল শোষণ করে, তদ্রূপ জড় পদার্থ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলেই স্মরণজ্ঞান জন্মে। তখন অয়স্কান্ত মণি যেমন লৌহকে পরিচালিত করে, সেইরূপ ঐ জ্ঞানপ্রভাবে ইন্দ্রিয় সকল পরিচালিত হইতে থাকে। অতএব আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে।

এই মতও দূষিত; কারণ, দেহনাশ হইলে, চৈতন্যের অপগম হওয়া দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে প্রধান হেতু। যদি চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে দেহনাশের পরেও চৈতন্য থাকিত। আর লোকায়তিকেরা পরলোকগমনক্ষম সূক্ষ্ম শরীরের স্বীকার করে না। কিন্তু তাহারা শীতজ্বরনিবৃত্তির নিমিত্ত যে দেবতাদি প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই দেবতাদিকে অবশ্যই তাহাদিগকে সূক্ষ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি ঐ দেবতাদি পঞ্চভূতনির্ম্মিত স্থূল হইতেন, তাহা হইলে, অনায়াসে তাহারা ঘটাদির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেন। তৃতীয়তঃ যদি আত্মা শরীর হইতে অতিরিক্ত পদার্থ না হয়, তাহা হইলে দেহনাশ হইলেই যাবতীয় শুভাশুভ কার্য্যের ক্ষয় হইত। ইতিপূর্ব্বে দেহাত্মবাদীদিগের মতে যে সমুদায় জড় পদার্থ হেতু বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সমুদায়কে জড় পদার্থ ভিন্ন কখন সজীব পদার্থের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কারণ, যদি আকারবিশিষ্ট পদার্থ হইতে নিরাকার পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে, পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় হইতে আকাশ উৎপন্ন হইতে পারিত। অতএব আকারবিশিষ্ট পদার্থ কখন নিরাকার পদার্থের সমান হইতে পারে না।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী সৌগতেরা কহেন যে, অবিদ্যা, কার্য্যলালসা, লোভ, মোহ এবং অন্যান্য দোষই পুনর্জ্জন্মের কারণ। অবিদ্যাক্ষেত্রে পুরস্কৃত কর্ম্মবীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া তৃষ্ণারূপ সলিলদ্বারা নিষিক্ত হইলেই

লোকের পুনরায় জন্মপরিগ্রহ হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত অবিদ্যাদি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিলে, এই বিনশ্বর দেহের নাশ হইলেই পুনরায় ঐ সমুদায় হইতে অন্য দেহের উৎপত্তি হয়, আর যদি জ্ঞানপ্রভাবে ঐ সমুদায় অবিদ্যাদি একবারে ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলে, দেহনাশের পর আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। উহার নামই মোক্ষ।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীদিগের মতও বিশুদ্ধ নহে। তাঁহারা ক্ষণিক বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। দেখ, বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। লোকে মুমুক্ষু হইলে, তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকে, আর মোক্ষের সময় আলয়বিজ্ঞান হয়। অতএব যদি বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, বাহ্যজ্ঞানের মুমুক্ষানিবন্ধন আলয়বিজ্ঞানের মুক্তি হয়, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু উহা নিতান্ত অসঙ্গত। এক ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, অন্যব্যক্তি তাহার ফলভোগ করিবে, ইহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। এক জন দান, বিদ্যোপার্জ্জন বা তপোনুষ্ঠান করিলে, যদি অন্যে তাহার ফলভোগ করে, তাহা হইলে ত ঐ সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠান করা নিতান্ত নিষ্ফল। আর যদি তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, লোকের এক জ্ঞান বিনাশের পর আর একটি জ্ঞানের উদয় হয় এইরূপে ধারাবাহিকক্রমে লোকের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তাহা হইলে তাহাদিগকে এই জিজ্ঞাস্য যে, জ্ঞাননাশের পর অন্য জ্ঞান জন্মাইবার কারণ কে? জ্ঞান ক্ষণিক; সুতরাং পূর্ব্বলক্ষণজাত জ্ঞান উহার কারণ হইতে পারে না। যদি তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বজ্ঞানের নাশই ঐ জ্ঞানের কারণ, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, তাহা হইলে মুষলদ্বারা কোন দেহ বিনষ্ট করিলে, তাহা হইতে অন্য দেহ উৎপন্ন হইত। বিশেষতঃ জ্ঞানধারার আনন্ত্যনিবন্ধন ঋতু, বৎসর, যুগ, শীত, গ্রীষ্ম, প্রিয় ও অপ্রিয় যেমন পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যাইতেছে, তদ্রূপ মোক্ষলাভও বারম্বার আগত ও নিবৃত্ত হইত। কেহ কেহ বিজ্ঞান সমুদায়কে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, তাহা হইলে গৃহের উপাদান সমুদায় যেমন ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াতে পরিশেষে গৃহেরও নাশ হয় এবং ইন্দ্রিয়, মন, বায়ুশোণিত, মাংস ও অস্থি এ সমুদায়ই যেমন আনুপূর্ব্বিক বিনষ্ট হইয়া স্বভাবে লীন হয়, তদ্রূপ আত্মাও বিজ্ঞাননাশনিবন্ধন বিনষ্ট হইয়া যাইত। আত্মাকে বুদ্ধ্যাদির আশ্রয় ও নির্লিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কেন না, যদি আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা না

হইত, তাহা হইলে, দানাদিক্রিয়ার কোন আবশ্যক থাকিত না এবং আত্মসুখকর বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়াকলাপের লোপ হইয়া যাইত।

হে মহারাজ! নানালোকের মনোমধ্যে এইরূপ বিবিধ তর্কের উদয় হইয়া থাকে; এই মতই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা কোনক্রমেই নির্ণয় করা যাইতে পারে না। কোন কোন ব্যক্তি ঐরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কোন বিষয়ে বুদ্ধি অভিনিবিষ্ট করেন। তাঁহাদের বুদ্ধি তাহাতেই নিবিষ্ট থাকিয়া ক্রমেক্রমে বিলীন হয়। লোকমাত্রেই এইরূপ অর্থ ও অনর্থের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু মহামাত্র যেরূপ মাতঙ্গগণকে পরিচালিত করে, সেইরূপ একমাত্র বেদই মানবগণকে পরিচালিত করিতেছে। মনুষ্য-গণের মধ্যে যাহারা আপাততঃ সুখাবহ অর্থের কামনা করে, তাহাদিগকে পরিণামে অতিশয় ক্লেশে সেই আমিষ পরিত্যাগ করিয়া শমনের শাসনবর্ত্তী হইতে হয়। আর যাঁহারা দেহ অনিত্য এবং বন্ধু বান্ধব ও দারপরিগ্রহে প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া সমুদায় পরিহার পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে আর পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। এই দেহ বিনশ্বর এবং ইহাতে কিছুমাত্র উপকার নাই। যে ব্যক্তি এই দেহকে ভূমি, আকাশ, জল, অনল ও বায়ু দ্বারা প্রতিপালিত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে, তাহার কি কখন উহার রক্ষাবিধানে যত্ন হইয়া থাকে?

একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২১৯।

হে ধর্ম্মরাজ! নরপতি জনদেব মহাতপা পঞ্চশিখের মুখে এই প্রকার ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য, অকপট, নির্ম্মল, ব্রহ্মনিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পুনর্ব্বার জীবের মরণানন্তর সংসার ও মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে সমুদ্যত হইয়া কহিলেন, তপোধন! যদি মোক্ষদশাতে বিশেষ জ্ঞান না থাকে, তবে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিশেষ ফল কি? যখন আত্মনাশনিবন্ধন যমনিয়মাদি সমস্তই বিনষ্ট হয়, তখন লোকের প্রমত্ততা ও অপ্রমত্ততায় লাভালাভ কি? আর যদি মোক্ষদ-শাতে বিষয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে কিম্বা থাকিলেও উহা চির-স্থায়ী না হয়, তবে কোন্ ফলের নিমিত্ত লোকে মোক্ষবিষয়ে অভিলাষ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়?

মহামতি পঞ্চশিখ জনদেব জনক কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে

অজ্ঞানাবৃত ও আতুরের ন্যায় ভ্রান্ত দেখিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! দেহ, ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও বুদ্ধি প্রভৃতির ধ্বংসনিবন্ধন যে মোক্ষ হয়, এরূপ নহে এবং ঐ সকল থাকিলেও মোক্ষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জ্ঞানপ্রভাবে বুদ্ধি চিত্ত প্রভৃতি বশীভূত হইলে, অবিদ্যানাশজনিত স্বরূপানন্দ লাভ হইয়া থাকে। কলেবর, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত ইহারা পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। উহাদিগের মধ্যে একের ধ্বংস হইলেই সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। সলিল, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি ও পৃথিবী এই পঞ্চ ধাতু স্বভাবতঃ মনুষ্যের কলেবরে অবস্থান ও উহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ফলতঃ মনুষ্যের কলেবর আকাশ, সমীরণ, তেজ, সলিল ও পৃথিবীর সমাহারমাত্র। মনুষ্যদেহে, জ্ঞান, জঠরাগ্নি ও প্রাণ এই তিনটীকে কর্ম্মসংগ্রাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ তিনটী হইতেই ইন্দ্রিয়, শব্দাদিবিষয়, অর্থপ্রকাশকতা শক্তি, চেতনা, চিত, প্রাণ, অপান ও অন্নাদিপরিপাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় চিত্ত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। চিৎপ্রতিবিম্বসংযুক্ত চেতনাবৃত্তি তিন প্রকার। সুখযুক্ত, দুঃখযুক্ত, ও সুখদুঃখবিরহিত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও মূর্ত্তি এই ষড় গুণদ্বারা মনুষ্যের যাবজ্জীবন জ্ঞানসিদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রোত্রাদিই স্বর্গসাধন কর্ম্ম, ব্রহ্মলোকপ্রদ সংন্যাস ও তত্ত্বার্থ বিনিশ্চয়ের নিদান। পণ্ডিতগণ তত্ত্বনিশ্চয়কে মোক্ষপ্রাপ্তির বীজস্বরূপ এবং বুদ্ধিকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে মনুষ্য এই সমস্ত গুণকে আত্মভাবে সন্দর্শন করিয়া থাকেন, তাহাকে অসম্যক্দর্শননিবন্ধন অনন্ত দুঃখভোগ করিতে হয়। আর যাহারা দৃশ্য পদার্থ কখন আত্মা হইতে পারে না বিবেচনা করিয়া অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের সাংসারিক দুঃখ নিরাশ্রয় হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

হে রাজন্! উৎকৃষ্ট ত্যাগশাস্ত্রপ্রভাবেই চিত্তের সংশয় নিরাকৃত হয়। আমি তোমার নিকট সেই শাস্ত্রের মত কহিতেছি, শ্রবণ কর; উহা তোমার মোক্ষপ্রাপ্তির উপযোগী হইবে। মোক্ষাভিলাষী মহাত্মাদিগের কর্ম্মত্যাগ করাই বিধেয়। যাঁহারা সুশিক্ষিত হইয়াও ত্যাগবিমুখ হন, তাঁহাদিগকে সতত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। পণ্ডিতগণ দ্রব্যত্যাগার্থ যজ্ঞাদি কার্য্য, ভোগত্যাগার্থ ব্রত, সুখত্যাগার্থ তপস্যা ও সর্ব্বত্যাগার্থ যোগসাধন করিতে উপদেশ প্রদান করেন। সর্ব্বত্যাগই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। মহাত্মারা দুঃখনিবারণার্থ সর্ব্বত্যাগের মার্গস্বরূপ যোগবিষয় নির্দ্দিষ্ট

করিয়াছেন। যাঁহারা এই সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন না করেন, তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত দুর্গতিভোগ করিতে হয়। মন ও কর্ণনেত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বুদ্ধিতে অবস্থিত রহিয়াছে। আর প্রাণ এবং আকুঞ্চনাদিসম্পাদক কর, গতিসম্পাদক চরণ, অপত্যোৎপাদক আনন্দজনক উপস্থ, মলত্যাগসম্পাদক পায়ু ও শব্দসম্পাদক বাক্য এই সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহা বিবেচনা পূর্ব্বক বুদ্ধির সহিত চিত্তকে অচিরাৎ পরিত্যাগ করিবে। যেরূপ শ্রবণজ্ঞানের কর্ণ, শব্দ ও চিত্ত এই তিনটী কারণ, সেইরূপ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধজ্ঞানেরও তিনটী তিনটী কারণ বিদ্যমান আছে। ঐ পঞ্চদশ গুণদ্বারাই শব্দপ্রভৃতি জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চদশ গুণ আবার সত্ত্ব, রজ ও তমোভেদে তিন তিন প্রকার হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণপ্রভাবে মনুষ্যের চিত্তে সহসা বা কোন কারণবশতঃ আনন্দ, সুখ ও শান্তিপ্রভৃতি আবির্ভূত হন। রজোগুণপ্রভাবে অসন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ ও অক্ষমার উদয় হইয়া থাকে এবং তমোগুণপ্রভাবে অবিবেক, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্দ্রা সমুৎপন্ন হয়। যে ভাব মনুষ্যের কলেবর ও চিত্তের প্রীতিকর হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক ভাব, যে ভাব শরীর চিত্তের অসন্তোষজনক হয়, তাহাকে রাজসিক ভাব, আর যে ভাবদ্বারা লোকের মোহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে তামসিক ভাব বলা যায়। এই তিন ভাবের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব উপাদেয় ও অন্য দুই ভাব হেয়। শ্রোত্র আকাশাখ্য ভূত স্বরূপ, শব্দ ঐ আকাশের আশ্রয়। সুতরাং আকাশ ও শ্রোত্র শব্দের আধার। শব্দবিজ্ঞান আকাশ ও শ্রোত্রজ্ঞানের কারণ নহে। কিন্তু যদি আধারাধেয়ের ঐক্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে শব্দবিজ্ঞানকে আকাশ ও শ্রোত্রজ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই প্রকার ত্বক্ বায়ুনামক, চক্ষু তেজোনামক, জিহ্বা সলিলনামক ও নাসিকা পৃথিবীনামক ভূতস্বরূপ। ত্বক্ ও বায়ু স্পর্শের, চক্ষু ও তেজ রূপের, জিহ্বা ও সলিল রসের এবং নাসিকা ও পৃথিবী গন্ধের আশ্রয়। স্পর্শাদি জ্ঞান ত্বক্ ও বায়ুপ্রভৃতি জ্ঞানের কারণ নহে; কিন্তু আধারাধেয়ের ঐক্য স্বীকার করিলে, স্পর্শাদি জ্ঞানকে ত্বক্ ও শব্দাদিজ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচ বিষয়; এই দশ পদার্থে মন অবস্থিতি করিতেছে। কারণ বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোগ হইলেই উহা চিত্তে প্রকাশিত হয়। সুষুপ্তিকালে জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, চিত্ত বুদ্ধি ইহারা এক স্থান অবস্থান করে না। কিন্তু তন্নিবন্ধন যে আত্মার ধ্বংস হইয়া থাকে, ইহা

বিবেচনা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কারণ, সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য্য। উহাতে ইন্দ্রিয়গণ কেবল কার্য্যাক্ষম হয়। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তিনিবৃত্তির পর পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার ইন্দ্রিয়, বিষয়, চিত্ত ও বুদ্ধি এক স্থানে অবস্থান করিত না। স্বপ্নাবস্থায় লোকের পূর্ব্বকৃত দর্শন ও শ্রবণাদিজনিত সংস্কারপ্রভাবে ইন্দ্রিয়গ্রামের বিষয়সম্বন্ধ চিন্তা-নিবন্ধন দর্শনাদিজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। অতএব স্বপ্নাবস্থায়ও জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি এক স্থানে অবস্থিতি করে। যৎকালে তমোগুণাচ্ছন্ন চিত্ত আত্মার প্রবৃত্তিপ্রকাশ সংহার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বিষয় হইতে উপরত করে, তৎকালই সুষুপ্তির কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য্য। লোকে তমোগুণপ্রভাবেই বিমোহিত হইয়া বেদনিন্দিত কার্য্যের পরিণামদুঃখ বিবেচনা না করিয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়।

এই আমি তোমার নিকট গুণ সকল কীর্ত্তন করিলাম। লোকে ঐ সকল গুণের বশবর্ত্তী হইয়া নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কেহ কেহ ঐ গুণসমুদায়ে সম্যক্‌রূপে আক্রান্ত হয় এবং কেহ কেহ বা উহা পরিত্যাগ করে। অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতগণ ঐ পূর্ব্বোক্ত মন ও ইন্দ্রিয়াদির একত্র সংযোগকে ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আর ঐ ক্ষেত্রের মূলীভূত চিত্তমধ্যে যে আত্মা অবস্থিতি করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। অতএব যখন সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মা শরীরাদি হইতে ভিন্ন হইলেন, তখন শরীরাদির ধ্বংসনিবন্ধন তাঁহার ধ্বংস কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে। ক্ষুদ্র নদী যেরূপ মহানদীতে এবং মহানদী যেরূপ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় নাম রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহাতে বিলীন হয়, সেইরূপ জীবের স্থূল উপাধি সমুদায় সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্ম উপাধি সকল বিশুদ্ধ আত্মাতে লীন হইয়া থাকে। জীব যখন উপাধিবিশিষ্ট থাকে, তখনই তাহাকে স্থূল কৃশ প্রভৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু যখন তাহার উপাধি সকল শুদ্ধ আত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে, তখন তাহাকে কি প্রকারে পূর্ব্বের ন্যায় স্থূল কৃশাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যে ব্যক্তি এই মোক্ষবিষয়িনী বুদ্ধি অবগত ও অপ্রমত্ত হইয়া আত্মাকে [illegible]ত হইতে বাসনা করেন, সলিলসিক্ত পদ্মপত্র যেরূপ সলিলে লিপ্ত হয় [illegible], সেইরূপ তাঁহারে অনিষ্টকর কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও পুত্রাদির স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখদুঃখ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তিনিই সংসার হইতে বিমুক্ত ও লিঙ্গশরীরবিহীন হইয়া

পরম গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন। আগমোক্ত শ্রেয়োসাধন শমদমাদি দ্বারা লোকের পাপপুণ্য ক্ষয় ও তজ্জনিত ফল সকল বিনষ্ট হইলে, সে জরা মৃত্যু হইতে ভীত না হইয়া সুস্থচিত্তে কালাতিপাত এবং আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত অশরীরী পরম ব্রহ্মকে বুদ্ধিতত্ত্বে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। ঊর্ণনাভ যেরূপ তন্তুময় গৃহে অবস্থান করিয়া থাকে, অবিদ্যাবশীভূত জীব সেইরূপ কর্ম্মময় গৃহে অবস্থিতি করে। আর ঊর্ণনাভ যেরূপ তন্তুময় গৃহ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, বিমুক্তপুরুষ সেইরূপ কর্ম্মময় গৃহ পরিত্যাগ করেন। কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিলেই মনুষ্যের দুঃখসন্ততি পাষাণসংঘাটিত পাংশুপিণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। মৃগগণ যেরূপ শৃঙ্গ ও ভুজঙ্গগণ যেরূপ নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, মুক্ত ব্যক্তিগণ সেইরূপ অনায়াসে দুঃখ পরিত্যাগ করিতে পারেন। বিহঙ্গম যে প্রকার সলিলপতনোন্মুখ তরু পরিত্যাগ পূর্ব্বক উড্ডীন হইয়া থাকে, মুক্ত ব্যক্তি সেইরূপ সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করেন। মিথিলানগরী দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে, তোমার পূর্ব্ব পুরুষ রাজর্ষি জনক কহিয়াছিলেন যে, এক্ষণে আমার কিছুই দগ্ধ হইতেছে না।

হে ধর্ম্মরাজ! বিদেহাধীশ্বর মহারাজ জনদেব ভগবান্ পঞ্চশিখের মুখে এই প্রকার অমৃতময় বাক্য সকল শ্রবণ ও তাঁহার মর্ম্মাবধারণ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া শোকশূন্যচিত্তে পরম সুখে বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। যে ব্যক্তি এই মোক্ষজ্ঞানাত্মক বিষয় পাঠ বা সর্ব্বদা ইহার পর্য্যালোচনা করেন, তিনি দুঃখবিহীন ও নিরুপদ্রব হইয়া পঞ্চশিখকর্ত্তৃক অনুগৃহীত জনদেবের ন্যায় মোক্ষ লাভ করিতে পারেন।

বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২২০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে কি কার্য্য করিলে সুখ ও কি কার্য্য করিলে দুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং কি কার্য্য করিলেই বা সিদ্ধিলাভ করিয়া নির্ভয়ে কালযাপন করিতে পারে, সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! শ্রুতিপরায়ণ বৃদ্ধগণ দমগুণেরই প্রশংসা করেন। দমগুণাবলম্বী হওয়া সর্ব্ববর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের অবশ্য বিধেয়। লোকে দমগুণযুক্ত না হইলে যথাবিধি ক্রিয়াসিদ্ধি করিতে

পারে না। ক্রিয়া, তপস্যা ও সত্য সমুদায়ই দমগুণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দমগুণদ্বারা লোকের তেজ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ ঐ গুণকে পরম পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করেন। দমগুণপরায়ণ ব্যক্তি পাপবিহীন, নির্ভয় ও উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হন। দান্ত ব্যক্তি নিদ্রিত হউন বা জাগরিত থাকুন, সকল সময়েই সুখানুভব করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার চিত্ত সতত প্রসন্ন থাকে। দান্ত ব্যক্তি দমগুণপ্রভাবে আপনার তেজের বেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হন; কিন্তু অদান্ত ব্যক্তি তাহাতে সমর্থ না হইয়া কামাদি রিপুগণের বশীভূত হইয়া থাকে। প্রাণিগণ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সমুদায়ের ন্যায় অদান্ত ব্যক্তি হইতে সর্ব্বদা ভীত হয়। এই নিমিত্তই বিধাতা সেই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিগণের দমন করিবার জন্য রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্ত আশ্রমবাসীর পক্ষেই দমগুণ শ্রেয়স্কর। অন্যান্য সমস্ত আশ্রমধর্ম্ম দ্বারা যে ফললাভ করা যায়, দমগুণপ্রভাবে তদপেক্ষায় সমধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। অদীনতা, বিষয়ে অনভিনিবেশ, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অক্রোধ, সরলতা, অতিবাদ পরিত্যাগ, অনভিমানিতা, গুরুপূজা, অনসূয়া, জীবগণের প্রতি দয়া, অকপটতা এবং রাজাদির বৃত্তান্ত কীর্ত্তন, স্তুতি, নিন্দা ও মিথ্যাবাক্য পরিত্যাগ এই সমুদায় গুণ দমগুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। দান্ত ব্যক্তিগণ মোক্ষলাভার্থী হইয়া পূর্ব্বতন অদৃষ্টজনিত উপস্থিত সুখ ভোগ করিবেন; ভাবি সুখদুঃখ চিন্তা করিয়া হৃষ্ট বা দুঃখিত হওয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। বৈরবিহীন, শঠতা-বিবর্জ্জিত, সচ্চরিত্র, বিশুদ্ধচিত্ত, ধৃতিমান্, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই ইহলোকে সৎকার লাভ ও পরলোকে স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা দুঃখের সময় জীবদিগকে অন্নাদি প্রদান করেন, তাঁহারা পরম সুখে কালযাপন করিতে পারেন। যে মনুষ্য জীবগণের হিতানুষ্ঠানে আসক্ত ও দ্বেষভাব পরিত্যাগে সমর্থ হন, সেই ব্যক্তি অবিচলিত মহাহ্রদের ন্যায় প্রসন্নভাবে অবস্থিতি করিতে পারেন। যাহা হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেই তাহার কোন ভয় থাকে না; এই জ্ঞান সর্ব্বভূত পূজনীয় দান্ত ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। যে মনুষ্য বিপুল অর্থ লাভ করিয়াও পরিতুষ্ট এবং অতিশয় বিপদাপন্ন হইয়াও অনুতাপিত না হন, তিনিই পরিমিত প্রজ্ঞ দান্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন। বিদ্যাসম্পন্ন দমগুণযুক্ত ব্যক্তি সাধুগণাচরিত শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার মহৎ ফল ভোগ করিয়া থাকেন। দুরাত্মারা অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়-বাদিতা, সত্য, দান ও অনায়াস এই সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম, ক্রোধ,

লোভ, ঈর্ষা ও গর্ব্ব আশ্রয় করে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রত-পরায়ণ হইয়া কাম ক্রোধ পরিত্যাগ ও কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেহা-ভিমানপরিবর্জ্জিত হইয়াও কাল প্রতীক্ষায় দেহাভিমানীর ন্যায় সমুদায় লোকে বিচরণ করিয়া থাকেন।

একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২২১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রতনিষ্ঠ দ্বিজাতিগণ স্বর্গ ও পুত্রাদি লাভবাসনায় যজ্ঞাবশিষ্ট মাংসাদি ভোজন করিয়া থাকেন; উহা যুক্তি-সঙ্গত কি না?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাহারা বেদবিহিত ব্রতপরায়ণ না হইয়া সুখলাভার্থ অভোজ্য মাংসাদি ভোজন করেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী। ইহলোকে তাঁহারা পতিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। আর যাঁহারা বেদবিহিত বিধি অনুসারে উহা ভোজন করেন; তাঁহারা রজানু-রাগী। তাঁহাদিগকে স্বর্গভোগের পর পুনর্ব্বার পতিত হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অনেকেই উপবাসকে তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব ফলতঃ উহা তপস্যা কি না, তাহা বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অজ্ঞ ব্যক্তিগণ এক মাস বা এক পক্ষ উপবাসকে যে তপস্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সাধুগণের মতে তাহা তপস্যা নহে। তাহাতে আত্মজ্ঞানের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। ত্যাগ ও নম্রতাই উৎকৃষ্ট তপস্যা। ধর্ম্মার্থী ব্রাহ্মণ পুত্রকলত্রাদিসমাবৃত হইয়াও সতত উপবাসী, ব্রহ্মচারী, মুনি, দেবতানিষ্ঠ, নিদ্রাত্যাগী ও বিঘ-সাশী হইবেন এবং মাংসভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা পবিত্রভাব ধারণ, দেবতার ন্যায় দ্বিজগণের অর্চ্চনা, অতিথিগণের যথাবিহিত সৎ-কার ও অমৃত ভোজন করিবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ কি প্রকার অনুষ্ঠান করিলে, উপবাসী, ব্রহ্মচারী, বিঘসাশী ও অতিথিসেবাপরায়ণ হইতে পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণ দিবসে একবার ও রাত্রি কালে একবার এই দুই বারমাত্র ভোজন করিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন দিবারাত্রিমধ্যে আর ভোজন করেন না, তাঁহাকে সর্ব্বদা উপবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি সত্যপরায়ণ ও জ্ঞানসম্পন্ন হন এবং কেবল ঋতুকালে ভার্য্যা-

সম্ভোগ করিয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্মচারী। যিনি বৃথামাংস পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকেই অমাংসাশী বলা যাইতে পারে। প্রতিনিয়ত দানপরায়ণ ও পবিত্রভাবসম্পন্ন হন এবং কোনক্রমে দিবসে নিদ্রাগত না হন, তাঁহাকে নিদ্রাত্যাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি ভৃত্য ও অতিথিগণের ভোজনাবসানে ভোজন করিয়া থাকেন, তিনি অমৃতাশী। যে ব্রাহ্মণ অতিথিবর্গ আহার না করিলে জীবনান্তেও স্বয়ং ভোজন করেন না, তিনি সুরলোক অধিকার করিতে পারেন। যিনি দেবতা, পিতৃলোক, অতিথি ও ভৃত্যবর্গের আহারান্তে ভোজন করিয়া থাকেন, তিনি বিঘসাশী। এই সকল ব্রাহ্মণের অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। সুরগণ অপ্সরাগণের সহিত তাঁহার ভবনে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সৎকার করেন। যিনি দেবতা ও পিতৃগণের সহিত ভোজন পূর্ব্বক পুত্রপৌত্রের সহিত সুখে কালযাপন করেন, তিনি নিঃসন্দেহ অতি উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিতে পারেন।

দ্বাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২২২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে যে শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সকল পুরুষকে ফল প্রদান করে, পুরুষ সেই কর্ম্ম সমুদায়ের কর্ত্তা কি না? আপনি তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ। এই উপলক্ষে ইন্দ্রপ্রহ্লাদ সংবাদ নামক এক পুর্ব্বতন ইতিহাস বর্ণিত আছে, শ্রবণ কর। এক দিবস দেবাধিপতি ইন্দ্র মহাকুলসমুদ্ভব বহুশাস্ত্রবেত্তা শূন্যাগারে সমুপবিষ্ট প্রহ্লাদের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি জানিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, দানবরাজ! লোকের যে সমুদায় গুণ অভীষ্ট, সেই সমস্তই তোমাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমার বুদ্ধি বালকের ন্যায় রাগদ্বেষাদিবিরহিত বলিয়া অনুভূত হইতেছে। এই জীবলোকে তুমি কোন্ বস্তুকে আত্মজ্ঞানলাভের শ্রেয়স্করসাধন বিবেচনা কর। তুমি বিপক্ষের হস্তগত, পাশবদ্ধ, রাজ্যভ্রষ্ট ও শ্রীবিহীন হইয়াও কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করিতেছ না। তুমি আপনার এই প্রকার অনিষ্টাপাত সন্দর্শন করিয়াও যে প্রকৃতিস্থ আছ, ইহা কি তোমার প্রজ্ঞার ফল বা ধৈর্য্যই ইহার কারণ?

দানবাধিপতি প্রহ্লাদ কার্য্যাকার্য্যবাসনাবিবর্জ্জিত, আলস্য ও অহঙ্কার-

বিহীন, সত্ত্বগুণাবলম্বী, শমদমাদিনিরত, চরাচর ভূতগণের স্থিতিসংহার বেত্তা, আত্মজ্ঞানে স্থিরনিশ্চয়, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ছিলেন এবং কি স্তুতি, কি নিন্দা, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, কি কাঞ্চন, কি লোষ্ট্র সমস্তই সমান জ্ঞান করিতেন। তিনি ত্রিদশাধিপতি পুরন্দর কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া আপনার ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে সুমধুর বচনে কহিলেন, দেবরাজ! যে ব্যক্তি জীবগণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের বিষয় অনুধাবন করিতে অসমর্থ হয়, সে অজ্ঞাননিবন্ধন বিমুগ্ধ হইয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে, সে আর বিমোহিত হয় না। স্থূল ও সূক্ষ্ম সমস্ত পদার্থই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে; সুতরাং পুরুষ স্বয়ং কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহেন। কিন্তু পুরুষ ভিন্ন কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান হয় না। প্রকৃতি জড়ময়ী। লৌহ যেরূপ অয়স্কান্ত মণির সান্নিধ্যে সচেষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যনিবন্ধন সচেষ্ট হইয়া সমস্ত পদার্থকে পরিচালিত করিতেছে। পুরুষ যদিও কোন কার্য্যেই ব্যাপৃত নহেন, তথাপি অবিদ্যাপ্রভাবে সমস্ত কার্য্যেই তাহার অভিমান থাকে। যাহা হউক, যিনি আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করেন, তাঁহার বুদ্ধি নিতান্ত দূষিত, কখনই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন নহে। যদি জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ কর্ত্তা হইতেন, তাহা হইলে তিনি কার্য্য আরম্ভ করিলেই তাহা সফল হইত, কদাচ বিফল হইত না। যখন জীবগণের মধ্যে কেহ কেহ যত্নশীল হইয়াও অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিয়োগজনিত ক্লেশভোগ করিতেছে এবং কেহ কেহ বিনাযত্নেও ইষ্টসম্ভোগ ও অনিষ্টনিবারণে সমর্থ হইতেছে এবং যখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণকে অতি সামান্য অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ধনপ্রত্যাশা করিতে দেখা যাইতেছে, তখন আমার মতে কি মোক্ষলাভ, কি আত্মজ্ঞান সমস্তই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। আর সমস্ত বিষয়ই যদি প্রকৃতি হইতে সম্ভূত হইল, তবে লোকের কোন বিষয়ে অভিমান করা নিতান্ত নিষ্ফল।

ইহলোকে কর্ম্মপ্রভাবে লোকের শুভাশুভ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি আপনার নিকট কর্ম্মবিষয় সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বায়স যে প্রকার অন্ন ভোজন করিবার সময়ে স্বজাতীয়গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক তত্রত্য অন্নের বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয় সেইরূপ কার্য্য সকল প্রকৃতিকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃতিকে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া কেবল প্রকৃতির কার্য্য সকল বিদিত হয়, সে অজ্ঞানপ্রযুক্ত নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। আর যিনি প্রকৃতিকে উত্তমরূপে

পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি আর কখনই বিমোহিত হন না। যিনি এই অবনীতলস্থিত সমস্ত পদার্থ প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, তাঁহার দর্প বা অভিমান কিছুই থাকে না।

আমি যখন ধর্ম্মকার্য্য প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন এবং সমস্ত পদার্থ বিনশ্বর বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছি; আর যখন মমতা, অহ-ঙ্কার, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও বন্ধনপরিবর্জ্জিত হইয়া পরম সুখে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় সন্দর্শন করিতেছি, তখন আর কি নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিব? যে ব্যক্তি জ্ঞানসম্পন্ন, দমগুণযুক্ত, নিস্পৃহ ও অবি-নশ্বর আত্মার সন্দর্শনে সমর্থ হন, তাঁহাকে কখন কোন ক্লেশভোগ করিতে হয় না। কি প্রকৃতি, কি বিকৃতি কিছুতেই আমার অনুরাগ বা বিদ্বেষ নাই। আমি এক্ষণে কাহাকেও শত্রু বা মিত্র বলিয়া জ্ঞান এবং স্বর্গ মর্ত্ত বা পাতাল কিছুই বাসনা করি না। শাস্ত্রীয় জ্ঞান, অনুভব বা জ্ঞানের বিষয়ে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্র কহিলেন, প্রহ্লাদ! যে উপায় অবলম্বন করিলে এতাদৃশ জ্ঞান ও শান্তি লাভ করিতে পারা যায়, তুমি তাহা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন কর।

প্রহ্লাদ কহিলেন, দেবরাজ! সরলতা, অপ্রমাদ, চিত্তশুদ্ধি, জিতে-ন্দ্রিয়তা ও জ্ঞানবৃদ্ধগণের সেবা অবলম্বন করিলে, মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে যাথিক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যাধিপতি প্রহ্লাদের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রীতপ্রফুল্লচিত্তে তাঁহার বাক্যের অভিনন্দন করত তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২২৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ভূপতিগণ রাজ্যচ্যুত ও বিষম বিপদা-পন্ন হইয়াও যে বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া সুস্থচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করেন, আপনি তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে বলিবাসবসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দানবদিগকে পরাজয় করিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ!

নিরন্তর দান করিলেও যাহার ধনক্ষয় হয় না; যে সমীরণ, বরুণ, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও সলিলস্বরূপ; যাহার প্রভাবে দিক্ সমুদায় অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং উদ্ভাসিত হইত, যে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া যথাসময়ে বারিবর্ষণ করিত এক্ষণে সেই বলিরাজা কোথায় অবস্থান করিতেছে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, সুরেশ্বর! বলিরাজার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা তোমার কর্ত্তব্য হয় নাই। কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকে মিথ্যা উত্তর প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; তন্নিবন্ধন আমি তোমার নিকট বলির বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ কর। বলিরাজা উষ্ট্র, বৃষভ, গর্দ্দভ, বা অশ্ব হইয়া শূন্যাবাসে অবস্থান করিতেছে।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমি যদি কোন স্থানে শূন্যগৃহে বলিকে সন্দর্শন করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাকে সংহার করিব না? তদ্বিষয়ে আপনি অনুমতি প্রদান করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, সুরেশ্বর! তুমি বলিকে সংহার করিও না। সে বধ্য নহে। তুমি তাহার নিকট গমন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ন্যায়ানুগত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার এইরূপ বাক্যাবসানে, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দিব্য ভূষণ ধারণ করিয়া ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে দেখিলেন যে বলিরাজা খরবেশ ধারণ পূর্ব্বক এক শূন্যগৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন তিনি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দানবরাজ! এক্ষণে এই প্রকার তুষভক্ষক অধম খরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমি জ্ঞাতিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দিব্য দিব্য যানে আরোহণ পূর্ব্বক আমাদিগকে অবজ্ঞা করত সমস্ত লোক প্রতাপিত করিয়া বিচরণ করিতে। তোমার ঐশ্বর্য্য প্রভাবে অন্যান্য দানবগণ তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং পৃথিবী অকৃষ্টপচ্যা ছিল; কিন্তু আজি তুমি রিপক্ষের বশীভূত, শ্রীভ্রষ্ট, বন্ধুবান্ধববিহীন, পরাক্রমপরিবর্জ্জিত ও দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছ। অতএব এক্ষণে বল দেখি, ইহাতে তুমি অনুতাপিত হইতেছ কি না?

যখন তুমি সাগরের পূর্ব্বকূলে অবস্থান পূর্ব্বক জ্ঞাতিবর্গকে ধন বিভাগ করিয়া দিতে যখন বিচত্বারিংশৎ সহস্র গন্ধর্ব্ব ও দিব্যমাল্যধারিণী সহস্র সহস্র দেবাঙ্গনা তোমার বিহার সময়ে নৃত্য করিত, যখন তোমার বিবিধ রত্নালঙ্কৃত হিরণ্ময় ছত্র ছিল, যখন তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া কাঞ্চনময় বৃন্দাকার

যজ্ঞযূপ নিখাত করিয়া সহস্র সহস্র গো দান এবং সাম্যাক্ষেপ বিধি অনুসারে সমুদায় পৃথিবী দান করিয়াছিলে, বল দেখি, তখন তোমার চিত্তবৃত্তি কি প্রকার ছিল, আর এখনই বা কি প্রকার হইতেছে? হে দানবরাজ! এখন তোমার সে ভৃঙ্গার, শ্বেতচ্ছত্র, চামরদ্বয় ও ব্রহ্মদত্ত মালা কোথায় আছে?

তখন বলিরাজা কহিলেন, দেবরাজ! এক্ষণে তুমি আমার ভৃঙ্গার, ছত্র, চামরদ্বয় ও ব্রহ্মদত্ত মালা সন্দর্শন করিতে পারিতেছ না। আমার সে সকল এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু যখন আমার সৌভাগ্য সমুদিত হইবে, তখন তুমি আবার তৎসমুদায় সন্দর্শন করিতে পারিবে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনাকে সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করিয়া আমাকে এরূপ নিন্দা করা তোমার কীর্ত্তি বা কুলের অনুরূপ কার্য্য হইতেছে না। জ্ঞানতৃপ্ত ক্ষমাশীল মনীষিগণ কখন দুঃখে অনুতাপ বা সুখে আনন্দ প্রকাশ করেন না। এক্ষণে তুমি সামান্য বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক আমাকে নিন্দা করিতেছ; কিন্তু যখন স্বয়ং আমার মত হইবে, তখন আর এরূপ বলিতে পারিবে না।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২২৪।

হে ধর্ম্মরাজ! দানবাধিপতি বলি এই কথা বলিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র পুনর্ব্বার তাঁহাকে উপহাস করত কহিলেন, দানবরাজ! পূর্ব্বে তুমি জ্ঞাতিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, বিবিধ যানে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদায় লোকের উপর আধিপত্য প্রকাশ ও আমাদিগকে উপহাস করিয়া বিচরণ করিতে। পূর্ব্বে সমস্ত লোক তোমার বশবর্ত্তী ছিল বলিয়া তুমি মহানন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে; কিন্তু এক্ষণে জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবগণও তোমার হীনাবস্থা দেখিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে; অতএব বল দেখি, এইরূপ পরাভব প্রযুক্ত তুমি অনুতাপ করিতেছ কি না?

তখন দানবাধিপতি কহিলেন, পাকশাসন! কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে, কালসহকারে সকলেরই ধ্বংস হয়। এতন্নিবন্ধন আমি কিছুতেই শোক প্রকাশ করি না। কালপ্রভাবে সমুদায় কার্য্যের সংঘটন হইয়া থাকে; সুতরাং আমার এই খরত্বপ্রাপ্তি আমার অপরাধ মূলক নহে। জীবগণের কলেবরও বিনশ্বর। উহাদিগের জীবন ও কলেবর স্বভাবতঃ

একত্র সমুদ্ভূত, একত্র পরিবর্দ্ধিত ও একত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আমি যখন এই প্রকার খড়যোনি প্রাপ্ত হইয়াও কাহারও বশীভূত হই নাই বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতেছি, তখন আর আমার অনুতাপের বিষয় কি? সমুদায় স্রোত যেরূপ সাগরে নিপতিত হয়, সেইরূপ সমস্ত প্রাণীই কালকবলে নিপতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা সম্যক্ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহাকে কদাপি মুগ্ধ হইতে হয় না। নির্ব্বোধ মহান্ধ ব্যক্তিরাই ইহা জানিতে না পারিয়া দুঃখে নিপতিত ও অবসন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ জ্ঞানপ্রভাবে সমস্ত পাপকে নিরাকৃত করিতে সমর্থ হয়; পাপ দূরীভূত হইলেই সত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে এবং সত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই আর মোহজনিত কলুষতার বশবর্ত্তী হইতে হয় না। যাহারা সত্ত্বগুণ হইতে বিমুখ হইয়া রজ বা তমোগুণ অবলম্বন করে, তাহাদিগকেই বারংবার জন্মপরিগ্রহ ও কামাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধীন হইয়া বারংবার অনুতাপ করিতে হয়। আমি কখনই অর্থ, অনর্থ, জীবন, মৃত্যু ও সুখদুঃখে দ্বেষ বা অনুতাপ প্রকাশ করি না। লোকে কালকর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তিকেই সংহার করিয়া থাকে; আর যে অপরকে নিহত করে, সেও কালকর্ত্তৃক নিহত; সুতরাং যে ব্যক্তি আমি অন্যকে সংহার করিতেছি বলিয়া বিবেচনা করে এবং যে আমি অন্যকর্ত্তৃক নিহত হইতেছি মনে করিয়া বিষন্ন হয়, তাহারা দুই জনই অজ্ঞ। অতএব যে ব্যক্তি অন্যকে সংহার বা পরাজয় করিয়া আমি ইহা করিলাম, বলিয়া অভিমান করে, তাহার এই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, সে বস্তুতঃ তাহার কর্ত্তা নহে। তাহার কর্ত্তা স্বতন্ত্র। ইহলোকে কেহ কি কাহারও সংহার বা উৎপত্তির কারণ হইতে পারে? লোকে ঈশ্বরকৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে। আমি যখন পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ এই পঞ্চ মহাভূতকে সমস্ত জীবের উৎপত্তিকারণ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছি এবং যখন কাল কি কৃতবিদ্য, কি অল্প বিদ্য, কি বলবান্, কি দুর্ব্বল, কি রূপবান্, কি কুৎসিত, কি সৌভাগ্যশালী, কি সৌভাগ্যবিহীন সকলকেই সমভাবে গ্রহণ করিতেছে বলিয়া আমার স্পষ্টপ্রতীতি হইতেছে, তখন আর আমার বেদনার বিষয় কি? কাল যে যে বস্তুর দাহ, যাহার যাহার বিনাশ, লোকের যাহা যাহা লাভ হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, সেই সেই পদার্থই দগ্ধ, সেই সেই ব্যক্তিই নিহত এবং সেই সেই দ্রব্যই লোকের লব্ধ হইয়া থাকে। আমি ঐ কালরূপী মহাসাগরের বিষয় চিন্তা

করিয়া উহার মধ্যে দ্বীপ বা উহার পরপার অবগত হইতে পারি নাই। বস্তুতঃ কাল যে সমস্ত জীবকে সংহার করিতেছে, ইহা যদি আমি অবগত হইতে না পারিতাম, তাহা হইলে আমার চিত্ত হর্ষ, দর্প বা ক্রোধে অভিভূত হইত।

যাহা হউক, এক্ষণে আমি খরদেহ ধারণ পূর্ব্বক নির্জ্জন গৃহে অবস্থিতি করিতেছি দেখিয়া তুমি আমাকে নিন্দা করিতেছ; কিন্তু আমি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই অনায়াসে এমন বিবিধ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারি যে তৎসমস্ত দর্শন করিলেই তোমাকে ভয়ে প্রস্থান করিতে হয়। কাল সমস্ত পদার্থই প্রদান ও পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া থাকে। কালপ্রভাবেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। অতএব তোমার আর বৃথাপৌরুষ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। আমি পূর্ব্বে ক্রুদ্ধ হইলে সমুদায় জগৎ ব্যথিত হইত। লোকের কখন হ্রাস, কখন বৃদ্ধি হইয়া থাকে; ইহাই জগতের চিরপ্রচলিত প্রথা। সম্পত্তিলাভ হওয়া আর না হওয়া কখনই আপনার আয়ত্ত নহে। তুমি এইটী বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমুদায় পরিত্যাগ কর। বালকের ন্যায় তোমার চিত্তবৃত্তি অদ্যাপি অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। অতএব স্থির ভাব অবলম্বন কর। তুমি ত ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছ যে, দেবতা, মনুষ্য, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণ ইহারা সকলেই আমার বশতাপন্ন ছিলেন এবং আমি যে দিকে অবস্থান করিতাম, তাঁহারা সে দিকে নমস্কার করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আমি সেই পূর্ব্বতন উন্নতি ও অধুনাতন অবনতির বিষয় স্মরণ করিয়া অনুমাত্র অনুতাপিত হই না; অতঃপর অনবরত কেবল ঈশ্বরের অধীনে অবস্থান করিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। যখন সদ্বংশজাত প্রবলপ্রতাপ নরপতিকে অমাত্যবর্গের সহিত দুঃখে নিপতিত এবং দুষ্কুলসম্ভূত মূঢ় ব্যক্তিকেও অমাত্যগণের সহিত সুখে অবস্থিত দেখা যাইতেছে; যখন সুলক্ষণসম্পন্না পরমরূপবতী কামিনী দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও অলক্ষণসম্পন্না কুৎসিতা কামিনীও সৌভাগ্যশালিনী হইতেছে, তখন ভবিতব্যই সমুদায় কার্য্যের বলবান কারণ। আমার অপরাধে তোমার ইন্দ্রত্ব লাভ বা তোমার প্রতাপে আমার এরূপ দুরবস্থাপ্রাপ্তি হয় নাই। সম্পদ ও বিপদের সংঘটন কালপ্রভাবেই হইয়া থাকে। আজি আমি তোমাকে আমার সমক্ষে মহানন্দে ভর্জ্জন গর্জ্জন করিতে দেখিতেছি যদি কাল আমাকে এরূপ আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে তুমি বজ্রধারী হইলেও আমি এই দণ্ডে তোমাকে মুষ্টাঘাতে নিপাতিত করিতাম। কিন্তু কি

করি, এক্ষণে বিক্রমপ্রকাশের উপযুক্ত সময় নহে; এখন শান্তির সময়ই সমাগত হইয়াছে। কাল সকলকেই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠাপিত আবার সকলকেই নিপাতিত করিয়া থাকে। আমি সমস্ত দানবের অধীশ্বর, মহাবল পরাক্রান্ত ও মহা গর্ব্বিত ছিলাম। অতএব কাল যখন আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, তখন সকলকেই আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই। আমি একাকী দ্বাদশ আদিত্যের তেজোরাশি ধারণ করিয়াছিলাম। আমি জল বহন করিয়া উহা বর্ষণ এবং ত্রিভুবনে তাপ প্রদান করিয়া উহার উদ্ভাসন করিতাম। আমার ইচ্ছা হইলেই আমি লোকদিগকে রক্ষা ও সংহার; দান ও গ্রহণ এবং বন্ধন ও মোচন করিতে পারিতাম। ফলতঃ; আমি ত্রিলোকমধ্যে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু কালপ্রভাবে এক্ষণে আর আমার সেরূপ প্রভুত্ব নাই। তুমি, আমি বা অন্য কেহ পালন বা সংহারের কর্ত্তা নহে। কালই পর্য্যায়ক্রমে লোকদিগকে পালন ও সংহার করিয়া থাকে। বেদবেত্তা ব্যক্তিগণ কালকে পরমেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মাস ও পক্ষ সেই কালরূপী ঈশ্বরের কলেবর; ঐ কলেবর দিবারাত্রি দ্বারা সমাবৃত; গ্রীষ্মাদি ঋতু সকল উহার ইন্দ্রিয় এবং বৎসর উহার মুখ। কোন কোন মহাত্মা আপনার বুদ্ধিবলে এই দৃশ্য পদার্থ সমস্তকেই ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিতে উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু বেদে অন্নময়াদি পঞ্চকোশকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রহ্ম মহাসাগরের ন্যায় অগম্য ও দুরবগাহ। তিনি জড় ও চৈতন্যস্বরূপ; তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। তিনি লিঙ্গশরীরবিহীন হইয়াও জীবগণের লিঙ্গ, শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে নিত্য বলিয়া পরিজ্ঞাত আছেন। তিনি অবিদ্যাপ্রভাবে চৈতন্যস্বরূপ জীবের জড়ত্ব সম্পাদন করেন; কিন্তু বস্তুতঃ সেই জড়ত্ব জীবের স্বরূপ নহে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের পর আর উহার উদ্ভব হয় না। অতএব তুমি সেই জীবের একমাত্র গতি কালরূপী ব্রহ্মকে অতিক্রম পূর্ব্বক কোন্ স্থানে পলায়ন করিবে। পুরুষ মহাবেগে ধাবমান বা দণ্ডায়মান হইলেও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ নহে। তাঁহাকে কেহ কেহ হুতাশন, কেহ কেহ প্রজাপতি, কেহ কেহ ঋতু, কেহ কেহ মাস, কেহ কেহ পক্ষ, কেহ কেহ দিন, কেহ কেহ ক্ষণ, কেহ কেহ পূর্ব্বাহ্ন, কেহ কেহ মধ্যাহ্ন, কেহ কেহ অপরাহ্ন এবং কেহ কেহ মুহূর্ত্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। লোকে সেই এক-

মাত্র ব্রহ্মকে বিবিধরূপে নির্দ্দেশ করে; কিন্তু তিনি কালস্বরূপ। তাঁহার অধীনে সমস্তই অবস্থিতি করিতেছে। সেই কালের প্রভাবে তোমার ন্যায় বলবীর্য্যশালী কতশত ইন্দ্র অতীত হইয়া গিয়াছে। তোমাকেও উহার প্রভাবে অতীত হইতে হইবে। কালপ্রভাবে সমস্ত পদার্থই বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি সমুদায় পরিহার পূর্ব্বক সুস্থির হও। কি তুমি, কি আমি, কি পূর্ব্বতন লোক সকল, কেহই কালকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। তুমি যে রাজশ্রীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অচিরস্থায়ী। লক্ষ্মী এক স্থানে কখনই অবস্থান করেন না। উনি তোমার ন্যায় সহস্র সহস্র ইন্দ্রে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে আশ্রয় করিলেন। আবার অবিলম্বেই তোমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য স্থানে গমন করিবেন। অতএব তুমি বৃথা গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া আর আমার নিন্দা করিও না। অতঃপর শান্তভাব অবলম্বন করা তোমার কর্ত্তব্য।

-o:*:o—

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২২৫।

হে ধর্ম্মরাজ! দানবাধিপতি বলি এই কথা বলিবামাত্র রাজলক্ষ্মী আপনার উজ্জ্বলরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার দেহ হইতে বিনির্গত হইলেন। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে দানবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, দানবেশ্বর! এই যে চূড়া-কেয়ূরধারিণী রমণী তোমার কলেবর হইতে নিঃসৃত হইয়া স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে দেদীপ্যমান হইতেছেন, ইনি কে? দানবরাজ কহিলেন, দেবরাজ! ইনি দেবী, আসুরী বা মানুষী নহেন। তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, ইহাঁকে জিজ্ঞাসা কর।

তখন ভগবান্ পাকশাসন লক্ষ্মীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্যে! আপনি কে? আর কি জন্যই বা দানবাধিপতিকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে আশ্রয় করিতেছেন? আমি ইহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহার বিশেষ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! পূর্ব্বতন মহারাজ বিরোচন এবং এই

বিরোচনপুত্র যদি আমাকে অবগত হইতে পারে নাই। পণ্ডিতগণ আমাকে দুঃসহা, বিধিৎসা, ভূতি, লক্ষ্মী ও শ্রী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি ও অন্যান্য দেবগণ, তোমরা কেহই আমাকে জ্ঞাত হইতে পার না।

তখন দেবরাজ কহিলেন, আর্য্যে! আপনি বহুকাল দানবরাজের দেহে অবস্থান করিয়াছিলেন, এক্ষণে উঁহার কি দোষ এবং আমার কি গুণ অবলোকন করিয়া উঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন, তাহা যথার্থ-স্বরূপ কীর্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, সুরেশ্বর! ধাতা বা বিধাতা আমাকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত করিতে সমর্থ হন না; আমি কালপ্রভাবেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়া থাকি; অতএব তুমি বলিকে অবজ্ঞা করিও না।

পুরন্দর কহিলেন, আর্য্যে! আপনি কি জন্য দানবাধিপতিকে পরিত্যাগ করিলেন এবং কি জন্যই বা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন না, তাহা কীর্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, মহারাজ! যেখানে সত্য, দান, ব্রত, তপস্যা, পরাক্রম ও ধর্ম্ম, আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে দানবরাজ এই সকলে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। ইনি সত্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রাহ্মণের হিতকারী ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন ও স্বয়ং উচ্ছিষ্ট হস্তে ঘৃত স্পর্শ করিয়াছেন। উনি কালকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া আমিই সতত লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়া থাকি এই বাক্য লোকসমাজে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি এই সমুদায় কারণবশতঃ ইঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার নিকট অবস্থান করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তুমি অপ্রমত্তচিত্তে তপস্যা ও বিক্রমপ্রভাবে আমাকে রক্ষা করিও।

ইন্দ্র কহিলেন, কমলালয়ে! দেবতা, মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণের মধ্যে এরূপ কেহই নাই যে, একাকী চিরকাল তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

লক্ষ্মী কহিলেন, সুরেশ্বর! তুমি যথার্থ কহিয়াছ। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি রাক্ষস কেহই একাকী চিরকাল আমাকে ধারণ করিতে পারে না।

দেবরাজ কহিলেন, দেবি! তবে আমি কি কার্য্য করিলে চিরকাল

আপনি আমার নিকট অবস্থান করিবেন, তাহা যথার্থরূপে ব্যক্ত করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! তুমি যে উপায় অবলম্বন করিলে, আমি তোমার নিকট নিত্য অবস্থান করিব, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বেদদৃষ্ট বিধি অনুসারে আমাকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া চারি স্থানে রাখ, তাহা হইলেই আমি তোমার নিকট চিরকাল অবস্থান করিব।

দেবরাজ কহিলেন, দেবি! আমি স্বীয় সাধ্যানুসারে আপনাকে রক্ষা করিব এবং আপনি আমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি বোধ করি, এই ভূতভাবিনী ধরিত্রী আপনার প্রথমাংশ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! এই আমি আমার প্রথমাংশ বসুন্ধরাতে সংস্থাপিত করিলাম। এক্ষণে বল, দ্বিতীয় অংশ কোন্ স্থানে সংস্থাপিত করিব? ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! মনুষ্যের উপকার-পরায়ণ সলিল আপনার দ্বিতীয়াংশ ধারণ করিতে পারিবে। লক্ষ্মী কহিলেন, এই আমার দ্বিতীয়াংশ সলিলে নিহিত হইল। এক্ষণে বল, তৃতীয়াংশ কোন্ স্থানে সংস্থাপন করিব? দেবরাজ কহিলেন দেবি! বেদ, যজ্ঞ ও দেবগণ হুতাশনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অতএব হুতাশন আপনার তৃতীয়াংশ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। লক্ষ্মী কহিলেন, এই আমি আমার তৃতীয়াংশ পাবকে সংস্থাপিত করিলাম। এক্ষণে চতুর্থাংশ কোন স্থানে সন্নিবেশিত করিব? পুরন্দর কহিলেন, ইহলোকে যে সমুদায় ব্রাহ্মণ ও হিতকারী সত্যপরায়ণ সাধু ব্যক্তি অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারাই আপনার চতুর্থাংশ ধারণ করিতে পারিবেন। লক্ষ্মী কহিলেন, পাকশাসন! এই আমার চতুর্থাংশ সাধু পুরুষে সংস্থাপিত হইল। আমি এই প্রকার চারি অংশে বিভক্ত হইয়া জীবগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। এক্ষণে তুমি আমাকে সাবধানে রক্ষা কর। পুরন্দর কহিলেন, দেবি! আমি আপনাকে এই প্রকারে ভূতগণমধ্যে সন্নিবেশিত করিলাম। অতঃপর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি আঘাত করিবে, আমি অবশ্যই তাহাকে প্রতিফল প্রদান করিব।

এই প্রকারে লক্ষ্মী বলিকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের নিকট গমন করিলে, দানবাধিপতি দেবরাজকে কহিলেন, পাকশাসন! সূর্য্যদেব কালসহকারে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম দিকে তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার দর্শন ও অদর্শনপ্রযুক্ত কেহ সুখ ও কেহ দুঃখ অনুভব করে। যেরূপ লোকে ভাস্করের অদর্শন ও দর্শননিবন্ধন

কখন দুঃখ ও কখন সুখ অনুভব করিয়া থাকে, সেইরূপ আমি একণে তোমার নিকট পরাজিত হইয়া দুঃখ অনুভব করিতেছি; আবার সময়ক্রমে তোমাকে পরাজয় করিয়া সুখানুভব করিব। যখন দিবাকর অনবরত গগনের মধ্যস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক ত্রিলোক তাপিত করিবেন, যখন এই বৈবস্বত মন্বন্তরের অবসান হইবে, তখন তোমাকে আমার নিকট পরাজয়প্রাপ্ত হইতে হইবে।

দানবাধিপতি এই কথা কহিলে, দেবরাজ আপনার ভাবী পরাভবশ্রবণে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, দৈত্যনাথ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তোমাকে সংহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন; এই জন্য আমি তোমার মস্তকে বজ্রাঘাত করিলাম না। তুমি একণে নির্ব্বিঘ্নে যথাইচ্ছা হয়, গমন কর। দিবাকর কখনই গগনের মধ্যস্থলে নিরন্তর অবস্থান পূর্ব্বক জগতের উচ্ছেদ করিবেন না। লোকপিতামহ ব্রহ্মা পূর্ব্বে ইহার নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। উনি ন্যায়ানুসারে নিরন্তর লোক সকলকে তাপ প্রদান করিয়া পর্য্যটন করিতেছেন। মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস উহাঁর উত্তরায়ণ ও শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস উহাঁর দক্ষিণায়ন হইয়া থাকে। দিবাকরের ঐ অয়নদ্বয়প্রভাবেই সমস্ত লোকের শীত, গ্রীষ্ম অনুভূত হয়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দানবরাজ বলি ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ষড়্‌বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২২৬।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি একণে অহঙ্কারপরিহারের উপলক্ষে ইন্দ্রনমুচিসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যখন ভূতগণের উৎপত্তিপ্রলয়জ্ঞ নমুচিরাজা শ্রীভ্রষ্ট হইয়াও অক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় অবিচলিতচিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন, সেই সময় ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, দৈত্যেশ্বর! তুমি রাজ্যচ্যুত, অরাতির বশীভূত ও পাশবদ্ধ হইয়াও কি প্রকারে শোকশূন্য চিত্তে অবস্থান করিতেছ?

তখন নমুচি কহিলেন, সুররাজ! অনিবার্য্য শোকে আক্রান্ত হইলে,

কেবল কলেবরকে সন্তাপিত ও অরাতিদিগকে পরিতুষ্ট করা হয়। কেহই অন্যের শোকে শোকাকুল হইয়া তাহার দুঃখনাশ করিতে পারে না। তন্নিবন্ধন আমি শোকত্যাগ করিয়াছি। জগতে যাহা কিছু লক্ষিত হইতেছে, সকলই নশ্বর। সন্তাপপ্রভাবে রূপ, শ্রী, আয়ু ও ধর্ম্ম সমস্তই বিনষ্ট হয়। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত সন্তাপ পরিহার পূর্ব্বক মনে মনে হৃদ্গত কল্যাণময় পরমাত্মাকে চিন্তা করিবে। মনুষ্য পরমাত্মাতে মনোভিনিবেশ করিতে পারিলেই নিশ্চয়ই তাহার সকল অভীষ্টসিদ্ধি হয়। পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই নিয়ন্তা নাই। তিনি গর্ভস্থ বালককে ও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন। নিম্নপ্রদেশপ্রবণ সলিলের ন্যায় আমি তাঁহারই নিয়মের বশীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমি বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ই পরিজ্ঞাত আছি; তথাপি ঐ উভয়ের মধ্যে হিতকর মোক্ষলাভের উপায় আশ্রয় করিতে পারিতেছি না। পরমাত্মার নিয়োগানুসারে আমাকে কখন ধর্ম্মের ও কখন বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইতেছে। যাহার যাহা প্রাপ্তব্য, তাহার তাহাই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভবিতব্যকে কেহ কখন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। বিধাতা জীবদিগকে বারংবার যে যে গর্ভবাসে নিয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে সেই সেই গর্ভেই অবস্থান করিতে হয়। কোন জীবই আপনার ইচ্ছানুরূপ গর্ভ আশ্রয় করিতে পারে না। যে ব্যক্তি সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে, ভবিতব্যকেই তাহার কারণ বলিয়া বোধ করে, তাহাকে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না। জীবগণ কালপ্রভাবেই পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এক ব্যক্তি কখন অন্য ব্যক্তিকে সুখ দুঃখ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। অতএব দুঃখের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ ও আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করাই মূর্খতার কার্য্য। কি তপস্বী, কি দেবতা, কি মহাসুর, কি ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কি বনবাসী, আপদ সকলকেই আক্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু সদসদ্বিচারজ্ঞ মহাত্মারা সেই আপদ দর্শনে কদাপি ভয়প্রাপ্ত হন না। হিমালয়ের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি পণ্ডিতগণকে কদাপি ক্রোধাবিষ্ট, বিষয়াসক্ত, অবসন্ন বা হৃষ্ট হইতে দেখা যায় না। তাঁহারা দুর্নিবার দুঃখের সময়েও শোক প্রকাশ করেন না। মহতী অর্থসিদ্ধি যাঁহাকে আনন্দিত করিতে সমর্থ হয় না, যিনি বিষম ব্যসনেও মুগ্ধ হন না এবং যিনি অবিচলিত চিত্তে সুখজনক, দুঃখজনক ও সুখদুঃখবিমিশ্রিত অবস্থা ভোগ করিয়া থাকেন, তিনিই ধুরন্ধর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, দুঃখজনক মানসিক সন্তাপ পরিহার পূর্ব্বক সন্তোষ অবলম্বন করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। অধ্যা-

র্ম্মিক ব্যক্তি যে সভায় গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মবিপ্লবনিবন্ধন ভীত না হয়, তাহাকে সভা ও তত্রত্য ব্যক্তিগণকে সভ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রকৃত সভ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্য জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। তাঁহারা মোহকালেও মুগ্ধ হন না। মহাতপা গৌতম গার্হস্থ্যাশ্রমনাশনিবন্ধন ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াও বিমোহিত হন নাই। যখন মনুষ্য মন্ত্র, বল, বীর্য্য, প্রজ্ঞা, পৌরুষ, চরিত্র, ব্যবহার বা অর্থ সম্পত্তিপ্রভাবেও অপ্রাপ্য বস্তু প্রাপ্ত হইতে পারে না, তখন কোন বস্তু প্রাপ্তি হইল না বলিয়া পরিতাপ করা নিতান্ত নিষ্ফল। বিধাতা পূর্ব্বে আমার যে যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আমি সেই সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; সুতরাং আমি মৃত্যু হইতে কিছুমাত্র ভীত হই না। মনুষ্য লব্ধব্য দ্রব্যই লাভ করিয়া থাকে, প্রাপ্তব্য সুখদুঃখই প্রাপ্ত হয় এবং গন্তব্য স্থানে গমন করে। যে মহাত্মা এই বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া মুগ্ধ না হন, তিনিই দুঃখের সময়েও নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে পারেন এবং তিনিই সমস্ত ধনের অধীশ্বর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন।

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২২৭

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমাদিগের সর্ব্ববিষয়ের উপদেষ্টা; অতএব ভূপতি বন্ধুবিয়োগ বা রাজ্যনাশ নিবন্ধন বিষম বিপদে নিপতিত হইলে, তাঁহার কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দারাপত্যবিয়োগ বা অর্থনাশনিবন্ধন ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইলে লোকের ধৈর্য্যাবলম্বন করাই বিধেয়। ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে কলেবর বিশীর্ণ হয় না। শোকশূন্য মনুষ্যের সর্ব্বদাই সুখ ও আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। আরোগ্য লাভ হইলেই দেহের কান্তিপুষ্টি হয়। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি সাত্ত্বিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন, তিনিই ধৈর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও সৎকার্য্যে উৎসাহ লাভ করিতে সমর্থ হন। এই স্থলে বলিবাসবসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাসটি পুনর্ব্বার কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে দেবাসুরের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য দেবদান-

বের জীবন নাশ হয়। পরিশেষে সেই ঘোরতর সমরানল নির্ব্বাণ হইলে দানবাধিপতি বলি ত্রিলোকের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক বলিকে বঞ্চনা করিয়া ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রদান করিলেন। দেবরাজ ত্রিলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলে, দেবগণ মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, বর্ণচতুষ্টয়ের নিয়ম সংস্থাপিত হইল; ত্রিলোক সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল এবং ভগবান্ স্বয়ম্ভু সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। ঐ সময় সুরেশ্বর পুরন্দর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, রুদ্র, বসু, আদিত্য, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, ভুজগেন্দ্র, সিদ্ধ ও অন্যান্য দেবগণে সমাবৃত হইয়া ঐরাবতনামক চতুর্দ্দন্ত বারণে আরোহণ পূর্ব্বক ত্রিলোকমধ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে সাগরতীরে এক গিরিগহ্বরে দানবাধিপতি বলিকে দৃষ্টিগোচর করিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দৈত্যেশ্বর পুরন্দরকে সুরগণের সহিত ঐরাবতপৃষ্ঠে অবস্থিত সন্দর্শন করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা অনুতপ্ত হইলেন না। পুরন্দর তাঁহাকে অবিকৃত ও নির্ভীক অবলোকন করিয়া ঐরাবতপৃষ্ঠ হইতে কহিলেন, দানবরাজ! তোমাকে যে কিছুমাত্র ব্যথিত দেখিতেছি না, ইহার কারণ কি? তুমি কি শৌর্য্য, বৃদ্ধসেবা, তপোনুষ্ঠান বা ধৈর্য্যপ্রভাবে এই প্রকার শান্তিলাভ করিয়াছ? সহসা নির্ব্বিকার হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। তুমি ইতিপূর্ব্বে পিতৃপিতামহোপভুক্ত সিংহাসনে অধিরোহণ পূর্ব্বক স্বজাতিমধ্যে প্রধানত্ব প্রাপ্ত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট বিষয়ভোগ করিয়াছিলে; কিন্তু এক্ষণে অরাতিগণ তোমাকে সিংহাসনচ্যুত ও রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তোমার সহধর্ম্মিণীকে অপহরণ করিয়াছে। তুমি বরুণের পাশে বদ্ধ ও আমার বজ্রাস্ত্রে সমাহত হইয়া আমাদিগের অধীন হইয়াছ। এক্ষণে আর তোমার সে শ্রী ও সে রূপ বিভব নাই; তথাপি যে তুমি শোকাকুল হইতেছ না, ইহার কারণ কি? এরূপ অবস্থায় অবিকৃতচিত্তে অবস্থান করা নিতান্ত সুকঠিন। তোমার কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্য! ত্রিলোকের আধিপত্য বিনষ্ট হইলে, তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

পুরন্দর গর্ব্বিতভাবে এই প্রকার পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে, দানবরাজ বলি অসম্ভ্রান্তচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুরেশ্বর! তুমি আমাকে বিস্তর তিরস্কার করিলে; কিন্তু আমি এক্ষণে সাতিশয় নিগৃহীত হইয়াছি; অতএব এ সময় আমাকে তিরস্কার করাতে তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ প্রকাশ করা হইতেছে না। আজি আমি তোমাকে বজ্র উত্তোলন পূর্ব্বক আমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে দেখিলাম। এক্ষণে, জানিলাম, তুমি

পূর্ব্বে নিতান্ত অসক্ত ছিলে ; এক্ষণে কিঞ্চিৎ সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি ভিন্ন আর কোনব্যক্তিই আমার প্রতি এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় না। শত্রু বশবর্ত্তী হইলে, যে ব্যক্তি নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকেই পুরুষ বলিয়া গণনা করা যায়। দুই ব্যক্তি পরস্পর বিবাদ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কে জয়লাভ করিবে, তাহার নিশ্চয় থাকে না। সংগ্রামে এক ব্যক্তির পরাজয় ও এক ব্যক্তির জয়লাভ হইয়া থাকে। অতএব তুমি বিক্রমপ্রভাবে সর্ব্বভূতের অধীশ্বরকে পরাজিত করিয়াছ মনে করিয়া গর্ব্বিত হইও না। তুমি ও আমি আমরা উভয়ে আমাদের ইদানীন্তন উন্নতি ও অবনতির কারণ নহি। পূর্ব্বে আমার যে প্রকার আধিপত্য ছিল, এক্ষণে তুমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছ; কিন্তু কালক্রমে তুমিও আমার ন্যায় দুরবস্থা প্রাপ্ত হইবে। অতএব তুমি আমাকে পরাজয় করিয়া দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ বিবেচনা করত আমারে অবজ্ঞা করিও না। লোকে পর্য্যায়ক্রমে সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে। তুমিও পর্য্যায়ক্রমেই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ ; ফলতঃ তুমি কার্য্যদ্বারা ত্রিলোক পরাজিত কর নাই। আমরা উভয়েই কালের বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছি ; এই জন্য আমি তোমার ন্যায় আধিপত্য প্রাপ্ত হইতে পারিতেছি না এবং তুমিও আমার ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছ না। কাল মনুষ্যকে দুঃখ প্রদান করিতে অভিলাষী হইলে, মনুষ্য কখনই পিতা মাতার শুশ্রূষা বা দেবপূজাপ্রভাবে সুখলাভ করিতে পারে না। কি বিদ্যা, কি তপস্যা, কি দান কি বন্ধুবান্ধব কেহই কালনিপীড়িত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহে। মনুষ্যগণ কালসহকারে সমুৎপন্ন বুদ্ধিবলব্যতীত শত শত উপায় দ্বারাও আগামী অনর্থের প্রতিবিধান করিতে পারে না ; কালক্রমাগত দুঃখ দ্বারা নিপীড়িত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব যখন সমুদায় কার্য্যই কালপ্রভাবে সম্পন্ন হইতেছে, তখন তুমি যে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা কর, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। লোকে যদি কার্য্যের কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে কেহই তাহার উৎপাদক থাকিত না। অতএব লোক অন্য হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে, তখন তাহাকে কি প্রকারে কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আমি কালক্রমে তোমাকে জয় করিয়াছিলাম এবং তুমিও কালক্রমে আমাকে জয় করিয়াছ। লোকে কালের বশবর্ত্তী হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য সাধনার্থ ধাবমান হইয়া থাকে। সমুদায় লোকই কালের বশীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে। একবার নিশ্চয়ই

যে প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, তাহা তুমি প্রাকৃতবুদ্ধিদ্বারা অবগত হইতে পারিতেছ না। তুমি আপনার বিক্রমপ্রভাবে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ বোধ করিয়া কেহ কেহ তোমাকে প্রশংসা করে বটে; কিন্তু আমি তাহাতে কিছুমাত্র অনুতাপ করি না। লোকপ্রবৃত্তিজ্ঞ মাদৃশ ব্যক্তিগণ দুঃখাবস্থায় আপনাদিগকে কালপীড়িত জানিতে পারিয়া কি কখন শোক ও মোহের বশীভূত হইয়া থাকে? আমার বা মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধি কি কখন কালক্রমাগত ব্যসনসময়ে ভগ্ন অর্ণবপোতের ন্যায় অবসন্ন হয়? কি আমি, কি তুমি, কি অন্যান্য ভাবী সুরপতিগণ সকলকেই পূর্ব্বতন ইন্দ্রদিগের গতি প্রাপ্ত হইতে হইবে। তোমাকে এক্ষণে অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্ন ও নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ অবলোকন করিতেছি; কিন্তু উপযুক্ত কাল সমাগত হইলে, তোমাকেও আমার ন্যায় অবস্থাপন্ন হইতে হইবে। কাল প্রভাবে বহুসহস্র ইন্দ্রের পতন হইয়া গিয়াছে; অতএব কেহই কালকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। তুমি ত্রিলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বভূতভাবন সনাতন ব্রহ্মের ন্যায় আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিতেছ। কাহারই ঐশ্বর্য্য অচল ও চিরস্থায়ী নহে। তুমি কেবল আপনার মূর্খতানিবন্ধন স্বীয় ঐশ্বর্য্য অনন্ত জ্ঞান করিতেছ। লোকে কাল কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াই অবিশ্বস্ত বিষয়ে বিশ্বাস ও অনিশ্চয় বিষয়কে নিশ্চয় বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। তুমি মোহনিবন্ধনই রাজলক্ষ্মীকে আপনার বলিয়া বোধ করিতেছ; কিন্তু কি তুমি, কি আমি, কি অন্য কোন ব্যক্তি কেহই ইহাকে চিরকাল আয়ত্ত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় না। ইনি পূর্ব্বে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য ব্যক্তিকে আশ্রয় ও পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার নিকট অবস্থান করিতেছেন বটে; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে গাভী যে প্রকার এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গমন করে, সেইরূপ নিশ্চয়ই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবেন। তোমার পূর্ব্বে অসংখ্য ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং তোমার পরেও অনেকে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন। পূর্ব্বে যাঁহারা এই বৃক্ষৌষধিপরিপূর্ণ নানারত্নসম্পন্ন সসাগরা পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সকলেই নেত্রপথের বহির্ভূত হইয়াছেন। পৃথু, ঐল, ময়, ভীম, নরক, শম্বর, অশ্বগ্রীব, পুলোমা, রাহু, অমিতধ্বজ, প্রহ্লাদ, নমুচি, দক্ষ, বিপ্রচিত্তি, বিরোচন, হ্রীনিষেধ, সুহোত্র, ভূরিহা, পুষ্পবান, বৃষ, সত্যেপ্সু, ঋষভ, বাহু, কপিলাশ্ব, বিরূপক, বাণ, কার্ত্তস্বর, বহ্নি, বিশ্বদংষ্ট্র, নৈঋতি, সঙ্কোচ, বরীতাক্ষ, বরাহ, অশ্ব, রুচিপ্রভ, বিশ্বজিৎ, প্রতিরূপ বৃষাণ্ড, বিক্ষর, মধু,

হিরণ্যকশিপু ও কৈটভপ্রভৃতি মহাবলশালী অসংখ্য দৈত্যদানবগণ ও বহুসংখ্যক রাক্ষসগণ রাজ্যাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই কালক্রমে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। অতএব কালই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। হে সুররাজ! তুমিই একাকী যে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ, এমন নহে। ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রগণ সকলেই শতক্রতুর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সকলেই ধর্ম্মশীল, যজ্ঞে দীক্ষিত, বিমানচারী, সম্মুখ সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ, অস্ত্রবলসম্পন্ন, মায়াধারী ও কামরূপী ছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই বাহু পরিঘের ন্যায় আয়ত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহারা সকলেই দাক্ষায়ণীগর্ভসম্ভূত, মহাবল পরাক্রান্ত, তেজঃপুঞ্জকলেবর, মহাপ্রতাপশালী, সত্যব্রত ও বেদব্রতপরায়ণ, সমুদায় শাস্ত্রে পারদর্শী এবং যথেষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন, আর সকলেই উপযুক্ত পাত্রে ধনদান করিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কখন ধনদর্প বা মাৎসর্য্য দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যাহা হউক, কালের নিকট কেহই অব্যাহতি পাইতে পারে না। তাঁহাদিগকেও করাল কাল কবলে নিপতিত হইতে হইয়াছে। হে পাকশাসন! এই বসুমতীর উপভোগ সমাপ্তি হইলে যখন তোমাকে ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, তখন তুমিও স্বীয় শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারিবে না। অতএব ভোগবাসনা ও ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব পরিত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য। আমার ন্যায় রাজ্যচ্যুত হইলে তোমাকেও শোকদুঃখ সহ্য করিতে হইবে; অতএব তুমি শোকের সময় শোক ও আনন্দের সময় আনন্দে অভিভূত হইও না। অতীত ও অনাগত বিষয়ের চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমি আলস্য পরিহার করিয়া সর্ব্বদা স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতাম; অতএব কাল যখন আমাকেও আক্রমণ করিয়াছে, তখন অবিলম্বে তোমাকেও আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই; অতএব ক্ষান্ত হও। তুমি আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া আমার ত্রাসোৎপাদন করিতে যত্নবান হইতেছ এবং আমি নিপীড়িত হইয়াছি বলিয়াই আত্মাভিমান প্রকাশ করিতেছ। আমি পূর্ব্বে কালকর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়াছি বলিয়াই তুমি আমার নিকট মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে, সেই কাল তোমারও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। পূর্ব্বে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামসাগরে অবতীর্ণ হইলে, আমার সম্মুখে কে অবস্থান করিতে পারিত? এক্ষণে তোমার সৌভাগ্য সমুদিত হইয়াছে

বলিয়াই তুমি আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছ। এক্ষণে তুমি সুরলোকে ইন্দ্রত্ব করিতেছ, কিন্তু তোমারও সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইবে। তখন আমি যে প্রকার ইন্দ্রপদবী হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অসুখে কালযাপন করিতেছি, তোমাকেও এইরূপ কালযাপন করিতে হইবে। তুমি কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক এই বিচিত্র জীবলোকের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হও নাই এবং আমিও কোন অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই। কালের প্রভাবেই তোমার উন্নতি এবং আমার অবনতি হইয়াছে। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কি ঐশ্বর্য্য, কি অনৈশ্বর্য্য, কি সুখ, কি দুঃখ, কি জন্ম, কি মৃত্যু কিছুতেই সমধিক প্রীত বা ব্যথিত হন না। আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছি; তবে তুমি কি নিমিত্ত লজ্জাবিহীন হইয়া আমাকে তিরস্কার করিতেছ। ইতিপূর্ব্বেই তুমি আমার পরাক্রমের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার রণস্থলে পরাক্রমপ্রকাশই তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রহিয়াছে। পূর্ব্বে আমি আদিত্য, রুদ্র, সাধ্য, বসু ও মরুতগণকে পরাজয় করিয়াছিলাম। দেবাসুরের সংগ্রাম কালে সুরগণ যে আমার নিকট পরাজয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তোমার অবিদিত নাই। আমি বারংবার তোমার মস্তকে হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ বহুকাননসম্পন্ন পর্ব্বত সকল চূর্ণ করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে কি করি, কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। যদি কাল আমাকে আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে আমি এক মুষ্টিপ্রহারে তোমাকে তোমার বজ্রের সহিত নিপাতিত করিতে পারিতাম। যাহা হউক, এক্ষণে আমার বিক্রমপ্রকাশের সময় নহে, ক্ষমা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; এই জন্যই তোমার তিরস্কারবাক্য সমুদায় সহ্য করিলাম। আমি কালাগ্নিপরিবেষ্টিত ও কালপাশে বদ্ধ হইয়াছি বলিয়াই তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছ। দুরতিক্রমণীয় কালরূপী ভীষণ পুরুষ পশুর ন্যায় আমাকে বন্ধন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। লাভালাভ, সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু ও বন্ধনমোক্ষ সমস্তই কালক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকে। তুমি বা আমি আমরা কেহই কোন বিষয়ের কর্ত্তা নহি। কালই সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তা। সেই কাল আমাকে তরুস্থিত ফলের পরিপকাবস্থায় সমানীত করিয়াছে। পুরুষ এক সময় যে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সুখ লাভ করে, কালক্রমে সেই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই তাহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব যে ব্যক্তি কালের মহিমা পরিজ্ঞাত থাকে,

কাল তাহাকে আক্রমণ করিলে, তাহার শোকপ্রকাশ করা কখনই উচিত নহে। বিশেষতঃ শোকপ্রকাশ করিলে, কদাপি দুঃখের উপশম হয় না, প্রত্যুত সামর্থ্যেরই হ্রাস হইয়া থাকে; এই জন্যই আমি শোক পরিত্যাগ করিয়াছি।

ভগবান্ ইন্দ্র দানবাধিপতি বলির এইরূপ বাক্য শ্রবণে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, দৈত্যেশ্বর! বরুণের পাশ ও আমার বজ্রসমবেত বাহু সমুদ্যত দেখিয়া অন্যের কথা কি বলিব, জিঘাংসাপরতন্ত্র মৃত্যুকেও ব্যথিত হইতে হয়। কিন্তু তুমি আপনার তত্ত্বদর্শিতাপ্রভাবে এক্ষণে কিছুমাত্র ব্যথিত হইতেছ না, অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তুমি ধৈর্য্যপ্রভাবেই ব্যথা নিবারণ করিয়াছ। কোন্ ব্যক্তি এই জগৎকে বিনশ্বর অবগত হইয়া অর্থ ও কলেবরের প্রতি বিশ্বাস করিয়া থাকে? আমিও তোমার ন্যায় সমস্ত লোককে অনিত্য গূঢ় কালাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত বলিয়া পরিজ্ঞাত আছি। ইহলোকে কি প্রধান, কি অপ্রধান সকলকেই কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হয়। কেহই কালের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। কেহই কালের ঈশ্বর নাই। কাল অপ্রমত্তভাবে সতত জীবগণকে শাসন করিতেছে। কাল সাবধান হইয়া প্রমত্ত ব্যক্তির নিকট জাগরিত রহিয়াছেন। কাল সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি সকলের প্রতি সমভাবে আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। কি পূর্ব্বতন, কি অধুনাতন কোন ব্যক্তিই উহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। বণিকেরা যেরূপ আপনাদিগের লভ্য দ্রব্য সকল একত্রিত করিয়া থাকে, সেইরূপ কাল কাষ্ঠা, কলা, ক্ষণ, প্রহর, দিবারাত্রি ও মাসপ্রভৃতি স্বীয় সূক্ষ্মাংশ সকল একত্রিত করিয়া স্থূল করিতেছে। কালের কখনই কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। অনেকে আজি আমি এই কার্য্য ও কল্য এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব বলিয়া নিশ্চয় করিয়া কালপ্রভাবে আপনাদিগের অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিবার পূর্ব্বেই কালকবলে নিপতিত হইয়া থাকে। কালসমাক্রান্ত প্রাণীদিগের মুখে "আমি ইতিপূর্ব্বেই ইহাকে দর্শন করিয়াছি, আহা! কি প্রকারে ইহার মৃত্যু হইল" এইরূপ বিলাপবাক্য সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাণীদিগের অর্থ, ভোগ, স্থান, ঐশ্বর্য্য ও জীবন কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কাল সমুদায়ই হরণ করিয়া থাকে। বস্তুর নিপাত ও বিদ্যমান বস্তুর ধ্বংস নিশ্চই হইবে। বস্তুতঃ সকল পদার্থই অনিত্য, এই প্রকার অবধারণ করা নিতান্ত সুকঠিন।

যাহা হউক, সমস্ত জগৎকে কালের বশীভূত ও অনিত্য বলিয়া নিশ্চয়

করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। তোমার বুদ্ধি নিতান্ত অচল ও তত্ত্বদর্শনপরায়ণ; এই জন্যই তোমাকে ব্যথিত হইতে হয় না। পূর্ব্বে তুমি যে, ত্রিলোকের অধীশ্বর ছিলে, এক্ষণে উহা একবার মনেও করিতেছ না। কাল কি জ্যেষ্ঠ, কি কনিষ্ঠ সকলকেই আক্রমণ পূর্ব্বক সংহার করিয়া থাকে। মানবগণ প্রতিনিয়ত কালকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াও ইহার প্রভাব জানিতে না পারিয়া ঈর্ষা, অভিমান, লোভ, কাম, ক্রোধ, ভয়, স্পৃহা ও মোহে আসক্ত হয়। কিন্তু তুমি আপনার তপোনুষ্ঠান, তত্ত্বজ্ঞান ও বিদ্যাবলে করস্থিত আমলকের ন্যায় কালকে উত্তমরূপে দর্শন করিতেছ। তোমাকেই কালনিয়মজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, কৃতাত্মা ও পণ্ডিতদিগের পূজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বোধ হয়, তুমি বুদ্ধিবলে সমুদায় লোক অবগত হইয়া ও সর্ব্বত্র বিহার করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছ। বিষয়ানুরাগ মোহ ও কখনই তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। তোমার আত্মা প্রীতি ও সন্তাপপরিবর্জ্জিত। আমি তোমাকে সর্ব্বভূতের সুহৃদ্, বৈরভাবশূন্য ও শান্তান্তঃকরণ দেখিয়া তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি। ভবাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বন্ধনদশায় সংহার করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। এক্ষণে তোমার প্রতি আমার দয়ার সঞ্চার হইয়াছে। আমি তোমার প্রতি আর নৃশংস ব্যবহার করিব না; তোমার শ্রেয়োলাভ হউক। কালক্রমে প্রজাবর্গ অধার্ম্মিক হইলে তুমি এই সমুদায় বারুণ পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। যখন পুত্রবধূ শ্বশ্রূকে এবং পুত্র মোহনিবন্ধন পিতাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে; শূদ্রগণ নির্ভয়চিত্তে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পাদধাবন ও ব্রাহ্মণীতে গমন করিবে; পুরুষগণ অযোনিতে বীর্য্য নিক্ষেপ করিবে; কাংস্যপাত্রদ্বারা সংমার্জ্জনীসংমার্জ্জিত ধূলি নিক্ষিপ্ত ও অপবিত্র পাত্রদ্বারা পূজোপকরণ সমানীত হইবে এবং যখন বর্ণচতুষ্টয় নিয়মশূন্য হইয়া উঠিবে, তখন তুমি এক একটি করিয়া সমস্ত পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। অতঃপর আমা হইতে তোমার আর কোন শঙ্কা নাই। তুমি সুস্থচিত্ত ও নিরাময় হইয়া সুখে সময় প্রতীক্ষা কর। ঐরাবতসমারূঢ় দেবরাজ ইন্দ্র দানবাধিপতি বলিকে এই কথা বলিয়া অন্যান্য অসুরদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক ত্রৈলোক্যের একাধিপত্য লাভ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। সেই সময় মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণ দেবরাজের নিকট অমৃত সম-

র্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মহাতেজস্বী বাসব এই প্রকারে দানব- দিগকে সংহার পূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে সুরলোকে গমন করিলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২২৮।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকের ভাবী সম্পদ ও বিপদের পূর্ব্ব- লক্ষণ কি? তাহা ব্যক্ত করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! চিত্তই মনুষ্যগণের ভাবীসম্পদ ও বিপদের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দেয়। এই স্থলে লক্ষ্মীবাসবসংবাদনামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মার ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর পাপশূন্য মহাতপা নারদ আপনার অসাধারণ তপোনুষ্ঠানের ফলে ব্রহ্মলোকনিবাসী ঋষিগণের তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত লোক সন্দর্শন পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে ত্রিলোকমধ্যে পরিভ্রমণ করি- তেন। এক দিন তিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবগাহন করিবার নিমিত্ত ধ্রুবলোকে গঙ্গাপুলিনে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় শম্বর- নিহন্তা কুলিশপাণি দেবরাজ ইন্দ্রও সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে একত্র স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া অতি সূক্ষ্ম সুবর্ণময় বালুকায় পরিপূর্ণ তীরভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক দেবর্ষিগণকথিত পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ মরীচি- মালীর পূর্ণ মণ্ডল সমুদিত হইল। তখন তাঁহারা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভক্তি- ভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং ভাস্করের অভিমুখে অপর ভাস্করের ন্যায় আর একটি জ্যোতির্ম্মণ্ডল দেখিতে পাইলেন। সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের প্রভায় ত্রিলোক উদ্ভাসিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবর্ষি নারদ অনিমেষলোচনে উহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলে, তাঁহারা নক্ষত্রসপ্রভ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃতা মুক্তামালাধারিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে মনোহরবেশা অপ্সরোগণের অগ্রে অগ্রে অনলশিখার ন্যায় আগমন করিতে দেখিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কমলবাসিনী কমলা বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিলোকেশ্বর ইন্দ্র ও দেবর্ষি নারদের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মী সমাগত হইলেই দেবরাজ ইন্দ্র নারদের সহিত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলি-

পুটে বিনীতভাবে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, চারুহাসিনি! আপনি কে? কোন্ স্থান হইতে কি নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিলেন এবং কোন্ স্থানেই বা আপনাকে গমন করিতে হইবে? তাহা ব্যক্ত করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! এই বিশ্বসংসারমধ্যে কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলেই আমারে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া থাকে। আমি সমুদায় লোকের ভূতির নিমিত্ত দিনকরকিরণবিকসিত কমল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি। আমি পদ্মা, লক্ষ্মী, ভূতি, শ্রী, শ্রদ্ধা, মেধা, সন্নতি, বিজিতি, স্থিতি, ধৃতি, সিদ্ধি, স্বাহা, স্বধা, নিয়তি ও স্মৃতি এবং আমি তোমার সম্পত্তিস্বরূপ। আমি জয়শীল ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিগণের সেনামুখ, ধ্বজ, রাজ্য ও অন্তঃপুরে এবং সংগ্রামে পলায়নপরাঙ্মুখ, জয়শালী, সত্যবাদী, ধর্ম্মশীল, সুবুদ্ধি, ব্রহ্মনিষ্ঠ, দানশীল বীরগণের নিকট অবস্থান করিয়া থাকি। আমি পূর্ব্বে সত্যধর্ম্মপ্রভাবে সংযত হইয়া দানবদিগের নিকট অবস্থান করিয়াছিলাম; এক্ষণে তাহাদিগের বুদ্ধি বিপর্য্যয় অবলোকন করিয়া সম্প্রতি তোমার নিকট অবস্থান করিতে বাসনা করিয়াছি।

পুরন্দর কহিলেন, দেবি! আপনি কি নিমিত্ত দানবদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং কি অপরাধেই বা এক্ষণে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আগমন করিলেন?

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! যাহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ, ধৈর্য্যশীল ও স্বর্গলাভে অনুরক্ত, আমি সেই সমুদায় পুরুষের প্রতি অনুরক্ত থাকি। পূর্ব্বে দৈত্যগণ দান, অধ্যয়ন, সত্য, যজ্ঞানুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনা এবং গুরু ও অতিথিগণের সৎকারবিষয়ে বিশেষরূপ, আসক্ত ছিল। তাহারা গৃহমার্জ্জনতৎপর, জিতেন্দ্রিয়, হোমপরায়ণ, গুরু শুশ্রূষানিরত, দান্ত, ব্রাহ্মণের হিতকারী, শ্রদ্ধান্বিত, জিতক্রোধ ও অসূয়াবিহীন হইয়া যত্ন পূর্ব্বক পুত্রকলত্র ও অমাত্যগণের প্রতিপালন করিত। তাহারা কথনই পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিত না। কেহই পরস্ত্রীদর্শনে কাতর হইত না। সকলেই দাতা, গৃহীতা, মান্য, বিনয়জ্ঞ, প্রসাদগুণসম্পন্ন, সরল, দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ, ভৃত্য ও অমাত্যবর্গের পরিতোষক, কৃতজ্ঞ, প্রিয়বাদী, লজ্জাশীল, যতব্রত, সুস্নাত, সুগন্ধচর্চ্চিত, বিদ্যালঙ্কারবিভূষিত, উপবাসনিরত, তপঃপরায়ণ, বিশ্বস্ত, ব্রহ্মবাদী এবং সমুচিত মান ও অর্থ সংগ্রহে যত্নবান্ ছিল। তাহারা সকলেই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিত। কেহই প্রাতঃকালে শয়ন, দিবসে নিদ্রাসেবন এবং যামিনীযোগে

দধি ও শক্তু ভোজন করিত না। তাহারা প্রযত ও ব্রহ্মবাদী হইয়া প্রাতঃকালে ঘৃত ও মাঙ্গল্য বস্তু দর্শন, ব্রাহ্মণগণের পূজা, নিশীথসময়ে শয়ন, দীন, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, পীড়িত ও যোষিদ্‌গণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ও তাহাদিগকে অর্থদান এবং ভীত, বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন, ব্যাধিযুক্ত, কৃশ, হৃতসর্ব্বস্ব ও দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা আশ্বাস প্রদান করিত। পরস্পর হিংসাপরবশ হইয়া ধর্ম্মের অতিক্রম করিত না। সর্ব্বদা তপস্যায় আসক্ত এবং গুরু ও বৃদ্ধগণের সেবায় নিরত থাকিত। দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিদিগের যথাবিধি সৎকার ও তাহাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিত। উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন ও পরস্ত্রীগমনে পরাঙ্মুখ ছিল। সর্ব্বজীবের প্রতি আপনার ন্যায় দয়া প্রকাশ করিত। শূন্য স্থানে, পশুযোনিতে বা অযোনিতে অথবা পূর্ব্বকালে বীর্য্য পরিত্যাগ করিত না। সকলেই দান, দক্ষতা, সরলতা, উৎসাহ, অনহঙ্কার, সৌহার্দ্দ্য, তপস্যা, শৌচ, করুণা, প্রীতিকর বাক্য ও মিত্রগণের প্রতি অদ্রোহপ্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণসকলে বিভূষিত ছিল। নিদ্রা, অসম্প্রীতি, অসূয়া, অনবধানতা, বিষাদ ও অন্যান্য স্পৃহা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

পূর্ব্বে দানবগণ এই প্রকার গুণশালী হওয়াতে আমি সৃষ্টির আরম্ভ অবধি অনেক যুগপর্য্যন্ত তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। কালক্রমে এক্ষণে তাহারা ঐ সকল গুণ পরিহার পূর্ব্বক কাম ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়াছে। ধর্ম্ম তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধ সভাসদ্‌গণ ধর্ম্মকথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলে, যুবকগণ তাহাদিগের প্রতি উপহাস ও ঈর্ষা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্মশীল বৃদ্ধগণ উপবিষ্ট যুবকগণের সমীপে সমাগত হইলে, তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় অভ্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা তাঁহাদিগের সম্মান করে না। পিতা বিদ্যমান থাকিতে পুত্র প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতেছে। অনেকে বেতনব্যতীত দাসত্ব স্বীকার করিয়া লজ্জাবিহীন হইয়া আপনাদিগের নাম প্রখ্যাপিত করিতেছে এবং ধর্ম্মরহিত গর্হিত কার্য্য দ্বারা বিপুল ধনোপার্জ্জন করিতে অভিলাষী হইয়াছে। যামিনীযোগে, তাহাদিগের চীৎকারধ্বনি শ্রুত এবং পাবকের প্রভা মন্দীভূত হইয়া থাকে। পুত্র পিতার ও স্ত্রী পতির আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে না। সকলেই অপত্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। মাতা, পিতা, গুরু, বৃদ্ধ, আচার্য্য ও অতিথিগণকে শ্রদ্ধা করিতেছে না। ভিক্ষা প্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও গুরুদিগের সৎকার না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাদিগের পাচকগণ সর্ব্বদা অশুচি হইয়া

পাককার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া এবং তাহারা গুরুদিগের নিষেধবাক্য শ্রবণ না করিয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও অনাচ্ছাদিত অন্ন ভোজন করিতেছে। তাহাদিগের ধান্য সমুদায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ এবং মুক্ত অনাবৃত হইয়া কাক ও মূষিকের উচ্ছিষ্ট হইতেছে। তাহারাও উচ্ছিষ্ট হস্তে ঘৃত স্পর্শ করিয়া থাকে। তাহাদিগের গৃহিণীগণ কুদ্দাল, দাত্র, পেটক, কাংস্য পাত্র ও অন্যান্য গৃহোপকরণ সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকিলেও তৎসমুদায়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করে। প্রাচীর বা গৃহ ভগ্ন হইলে কেহই আর তাহারসংস্কার করে না। সকলেই পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে তৃণজল প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয় এবং ভৃত্যগণ ও সম্মুখস্থিত বালকদিগকে বঞ্চিত করিয়া ভোজ্য বস্তু ভোজন করে। তাহারা বৃথামাংস ভোজন নিরত এবং কেবল আপনাদিগের আহারার্থ পায়স, তিলান্ন ও শষ্কুলি প্রভৃতি পিষ্টক সকল পাক করাইয়া থাকে। সূর্য্যোদয় হইলেও কেহই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে না। তাহাদিগের প্রতিগৃহে দিবারাত্রি কলহ হইয়া থাকে। উপবিষ্ট মান্য ব্যক্তিকে কেহই আর সম্মান করে না। সকলেই ধর্ম্মচ্যুত হইয়া আশ্রমবাসীদিগের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছে। শৌচনানুষ্ঠানে কাহারও আস্থা নাই। তাহাদিগের মধ্যে জাতিসঙ্করের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহারা আর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের বিশেষ সম্মান ও বেদবিহীন ব্রাহ্মণদিগের শাসন করে না। দাসীগণ দুর্জ্জনাচরিত ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া হার বলয়াদি নানাবিধ অলঙ্কার ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যোষিদগণ পুরুষবেশ এবং পুরুষগণ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া ক্রীড়া বিহারাদিতে মহানন্দ প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বপুরুষগণ উপযুক্ত পাত্রে ধন প্রদান করিলে, পুত্রপৌত্রাদিগণ তাহার ফল ভোগ করে; কিন্তু নাস্তিকতানিবন্ধন তাহাদিগের মধ্যে কেহই আর সে ফলভোগে অধিকারী হইতেছে না। কাহার কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে, সে অতি বিশ্বাসের পাত্র মিত্রের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহাকে সেই দ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করে। অনেকে অতি অল্পমাত্র ধনদ্বারা সন্তুষ্ট সমুত্থানে প্রবৃত্ত হইয়া মিত্রগণের অপরিমিত ধন অপহরণ করিতেছে। সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিগণও পরধন অপহরণ করিবার নিমিত্ত ক্রয় বিক্রয়কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শূদ্রগণ তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অনেকেই বিনানিয়মে এবং কেহ কেহ বা বৃথানিয়ম ধারণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেছে। শিষ্যগণ গুরুসেবায় পরাঙ্মুখ হইয়াছে। গুরুগণ শিষ্যের সহিত সখ্যব্যবহার করিতেছেন। বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্রের উপর প্রভুত্ব

প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগের নিকট দীনভাবে ভোজনদ্রব্য প্রার্থনা করিতেছেন। সাগরসদৃশ গাম্ভীর্য্যশালী বেদবিদগ্রগণ্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কৃষ্যাদি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মূর্খেরা শ্রাদ্ধান্নভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আচার্য্যগণ শিষ্যের মতানুসারে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহাদিগকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও তাহাদিগের বাক্যানুসারে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছেন। কুলবধূগণ শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সমক্ষেই ভৃত্যবর্গের শাসন ও স্বামীকে আহ্বান পূর্ব্বক গর্ব্বিতভাবে তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া থাকে। পিতা অতি যত্নপূর্ব্বক পুত্রের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেকে রোষভরে ধন বিভাগ করিয়া পুত্রগণকে প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছেন। কোন ব্যক্তির ধন রাজা বা তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত অথবা অগ্নিদাহে দগ্ধ হইলে তাহার বন্ধুগণও বিদ্বেষপ্রভাবে তাহার প্রতি উপহাস করে। ফলতঃ দানবকুলে সকলেই কৃতঘ্ন, নাস্তিক, পাপাত্মা, গুরুদারাপহারী, অভক্ষ্য ভক্ষণে অনুরক্ত, নিয়মবিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে।

হে দেবরাজ! দানবগণ এক্ষণে এই প্রকার অনাচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে আর আমি তাহাদিগের নিকট অবস্থান করিব না স্থির করিয়া স্বয়ং তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার সংবর্দ্ধনা কর, তাহা হইলে সকল দেবতাই আমার সম্মান করিবেন। আমি যে স্থানে অবস্থান করিয়া থাকি, আমার প্রিয়সহচরী জয়া, আশা, শ্রদ্ধা, ধৃতি, ক্ষান্তি, বিজিতি, সন্নতি ও ক্ষমা এই অষ্ট দেবীও সেই স্থানে অবস্থিতি করেন। উঁহাদিগের মধ্যে জয়াই সর্ব্বাগ্রগণ্য। সম্প্রতি আমি উঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া অসুরগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমি অতঃপর ধর্ম্মপরায়ণ দেবগণের মধ্যে অবস্থান করিতে অভিলাষ করি।

দেবী লক্ষ্মী এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ ও বৃত্রাসুরনিহন্তা পুরন্দর উভয়ে তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অগ্নিসখা সমীরণ সুগন্ধী ও সুখস্পর্শ হইয়া দেবগণের প্রতিগৃহে মন্দ মন্দভাবে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলেন। প্রায় সমুদায় দেবতাই লক্ষ্মীর সহিত সমাসীন পুরন্দরকে সন্দর্শন করিবার অভিলাষে অতি পবিত্র স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র লক্ষ্মী ও স্বীয় সুহৃদ্ দেবর্ষি নারদ সমভিব্যাহারে হরিদশ্বসংযুক্ত রথে সমারূঢ় ও সুরগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সভামধ্যে গমন করিলেন।

ঐ সময় দেবর্ষি নারদ বাসবের মনোগত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া লক্ষ্মীর সম্মানবর্দ্ধনার্থ মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। তখন স্বর্গ হইতে অমৃতবৃষ্টি হইতে লাগিল। দুন্দুভি সকল স্বয়ং ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দিক্ সমুদায় প্রসন্ন হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইল। জলধর যথাসময়ে শস্যার্থ জল বর্ষণ করিতে লাগিল। কেহই আর ধর্ম্ম পথ হইতে বিচলিত হইল না। মর্ত্ত্য লোকের মঙ্গলবিধানার্থ বসুন্ধরা বিবিধ রত্নের আকর ও বেদধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মানবমাত্রেই সৎকার্য্যে আসক্ত, মনস্বী ও পুণ্যকার্য্যপরায়ণ হইল। দেবতা, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ মহাসমৃদ্ধিশালী উদারস্বভাব হইয়া উঠিলেন। পাদপগণ পবনপ্রভাবে পরিচালিত হইলেও তৎসমস্ত হইতে অকালে ফলের কথা কি বলিব, কুসুমপর্য্যন্ত নিপতিত হইল না। ধেনু সমুদায় দুগ্ধবতী ও কামদুঘা হইয়া উঠিল। নিষ্ঠুরবাক্য একবারে তিরোহিত হইল।

হে ধর্ম্মরাজ! এই প্রকারে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ লক্ষ্মীর সম্মান বর্দ্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহারা ব্রাহ্মণসভায় সমবেত হইয়া ইহা পাঠ করেন, তাঁহারা পূর্ণমনোরথ হইয়া লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। তুমি যে সম্পত্তি ও বিপত্তির পূর্ব্ব রূপের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহার উদাহরণস্বরূপ উৎকৃষ্ট ইতিহাস বর্ণন করিলাম; তুমি স্থিরচিত্তে ইহার যথার্থ তত্ত্ব অবধারণ কর।

একোনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২২৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে কি প্রকার চরিত্র, আচার, আর বিদ্যা ও পরাক্রমসম্পন্ন হইলে, ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ অল্পাহারনিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণই মায়াপ্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মপদ লাভ করেন। আমি এই উপলক্ষে মহাত্মা জৈগীষব্যদেবলসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

এক দিন মহাতপা অসিতদেবল সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা হর্ষক্রোধপরিবর্জ্জিত ভগবান্ জৈগীষব্যকে কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি স্তুতিবাদদ্বারা পরিতুষ্ট ও নিন্দাবাক্যদ্বারা ক্রুদ্ধ হন না। অতএব জিজ্ঞাসা করি, আপনার

প্রজ্ঞা কি প্রকার? আর কোথা হইতে উহা লাভ করিলেন এবং উহার ফলই বা কি?

মহামতি দেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মহাতপা জৈগীষব্য মহার্থসংযুক্ত অসন্দিগ্ধ পবিত্র বাক্যে, তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, তপোধন! বিশুদ্ধকর্ম্মা ব্যক্তিগণ যে প্রজ্ঞাপ্রভাবে উৎকৃষ্ট গতি ও শান্তি লাভ করেন, আমি তোমার নিকট সেই প্রজ্ঞার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা স্তুতি ও নিন্দা এই উভয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্যকৃত স্তুতিনিন্দা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন না। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাই বিপক্ষকর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হন না এবং বিনাশোদ্যত ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে বাসনা করেন না। অনাগত ও অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক না করিয়া উপস্থিত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন। কোনক্রমেই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হন না। পূজাকাল সমাগত হইলে, ব্রতনিরত হইয়া সাধ্যানুসারে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করেন। কায়মনোবাক্যে কখন কাহার অপকার বা সমকক্ষের প্রতি ঈর্ষা করেন না এবং অন্যের সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া কখনই অনুতাপিত হন না। যাঁহারা অন্যের নিন্দা ও প্রশংসা না করেন, তাঁহাদিগকে কখনই অন্যকৃত নিন্দা ও প্রশংসা শ্রবণ করিতে হয় না। সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী প্রশান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরাই হর্ষ, ক্রোধ ও পরাপকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবকে দেহ হইতে পৃথক্ বিবেচনা করত পরম সুখে বিচরণ করিতে পারেন। যাঁহাদিগের এক জনও বান্ধব বা বিপক্ষ নাই এবং যাঁহারা কাহারও বন্ধু বা বিপক্ষ নহেন, তাঁহারা সতত পরম সুখে কালযাপন করিতে পারেন। যাহারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন; আর যাঁহারা ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করে, তাহারা সর্ব্বদাই বিষাদ প্রাপ্ত হয়। আমি এক্ষণে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছি; অতএব কি জন্য নিন্দিত হইয়া নিন্দুক ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত ও প্রশংসিত হইয়া প্রশংসাকারীর প্রতি পরিতুষ্ট হইব। যে ব্যক্তি যাহা হইতে যে দ্রব্যের বাসনা করে, সেই ব্যক্তি তাহা হইতে তাহাই প্রাপ্ত হউক; তাহাতে আমার কিছুমাত্র লাভালাভ হইবে না। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ অবমানিত হইলে অবমানকে অমৃতের ন্যায় বোধ করিয়া পরিতুষ্ট ও সম্মানিত হইলে সম্মানকে বিষতুল্য বিবেচনা করিয়া উদ্বেজিত হন। সর্ব্বদোষবিমুক্ত মহাত্মা অন্যকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া সুখে নিদ্রাসুখ অনুভব করেন; কিন্তু

যে ব্যক্তি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, সে ব্যক্তি নিদ্রিত হইতে পারে না। যে মহাত্মারা উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হন, এই প্রকার নিয়মাবলম্বী তাঁহাদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ হয়। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ নিষ্কাম হইয়া শাস্ত্রানুসারে সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে মায়াপ্রপঞ্চাতীত পরম পদ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কেহই তাহার পদ গ্রহণ করিতে পারে না।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৩০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ ব্যক্তি এই পৃথিবীমণ্ডলে সর্ব্বলোকের প্রিয়, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, তাহা ব্যক্ত করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহামতি বাসুদেব উগ্রসেনের নিকট নারদের বিষয় যাহা কহিয়াছিলেন, আমি এই স্থানে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদিন উগ্রসেন কেশবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! সমুদায় লোকই দেবর্ষি নারদের গুণগাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। অতএব তাঁহাকে অবশ্যই সর্ব্বগুণসম্পন্ন বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি তাঁহার গুণ সকল কীর্ত্তন কর। তখন কেশব কহিলেন, মহাত্মন্! আমি দেবর্ষি নারদের যে সমুদয় সদ্‌গুণ পরিজ্ঞাত আছি, তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি যে প্রকার সচ্চরিত্র, তদনুরূপ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন। তথাপি তিনি স্বীয় সচ্চরিত্রের অণুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ করেন না। ক্রোধ, চপলতা, ভয় ও দীর্ঘসূত্রিতা তাঁহার দেহ হইতে একবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। তিনি সকলেরই উপাস্য। কাম বা লোভবশতঃ তিনি কদাপি বাক্যের অন্যথা করেন না। তিনি অধ্যাত্মবেত্তা, শক্তিমান্, ক্ষমাসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, সরল, সত্যবাদী, তেজস্বী, যশস্বী, বুদ্ধিমান্, বিনয়ী, জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, সুশীল, লজ্জাশীল, বাগ্মী, মৃদুভাষী, সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ, সুন্দরবেশধারী, পবিত্রান্নভোজননিরত, পবিত্র, সদালাপী ও ঈর্ষাপরিবর্জ্জিত। তিনি সতত সকলের শ্রেয়োবিধান করিয়া থাকেন। তাঁহার কলেবরে পাপের লেশমাত্র নাই। তিনি অন্যের অনর্থে সন্তুষ্ট হন না। বেদশ্রবণ ও বেদোচ্চারণ দ্বারা বিষয়কামনা জয় করিতে বাসনা করেন। তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই। তিনি সকলকেই সমান জ্ঞান ও সকলের অভিলাষানুরূপ বাক্যবিন্যাস করিয়া

থাকেন। তিনি বহুশাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, বিচিত্রভাষী এবং কামনা, শঠতা, দীনতা, ক্রোধ ও লোভবিহীন। তিনি জন্মাবধি অর্থ বা কামের নিমিত্ত কাহারও সহিত কখন বিবাদ করেন নাই। তাঁহার দোষ সকল দূরীভূত হইয়াছে। তিনি দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন ও ভ্রমপ্রমাদপরিবর্জ্জিত; অর্থ বা কামে তাঁহার কিছুই যত্ন নাই। তিনি সংসর্গশূন্য হইয়াও সংসর্গীর ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন। তিনি মনুষ্যগণের ভিন্ন ভিন্ন চিত্তবৃত্তি সন্দর্শন করেন; কিন্তু কখন কাহারও নিন্দা বা আত্মশ্লাঘা করিতে প্রবৃত্ত হন না। কদাচ কোন শাস্ত্রে অসূয়া প্রদর্শন ও বৃথা কালহরণ করেন না, এবং আপনার নীতি অবলম্বন করিয়াই কালযাপন করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা বহু পরিশ্রম করিয়া যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন; তথাপি সমাধি হইতে নিবৃত্ত হন নাই। তিনি সততই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন; কিন্তু কখনই তাঁহার অনবধানতা দৃষ্ট হয় না। লোকে তাঁহাকে মঙ্গলকার্য্যেই নিযুক্ত করে। তিনি কখন কাহারও গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করেন না, এবং অর্থপ্রাপ্তি হইলে হৃষ্ট বা অর্থপ্রাপ্তি না হইলে দুঃখিত হন না। এই জন্যই সর্ব্বলোকে সর্ব্বস্থানে তাঁহার সম্মান করিয়া থাকে। এই প্রকার সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিই সকলের প্রিয়পাত্র হয়।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৩১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সর্ব্বজীবের আদি, অন্ত, ধ্যান, কার্য্য, কাল ও যুগভেদে আয়ুর তারতম্য কি প্রকার এবং কি হইতেই বা তাহাদিগের সদগতি, অসদগতি, উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে। এই সকল জ্ঞাত হইতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে। অতএব যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কীর্ত্তন করুন। মহাতপা ভরদ্বাজের মুখে ভৃগুকথিত নীতিগর্ভ উৎকৃষ্ট বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া অবধি আমার বুদ্ধি অলৌকিকনিষ্ঠাসম্পন্ন ও যোগধর্ম্মের অনুগত হইয়াছে; তন্নিবন্ধন আপনার মুখে ঐ সকল বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ভগবান্ বেদব্যাস তত্ত্বজিজ্ঞাসু স্বীয় পুত্র শুকদেবকে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহামতি শুকদেব বেদবেদাঙ্গ,

সাঙ্গ, উপনিষদ্ সমুদায় অধ্যয়ন পূর্ব্বক কর্ম্মে নৈপুণ্য লাভ করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্মার্থসংশয়ের ছেদনকর্ত্তা স্বীয় পিতা বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! প্রাণিগণের কর্ত্তা কে? কাল পরিমাণ দ্বারা কি নির্ণয় করা যায়? এবং ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ ব্রহ্মজ্ঞ ভূতভবিষ্যবেত্তা ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আদ্যন্তশূন্য, জন্মবিহীন, জ্যোতিঃস্বরূপ, অজর, নিত্য, অব্যয়, তর্কের অগোচর ও জ্ঞানাতীত পরব্রহ্ম সমুদায় লোকের অগ্রে অবস্থান করিতেছেন। মহর্ষিগণ পঞ্চদশ নিমেষপরিমিত কালকে কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠাপরিমিত কালকে কলা, সার্দ্ধবিংশতি পলাধিক ত্রিংশৎকলাপরিমিত কালকে মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তপরিমিত কালকে দিবারাত্রি, ত্রিংশৎ দিবারাত্রিপরিমিত কালকে মাস ও দ্বাদশমাসপরিমিত কালকে সংবৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংখ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ সংবৎসরকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দ্বারা বিভাগ করেন। দিবাকর স্বীয় গতিদ্বারা মনুষ্যদিগের এই দিবারাত্রি সম্পাদন করিতেছেন। প্রাণিগণ দিবাভাগে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, এবং যামিনীযোগে নিদ্রাসেবন করে। মানবদিগের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিবা ও এক রাত্রি হয়। তন্মধ্যে শুক্লপক্ষ তাঁহাদিগের দিবা ও কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি। মনুষ্যদিগের এক সংবৎসরে দেবলোকের এক দিন ও এক রাত্রি হয়, তন্মধ্যে উত্তরায়ণ তাঁহাদিগের দিন ও দক্ষিণায়ন রাত্রি। পূর্ব্বে এই মানুষলৌকিক যে যে দিবারাত্রি কথিত হইয়াছে, আমি সেই দিবারাত্রি গণনা করিয়া ব্রহ্মার দিবারাত্রি ও সংবৎসর আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবগণের চারি সহস্র আট শত বৎসরে সত্য, তিন সহস্র ছয় শত বৎসরে ত্রেতা, দুই সহস্র চারি শত বৎসরে দ্বাপর, এবং এক সহস্র দুই শত বৎসরে কলিযুগ হয়। এই যুগচতুষ্টয়রূপ কাল সতত লোকসকলকে ধারণ করিতেছে। এই কালই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পরিজ্ঞাত পরব্রহ্মস্বরূপ। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম ও সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। তৎকালে কোন ব্যক্তিই কোন প্রকার অধর্ম্মে লিপ্ত হয় না। অন্যান্য যুগে ক্রমে ক্রমে বেদবিহিত ধর্ম্মের এক এক অংশ ক্ষয় হইয়া যায়; সুতরাং তৎকালে ক্রমশঃ চৌর্য্য, মিথ্যা ও হিংসাদি দ্বারা অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে থাকে। সত্যযুগে মানবগণ রোগবিহীন ও সিদ্ধকাম হইয়া চারি শত বৎসর জীবন ধারণ করে। ত্রেতাযুগে তিন শত, দ্বাপরযুগে দুই শত, ও কলিযুগে এক শত বৎসর মনুষ্যদিগের পরমায়ু হয়; এবং

ঐ সকল যুগে তাহাদিগের বেদবিহিত ধর্ম্ম, ক্রিয়াকলাপ ও বেদের ফল ক্ষয় হইয়া যায়। ক্রমশঃ যুগহ্রাসনিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগে লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞানোপার্জ্জন, দ্বাপরযুগে যজ্ঞ, ও কলিযুগে দানই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকারে চারি যুগে দেবমানের দ্বাদশ সহস্র বৎসর হয়। এই প্রকার সহস্র যুগ অতীত হইলে, ব্রহ্মার এক দিন ও আর সহস্র যুগ অতীত হইলে তাঁহার এক রাত্রি হইয়া থাকে। ব্রহ্মার দিবসে জন্তু প্রভৃতির সৃষ্টি ও রাত্রিতে প্রলয় হয়। প্রলয়ের প্রারম্ভে ঈশ্বর এই বিশ্বসংসার আপনাতে লীন করত যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকেন, এবং প্রলয়ের অবসানেই জাগরিত হন। এই প্রকারে দিবারাত্রি-বেত্তা পণ্ডিতগণ দেবগণের সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন ও অপর সহস্র যুগে তাঁহার এক রাত্রি অবধারিত করিয়াছেন। নিদ্রাবসানে সেই অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বর জাগরিত হইয়া অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বর জাগরিত হইয়া অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই অহঙ্কারপ্রভাবে পঞ্চভূতাত্মক মনের সৃষ্টি হয়।

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৩২।

তেজোময় ব্রহ্মই সকলের বীজস্বরূপ। তাঁহা হইতে এই সকল বিশ্বসংসার সমুৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সহায়শূন্য হইয়াও প্রথমতঃ জড়স্বরূপা মায়া ও চেতনস্বরূপ পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ঐ পুরুষ স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া মায়াদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রথমে মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, এবং অহঙ্কার হইতে আকাশাদি পঞ্চভূতাত্মক মনের সৃষ্টি হইল। দূরগমনশীল বহুধাগামী এবং প্রার্থনা ও সংশয়াত্মক মন সৃষ্টি বিধানবাসনায় ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিবিধ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ ঐ মন হইতে শব্দগুণ আকাশের উৎপত্তি হয়। তৎপরে আকাশ হইতে অতি পবিত্র বলবান্ স্পর্শগুণ বায়ুর, বায়ু হইতে দ্যুতিমান্ রূপগুণ অগ্নির, ঐ অগ্নি হইতে রসগুণ সলিলের এবং সলিল হইতে গন্ধগুণ পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। এই পঞ্চ মহাভূতমধ্যে যে ভূত যাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সে তাহার গুণও লাভ করিয়াছে। আকাশ কোন মহাভূত হইতে সম্ভূত হয় নাই;

সুতরাং উহা আপনার গুণভিন্ন অন্য কাহারও গুণলাভে অধিকারী নহে। একমাত্র শব্দই উহার গুণ। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; সলিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি আপনার মূঢ়তানিবন্ধন সলিল ও সমীরণে গন্ধের উপলব্ধি করিয়া ঐ গন্ধকে ঐ উভয়েরও গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু উহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, গন্ধ কেবল পৃথিবীরই গুণ; উহা সলিল ও সমীরণে মিলিত থাকে বলিয়া দুই পদার্থ গন্ধযুক্ত হয়; ফলতঃ গন্ধ উহাদিগের গুণ নহে।

যাহা হউক, ঐ মহত্তত্ত্বাদি সপ্ত পদার্থ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না। পরিশেষে তাহারা পরস্পর সমবেত হইয়া হস্তপদাদিবিশিষ্ট স্থূল শরীরে পরিণত হইল। ঐ স্থূল শরীরকে পুর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; সুতরাং উহাতে যিনি অবস্থান করিলেন, তাঁহার নাম পুরুষ। তৎপরে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও মন, এই ষোড়শ পদার্থে বিরচিত লিঙ্গশরীর স্বীয় অদৃষ্টের সহিত স্থূল শরীরে প্রবেশ করিল। পরে সর্ব্বভূতের আদিকর্ত্তা তপোনুষ্ঠানার্থ মায়াপ্রভৃতিকে লইয়া সেই লিঙ্গশরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। লোকে উঁহাকে প্রজাপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। উনি প্রথমে স্থাবরজঙ্গমের সৃষ্টি করিয়া পরে দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, নদী, সমুদ্র, দিক্‌, পর্ব্বত, বৃক্ষ, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ ও সর্প এবং নিত্য অনিত্য সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম সৃষ্টির সময়ে যে যে পদার্থ যে যে গুণ অধিকার করিল, সেই সেই পদার্থ পুনরায় উৎপন্ন হইবার সময়েও সেই সেই গুণে অধিকারী হইল। লোকে অদৃষ্টানুসারে হিংসা, অহিংসা, মৃদুতা, ক্রূরতা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যাপ্রভৃতি যাহা চিন্তা করিয়া থাকে, সে পরজন্মে তাহা প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিষয়ে রত হয়। জগদীশ্বরই আকাশাদি ভূত, রূপাদি ইন্দ্রিয়ার্থ এবং দ্রব্য সমূহের আকৃতি সকল বিবিধরূপে সৃষ্টি করিয়া প্রাণীদিগের সহিত তাহাদের ভোক্তৃভোগ্যভাব নানাপ্রকারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ পুরুষকারকে, কেহ কেহ দৈবকে, ও কেহ কেহ বা স্বভাবকেই কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এবং কেহ কেহ ঐ তিনের প্রত্যেকের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া, উহারা একত্র হইয়াই সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছে বলিয়া থাকেন। কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরাই এই প্রকারে হৃক পুরুষকারই কারণ; কেহ পুরুষকার কারণ নহে; কেহ কেহ দেব ও

পুরুষকার উভয়েই কারণ; এবং কেহ বা এ উভয়ই কারণ নহে বলিয়া নানাপ্রকার বিবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরম ব্রহ্মকেই সমুদায় কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

মানবগণ তপঃপ্রভাবেই মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হন। মন ও বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহই তপস্যার মূল। মনুষ্য বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া তপস্যা-দ্বারাই সমুদায় বাসনা পরিপূর্ণ করিতে পারে। তপঃপ্রভাবেই জগৎ-স্রষ্টা জগদীশ্বরকে লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি তপোবলে সেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তিনিই সকলের প্রভু হইয়া থাকেন। মহর্ষিরা তপঃপ্রভাবেই দিবারাত্রি বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। সৃষ্টির প্রথমে জগদীশ্বর আদ্যন্তশূন্য বেদরূপা বাঙ্ময়ী বিদ্যার সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে ঋষিগণের নাম, দেবগণের সৃষ্টি, প্রাণিগণের নানাপ্রকার কার্য্যপ্রবৃত্তির মন্ত্র সমুদায়ের নাম কল্পনা করিয়াছেন। লোক সকল সেই বেদশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। বেদশাস্ত্রে বেদাধ্যয়ন, গার্হস্থ্য, তপস্যা, নিত্যবশ্চ নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যজ্ঞ, পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠাদি, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, এই দশবিধ জীবের মুক্তিলাভের উপায় যথাক্রমে অভিহিত হইয়াছে। বেদ ও বেদান্তে বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, তিনি উক্ত দশবিধ উপায় দ্বারাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। শরীরাভিমানী প্রাণিগণ কার্য্যদ্বারা সুখদুঃখযুক্ত ভেদবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ বলপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হন। বেদ ও বেদপ্রতিবাদ্য পরব্রহ্ম, এই উভয়ই অবগত হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্র বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসেই পরব্রহ্মলাভে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোপাসনা, ক্ষত্রিয়ের দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিবার নিমিত্ত পশু হিংসা, বৈশ্যের দেবদ্বিজের তৃপ্তিসম্পাদনার্থ শস্যোৎপাদন, ও শূদ্রের তিন বর্ণের উপাসনাই যজ্ঞ বলিয়া নিরূপিত আছে। সত্যযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল না। ত্রেতাযুগেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা বিধেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দ্বাপরে যজ্ঞের নাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিতে আর যজ্ঞের সম্পর্কও থাকিবে না। সত্যযুগে মানবগণ অদ্বৈতনিষ্ঠ হইয়া ঋক্ সাম যজুর্ব্বেদোক্ত কাম্যযজ্ঞ সমুদায় পরিহার পূর্ব্বক কেবল যোগবল অবলম্বন করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে যে সমুদায় মহাবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি অন্নপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই স্থাবরজঙ্গম সমুদায় জীবের শাসন করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে সমস্ত লোকই

বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় আসক্ত ছিল। দ্বাপর যুগে লোক সমুদায়ের আয়ুর অল্পতানিবন্ধন বেদাধ্যয়নাদি হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিযুগে বেদ সকল কখন লক্ষিত ও কখন অলক্ষিত হইবে। মনুষ্যগণ কেবল অধর্ম্মকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া যজ্ঞের সহিত উৎসন্ন হইয়া যায়। সত্যযুগে যে প্রকার চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে কোন কোন জিতচিত্ত তপোনুষ্ঠাননিরত বেদান্তশ্রবণশীল ব্রাহ্মণে সেই ধর্ম্ম লক্ষিত হইয়া থাকে। বেদবিশারদ ব্যক্তি স্বধর্ম্মচারী হইয়াও যুগধর্ম্মনিবন্ধন কামনাপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র যজ্ঞব্রত ও তীর্থস্নানাদির অনুষ্ঠান করেন। যেরূপ বর্ষাকালে বারিবর্ষণ দ্বারা নূতন নূতন নানাবিধ স্থাবর-জঙ্গমের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ প্রতিযুগেই নূতন নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেরূপ শীতাদি ঋতু একবার বিগত হইয়া পুনর্ব্বার সমাগত হইলে, তৎসমুদায়ে তাহাদের বিশেষ বিশেষ চিহ্ন সমুদায় আবির্ভূত হয়, সেইরূপ প্রলয়াবসানে ব্রহ্মাদিকেও পূর্ব্বের ন্যায় আধিপত্য উপস্থিত হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট যে, প্রজাবর্গের সৃষ্টিসংহার-কারক, জন্মনাশশূন্য, বিবিধরূপী কালের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, প্রজা-বর্গ সেই কালের প্রভাবেই উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে। যে সমুদায় প্রাণী সুখদুঃখনিরত হইয়া সুতত স্বভাবানুসারে অবস্থান করে, কালই তাহাদিগের আশ্রয় ও পোষণকর্ত্তা। আমি তোমার নিকট সৃষ্টি, কাল, যজ্ঞাদি বেদ, কর্ত্তা, কার্য্য ও ক্রিয়াফলের বিষয় এই বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিলাম।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৩৩।

অনন্তর ভগবান্ বিশ্বযোনি সৃষ্টির অবসানে যেরূপ এই বিশ্বসংসার ক্রমশঃ সূক্ষ্ম করিয়া স্বীয় আত্মায় প্রলীন করেন, এক্ষণে সেই প্রলয়বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রলয়কালে মার্ত্তণ্ড ও হুতাশনের সপ্তশিখা সমুদিত হইয়া থাকে; এবং উহাদের সমুজ্জ্বল তেজঃপ্রভাবে সমস্ত জগৎ প্রজ্জ্বলিত হয়। সেই সময় পৃথিবীস্থ সমস্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ উহাতে লীন হইলে, ভূমণ্ডল পাদপ ও তৃণপরিবর্জ্জিত হইয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। তৎপরে সলিল পৃথিবীর গুণ গ্রহণ করে। সলিল পৃথিবীর গুণ গ্রহণ

করিলেই উহার প্রলয়দশা উপস্থিত হয়। সেই সময় জলরাশি চতুর্দ্দিক্ আপ্লাবিত করিয়া তরঙ্গজাল বিস্তার পূর্ব্বক গভীর শব্দসহকারে প্রবলবেগে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। তৎপরে জ্যোতিঃ জলের গুণ গ্রহণ করিলে, জলও হুতাশনে পরিণত হইয়া থাকে। ঐ সময় অনলের শিখাজাল মধ্যস্থ সূর্য্যমণ্ডলকে তিরোহিত করে, এবং গগনমণ্ডল জ্বালাপটলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকে। তৎপরে বায়ু জ্যোতির গুণ রূপকে গ্রহণ করে। বায়ু জ্যোতির্গুণ গ্রহণ করিলে, জ্যোতিঃ প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকে, এবং সমীরণ আপনার উৎপত্তিস্থান আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবলবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়। তৎপরে আকাশ সমীরণের গুণ স্পর্শকে গ্রাস করিলে সমীরণ শান্তভাব অবলম্বন করে, এবং আকাশ রূপ, স্পর্শ, গন্ধবিবর্জ্জিত ও আকারপরিশূন্য হইয়া অব্যক্তশব্দের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকে। আকাশ অব্যক্ত শব্দের ন্যায় অবস্থান করিলে, প্রকাশাত্মক সূক্ষ্মস্বরূপ মন আত্মপ্রকাশিত আকাশের গুণ শব্দকে গ্রাস করে। ইহারই নাম স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়।

তৎপরে চন্দ্রমা মনকে গ্রাস করে। মন গ্রস্ত হইলে, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি উহার গুণসমূহ তৎকালে চন্দ্রেই অবস্থান করিয়া থাকে। সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মন বহুকালের পর বৈষয়িক সংকল্পকে আয়ত্ত করে। তৎপরে ব্রহ্মে অভেদজ্ঞানরূপ সংকল্প সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মনকে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সেই সংকল্পকে, কাল সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও বলরূপ স্বীয় শক্তিকে, এবং বিদ্যা সেই কালকে গ্রাস করিয়া থাকে। তৎপরে সেই বিদ্যা অব্যক্ত শব্দে, এবং সেই অব্যক্ত শব্দ আত্মায় প্রবিষ্ট হয়। আত্মাই নিত্য, অব্যক্ত, পরম ব্রহ্ম। এই প্রকারে ভূত সকল পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। হে বৎস! তুমি পরম সুপণ্ডিত, এই জন্য আমি তোমার নিকট যোগিগণের জ্ঞেয় ব্রহ্ম ও প্রকৃতি, এবং ব্রহ্মার যুগসহস্রদ্বয়াত্মক অহোরাত্রির বিষয় নিঃসংশয়ে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম।

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৩৪।

যে প্রকারে জগদীশ্বর মহাভূত সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণের পিতা তাঁহার জাতকর্ম্ম অবধি সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত

ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিবেন। সমাবর্ত্তন সুসম্পন্ন হইলে, ব্রাহ্মণ বেদবেত্তা আচার্য্যসন্নিধানে নিখিল বেদাধ্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষায় আসক্ত হইয়া গুরুঋণ হইতে বিমুক্ত হইবেন। তৎপরে তিনি গুরুর অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, দেহের মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করত দারপরিগ্রহ করিয়া অপত্যোৎপাদন, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, বাণপ্রস্থধর্ম্ম গ্রহণ অথবা যতিধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক কালযাপন করিবেন। গৃহস্থ ব্যক্তি এই সকল ধর্ম্মেরই প্রধান কারণ। গৃহী ব্যক্তি দমগুণসম্পন্ন, কামক্রোধাদিপরিশূন্য হইলেই অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ পুত্রবান্, বেদজ্ঞ ও যজ্ঞপরায়ণ হইয়া পিতৃ, ঋষি ও দেবগণের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক অন্যান্য আশ্রমে গমন করিবেন। এই পৃথিবীমধ্যে যে যে স্থান তাঁহার পবিত্র বলিয়া বোধ হইবে, সেই সেই স্থানে অবস্থান করা এবং কীর্ত্তিবিষয়ে আদর্শস্বরূপ হইতে যত্নবান্ হওয়া তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কঠোর তপোনুষ্ঠান, বিদ্যার পারদর্শিতা এবং যজ্ঞ ও দান দ্বারা ব্রাহ্মণগণের যশোবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি যতকাল অবনীমণ্ডলে বিদ্যমান থাকে, তিনি ততদিন পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের সহিত দেবলোকে অবস্থান করিতে পারেন। যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃথা দান ও বৃথা প্রতিগ্রহ করা উচিত নহে। যজমান হইতে ধনাগম হইলে, তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান, শিষ্য হইতে ধনাগম হইলে তাহা দান, এবং কন্যার শ্বশুরাদির নিকট হইতে ধনাগম হইলে তাহা বিতরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের দেবতা, পিতৃলোক, ঋষি ও গুরুজনগণের অর্চ্চনা করা বিধেয়। সুতরাং তাঁহার প্রতিগ্রহব্যতিরেকে ঐ সমুদায় কার্য্যসম্পাদনের উপায়ান্তর নাই। অতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়াও বৃদ্ধ, আতুর, বুভুক্ষু ও শত্রুসন্তপ্ত ব্যক্তিগণকে আহার প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যথার্থ যোগ্যপাত্রে কিছুমাত্র অদেয় নাই। সাধু ব্যক্তি যদি উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন, যে কোন প্রকারে হউক, তাঁহাকে তাহাও প্রদান করিতে যত্নবান্ হওয়া বিধেয়। মহাব্রতাবলম্বী রাজা সত্যসন্ধ অতি বিনীতভাবে আপনার জীবনদ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ, সংকৃতিনন্দন রন্তিদেব মহামতি বশিষ্ঠদেবকে শীতোষ্ণ সলিল প্রদান, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন আত্রেয় ইন্দ্রদমন উপযুক্তপাত্রে বিবিধ ধন দান, উশীনর নন্দন শিবি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত আপনার অঙ্গ ও পুত্র সমর্পণ, কাশীপতি প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণকে আপনার চক্ষুর্দ্বয় প্রদান, দেবাবৃধ অত্যুত্তম স্বর্ণশলাকাসংযুক্ত ছত্র দান, আত্রেয় সংকৃতি স্বীয় শিষ্যদিগকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান,

এবং সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ কার্য্যে অনুরক্ত হয় ; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ঐ সকল সন্দেহ ও ঐ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানপ্রভাবে কালনদী উত্তীর্ণ হইতে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সংস্কারাপন্ন দমগুণবিশিষ্ট সংযতাত্মা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উভয়লোকেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। গৃহস্থ ব্যক্তিরা ক্রোধ ও অসূয়াশূন্য হইয়া শমদমাদি গুণ অনুসরণ পূর্ব্বক সতত পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সকলের ভোজনাবসানে ভোজন করিবেন। হিংসা পরিহার পূর্ব্বক সাধুগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান, শিষ্টাচার আশ্রয় ও অন্যকে নিপীড়িত না করিয়া আপনার বৃত্তি বিধান তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শ্রুতবিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞ, শিষ্টাচারপরায়ণ, স্বধর্ম্মনিরত, ধর্ম্মসঙ্করপরিবর্জ্জিত, ক্রিয়াবান্, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, দাতা, অসূয়াবিহীন, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ সমস্ত দুস্তর বিষয় হইতে অনায়াসেই সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। ধৈর্য্যশীল, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও হর্ষক্রোধবিহীন ব্রাহ্মণকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না। ধৈর্য্য, অপ্রমাদ, জিতেন্দ্রিয়তা ও চিরন্তন সদ্ব্যবহার আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। মূঢ় ব্যক্তিগণ ধর্ম্মাভিলাষী হইয়া অধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া বোধ করে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি মনে করিয়া অধর্ম্মসঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হয় ও অধর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি বালকের ন্যায় ঐ উভয় কার্য্যই অবগত হইতে সমর্থ হয় না ; সুতরাং তাহাকে জন্মমৃত্যুনিবন্ধন বারংবার ক্লেশভোগ করিতে হয়।

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৩৬।

মুক্তি যদি প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে জ্ঞান আশ্রয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সাগরের উত্তুঙ্গ তরঙ্গে উন্মগ্ন ও নিমগ্ন ব্যক্তি যে প্রকার ভেলা অবলম্বন করিয়া পার হইয়া থাকে, সেই প্রকার মনুষ্য জ্ঞান আশ্রয় করিলে, অনায়াসে এই সংসারসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। যাঁহারা জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারা জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞদিগকে মোক্ষলাভে অধিকারী করিতে পারেন ; কিন্তু যাহারা কিছুমাত্র জ্ঞানোপার্জ্জন করে নাই, তাহারা আপনাকে বা অন্যকে কখনই বিমুক্ত করিতে সমর্থ হয়

না। যিনি ধ্যানে মনোভিনিবেশ করিবেন, তাঁহার পরিচ্ছন্ন প্রদেশে অবস্থান, যোগসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, যোগে অনুরাগ প্রদর্শন, দেহযাত্রা নির্ব্বাহ, ফলমূল ভোজন, আসনাদিযোগ, বৈরাগ্য অবলম্বন, বেদবাক্যে সিদ্ধান্তবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, আহারের নিয়ম, স্বাভাবিক বিষয়প্রবৃত্তি-সংকোচ, মনঃসংযম ও দুঃখদোষাদি দর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহার বুদ্ধিবল অবলম্বন করিয়া বাক্য ও মনঃসংযম করা আবশ্যক। আর যিনি শান্তিলাভ করিতে অভিলাষী হন, তাঁহার জ্ঞানবলে আত্মসংযম করা শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ বা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও বেদানভিজ্ঞ, পাপস্বভাব বা ধার্ম্মিক ও যাজ্ঞিক অথবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা নিরন্তর ক্লেশে নিপতিত যে কোন প্রকার হউন না কেন, যদি তিনি বাগাদিসংযম করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জরামৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারেন। যোগযুক্ত হইয়া একমাত্র পরব্রহ্মকে অবগত হওয়া দূরে থাক, অবগত হইতে বাসনা করিলেও স্বকর্ম্মত্যাগজনিত দোষে আর লিপ্ত হইতে হয় না।

হে বৎস! অতঃপর ব্রহ্মলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যের শরীর রথস্বরূপ। যজ্ঞাদিধর্ম্ম উহার সারথির উপবেশন-স্থান; অকার্য্যনিবৃত্তি উহার বরূথ; বৈরাগ্য ও আসনাদিযোগ উহার কুবরদ্বয়; অপান উহার অক্ষ; জীবন উহার যুগকাষ্ঠ; প্রজ্ঞা উহার সার; জীব উহার বন্ধন; সাবধানতা উহার ফলকদ্বয়ের সংশ্লেষ; চক্ষু উহার নেমি; দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ ও শ্রবণ উহার চারি অশ্ব; প্রজ্ঞা উহার রথীর উপবেশনস্থান; সমুদায় সিদ্ধান্তশাস্ত্র উহার প্রতোদ; জ্ঞান উহার সারথি; আত্মা উহার অধিষ্ঠাতা; শ্রদ্ধা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ উহার পুরঃসর; ত্যাগ উহার পরম উপকারী চেট, এবং ধ্যান উহার প্রাপ্য অর্থ। ঐ রথ মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংযোজিত হইলে, বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া বিরাজমান হয়।

এক্ষণে যিনি অতি সত্বরে অক্ষয় ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভিলাষ করিয়া এ রথ যোজন করিতে বাসনা করেন, তাঁহার নিমিত্ত এক সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। এক বিষয়ে চিত্তসন্নিবেশকে ধারণা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ধারণার বিষয় সাতটি। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, তেজ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। সংযমী ব্যক্তি ক্রমশঃ এই সপ্তবিধ ধারণা করিয়া উহাদের ফল ক্রমশঃ লাভ করিবেন। এই সাত প্রকার ধারণা ব্যতিরেকে দূরস্থ চন্দ্র, সূর্য্য এবং সন্নিকৃষ্ট নাশাগ্র প্রভৃতি পদার্থে

বিবিধ ধারণার বিষয় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। তদ্ভিন্ন নিয়ম অবলম্বন করিয়া অব্যক্ত ধারণার ফল লাভ করাও সংযমীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে যোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে যে প্রকারে যোগসিদ্ধি অনুভব করেন, আমি তাহাও বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্থূল দেহের সহিত আত্মার অভেদবুদ্ধিবিমুক্ত যোগী সর্ব্বাগ্রে হৃদয়াকাশে আকাশসমাশ্রিত সূক্ষ্ম নীহারের ন্যায় পদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই ধূমরূপ তিরোহিত হইলে, তাঁহার হৃদয়াকাশে সলিলরূপ দর্শন হয়। সলিলাকার অন্তর্হিত হইলে, বহ্নিরূপ দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। বহ্নিরূপ তিরোহিত হইলে, সর্ব্বসংহারক বায়ুরূপ প্রকাশিত হয়, এবং সেই বায়ু সূক্ষ্ম হইলে, উহার রূপ ঊর্ণাতন্তুর ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। অনন্তর উহা শুদ্ধ গতি প্রাপ্ত হইয়া বিরূপ আকাশের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যোগিগণের এই সমুদায় রূপ অনুভূত হইলে যেরূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাও শ্রবণ কর। যে যোগী পার্থিব ঐশ্বর্য্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় অক্ষুব্ধ হইয়া আপনার শরীর হইতে প্রজাসৃষ্টি করিতে পারেন। যাঁহার বায়ুসিদ্ধ হইয়াছে, তিনি কর চরণ বা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবীকে বিকম্পিত করিতে সমর্থ হন। আকাশসিদ্ধ ব্যক্তি আকাশের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া আকাশে প্রকাশিত হন, এবং স্বীয় শরীরকে অন্তর্হিত করিতে পারেন। সলিলসিদ্ধ ব্যক্তি আপনার ইচ্ছানুসারে কূপতড়াগাদি পান করিতে সমর্থ হন। অগ্নিসিদ্ধ ব্যক্তির রূপ তেজঃপ্রভাবে নিরীক্ষিত হয় না; কিন্তু তিনি অগ্নির শমতাবিধান করিলেই তাঁহার আকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যোগী অহঙ্কারকে পরাজয় করিতে পারিলেই পঞ্চভূত অনায়াসে তাঁহার বশীভূত হয়। পঞ্চভূত ও অহঙ্কারের স্বরূপ বুদ্ধি পরাজিত হইলে, সংশয়বিপর্য্যয়শূন্য জ্ঞান প্রাদুর্ভূত এবং বুদ্ধি প্রভৃতি ব্যক্ত অব্যক্ত ব্রহ্মভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থ সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া উহাদিগকে ব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এক্ষণে অব্যক্ত বিষয় অবগত হইবার পূর্ব্বে সাঙ্খ্যে যে প্রকার ব্যক্ত বিষয়ের নির্ণয় করিয়া গিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পরিশেষে অব্যক্ত বিষয়ও সবিস্তরে বর্ণন করিব। সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সমানরূপে নির্ণীত আছে, এক্ষণে উহা বিশেষরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যু এই লক্ষণচতুষ্টয়সম্পন্ন মহত্তত্ত্বাদিজ-নিত দেহের নাম ব্যক্ত। আর জন্মাদি লক্ষণচতুষ্টয়বিবর্জ্জিত প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদ ও অন্যান্য সিদ্ধান্তশাস্ত্রে জীবাত্মা

ও পরমাত্মা এই দ্বিবিধ আত্মা নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জীবাত্মা মহদাদি তত্ত্বরূপ উপাধিযুক্ত, চতুর্ব্বর্গফলাকাঙ্ক্ষী ও পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত; শাস্ত্রে ইহাকেও ব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই চেতনস্বরূপ হইয়াও জড় দেহাদির সহিত অভিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকেন। এই আমি তোমার নিকট জড ও চৈতন্যের বিষয় বর্ণন করিলাম। বেদে উভয়বিধ আত্মার বিষয় বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিগণের নিমিত্তই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তিরা একমাত্র পরমাত্মাকেই দর্শন করেন।

উপনিষদ্বেত্তা জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যিনি মমতা ও অহঙ্কার পরিবর্জ্জিত, সুখদুঃখাদিপরিশূন্য ও সংশয়বিহীন; যাঁহার শরীরে ক্রোধ বা দ্বেষের লেশমাত্র নাই; যিনি কদাচ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন না; তিরস্কৃত বা প্রহৃত হইয়াও যিনি মিত্রভাব প্রদর্শন করেন; যিনি কদাচ অন্যের অশুভ চিন্তা করেন না, যিনি কায়মনোবাক্যে পরপীড়াপ্রদানে পরাঙ্মুখ থাকেন এবং যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি সমদর্শী, তিনিই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন। যিনি বিষয়লাভার্থী না হইয়া অযত্নসুলভ বস্তু প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন; যিনি লোভবিহীন, দুঃখবিবর্জ্জিত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, ও যজ্ঞাদিকার্য্যবিহীন; যিনি কদাচ অন্যকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেন না; যিনি সত্যসঙ্কল্প; যিনি সকলের প্রতি সমভাবে মিত্রভাব সংস্থাপন করেন; লোষ্ট্র ও সুবর্ণে যাঁহার সমানজ্ঞান; প্রিয় বা অপ্রিয় উপস্থিত হইলে যিনি হৃষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন না; যিনি নিন্দা ও স্তুতিবাদকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন, এবং যিনি নিস্পৃহ, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ও হিংসাবিহীন, সেই যোগী মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এক্ষণে যেরূপে যোগ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর। যিনি অনিমাদি যোগৈশ্বর্য্যকে তুচ্ছজ্ঞান করেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হন। এই আমি তোমার নিকট তত্ত্ববোধিনী বুদ্ধি কীর্ত্তন করিলাম। যিনি এই প্রকারে কায়মনোবাক্যে যোগানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া সুখদুঃখাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন।

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৩৭।

হে বৎস! বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এই সংসারসাগরে বারংবার উন্মগ্ন

ও নিমগ্ন হইয়া পরিশেষে আপনার মুক্তিপ্রাপ্তির হেতুভূত জ্ঞানরূপ ভেলাকে অবলম্বন করিয়া থাকেন।

শুকদেব কহিলেন, পিতঃ! যে জ্ঞানদ্বারা জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, তাহা কি মোক্ষসাধিকা বুদ্ধি, না প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, অথবা বিষয়ব্যাবৃত্তি?

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল স্বভাবকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আপনার জ্ঞানদ্বারা মুমুক্ষু শিষ্যদিগকে উপদেশ প্রদান করে তাহারা মূঢ়। স্বভাব কারণ বলিয়া যাহাদিগের দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহারা ঋষিগণের উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। আর যাহারা, স্বভাবই কারণ, এই মত অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তাহারাও কখন আপনার হিতানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না। অতএব মূঢ় ব্যক্তিগণের মনোমধ্যে, স্বভাবই সকলের কারণ, বলিয়া যে বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তাহা কেবল তাহাদিগের বিনাশের নিমিত্তই হইয়া থাকে। এক্ষণে স্বভাব যে জগতের কারণ নহে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যদি স্বভাবই সমুদায় পদার্থের কারণ হইত, তাহা হইলে কৃষ্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত লোকের আর যত্ন করিবার প্রয়োজন থাকিত না; সমুদায় বস্তুই স্বয়ং সমুৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু দেখ, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কৃষ্যাদি কার্য্যসমুৎপন্ন শস্য সংগ্রহ এবং যান, আসন, আবাসগৃহ, ও রোগের ঔষধ সকল প্রস্তুত করিতেছেন। প্রজ্ঞাপ্রভাবে অর্থসিদ্ধি ও শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। নরপতিগণ প্রজ্ঞাবলেই রাজ্য ভোগ করেন। জ্ঞানপ্রভাবে ভূতসমুদায়ের স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ অবগত হওয়া যায়। বিদ্যাশক্তিপ্রভাবে সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার বিদ্যাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীব সকল চারি প্রকার; জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ। জঙ্গম পদার্থ সমুদায়ের চেষ্টা আছে বলিয়া উহারা স্থাবর পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। জঙ্গমের মধ্যে দ্বিপাদ ও বহুপাদসম্পন্ন অনেক জীব বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে দ্বিপাদ প্রাণিগণ বহুপাদ জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দ্বিপাদ আবার দুই প্রকার, মনুষ্য ও পিশাচাদি; তন্মধ্যে পার্থিব মনুষ্যেরা অন্নাদি ভোগসুখে নিরত থাকে, বলিয়া উহারা পিশাচাদি অপেক্ষা প্রধান। পার্থিব মনুষ্যগণ আবার দুই প্রকার, উত্তম ও মধ্যম। উত্তমেরা বিশুদ্ধজ্ঞানলাভনিবন্ধন মধ্যমগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মধ্যমেরাও আবার জাতিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে বলিয়া নিকৃষ্ট

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মধ্যম দুই প্রকার; ধর্ম্মজ্ঞ ও অধর্ম্মজ্ঞ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ কার্য্য ও অকার্য্য অবধারণ করিতে পারে বলিয়া উহারা অধর্ম্মজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরাও আবার বৈদিক ও অবৈদিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে বেদের প্রতিষ্ঠানিবন্ধন বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যেও বেদবক্তা ও বেদবক্তৃতাবিহীন এই দুই শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে বেদবাদী ব্যক্তিগণ বেদ এবং বেদবিহিত ধর্ম্ম, ক্রিয়াকলাপ ও যজ্ঞবিধি সমুদায় বিশেষরূপ অবগত হইয়া ঐ সকল প্রচারিত করিয়া দেন বলিয়া অপেক্ষাকৃত প্রধানরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বেদবক্তাও আবার আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও আত্মজ্ঞানবিহীন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ জন্মমৃত্যুর কারণ অবধারণ করিতে সমর্থ বলিয়া আত্মজ্ঞানবিহীন অপেক্ষা প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মদ্বয়কে অবগত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বত্যাগী, সত্যপরায়ণ, পবিত্র ও প্রভু। দেবগণ বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিগণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণগণ বাহ্য ও অন্তঃস্থিত আত্মাকে অবলোকন করিতে পারেন, তাঁহারাই দেবতা। ঐ সমুদায় ব্যক্তিতেই এই বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। উহাঁদিগের মাহাত্ম্যের সদৃশ উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। উহাঁরা জন্ম মৃত্যু ও কর্ম্ম সকল অতিক্রম পূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ জীবের ঈশ্বর হইয়া অবস্থিতি করেন।

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৩৮।

ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের যে সকল অনুষ্ঠেয় কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইল, ঐ সকল অবলম্বন করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যদি কর্ম্ম নিত্য, কি জ্ঞানজনকত্ব নিবন্ধন কাম্য, এই সংশয়, পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। জ্ঞানজনকত্বনিবন্ধন কর্ম্মকে কাম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ কর্ম্ম যদি ব্রহ্মলাভজনক জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা হইলে উহাকে অবশ্যই নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আমি যুক্তি ও অনুভব প্রদর্শন পূর্ব্বক কর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন কোন ব্যক্তি পুরুষকারকে, কোন কোন ব্যক্তি দৈবকেও কোন, কোন ব্যক্তি বা

স্বভাবকে কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং কোন কোন ব্যক্তি ঐ তিনের প্রত্যেকের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া উহারা একত্র সমবেত হইয়াই সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে বলিয়া থাকেন। কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরাই এই প্রকারে কেহ পুরুষকারই কারণ, কেহ পুরুষকার কারণ নহে, কেহ দৈব ও পুরুষকার উভয়ই কারণ এবং কেহ বা ঐ উভয়ই কারণ নহে বলিয়া নানাপ্রকার বিবাদ করেন। কিন্তু যোগপর[illegible]রা ব্রহ্মই সমুদায় কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

সত্যযুগে সমস্ত মনুষ্য তপোনুষ্ঠাননিরত, সংশয়শূন্য ও সত্ত্বগুণাবলম্বী ছিলেন। ত্রেতাযুগ হইতে সকলেই সংশয়াপন্ন হইয়া আসিতেছে। সত্য যুগে মনুষ্যগণ ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদে অভেদবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া কামদ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক কেবল তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেন। তপোনুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মশীল সংযত ব্যক্তিগণ তপঃপ্রভাবে অনায়াসে স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন। তপস্যাদ্বারা জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তপঃপ্রভাবে সেই পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন, তাঁহাকেই সমুদায় লোকের প্রভু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কর্ম্মকাণ্ডবেদে ব্রহ্মইন্দ্রাদিদেবতা-রূপে নিরূপিত হইয়াছেন বলিয়া, কর্ম্মকাণ্ড বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অব-গত হইতে সমর্থ হন না। জ্ঞানকাণ্ডবেদে তিনি ব্যক্তরূপে কথিত হইয়া-ছেন; এই জন্য জ্ঞানকাণ্ডবেদবেত্তা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। ব্রাহ্মণের জপ, ক্ষত্রিয়ের দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ পশু হিংসা, বৈশ্যের দেবদ্বিজের তৃপ্তিসংসাধনার্থ শস্যোৎপাদন ও শূদ্রের তিন বর্ণের সেবাই যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়পরতন্ত্র, স্বকার্য্য-নিরত ও সকলের সহিত মিত্রভাবাপন্ন হইলে তিনি অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন তাঁহাকে যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ত্রেতাযুগের প্রথমে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বর্ণ ও আশ্রমের নিয়ম বিশেষরূপে বিহিত ছিল। দ্বাপরযুগে মানবগণের আয়ুর অল্পতানিবন্ধন ঐ সকলের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিযুগের শেষে ঐ সমস্ত একবারে বিলুপ্ত হইবে। কলিযুগে বেদাদি কখন বা ঈষৎপ্রকা-শিত ও কখন বা একবারে অপ্রকাশিত হইবে। কলিযুগে মনুষ্যগণ স্বকা-র্য্যচ্যুত ও অধর্ম্মনিপীড়িত এবং গো, ভূমি ও ঔষধি সকল হীনরস হইবে। সলিলের মধুধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম সকল তিরোহিত হইয়া যাইবে ও স্বধর্ম্ম-নিরত ব্যক্তিগণ ক্লেশভোগ করিবে এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থই বিকারযুক্ত হইবে। পার্থিব উদ্ভিজ্জগণ যে প্রকার বারিবর্ষণদ্বারা পরিবর্দ্ধিত

হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রতিযুগে বেদদ্বারা যোগাঙ্গ সকল পুষ্ট হয়। পূর্ব্বে আমি যে আদ্যন্তশূন্য বিবিধরূপধারী কালের বিষয় বর্ণন করিয়াছি, সেই কাল হইতেই সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি ও সংহার হইতেছে। কালই প্রাণিগণের নিয়ন্তা এবং উৎপত্তিনাশের কারণ। প্রাণিগণ এই কালকেই আশ্রয় করিয়া স্বভাবে অবস্থান করিতেছে। এই আমি তোমার নিকট জিজ্ঞাসানুসারে সৃষ্টি, কাল, ধৈর্য্য, বেদ, কর্ত্তা, কার্য্য ও ক্রিয়াফলের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলাম।

ঊনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৩৯।

মহামতি শুকদেব, মহাতপা বেদব্যাসের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া মোক্ষধর্ম্মানুগত প্রশ্নজিজ্ঞাসায় সমুৎসুক হইয়া কহিলেন, পিতঃ! প্রজ্ঞাসম্পন্ন, যজ্ঞপরায়ণ, অসূয়াশূন্য, শ্রোত্রিয় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপদেশের অবিষয়ীভূত ব্রহ্মকে কি প্রকারে লাভ করিয়া থাকেন? তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ব্বত্যাগ, মেধা, আত্মানাত্মবিচার ও অষ্টাঙ্গ যোগ, ইহার কোন্ উপায় দ্বারা তিনি উপলব্ধ হইয়া থাকেন? কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে, মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা স্থাপন করা যায়? আপনি এই সকল কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! বিদ্যালাভ, তপোনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সর্ব্বত্যাগ ব্যতিরেকে কোনক্রমেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না। জগদীশ্বর পৃথিব্যাদি মহাভূত সকলের সৃষ্টি করিয়া তৎসমুদায় প্রাণিগণের কলেবরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রাণিগণ সেই মহাভূত সমুদায়কে আত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রাণিগণের ভূমি হইতে কলেবর, সলিল হইতে দেহ ও জ্যোতি হইতে চক্ষু লাভ হইয়াছে; বায়ু প্রাণ ও আপনাকে অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে এবং আকাশ শ্রোত্রাদিতে অবস্থিত রহিয়াছে। জীবদিগের চরণে বিষ্ণু, হস্তে ইন্দ্র, উদরে হুতাশন, কর্ণে দিক্ ও জিহ্বায় [illegible] ভোগাভিলাষে অবস্থান করিতেছেন। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা [illegible] নাসিকা ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও শব্দাদি জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। শব্দ [illegible], রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু; ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌রূপে অবগত হইতে হইবে। সারথি যে প্রকার বশীভূত অশ্বদিগকে প্রেরণ করিয়া থাকে,

সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিতেছে। জীব আবার হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক সেই মনকে সর্ব্বদা নিযুক্ত করে। মন ইন্দ্রিয়গণের এবং জীব মনের সৃষ্টিসংহারের কারণরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়, রূপরসাদির ইন্দ্রিয়ার্থ, শীতোষ্ণাদি ধর্ম্ম, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও জীব নিরন্তর মনুষ্যের শরীরমধ্যে অবস্থান করিতেছে। সত্ত্বাদি গুণসমুদায় ও বুদ্ধ্যাদি জীবের আশ্রয় নহে; পরমাত্মাই জীবের একমাত্র আশ্রয়। পরমাত্মা জীবের স্রষ্টা; গুণ সকল কখনই জীবের সৃষ্টিবিধান করিতে পারে না। মনীষী ব্রাহ্মণ শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, এই ষোড়শ গুণসমাবৃত জীবাত্মাকে মন দ্বারা বুদ্ধিমধ্যে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। পরমাত্মা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন; কেবল দীপস্বরূপ বিশুদ্ধ মন দ্বারাই তিনি প্রকাশিত হন। পরমাত্মা অব্যয়, অশরীরী, ইন্দ্রিয়বিরহিত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধশূন্য। যোগিগণ তাঁহাকে দেহমধ্যে নিরীক্ষণ করিবেন। জড় দেহে অব্যক্ত-ভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন, তিনি দেহাব-সানে ব্রহ্মভাব লাভ করিতে পারেন। পণ্ডিতগণ বিদ্বান্ সংকুলসমুৎপন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চাণ্ডালকে সমভাবে দর্শন করেন। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। যখন জীব আপনাতে সমুদায় ভূত ও ভূতসমুদায়ে আপ-নাকে অভিন্নভাবে দর্শন করেন, তখনই তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি আত্মাকে আত্মদেহে ও পরদেহে সমানরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, তিনিই মুক্তিলাভ করিতে পারেন। যিনি ব্রহ্মভাব লাভ করিবার বাস-নায় সমুদায় ভূতকেই আত্মতুল্য বিবেচনা করেন এবং যিনি সমুদায় ভূতের হিতাভিলাষী হন, দেবগণও সেই অলৌকিকপথগামী মহাত্মার গমনপথ অবধারণ করিতে সমর্থ না হইয়া বিমুগ্ধ হন। যেরূপ আকাশে বিহঙ্গমের ও জলমধ্যে মীনের গমনচিহ্ন কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ হয় না, সেই রূপ জ্ঞানিগণের গতি অন্যের অনুভূত হইবার নহে। কাল সমুদায় ভূত-কেই বিনষ্ট করিতেছে, কিন্তু যাহার প্রভাবে সেই কাল বিনষ্ট হয়, তাঁহাকে কেহই অবগত হইতে পারে না। সেই পরমস্বরূপ পরমাত্মা ঊর্দ্ধ, অধ, মধ্য বা তির্য্যক্ স্থানে নিরীক্ষিত হন না, এই সমুদায় লোকই তাঁহার অন্তঃরস্থ, তাঁহার বহির্ভাগে কিছুই নাই। যদি কেহ মনের ও শরাসনবিনির্ম্মুক্ত শরের ন্যায় অপ্রতিহতবেগে গমন করে, তাহা হইলেও সেই সকলের কারণ ভূতঈশ্বরের অন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে না। তিনি সূক্ষ্ম

হইতেও সূক্ষ্ম অথচ স্থূল হইতেও স্থূল, তাঁহার ইয়ত্তা করা কাহারই আয়ত্ত নহে। সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্তপাদ, সর্ব্বত্রই তাহার মুখ, চক্ষু ও মস্তক, এবং সর্ব্বত্রই তাহার কর্ণ বিকীর্ণ রহিয়াছে। তিনি সমুদায় লোক সমাবরণ করত অবস্থান করিতেছেন, তিনি সমস্ত ভূতের অন্তরে স্থির-ভাবে অবস্থান করিলেও কেহ তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারে না। পরমাত্মা অক্ষর ও ক্ষর এই দুই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হন। তন্মধ্যে অবিনাশী চৈতন্য অক্ষর এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক জড় দেহে ক্ষর বলিয়া অভিহিত হয়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থের অধিপতি, নিশ্চল, নিরুপাধিক, পরমাত্মা নবদ্বারযুক্ত পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হংসরূপে নির্দ্দিষ্ট হন। আর পণ্ডিতগণ মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি পদার্থসঙ্কলিত, এবং ক্ষয়, সুখদুঃখবিপর্য্যয় ও বিবিধ কল্পনাসম্পন্ন দেহমধ্যে জন্মবিহীন জীবাত্মাকেও হংস বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকেন। যিনি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তিনি উপাধি ও জন্ম পরিত্যাগ করেন।

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৪০।

হে বৎস! এই আমি তোমার নিকট আত্মবিচারের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যোগকার্য্য বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বাহ্য-বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে লীন করাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব যোগী ব্যক্তি শান্তপ্রকৃতি, জিতে-ন্দ্রিয়, ধ্যানপরায়ণ, ঈশ্বরে অনুরক্ত, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ও পবিত্র হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন, এই পাঁচ প্রকার যোগদোষ পরিহার পূর্ব্বক আচার্য্য হইতে এই প্রকার জ্ঞান অবগত হইবেন। শান্তপ্রকৃতি হইলেই ক্রোধ, সংকল্পত্যাগী হইলেই কাম ও সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলেই নিদ্রাকে জয় করিতে পারা যায়। ধৈর্য্যগুণ দ্বারা কাম ও বুভুক্ষা, লোচনদ্বারা হস্ত ও পদ, মনোদ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র এবং সৎকার্য্য দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া ভয়, এবং জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের শুশ্রূষাপরতন্ত্র হইয়া দম্ভগুণ পরিত্যাগ করা বিধেয়। যোগী ব্যক্তি এই প্রকারে অতন্দ্রিত হইয়া যোগদোষ সকল পরিত্যাগ করিবেন।

মনোভঙ্গকর হিংসাযুক্ত বাক্য পরিত্যাগ, অগ্নি ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা, এবং দেবতাদিগকে প্রণাম করা তাঁহার নিতান্ত কর্ত্তব্য। তেজোময় ব্রহ্ম স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় লোকের বীজ ও রসস্বরূপ। সকল প্রাণী তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। ধ্যান, বেদাধ্যয়ন, দান, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা তেজোবৃদ্ধি, পাপনাশ, অভীষ্টসিদ্ধি ও বিজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট, পাপবিহীন, তেজস্বী, অল্পাহারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কাম ক্রোধকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির অভিলাষ করিবেন। যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ নিবিষ্টচিত্তে মন ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাত্রির পূর্ব্বভাগ ও শেষভাগে বুদ্ধির সহিত মনকে সংযোজিত করিবেন। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত থাকিলেই মনুষ্যের শাস্ত্রীয় বুদ্ধি সেই ইন্দ্রিয়রূপ একমাত্র দ্বার অবলম্বন পূর্ব্বক সচ্ছিদ্র চর্ম্মময় সলিলাধারস্থিত সলিলের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া যায়; অতএব ধীবর যে প্রকার প্রথমে জালদংশক্ষম মৎস্যগণকে রুদ্ধ করিয়া অন্যান্য মৎসদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, সেই প্রকার যোগপরায়ণ ব্যক্তি প্রথমে মনকে রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযমিত করিবেন। যোগবেত্তা ব্যক্তি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা, এই চারি ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক মনে ও মনকে সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া বুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিবেন। মন ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সমবেত হইয়া বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্ব্বক প্রসন্ন হইলেই যোগী ব্যক্তি ধূমশূন্য প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে দীপ্তিমান মার্ত্তণ্ডের ন্যায় ও গগনমণ্ডলস্থ বিদ্যুদগ্নির ন্যায় হৃদয়মধ্যে সন্দর্শন করেন। সর্ব্বভূতহিতৈষী ধৃতিমান্ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই যোগপ্রভাবে তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারেন। যে ব্যক্তি নির্জ্জনপ্রদেশে একাকী উপবেশন পূর্ব্বক সংযতচিত্তে ছয় মাস পূর্ব্বোক্তরূপে যোগসাধন করিতে সমর্থ হন, তিনিই ব্রহ্মভাব লাভ করেন।

তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ চিত্তের মোহ ও চাঞ্চল্য এবং উপস্থিত ক্রোধাদি পরিহার করিবেন। যোগবলে দিব্য গন্ধ, শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ, সুখকর শীত, তাপ অন্তর্ধান, আকাশগতি, সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞান ও দিব্যাঙ্গনাসঙ্গাদি উপস্থিত হইলেও তৎসমুদায়ে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎসমুদায় হইতে নিবৃত্ত হওয়া তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই প্রকারে প্রাতঃকাল, পূর্ব্বরাত্রি ও অপর রাত্রিতে সংযত হইয়া

শৈলশৃঙ্গে, চৈত্যবৃক্ষের তলে, অথবা অন্য কোন তরুর সম্মুখে যোগসাধন করা যোগিগণের উচিত। যোগবিদ্ ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয় সকল সংযমিত করিয়া অর্থচিন্তাপরায়ণ পুরুষের ন্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই অক্ষয়ধন পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবেন। কদাচ যোগানুষ্ঠানে অমনোযোগ করিবেন না। যে উপায় দ্বারা চঞ্চল চিত্তকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারা যায়, অধ্যবসায়সহকারে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকাই তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগপরায়ণ ব্যক্তি অনন্যমনে অবস্থান করিবার নিমিত্ত শূন্য গিরিগুহা, দেবস্থান অথবা নির্জ্জন গৃহ আশ্রয় করিবেন এবং কায়-মনোবাক্যে অন্যসংসর্গ পরিহার করিয়া উপেক্ষানিরত, নিয়মিতাহারী ও লাভালাভে সমজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন। কোন ব্যক্তির মুখে আপনার নিন্দাবাদ বা প্রশংসাবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তন্নিবন্ধন তাঁহার শুভ বা অশুভ চিন্তা করিবেন না। লাভালাভে হর্ষবিষাদশূন্য, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও সর্ব্বস্পর্শী সমীরণের ন্যায় পবিত্র হওয়া তাঁহাদিগের নিতান্ত উচিত। যে মহাত্মা এই প্রকার বিশুদ্ধচিত্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া ক্রমাগত ছয় মাস যোগানুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনি বেদোক্ত কার্য্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। লোষ্ট্র ও সুবর্ণে সমজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অন্যান্য ব্যক্তিকে অর্থলাভের নিমিত্ত সাতিশয় কাতর দেখিয়া কদাচ উপার্জ্জনমার্গে প্রবৃত্ত বা বিমোহিত হইবেন না। শূদ্র বা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণী কামিনীগণও যদি এই প্রকার পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহারাও পরম গতি প্রাপ্ত হইতে পারে। জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তি নিশ্চল ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই জন্মশূন্য, নির্ব্বিকার, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, মহৎ হইতেও মহৎ, অনন্ত পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যাঁহারা মহাত্মা মহর্ষির এই সকল বাক্য যুক্তিদ্বারা পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মার তুল্য হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন।

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৪১।

শুকদেব কহিলেন, মহাত্মন্! বেদে জ্ঞানীর প্রতি কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মের প্রতি ধর্ম্মানুষ্ঠান, এই উভয়েরই বিধি আছে; কর্ম্ম ও জ্ঞান, ইহারা পরস্পর প্রতিকূলভাবে অবস্থান করিতেছে। অতএব কর্ম্মপ্রভাবে লোকের কোন্ গতি লাভ হয় এবং জ্ঞানপ্রভাবেই বা কিরূপ গতি লাভ হইয়া থাকে, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

মহাত্মা বেদব্যাস শুকদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! নশ্বর কর্ম্ম ও অবিনশ্বর জ্ঞানের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। কর্ম্মদ্বারা যে গতি লাভ করিতে পারা যায় এবং জ্ঞানদ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এই দুই বিষয় নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহার নিকট ধর্ম্মের নাস্তিত্ব প্রতিপাদন করিলে, সে যে প্রকার ক্ষুব্ধ হয়, সেইরূপ তোমার মুখে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের প্রাধান্য শ্রবণ করিয়া আমিও ক্ষুব্ধ হইলাম। যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি যে প্রকার প্রশ্ন করিলে, তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদে প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ এই দুই প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। জীব কর্ম্মদ্বারা সংসারপাশে বদ্ধ এবং জ্ঞানদ্বারা নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য পারদর্শী যতিগণ কদাচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। জীব কর্ম্ম-প্রভাবে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করে, কিন্তু জ্ঞানবলে তাহার নিত্য অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যগণ কর্ম্মেরই বিশেষরূপ প্রশংসা করে। এই জন্য তাঁহাদিগকে বারংবার দেহ পরিগ্রহ করিতে হয়। যাঁহারা সুচারুরূপে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন, এবং যাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা, নদীজলপায়ী যেরূপ কূপোদকের সমাদর করে না, সেইরূপ কদাচ কর্ম্মের প্রশংসা করেন না। কর্ম্মদ্বারা সুখদুঃখ ও জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হয়, কিন্তু যথায় জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই। এবং যে স্থানে গমন করিলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, জ্ঞান ব্যতীত সেই স্থান প্রাপ্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। লোকের জ্ঞান-লাভ হইলেই তাহার অন্তরে অব্যক্ত, স্থির, প্রপঞ্চাতীত, নিশ্চেষ্ট, অমৃত ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তখন জীবকে আর সুখদুঃখ অনুভব করিতে হয় না এবং তাহার সংকল্পও স্বকীয় মোহজাল বিস্তার করিতে পারে না। সেই অবস্থায় জীব সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে নিতান্ত আসক্ত হয় এবং সকলের প্রতি সমানরূপ মিত্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। কর্ম্মময় পুরুষ ও জ্ঞানময় পুরুষ, ইহারা পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন। অমাবস্যায় সূক্ষ্মকলাসম্পন্ন চন্দ্রমা যেরূপ অদৃশ্যভাবে অবস্থান করেন, বস্তুতঃ বিনষ্ট হন না, সেইরূপ জ্ঞানময় পুরুষ নিত্যকাল অবিনষ্টই থাকেন। আর গগনমণ্ডলে বক্রাকার অভিনব শশধর যেরূপ হ্রাসবৃদ্ধিসম্পন্ন হন, সেইরূপ কর্ম্মময় পুরুষ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহর্ষিরা জ্ঞান ও কর্ম্মের এই প্রকারই ফল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মন ও ষোড়শকলাসঙ্কিত

...ার কর্ম্মদ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে। সেই লিঙ্গশরীরে কমলপত্রস্থ সলিলবিন্দুর ন্যায় যে দেবতা অবস্থান করিতেছেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। লোকে যোগপ্রভাবে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিনটী বুদ্ধির গুণ এবং জীবাত্মা পরমাত্মার গুণ। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে, দেহ স্বভাবতঃ জড়; উহা চৈতন্য-স্বরূপ জীবের সহিত যুক্ত হইলেই সচেতন হইয়া থাকে। জীবই দেহকে সচেষ্ট ও জীবিত করে। ঐ জীব হইতে উৎকৃষ্ট আর এক পরম বস্তু আছেন; তিনিই সপ্ত ভুবন কল্পনা করিয়াছেন।

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৪২।

শুকদেব কহিলেন, পিতঃ! আপনি মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও শব্দাদি বিষয়-সংযুক্ত ইন্দ্রিয় সকল ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং অন্যান্য সমস্ত পদার্থ বুদ্ধিপ্রভাবে কল্পিত বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে ইহলোকে সাধু ব্যক্তিগণ যুগে যুগে যে প্রকার সদ্ব্যবহার অনুসারে অবস্থিতি করেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। আর বেদবাক্যে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্ম-পরিত্যাগ উভয়েরই বিধান রহিয়াছে; অতএব ঐ উভয়ের মধ্যে কি কর্ত্তব্য ও কি অকর্ত্তব্য, তাহা কি প্রকারে নির্ণয় করা যাইবে? এক্ষণে আপনি বিস্তার পূর্ব্বক ঐ সমস্ত কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার উপদেশ-লাভে পবিত্র ও লোকাচার সমুদায় সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া স্বীয় বুদ্ধি সংস্কার করিয়া দেহাভিমান পরিহার পূর্ব্বক জীবাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিব।

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যে প্রকার বৃত্তিবিধান করিয়া দিয়াছেন, পূর্ব্বতন ঋষিগণ সেই প্রকার আচার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষিরা মনে মনে আপনাদিগের শ্রেয়োলাভার্থ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া লোক সমুদায় পরাজয় করেন। যিনি ফলমূলাহারী, অতি-কঠোরতপোনুষ্ঠাননিরত, পুণ্যস্থানসঞ্চারী ও অহিংসাপরায়ণ হন এবং বানপ্রস্থগণের কুটীর মুষলশব্দপরিশূন্য ধূমবিরহিত হইলে, তথায় ভিক্ষার নিমিত্ত গমন করিয়া থাকেন, তিনিই ব্রহ্মপদ লাভে সমর্থ হন; অতএব তুমি অন্যের স্তুতি ও নমস্কার এবং শুভাশুভ প্রভৃতি সমুদায় বিষয় পরিহার পূর্ব্বক একাকী অরণ্যমধ্যে গমন করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করত স্বেচ্ছানুসারে পর্য্যটন কর।

শুকদেব কহিলেন, পিতঃ! "কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য ও কর্ম্মত্যাগ করা কর্ত্তব্য" এই দুই বেদবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ; অতএব ঐ বাক্যদ্বয়ের শাস্ত্রত্বসিদ্ধি কি প্রকারে হইবে? এক্ষণে আপনি ঐ দুই বাক্যের সপ্রমাণতা প্রদর্শন এবং যে প্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠানের অবিরোধে মোক্ষলাভ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে, ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার বাক্যের বিস্তর প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন, বৎস! কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি ভিক্ষু ইহাঁদিগের মধ্যে যিনি কামদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া শাস্ত্রানুরূপ ব্যবহার করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। আশ্রমচতুষ্টয়ের সোপান ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই সোপানে আরোহণ করিতে পারিলেই ব্রহ্মলোকে গমন করা যায়। ধর্ম্মার্থবেত্তা ব্রহ্মচারী ঈর্ষাবিহীন হইয়া গুরু বা গুরুপুত্রের নিকট জীবনের চতুর্থ ভাগ অতিবাহিত করিবেন। তাঁহার গুরুগৃহে অবস্থানকালে গুরুর শয়নের পর শয়ন ও তাঁহার গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শিষ্য বা দাসজনোচিত কার্য্য সমুদায় সম্পাদন ও তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। কার্য্য সমুদায় সুসম্পন্ন হইলে, গুরুর নিকট অবস্থান পূর্ব্বক অধ্যয়ন করা উচিত। তিনি সর্ব্বদা সরলস্বভাব ও অপবাদশূন্য হইয়া থাকিবেন এবং আচার্য্য আহ্বান করিলেই তথায় গমন করিবেন। কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান পূর্ব্বক অনাকুলিতলোচনে গুরুকে সন্দর্শন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করা জিতেন্দ্রিয় গুণবান্ শিষ্যের বিধেয়। আচার্য্য ভোজন না করিলে ভোজন, পান না করিলে পান, উপবেশন না করিলে উপবেশন, এবং শয়ন না করিলে শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। উত্তানপাণি হইয়া মৃদুভাবে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ চরণ এবং বাম হস্ত দ্বারা তাঁহার বাম চরণ স্পর্শ করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে অভিবাদ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিবেন, ভগবন্! আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন; আমি এই এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং এই এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব; আর আপনি যাহা অনুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা করিবেন, এক্ষণে তাহাও সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি। গুরুভক্তিপরায়ণ ব্রহ্মচারী এই প্রকারে গুরুকে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সমুদায় কার্য্য শেষ হইলে পুনর্ব্বার তাঁহাকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবেন। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যসময়ে যে সকল রস ও গন্ধ সেবন পরিত্যাগ করেন, সমাবর্ত্তনের পর তাঁহার সেই সমুদায় ব্যবহার করা ধর্ম্মানুগত। শাস্ত্রে ব্রহ্মচারীর যে সমুদায় ব্যবহার করা ধর্ম্মানুগত। শাস্ত্রে

ব্রহ্মচারীর যে সমুদায় নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার নিয়ত সেই সমুদায়ের আচরণ করা এবং আচার্য্যের বশীভূত হওয়া নিতান্ত উচিত। তিনি এই রূপে সাধ্যানুসারে গুরুর প্রীতিসাধন করিয়া আশ্রমান্তরে গমন করিবেন। বেদাধ্যয়ন ও উপবাসাদি দ্বারা গুরুগৃহে জীবনের চতুর্থ ভাগ গত হইলে, আচার্য্যকে দক্ষিণা দান করিয়া যথাবিধানে গুরুগৃহ হইতে সমাবৃত্ত হইবেন। এবং তৎপরে গৃহস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মপত্নী সমভিব্যাহারে বহ্নি সংস্থাপন করিয়া ব্রতচর্য্যা দ্বারা জীবনের দ্বিতীয় ভাগ অতিবাহিত করিবেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৪৩।

পণ্ডিতগণ গৃহস্থদিগের চারি প্রকার জীবনোপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা তদনুসারে কেহ কেহ ত্রৈবার্ষিক ধান্য ও কেহ কেহ একবার্ষিক ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন; কেহ কেহ প্রতিদিন ভক্ষ্য বস্তু আহরণ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ বা উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হন। এই চারি প্রকার গৃহস্থের মধ্যে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়, দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয়, ও তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ শ্রেণী শ্রেষ্ঠ। উহাদিগের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যজনাদি ষট্‌কার্য্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন, দান ও প্রতিগ্রহ, তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন ও দান এবং চতুর্থ শ্রেণীর অধ্যয়নমাত্র কর্ত্তব্য। গৃহস্থদিগের ব্রত সকল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আত্মোদরপূরণার্থ অন্ন পাক ও পশুহত্যা করিতে অনুজ্ঞা করা গৃহস্থের কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ছাগাদি পশু ও অশ্বত্থাদি বৃক্ষ ছেদন করিবেন। দিবাভাগে এবং প্রথমরাত্রি ও শেষরাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব করা, দিবারাত্রির মধ্যে দুই বারের অধিক ভোজন করা ও ঋতুকালব্যতীত স্ত্রীসম্ভোগ করা গৃহস্থের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। গৃহী ব্যক্তিগণ গৃহাগত ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইবেন এবং বেদবিদ্যাবিশারদ, স্বধর্ম্মোপজীবী, জিতেন্দ্রিয়, ক্রিয়াবান্, তপস্বী, শ্রোত্রিয়গণ অতিথি হইলে, তাঁহাদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া হব্য কব্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন। কি স্বধর্ম্মজ্ঞাপনার্থ বৃথা নখলোমধারী, অগ্নিহোত্র পরিত্যাগী, গুরুর অপ্রিয়কারী ব্যক্তি, কি চাণ্ডাল, যে হউক না কেন, গৃহে

উপস্থিত হইলেই তাহাকে ভোজন প্রদান করা গৃহস্থের নিতান্ত কর্ত্তব্য। গৃহস্থ ব্যক্তিগণ প্রতিদিন ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগকে এবং অন্যান্য প্রাণী-দিগকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান করিবেন। প্রতিদিন ব ঘ স ও অমৃত ভোজন করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঘৃতসংযুক্ত যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষ্য বস্তুই অমৃত স্বরূপ। যে গৃহস্থ পোষ্যবর্গের ভোজনান্তে ভোজন করিয়া থাকেন, তাহাকে বিঘসাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পণ্ডিতগণ পোষ্যবর্গের ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম বিঘস ও যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম অমৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। স্বদারনিরত অসূয়াপবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয় গৃহস্থগণ ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বান্ধব, পিতা, মাতা, সগোত্রা স্ত্রী, ভ্রাতা, পুত্র, ভার্য্যা, কন্যা ও ভৃত্যবর্গের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিলে, সমুদায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ ও সমুদায় লোক জয় করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতগণ আচার্য্যকে ব্রহ্মলোকের, পিতাকে প্রজাপতিলোকের, অতিথিকে ইন্দ্রলোকের, ঋত্বিকদিগকে দেবলোকের, সগোত্রা স্ত্রীকে অপ্সরোলোকের, জ্ঞাতিদিগকে বিশ্বদেবলোকের, সম্বন্ধী ও বান্ধবদিগকে দিক্ সমুদায়ের, মাতা ও মাতুলকে পৃথিবীর এবং বৃদ্ধ, বালক, পীড়িত ও ক্ষীণ ব্যক্তিদিগকে আকাশের অধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব গৃহস্থেরা আচার্য্যাদির উপাসনা করিলেই অনায়াসে ব্রহ্মলোকাদি জয় করিতে সমর্থ হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সদৃশ, ভার্য্যা ও পুত্র আপনার দেহস্বরূপ, ভৃত্যবর্গ ছায়াস্বরূপ এবং দুহিতা অনুগ্রহের ভাজন; অতএব জিতক্লম ধর্ম্মপরায়ণ গৃহধর্ম্মনিরত বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠ সহোদরাদি কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও অকাতরে উহা সহ্য করিবেন। ফলাভিলাষী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মশীল গৃহস্থগণের নিতান্ত অনুচিত। যে প্রকার ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা ভৈক্ষ্য শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ গৃহস্থগণের ধান্যসঞ্চয় অপেক্ষা, অসঞ্চয় ও অসঞ্চয় অপেক্ষা কপোতবৃত্তি উৎকৃষ্ট। শাস্ত্রবিহিত নিয়ম সকল প্রতিপালন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ষোপযুক্ত ধান্যসংগ্রহকারী, কপোতবৃত্তিসমাশ্রিত ও উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ গৃহস্থেরা যে রাজ্যে সংকৃত হইয়া অবস্থান করেন, সেই রাজ্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। যাঁহারা অব্যথিতচিত্তে এইরূপে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা সম্রাট্‌দিগের গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং তাঁহাদিগের ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ পুরুষ পরম পবিত্র হইয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয় উদারস্বভাব গৃহস্থ-

দিগের নিমিত্ত বিমানসংযুক্ত পরম রমণীয় স্বর্গলোক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য বিধিনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য অতিক্রম করিয়া গার্হস্থ্য বৃত্তি অবলম্বন করিলে, স্বর্গসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। এই গার্হস্থ্য আশ্রমের পর মনুষ্যের তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে সেই আশ্রমের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমঅধ্যায়। ২৪৪।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট মনীষিনির্দ্দিষ্ট গৃহস্থ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে গার্হস্থ্যব্রতরহিত পবিত্রদেশবাসী, সদসদ্বিবেচক, সর্ব্বাশ্রমাচারসম্পন্ন বানপ্রস্থদিগের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

অনন্তর বেদব্যাস আপনার পুত্র শুকদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! যখন গৃহস্থ আপনার মাংস লোল ও কেশজাল শুক্লবর্ণ নিরীক্ষণ করিবেন এবং যখন তাঁহার পুত্রের পুত্র উৎপন্ন হইবে, তখন বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। বানপ্রস্থাশ্রমী আয়ুর তৃতীয় ভাগ অরণ্যমধ্যে অতিবাহিত করিবেন। এই আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক গার্হপত্য প্রভৃতি তিন অগ্নির পরিচর্য্যা, দেবগণের অর্চ্চনা, আহারনিয়ম, দিবসের ষষ্ঠভাগে ভোজন, অগ্নিহোত্র রক্ষা, ধেনুপ্রতিপালন, সমুদায় যজ্ঞাঙ্গের অনুষ্ঠান, অকৃষ্টপচ্য ধান্য যব নীবার ও বিঘস আহার, এবং পঞ্চযজ্ঞে হবনীয় দ্রব্য সমুদায় সমর্পণ করা বিধেয়। বানপ্রস্থাশ্রমেও চারি প্রকার বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। তদনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান ও অতিথিসৎকারের নিমিত্ত কেহ কেহ এক দিনের, কেহ কেহ এক বৎসরের, এবং কেহ কেহ বা দ্বাদশ বৎসরের জন্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন। বানপ্রস্থগণ বর্ষাকালে বৃষ্টিবেগ সহ্য ও হেমন্তে সলিলমধ্যে অবস্থান করিবেন এবং গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা হইবেন। পরিমিত ভোজন, ধরাসনে শয়ন, পাদাঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া অবস্থান, ভূতলে বা আসনে উপবেশন ও ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দন্ত ও কেহ কেহ প্রস্তর দ্বারা উদূখলের কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ভোজন করেন। কেহ কেহ শুক্লপক্ষে, কেহ কেহ বা কৃষ্ণপক্ষে একবারমাত্র যবাগূ ভোজন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা উঞ্ছ প্রাপ্ত হইলেই ভোজন করেন, এবং কেহ মূল, কেহ ফল ও কেহ বা পুষ্পমাত্র দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হন। বানপ্রস্থদিগের এই

প্রকার ও অন্যান্যপ্রকার নিয়ম সকল নির্দ্দিষ্ট আছে। সন্ন্যাস চতুর্থ ধর্ম্ম; এই ধর্ম্ম উপনিষদ হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। উহাতে সকলেরই অধিকার আছে। এই দ্বাপরযুগে মহামুনি অগস্ত্য, সর্ব্বাঙ্কের্ব্বর, মধুচ্ছন্দ, অঘমর্ষণ, সাংকৃতি, অনিয়তস্থানবাসী সুদিবাভৃতি, অহোবীর্য্য, কাব্য, তাণ্ড্য, মেধাতিথি, কর্ণনির্ব্বাক ও শূন্যপাল এই সমুদায় মহাত্মা এবং সত্যসঙ্কল্পাদি ধর্ম্মশীল যাযাবরগণ এই সন্ন্যাস ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়াছেন। কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি অনুষ্ঠাননিরত জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মসম্পন্ন বৈখানস, বালখিল্য ও সৈকতগণ এবং গ্রহ নক্ষত্রভিন্ন অন্যান্য জ্যোতিষ্ক সমস্ত ও অনেকানেক নিপুণধর্ম্মজ্ঞ উগ্রতপা মহর্ষি বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। জরাজীর্ণ ও ব্যাধিনিপীড়িত হইয়া শেষাবস্থায় বানপ্রস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করা উচিত।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বদানসহকারে এক দিবসসাধ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান, জীবিতাবস্থায় নিজের শ্রাদ্ধাদি সমাপন, ও পুত্রকলত্র পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে অগ্নি বিলীন করত আত্মনিষ্ঠ ও আত্মারাম হইবেন। মনুষ্যের যতদিন যোগাভ্যাসে অধিকার না জন্মে, ততদিনই তাঁহার ব্রহ্মযজ্ঞ ও দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। সন্ন্যাসী কলেবর পরিত্যাগপর্য্যন্ত আপনাতে গার্হপত্য প্রভৃতি তিন অগ্নি বিলীন করিয়া তাহাতে যাগ করিবেন। অন্নের নিন্দা না করিয়া যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পাঁচ বা ছয় গ্রাস ভোজন করিবেন। বানপ্রস্থবিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রভাবে পবিত্র হইয়া কেশ ও লোম মুণ্ডন এবং নখচ্ছেদন পূর্ব্বক চতুর্থ আশ্রম অবলম্বন করা বানপ্রস্থদিগের কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ সকলকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তাঁহার তেজোময় লোক সমুদায় লাভ হয়, এবং তিনি দেহাবসানে পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুশীল পাপশূন্য আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ইহলোক বা পরলোকের নিমিত্ত কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন না। তিনি ক্রোধ, মোহ ও সন্ধিবিগ্রহপরিশূন্য হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকেন। যিনি অহিংসাপ্রভৃতি সংযম ও স্বাধ্যায়প্রভৃতি নিয়ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না হন, এবং যিনি সন্ন্যাসবিধি অনুসারে আত্মাশ্বেষণ ও যজ্ঞোপবীত নিক্ষেপ করেন, সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সদ্য বা ক্রমশঃ মুক্তি লাভ হয়। ধর্ম্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মুক্তিলাভে সংশয় কি? হে বৎস! এক্ষণে বিবিধ সদ্গুণালঙ্কৃত অত্যুৎকৃষ্ট চতুর্থ আশ্রমের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৪৫

শুকদেব কহিলেন, পিতঃ! ব্রহ্মলাভার্থী ব্যক্তি বানপ্রস্থাশ্রমের ন্যায় এই চতুর্থ আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে কি প্রকারে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ করিবেন?

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস। গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ এই দুই আশ্রমে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া অনন্তর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে চিত্তদোষ সংশোধন পূর্ব্বক আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট সন্ন্যাস আশ্রমে গমন করিবে। অতএব তুমি চিত্তদোষ সংশোধন করিতে অভ্যাস কর। সন্ন্যাসী সিদ্ধিলাভ করিবার মানসে সহায়বিহীন হইয়া একাকীই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। যিনি আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া একাকী বিচরণ করেন, আত্মা কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না এবং ঐ রূপ ব্যক্তিকে কখন মোক্ষপদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না। নিরগ্নি ও বাসস্থানবিহীন হইয়া অন্নের নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, প্রাত্যহিক আহার সঞ্চয়, চিত্তের একাগ্রতাসাধন, অল্পাহার, একাহার, করঙ্গধারণ, বৃক্ষমূলাশ্রয়, কাষায় বস্ত্র পরিধান, সহায় পরিত্যাগ এবং সমুদায় জীবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাই সন্ন্যাসীর চিহ্ন। যিনি অন্যের কটূক্তি শ্রবণ করিয়াও তাহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ না করেন, তাঁহার সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কখন কাহারও কুৎসিত কার্য্য সন্দর্শন বা কুৎসা শ্রবণ, বিশেষতঃ স্বয়ং ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের প্রতি অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করাই বিধেয়। অন্যের মুখে ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মৌনভাবে অবস্থান করাই কর্ত্তব্য। যিনি আপনাকে সর্ব্বব্যাপী এবং জনাকীর্ণ স্থানকে শূন্যময় বলিয়া জ্ঞান করেন, যিনি যথাকথঞ্চিৎ আহার, যৎসামান্য বস্ত্র পরিধান ও যথা তথা গমন করিয়া থাকেন, যিনি জনসমাজ ভুজঙ্গের ন্যায়, মিষ্টান্নজনিত তৃপ্তিকে নরকের ন্যায়, এবং কামিনীগণকে শবের ন্যায় বিবেচনা করেন। যাঁহার সম্মান হইলে হর্ষ বা অপমান হইলে ক্রোধের লেশমাত্র জন্মে না, এবং যিনি সমুদায় জীবকে অভয় প্রদান করিতে পারেন, দেবগণ তাঁহাকেই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। জীবনে বা মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করা সন্ন্যাসীর নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভৃত্য যে প্রকার প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা করে, সেই প্রকার কালকে প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করাই বিধেয়।

চিত্ত ও বাক্যের দোষ পরিত্যাগ করা এবং স্বয়ং সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি-লাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহার শত্রু নাই, তাহার ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। যে মনুষ্য হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেও তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। ফলতঃ মোহশূন্য ব্যক্তির কিছুতেই আশঙ্কা নাই। যেরূপ মাতঙ্গের পদচিহ্নে অন্যান্য সমস্ত পাদ-চারী জীবের পদচিহ্ন বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ এক অহিংসাধর্ম্মে অন্যান্য সমুদায় ধর্ম্মার্থ বিলীন রহিয়াছে। যিনি হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত না হন, তিনি অনায়াসে কৃতান্তের ভয় অতিক্রম করিয়া অনন্তকাল অবস্থান করিতে পারেন। যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন, শান্তগুণাবলম্বী, সত্যবাদী, ধৈর্য্যশীল, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতের রক্ষায় যত্নশীল হন, তিনি অনায়াসে অতি উৎ-কৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন। মৃত্যু কখনই এতাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন, নির্ভীক ও বাসনাবিহীন ব্যক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে না; প্রত্যুত তিনিই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। যিনি সমুদায় বিষয়সংসর্গ হইতে বিমুক্ত ও শান্ত হইয়া আকাশের ন্যায় কিছুতেই লিপ্ত না হন, যাঁহার কেহই আত্মীয় নাই, যিনি সর্ব্বদা একাকীই বিচরণ করিয়া থাকেন, ধর্ম্মার্থই যাঁহার জীবন ধারণ, অন্যের উপকারই যাঁহার ধর্ম্ম, যিনি পুণ্যকার্য্য দ্বারা দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন, যাঁহার কিছুমাত্র বাসনা বা কোন কার্য্যে উদ্যোগ নাই, যাঁহার স্তুতি বা নমস্কারজন্য সুখানুভব হয় না, এবং যিনি সমুদায় কামনা হইতে বিমুক্ত হন, দেবগণ তাঁহাকেই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। জীবমাত্রেই সুখে সন্তুষ্ট ও দুঃখে নিতান্ত ভীত হয়; অতএব যাহাতে তাহাদিগের দুঃখ জন্মে, এরূপ কার্য্য করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। জীবগণকে অভয়দান সমুদায় দান অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ। যিনি প্রথমেই হিংসাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তিনি প্রাণীদি-গের নিকট অনন্তকাল অভয় লাভ করিয়া থাকেন। মুখব্যাদান পূর্ব্বক পঞ্চ গ্রাসরূপ প্রাণাহুতি প্রদান করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। ত্রিলোকের আত্ম-স্বরূপ বৈশ্বানর সন্ন্যাসীর সর্ব্বদেহে অবস্থান করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী সেই প্রাদেশপরিমিত হৃদয়াকাশস্থিত বৈশ্বানরে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সমুদায় আহুতি প্রদান করেন; সেই আহুতি প্রদানে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা ত্রিগুণসমাবৃত মায়াময় জীবাত্মাকে অতি উৎকৃষ্ট পরমাত্ম-রূপে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা কি ভূলোক, কি দ্যুলোক, সর্ব্বত্রই পূজা ও সাধুবাদ লাভ করেন। যিনি আত্মাতেই চারি বেদ, কর্ম্মকাণ্ড, আকাশাদি পদার্থ, পরলোক ও পরমার্থ বিষয় রহিয়াছে বলিয়া অবগত

হইতে পারেন, এবং নির্লিপ্ত অপরিমেয়, জ্ঞানময়, দেহমধ্যে আবির্ভূত পরমাত্মাকে হৃদয়াকাশে অবস্থিত বলিয়া পরিজ্ঞাত হন, দেবগণ তাঁহাকে সেবা করিবার নিমিত্ত সতত যত্নবান্ হইয়া থাকেন। ছয় ঋতু যাহার নাভি, দ্বাদশ মাস যাহার অর, অমাবস্যাদি যাহার পর্ব্ব, কখনই যাহার অন্ত হইবে না, যাহা নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে এবং এই বিশ্বসংসার যাহার আস্যদেশে প্রবিষ্ট হয়, সেই কালচক্র যোগীদিগের হৃদয়াকাশে অবস্থান করিয়া থাকে। যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক দেহ সমুদায় বিশ্বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, জীবাত্মা সেই দেহে অবস্থান করিয়া প্রাণাদি দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন; তাঁহাদিগের তৃপ্তিলাভ হইলেই তিনি স্বয়ং পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি স্বয়ং তেজোময়, নিত্য ও অপরিমেয়, যিনি কোন প্রাণী হইতে ভীত না হন, এবং প্রাণিগণ যাঁহা হইতে শঙ্কিত না হয়, তিনিই ভয়শূন্য অনন্তলোক লাভ করিতে পারেন। যিনি সর্ব্বদা লোকের নিকট নিন্দনীয় না হন এবং স্বয়ং অন্যকে নিন্দা না করেন, তিনিই পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন। নিষ্পাপ ও মোহপরিশূন্য ব্যক্তি কি ইহলোক, কি পরলোক, কুত্রাপি ভোগনিবন্ধন সুখ অনুভব করেন না। যে ব্যক্তির লোষ্ট্র ও কাঞ্চন, প্রিয় ও অপ্রিয়, এবং নিন্দা ও স্তুতি, সর্ব্বত্রই সমান জ্ঞান হয়; সন্ধি, বিগ্রহ, রাগ ও মোহের লেশমাত্র থাকে না, এবং যিনি সম্পদশূন্য হইয়া উদাসীনের ন্যায় ইতস্ততঃ পর্য্যটন করেন, তাঁহাকেই যথার্থ ভিক্ষুক বলা যায়।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৪৬।

হে বৎস! জীবাত্মা প্রকৃতির বিকার, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণে সংযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে অবগত হইতেছেন; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। মানবগণ সারথিপরিচালিত পরাক্রমশালী সুশিক্ষিত উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহের ন্যায় পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনোদ্বারা কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐ ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শব্দস্পর্শাদি বিষয়, বিষয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা অব্যক্তপ্রকৃতি, ও অব্যক্তপ্রকৃতি অপেক্ষা পরব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; তিনিই সকলের প্রাপ্য বস্তু ও পরম গতি। সেই পরমাত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে গূঢ়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তত্ত্ববিদ্ যোগিগণ সূক্ষ্ম বুদ্ধির

প্রভাবেই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। যোগী ব্যক্তি চিন্তা ও প্রভুত্বাভিমান পরিহার পূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ সমুদায় মহত্তত্বে লীন এবং মনকে তত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধি দ্বারা সংস্কৃত ও ধ্যানদ্বারা উপরত করিয়া স্বয়ং প্রশান্তচিত্ত হইলেই ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরবশ ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া কামক্রোধাদিতে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে, তাহাকে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়; অতএব যোগী ব্যক্তি সংকল্পশূন্য হইয়া সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে স্থূল বুদ্ধি সন্নিবেশিত করিয়া কালঞ্জর পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি হইবেন। যোগিগণ চিত্তপ্রসাদপ্রভাবেই সমুদায় পাপপুণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত ও স্বরূপস্থ হইয়া অনন্ত সুখভোগ করিয়া থাকেন। সুষুপ্তিস্থ ব্যক্তির ন্যায় সুখদুঃখশূন্য এবং নিবাতস্থ দীপ্যমান দীপের ন্যায় নিশ্চল হওয়াই প্রসন্নচিত্ত পুরুষের লক্ষণ। যে ব্যক্তি অল্পাহারনিরত ও বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া এই প্রকারে রাত্রির প্রথম ও শেষভাগে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ করিতে পারেন, তিনিই জীবাত্মাতে পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন।

হে বৎস! এই আমি তোমাকে শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত ঋক্‌বেদোক্ত দশসহস্র মন্ত্ররূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া সমুদায় ধর্ম্মাখ্যান ও সত্যাখ্যানের সারভূত, বেদবিহিত, অলৌকিক, অনুভবগম্য, আত্মবিশ্বাসকারণ শাস্ত্রামৃত সমুদ্ধার করিলাম। যে প্রকার দধি হইতে নবনীত ও কাষ্ঠ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হয়, সেই প্রকার তোমার নিমিত্ত বেদশাস্ত্র হইতে এই জ্ঞান সমুদ্ধৃত হইল। স্নাতক, ব্রতাবলম্বী ব্যক্তিগণকেই এই প্রকার শাস্ত্র উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। অপ্রশান্ত, অজিতেন্দ্রিয়, তপস্যাপরাঙ্মুখ, বেদবিহীন, অবশীভূত, অসূয়াপরতন্ত্র, অসরল, যথেচ্ছাচারী, প্রতিকূলতর্কপরায়ণ ও কুটিল ব্যক্তিগণ কখনই এই শাস্ত্রের উপযুক্ত পাত্র নহে। প্রশংসনীয়, প্রশান্ত, তপোনুষ্ঠাননিরত ব্যক্তি, প্রিয় পুত্র ও অনুগত শিষ্যগণকে এই গূঢ় ধর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করা বিধেয়। অন্য ব্যক্তির নিকট উহা কীর্ত্তন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ——— ব্যক্তিকে — সসাগরা রত্নপরিপূর্ণা বসুন্ধরা প্রদান করিলেও তিনি — অসাগরাপরিপূর্ণা দিপেক্ষা এই জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। অতঃপর আমি তোমার নিকট ইহা অপেক্ষাও গুরুতর বেদোক্ত অলৌকিক আত্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিব; এক্ষণে তোমার মনে যে যে বিষয় উপস্থিত হয় এবং যে কোন বিষয়ে তোমার সংশয় থাকে, তৎসমস্ত ব্যক্ত কর।

—•••

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৪৭।

শুকদেব কহিলেন, মহাত্মন্! অধ্যাত্ম কি পদার্থ এবং কি প্রকারেই বা উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি পুনরায় ইহা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ব্যাস কহিলেন, বৎস! আমি মনুষ্যদিগের অধ্যাত্মের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সাগরের তরঙ্গ সকল যেপ্রকার পরস্পর অভিন্ন পদার্থ হইয়াও বিভিন্নপ্রকার লক্ষিত হয়, সেই প্রকার ভূমি জল প্রভৃতি মহাভূত সকল অভিন্ন হইয়াও জরায়ুজাদি ভূতসমূহে ভিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থান করিতেছে। কূর্ম্ম যেরূপ আপনার অঙ্গ সমুদায় প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ মহাভূতসমুদায় দেহে অবস্থান পূর্ব্বক সৃষ্টি ও সংহার করিতেছে। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থ পঞ্চভূতময়। এই পঞ্চভূত হইতেই সৃষ্টি ও নাশ হইতেছে। ভূতস্রষ্টা ঈশ্বর সমুদায় প্রাণীতেই তারতম্যানুসারে মহাভূত সমুদায় সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন।

শুকদেব কহিলেন, ভগবন্! মহাভূত সকল যে দেহভেদে তারতম্যানুসারে সন্নিবেশিত আছে, তাহা কি প্রকারে উপলব্ধি হইবে, এবং ঐ সকল মহাভূত মধ্যে কোন্‌গুলি ইন্দ্রিয়, আর কোন্‌গুলিই বা শব্দাদি গুণ, তাহাই বা কি প্রকারে অবগত হওয়া যাইবে?

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! তুমি আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। শব্দ, শ্রোত্র ও শরীরস্থ ছিদ্র সমুদায় আকাশের গুণ; প্রাণ, চেষ্টা ও স্পর্শ বায়ুর গুণ; রূপ, চক্ষু ও জঠরানল জ্যোতির গুণ; রস, আস্বাদন ও স্নেহ সলিলের গুণ; ঘ্রেয়, ঘ্রাণ ও দেহ ভূমির গুণ। এই আমি ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত পাঞ্চভৌতিক বিকার কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে কাহার কোন্ গুণ, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। স্পর্শ বায়ুর, রস সলিলের, রূপ জ্যোতির, শব্দ আকাশের ও গন্ধ ভূমির গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি ও পূর্ব্ববাসনা লিঙ্গশরীর হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, এবং ইহারা ইন্দ্রিয়কে প্রাপ্ত হইয়া শব্দাদি গুণ গ্রহণ করে। কূর্ম্ম যে প্রকার আপনার অঙ্গ সমুদায় প্রসারিত করিয়া পুনর্ব্বার সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, সেই প্রকার বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব

আত্মাভিমান জন্মিয়া থাকে। বুদ্ধি শব্দাদি গুণকে প্রকাশিত ও মনের সহিত ইন্দ্রিয় সমুদায়কে প্রবর্ত্তিত করিয়া দেয়। বুদ্ধির অভাবে শব্দাদি গুণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকল কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যের দেহে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিরাজিত রহিয়াছেন। লোচনাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি বিষয় সমুদায়ের আলোচনার, মন তদ্বিষয়ক সংশয়ের, ও বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কারণ; এবং আত্মা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাক্ষী। সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিন গুণ চিত্ত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গুণত্রয় সমুদায় প্রাণীতে সমভাবে অবস্থিতি করিতেছে। কার্য্যদ্বারাই উহাদের পরীক্ষা হইয়া থাকে। যাহা আত্মার নিতান্ত প্রীতিকর, প্রশান্ত ও নিষ্পাপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই সত্ত্বগুণের কার্য্য। যাহা বাক্য মনের একান্ত সন্তাপজনক বোধ হয়, তাহাই রজোগুণের কার্য্য। আর যাহা মোহজালজটিল, অব্যক্তস্বরূপ, অচিন্তনীয় ও দুর্জ্ঞেয় বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাই তমোগুণের কার্য্য। কোন নিমিত্ত বা অনিমিত্ত বশতঃ যে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, মমতা ও সুস্থচিত্ততা জন্মে, তাহাই সাত্ত্বিকগুণের, কোন কারণ বা অকারণে যে অভিমান, মিথ্যা বাক্য ব্যবহার, লোভ, মোহ ও অসহিষ্ণুতা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, তাহাই রাজস গুণের, আর মোহ, প্রমাদ, নিদ্রা, তন্দ্রা ও জাগরণ তামস গুণের কার্য্য বলিয়া অভিহিত হয়।

অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৪৮।

কর্ম্মোৎপত্তির নিয়ম তিন প্রকার; প্রথমতঃ মনোমধ্যে বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বুদ্ধিদ্বারা সেই ভাবের নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে। পরে অহঙ্কারপ্রভাবে উহা অনুকূল কি প্রতিকূল, তাহার উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়, বিষয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, এবং বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। যখন বুদ্ধি আত্মার সহিত অভিন্নরূপে অবস্থান পূর্ব্বক ঘটাদি বিবিধ জ্ঞান উৎপাদন করে, তখন উহাকে মন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের পৃথগ্ভাব নিবন্ধন এক বুদ্ধি নানাপ্রকার হইয়া থাকে। বুদ্ধি শ্রবণজ্ঞানযুক্ত হইলেই শ্রোত্র, স্পর্শজ্ঞানযুক্ত হইলেই ত্বক্, দর্শনজ্ঞানযুক্ত হইলেই দৃষ্টি, রসজ্ঞানযুক্ত হইলেই রসন, এবং ঘ্রাণজ্ঞানযুক্ত হইলেই ঘ্রাণ

বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। এই প্রকার বিবিধরূপে বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই সকল বিকারকে ইন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জ্ঞানময় আত্মা ঐ সমুদায় ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করেন। বুদ্ধি মনুষ্যের শরীরে তিন ভাবে অবস্থিতি করিয়া তাহাকে কখন প্রীতিসম্পন্ন, কখন দুঃখান্বিত ও কখন সুখদুঃখবিহীন করিয়া থাকে। তরঙ্গমালাসমাকুল সাগর যে প্রকার নদীর বেগ তিরোহিত করিয়া থাকে, সেই প্রকার এই বুদ্ধি সাত্ত্বিকাদি তিনভাবকে তিরোহিত করিতে পারে। মনুষ্য যখন কিছু প্রার্থনা করে, তখন তাহার বুদ্ধি মনোরূপে পরিণত হইয়া থাকে। দর্শনাদি ইন্দ্রিয়গণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উহাদিগকে বুদ্ধির অন্তর্গত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা নিতান্ত আবশ্যক। ইন্দ্রিয় যখন বুদ্ধির সহিত অনুগত হইয়া থাকে, তখন ঐ স্থিরবুদ্ধি বিকৃত হওয়াতে মনোমধ্যে নানাপ্রকার জ্ঞানের উদয় হয়। আর যেরূপ রথ চক্রকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যসাধক হয়, সেইরূপ সত্ত্বাদি তিন গুণ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের আশ্রয়ে কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। বিষয়নির্লিপ্ত যোগাচারপ্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় ও উৎকৃষ্ট ধীশক্তিপ্রভাবে মনকে প্রদীপস্বরূপ করিয়া অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে নিরাকৃত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি এই অবনীমণ্ডলকে বুদ্ধিকল্পিত বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহাকে আর বিমুখ হইতে হয় না। তাঁহার হর্ষ, বিষাদ ও মৎসরতা একবারে তিরোহিত হইয়া যায়। যদি ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সংসর্গে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে অশোধিতচিত্ত দুরাত্মাদিগের কথা কি বলিব, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণও আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারেন না। কিন্তু যখন মনঃপ্রভাবে সেই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করা যায়, তখনই প্রদীপপ্রভায় প্রকাশিত পদার্থের ন্যায় আত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকে। জলচর পক্ষী যে প্রকার সলিলমধ্যে সঞ্চরণ করিয়াও সলিলে লিপ্ত হয় না, সেই প্রকার দেহাভিমানপরিবর্জ্জিত জ্ঞানসম্পন্ন যোগী বিষয়ভোগ করিয়াও কখন বিষয়দোষে লিপ্ত হন না। যাঁহারা পূর্ব্বকৃত কার্য্য সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পরমাত্মার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারেন, যাঁহাদিগের বিষয়বাসনা কিছুমাত্র থাকে না এবং যাঁহারা সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি বিষয়বাসনা বিস্তার না করিয়া কেবল জ্ঞানকেই বিস্তারিত করে। আত্মা গুণের পরিদর্শক ও নিয়ন্তা বলিয়া গুণ সকল কখন আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না; কিন্তু আত্মা অনায়াসেই উহাদিগকে অবগত হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে এই উভয়ের একমাত্র বিভিন্নতা

যে, প্রকৃতি বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টিবিধান করিয়া থাকেন; কিন্তু পুরুষ ঐ সমুদায়ের সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হন না। যে প্রকার সলিল ও মীন মশক ও উড়ুম্বর এবং শরমুঞ্জা ও ইষিকা পরস্পর বিভিন্ন হইলেও একত্র সমবেত থাকে, সেই প্রকার প্রকৃতি ও পুরুষ স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পর পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ হইয়া একত্র অবস্থান করেন।

—০✿০—

একোনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৪৯।

সত্ত্বাদি গুণ প্রকৃতির সহিত সমবেত হইয়া, উর্ণনাভি যেমন সূত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেই প্রকার বিষয় সকলের সৃষ্টি করে এবং আত্মা কিছুতেই লিপ্ত না হইয়া সেই সকল গুণে অবস্থান করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তি গুণ সমুদায়ের একবার নাশ হইলেও পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয় বলিয়া স্বীকার করেন। আর কোন কোন ব্যক্তি কহিয়া থাকেন যে, গুণ সকল তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে বিনষ্ট হইলে, আর উহাদের উৎপত্তি হয় না। কারণ যদি ঐ সমুদায় গুণের পুনর্ব্বার উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সেই সমস্ত গুণানুযায়ী কার্য্য দেখা যাইত। লোকে এই দুই মত সম্যক্‌রূপে অবধারণ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইবে। আত্মার আদি ও অন্ত নাই। মনুষ্য সেই আত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া ক্রোধ, হর্ষ ও মৎসরতা পরিহার পূর্ব্বক বিচরণ করিবে। এই প্রকারে শরীরে আত্মাভিমান ও অনিত্য বস্তুতে শোক প্রকাশ না করিয়া অসন্দিগ্ধ চিত্তে পরম সুখে অবস্থান করা বিধেয়। সন্তরণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেরূপ উন্নত স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট ও গভীর স্রোতস্বতীমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ক্লেশপ্রাপ্ত হয়, সেই রূপ মনুষ্য আপনার স্বরূপ হইতে পরিচ্যুত ও সংসারার্ণবে নিপতিত হইয়া অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে। আর বিচক্ষণ ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ স্থলে সন্তরণ পূর্ব্বক কখনই দুঃখিত হন না, সেইরূপ যিনি আত্মাকে সম্যকরূপে অবগত হইতে পারেন, তাঁহাকে কখনই ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। এই প্রকারে মনুষ্য প্রাণিগণের সংসারে স্থিতি ও মুক্তির বিষয় এবং ঐ উভয়ের তারতম্য সম্যক্ অবগত হইয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের শান্তিলাভ ও আত্মজ্ঞান উপার্জ্জন করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই দুইটি তাঁহাদিগের মোক্ষলাভে পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই বিষয় অবগত হইতে পারিলেই লোকে বিশুদ্ধ

স্বভাব হয়; ইহা অপেক্ষা জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই। মনীষিগণ ইহা অবগত ও কৃতকার্য্য হইয়া মুক্তিলাভ করেন। পরলোকে অবিচক্ষণ ব্যক্তির যাহা যাহা ভয়াবহ হইয়া থাকে, বিচক্ষণের তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই। বিচক্ষণ ব্যক্তির যে সনাতন গতি লাভ হয়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি আর কেহই লাভ করিতে পারে না। কোন কোন ব্যক্তি দোষীর প্রতি অসূয়া প্রকাশ করে; কোন কোন ব্যক্তি বা সেই দোষীকে অবলোকন করিয়া তাহার প্রতি শোক প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা কার্য্যাকার্য্য বিচার করিতে সক্ষম হন, সেই সমুদায় কুশলী ব্যক্তি কখনই তদ্বিষয়ে শোক প্রকাশ করেন না নিষ্কাম কর্ম্ম পূর্ব্বকৃত সকাম সর্ম্মকে অপনোদন করে; কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানী, তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত ও ইহজন্মকৃত কর্ম্ম কদাচ প্রিয় বা অপ্রিয় সম্পাদন করিতে পারে না।

পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৫০।

শুকদেব কহিলেন, ভগবন্! ইহলোকে যাহা অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, আপনি আমার নিকট সেই ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করুন্।

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! আমি ঋষিপ্রণীত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরাতন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, উহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। মনুষ্য যত্নপূর্ব্বক আপনার শিশু সন্তানদিগের ন্যায় কুপথগামী ইন্দ্রিয়গণকে বুদ্ধিদ্বারা সংযমিত করিয়া একাগ্রচিত্ত হইবে। মন ও ইন্দ্রিয়সমুদায়ের একাগ্রতাই পরম তপস্যা ও সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পণ্ডিতগণ উহাকেই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব মনুষ্য সাংসারিক বিষয়ের চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে বশবর্ত্তী করিয়া পরিতৃপ্ত চিত্তে অবস্থান করিবে। যখন তোমার ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যাভ্যন্তর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি আত্মাতে সেই সনাতন পরব্রহ্মকে সন্দর্শন করিতে পারিবে। ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মারাই সেই সর্ব্বব্যাপী, ধূমশূন্য হুতাশনের ন্যায় পর ব্রহ্মকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। যেরূপ ফলপুষ্পসমন্বিত বহুশাখাসম্পন্ন মহাবৃক্ষ আপনার কোন্ স্থানে পুষ্প ও কোন্ স্থানে ফল বিদ্যমান আছে, তাহা অবগত হইতে পারে না, সেইরূপ সোপাধি জীব আমি কোথা হইতে আগমন করিয়াছি ও কোথায় গমন করিব, তাহা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু অন্তরাত্মা

সমস্তই দর্শন করিতেছেন। মনুষ্য আত্মজ্ঞানরূপ প্রদীপ্ত দীপদ্বারা সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়। অতএব তুমি আত্মজ্ঞানপ্রভাবে পরব্রহ্মকে সন্দর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া দেহাত্মভাব পরিত্যাগ কর। যে মনুষ্য নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, তিনিই ইহলোকে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ করিয়া দেহান্তরসম্বন্ধশূন্য ও জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। ভবসমুদ্রগামী দুস্তর দেহনদী অব্যক্তরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। পাঁচ ইন্দ্রিয় উহার জলজন্তু, মন ও সংকল্প উহার তীর, লোভ ও মোহ উহার তৃণ, কাম ও ক্রোধ উহার সরীসৃপ, সত্য উহার তীর্থ, মিথ্যা উহার চাঞ্চল্য, ক্রোধ উহার পঙ্ক, জিহ্বা উহার আবর্ত্ত ও ও বাসনা উহার দুস্তর পাতালস্বরূপ। ঐ নদী সর্ব্বত্রই ভয়ঙ্কর তরঙ্গমালা বিস্তারিত করিয়া লোক সমুদায় প্রবাহিত করিতেছে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কদাচ উহা উত্তীর্ণ হইতে পারে না। ধৈর্য্যশীল জ্ঞানসম্পন্ন মনীষিগণ ঐ নদী অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। তুমি জ্ঞানপ্রভাবে সেই দেহ-নদী উত্তীর্ণ হও; তাহা হইলেই বিষয়বিমুক্ত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ পূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারিবে। এক্ষণে তুমি সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া পর্ব্বতস্থ ব্যক্তির ন্যায় ভূতলস্থ লোকদিগের সহিত নির্লিপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন কর। হর্ষক্রোধপরি না ও অনৃশংস হইতে পারিলেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের তত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এই দেহনদীতরণ রূপ ধর্ম্মকেই সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন নিরতাত্মা অনুগত ব্যক্তিগণকেই এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট গূঢ়তম আত্ম-জ্ঞানেরবিষয় কীর্ত্তন করিলাম। সুখদুঃখশূন্য ভূতভবিষ্যতের কারণ পরব্রহ্ম পুরুষ, স্ত্রী বা নপুংসক নহেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে উহাকে অবগত হইতে পারে, তাহাকে পুনরায় সংসারে বদ্ধ হইতে হয় না। এই আমি তোমার নিকট সমস্ত মত বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা এই সমুদায় মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে; অন্য ব্যক্তি কোনক্রমেই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে বৎস! আমি তোমাকে যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিলাম, লোকে প্রীতিযুক্ত, দয়াবান্ ও সদ্গুণসম্পন্ন পুত্র কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া প্রীতমনে তাহাকে এই প্রকার সদুপদেশ প্রদান করিবে।

—০✽০—

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৫১।

যিনি গন্ধ ও রসাদি ভোগে অনুরাগ বা উহার প্রতি রাগদ্বেষ প্রকাশ না করেন এবং কীর্ত্তি ও সম্মানলাভে তাঁহার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই, তিনিই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ। কেবল ঋক্, যজুঃ ও সামাদি বেদাধ্যয়ন, গুরুশুশ্রূষা ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারা যায় না। যিনি জীবের প্রতি দয়াবান্, সর্ব্বজ্ঞ, সমুদায় বেদবিশারদ হইয়া মৃত্যুকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। যথার্থ বিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল নানাপ্রকার ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় না। যাঁহা হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, যিনি স্বয়ং কোন প্রাণীকে ভয় না করেন, যাঁহার কিছুতেই স্পৃহা বা দ্বেষ থাকে না এবং যিনি কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হন না, তিনিই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। ইহলোকে বিষয়বন্ধনভিন্ন আর কোন বন্ধনই বিদ্যমান নাই। বিদ্বান্ ব্যক্তি ঘোরতর মেঘবিনির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় ঐ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক নিষ্পাপ ও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া কাল-প্রতীক্ষায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। সমুদ্রমধ্যে বিলীন নদীর জল-রাশির ন্যায় বিষয়বাসনা সকল যে ব্যক্তিতে একবারে লীন হইয়া যায়, তিনিই মোক্ষপদ লাভ করিতে পারেন। বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি কখনই মোক্ষলাভে অধিকারী হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সমুদায় মনোরথ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু বিষয়াভিলাষী ব্যক্তির কখন উহা পরিপূর্ণ হয় না; সে বাসনানিবন্ধন স্বর্গলাভ করিয়া পুনর্ব্বার উহা হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। বেদ অপেক্ষা সত্য, সত্য অপেক্ষা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপেক্ষা দান, দান অপেক্ষা তপস্যা, তপস্যা অপেক্ষা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য অপেক্ষা আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান অপেক্ষা সমাধি ও সমাধি অপেক্ষা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ। শোক, সন্তাপ ও বিষয়বাসনা মনকে ক্লেশ প্রদান করে; অতএব তুমি পরিতুষ্টচিত্তে মোক্ষের উপায়ভূত, সত্ত্বগুণ অবলম্বন কর। যিনি বিশোক, নির্ম্মমতা, নির্ম্মৎসরতা, সন্তোষ, শান্তি ও প্রসন্নতা এই ছয় গুণ অবলম্বন করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানপরিতৃপ্ত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং বিশোকাদি ছয় গুণসম্পন্ন আত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারা পরলোকে অনায়াসেই সর্ব্ব-ব্যাপী ব্রহ্মকে লাভ করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জন্মমৃত্যুবিরহিত স্বভাবসিদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইয়া অনন্ত সুখভোগ করিতে পারেন। চিত্তকে

স্থির করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রহ্মে সংস্থাপিত করিতে পারিলে যে প্রকার সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ে সে প্রকার হইবার সম্ভাবনা নাই যাঁহার মহিমায় উপবাসী ও দরিদ্র ব্যক্তিরাও পরিতৃপ্ত এবং আশ্রয়-শূন্য ব্যক্তিরাও বলবান্ হয়, সেই পরম ব্রহ্মকে যিনি অবগত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ। যিনি ইন্দ্রিয়দ্বার সকল রোধ পূর্ব্বক ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করেন, লোকে তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ, শিষ্ট ও আত্মারাম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। যিনি বিষয়বাসনা ও জীবনের প্রতি পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া অতি উৎকৃষ্ট পরমাত্মতত্ত্বে সমাহিত থাকেন, তাহার আত্মসুখ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং দিনকরের অভ্যুদয়ে গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় দুঃখ তিরোভূত হইয়া যায়। তখন জরা-মৃত্যু আর সেই বিষয়বাসনানির্ম্মুক্ত কর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞকে পরাভূত করিতে পারে না। তিনি রাগদ্বেষবিহীন ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া জীবিতাবস্থায় অনায়াসেই ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমুদায় অতিক্রম করেন। যাঁহারা এই প্রকারে দেহাদি ভাব অতিক্রম পূর্ব্বক পরম ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে আর পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না।

দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৫২।

হে বৎস! গুণবান্ বক্তা মানাপমানাদিসহিষ্ণু, ধর্ম্মার্থানুষ্ঠানপরতন্ত্র, মোক্ষজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে প্রথমে পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমুদায় শ্রবণ করাইয়া পরে উপদেশ প্রদান করিবেন। আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, সলিল ও পৃথিবী এবং উৎপত্তি, বিনাশ ও কাল সমুদায় প্রাণীতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আকাশ ছিদ্রাত্মক ও শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশাত্মক। মুক্তিশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ শব্দকে আকাশগুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। চরণ, প্রাণ, অপান ও ত্বগিন্দ্রিয় বায়ুর কার্য্য; ও স্পর্শ উহার গুণ। তাপ, পাক, প্রকাশ, উষ্মা ও চক্ষু তেজের কার্য্য, এবং তাম্র, গৌর ও কৃষ্ণাদি রূপই উহার গুণ। ক্লেদ, দ্রবী করণ, রসন, জিহ্বা ও রক্ত মজ্জা প্রভৃতি স্নিগ্ধ পদার্থ সমুদায় সলিলের কার্য্য, এবং রস উহার গুণ। ধাতু, অস্থি, দন্ত, নখ, শ্মশ্রু, রোম, কেশ, শিরা, স্নায়ু ও চর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এই সমুদায় পৃথিবীর কার্য্য, এবং গন্ধ উহার গুণ। আকাশের শব্দ, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, জ্যোতির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, সলিলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, ও রস

এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। মহর্ষিগণ এই প্রকারে পঞ্চভূত এবং তাহাদের কার্য্য ও গুণ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের শরীরমধ্যে ঐ পঞ্চভূত, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও জীবাত্মা বিদ্যমান রহিয়াছেন। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, চিত্ত সংশয়াত্মক, ও দেহাভিমানী জীব কর্ম্মের আশ্রয়। জীব সত্যাদি কালকৃত পুণ্যপাপসংযুক্ত হইলেও যদি আপনাকে পুণ্যপাপে নির্লিপ্ত বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা হইলে আর তাহাকে বিমোহিত হইতে হয় না।'

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৫৩।

হে বৎস! যোগীরা শাস্ত্রবিহিত যোগাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা দেহবিমুক্ত পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। গগনমধ্যে মার্ত্তণ্ডের কিরণসমূহ যেরূপ একত্রীভূত হইয়া অবস্থান করিলেও স্থূলদৃষ্টিদ্বারা দৃষ্ট না হইয়া যুক্তিদ্বারা অনুমিত হয়, সেইরূপ যে সমুদায় জীব স্থূলদেহবিমুক্ত হইয়া লোকে বিচরণ করে, তাহাদের জীবন্মুক্তি স্থূলদৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টিগোচর না হইয়া জ্ঞান দৃষ্টিদ্বারাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় যোগীরা সলিলমধ্যে সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় জীবদ্দেহে প্রকাশিত লিঙ্গশরীরকে দর্শন করেন। যাঁহারা কি জাগ্রদ্দশা, কি নিদ্রিতাবস্থা, সর্ব্বসময়েই মনঃকল্পিত কামাদি ও যোগৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই লিঙ্গশরীর বশীভূত করিতে পারেন। তাঁহাদিগের জীব নিরন্তর মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই সপ্তগুণসম্পন্ন হইয়াও জরামৃত্যু পরাজয় পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি লোকে বিচরণ করিয়া থাকে। যে মনুষ্য মন ও বুদ্ধির বশীভূত হয়, সে আপনা হইতে অন্য ব্যক্তিকে পৃথক্ জ্ঞান এবং স্বপ্নযোগেও জাগরিতের ন্যায় পদার্থ দর্শন, পুণ্যের অনুষ্ঠান ও সুখদুঃখভোগ করে, এবং কামক্রোধের বশীভূত হইয়া বাসনাপন্ন ও বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হয়। জীব জননীর জঠরে দশ মাস অবস্থান করিয়াও ভুক্ত অন্নের ন্যায় জীর্ণ হয় না। রজ ও তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের অংশস্বরূপ সর্ব্বলোকের হৃদয়স্থিত জীবাত্মাকে কোনক্রমেই দর্শন করিতে পারে না। যাঁহারা যোগশাস্ত্রপরায়ণ হইয়া আত্মাকে

পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা করেন, স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীরকে অতিক্রম করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। অনেকানেক মহর্ষিরা সন্ন্যাসীদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু শাণ্ডিল্য মুনি শান্তিজনক সমাধিকেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যগণ গুণ, প্রকৃতির বিকার জগৎ এবং সর্ব্বজ্ঞতা, নিত্য তৃপ্তি, নিত্যবোধ, স্বাধীনতা, অলুপ্তদৃষ্টি ও অনন্তশক্তি এই ষড়ঙ্গযুক্ত পরমেশ্বরকে অবগত হইলেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়।

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঅধ্যায়। ২৫৪।

লুব্ধ ব্যক্তিগণ আয়াসপাশে বদ্ধ হইয়া হৃদয়স্থিত কামবৃক্ষকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ফললাভের বাসনায় উহার উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ মহাবৃক্ষ মোহ হইতে সমুৎপন্ন হয়; ক্রোধ ও অভিমান উহার স্কন্ধ; কর্ত্তব্যাভিলাষ উহার আলবাল; অজ্ঞান উহার মূল; মূল; প্রমাদ উহার সেকসলিল; অসূয়া উহার পত্র; পূর্ব্বজন্মোপার্জ্জিত পাপ উহার সার; মোহ ও চিন্তা উহার ক্ষুদ্র শাখা; শোক উহার বৃহৎশাখা ও ভয় উহার অঙ্কুর। মোহজনক পিপাসারূপ লতা সমুদায় ঐ বৃক্ষকে সতত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যিনি আয়াসপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঐ বৃক্ষকে ছেদন করিতে পারেন, তিনি সুখদুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি যে ভোগ্য বিষয় দ্বারা এই বৃক্ষকে পরিবর্দ্ধিত করে, সেই বিষয়ই বিষ যেরূপ আতুরকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ তাহাকে সংহার করিয়া থাকে। কৃতী ব্যক্তি সেই বদ্ধমূল বৃক্ষের অজ্ঞানরূপ মূল যোগবলে সমাধিস্বরূপ অসিদ্বারা বলপূর্ব্বক ছেদন করিবেন। যে ব্যক্তি জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনই কাম্য কর্ম্মের ফল বুঝিতে পারিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন, তাঁহাকে আর দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। মহর্ষিরা দেহকে পুরস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; বুদ্ধি উহার অধিকারিণী এবং চিত্ত ঐ বুদ্ধির অমাত্য। ইন্দ্রিয়গণ ও মন ঐ পুরের অধিবাসী; উহারা বুদ্ধির ভোগসম্পাদনার্থ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সেই পুরমধ্যে রজ ও তম নামে দুইটী দারুণ দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে। বুদ্ধি, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদি পুরবাসিগণ সেই রজ ও তমোবিহিত সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। রাজস ও তামস

অহঙ্কার অবিহিতমার্গসমুৎপন্ন সুখদুঃখ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সেই পুরমধ্যে বুদ্ধি বিকৃত মনের সহিত তুল্যতা লাভ করিয়া কলুষিতা হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণ সেই বিকৃত মন হইতে সাতিশয় ভীত হইয়া অস্থির হইয়া উটে। কলুষিতা বুদ্ধি যে বিষয় হিতকর বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা অনিষ্ট ফল প্রদান পূর্ব্বক অনিষ্ট হয় এবং মনও সেই বিনষ্ট বস্তু স্মরণ করিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া উঠে। মন কাতর হইলে, বুদ্ধি নিপীড়িত হইয়া থাকে এবং বুদ্ধির পীড়া উপস্থিত হইলেই আত্মার দুঃখ উপস্থিত হয়। ফলতঃ চিত্তই রজোগুণের সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন পূর্ব্বক আত্মা ও ইন্দ্রিয়াদি পৌরবর্গকে গ্রহণ করিয়া দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকে।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৫৫।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অনন্তর প্রদীপ্ত হুতাশনসদৃশ ভগবান্ ব্যাসদেব স্বীয় পুত্র শুকদেবের নিকট পুনরায় যে পঞ্চভূতের নির্দ্ধারণবিষয়ক শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, যত্ন পূর্ব্বক শ্রবণ কর। স্থিরতা, গুরুত্ব, কাঠিন্য, উৎপাদিকা শক্তি, গন্ধ, ঘ্রাণশক্তি, সংঘাত, মনুষ্যাদির আশ্রয়ভাব, সহিষ্ণুতা, স্থূলতা এই সমুদায় পৃথিবীর গুণ। শৈত্য, রস, ক্লেদ, দ্রবত্ব, স্নেহ, সৌম্যতা, প্রস্রবণ, জিহ্বা, হিমকরকাদিরূপে সংঘাতত্ব ও তণ্ডুলাদির পাচকতা এই সমুদায় সলিলের গুণ। দুর্দ্ধর্ষতা, জ্যোতি, তাপ, পাক, প্রকাশন, শোক, রোগ, শীঘ্রগামিতা, তীক্ষ্ণতা ও ঊর্দ্ধপ্রয়াণ এই সমুদায় পাবকের গুণ। স্পর্শ, বাগিন্দ্রিয়স্থান, গমনাগমন বিষয়ে স্বাধীনতা, শীঘ্রগামিতা, শৌর্য্য, মোচন, উৎক্ষেপণ, নিশ্বাসাদিচেষ্টা, জন্ম ও মৃত্যু এই সকল বায়ুর গুণ। শব্দ, সর্ব্বব্যাপকতা, ছিদ্রসম্পন্নতা, অনাশ্রয়ত্ব, অনালম্বত্ব, অব্যক্তত্ব, বিকৃতি, অবিকারিতা, অপ্রতিঘাত ও ভূতত্ব এই সমস্ত আকাশের গুণ। পঞ্চভূত এই পঞ্চাশৎ গুণে অলঙ্কৃত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ধৈর্য্য, তর্কবিতর্ককৌশল, স্মরণ, ভ্রান্তি, কল্পনা, সহিষ্ণুতা, সৎপ্রবৃত্তি, অসৎপ্রবৃত্তি ও অস্থিরতা এই নয়টী মনের গুণ। সুষুপ্তি, উৎসাহ, চিত্তের একাগ্রতা, সংশয় ও প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণকারিতা, বুদ্ধি এই পঞ্চ গুণে অলঙ্কৃত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বুদ্ধিকে কি প্রকারে পঞ্চগুণান্বিত বলা

যায় এবং ইন্দ্রিয়গণকেই বা কি প্রকারে গুণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়? তাহা সুস্পষ্টরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বুদ্ধির পাঁচ গুণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ বুদ্ধির ষষ্টি গুণ। পঞ্চ মহাভূত ও ইতিপূর্ব্বে পঞ্চ মহাভূতের যে পঞ্চাশৎ গুণ কীর্ত্তন করা গিয়াছে, তৎসমুদায়ও নিত্য উৎসাহাদি পাঁচ, সমুদায়ে ষাষ্টী বুদ্ধির গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ গুণ সমুদায় চৈতন্যের সহিত মিলিত থাকে। পরমেশ্বর ঐ সমুদায় গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন; উহারা নিত্য নহে। পূর্ব্বে এই জগতের উৎপত্ত্যাদিবিষয়ে যে সমুদায় মত কীর্ত্তিত হইয়াছে, সে সমুদায় বেদবিরুদ্ধ ও বিচারদুষ্ট। সম্প্রতি আমি যে মত কীর্ত্তন করিলাম, তুমি সেই বেদবিহিত মত অবগত হইয়া শান্তবুদ্ধি হও।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৫৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অযুত হস্তীর তুল্য বলসম্পন্ন ভীমপরাক্রম ভূপালগণ আপনাদিগের তুল্য তেজোবলশালী বীরগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সৈন্যমধ্যে ধরাশয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে সংহার করিতে পারে, এমন লোক আর কেহই নাই। এক্ষণে এই যে মহাবলশালী নরপতিগণ গতায়ু হইয়া রণস্থলে নিপতিত রহিয়াছেন, ইঁহাদিগকে কি নিমিত্ত মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? তদ্বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইতেছে। অতএব মৃত্যু কে, কোন্ পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আর উহা কি নিমিত্তই বা প্রজাবর্গকে হরণ করিয়া থাকে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা সমরে ক্ষীণবাহন হইয়া বিপক্ষের বশীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার হরিনামে এক নারায়ণতুল্য বলসম্পন্ন পুত্র ছিল। সেই পুত্র সৈন্যসামন্তের সহিত সংগ্রামে বিনষ্ট হয়। মহারাজ অকম্পন পুত্রের নিধন ও বিপক্ষের নিপীড়নে অতিশয় কাতর হইয়া পরিশেষে শান্তিপরায়ণ হইলেন। তিনি এক দিন যদৃচ্ছাক্রমে আগত দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট রণস্থলে যে প্রকারে পুত্রের নিধন ও আপনার শত্রুহস্তে পতন হইয়াছে, তাহা বিশদরূপে কীর্ত্তন করিলেন।

মুনিকুলতিলক দেবর্ষি নারদ ভূপতির বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার নিকট এক পুত্রশোকনিবারণক্ষম উপাখ্যান কীর্ত্তন করিবার অভিলাষে কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে আমি যে উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাসংখ্যা ক্রমশঃ নিতান্ত পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া সাতিশয় চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় ত্রিভুবন অসংখ্য জীবে নিরন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়া যেন উচ্ছ্বাসবিহীন ও উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কি প্রকারে প্রজাগণকে সংহার করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সংসারমধ্যে সংহারের কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তাঁহার ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র হইতে ক্রোধজ অগ্নি বিনির্গত হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই ক্রোধাগ্নি দ্বারা দশ দিক্ দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে ব্রহ্মার ক্রোধানলে স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ সমুদায় পৃথিবী, স্বর্গ ও গগনমণ্ডল দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে, বেদপতি যজ্ঞেশ্বর দেবদেব মহাদেব প্রজাবর্গের হিতাভিলাষী হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহেশ্বর! তুমি যে অভিপ্রায়ে আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর; আমি অচিরাৎ তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব।

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৫৭।

রুদ্র কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি প্রজাসৃষ্টি করুন, এই আমার প্রার্থনা। এই সমুদায় প্রজা আপনিই সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব উহাদিগের প্রতি কোপ প্রকাশ করা কোনক্রমেই আপনার কর্ত্তব্য নহে। হে দেব! আপনার তেজঃপ্রভাবে প্রজাগণ দগ্ধ হইতেছে; তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত করুণাসঞ্চার হইয়াছে; অতএব আপনি ইহাদিগের প্রতি ক্রোধ সম্বরণ করুন।

প্রজাপতি কহিলেন, মহেশ্বর! আমি প্রজাগণের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করি নাই। প্রজা সমুদায় উৎসন্ন হউক, আমার এরূপ বাসনাও নহে। আমি কেবল বসুন্ধরার ভার লাঘব করিবার নিমিত্ত প্রজাবর্গের সংহারসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই বসুমতী লোকভরে সমাক্রান্ত ও রসাতলে

নিমগ্নপ্রায় হইয়া প্রজাবর্গের সংহারার্থ আমাকে অনুরোধ করাতে আমি কি প্রকারে প্রবীণ প্রজাদিগকে সংহার করিব, ইহা চিন্তা করিতেছিলাম। যখন আমি ঐ বিষয় চিন্তা করিয়া বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিতে পারিলাম না, তখন আমার অন্তরে ক্রোধসঞ্চার হইল।

রুদ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রজা সমুদায় সংহার করিবেন না। দেখুন, এই চরাচর চতুর্ব্বিধ ভূত একবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। সমুদায় জগতে হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছে। অতএব আমি আপনার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। এই সমুদায় প্রজা বিনষ্ট হইলে আর প্রত্যাগত হইবে না। অতএব আপনি এক্ষণে স্বীয় তেজঃপ্রভাবেই আপনার তেজ প্রতিসংহার করুন। যাহাতে এই সমুদায় প্রজা আর দগ্ধ না হয়, আপনি হিতাভিলাষপরতন্ত্র হইয়া তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি আমাকে অধিদেবত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন; এই নিমিত্ত আমি আপনাকে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, যেন প্রজাবর্গ সমূলে উন্মূলিত না হয়। অতঃপর উহারা যাহাতে বারংবার মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াও পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে, এই প্রকার উপায় করা আপনার কর্ত্তব্য।

ভগবান্ ব্রহ্মা দেবাদিদেব মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কৃপাপরবশ হইয়া পুনর্ব্বার আপনাতে তেজ প্রতিসংহার করিয়া ভূতগণের জন্মমৃত্যুর নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধসম্ভূত তেজ প্রতিসংহার করেন সেই সময় তাঁহার ইন্দ্রিয় সমুদায় হইতে পিঙ্গলবসনা কৃষ্ণনয়না, দিব্যকুণ্ডলধারিণী ও দিব্যাভরণবিভূষিতা এক রমণী প্রাদুর্ভূত হইয়া দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিল। ব্রহ্মা ও মহাদেব সেই কন্যাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভূতভাবন ভগবান প্রজাপতি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া মৃত্যু নামে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মৃত্যো! তুমি এই প্রজা সমুদায়কে পর্য্যায়ক্রমে সংহার কর। আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রজাবর্গের সংহারার্থই তোমাকে স্মরণ করিয়াছি। অতএব তোমাকে আমার আদেশানুসারে কি পণ্ডিত, কি মূর্খ সকলকেই সংহার করিতে হইবে। তোমার শ্রেয়োলাভ হউক। কমলমালাধারিণী মৃত্যু এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া নিরন্তর অশ্রুধারা পরিত্যাগ ও করতলদ্বারা উহা ধারণ করিতে লাগিলেন।

—০—

অষ্টাপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৫৮।

অনন্তর আয়তলোচনা মৃত্যু কথঞ্চিৎ স্বীয় দুঃখ সংবরণ করিয়া প্রজা-বর্গের হিতসাধনার্থ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে ব্রহ্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! মাদৃশ অবলা আপনা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া কি প্রকারে সমুদায় জীবের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক ক্রূরকার্য্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইবে? আমি অধর্ম্মে নিতান্ত ভীত; অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ধর্ম্মকার্য্যে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। বালক, বৃদ্ধ ও যুবগণ আমার কি অপরাধ করিয়াছে যে, আমি তাহাদিগকে সংহার করিব। লোকের প্রিয়পুত্র, প্রিয়বয়স্য এবং পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃবিনাশ করিতে আমি কখনই সমর্থ হইব না। লোকে আমার হস্তে নিপতিত হওয়াতে নিতান্ত কাতর হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে শাপ প্রদান করিবে এবং তাহা-দিগের শোকাশ্রুপাতে আমাকে অনন্ত কাল দগ্ধ হইতে হইবে। এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমি বিনাশ করিলে, পাপাত্মারা নরকে পতিত হইবে; সুতরাং আমিই লোকের নরকগমনের কারণ হইব। অতএব এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে লোকবিনাশকার্য্য হইতে বিরত করুন। এক্ষণে আমি আপনাকে সন্তোষ করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

ব্রহ্মা কহিলেন, সুন্দরি! আমি প্রজাবর্গের বিনাশার্থই তোমার সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব তুমি অবিলম্বে গমন পূর্ব্বক প্রজাদিগের সংহারকার্য্যে ব্যাপৃত হও। আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কোনক্রমেই অন্যথা হইবে না। অতএব তোমাকে নিশ্চয়ই আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মৃত্যু কিছুমাত্র উত্তর প্রদান না করিয়া তাঁহার মুখাপেক্ষায় বিনীতভাবে অব-স্থান করিতে লাগিলেন এবং পদ্মযোনি ব্রহ্মা বারংবার তাঁহাকে প্রজানা-শের অনুরোধ করাতে তিনি পরিশেষে মৃতপ্রায় হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা মৃত্যুকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া হাস্যবদনে প্রজাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে ভগবান ব্রহ্মার ক্রোধশান্তি হইলে, মৃত্যু প্রজানাশবিষয়ে অঙ্গীকার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক অবিলম্বে গোতীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থানে এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া

পঞ্চদশ পদ্মসংখ্যক বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিলেন। অনন্তর অমিততেজা ভগবান কমলযোনি ব্রহ্মা পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুন্দরি! অতঃপর তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর। তখন মৃত্যু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ ও তাহাতে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বিংশতি পদ্মসংখ্যক বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে তিনি অযুত পদ্মসংখ্যক বৎসর মৃগগণের সহিত অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিলেন এবং বিংশতি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বায়ু ভক্ষণ করিয়া অষ্ট সহস্র বৎসর সলিলে অবস্থান করত মৌনভাবে রহিলেন। তৎপরে তিনি কৌশিকী নদীতে গমন পূর্ব্বক তথায় জল ও বায়ু ভক্ষণ করত তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি প্রজাবর্গের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত পর্য্যায়ক্রমে ভাগীরথীতীর ও সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিয়া স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন; তৎপরে দেবতারা হিমাচলের যে প্রদেশে অবস্থান করেন, সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মার সন্তোষসম্পাদনার্থ নিখর্ব্বসংখ্যক বৎসর অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

তখন সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা ভগবান ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! কি নিমিত্ত আর তপোনুষ্ঠান করিতেছ, আমি যাহা বলিয়াছি, অতঃপর তাহার অনুষ্ঠান কর। তখন মৃত্যু পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন! আমি প্রজাসংহার করিতে পারিব না। আমি পুনর্ব্বার আপনাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান করিব। মৃত্যু এই কথা কহিলে, ভগবান ব্রহ্মা তাঁহাকে অধর্ম্মভয়ে একান্ত ভীত দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে! প্রজাসংহারনিবন্ধন তোমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম হইবে না। তুমি নির্ভয়চিত্তে প্রজাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হও। আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কোনক্রমেই অন্যথা হইবার নহে। তুমি প্রজাসংহার পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে। আমি এবং অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই সর্ব্বদা তোমার হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত রহিলাম। এক্ষণে আমি তোমাকে এই এক অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি যে, প্রজাগণ ব্যাধিনিপীড়িত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিবে; তাহারা কখনই তোমার দোষ কীর্ত্তন করিবে না। আর তুমি পুরুষ হইয়া পুরুষদিগকে, স্ত্রী হইয়া স্ত্রীদিগকে, ক্লীব হইয়া ক্লীবদিগকে আক্রমণ করিবে।

দেবাদিদেব ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মৃত্যু কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন! আমি কখনই প্রজাদিগকে সংহার করিতে

পারিব না। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, মৃত্যো! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রজাদিগকে সংহার কর। যাহাতে তোমার অধর্ম্মস্পর্শ না হয়, আমি তাহার উপায়বিধান করিয়া দিতেছি। তুমি স্বীয় নয়নযুগল-নিঃসৃত যে অশ্রুবিন্দু সমুদায় স্বহস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, সেই অশ্রুবিন্দু সমুদায় ঘোরতর ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়া যথাসময়ে মনুষ্যদিগকে সংহার করিবে। তুমি প্রাণিগণের সংহারসময়ে তাহাদিগের নিকট কাম ও ক্রোধকে প্রেরণ করিও। তাহা হইলে তাহারাই মনুষ্যদিগের সংহার-সাধক হইবে। তুমি রাগদ্বেষবিহীন; সুতরাং তোমাকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে না; ফলতঃ তোমার ধর্ম্মলাভই হইবে। অতএব তুমি এই প্রকারে ধর্ম্মপালনে যত্নবান্ হও; আপনাকে অধর্ম্মে পাতিত করিও না। একণে স্বীয় অধিকার অবলম্বন করিয়া প্রাণিদিগকে সংহার করাই তোমার কর্ত্তব্য।

তখন মৃত্যু ব্রহ্মার শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া অগত্যা জীবগণের বিনাশসাধনে অঙ্গীকৃত হইলেন। তদবধি তিনি কামক্রোধকে প্রেরণ পূর্ব্বক জীবদিগকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের জীবনসংহারকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। মৃত্যুর অশ্রুপাত সমুদায় ব্যাধিস্বরূপ। ঐ ব্যাধি-প্রভাবে মনুষ্যগণের দেহ রুগ্ন হইয়া থাকে। অতএব প্রাণিগণের প্রাণ-নাশনিবন্ধন শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। জীবগণের ইন্দ্রিয় সমুদায় যেরূপ সুষুপ্তিসময়ে বিরত এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্যগণও একবারে পরলোকে গমন করিয়া পুনর্ব্বার তথা হইতে আগমন করে। মহাতেজস্বী ভীষণনিনাদসম্পন্ন বায়ু সকল জীবের জীবনস্বরূপ হইয়া দেহীদিগের নানাবিধ দেহে অবস্থান করি-তেছে। তন্নিবন্ধন বায়ুকেই ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। সময়ানুসারে দেবগণ মর্ত্ত্যসংজ্ঞা এবং মানবগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আপনার পুত্র সুরলোকে গমন পূর্ব্বক সুখে বিহার করিতেছেন; অতএব আপনি তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিবেন না।

হে মহারাজ! এই প্রকারে মৃত্যু ভগবান্ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া স্বীয় অশ্রুপাতজনিত ব্যাধি সমুদায়ের সাহায্যে যথাসময়ে প্রাণিগণকে বিনাশ করেন।

—:•:—

একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৫৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অল্পবুদ্ধি মানবগণ ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া রহিয়াছে। অতএব ধর্ম্ম কি পদার্থ এবং কি হইতেই বা সমুৎপন্ন হয়? ইহলোকে মঙ্গললাভের নিমিত্ত যে কার্য্যানুষ্ঠান করা যায়, তাহাই কি ধর্ম্ম, বা পরলোকের নিমিত্ত যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় অথবা এই লোক ও পরলোক এই উভয় লোকের নিমিত্ত যাহা সংসাধিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম? আপনি ইহা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সদাচার, স্মৃতি, বেদ ও অর্থ এই চারি বিষয় ধর্ম্মের জ্ঞাপক। মনুষ্য প্রকৃত ধর্ম্ম অবধারণ পূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান করিবে। লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থ ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, ইহকাল ও পরকালে সুখরূপ উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। যে মনুষ্য প্রকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই পাপ ভোগ করিতে হয়। পাপপরায়ণ পুরুষেরা কদাচ পাপ হইতে বিমুক্ত হয় না। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি আপদ্‌সময়ে পাপাচরণ করিয়াও নিষ্পাপ হয় এবং মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিয়াও সত্যবাদী ও ধর্ম্মাত্মা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আচারই ধর্ম্মের আশ্রয়; সেই আচার অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম অবগত হইবে। মনুষ্যের স্বভাব এই যে, তাহারা আপনার অধর্ম্ম কিছুতেই প্রকাশ করে না; কিন্তু অন্যের পাপাচার সুপ্রচারিত করিয়া থাকে। দেখ, তস্কর অরাজক রাজ্যে অন্যের অর্থ অপহরণ পূর্ব্বক অশঙ্কিতচিত্তে আপনার ধর্ম্মশীলতা প্রকাশ করে; কিন্তু যখন অন্যে তাহার ধন গ্রহণ করে, তখন সে ভূপতির নিকট গমন পূর্ব্বক তাহার নামে অভিযোগ করিয়া থাকে। সে সময়েও স্বধনসন্তুষ্ট ব্যক্তিদিগের ধন হরণ করিতে তাহার বাসনা হয়। যে মনুষ্য বিশুদ্ধস্বভাব এবং যে আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া অবগত আছে, সে নির্ভয়ে রাজদ্বারে গমন করিতে পারে। সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; সত্যে সমুদায় বস্তু প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পাপাত্মা উগ্রস্বভাবসম্পন্ন মনুষ্যগণ সত্যপ্রভাবেই নিয়মস্থাপন করিয়া পরস্পরের অনিষ্টচিন্তা পরিহার ও পরস্পর একতাবন্ধন করে। তাহারা যদি নিয়মের শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরস্পর

বিনষ্ট হইয়া যায়। পরস্ব অপহরণ না করাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন বলবান্ ব্যক্তি "পরধন অপহরণ করা অকর্ত্তব্য" ইহা দুর্ব্বলদিগের বাক্য বলিয়া অনুমান করে। দৈব তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল, সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে কেহই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বা সুখী নাই। অতএব সরলভাব অবলম্বন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যিনি কাহারও অনিষ্ট না করিয়া পবিত্রভাবে নির্ভয়ে অবস্থান করেন, তাঁহাকে আর অসাধু, তস্কর বা ভূপাল হইতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতে হয় না। তস্কর নগরপ্রবিষ্ট মৃগের ন্যায় সমুদায় লোক হইতেই ভীত হইয়া থাকে এবং আপনার ন্যায় অন্যকেও পাপপরায়ণ বলিয়া বিবেচনা করে। যে মনুষ্য বিশুদ্ধস্বভাব, সে প্রফুল্লচিত্তে নির্ভয়ে সর্ব্বস্থানে বিচরণ করিয়া থাকে এবং কখনই অন্য হইতে আপনার অনিষ্টশঙ্কা করে না। যাঁহারা প্রাণীদিগের হিতানুষ্ঠাননিরত, তাঁহারাই দানধর্ম্মের বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরা দৈবপ্রতিকূলতানিবন্ধন ঐ বিধিকে দরিদ্রনির্দ্দিষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করে। কিন্তু তাহাদিগের ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, এই জীবলোকে কাহারই সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্ বা সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি, অন্যে তাহার অনিষ্ট করিলে, সহ্য করিতে পারে না, অন্যের অনিষ্টাচরণ করা তাহার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি স্বয়ং কোন রমণীর উপপতি হয়, অন্যের দোষ সহ্য করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু সে প্রায়ই অন্যকে সেই রমণীর উপপতি হইতে দেখিলে তাহার সেই দোষ সহ্য করিতে পারে না। যে ব্যক্তি স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষী হয়, অন্যের জীবন সংহার করা তাহার কদাচ বিধেয় নহে। যাহা আপনার হিতকর বলিয়া জ্ঞান করিবে, তাহা অন্যের প্রিয়কর বোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনার প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন নির্দ্ধন দরিদ্রদিগকে প্রদান করিবে। এই কারণেই ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত কুশীদবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে পথাবলম্বী হইলে দেবগণের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারা যায়, সর্ব্বদা সেই পথ অবলম্বন করাই উচিত। যদি কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকে, তথাচ ধর্ম্মপথে বিচরণ করাই কর্ত্তব্য। মনীষিগণ হিংসা পরিত্যাগ করিয়া শান্তিমার্গ অবলম্বন করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি যেমন ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম, তুমি তাহাতেই স্থিরনিশ্চয় হও। পূর্ব্বে বিধাতা ধর্ম্মকে দয়াপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

সাধু ব্যক্তিগণ সেই পরম ধর্ম্মলাভের মানসেই সর্ব্বদা সচেষ্ট হইয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট ধর্ম্মের যাথার্থ্য কীর্ত্তন করিলাম, তুমি ইহা অনুধাবন করিয়া সরলভাব অবলম্বন কর, কদাচ কপট কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইও না।

ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৬০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে প্রকার সূক্ষ্ম বেদবোধিত ধর্ম্ম লক্ষণ কীর্ত্তন করিলেন, আমার হৃদয়ে তাহা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে; আমি অনুমান আশ্রয় করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারি। আপনি আমার হৃদ্গত প্রায় সমুদায় প্রশ্নই কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে আমি কুতর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর একটী প্রশ্ন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে ধর্ম্মপ্রভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হইতেছে, কেবল শাস্ত্রপাঠ দ্বারা তাহা কখনই অবগত হওয়া যায় না। অবিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম যে প্রকার, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম সে প্রকার নহে। আপদ্ অসংখ্য; সুতরাং আপদ্ধর্ম্মও নানাপ্রকার। অতএব শাস্ত্রপাঠ দ্বারা সমস্ত আপদ্ধর্ম্ম কি প্রকারে বোধগম্য হইতে পারে? শাস্ত্রে সাধুগণের আচারকে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানপরতন্ত্র ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই লক্ষণ দ্বারা ইহা স্পষ্টই বোধগম্য হইতেছে যে, ধর্ম্ম ও সাধু ইহারা পরস্পরসাপেক্ষ; সুতরাং উহা দ্বারা কে সাধু ও ধর্ম্ম কি, তাহা নিরূপণ করিতে পারা যায় না। দেখুন, শূদ্রগণ মুমুক্ষু হইয়া ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত বেদান্তাদি শ্রবণ করাতে তাহাদিগের অধর্ম্ম হইতেছে এবং অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণ যজ্ঞের নিমিত্ত নানাপ্রকার হিংসাকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতেও তাঁহাদিগের ধর্ম্মসঞ্চয় হইতেছে। সুতরাং ধর্ম্ম কি প্রকারে নির্ণয় করা যায়? আর দেখুন, বেদ সমুদায়ের প্রতিযুগেই হ্রাস হইয়া থাকে। তন্নিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রকারে যখন কালভেদে বৈদিক কর্ম্মের ভিন্নভাব হইল, তখন বেদবাক্য যে যথার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহা কেবল লোকরঞ্জনমাত্র। বেদ হইতে সমুদায় স্মৃতি সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব যদি বেদশাস্ত্র অপ্রমাণ হইল, তবে তৎসম্ভূত স্মৃতিশাস্ত্রকেও অপ্রমাণ বলিতে হইবে। আবার অনেক সময়ে এরূপ ঘটিয়া থাকে যে,

ধার্ম্মিকগণ কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বলবান্ দুরাত্মারা উহার যে অংশে ব্যাঘাত উৎপাদন করে, সেই অংশ তদবধি একেবারে উন্মূলিত হইয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করা নিতান্ত সুকঠিন। ফলতঃ আমরা অবগত থাকি বা না থাকি এবং অন্যকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াও বুঝিতে পারি, বা না পারি, ধর্ম্মতত্ত্ব যে ক্ষুরধার অপেক্ষাও গুরুতর, তাহার আর সন্দেহ নাই। যজ্ঞাদি ধর্ম্ম প্রথমতঃ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অদ্ভুতরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণ যখন উহাকে অনিত্য বলিয়া পর্য্যালোচনা করেন, তখন তাঁহাদের উহা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। মানবগণ গো সমুদায়ের জলপানার্থ ক্ষুদ্র খাত ও ক্ষেত্রে সলিলসেক করিবার জন্য কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করিলে যে প্রকার ঐ সকল ক্রমশঃ শুষ্ক হয়, সেই প্রকার বেদবোধিত ধর্ম্ম যুগে যুগে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগে একবারে নিঃশেষিত হইয়া যায়। অসাধু ব্যক্তিগণ লোকের অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য সমাধান, বেতন গ্রহণসহকারে অধ্যাপনাকার্য্য সম্পাদন ও অন্যান্য কার্য্যসাধনের নিমিত্ত মিথ্যা আচার অবলম্বন করে। সাধু ব্যক্তিগণ যাহা ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, মূঢ় ব্যক্তিগণ তাহা প্রলাপ বোধ করিয়া সাধুদিগকে উন্মত্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। দেখুন, দ্রোণাদি মহাত্মারাও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন; অতএব সর্ব্বজন হিতকারী আচার কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় না। কোন কোন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের আচার অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মচারী ব্রাহ্মণকে নিন্দা করেন এবং কোন কোন ব্রাহ্মণে ব্রহ্মধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম এই উভয় বর্ত্তমান থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রকার আচারেরই ব্যভিচার লক্ষিত হইতেছে। এক্ষণে আমার এই বোধ হয়, শ্রুতি বা স্মৃতি ধর্ম্মের নির্ণায়ক নহে, পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অদ্যাপি ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

একষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৬১।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে তুলাধারজাজলিসম্বাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে জাজলি নামে এক অরণ্যচারী ব্রাহ্মণ সাগরতীরে আগমন পূর্ব্বক ঘোরতর

তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে চীর, অজিন ও জটাধারণ পূর্ব্বক পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, সংযমী ও নিয়তাহারী হইয়া অসংখ্য বৎসর অতিবাহিত করেন। এক দিন ঐ মহাতেজা আপনার তেজঃপ্রভাবে সলিলমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ধ্যানবলে সমুদায় লোক বিচরণ ও নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই বিশ্বসংসারমধ্যে আমিই অদ্বিতীয়। আমি ব্যতীত আর কেহই সলিলমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক আকাশগত গ্রহনক্ষত্রাদি পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না।

তপোধন জাজলি এই কথা বলিবামাত্র রাক্ষসগণ শূন্য হইতে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্র! এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বারাণসীমধ্যে বণিক্‌ধর্ম্মাবলম্বী তুলাধার নামে যে যশস্বী মহাপুরুষ অবস্থান করেন, তিনিও কখন এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন না। রাক্ষসেরা এই কথা বলিলে, মহাতপা জাজলি তাহাদিগকে কহিলেন, নিশাচরগণ! আমি সেই বিজ্ঞবর মহাযশা তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে বাসনা করি। তখন রাক্ষসগণ তাঁহাকে সাগরমধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া কহিল, দ্বিজবর! তুমি এই পথ দিয়া বারাণসীতে গমন কর। নিশাচরগণ এই প্রকারে পথ প্রদর্শন করিলে, জাজলি তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন পূর্ব্বক বারাণসীতে গমন করিয়া তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ভগবান্ জাজলি পূর্ব্বে কি কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অতি উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বানপ্রস্থ ধর্ম্মবেত্তা ভগবান্ জাজলি ঘোরতর তপোনুষ্ঠানে নিরত হইয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে স্নান, হুতাশনে আহুতি প্রদান, একাগ্রচিত্তে বেদাধ্যয়ন ও ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে এবং হেমন্তে জলমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক অতিশয় ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকিতেন; কিন্তু কখনও "আমি ধার্ম্মিক" এইরূপ মনে করিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিতেন না। সময়ে সময়ে বর্ষাকাল সমাগত হইলে তিনি অনাবৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক মস্তকে ধারাপাত সহ্য করাতে এবং অরণ্যমধ্যে বারম্বার গমনাগমননিবন্ধন তাঁহার কেশপাশে সতত ধূলিপটল সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার মস্তকে জটাভার বদ্ধ ও গ্রন্থিযুক্ত হইয়াউঠিল। তৎপরে তিনি বায়ুমাত্র ভক্ষণ করত কাষ্ঠ-

স্তম্ভের ন্যায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্থিরচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ সময় দুইটী চটক পক্ষী তৃণাদি আহরণ পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকস্থিত জটা-মধ্যে কুলায় নির্ম্মাণ করিল। পরম দয়ালু মহাতপা জাজলি তাহাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। তিনি স্থাণুর ন্যায় চেষ্টাবিহীন হইয়া অবস্থান করাতে বিহঙ্গমমিথুন বিশ্বস্তচিত্তে সেই কুলায়মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর বর্ষা অতীত ও শরৎকাল সমাগত হইলে, তাহারা পরস্পর নিশঙ্ক কামাসক্ত হওয়াতে চটকীর গর্ভ সঞ্চার হইল। কিয়দ্দিন পরে চটকী ঐ মহর্ষির মস্তকেই অণ্ডপ্রসব করিল। তেজঃপুঞ্জকলেবর ধর্ম্মপরায়ণ দ্বিজবর তাহা অবগত হইয়াও অবিচলিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিহঙ্গমমিথুনও পরম আনন্দিত হইয়া প্রতিদিন ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তথায় আগমন করিয়া বিশ্বস্ত মনে তাঁহার মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে তাহাদের অণ্ড সমুদায় পরিপুষ্ট ও তৎসমুদায় হইতে শাবক সকল বিনির্গত হইল। শাবকগুলি জাজলির মস্তকে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল; তথাপি ঐ ব্রতধারী ধর্ম্মপরায়ণ জাজলি নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কালক্রমে শাবকগুলি জাতপক্ষ হইলে, তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া মহর্ষির মন নিতান্ত আনন্দিত হইয়া উঠিল। বিহঙ্গমমিথুনও স্বীয় শাবকদিগকে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া মহা আনন্দে তাহাদিগের সহিত সেই ঋষিমস্তকস্থ কুলায়ে অবস্থান করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে দ্বিজবর সেই জাতপক্ষ শাবকগুলিকে প্রতিদিন সন্ধ্যাসময়ে ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ উড্ডয়ন পূর্ব্বক পুনরাগমন করিতে দেখিলেন। কিয়দ্দিন পরে তাহারা পিতামাতাকে পরিত্যাগ [illegible] আপনারাই একবার গমন করিয়া পুনর্ব্বার আগমন, কোন দিন [illegible] দিবাভাগ অতিবাহিত করিয়া নিয়মার্থ সায়ংসময়ে প্রত্যাগমন [illegible] পাঁচদিন অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ দিনে পুনরাগমন করিতে লাগিল। তথাপি মহাত্মা জাজলি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। এই প্রকারে বিহঙ্গমগণ ক্রমশঃ উত্তমরূপে উড্ডয়ন অভ্যাস করিল। পরিশেষে যখন উহারা একবার জাজলির মস্তক হইতে অন্য স্থানে গমন পূর্ব্বক এক মাস অতীত হইলেও প্রত্যাগত হইল না, তখন জাজলি নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া সিদ্ধ হইয়াছি বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তদবধি তাঁহার অন্তঃকরণে অহঙ্কার সঞ্চার হইল। বিহঙ্গমগণ যে তাঁহার মস্তকে নির্ব্বিঘ্নে জাত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে অন্য স্থানে গমন করিয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহার আনন্দের আর

পরিসীমা রহিল না। তৎপরে তিনি নদীসলিলে স্নান ও হুতাশনে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক সূর্য্যের উপাসনা করিতে লাগিলেন।

একদিন মহামতি জাজলি আপনার মস্তকে চটক পক্ষিগণ সমুৎপন্ন হইল বিবেচনা করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে "আমিই যথার্থ ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াছি" বলিয়া মহা আস্ফালন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার কর্ণকুহরে এই আকাশবাণী প্রবিষ্ট হইল যে, "জাজলে! তুমি কখনই ধর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে মহামতি তুলাধারের তুল্য হইতে পারিবে না। তুলাধার নামে যে মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাত্মা বারাণসীতে অবস্থান করেন, তিনিও তোমার মত গর্ব্বিত বাক্যপ্রয়োগে উপযুক্ত নহেন।" অন্তরীক্ষে এইরূপ দৈববাণী হওয়াতে জাজলি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং বহুকালের পর বারাণসীতে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, মহাত্মা তুলাধার সন্তুষ্টচিত্তে পণ্য দ্রব্য সমুদায় বিক্রয় করিতেছেন। ঐ মহাত্মা বণিক জাজলিকে উপস্থিত দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রীতমনে স্বাগত সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি সাগরতটে অবস্থান পূর্ব্বক ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মের যথার্থ মহিমা কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই। আপনি তপঃসিদ্ধ হইলে আপনার মস্তকে কতকগুলি পক্ষিশাবক জন্মিয়াছিল। আপনি তাহাদিগকে কিছুমাত্র ভয় প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু যখন সেই শাবকগুলি জাতপক্ষ হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখনই আপনি ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া মহাগর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময় এক দৈববাণীপ্রভাবে আমার বৃত্তান্ত আপনার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে আপনি ঈর্ষাপরবশ হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে আমি আপনার কি হিতানুষ্ঠান করিব, আদেশ করুন।

দ্বিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৬২।

মহামতি তুলাধার এই কথা কহিলে, জাপকাগ্রগণ্য মহাত্মা জাজলি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বণিকনন্দন! তুমি রস, গন্ধ, বৃক্ষ, ওষধি ও ফলমূল সমুদায় বিক্রয় করিয়াও কি প্রকারে ঐরূপ নিশ্চল বুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিলে, তাহা আমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন কর।

তখন ধর্ম্মার্থতত্ত্ববেত্তা বৈশ্যকুলোদ্ভব জ্ঞানতৃপ্ত মহামতি তুলাধার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, জাজলে! আমি সর্ব্বভূতহিতকর পূর্ব্বতন সনাতন ধর্ম্ম অবগত হইয়াছি। জীবগণের প্রতি অহিংসা অথবা আপৎকালে অল্পমাত্র হিংসা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমি তদনুসারে কেবল পরিচ্ছিন্ন কাষ্ঠ ও তৃণাদির ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছি। অলক্ত, পদ্মককাষ্ঠ, তুঙ্গকাষ্ঠ, কস্তুরী প্রভৃতি বিবিধ গন্ধদ্রব্য এবং সুরাব্যতীত নানাপ্রকার রসের অকপটে ক্রয় বিক্রয় দ্বারা আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। যে ব্যক্তি সকলের সুহৃৎ এবং যিনি কায়মনোবাক্যে সকলের হিতানুষ্ঠান করেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ। অনুরোধ, বিরোধ, দ্বেষ ও কামনা পরিত্যাগ এবং সর্ব্বভূতে সমভাবে দৃষ্টিপাত এই সমস্তই আমার প্রধান নিয়ম। গগন-মণ্ডল যে প্রকার মেঘাদিসহযোগে বিবিধাকার ধারণ করে, সেই প্রকার জগদীশ্বর সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত হইয়া নানাপ্রকার বেশ ধারণ করিতেছেন। আমি এই বিবেচনা করিয়া অন্যের কার্য্যদর্শনে প্রশংসা বা নিন্দা করি না। আমি সমুদায় লোককে সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। লোষ্ট্র ও সুবর্ণে আমার বিশেষ জ্ঞান নাই। আমি অন্ধ, বধির ও উন্মত্তের ন্যায় বিষয়ভোগরহিত হইয়া কালযাপন করিতেছি। বৃদ্ধ, আতুর ও কৃশ ব্যক্তিগণের ন্যায় আমারও অর্থ, কাম ও ভোগবিষয়ে কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। লোকে যখন স্বয়ং কাম, বিদ্বেষ ও ভয় পরিত্যাগ করে, অন্যকে ভয় প্রদর্শন না করে। কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীর প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত না হয়, তখনই তাহার ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। অভয়-দানের সদৃশ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যে মনুষ্য নিতান্ত নিষ্ঠুরভাষী ও কঠিন দণ্ডকারী এবং লোকে কালকবলের ন্যায় যাহা হইতে ভীত হয়, সেই ব্যক্তি মহাভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। আমি পুত্রপৌত্র-সম্পন্ন হিংসাপরিশূন্য মহাত্মা বৃদ্ধদিগের ব্যবহার অবলম্বন করিয়া আছি। মূঢ়গণ সদাচারের কিয়দংশ বিরুদ্ধ দেখিয়া সমুদয় সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। কিন্তু বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ সদাচারের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া উহার অনুষ্ঠান দ্বারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে যে মনুষ্য দমগুণ অবলম্বন ও দ্রোহ পরিহার পূর্ব্বক সাধুজনা-চরিত আচার আশ্রয় করে, তাহারই অচিরাৎ ধর্ম্মলাভ হয়। যেরূপ নদী-বেগসহকারে কাষ্ঠদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ ও বিচ্ছেদ হইয়া থাকে, সেই-রূপ কর্ম্মপ্রবাহ দ্বারা পিতাপুত্রাদির পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ হয়। যে

মহাত্মা কখন কোন প্রাণীকে ভয় প্রদর্শন না করেন, তিনিই সর্ব্বদা সমুদায় প্রাণী হইতে অভয়লাভ করিতে পারেন। লোক সকল ভীষণ গর্জ্জনশীল বৃকের ন্যায় যে ব্যক্তি হইতে ভীত হয়, সেই ব্যক্তি সমুদায় লোক হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা এই অভয়দানরূপ আচার প্রতিপালন করেন, তাঁহারা সহায়সম্পন্ন, উৎকৃষ্ট ভোগশালী ও সৌভাগ্যযুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রে তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাদিগের হৃদয়ে অল্পমাত্র ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিহিত আছে, তাহারা কীর্ত্তিলাভের নিমিত্ত অভয়দানরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; আর যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে সম্যক্ পারদর্শী, তাঁহারা ব্রহ্মলাভের নিমিত্তই লোকদিগকে অভয়দান করেন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও জ্ঞানোপদেশ দ্বারা যে ফললাভ করিতে পারা যায়, একমাত্র অভয়দান দ্বারা সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীকে অভয় প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সমুদায় যজ্ঞের ফল ও অভয় লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। ফলতঃ অহিংসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যাহা হইতে কোন প্রাণী কখন ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেও তাহার ভয়ের কখন কোন সম্ভাবনা থাকে না; আর লোক সকল গৃহগত ভুজঙ্গের ন্যায় যাহার ভয়ে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হয়, সেই ব্যক্তি কি ইহলোকে কি পরলোকে কুত্রাপি ধর্ম্মলাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতের আত্মরূপ হইয়া সমুদায় প্রাণীকে আপনার ন্যায় অবলোকন করেন, দেবতারাও তাঁহার সর্ব্বলোকাতিগ পদ অনুসন্ধান করত বিমোহিত হন।

অভয়দান যে, সমস্ত দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার আর সন্দেহ নাই। কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আসক্ত ব্যক্তিগণ একবার সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া কর্ম্মফলের ক্ষয়নিবন্ধন পুনর্ব্বার দুর্ভাগ্যান্বিত হয়; এই জন্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা বিনশ্বর কাম্য কর্ম্মের নিন্দা করেন। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। কোন ধর্ম্মই কারণশূন্য নহে। বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মলাভজনক ও স্বর্গাদিপ্রাপ্তিসাধন এই উভয়বিধ ধর্ম্মই নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে স্বর্গাদিপ্রাপক অভয়দানরূপ ধর্ম্ম সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মধর্ম্ম নিতান্ত গূঢ় বলিয়া অনেকে উহা অবগত হইতে পারে না। কোন কোন ব্যক্তি সাধুগণের আচার সন্দর্শন পূর্ব্বক ঐ ধর্ম্ম অবগত হইয়া থাকেন। যাহারা গোসমূহের মুষ্কমোষণ ও নাসিকাভেদ করিয়া তাহাদিগকে গুরুভারে নিপীড়িত, বদ্ধ ও দমিত করে, যাহারা বহুবিধ জীবের জীবন সংহার করিয়া তাহাদিগের মাংসভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয়, যাহারা ভৃত্যগণদ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বয়ং

সুখসম্ভোগ করিয়া থাকে এবং যাহারা স্বয়ং বধবন্ধনিরোধজনিত দুঃখ অবগত হইয়াও দিবারাত্রি অন্যকে সেই দুঃখে দুঃখিত করে, তুমি তাহাদিকে নিন্দা না করিয়া কি নিমিত্ত আমাকে নিন্দনীয় বোধ করিতেছ? পাঁচ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন জীবমাত্রেই সূর্য্য, চন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রাণ, বিষ্ণু ও যম প্রভৃতি দেবগণ অবস্থান করিতেছেন; অতএব যাহারা জীবগণের বিক্রয়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করে, তোমার মতে তাহারা কি নিন্দনীয় নহে? ছাগে অগ্নি, মেষে বরুণ, অশ্বে সূর্য্য, পৃথিবীতে বিরাট এবং ধেনু ও বৎসে চন্দ্র অবস্থান করিতেছেন; অতএব যে ব্যক্তি এই সকল বিক্রয় করে, সে কখনই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না; কিন্তু তৈল, ঘৃত, মধু ও ঔষধ সকল বিক্রয় করিলে, কোন পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যগণ দংশমশকপরিশূন্য দেশে অবস্থিত সুখসংবর্দ্ধিত পশুগণকে জননীর প্রিয় বুঝিতে পারিয়াও কৃষ্যাদি কার্য্য সম্পাদনার্থ বিবিধরূপে আক্রমণ পূর্ব্বক বহুদংশসমাকুল কর্দ্দমাকীর্ণ দেশে সমানীত এবং গোসমূহ ভারবহনে অনুপযুক্ত হইলেও তাহাদিগকে গুরুতর ভাবে নিপীড়িত করে। আমার মতে ঐ সকল কর্ম্ম ভ্রূণহত্যা অপেক্ষাও গর্হিত। অনেকে কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেন; কিন্তু বস্তুতঃ উহা নিতান্ত নিন্দনীয়। দেখ, লাঙ্গলদ্বারা ভূমি বিদারণ করিলে অসংখ্য প্রাণী বিনষ্ট ও লাঙ্গলসংযোজিত বৃষ সকল অতিশয় নিপীড়িত হইয়া থাকে। গো সমুদায় অঘ্ন্যানামে বিখ্যাত আছে। অতএব তাহাদিগকে বিনষ্ট বা নিপীড়িত করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি বৃষ অথবা গাভীর হিংসা করে, তাহাকে মহৎ পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

পূর্ব্বে মহারাজ নহুষ মধুপর্ক দানসময়ে গোবধ করাতে মহাত্মা তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, রাজন্! তুমি মাতৃতুল্য গাভী ও প্রজাপতিতুল্য বৃষকে বিনষ্ট করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব তোমার যজ্ঞে হোম করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি নাই। তোমার নিমিত্ত আমরা সাতিশয় ব্যথিত হইলাম। মহর্ষিগণ ভূপতি নহুষকে এই কথা কহিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে তপঃপ্রভাবে জানিতে পারিলেন যে, নহুষ জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ পাপের অনুষ্ঠান করেন নাই। তখন তাঁহারা সেই নহুষকৃত পাপকে একাধিক শতসংখ্যক ব্যাধিরূপে বিভক্ত করিয়া সমস্ত প্রাণীর উপর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! তোমার এই গোবধজনিত পাপ অজ্ঞানকৃত হইয়াও সর্ব্বলোকের অপকারক হইল। হে জাজলে! তুমি কেবল পূর্ব্বের আচা-

রমাত্র সন্দর্শন করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান কর; কিন্তু এইরূপ আচরণ যে নিতান্ত অশুভপ্রদ তাহা কখনই তুমি বুঝিতে পার না; অতএব যে কার্য্য দ্বারা সমুদায় প্রাণীর অভয়লাভ হয়, তাহাই কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কেবল লোকাচার কদাপি ধর্ম্ম হইতে পারে না। যে ব্যক্তি আমার হিংসা করে, আর যে আমার প্রশংসা করে, আমি তাহাদিগের উভয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। কেহই আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। পণ্ডিতগণ এই প্রকার ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্মশীল মহাত্মারা প্রতিনিয়ত এই যুক্তিসম্পন্ন যোগিগণসেবিত উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন।

—:০:—

ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৬৩।

জাজলি কহিলেন, হে বণিক্! তুমি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মানবগণের স্বর্গদ্বার ও বৃত্তি রোধ করিতেছ। কৃষিকার্য্য দ্বারা ধান্যাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমিও সেই ধান্যাদিদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া জীবন ধারণ করিতেছ। দেখ, মানবগণ পশু ও ধান্যাদি দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করে। উহারা জীবন ধারণ করিয়া পশ্চাৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। তুমি এক্ষণে নিতান্ত নাস্তিকের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিলে। জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া কি কেহ কখন জীবন ধারণ করিতে পারে? তুলাধার কহিলেন, মহাত্মন্! প্রাণিগণ যে প্রকারে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে, তাহা আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব। আপনি আমাকে নাস্তিক জ্ঞান করিতেছেন, ফলতঃ আমি নাস্তিক নহি এবং যজ্ঞেরও নিন্দা করি না। কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিশেষ পরিজ্ঞাত আছে, এরূপ লোক নিতান্ত দুর্লভ। আমি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য অন্তর্যাগ ও অন্তর্যাগবেত্তা মহাত্মাদিগকে নমস্কার করি। যাহা হউক, এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের কর্ত্তব্য অন্তর্যাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য হিংসাময় জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। দেখুন, লুব্ধস্বভাব ধনপরায়ণ আস্তিকগণ বেদবাক্যের যথার্থ মর্ম্ম অবগত না হইয়া সত্যের ন্যায় লক্ষিত মিথ্যাময় ক্ষত্রিয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও যজমানকে বিবিধ বস্তুদানে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। যজমান সেই সমুদায় দ্রব্য আহরণার্থ নানাপ্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন করে এবং তন্নিবন্ধন চৌর্য্য প্রভৃতি নানাবিধ অসৎকার্য্যের

প্রাদুর্ভাব হয়। যে হবনীয় দ্রব্য ন্যায়মার্গে উপার্জ্জিত হয়, তাহাদ্বারাই দেবগণ পরম পরিতুষ্ট হন। শাস্ত্রে এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে যে, নমস্কার, হবি, স্বাধ্যায় ও ঔষধি দ্বারা দেবতাদিগের প্রজা সমাহিত হইয়া থাকে। যাহারা কামনাসম্পন্ন হইয়া ইষ্টাপূর্ত্তাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের সেই সমুদায় যজ্ঞপ্রভাবে লুব্ধ সন্তান উৎপন্ন হয়। লুব্ধ হইতে লুব্ধ ও রাগদ্বেষাদিবিহীন ব্যক্তি হইতে রাগদ্বেষপরিবর্জ্জিত পুত্র সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যজমান ও ঋত্বিক্‌ সকাম হইলে, তাহাদিগের পুত্র সকাম এবং নিষ্কাম হইলে, তাহাদিগের পুত্রও নিষ্কাম হয়, সন্দেহ নাই। যে প্রকার গগনমণ্ডল হইতে নির্ম্মল জলসমুৎপন্ন হয়, সেই প্রকার যাগযজ্ঞ হইতে পুত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে তাহা সূর্য্যমণ্ডলে সংক্রামিত হয়। পরে আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন ও অন্ন হইতে প্রজা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বতন ব্যক্তিগণ কামনাপরিহার পূর্ব্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আনুষঙ্গিক সমুদায় কামনা লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগকে মনোরথ পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত হিংসাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইত না। পৃথিবী লাঙ্গলদ্বারা কর্ষিত না হইয়াই প্রচুর ফল সমুৎপন্ন করিত। জগতের শুভানুধ্যানদ্বারাই লতাদি সঞ্জাত হইত। ঐ সমুদায় পূর্ব্বতন পুরুষ যজ্ঞকে ফলপ্রদ ও আত্মাকে ফলভাগী বলিয়া বিবেচনা করিতেন না।

যাহারা যজ্ঞ হইতে ফল উৎপন্ন হয় কি না এই প্রকার সংশয় করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে পরজন্মে অসাধু ধূর্ত্ত ও লুব্ধপ্রকৃতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যে মনুষ্য কুতর্ক দ্বারা বেদকে অশুভফলসম্পাদক বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই অকৃতজ্ঞ আপনার অশুভ কর্ম্মপ্রভাবে পাপাত্মাদিগের গতিলাভ করিয়া থাকে। যিনি নিত্য কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া অবগত আছেন, যিনি সেই নিত্য কর্ম্মের অকরণে ভীত হন, যিনি ব্রহ্মকে মন্ত্রাগ্ন্যাদিরূপে অবস্থিত বলিয়া বোধ করেন এবং যাঁহার আপনাতে কর্ত্তৃ-ত্বাভিমান নাই, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। তাঁহার কার্য্যের অঙ্গহানি হইলেও উহা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি শূকরাদি জন্তু তাঁহার যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়, তাহাও শ্রেষ্ঠ; কিন্তু যে মনুষ্য সকাম হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাদের এইরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে হয়। পরম পুরুষার্থলাভলোলুপ বৈরাগ্যসম্পন্ন ও মৎসরতাবিহীন ব্যক্তিগণ সত্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। যাঁহারা কলেবর ও আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন, যোগই যাঁহা-

দিগের প্রধান কার্য্য, যাঁহারা সর্ব্বদা প্রণব পাঠ করেন, তাঁহারা অনায়াসে অন্যকে পরিতুষ্ট করিতে পারেন। ব্রহ্মই সমুদায় দেবতা; যাঁহারা সেই ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত আছেন, দেবগণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন; তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে, দেবতারা সন্তুষ্ট হন এবং তিনি ভোগসুখে তৃপ্ত হইলে তাঁহারাও তৃপ্তিলাভ করেন। যেরূপ কোন ব্যক্তি সমুদায় রস আস্বাদন পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইলে, নীরসদ্রব্য বাসনা করে না, সেইরূপ যিনি জ্ঞানতৃপ্ত, তিনি অন্য কোন বিষয়ে তৃপ্তিসুখ অনুভব করেন না। যাঁহারা ধর্ম্মের আধার, কার্য্যাকার্য্য বিচারসমর্থ এবং যাঁহারা ধর্ম্মেই সুখানুভব করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্তরাত্মাতে পরমাত্মাকে অবস্থিত দর্শন করেন। যাঁহারা জ্ঞানসম্পন্ন ও সংসারসাগরের পর পারাভিলাষী, তাঁহারা যে স্থানে শোক দুঃখ ও পতনের ভয় নাই, সেই পবিত্র জনসেবিত পরম পাবন ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা স্বর্গ যশ বা ধনলাভের নিমিত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন না; কেবল সজ্জনসেবিত পথের অনুসরণ করেন এবং হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন। ঐ সমুদায় মহাত্মা বনস্পতি, ওষধি ও ফলমূলকেই যজ্ঞসাধক বলিয়া অবগত আছেন। লুব্ধস্বভাব ঋত্বিক্‌গণ উঁহাদিগের নিকট কিছুমাত্র ফললাভের প্রত্যাশা নাই বলিয়া উহাঁদিগকে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করান না। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারা আপনাদিগকেই যজ্ঞীয় উপকরণরূপে কল্পনা করিয়া প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আর লুব্ধ ঋত্বিক্‌গণ স্বর্গলাভার্থী ব্যক্তিদিগকেই যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা প্রজাবর্গের স্বর্গলাভের উপায়-বিধান করিয়া দেন। আমি এই উভয়বিধ সম্প্রদায়ের কার্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক সৎকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। সকাম ব্রাহ্মণ হিংসাত্মক ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণ মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা উভয়েই দেবগণের নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া গমন করেন; কিন্তু তন্মধ্যে যিনি সকাম, তিনি পুনরায় অবনীমণ্ডলে আগমন করিয়া থাকেন; আর যিনি জ্ঞানী, তাঁহাকে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না। জ্ঞানি-গণের সংকল্পমাত্রেই বৃষ সমুদায় যানে সংযোজিত হইয়া তাঁহাদিগকে বহন এবং ধেনু সমুদায় দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহারা সংকল্প-মাত্রেই যূপ গ্রহণ করিয়া প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সমর্থ হন। যাঁহারা এই প্রকারে যোগপ্রভাবে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন,

তাঁহারা যজ্ঞে গোহত্যা করিলেও করিতে পারেন। কারণ, তাঁহাদিগকে গোবধজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; তথাপি তাঁহারা পশুঘাতে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া ওষধিদ্বারাই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর সকাম মূঢ় ব্যক্তিগণ ওষধি পরিত্যাগ করিয়া পশুহিংসাদ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। হে তপোধন! আমি সকাম ও ত্যাগপরায়ণ জ্ঞানীর মধ্যে জ্ঞানীর কার্য্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবগত হইয়া তাঁহারই বিষয় বিশেষরূপ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে কি প্রকার হইলে জ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, তাহাও সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি কর্ম্মফলকামনাবিরহিত ও কর্ম্মোদ্যোগশূন্য; যিনি অন্যের নমস্কার প্রতিগ্রহ বা অন্যকে নমস্কার করিতে সর্ব্বদা পরাঙ্মুখ থাকেন, যিনি অন্যের স্তবে তুষ্টিলাভ বা অন্যকে স্তব করেন না; যাঁহার কর্ম্ম সমুদায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যিনি ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ, তিনিই যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ। যে ব্যক্তি অন্যকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করে না এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণদিগকে অর্থ দান না করিয়া কেবল আপনার ইচ্ছানুসারে ভোগ্য বস্তু উপভোগ করে, সে কি দেবমার্গ, কি পিতৃমার্গ, কোনপথেই গমন করিতে পারে না। কিন্তু যিনি পূর্ব্বোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তিনিই ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হন।

জাজলি কহিলেন, হে বণিক্! আমি আত্মযাজীদিগের তত্ত্ব কখনই শ্রবণ করি নাই; উহা নিতান্ত দুরবগাহ। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের মধ্যে অনেকেই ইহার আলোচনা করেন নাই এবং যাঁহারা আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহা সুপ্রচারিত করেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যে সমুদায় পশুপ্রায় মূঢ় ব্যক্তি মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না, তাহারা কোন্ কার্য্য দ্বারা সুখলাভ করিবে। তাহা তুমি বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন কর। তোমার বাক্যে আমার সাতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

তুলাধার কহিলেন, ব্রহ্মন্! যে দাম্ভিক পুরুষগণের যজ্ঞ সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাদিগের দোষে অযজ্ঞরূপে পরিণত হইয়া থাকে, তাহারা কোন যজ্ঞেরই অধিকারী নহে। যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও সমর্থ, তাঁহারা ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও পূর্ণাহুতি দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আর যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারা গোপুচ্ছ ও গোশৃঙ্গক্ষালিত সলিল এবং গোপাদরজ দ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে একমাত্র ধেনুই

সমর্থ ও অসমর্থ উভয়েরই যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্যক্ সাহায্য সম্পাদন করে। যাঁহারা এই প্রকার ঘৃতাদি দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের একমাত্র শ্রদ্ধাই সহধর্ম্মিণীর কার্য্য সম্পাদন করে। এই প্রকারে পরম শ্রদ্ধাসহকারে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবে। অতএব পশুহিংসা অপেক্ষা পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞ সমাধান করাই শ্রেয়স্কর। সমুদায় নদীই সরস্বতীর ন্যায় শুদ্ধিপ্রদ, সমুদায় শৈলই পরম পবিত্র। ফলতঃ যে স্থানে আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয়, সেই স্থানই উৎকৃষ্ট তীর্থ। অতএব তুমি তীর্থপর্য্যটন করিবার নিমিত্ত দেশ বিদেশে গমন করিও না। যে ব্যক্তি জ্ঞানবান্ হইয়া এইরূপ ধর্ম্মের আচরণ করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই শুভলোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। হে যুধিষ্ঠির! তুলাধার এই প্রকার যুক্তিসঙ্গত সজ্জনসেবিত ধর্ম্মের বিশেষরূপে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

চতুঃষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৬৪।

অনন্তর মহামতি তুলাধার পুনর্ব্বার জাজলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি সাধু ও অসাধু এই উভয়প্রকার লোকের মধ্যে কাহারা অহিংসারূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করে, ইহা প্রত্যক্ষ করিলেই অহিংসা প্রধান কর্ম্ম কি না, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবেন। ঐ দেখুন, আপনার মস্তকসম্ভূত পক্ষিগণ এই স্থানে বিচরণ পূর্ব্বক পক্ষপাদাদি সঙ্কুচিত করত নিজ নিজ কুলায়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। আপনি উহাদিগের প্রতি পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া উহারাও আপনাকে পিতার ন্যায় সম্মান করিতেছে। আপনি যে উহাদিগের পিতাস্বরূপ, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে উহাদিগকে আহ্বান করুন। উহারাই আপনার "অহিংসা প্রধান ধর্ম্ম কি না" এই সন্দেহ ভঞ্জন করিবে।

তুলাধার এই কথা কহিলে, মহাত্মা জাজলি পক্ষিগণকে আহ্বান করিবামাত্র তাহারা উপস্থিত হইয়া তুলাধারের আদেশানুসারে জাজলিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, তপোধন! অহিংসাদি কর্ম্ম সকল উভয়লোকেই মনুষ্যগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে, আর হিংসাদি কর্ম্ম লোকের বিশ্বাস বিনষ্ট করে। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি অচিরাৎ বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা শমদমাদিগুণে বিভূষিত হইয়া লাভালাভে সমান জ্ঞান

এবং ফলানুসন্ধান না করিয়া কেবল শাস্ত্রশাসননিবন্ধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারাই ধর্ম্মের যথার্থ ফলভাগী হয়। ব্রহ্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ শ্রদ্ধা সকলকে প্রতিপালন ও বিশুদ্ধজন্ম প্রদান করিয়া থাকে। উহা ধ্যান ও জপ হইতে শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম মন্ত্রবিহীন বা ব্যগ্রতানিবন্ধন অঙ্গহীন হইলেও একমাত্র শ্রদ্ধাপ্রভাবে অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়; কিন্তু উহা শ্রদ্ধাবিহীন হইলে কি মন্ত্র, কি অনুষ্ঠান, কি যজ্ঞ, কিছুতেই সুসম্পন্ন হয় না। এই উপলক্ষে পূর্ব্ববৃত্তান্ত-বেত্তারা যে ব্রহ্মগীত বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। দেবগণ শ্রদ্ধাবিহীন পবিত্র ও পবিত্রতাবিহীন শ্রদ্ধাসম্পন্ন এই উভয়ের যজ্ঞে প্রতিপাদিত ধন সমান এবং বেদজ্ঞ কৃপণ ও অতিবদান্য বৃদ্ধিজীবী, এই উভয়ের অন্ন তুল্য বলিয়া নির্ণয় করাতে ভগবান্ প্রজাপতি তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবগণ! তোমাদিগের এরূপ নিরূপণ করা ন্যায়ানুগত হয় নাই। শ্রদ্ধাবান্ ও পবিত্র এই উভয়ের মধ্যে অশ্রদ্ধা-নিবন্ধন পবিত্র ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত নিন্দনীয় এবং বেদজ্ঞ কৃপণ ও অতি-বদান্য বৃদ্ধিজীবী এই উভয়ের মধ্যে বেদজ্ঞ কৃপণের অন্ন গ্রহণ করা বিধেয়; কিন্তু বৃদ্ধিজীবী ব্যক্তি অতিবদান্য হইলেও তাহার অন্ন গ্রহণ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ, শ্রদ্ধাশূন্য ব্যক্তির যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকার নাই ও তাহার অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অশ্রদ্ধা অপেক্ষা গুরুতর পাপ ও শ্রদ্ধা অপেক্ষা পাপনাশের প্রধান উপায় আর কিছুই নাই। ভুজঙ্গ যে প্রকার আপনার নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, সেই প্রকার শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রদ্ধাপ্রভাবে পাপকে নিরাকৃত করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাসহকারে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া সমুদায় পবিত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি স্বভাবগত দোষ সমুদায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ পবিত্র। তাঁহার তপস্যা, আচার, ব্যবহার ও অন্যান্য প্রযত্নে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। জগতস্থ সকল প্রাণীই শ্রদ্ধাময়। সমস্ত লোকেরই সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণ-ত্রয়ের অন্যতমে শ্রদ্ধা থাকে। তন্মধ্যে যাহার সত্ত্বগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে তামস বলিয়া বিখ্যাত হয়। ধর্ম্মার্থদর্শী সাধু ব্যক্তিগণ এই প্রকারে ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমারা মহর্ষি ধর্ম্মদর্শনের নিকট ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি এই প্রকার ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতএব আপনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হউন, তাহা হইলেই ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবেন। স্বপ-থস্থ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিই ধার্ম্মিক ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর মহর্ষি জাজলি ও তুলাধার উভয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিকালবিলম্বে স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে সুরলোকে গমন পূর্ব্বক পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে মহাত্মা জাজলি মহানুভব তুলাধারের নিকট বিবিধ সনাতন ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া শান্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন! এই আমি তোমার নিকট তুলাধারের সমস্ত কথা কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, ব্যক্ত কর।

—০✻০—

পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৬৫।

হে ধর্ম্মরাজ! মহারাজ বিচখ্যু জীবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই পূর্ব্বতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সেই ভূপতি গোমেধ যজ্ঞে যজ্ঞভূমিস্থিত নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষতকলেবর বৃষকে অবলোকন এবং গো সমূহের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্র হইয়া কহিয়াছিলেন, আহা! গো সমুদায় কি ক্লেশ ভোগ করিতেছে! অতঃপর সমুদায় লোকে গো সমূহের মঙ্গল লাভ হউক। বিশৃঙ্খল সংশয়াত্মা মূঢ়প্রকৃতি নাস্তিকেরাই হিংসাযজ্ঞকে উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। মনুষ্যগণ কেবল কামনার বশীভূত হইয়াই যজ্ঞভূমিতে পশুহিংসা করিয়া থাকে। ধর্ম্মশীল মনু অহিংসারই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অতএব সেই প্রমাণানুসারে সূক্ষ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই পণ্ডিতগণের কর্ত্তব্য। অহিংসাই সর্ব্ব ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত হইয়া বেদবিহিত কর্ম্মফল ও গৃহস্থাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। ক্ষুদ্রস্বভাব ব্যক্তিগণ ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। যে সমুদায় মনুষ্য যজ্ঞ, বৃক্ষ ও যূপসকলের উদ্দেশে পশুচ্ছেদন করিয়া বৃথা-মাংস ভক্ষণ করে, তাহাদিগের সেই কর্ম্ম কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না। ধূর্ত্তেরাই মদ্য, মাংস, মধু, মৎস্য, তালরস ও যবাগুতে আসক্ত হয়। বেদে ঐ সমুদায় ভক্ষণের বিধি নাই। ফলতঃ কাম, লোভ ও মোহনিবন্ধনই লোকের ঐ সমুদায় দ্রব্যে প্রবৃত্তি জন্মে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সকল যজ্ঞেই বিষ্ণুর আবির্ভাব আছে, ইহা অবগত হইয়া বেদকল্পিত যজ্ঞীয় বৃক্ষ, পুষ্প ও সুস্বাদু পায়সদ্বারা তাঁহার আরাধনা করেন। শুদ্ধভাবাপন্ন মহানুভবগণ কর্ত্তৃক যে যে বস্তু উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, সমস্তই দেবোদ্দেশে প্রদান করা যায়, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপদ্ দেহকে শুষ্ক করে এবং দেহ আপদের নাশবাসনা করে, অতএব নিতান্ত হিংসাবিহীন হইলে, কি প্রকারে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যগণ যাহাতে দেহ বিনষ্ট না হয় এবং অহিংসাধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, এই প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।

—০*০—

ষট্‌ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৬৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অতি দুরূহ কার্য্যে উপদেশবিষয়ে আপনি আমাদিগের পরম গুরু। এক্ষণে কোন কার্য্য করিতে হইলে, উহা শীঘ্র বা বিলম্বে করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশসম্ভূত চিরকারীর পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি বহুকাল চিন্তা করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে অপরাধে লিপ্ত হইতে হয় না। মহাতপা গৌতমের চিরকারী নামে এক পুত্র ছিলেন। সেই মেধাবী কার্য্যকুশল মহাত্মা সুদীর্ঘকাল বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য সমুদায় নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি দীর্ঘকাল কার্য্য চিন্তা, নিদ্রাসেবন ও জাগরণ করিতেন এবং দীর্ঘকালের পর তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ হইত বলিয়া, লোকে তাঁহাকে চিরকারী বলিয়া আহ্বান করিত। অদীর্ঘদর্শী মূঢ় ব্যক্তি-গণ তাঁহাকে অলস ও নির্ব্বোধ বলিয়াও কীর্ত্তন করিত। এক দিন মহর্ষি গৌতম স্বীয় পত্নীকে ব্যভিচার দোষে লিপ্ত বোধ করিয়া ক্রোধভরে সেই চিরকারী পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি তোমার জন-নীকে সংহার কর মহর্ষি পুত্রকে এই অনুমতি প্রদান করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ তথা হইতে অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাত্মা চিরকারী স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ দীর্ঘসূত্রতানিবন্ধন অনেকক্ষণের পর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বহুকাল এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে জননীকে সংহার করিতে হয়, আর যদি জননীকে সংহার না করি, তাহা হইলে পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়; অতএব এক্ষণে কি প্রকারে এই ধর্ম্মসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করি। পুত্র পিতা ও মাতা উভয়েরই অধীন; সুতরাং পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন ও জননীকে রক্ষা এই উভয়ই পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য ও পরম ধর্ম্ম। ঐ উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে অনাস্থা

করিলেই পুত্রকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। কেহই কখন জননীকে সংহার করিয়া সুখ বা পিতাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না; অতএব পিতাকে অবজ্ঞা না করা এবং মাতাকে রক্ষা করা এই উভয় কার্য্যই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পিতা স্বয়ং স্বীয় শীল গোত্র ও কুল রক্ষা করিবার নিমিত্ত পত্নীতে পুত্ররূপে আত্মাকে সংস্থাপিত করেন। পিতা ও মাতা উভয়েই আমাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; অতএব অবশ্যই আমাকে তাঁহাদিগের উভয়কেই আপনার উৎপত্তির প্রধান হেতু বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে; পিতা জাতকর্ম্ম ও উপনয়নকালীন যে যে বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা দ্বারাই তাঁহার গৌরব দৃঢ়রূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। ভরণপোষণ ও অধ্যাপনানিবন্ধন পিতা প্রধান গুরু। বেদে ইহাও কথিত আছে যে, পিতা পুত্রকে যাহা অনুমতি করেন, তাহা প্রতিপালন করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম। পুত্র পিতাকে কেবল প্রীতিদান করিয়া থাকে; কিন্তু পিতা পুত্রকে শরীরাদি সমুদায় দেয় বস্তুই প্রদান করেন। অতএব অবিচারিত চিত্তে পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা পুত্র সমুদায় পাপ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। পিতা পুত্রকে জন্মদান, অশনবসনাদি প্রদান, বেদাধ্যাপন ও লোকাচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পিতা স্বর্গ, ধর্ম্ম ও তপস্যাস্বরূপ; পিতাকে প্রীত করিতে পারিলেই সমুদায় দেবতাকে পরিতৃপ্ত করা হয়। তিনি পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া যাহা উচ্চারণ করিয়া থাকেন, সেই সমস্তই পুত্রের আশীর্ব্বাদরূপে পরিণত হয়। পিতা আনন্দিত হইলেই পুত্র সমুদায় পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। বৃক্ষ হইতে ফলপুষ্প নিপতিত হইয়া থাকে; কিন্তু পিতা ক্লেশপ্রাপ্ত হইলেও কখনই পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

যাহা হউক, পিতা যে পুত্রের পক্ষে সামান্য বস্তু নহেন, তাহা চিন্তা করিলাম; এক্ষণে মাতার বিষয় চিন্তা করি। অরণি যেরূপ হুতাশনের উৎপত্তির হেতু, সেইরূপ জননীই এই পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রধান কারণ। আর্ত্ত ব্যক্তিগণের জননীই একমাত্র সুখের আধার। জননী বর্ত্তমান থাকিলে, আপনাকে সহায়সম্পন্ন এবং মাতৃবিয়োগ হইলেই আপনাকে অনাথ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। লোকে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াও জননীকে সম্বোধন পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে তাহাকে আর শোকাবেগ সহ্য করিতে হয় না। যাহার মাতা বিদ্যমান থাকে, সে পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ও শতবর্ষবয়স্ক হইলেও আপনাকে বালকের ন্যায় জ্ঞান করে। পুত্র সক্ষম বা

অক্ষম হউক্, স্থূল বা কৃশই হউক, জননী সর্ব্বদাই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। জননীভিন্ন পুত্রের পোষণকর্ত্তা আর কেহই নাই। মাতৃবিয়োগ হইলেই লোক আপনাকে বৃদ্ধ ও দুঃখিত বলিয়া বোধ এবং সমুদায় জগৎ শূন্যময় অবলোকন করিয়া থাকে জননীর সমান তাপনাশের স্থান, গতি, পরিত্রাণ ও প্রিয়বস্তু আর কিছুই নাই। জননী জঠরে ধারণ করেন বলিয়া ধাত্রী ও জন্মের কারণ বলিয়া জননী, অঙ্গাদি পরিপোষণ করেন বলিয়া অম্বা এবং পুত্র প্রসব করেন বলিয়া বীরসূ নামে অভিহিত হন। শৈশবাবস্থায় জননী পুত্রকে প্রতিপালন করেন বলিয়া মাতাকে সেবা করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পুত্র মাতা হইতে সমুৎপন্ন হয় বলিয়া মাতা পুত্রের অপর দেহস্বরূপ। মাংসশোণিতসম্পন্ন কোন্ সচেতন ব্যক্তি আপনার কলেবরের ন্যায় জননীর কলেবর বিনষ্ট করিতে পারে? মৈথুন সময়ে পিতা ও মাতা উভয়েই উৎকৃষ্ট পুত্রলাভের বাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই বাসনা পিতা অপেক্ষা মাতারই সমধিক হয়, সন্দেহ নাই। পুত্র যাহার ঔরসে ও যে গোত্রে জন্ম গ্রহণ করে, তাহা মাতার অপরিজ্ঞাত থাকে না। ভরণপোষণনিবন্ধন পুত্রের প্রতি জননীর সমধিক প্রীতি ও স্নেহ জন্মে। এ দিকে আবার পিতারই পুত্রে সম্পূর্ণ অধিকার। যদি পুরুষ কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে বিমুখ হন, তাহা হইলে সেই স্ত্রীর ব্যভিচারদোষ ঘটিলেও সে নিন্দনীয় হয় না। স্ত্রীকে ভরণ ও প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া পুরুষ ভর্ত্তা ও পতিশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; এই উভয়বিধ গুণবিরহে তাহাকে ভর্ত্তা বা পতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। ফলতঃ স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধ নাই; প্রত্যুত স্ত্রী ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হইলে, তাহার পতিকেই সেই বিষয়ে অপরাধী বলিয়া অবধারণ করা কর্ত্তব্য। পতি স্ত্রীলোকের পরম দেবতা। আমার জননী ইন্দ্রকে ভর্তৃসদৃশ রূপসম্পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং এ বিষয়ে তিনি ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হইতে পারেন না। পুরুষেরই সমুদায় বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধ; স্ত্রীলোক পুরুষেরই নিতান্ত অধীন বলিয়া সে কোন বিষয়েই অপরাধী হইতে পারে না। আমার জননী মৈথুনতৃপ্তির নিমিত্ত ইন্দ্রকে কিছুমাত্র অনুরোধ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার অধর্ম্মের সম্ভাবনা কি? প্রত্যুত ইন্দ্রই স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাতে অধর্ম্মে নিপতিত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকমাত্রেই অবধ্য; বিশেষতঃ পতিব্রতচারিণী জননী কোনক্রমেই বধার্হ হইতে পারেন না। অবিচক্ষণ পশুগণও এই বাক্য

অনুমোদন করিবে, সন্দেহ নাই। পিতাতে দেবতা সমুদায়ই অধিষ্ঠান করিতেছেন; কিন্তু জননীতে দেবতা ও মনুষ্য উভয়ই প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং পিতা কেবল পারলৌকিক শুভদাতা; কিন্তু মাতা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শুভ প্রদান করেন।

চিরকারী দীর্ঘসূত্রিতানিবন্ধন বহুক্ষণ এইরূপ নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। এক দিন তপোনুষ্ঠানপরায়ণ মহাপ্রাণ গৌতম মেধাতিথিপত্নী বধদণ্ডের নিতান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানপ্রভাবে অনুতাপিত হইয়া অবিরল বাষ্পপূর্ণলোচনে কহিলেন, ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া অতিথিভাবে আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে শান্তবাক্যে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ প্রভৃতি যথাবিহিত উপচারে পূজা করিয়া কহিয়াছিলাম; আমি আপনারই একান্ত অধীন। আমি তৎকালে এই বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, এই প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলে, দেবরাজ আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইবেন; কিন্তু যদি তিনি আপনার চঞ্চলতাদোষে আমার ভার্য্যার প্রতি বল প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার পত্নী কি কারণে ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হইবে? ফলত এক্ষণে আমার পত্নী, আমি ও অতিথি ইন্দ্র আমরা কেহই অপরাধী নহি। কেবল পত্নীপ্রতিপালন ধর্ম্মের ব্যতিক্রমই ইহাতে অপরাধী হইতেছে। মহর্ষিরা কহিয়া থাকেন যে, ঈর্ষা হইতেই ব্যসন উৎপন্ন হয়। আমি সেই ঈর্ষাপ্রভাবেই স্ত্রীহত্যাজনিত পাপসাগরে নিপতিত হইলাম। পত্নী পতিদুঃখে দুঃখিনী হয় বলিয়া বাসিতা এবং অবশ্য ভরণীয়া বলিয়া ভার্য্যাশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আজি আমি সেই পতিব্রতা ভার্য্যাকে সংহার করিলাম। এক্ষণে কে আমাকে এই পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবে। আমি উদারবুদ্ধি চিরকারীকে প্রমাদপ্রযুক্তই ভার্য্যাবধে আদেশ করিয়াছি। যদি চিরকারী আজি আপনার নামানুরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে সে নিঃসন্দেহই আমাকে এই পাপ হইতে বিমুক্ত করিতে পারিবে। বৎস চিরকারি! তোমার মঙ্গল হউক; যদি তুমি অদ্য আপনার নামানুরূপ কার্য্য করিয়া থাক, তাহা হইলেই তোমার নাম সার্থক। তুমি আজি আমাকে, তোমার জননীকে এবং এই মাতৃবধরূপ পাপ হইতে আপনাকে রক্ষা কর; আমি দীর্ঘকাল যে তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, তাহার যেন কিছুমাত্র ব্যাঘাত না জন্মে। তুমি আজি যথার্থই চিরকারী হও। বুদ্ধির প্রাখর্য্যনিবন্ধন তুমি স্বভাবতই বহুবিলম্বে কার্য্য করিয়া থাক, আজি যেন

তাহার অন্যথা না হয়! আহা! তোমার জননী বহুদিন তোমাকে জঠরে ধারণ ও তোমা হইতে কতই শুভ প্রত্যাশা করিয়াছিল। অদ্য তুমি আপনার দীর্ঘসূত্রিতা সফল করিয়া তাহার সেই শুভ-প্রত্যাশা সফল কর। তুমি কোন কার্য্যে আমার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সন্তাপভয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিতে বিলম্ব কর এবং কোন কার্য্যে নিবারণ করিলেও তাহা সম্পাদন করা যুক্তিসঙ্গত কি না ইহা বিচার করিবার নিমিত্ত অনেক বিলম্ব করিয়া থাক, অতএব এক্ষণে আমাকে ও আমার পত্নীকে এই চিরসন্তাপ হইতে রক্ষা কর।

মহর্ষি গৌতম দুঃখিতচিত্তে এইরূপ বিবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, স্বীয় পুত্র চিরকারী বিষণ্ণমনে অবস্থান করিতেছেন। চিরকারী পিতা গৌতমকে প্রত্যাগত দেখিয়া শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। গৌতম পুত্রকে প্রণত ও আপনার পত্নীকে লজ্জায় পাষাণভূত দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। তৎকালে সেই মহাত্মার চিত্তবৃত্তি স্ত্রীপুত্রের প্রতি কিছুমাত্র বিকৃত হইল না। মাতৃবধবিমুখ শস্ত্রপাণি পাদাবনত চিরকারীও বিনীতস্বভাব-নিবন্ধন পিতার কঠিন আদেশ বিস্মৃতপ্রায় হইলেন। তখন গৌতমও পুত্রকে আপনার চরণে নিপতিত দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, চিরকারী ভয়প্রযুক্ত শস্ত্রগ্রহণচাপল্য সম্বরণ করিতেছে।

অনন্তর তিনি চিরকারীর মস্তকাঘ্রাণ ও তাঁহাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার এই কার্য্যের বিশেষরূপ প্রশংসা করত প্রীতিপ্রফুল্ল-চিত্তে কহিলেন, বৎস! তুমি মঙ্গল লাভ কর এবং চিরজীবী হও। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে আমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র দুঃখিত হইতেছি না। মহামতি গৌতম এই কথা বলিয়া সুধীর চিরকারীদিগের উদ্দেশে এই প্রকার উপ-দেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। মিত্রবধ ও কার্য্যপরিত্যাগ বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়াই করা কর্ত্তব্য! বহুদিন বিবেচনার পর যে মিত্রতা স্থাপিত হয়, তাহা চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। ক্রোধ, দর্প, অভিমান, অনিষ্টচিন্তা, অপ্রিয়ানুষ্ঠান ও পাপাচরণবিষয়ে দীর্ঘকাল বিলম্ব করাই উচিত। লোকে ভৃত্য ও স্ত্রীলোকের অপরাধ অস্পষ্ট রূপে অবগত হইলে, তাহাদের দণ্ডবিধানার্থ বহুক্ষণ বিচার করিবে।

হে যুধিষ্ঠির! মহাতপা গৌতম স্বীয়-পুত্র চিরকারীর এই প্রকার

চিরকারিতা সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব কোন কা
উপস্থিত হইলে দীর্ঘকাল বিবেচনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করাই বিধে
যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল ক্রোধ সম্বরণ ও কালবিলম্বে কার্য্যানুষ্ঠান কর
তাহাকে পরিশেষে আর সন্তাপসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। বহুকা
বৃদ্ধগণের সহবাস করিবে।. দেবতাকে বহুকাল ধ্যান করিয়া অর্চ্চনা ক
কর্ত্তব্য। বহুক্ষণ কার্য্য ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। বহুকাল পণ্ডিত
গণের উপাসনা. শিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সেবা ও আত্মার একাগ্রতা সম্পাদ
করিলে, মনুষ্য সকলের সমাদরভাজন হইতে পারে। যিনি সকলে
ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, তিনি কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, বিশেষরূ
বিবেচনা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে আ
অনুতপ্ত হইতে হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি গৌতম সেই আশ্রমে
বহুকাল অতিক্রম করিয়া পুত্র সমভিব্যাহারে সুরলোকে গমন করিয়াছি
লেন।

—*•*—

সপ্তষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।২৬৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। নরপতি কাহারও হিংসা না করিয়া কি
প্রকারে প্রজাপালন করিবেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি রাজা দ্যুমৎসেন ও
তাঁহার পুত্র সত্যবানের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর
এক দিবস মহামতি সত্যবান্ স্বীয় পিতার শাসনানুসারে বধার্হ ব্যক্তি
দিগকে সমানীত দেখিয়া পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! ইহা
দিগকে বধ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে; ধর্ম্মও কখন অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মও
কখন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু বধকে কখনই ধর্ম
বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, বৎস! যদি তুমি বধ্যের অবধকেও ধর্ম্ম বলিয়া
নির্দ্দেশ কর, তবে অধর্ম্ম কি? দস্যুগণকে নিপাতিত না করিলে ক্রমে
ক্রমে সকল লোকই অসৎপথ অবলম্বন করে। কলিযুগে মানবগণ অন্যের
বস্তু সমস্ত আত্মসাৎ করিতে যত্নবান্ হয়; সুতরাং দুষ্টের দমন না করিলে
কি প্রকারে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহা আমার নিকট
কীর্ত্তন কর।

সত্যবান্ কহিলেন, তাত! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণেই

ব্রাহ্মণের অধীন করা কর্ত্তব্য। ইহারা ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইলে, সূত মাগধাদি ব্যক্তিগণও ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বাক্য অতিক্রম করিলে, ব্রাহ্মণ তাহা রাজার নিকট প্রকাশ করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইলেই উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির দণ্ডবিধানে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহাতে কাহারও শরীর বিনষ্ট না হয়, সেই প্রকার শাসন করা কর্ত্তব্য। অপরাধীর কার্য্য ও যথাবিধি নীতিশাস্ত্র পর্য্যালোচনা না করিয়া বিনাশাত্মক দণ্ডবিধান করা কোনক্রমেই উচিত নহে। নরপতি দস্যুদিগকে সংহার করিলে, তাহাদিগের নিরপরাধী পিতা, মাতা, ভার্য্যা ও পুত্রগণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়; অতএব ভূপতি দস্যুকর্ত্তৃক অপকৃত হইয়া সম্যক্‌রূপে কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন। কোন কোন সময় অসাধু হইতেও সুসন্তান উৎপন্ন হয়; অতএব লোকের জীবন সংহার করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। দণ্ডার্হ ব্যক্তিগণকে সংহার না করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ, বন্ধন ও মস্তকমুণ্ডনাদি দ্বারা দণ্ড করাই উচিত। তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগের পরিজনদিগকে ক্লেশ প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অপরাধী ব্যক্তিগণ পুরোহিতসভায় পুরোহিতের শরণাগত হইয়া আমরা আর কখনই এই প্রকার পাপাচরণ করিব না বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তাহাদিগকে দণ্ড না করিয়া পরিত্যাগ করাই বিধেয়। বিধাতা এই প্রকার শাসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে, তাঁহাকে অজিন ও দণ্ড ধারণ করাইয়া তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করা কর্ত্তব্য। গুরুতর ব্যক্তিগণ অপরাধ করিলে, তাঁহাদিগকে একবার ক্ষমা বিধেয়। কিন্তু তাঁহারা বারংবার অপরাধী হইলে, তাঁহাদিগকে কখনই ক্ষমা করা উচিত নহে।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, বৎস! প্রজাবর্গকে সৎপথে আনয়ন করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি প্রজাগণ ভূপতির আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া সৎপথাবলম্বী হইতে অভিলাষ না করে, তাহা হইলে রাজা যে কোন প্রকারে হউক, তাহাদিগকে সৎপথগামী করিতে যত্নবান্ হইবেন। দস্যুগণ ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিলে, যদি তাহাদিগকে সংহার না করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের কর্ত্তৃক সমস্ত লোকেই পরাভূত হইবে। পূর্ব্বকালে মনুষ্যগণ মৃদুস্বভাব, সত্যপরায়ণ; অল্পদ্রোহনিরত ও ক্রোধশূন্য ছিল; সুতরাং তৎকালে ধিক্কাররূপ দণ্ডপ্রদান করিলেই যথেষ্ট হইত। তৎপরে মানবদিগের দোষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়াতে বাগ্দণ্ড ও ধনদণ্ড প্রচলিত হয়। এক্ষণে কলিযুগে মনুষ্যগণ অতিশয় পাপাচরণ

করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে বধদণ্ড প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন দস্যুদিগকে বিনাশ করিয়াও অন্যান্য ব্যক্তিকে শাসন করা যায় না। এই অবনীমণ্ডলে কেহই কাহার নহে; বিশেষতঃ দস্যুবর্গের সহিত মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; অতএব তাহাদিগকে বিনাশ করিলে, তাহাদিগের পরিজনগণের বিশেষ ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা কি? বিশেষতঃ যাহারা শ্মশান হইতে শবাভরণ ও ভূতাবিষ্ট অজ্ঞান ব্যক্তির নিকট হইতে বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া থাকে, শপথাদি দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে।

সত্যবান্ কহিলেন, তাত! যদি আপনি হিংসা না করিয়া দস্যুগণকে সাধু করিতে না পারেন, তাহা হইলে নরমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করুন। রাজ্যে দস্যুভয় উপস্থিত হইলে নরপতিদিগকে লজ্জিত হইতে হয়; এজন্য তাঁহারা প্রজাবর্গের হিতাভিলাষী হইয়া দস্যুভয় নিবারণ করিবার নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যখন ভয়প্রদর্শন দ্বারা প্রজাদিগকে সচ্চরিত্র করা যায়, তখন ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগকে সংহার করা কদাচ বিধেয় নহে। অতএব ভূপতিগণ সদ্ব্যবহার দ্বারাই প্রজাদিগের শাসন করিবেন। প্রধান ব্যক্তিগণ যে প্রকার ব্যবহার করেন, ইতর ব্যক্তিগণও ক্রমশঃ সেই প্রকার ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। যে রাজা আপনার চরিত্র সংশোধন না করিয়া প্রজার চরিত্র শোধন করিতে চেষ্টা করেন, সকলেই সেই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বিষয়াসক্ত নরপতিকে উপহাস করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি দম্ভ ও মোহপ্রযুক্ত ভূপতির অল্পমাত্রও অনিষ্টাচরণ করে, রাজা নানাপ্রকার উপায় দ্বারা তাহার শাসন করিয়া তাহাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন। যে নরপতি কুকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিতে অভিলাষী হন, তাঁহার সর্ব্বাগ্রে আপনার চিত্ত বিশুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। বন্ধু ও পুত্রাদি অপরাধ করিলে, তাহাদিগের প্রতি কঠিন দণ্ড বিধান করা ভূপতির নিতান্ত আবশ্যক। যে রাজ্যে পাপনিরত নীচ ব্যক্তিগণ বিষম ক্লেশ ভোগ না করে, সেই রাজ্যে পাপের বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের হ্রাস হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে এক জন দয়াশীল বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ আমাকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বপিতামহগণও আমাকে এই প্রকার কহিয়া গিয়াছেন। সত্যযুগে ভূপতিগণ আশ্বাস প্রদান ও দয়া প্রকাশ করিয়া প্রজাবর্গকে স্ববশে আনয়ন করিবেন। যদি ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে দ্বিপাদ। ধর্ম্ম ও কলিযুগে একপাদ

মাত্র ধর্ম্ম দৃষ্টিগোচর হয়, তথাপি ঐ সকল যুগে জীবননাশরূপ দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রকার দণ্ড প্রদান করাই রাজার কর্ত্তব্য। নরপতির দুশ্চরিত্রতাপ্রযুক্ত কলিযুগ প্রবল হইলে, ক্রমে ক্রমে এক পাদমাত্র ধর্ম্মেরও ষোড়শাংশের একাংশমাত্র অবশিষ্ট থাকে; কিন্তু তখনও বিনাশরূপ দণ্ডবিধান করা উচিত নহে। অহিংসারূপ দণ্ড-দ্বারা প্রজাপালন করিলে সাধুগণের পীড়ন করা হয় না; অতএব রাজা আয়ু, শক্তি ও কাল বিবেচনা করিয়া প্রজার দণ্ডবিধান করিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু জীবগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ করিয়া কহিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হন, তত্ত্বজ্ঞান ত্যাগ করা তাঁহাদিগের কখনই উচিত নহে।

অষ্টসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৬৮।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য যোগপ্রভাবে যে হিংসা না করিয়াও ষড়ৈশ্বর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন; এক্ষণে যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই লাভ করা যায় তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও যোগধর্ম্ম উভয়ই মুক্তি প্রদান করিতে পারে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কোন্ কর্ম্ম উৎকৃষ্ট?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ঐ উভয় ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ও সাধুজনের সেবনীয়; কিন্তু ঐ উভয় ধর্ম্মই প্রতিপালন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার সংশয়চ্ছেদন করিবার নিমিত্ত উহার প্রমাণ সংস্থাপন পূর্ব্বক গোকপিলসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এক দিবস তপোধন ত্বষ্টা ভূপতি নহুষের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলে, তিনি শাশ্বত বেদবিধানানুসারে তাঁহাকে মধুপর্ক প্রদান করিবার নিমিত্ত গোবধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে জ্ঞানসম্পন্ন সংযমী মহামতি কপিল যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে সমাগত হইয়া নহুষকে গোবধ করিতে উদ্যত দেখিয়া স্বীয় শুভকরী নৈষ্ঠিকী বুদ্ধিপ্রভাবে "হা বেদ!" এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। ঐ সময় স্যূমরশ্মি নামে এক মহর্ষি আপনার যোগবলে সেই গোদেহে প্রবেশ করিয়া কপিলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আপনি "বেদ-

বিহিত হিংসা অবলোকন করিয়া বেদে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু আপনি যে হিংসাবিহীন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, ইহা কি বেদবিহিত নহে? ধৈর্য্যশীল বিজ্ঞানসম্পন্ন তপস্বিগণ সমুদায় বেদকেই পরমেশ্বরের বাক্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরমেশ্বরের কোন বিষয়েই অনুরাগ, বিরাগ বা স্পৃহা নাই; সুতরাং কি কর্ম্মকাণ্ড, কি জ্ঞানকাণ্ড, তাঁহার নিকট উভয়ই তুল্য। অতএব কোন বেদই অপ্রমাণ হইতে পারে না।

কপিল কহিলেন, আমি বেদের নিন্দা করিতেছি না এবং কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই উভয়বিধ বেদের তারতম্য নির্দ্দেশ করাও আমার অভিপ্রেত নহে; কি সন্ন্যাস, কি বানপ্রস্থ, কি গার্হস্থ্য, কি ব্রহ্মচর্য্য, লোকে যে ধর্ম্ম অনুসারে কার্য্য করুক না কেন, পরিণামে অবশ্যই তাহার উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসাদি চারি প্রকার আশ্রমবাসীদিগের চারি প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে সন্ন্যাসী মোক্ষ, বানপ্রস্থ ব্রহ্মলোক, গৃহস্থ দেবলোক এবং ব্রহ্মচারী ঋষিলোক লাভ করিয়া থাকেন। বেদে কার্য্য আরম্ভ করা ও না করা, উভয়েরই বিধি আছে। সেই বিধি দ্বারা কার্য্যের আরম্ভ ও অনারম্ভ, উভয়ই দোষাবহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে; সুতরাং বেদ অনুসারে কার্য্যের বলাবল বিবেচনা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য; অতএব যদি তুমি বেদশাস্ত্র ব্যতীত যুক্তি বা অনুমান দ্বারা অহিংসা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম স্থির করিয়া থাক, তাহা হইলে উহা কীর্ত্তন কর।

স্যুমরশ্মি কহিলেন, তপোধন! এই প্রকার শ্রুতি আছে যে, স্বর্গাভিলাষী হইয়া যজ্ঞ করা উচিত। প্রথমতঃ ফল কল্পনা করিয়া পরে যজ্ঞ করিতে হয়। ছাগ, অশ্ব, মেষ, ধেনু ও পক্ষী প্রভৃতি গ্রাম্য ও আরণ্য জন্তু সকল এবং ওষধি সমুদায় জীবগণের উপায়। প্রতিদিবস সায়ং ও প্রাতঃকালে ঐ সমুদায় উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ প্রজাপতি ধানা ও পশু সমুদায় যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যজ্ঞের সৃষ্টি ও ধান্যাদি দ্বারা যজ্ঞে দেবগণকে অর্চ্চনা করিয়াছেন। ধেনু, ছাগ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ এই সাত গ্রাম্য এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, ভল্লুক ও বানর এই সাত আরণ্য; এই চতুর্দ্দশপ্রকার জন্তু দ্বারা যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পশুবধ করা যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ এবং উহা পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অনুমোদিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সমুদায় পণ্ডিত ব্যক্তিই স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে যজ্ঞে পশুবধ করিয়া থাকেন। মনুষ্য পশু বৃক্ষ ও ওষধি প্রভৃতি সকলেই স্বর্গ কামনা করে,

কিন্তু যজ্ঞব্যতিরেকে উহাদিগের স্বর্গলাভের উপায়ান্তর নাই। ওষধি, পশু, বৃক্ষ, লতা, আজ্য, দধি, দুগ্ধ, পুরোডাশাদি হবনীয় দ্রব্য, ভূমি, দিক্, শ্রদ্ধা, কাল, ঋক্, যজু, সাম, যজমান ও হুতাশন এই সপ্তদশ পদার্থ যজ্ঞের অঙ্গ। যজ্ঞ লোকপ্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ। গোসকল আজ্য, দধি, দুগ্ধ, গোময়, আমিক্ষা, চর্ম্ম এবং লাঙ্গুল, শৃঙ্গ ও পাদধৌত সলিলদ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করে। ঐ সমস্ত দ্রব্য দক্ষিণা ও ঋত্বিক্‌গণের সহিত সমবেত হইলেই যজ্ঞকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। পূর্ব্বতন মনুষ্যগণ ঐ সমস্ত দ্রব্য আহরণ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ যাঁহারা ফলাভিসন্ধি না করিয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই জীবহিংসা বা অন্যের অনিষ্টাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। ঐ সমস্ত শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞের অঙ্গভূত দ্রব্য পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে। ঋষিপ্রণীত স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বোধ হইতেছে যে, বেদ উহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ শাস্ত্র ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক বলিয়া পণ্ডিত ব্যক্তিরা উহার সমাদর করেন। ব্রাহ্মণ ও বেদ যজ্ঞের আদি কারণ। যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল ব্রাহ্মণে সমর্পণ করাই কর্ত্তব্য। জগৎ হইতে যজ্ঞ এবং যজ্ঞ হইতে জগৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রণব বেদের আদি; অতএব প্রথমে প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। বেদে কথিত আছে। এবং সিদ্ধ মহর্ষিগণও কহিয়া থাকেন যে, যিনি সাধ্যানুসারে যজ্ঞের প্রণব, নমঃ, স্বাহা, স্বধা ও বষট্‌শব্দ প্রয়োগ করেন, ত্রিভুবনমধ্যে তাঁহার কিছুমাত্র শঙ্কা থাকে না। যিনি ঋক্, যজু, সাম এবং সামবেদপূরক শব্দ সমুদায় অবগত হন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। অগ্নিহোত্র, সোমযাগ ও অন্যান্য যজ্ঞ দ্বারা যে ফল লাভ হয়, আপনি তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। অতএব অবিচারিতচিত্তে স্বয়ং যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং অন্যকে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, পরকালে স্বর্গফল লাভ হইয়া থাকে; যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, তাহারা ইহলোক ও পরলোকে সদ্গতিলাভে সমর্থ হয় না। বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, এই উভয় বেদকেই প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

—০*০—

একোনসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৬৯।

মহাত্মা স্যূমরশ্মি গোদেহমধ্য হইতে এই কথা কহিলে, কপিল কহি

লেন, যোগিগণ কর্ম্মফলের অনিত্যতা দর্শন পূর্ব্বক জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করিয়া পরমাত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন; তাঁহারা সঙ্কল্পমাত্রেই সমুদায় লোকে গমন করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা হর্ষবিষাদাদিপরিবর্জ্জিত, নমস্কার বিহীন, প্রার্থনাশূন্য, শুদ্ধস্বভাব, নির্ম্মলান্তঃকরণ, সর্ব্বপাপবিমুক্ত, শোক-দুঃখবিহীন, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ ও মোক্ষলাভে কৃতনিশ্চয় এবং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন, তাঁহারা অনায়াসে নিত্য সিদ্ধলোকে গমন করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ঐ সমুদায় ব্যক্তির ন্যায় উৎকৃষ্ট গতিলাভে সমর্থ হয়, তাহার গার্হস্থ্যে প্রয়োজন কি?

তখন স্যমরশ্মি কহিলেন, তপোধন! ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসিগণ তত্ত্বজ্ঞান ও পরম গতিলাভে সমর্থ হন, যথার্থ বটে; কিন্তু কেহই গৃহস্থের আশ্রম ব্যতিরেকে কোন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন না। জীবগণ যে প্রকার জননীকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, সেই প্রকার অন্যান্য আশ্রমবাসী ব্যক্তিগণ একমাত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্মপ্রভাবেই জীবন ধারণ করেন। গৃহী ব্যক্তিরাই যজ্ঞানুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়া থাকে। গার্হস্থ্য ধর্ম্মই সুখার্থী ব্যক্তিগণের সুখের মূল। অপত্যোৎপাদনই মনুষ্যের সুখলাভের প্রধান কারণ; কিন্তু গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত অন্য আশ্রমে কখনই সন্তানলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। গৃহস্থদ্বারাই তৃণ, ধান্য ও পর্ব্বতজাত সোমলতা প্রভৃতি ঔষধ সকল সংগৃহীত হইয়া থাকে এবং ঔষধ হইতে লোকের জীবন রক্ষা হয়; সুতরাং গার্হস্থ্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জীবনের কারণ বলিতে হইবে। কোন্ ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমকে মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে? শ্রদ্ধাবিবর্জ্জিত, অনভিজ্ঞ, স্থূলদৃষ্টি, আলস্যপরায়ণ, গার্হস্থ্যধর্ম্মপালনে অসমর্থ, পরিশ্রান্ত মূঢ় ব্যক্তিরাই প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক শান্তির উপায় দর্শন করিয়া থাকে। নিত্যসিদ্ধ বেদমর্য্যাদাই ত্রৈলোক্য-রক্ষার কারণ। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাই জন্মাবধি সকলেরই পূজনীয় হন। ব্রাহ্মণের বিবাহ ও গর্ভাধান প্রভৃতি সমুদায় সংস্কার এবং পারত্রিক ও ঐহিক ফলসাধন কার্য্য সমুদায়ে বেদমন্ত্র সকল প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। মৃত ব্যক্তির দাহ, শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, পিণ্ডমজ্জন এবং তাহার স্বর্গলাভের উদ্দেশে গোপ্রভৃতি পশুদান, এই সমস্ত কার্য্যই মন্ত্রমূলক। অর্চ্চিষ্মৎ, বর্হিষদ ও ক্রব্যাদ নামক পিতৃগণ ঐ সকল কার্য্য মন্ত্রমূলক বলিয়া অনুমোদন করেন। যখন মনুষ্যগণ দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের নিকট ঋণী রহিয়াছে এবং যখন বেদমন্ত্রে কর্ম্মকাণ্ডের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তখন আমার মতে কোন ব্যক্তিই মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

ফলতঃ শ্রীবিহীন আলস্যপরতন্ত্র ব্যক্তিগণই মিথ্যাস্বরূপ মোক্ষকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, পাপ কখনই তাঁহাকে হরণ বা আকর্ষণ করিতে পারে না। তিনি যজ্ঞ ও যজ্ঞে নিহত পশুগণের সহিত সুরলোকে গমন করিতে পারেন। যেরূপ পশুগণ হইতে তাঁহার তৃপ্তিলাভ হয়, সেইরূপ তাঁহা হইতেও পশুগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য বেদবিহিত কার্য্যে অনাদর, কপটতা ও মায়া দ্বারা কদাপি পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না। বৈদিক কার্য্যদ্বারাই ব্রহ্মপদার্থ লাভ হইয়া থাকে।

কপিল কহিলেন, যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত হিংসাশূন্য দর্শ, পৌর্ণমাস, অগ্নিহোত্র ও চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সনাতন ধর্ম্ম তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করে। কর্ম্মপরিত্যাগী, ধৈর্য্যশীল, পবিত্র, ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারদ্বারাই অমৃতাকাঙ্ক্ষী দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি সমস্ত জীবের আত্মস্বরূপ ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া ব্রহ্মলোকাদি অতিক্রম করিতে পারেন, দেবগণও তাঁহার গন্তব্য স্থান অনুসন্ধান করিয়া বিমোহিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ জীবকে জরায়ুজাদি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত এবং উহার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি মুখ আর হস্ত, বাক্য, উদর ও উপস্থ এই চারি দ্বার নিরূপিত করিয়াছেন। জীব হস্তাদি দ্বারচতুষ্টয়ের পালন কর্ত্তা। অতএব ঐ দ্বার সকল রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অক্ষক্রীড়া, পরস্বাপহরণ ও নীচজাতির যাজন পরিত্যাগ করেন এবং ক্রোধনিবন্ধন কাহাকেও প্রহার করেন না, তাঁহারই হস্তদ্বার রক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সত্যব্রত, মিতভাষী ও অপ্রমত্ত হইয়া ক্রোধ, মিথ্যাবাক্য, কুটিলতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই বাগ্দ্বার সুরক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি অতিভোজন ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া দেহরক্ষার জন্য যৎকিঞ্চিৎ আহার ও প্রতিনিয়ত সাধুগণের সহিত সহবাস করেন, তিনিই জঠরদ্বার রক্ষা করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এক পত্নীসত্ত্বে সম্ভোগের নিমিত্ত অন্য রমণীর পাণিগ্রহণ, পরস্ত্রীগমন ও ঋতুসময় ব্যতীত স্বীয় পত্নীতে বিহার না করেন, তিনিই উপস্থদ্বার রক্ষা করিতে সমর্থ হন। যে মহাত্মা এই প্রকারে দ্বার চতুষ্টয় সুচারুরূপে রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাকেই ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আর যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত দ্বার রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, তাহার সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া থাকে। সে তপস্যা, যজ্ঞ বা দেহ দ্বারা কোন ফলই লাভ করিতে পারে না। যে

মহাত্মা উত্তরীয় বসন ও উত্তম শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বাহুরূপ উপধানে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে ভূমিশয্যায় শয়ন করেন, যে ব্যক্তি অন্যের সুখদুঃখচিন্তায় পরাঙ্মুখ হন, যিনি দম্পতীদিগকে পরস্পরানুরক্ত দর্শন করিয়াও ঈর্ষাশূন্যচিত্তে একাকী বিহার করিতে পারেন, যে ব্যক্তি সমুদায় জীবের গতি এবং প্রকৃতি ও বিকৃতিসমন্বিত সমুদায় পদার্থ অবগত হইতে সমর্থ হন এবং যিনি সমুদায় প্রাণীর আত্মস্বরূপ হইয়া কোন প্রাণী হইতেই ভয় বা কোন প্রাণীকে ভয় প্রদর্শন করেন না, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কামী ব্যক্তিগণ দান যজ্ঞাদির ফলস্বরূপ চিত্তশুদ্ধি না থাকাতে গুরূপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া স্বর্গাদিলাভের বাসনা করে। আশ্রমবাসী জ্ঞানবানেরা স্বকার্য্য ও নিত্যসিদ্ধ পুরাতন নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বেদান্ত শ্রবণাদি দ্বারা আত্মার সমালোচন পূর্ব্বক সংসারমূলক অজ্ঞান ধ্বংস করিতে পারেন। কিন্তু কামী ব্যক্তিগণ সেই নিষ্কাম ধর্ম্মের কিয়দংশমাত্রও অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া ঐ আপদ আচার প্রমাদ ও পরাভববিহীন, প্রত্যক্ষফলপ্রদ অবিনশ্বর ধর্ম্মকে নিরর্থক ও ব্যভিচারী বিবেচনা করে। ফলতঃ নিষ্কাম ধর্ম্ম যে, যজ্ঞানুষ্ঠানাদি সকাম ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ, প্রথমতঃ উহা অবগত হওয়াই নিতান্ত দুঃসাধ্য; যদিও উহা কোনক্রমে অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলেও উহার অনুষ্ঠান করা সহজ নহে; আবার যদিও উহার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলেও উহা দ্বারা অনন্ত সুখভোগের সম্ভাবনা নাই; অতএব যজ্ঞাদির ফল বিনশ্বর বোধ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান অবলম্বন করাই শ্রেয়।

স্যূমরশ্মি কহিলেন, ভগবন্! বেদে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ, উভয়েরই বিধি উত্তমরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে; এক্ষণে আপনি কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ এই উভয়ের ফল কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, সাধুলোকেরা কর্ম্মত্যাগসহকারে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ সৎপথে অবস্থান পূর্ব্বক অনুভবদ্বারা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনারা যে স্বর্গাদির প্রার্থনা করিয়া, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, ইহলোকে কি তাহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পান?

স্যূমরশ্মি কহিলেন, মহাত্মন্! আমার নাম স্যূমরশ্মি। আমি জ্ঞানলাভের নিমিত্ত আপনার সন্নিধানে আগমন করিয়া এই গোদেহে প্রবেশ পূর্ব্বক সরলভাবে প্রশ্ন করিয়াছি; বস্তুতঃ প্রতিপক্ষ হইয়া আপনার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা আমার অভিপ্রেত নহে। আপনারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ সৎপথে

অবস্থান করত অনুভবদ্বারা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করেন; কিন্তু ঐ ব্রহ্মপ্রত্যক্ষ কি প্রকার? এই বিষয়ে আমার সাতিশয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; আপনি তাহার নিরাকরণ করুন। আমি বেদবিরুদ্ধ তর্কশাস্ত্রের অনুশীলন না করিয়া কেবল আগমার্থ প্রকৃতরূপে অবগত হইয়াছি। বেদবাক্যই আগম এবং যাহা বেদার্থ নির্ণায়ক মীমাংসাশাস্ত্র, তাহাও আগম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। প্রত্যেক আশ্রমে সেই আগম-প্রতিপাদিত বিধি প্রতিপালন করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। আগমের নির্ণয়ানুসারে ঐ সিদ্ধি প্রত্যক্ষ হয়। কোন নৌকা ভিন্নদেশগামী নৌকায় বদ্ধ হইলে, যেরূপ আরোহীকে গন্তব্য স্থানে আনয়ন করিতে পারে না, সেইরূপ আমাদিগের পূর্ব্ববাসনানিবন্ধন কর্ম্মসকল আমাদিগকে কখনই জন্মমৃত্যুরূপ প্রবাহ হইতে উত্তীর্ণ করিতে সমর্থ হইবে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার সন্নিধানে আগমন করিয়াছি; আপনি আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। মনুষ্যগণের মধ্যে কখনই সর্ব্বত্যাগী, সন্তুষ্ট শোকবিহীন, রোগশূন্য, বাসনাবিবর্জ্জিত সংসর্গপরাঙ্মুখ ও নিকর্ম্মা নাই। আপনারাও আমাদিগের ন্যায় শোক ও হর্ষের নিতান্ত বশীভূত এবং অন্যান্য জীবগণের ন্যায় আপনাদিগেরও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আছে। অতএব এক্ষণে চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের অক্ষয় সুখস্বরূপ কি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, মহাত্মন্! সমুদায় কার্য্যে যে যে শাস্ত্র অনুষ্ঠিত হয়, সেই সমস্তই ফলোপধায়ক। যে মতে অবস্থান পূর্ব্বক শমদমাদি গুণ অবলম্বন করা যাইতে পারে, সেই মতেই সর্ব্বদোষশূন্য ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি জ্ঞানসম্পন্ন, তাহার সংসারে আর কিছুমাত্র অনুরাগ থাকে না। অজ্ঞানই জন্মমৃত্যুরূপ শৃঙ্খলদ্বারা প্রজাবর্গকে বহুবিধ কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। তোমরা জ্ঞানবান্ ও নিরাময়; কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে কাহারও কখন জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান জন্মে না। কোন কোন বিতণ্ডাশীল শাস্ত্রার্থাপহারক অনীশ্বরবাদী মূঢ় ব্যক্তি শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হইয়া কামদ্বেষদ্বারা অভিভূত ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে এবং অনীশ্বরবাদীরা শমদমাদির অনুষ্ঠানে বিমুখ ও মোহপরতন্ত্র হইয়া জ্ঞান নিতান্ত বিফল বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা কিছুতেই জ্ঞানৈশ্বর্য্যপ্রভৃতি গুণসমূহের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয় না। সেই তামসিক লোকদিগের তমোগুণই একমাত্র আশ্রয়। যাহার যে প্রকার প্রকৃতি, সে তাহার বশীভূত

হয়। যে ব্যক্তি তমোগুণের বশবর্ত্তী, তাহার কাম, দ্বেষ, ক্রোধ ও দম্ভ-প্রভৃতি সততই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যাঁহারা উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিতে অভিলাষী হন, সেই স্বকার্য্যনিরত যতিগণ এই প্রকার চিন্তা করিয়া শুভাশুভ পরিত্যাগ করিবেন।

স্যূমরশ্মি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি শাস্ত্রানুসারে আপনার নিকট কর্ম্মানুষ্ঠান প্রশস্ত ও সন্ন্যাস অপ্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি। শাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপ অবগত না হইলে, কাহারও কোন শাস্ত্রবিহিত কার্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্তি জন্মে না। ন্যায়ানুগত আচারই শাস্ত্র, আর যাহা অন্যায্য, তাহা অশাস্ত্র। শাস্ত্রের শাসন অতিক্রম করিয়া কখনই শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হয় না। যাহা বেদবাক্যের বিপরীত, তাহা কদাচ শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যাহারা কেবল প্রত্যক্ষ বস্তুরই অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহারা ইহলোকের প্রতিই বিশ্বাস করে। যাহাদিগের বুদ্ধি অজ্ঞানদ্বারা উপহত হয়, সেই বিমূঢ় ব্যক্তিগণ শাস্ত্রে যাহা দোষাবহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অবগত হইতে না পারিয়া তদনুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; তাহাদিগকে আমাদিগের ন্যায় শোক প্রকাশ করিতে হয়। দেখুন, সমস্ত লোকই আপনাদিগের ন্যায় সমভাবে শীতোষ্ণাদি সহ্য করিয়া থাকে; কিন্তু অনেকেরই সহিত যে আপনাদিগের কার্য্যগত ভেদ লক্ষিত হয়, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর। যাহাই হউক, এক্ষণে আপনি সমুদায় শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া একমাত্র সুখপ্রার্থী চারি আশ্রমের মধ্যে আমার অন্তঃকরণ শান্তিরসে আপ্লাবিত করিলেন। আপনি যাহা কহিলেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু ইহার অনুষ্ঠান করা সহজ নহে। যিনি যোগযুক্ত ও কৃতকার্য্য হইয়া দেহমাত্র ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে পারেন, সেই জিতেন্দ্রিয় অবিবাদী ব্যক্তিই কর্ম্মকাণ্ডবেদে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক মোক্ষ আছে, এই কথা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যে ব্যক্তি পরিবারগণে পরিবৃত, সে কদাচ মুক্তিবিধায়ক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যখন দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, অপত্যোৎপাদন ও ঋজুতা অবলম্বন করিলেও মুক্তিলাভ হয় না, তখন মুক্তিপ্রার্থী ব্যক্তির মুক্তিতে ও মুক্তিলাভার্থ নিরর্থক পরিশ্রমে ধিক্! ফলতঃ কর্ম্মকাণ্ড বেদবাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিলে নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে আমার মোক্ষবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহার যাথার্থ্য কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার নিকট সমাগত হই

রাছি; আপনি আমাকে উপদেশ দিন। আপনি যে প্রকার মুক্তির বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, আমাকেও তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৭০।

কপিল কহিলেন, তপোধন! সকল লোকই বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে; কেহ কখন বেদে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না। ব্রহ্ম দুই প্রকার; শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মের নাম বেদ। সেই শব্দব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই পরমব্রহ্ম লাভ করা যায়। পিতা অপত্যোৎপাদন করিয়া বেদমন্ত্র দ্বারা তাহার দেহসংস্কার করেন। পুত্র সংস্কারসম্পন্ন হইলেই বিশুদ্ধদেহ ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনের উপযুক্ত পাত্র হয়। কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি। এক্ষণে উহার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চিত্তশুদ্ধি হইল কি না, অনুষ্ঠানকর্ত্তাই তাহা অবগত হইতে পারেন, অন্য ব্যক্তি বেদ বা অনুমান দ্বারা কখনই উহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা স্পৃহাবিহীন, ধনসংগ্রহপরাঙ্মুখ ও রাগবিদ্বেষপরিশূন্য হইয়া কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই ধন্য। সৎপাত্রে প্রদান করাই তাঁহাদিগের অর্থব্যয়ের সৎপথ। পূর্ব্বকালে অনেকানেক বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন, ক্রোধপরিবর্জ্জিত, অসূয়াশূন্য, অহঙ্কারবিহীন, নির্ম্মৎসর সর্ব্বভূতহিতাভিলাষী, কর্ম্মযাজী গৃহস্থ, রাজা ও ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা কদাপি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন নাই। সঙ্কল্পমাত্রেই তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইত। উহাঁরা সকলেই শীলতাসম্পন্ন, সন্তুষ্টচিত্ত, সত্যসঙ্কল্প, পবিত্র ও পরমব্রহ্মে ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া নিয়মানুসারে ব্রতচর্য্যা করিতেন; বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইলেও কখনই ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হইতেন না। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের এই এক উৎকৃষ্ট সুখ ছিল যে, তাঁহারা একত্র সমবেত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদিগকে কখনই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত না। সত্যধর্ম্মপ্রভাবে তাঁহারা বিলক্ষণ তেজস্বী ছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধিবলনিরপেক্ষ হইয়া কেবল শাস্ত্রানুসারে যে ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইত, তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন বলিয়া কখন তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিষয়ে ছল প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইত না। ফলতঃ এই প্রকার নিয়মে অবস্থান করিলে কদাপি

প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। যাহারা ঐ নিয়মানুষ্ঠানে অক্ষম হয়, তাহাদিগকেই প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই প্রকারে পূর্ব্বতন অসংখ্য ব্রাহ্মণ ত্রিবেদজ্ঞ, পবিত্র, সদ্ব্যবহারসম্পন্ন, যশস্বী, স্পৃহাবিহীন, বন্ধনবিমুক্ত, যজ্ঞপরায়ণ, কামক্রোধপরিবর্জ্জিত, স্ব স্ব কার্য্যপ্রভাবে বিখ্যাত, নম্রস্বভাব, শান্তগুণাবলম্বী ও স্বকর্ম্মনিরত ছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, শাস্ত্রানুশীলন ও সংকল্প সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পূর্ব্বে সদাচাররূপ একমাত্র আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রম অনবধানতা ও কামক্রোধাদি পরিবর্জ্জিত ছিল। উহার প্রভাবে পূজ্যপূজার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ছিল না। পরিণামে মনুষ্যগণ ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া সেই শাশ্বত পুরাতন সদাচাররূপ একমাত্র আশ্রমকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সাধু ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ গার্হস্থ্য আশ্রমের পর বানপ্রস্থ এবং কেহ ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন। সেই সকল ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিয়া গগনমণ্ডলে তারাগণরূপে বিরাজিত হইয়া থাকেন। ঐ সমুদায় ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মভাবাপন্ন ও জীবনমুক্ত হইয়াছেন। যদিও তাঁহাদিগকে প্রারব্ধ কর্ম্মনিবন্ধন পুনর্ব্বার এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় তথাপি তাঁহারা কদাপি কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না। যে ব্রাহ্মণ ঐ সমস্ত মহাত্মার ন্যায় গুরুশুশ্রূষাপরতন্ত্র ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণনামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন। অন্যের ব্রাহ্মণনাম ধারণ করা বিড়ম্বনামাত্র। যখন কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ নিরূপিত হইতেছে, তখন কর্ম্মকেই পুরুষের মঙ্গল ও অমঙ্গলের জ্ঞাপক বলিতে হইবে। যাঁহারা এই প্রকারে নিষ্কাম কর্ম্ম ও গুরূপদেশ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আপনার চিত্তমধ্যে সমুদায়ই ব্রহ্মময় অবলোকন করেন। সেই বিষয়তৃষ্ণাপরিশূন্য, বিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের একমাত্র সমাধিই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য বর্ণসমস্তও তাঁহাদিগের ন্যায় সদ্‌গুণসম্পন্ন হইলে ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হয়। বিশুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন। নিত্যসন্তুষ্ট বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তি জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া অভিহিত হন। সন্ন্যাস ধর্ম্ম গুরুপরম্পরাগত। উহা কোন কোন সময় অন্য ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মপদলাভার্থী হইয়া বৈরাগ্যপ্রভাবে ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে সমর্থ হন, তিনিই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। বৈরাগ্যশূন্য ব্যক্তি কখনই ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে না।

স্যুমরশ্মি কহিলেন, মহাত্মন্! যাঁহারা বিষয়ভোগ, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যাঁহারা লব্ধ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের সকলেরই দেহাবসানে স্বর্গ লাভ হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু উহাঁদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, তপোধন! গৃহকর্ম্মনিরত কামী ব্যক্তিগণ বিবিধগুণে সমলঙ্কৃত হইয়া নানাপ্রকার বিষয় সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু ত্যাগসুখ কদাচ অনুভব করিতে পারে না।

স্যুমরশ্মি কহিলেন, ভগবন্! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সকল আশ্রমেই মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে; সুতরাং আপনারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া যে ফল লাভ করিবেন, গৃহস্থগণ ত কর্ম্মপরায়ণ হইয়াও সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে। এই আমার বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ই কি সমান, অথবা কর্ম্ম জ্ঞানের অঙ্গ? তাহা শাস্ত্রানুসারে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, তপোধন! কর্ম্ম সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের শুদ্ধিসম্পাদন এবং জ্ঞান ও মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ। কর্ম্মদ্বারা চিত্তদোষের পরিপাক ও শাস্ত্রজনিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতে লোকের অনৃশংসতা, ক্ষমা, শান্তি, অহিংসা, সত্য, সরলতা, অদ্রোহ, অনভিমান, লজ্জা ও তিতিক্ষা উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত গুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ। মনুষ্য ঐ সমস্ত গুণপ্রভাবেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তি বৈরাগ্য উৎপত্তি হইলেই চিত্তদোষের পরিপাকই যে কর্ম্মের ফল, তাহা স্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণেরা যে গতি লাভ করেন, তাহাকেই পরম গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি বেদ, বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্ম, কার্য্যানুষ্ঠান ও ব্রহ্মজ্ঞান অবগত হইতে পারেন, তিনিই বেদবিদ্ বলিয়া অভিহিত হন; আর যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত অবগত হইতে অসমর্থ হয়, তাহার জন্ম নিরর্থক। সে কেবল কর্ম্মকারের ভস্ত্রার ন্যায় নিরর্থক শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে। বেদে সমস্ত বিষয় প্রতিষ্ঠিত আছে; সুতরাং বেদবিশারদ ব্যক্তিগণ সকল বিষয়ই পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। সমস্ত শাস্ত্রই জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা কখনই উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যে ব্যক্তি জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একতা সম্পাদন করিতে পারেন, তিনিই বেদনিষ্ঠিত পরব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন। মোক্ষই অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মা-

নন্দের একমাত্র আধার। পণ্ডিতগণ মোক্ষকেই নিত্যসিদ্ধ, সর্ব্বভূতস্থ, সর্ব্বলোকবিখ্যাত, জ্ঞাতব্য, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জীবের আত্মা ও দেহস্বরূপ, সুখপ্রদ, মঙ্গলপ্রদ, পরব্রহ্মের আধার ও অক্ষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে তেজ, ক্ষমা ও শান্তিগুণ দ্বারা যে নিরাময়, জগৎকারণ, সনাতন পরম পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমি সেই ব্রহ্মবিদ হইতে অভিন্ন পরব্রহ্মকে নমস্কার করি।

●

একসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৭১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বেদে, ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনেরই স্তুতিবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু এই তিনের মধ্যে কি লাভ করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে পূর্ব্বে কুণ্ডধারনামে মেঘ যে প্রীতিযুক্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণের উপকার করিয়াছিল, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ফলাভিলাষী হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে স্থির করিলেন; কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান করা অর্থসাধ্য এই বিবেচনা করিয়া অর্থলাভার্থ ঘোরতর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তপোনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া ভক্তিসহকারে বহুকাল দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি ধনলাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কোন্ দেবতা মনুষ্যকর্ত্তৃক আরাধিত হন নাই? আমি এক্ষণে তাঁহারই উপাসনা করিব, তাহা হইলে তিনি শীঘ্র আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। দ্বিজবর মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, কুণ্ডধারনামা জলধর সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। কুণ্ডধারকে দর্শন করিয়াই ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণে ভক্তিসঞ্চার হইল। তখন তিনি বিবেচনা করিলেন যে, কোন মনুষ্যই ইহাঁর নিকট বর প্রার্থনা করে নাই। ইনি দেবলোকসমীপে অবস্থান করিতেছেন এবং ইহাঁর আকারও মহতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; অতএব ইনি যে অবিলম্বে আমাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে পারিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ মনে মনে এই প্রকার অবধারণ পূর্ব্বক দিব্য ধূপ, গন্ধ ও নানাপ্রকার উপহার দ্বারা কুণ্ডধারকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

তখন জলধর কুণ্ডধার ব্রাহ্মণের ভক্তিদর্শনে অচিরাৎ প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দ্বিজবর! সাধু ব্যক্তিগণ ব্রহ্মঘ্ন, মদ্যপায়ী, তস্কর ও ব্রতবিহীন মনুষ্যগণেরও প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তই নাই। আমার পুত্র অধর্ম্ম, অসূয়ার পুত্র ক্রোধ ও নিকৃতির পুত্র লোভ। কিন্তু কৃতঘ্নতা বন্ধ্যা। উহার সন্তান কেহই নহে। কুণ্ডধার এই মাত্র কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর সেই তপঃপরায়ণ ভক্তিমান্ বিশুদ্ধস্বভাব ব্রাহ্মণ সেই দিন যামিনীযোগে কুশাসনে শয়ন পূর্ব্বক কুণ্ডধারের প্রভাবে স্বপ্নযোগে সমুদায় জীবকে সন্দর্শন করিলেন। ঐ সমুদায় জীবমধ্যে তেজঃপুঞ্জকলেবর যক্ষরাজ মণিভদ্রনন্দন লোকের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে ধনদান ও ধন পুনর্গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দেবতাদিগকে আদেশ করিতেছিলেন। দেবগণও লোকের শুভকর্ম্মানুসারে রাজ্যাদি দান ও অশুভ কর্ম্মানুসারে পূর্ব্বপ্রদত্ত অর্থাদি পুনর্গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ কুণ্ডধার যক্ষগণের সমক্ষে দেবগণের সন্নিহিত ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ মণিভদ্রনন্দনের নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, যক্ষরাজ তথায় আগমন পূর্ব্বক ভূতলনিপাতিত কুণ্ডধারকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কুণ্ডধার! তুমি কি প্রার্থনা কর? কুণ্ডধার কহিলেন, যক্ষরাজ! দেবগণ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত এই ব্রাহ্মণের যাহাতে কিছু সুখোৎপত্তি হইতে পারে, এইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। তখন মণিভদ্রতনয় পুনর্ব্বার কুণ্ডধারকে কহিলেন, কুণ্ডধার! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ, এক্ষণে উত্থিত হও। তোমার প্রিয়বয়স্য এই ব্রাহ্মণ যদি অর্থপ্রার্থনা করেন, তাহা হইলে ইহাঁকে প্রার্থনানুসারে অর্থ প্রদান কর। ইনি যে পরিমাণে অর্থপ্রার্থনা করিবেন, আমি সুরগণের আদেশানুসারে ইহাঁকে তাহাই প্রদান করিব। তখন কুণ্ডধার মানবদেহ অস্থির ও ক্ষণভঙ্গুর বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণের তপোনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর অনুধাবন পূর্ব্বক কহিলেন, যক্ষরাজ! আমি এই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত অর্থ প্রার্থনা করিতেছি না। ইহাঁর প্রতি আপনাকে অন্যপ্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে হইবে। আমি ইহাঁর নিমিত্ত রত্নপূর্ণা বসুন্ধরা প্রার্থনা করি না। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে ইনি ধর্ম্মপরায়ণ হউন। ইহাঁর বুদ্ধি ধর্ম্মেই আশ্রয় ও ধর্ম্মেই শান্তিলাভ করুক। তখন

মণিভদ্রনন্দন কুণ্ডধারের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কুণ্ডধার! এই ব্রাহ্মণ শারিরীক ক্লেশবিহীন হইয়া ধর্ম্মের ফলস্বরূপ রাজ্য ও নানাপ্রকার সুখ উপভোগ করুন। সুরগণ এই কথা কহিলে, কুণ্ডধার তাহাতেও অসম্মত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের নিমিত্ত বারংবার ধর্ম্মই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দেবগণ কুণ্ডধারের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর মণিভদ্রতনয় কুণ্ডধারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কুণ্ডধার! সুরগণ তোমার ও এই ব্রাহ্মণের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে ইনি ধর্ম্মশীল হইবেন এবং ইহাঁর বুদ্ধি নিয়তই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। মণিভদ্রতনয় এই কথা কহিলে, কুণ্ডধার নিতান্ত দুর্লভ অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

ব্রাহ্মণ স্বপ্নযোগে এই ঘটনা দর্শন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, আপনার চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম চীবর সকল নিপতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তখন তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কুণ্ডধারের বিস্তর উপাসনা করিয়াছি; কিন্তু এই ব্যক্তি প্রত্যুপকারপরায়ণ নহে। এক্ষণে আর কাহার নিকটই বা উপকার প্রার্থনা করিব। অতএব আমি এক্ষণে ধনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থ অরণ্যে গমন করি।

ব্রাহ্মণ এই প্রকারে সুরগণের অনুগ্রহপ্রভাবে বৈরাগ্য লাভ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের অর্চ্চনা ও অতিথিদিগের ভোজনাবসানে ফল মূল ভক্ষণ করত জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে তিনি ফল মূল পরিত্যাগ করিয়া পত্রমাত্র ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে পত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল জলপান করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বায়ুভক্ষণ করত বহুবৎসর অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু ঐ সমুদায় কঠোরতাদ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র বলক্ষয় হইল না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। দ্বিজবর এই প্রকারে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা বহুকাল অতিবাহিত করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলে, তাঁহার দিব্যজ্ঞান সমুৎপন্ন হইল। তখন তিনি বিবেচনা করিলেন, যদি আমি পরিতুষ্ট হইয়া কাহাকে অর্থ প্রদান করি, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই ধনী হইবে। আমি এক্ষণে তপঃসিদ্ধ হইয়াছি; সুতরাং আমি যাহা কহিব, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। দ্বিজবর এই প্রকার চিন্তা করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে পুনর্ব্বার

পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সিদ্ধিলাভ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, আমি এক্ষণে যদি সন্তুষ্ট হইয়া কাহাকে রাজ্য প্রদান করি, তাহা হইলে, সে অবশ্যই রাজা হইবে।

ব্রাহ্মণ মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কুণ্ডধার ব্রাহ্মণের তপোবল ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব নিবন্ধন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ কুণ্ডধারকে সমাগত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে বিহিত বিধানে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। তখন কুণ্ডধার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তপোধন! আপনি তপঃপ্রভাবে দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে উহার প্রভাবে ভূপাল ও অন্যান্য লোকদিগের গতি সন্দর্শন করুন। কুণ্ডধার এই কথা কহিলে, দ্বিজবর আপনার দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে দূর হইতেই নরপতিদিগকে ঘোরতর নিরয়ে নিপতিত দেখিতে পাইলেন। তখন কুণ্ডধার কহিলেন, দ্বিজবর! তুমি ভক্তিসহকারে বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করিলেও আমা দ্বারা তোমার কি হিতসাধন হইত এবং তুমিই বা আমার কি অনুগ্রহ লাভ করিতে? ঐ দেখ, ভূপালগণ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কত ক্লেশভোগ করিতেছে। ঐ দেখ, কাম ক্রোধাদি দ্বারা মনুষ্যদিগের স্বর্গদ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। অতএব মনুষ্যের কামনায় বশীভূত হওয়া কখনই উচিত নহে।

কুণ্ডধার এই কথা কহিবামাত্র দ্বিজবর দেখিলেন যে, অসংখ্য লোক কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, মত্তলা, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যে অভিভূত হইয়া, অবস্থান করিতেছে। তখন কুণ্ডধার কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই কামক্রোধাদি লোক সমুদায়কে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সুরগণ ঐ কামাদিনিবন্ধন মনুষ্য হইতে ভীত হইয়া থাকেন এবং ঐ কামাদি দেবতাগণের আদেশানুসারে মনুষ্যদিগের বিঘ্নোৎপাদন করে। ফলতঃ দেবতাদিগের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেহ কখন ধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারে না। এই দেখ, এক্ষণে তুমি তপোবলে মনুষ্যদিগকে রাজ্য ও প্রভূত ধন দান করিতে সমর্থ হইয়াছ।

কুণ্ডধার এই কথা কহিলে, দ্বিজবর তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আপনার স্নেহস্বভাব পরিজ্ঞাত হইতে অসমর্থ হইয়া কাম ও লোভনিবন্ধন আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক যে অপরাধ করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহা ক্ষমা করুন।

তখন কুণ্ডধার কহিলেন, ব্রহ্মন্। আমি তোমার অপরাধ মার্জ্জনা

করিয়াছি। তিনি এই কথা বলিয়া দ্বিজবরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাহ্মণও কুণ্ডধারের অনুগ্রহে তপঃপ্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া সমুদায় লোক পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ ধর্ম্ম প্রতিপালন ও যোগাভ্যাস দ্বারা গগনমার্গে গমনের ক্ষমতা, সংকল্পসিদ্ধি ও উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, যক্ষ, মনুষ্য ও চারণ প্রভৃতি সকলেই ধর্ম্মশীলদিগকে অর্চ্চনা করেন, ধনাঢ্য কামীদিগকে কখনই পূজা করেন না। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিতান্ত আসক্ত বলিয়া দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ধন হইতে অতি অল্প সুখলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ধর্ম্মপ্রভাবে পরম সুখলাভ হয়, সন্দেহ নাই।

দ্বিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৭২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নানাপ্রকার যজ্ঞের মধ্যে যে যজ্ঞ কেবল বিশুদ্ধ ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়, আপনি আমার নিকট তাহার স্বরূপ কীর্ত্তন করুন। স্বর্গাদিফলসাধক অন্যান্য যজ্ঞের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার বাসনা নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে তপোধনাগ্রগণ্য মহামতি নারদ যজ্ঞবিষয়ে উঞ্ছবৃত্তি সত্যনামা ব্রাহ্মণের যে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মপ্রধান বিদর্ভনগরে সত্যনামে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অবহিতচিত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি শ্যামাক, সূর্য্যপর্ণী, সুবর্চ্চলা ও অন্যান্য তিক্ত ও বিরস শাক সমুদায় ভক্ষণ করিতেন; কিন্তু তাঁহার তপঃপ্রভাবে ঐ সমস্ত অতি সুস্বাদু হইত। তিনি বানপ্রস্থাশ্রমী ছিলেন এবং দরিদ্রতানিবন্ধন পশ্বাদি লাভ করিতে না পারিয়া ফলমূলকে পশ্বাদির স্বরূপ বলিয়া তদ্দ্বারাই হিংসাপ্রধান স্বর্গসাধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। পুষ্করধারিণী নামে তাঁহার এক পবিত্রস্বভাবা উপবাসাদিব্রতকৃশা পত্নী ছিলেন। তিনি গলিত ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করিতেন। যদিও ঐ রমণী আপনার পতির মানসিক বৃত্তি হিংসাময় পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার কার্য্যের আনুকূল্য করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে শাপভয়ে স্বামীর স্বভাবের অনুবর্ত্তিনী হইয়া হিংসাময় যজ্ঞে লিপ্ত হইতে হইত।

একদা ঐ ব্রাহ্মণ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, তাঁহার সহচর ধর্ম্ম মৃগরূপ ধারণ

পূর্ব্বক সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্য! তুমি অঙ্গহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অতিশয় দুষ্কর্ম্ম করিতেছ। এক্ষণে আমাকে হুতাশনে আহুতি প্রদান কর, তাহা হইলেই অনায়াসে দেবলোকে গমন করিতে পারিবে। মৃগ এই কথা কহিবামাত্র সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া সেই স্থানে আগমন করত সেই ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রাহ্মণ! ইনি তোমার সহচর; ইহাঁকে বিনষ্ট করা তোমার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। হায়! যজ্ঞে কি অকার্য্যই অনুষ্ঠিত হয়। দেবী সাবিত্রী এই কথা কহিয়া পাতালতল দর্শন করিবার নিমিত্ত যজ্ঞীয় হুতাশনে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সেই মৃগ কৃতাঞ্জলিপুটে সত্যের নিকট বারম্বার আপনার বধপ্রার্থনা করিতে লাগিল; কিন্তু সত্য তাহার বাক্যে অসম্মত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি অচিরাৎ এই স্থান হইতে প্রস্থান কর। তখন সেই মৃগ অষ্টপদ মাত্র গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কহিল, মহাত্মন্! আপনি আমাকে সংহার করুন। আমি যজ্ঞে নিহত হইয়া অনায়াসেই সদ্গতিলাভে সমর্থ হইব। এক্ষণে আপনি মৎপ্রদত্ত দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে ঐ অন্তরীক্ষস্থিত গন্ধর্ব্বগণের বিচিত্র বিমান ও অপ্সরা-দিগকে সন্দর্শন করুন। মৃগ এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ সতৃষ্ণনয়নে অপ্সরা ও বিমান সমুদায় অবলোকন পূর্ব্বক স্বর্গভোগে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া মৃগকে বিনাশ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। তখন সেই মৃগরূপধারী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের সেই কুপ্রবৃত্তি পরিবর্জ্জিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! হিংসা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর নহে। মৃগ এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণের হিংসাপ্রবৃত্তি তিরোহিত হইল; কিন্তু তিনি যে ইতিপূর্ব্বে মনে মনে মৃগবধ চিন্তা করিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন তাঁহার বিস্তর তপঃক্ষয় হইয়া গেল। অতএব যজ্ঞে পশুহিংসা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

অনন্তর ভগবান্ ধর্ম্ম মৃগরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং সেই ব্রাহ্মণকে যজ্ঞানুষ্ঠান করাইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট সত্য কহি-তেছি, অহিংসাই পরম ধর্ম্ম এবং হিংসা অপেক্ষা পাপ আর কিছুই নাই। সত্যবাদীরা অহিংসা ধর্ম্মকেই সাদরে প্রতিগ্রহ করেন।

—০*—

ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৭৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য যে সমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান

করিয়া পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে এবং যে সকল কার্য্যদ্বারা ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ও মোক্ষ লাভে সমর্থ হয়, আপনি আমার নিকট সেই সমস্ত বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি সমুদায় ধর্ম্মই অবগত আছ। কেবল আত্মজ্ঞান দৃঢ়ীভূত করিবার নিমিত্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। যাহা হউক, আমি তোমার নিকট মোক্ষ, বৈরাগ্য, পাপ ও ধর্ম্মলাভের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ প্রকার ভোগ্য বিষয়ের আস্বাদ অবগত হইয়া প্রথমে সেই সকল ভোগ করিতে অভিলাষী হয়। ঐ সমস্ত ভোগ্য বিষয়ের প্রভাবেই লোকের কাম ও দ্বেষ সমুৎপন্ন হয়। তখন সে অভিলষণীয় দ্রব্য লাভ ও দ্বেষ্য ব্যক্তির অনিষ্ট সাধনে যত্নবান্ হইয়া মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং পুনঃপুন রূপ রসাদি ভোগ করিতে যত্নপরায়ণ হয়। তদনন্তর তাহার অন্তঃকরণে ক্রমশঃ লোভ, মোহ, রাগ ও দ্বেষের প্রাদুর্ভাব হয়। মনুষ্য লোভ মোহের বশীভূত ও রাগদ্বেষ দ্বারা সমাক্রান্ত হইলে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি একবারে তিরোহিত হইয়া যায়। তখন কপট ধর্ম্মের আচরণ ও ছল পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করে। ছল দ্বারা অনায়াসে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে, তাহার ঐ প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করিতে সাতিশয় স্পৃহা হইয়া থাকে। তাহার সুহৃদ্ ও পণ্ডিতগণ তাহাকে ঐ বিষয়ে নিষেধ করিলেও সে নানা প্রকার হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া থাকে। ঐ পাপাত্মার রাগ ও মোহজনিত পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান, পাপকার্য্যের চিন্তা এবং পাপকার্য্য প্রকাশ নিবন্ধন কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই তিন প্রকার অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। সাধু ব্যক্তিগণ সন্তুষ্টচিত্তে সেই অধার্ম্মিকের দোষ দর্শন করেন। পাপাত্মারা আত্মসদৃশ ব্যক্তিবর্গের সহিত সমবেত হইয়া মিত্রতা করিয়া থাকে। উহারা ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগ করিতে পারে না। এই আমি তোমার নিকট পাপাত্মাদিগের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিলাম।

এক্ষণে ধর্ম্মাত্মাদিগের কার্য্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মশীল মহাত্মারা অন্যের হিতাভিলাষী হইয়া স্বয়ং শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। পরোপকাররূপ ধর্ম্মপ্রভাবেই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারা যায়। যে মনুষ্য সুখদুঃখ বিচারক্ষম হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে পূর্ব্বোক্ত দোষ

সমস্ত সন্দর্শন পূর্ব্বক সাধুগণের সহিত সহবাস করিতে পারেন, তাঁহারই ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হন। ধর্ম্মশীল ব্যক্তি ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হন; যে কার্য্য দ্বারা গুণলাভ হয়, প্রতিনিয়ত তাহাই অনুশীলন করিয়া থাকেন এবং আত্মতুল্য সুশীল ব্যক্তির সহিতই মিত্রতা সংস্থাপন করেন। সুশীল মিত্র ও ধর্ম্মার্জ্জিত অর্থলাভনিবন্ধন তাঁহার ইহলোকে ও পরলোকে সাতিশয় আনন্দলাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য ধর্ম্মপ্রভাবেই উৎকৃষ্টরূপ দর্শন, রস আস্বাদন, গন্ধ আঘ্রাণ, শব্দ শ্রবণ ও স্পর্শসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফললাভ করিয়াও উহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। যখন রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ভোগ্য বিষয় হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হন, তখনই তিনি সর্ব্বকাম হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন এবং সমুদায় লোক বিনশ্বর অবলোকন পূর্ব্বক কাম্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত নিষ্কাম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া মোক্ষ লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া থাকেন। ফলতঃ যে মনুষ্য ক্রমশঃ পাপকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তিই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।

এই আমি তোমার নিকট পাপ, ধর্ম্ম, মোক্ষ ও বৈরাগ্যের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম। অতএব তুমি সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মপথে অবস্থান করিবে। ধর্ম্মপরায়ণেরাই শাশ্বত সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৭৪।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি কহিলেন যে, উপায় দ্বারাই মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়, অতএব আপনি এক্ষণে মোক্ষ লাভের উপায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি সর্ব্বদা উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সমুদায় বিষয় সুসম্পন্ন করিতে অভিলাষ করিয়া থাক; অতএব এই প্রশ্ন করা তোমার কর্ত্তব্য হইয়াছে। যেরূপ ঘটনির্ম্মাণের সময় লোকের চিকীর্ষা বুদ্ধি উহার কারণ হইয়া থাকে এবং ঘট নির্ম্মিত হইলে ঐ বুদ্ধি তিরোহিত

হয়, সেইরূপ ধর্ম্মসম্পাদনের সময় লোকের চিকীর্ষা বুদ্ধি তাহার কারণ হইয়া পরিশেষে যোগাদিনিষ্ঠ মোক্ষ ধর্ম্মে সিদ্ধি লাভ হইলে সেই বুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া থাকে। যে প্রকার পূর্ব্বমহাসাগরে গমন করিবার পথ অবলম্বন করিয়া পশ্চিম সাগরে গমন করিতে পারা যায় না, সেইরূপ অন্যান্য ধর্ম্মের পথাবলম্বী হইলে কখনই মোক্ষ ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। ঐ ধর্ম্মের একমাত্র পথ বিদ্যমান আছে। এক্ষণে সেই পথ বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি ? শ্রবণ কর। ক্ষমাপ্রভাবে ক্রোধ, সংকল্প পরিত্যাগদ্বারা বাসনা, সত্ত্বগুণের অনুশীলন দ্বারা নিদ্রা, সাবধানতা দ্বারা লজ্জা, আত্মচিন্তাপ্রভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস, ধৈর্য্যগুণ দ্বারা কাম ও দ্বেষ, তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে ভ্রমপ্রমাদ ও বিষয়বাসনা, জ্ঞানাভ্যাস প্রভাবে অননুসন্ধান ও অকার্য্য পর্য্যালোচনা, পরিমিত পরিমাণে হিতকর ও লঘুপাক বস্তুর ভোজন দ্বারা শারীরিক ক্লেশ, সন্তোষনিবন্ধন লোভ ও মোহ, দয়ানিবন্ধন অধর্ম্ম, সত্ত্ব অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম, অদৃষ্ট পর্য্যালোচনা দ্বারা আশা, স্পৃহা পরিত্যাগ দ্বারা অর্থ, সমস্ত বস্তু অনিত্য বিবেচনা করিয়া স্নেহ, যোগপ্রভাবে ক্ষুধা, কারুণ্য দ্বারা আত্মাভিমান, উদ্যোগ দ্বারা তন্দ্রা, বেদপ্রত্যয় দ্বারা সন্দেহ, মৌনাবলম্বন দ্বারা বাচালতা এবং ষড়্‌বর্গের বশীকরণ দ্বারা আশঙ্কা পরাজয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ বুদ্ধিপ্রভাবে বাক্য ও চিত্তকে সংযত করিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সেই বুদ্ধিকে বশীভূত করিবে। অনন্তর আত্মজ্ঞানবলে ঐ জ্ঞানকে বশবর্ত্তী করিয়া পরিশেষে জীবাত্মাকে পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করা বিধেয়। শান্তি ও নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারাই পরমাত্মাকে অবগত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পাঁচটীকে যোগানুষ্ঠানের অন্তরায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যোগসাধনের উপায়ভূত দান, ধ্যান, অধ্যয়ন, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি, আহারশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযম অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। ঐ সকল অবলম্বন করিলে, তেজ পরিবর্দ্ধিত, পাপ বিনষ্ট সংকল্প সকল, সুসিদ্ধ এবং নানাপ্রকার জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। পাপশূন্য, তেজঃসম্পন্ন, অল্পাহারী ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কাম, ক্রোধকে বশবর্ত্তী করিয়া ব্রহ্মপদ লাভের অভিলাষী হন। ফলতঃ কায় মন ও বাক্যের সংযম এবং মূঢ়তা, বিষয়বাসনা, কাম, ক্রোধ, দীনতা, অহঙ্কার, উদ্বেগ এবং গৃহাবস্থানস্পৃহা পরিত্যাগ করা এই সমস্ত মোক্ষ লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

—••—

পঞ্চসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৭৫।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থানে নারদ দেবল সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিবস দেবর্ষি নারদ বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধ অসিত দেবলকে সমুপবিষ্ট অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব কাহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয়কালে কাহাতে লীন হইবে, আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

দেবল কহিলেন, নারদ। সৃষ্টিকাল সমাগত হইলে পরমাত্মা যে সমুদায় বস্তু হইতে ভূত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, বিজ্ঞানশীল মহাত্মারা সেই সমস্তকে পঞ্চ মহাভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জীবাত্মা পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই ঐ সমুদায় মহাভূত হইতে অন্যান্য ভূতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যাহারা পরমাত্মা, জীব ও পঞ্চ মহাভূত ব্যতিরেকে সৃষ্টিক্রিয়া বিষয়ে অন্য অচেতন বা সচেতন কারণ আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের বাক্য নিতান্ত অমূলক। ঐ পঞ্চ মহাভূত তেজঃস্বরূপ নিত্য ও নিশ্চল। জীব তাহাদিগের ষষ্ঠ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটী মহাভূত। এই পাঁচ মহাভূত হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থই নাই। যাহারা ইহার অতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহাদিগের কার্য্য কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। পঞ্চভূত হইতেই দেহাদিগের কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পঞ্চভূত ও জীব যাহার কারণ, তাহা বিনশ্বর, সন্দেহ নাই। জীব, পূর্ব্ব সংস্কার ও অজ্ঞান এই আটটি ভূত প্রাণিগণের জন্ম মৃত্যু কারণ। জীবগণ এই আটটি পদার্থ হইতে উদ্ভূত ও ঐ সমস্তেই লীন হইয়া থাকে। জন্তু বিনষ্ট হইলে তাহার কলেবর পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। তাহার উৎপত্তিসময়ে ভূমি হইতে দেহ, আকাশ হইতে শ্রোত্র, তেজ হইতে চক্ষু, বায়ু হইতে বেগ ও সলিল হইতে শোণিত উৎপন্ন হইয়া থাকে। চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ত্বক্ ও জিহ্বা, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়। বাহ্য পদার্থের জ্ঞান সম্পাদক দর্শন, শ্রবণ ঘ্রাণ, স্পর্শন ও আস্বাদন এই পাঁচটী উহাদিগের ক্রিয়া। ঐ পাঁচ ইন্দ্রিয় রূপ রস প্রভৃতি আপনাদের বিষয় সমুদায় স্বয়ং অনুভব করিতে পারে না। আত্মাই উহাদিগের দ্বারা ঐ সকল অনুভব করে। ইন্দ্রিয় হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি ও বুদ্ধি হইতে আত্মাই শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য সকল প্রথমে ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি বিষয় সকল অবগত হইয়া থাকে। পরে মনোবৃত্তি

দ্বারা ঐ সমুদায় সম্যক্ বিচার করিয়া বুদ্ধি দ্বারা ঐ সমুদায়ের নিশ্চয় করিয়া থাকে। পাঁচ ইন্দ্রিয়, চিত্ত, মন ও বুদ্ধি, এই আটটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; এবং হস্ত, পদ, পায়ু উপস্থ ও মুখ, এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়; বাক্যপ্রয়োগ ও অভ্যবহারার্থ মুখ, গমনের নিমিত্ত চরণ, কার্য্যের অনুষ্ঠানার্থ হস্ত, পুরীষ পরিত্যাগার্থ পায়ু, এবং রেতোনিঃসারণার্থ উপস্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ভিন্ন আর এক কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে। তাহার নাম প্রাণ। উহাকে ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই আমি তোমার নিকট জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম।

ইন্দ্রিয় সকল শ্রান্তিপ্রযুক্ত নিজ নিজ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেই মনুষ্য নিদ্রাগত হয়। ইন্দ্রিয়গ্রামের বিশ্রাম সময়ে মন স্বকার্য্যে নিরত থাকিয়া বিষয়সুখ অনুভব করিলে, লোকের স্বপ্ন দর্শন হইয়া থাকে। মনোবৃত্তি তিন প্রকার; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তন্মধ্যে সাত্ত্বিকই বিশেষরূপ প্রশংসনীয়। ঐ বৃত্তিত্রয়ের প্রভাবে লোকে জাগ্রদবস্থাতে যাহা যাহা বাসনা করে, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে সেই সমস্তই অনুভব করে। সাত্ত্বিক পুরুষের অন্তরে জাগ্রদাবস্থাতে সুখ, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই চারিটী সর্ব্বদা বিরাজমান থাকে। তন্নিবন্ধন তাঁহারা স্বপ্নযোগেও ঐ সকল অনুভব করেন। সাত্ত্বিক পুরুষের ন্যায় রাজস ও তামস পুরুষের অন্তরে জাগ্রদবস্থায় তাহাদিগেরই মনোবৃত্তির অনুরূপ যে যে ভাব সমুদিত হয়, তাহারা স্বপ্নযোগেও সেই সমস্ত অনুভব করে। ফলতঃ জাগ্রদ্দশায় সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাবত্রয়ের মধ্যে যে ভাব সমুদিত হয়, তাহা স্বপ্নে, এবং স্বপ্নে যাহার অনুভব হয়, তাহা জাগ্রদবস্থাতেও অনুভূত হইয়া থাকে। মনুষ্যের শরীরে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও প্রাণ এবং সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাবত্রয়, এই সপ্তদশ গুণ বিদ্যমান আছে। জীবাত্মা উহাদিগের অষ্টাদশ। তিনি নিত্য ও অবিনশ্বর। যে সপ্তদশ গুণ মনুষ্যের দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, জীবাত্মা অদৃশ্য হইলে সেই সমস্ত আর শরীরে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। এই অষ্টাদশ গুণ, শরীর ও জঠরানল, এই বিংশতি পদার্থের একত্রে অবস্থানকেই পাঞ্চভৌতিক সংঘাত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীব প্রাণবায়ুর সহিত সমন্বিত হইয়া এই দেহকে রক্ষা করিতেছেন; আবার তিনিই এই শরীর নাশের কারণ। জীব পাঞ্চভৌতিক দেহ আশ্রয় করিয়া প্রারব্ধের ক্ষয় হইলেই শরীরত্যাগ করিয়া থাকেন, এবং তৎপরে ঐ শরীরে সঞ্চিত পুণ্যপাপ প্রভাবে পুনর্ব্বার অন্য দেহে অবস্থিত হন। লোকে

প্রকার জীর্ণ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন নূতন গৃহে গমন করে, সেইরূপ জীব কর্ম্মফল সমুৎপন্ন এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহ পরিগ্রহ করেন। যে মহাত্মারা এই বিষয় বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে বন্ধুবিয়োগনিবন্ধন কিছুমাত্র অনুতাপ করিতে হয় না। বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণই তদ্বিষয়ে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া থাকেন। ফলতঃ এই জীবলোকে কেহই কাহার সম্বন্ধী নহে। একমাত্র জীবই লোককে সুখ দুঃখ প্রদান করিয়া নিরন্তর তাহার শরীর মধ্যে অবস্থান করেন। জীবের মৃত্যু নাই। উনি সময়ানুসারে পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। কর্ম্ম ক্ষয় হইলেই উঁহার পুণ্যপাপময় দেহ হইতে মুক্তি ও ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। পুণ্যপাপের ক্ষয়প্রযুক্ত সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা অতি আবশ্যক। পুণ্যপাপ ক্ষয় হইলেই জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করেন।

ষট্‌সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৭৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন আমরা ধনাভিলাষী হইয়া পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্গণকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়াছি, তখন আমাদিগের তুল্য ক্রূর ও পাপাত্মা আর কে আছে? আমরা কেবল বিষয় বাসনা প্রভাবেই এই প্রকার ঘোরতর পাপাচরণ করিয়াছি; এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের সেই তৃষ্ণা তিরোহিত হয়, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে জনকরাজ মাণ্ডব্যের নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, আমি সেই পূর্ব্বকথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বিদেহাধিপতি জনক তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাণ্ডব্যকে কহিয়াছিলেন, মহাত্মন্! আমার কোন বস্তুতেই অধিকার নাই। তথাপি আমি পরম সুখে কাল যাপন করিতেছি। বিদেহনগরী দগ্ধ হইলেও আমার কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না। বিবেকসম্পন্ন মহাত্মারা ব্রহ্মলোককেও নিতান্ত দুঃখের কারণ বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিগণ অল্পমাত্র বিষয়েই নিরন্তর বিমুগ্ধ হয়। কি ঐহিক সুখ ও কি স্বর্গীয় সুখ কিছুই তৃষ্ণাক্ষয়জনিত বিশুদ্ধ সুখের ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য হইতে পারে না। যেরূপ বলীবর্দ্দের বৃদ্ধির সহিত তাহার শৃঙ্গ পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ ঐশ্বর্য্যের যত বৃদ্ধি হয়, বিষয়বাসনা ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে। লোকের অতি অল্পমাত্র পদার্থের প্রতি মমতা

জন্মিলেও সেই পদার্থের নাশনিবন্ধন তাহাকে নিশ্চয়ই অনুতাপিত হইতে হয়; কামাসক্ত হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। কামাসক্ত হইলে নিশ্চয়ই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব অর্থ লাভ করিয়া বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মবিষয়ে ব্যয় করা মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই সকল প্রাণীকে আপনার সদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতকার্য্য হইয়া সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। মনুষ্য সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, প্রিয়, অপ্রিয় এবং ভয় ও অভয় পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রশান্তচিত্ত ও নিরাময় হইতে সমর্থ হয়। দুর্ম্মতি মূঢ় ব্যক্তিরা যাহাকে পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করে, দেহ জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ না হয় এবং মহাত্মারা যাহাকে প্রাণনাশক রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই বিষয় তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিলেই পরম সুখ লাভ করিতে পারা যায়। ধর্ম্মশীল মহাত্মারা বিশুদ্ধ সদাচারসম্পন্ন হইয়া ইহলোক ও পরলোকে অসাধারণ সুখানুভব ও কীর্ত্তিলাভ করেন।

মহর্ষি মাণ্ডব্য বিদেহাধিপতির এই কথা শ্রবণে সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক মোক্ষপথ অবলম্বন করিলেন।

সপ্তসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৭৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই সর্ব্বলোকভয়াবহ কাল ক্রমশঃ অতিবাহিত হইতেছে; অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে পিতাপুত্র সংবাদ নামে এক পূর্ব্বতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্বাধ্যায়সম্পন্ন কোন এক ব্রাহ্মণের মেধাবী নামে এক অতিশয় মেধাবী পুত্র ছিলেন। একদা মোক্ষধর্ম্ম কুশল মেধাবী স্বাধ্যায়সম্পন্ন স্বীয় পিতাকে মোক্ষলাভে অক্ষম বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! মনুষ্যগণের জীবিতকাল অতি সত্বরে অতিবাহিত হইতেছে। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া কি রূপ অনুষ্ঠান করিবেন, আপনি তাহা প্রকৃতরূপে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। আমি তদনুসারে ধর্ম্মাচরণ করিব।

পিতা কহিলেন, বৎস! মনুষ্যগণ প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, পিতৃলোকের পরিত্রাণার্থ অপত্যোৎপাদন ও তৎপরে বহ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে অরণ্যে গমন ও মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিবেন।

পুত্র কহিলেন, পিতঃ! যখন লোকে সকল বিনষ্ট ও সর্ব্বতোভাবে সমাক্রান্ত হইতেছে এবং অবিনাশিনী প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিতেছে, তখন আপনি কিপ্রকারে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া নিশ্চিন্তের ন্যায় বাক্য বিন্যাস করিতেছেন?

পিতা কহিলেন, বৎস! কে মনুষ্যদিগকে বিনষ্ট এবং কেই বা উহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে? যে অবিনাশিনী নিরন্ত গমনাগমন করিতেছে, সেই বা কে?

পুত্র কহিলেন, পিতঃ! মৃত্যু মনুষ্যগণকে সংহার এবং জরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে আর দিবারাত্রি অবিনাশিনী, উহা নিরন্তই গমনাগমন করিতেছে। আপনি কি নিমিত্ত উহা অনুধাবন করিতেছেন না। যখন আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে, মৃত্যু কখন কাহাকে পরিত্যাগ করেনা, তখন কি নিমিত্ত অজ্ঞানান্ধ হইয়া কালপ্রতীক্ষা করিব। দিন দিন যখন মনুষ্যগণের আয়ু ক্ষয় হইতেছে, তখন অল্পসলিলস্থিত মৎস্যের ন্যায় কাহারও সুখের আশা নাই। লোকে যেরূপ অরণ্যমধ্যে একতানমনে পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইয়া পুষ্পচয়ন সমাপ্ত না হইতে হইতেই হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হয়, তদ্রূপ মনুষ্য অনন্যমনে বিষয়ভোগ করিতে করিতে উহাতে পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই মৃত্যু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া থাকে। যে কার্য্য পরদিন সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা অদ্যই সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। এবং যাহা অপরাহ্ণে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বাহ্ণে সম্পন্ন করাই বিধেয়। কারণ, কার্য্য সম্পন্ন হউক বা না হউক, মৃত্যু কখনই তাহার প্রতীক্ষা করে না। যেহেতু কোন্ সময়ে মৃত্যু হইবে, তাহা কেহই অবগত নহে। কার্য্য পরিসমাপ্ত না হইলেও মৃত্যু মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে; অতএব যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অদ্যই সম্পাদন করা বিধেয়। বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া যৌবনাবস্থাতেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী হইলে উভয় লোকেই শাশ্বতী প্রীতি লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়াই পুত্র দারাদির নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ হয় এবং অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করে। কিন্তু নদী যেরূপ আপনার বেগ-প্রভাবে প্রসুপ্ত ব্যাঘ্রকে প্রবাহিত করে এবং বৃকী যে প্রকার মেষকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, মৃত্যু সেই প্রকার বিষয়াসক্ত পুত্রদারাদিসম্পন্ন মনুষ্যদিগকে তাঁহার বন্ধুগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে। মনুষ্য "এই কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছে, এই কার্য্য করিতে হইবে এবং এই কার্য্যের কিয়দংশ সম্পন্ন হইয়াছে" এই প্রকার

চিন্তা করিতে করিতেই মৃত্যু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হয়। কাল কি অপ্রাপ্তফল, কি ক্ষেত্র আপণ ও গৃহকর্ম্মে অনুরক্ত, কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, কি প্রাজ্ঞ, কি শূর, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, কাহাকেও পরিত্যাগ করে না। মনুষ্যগণ যখন সর্ব্বাই মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং নানাবিধ কারণসম্ভূত দুঃখকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছে, তখন আপনি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন? মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিলেই জরা ও মৃত্যু তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ফলতঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থই ঐ উভয়ের বশীভূত। মৃত্যুসৈন্য সমাগত হইলে একমাত্র সত্যবল ব্যতিরেকে আর কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পার না। সত্য অমৃতের আশ্রয়, আর জনপদমধ্যে অবস্থান করিবার বাসনাই মৃত্যুর আবাসস্বরূপ। এই প্রকার শ্রুতি আছে যে, অরণ্যই দেবগণের আবাসস্থান এবং নগর-মধ্যে অবস্থান করিবার বাসনাই বন্ধনীরজ্জুস্বরূপ। পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ অনায়াসে ঐ বন্ধনীরজ্জুচ্ছেদন করিয়া দেবসেবিত অরণ্য আশ্রয় করেন। কিন্তু পাপাত্মারা কোনক্রমেই উহা ছেদন করিতে পারে না। যিনি কায়মনোবাক্যে জীবগণের অনিষ্টাচরণ না করেন, যিনি কাহারও জীবিকা অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত না হন, তাঁহাকে কখনই কোন প্রাণী হইতে উদ্বেজিত হইতে হয় না। সত্যব্রতপরায়ণ শমদমাদি গুণ-সম্পন্ন হইয়া কেবল সত্যপ্রভাবে মৃত্যুকে পরাজয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আশ্চর্য্য দেহমধ্যে মৃত্যু ও অমৃত, উভয়ই অবস্থিতি করিতেছে। মোহান্ধ হইলেই মৃত্যু এবং সত্যপথাবলম্বী হইলেই অমৃত লাভ হয়। অতএব আমি হিংসা ও কাম ক্রোধ পরিবর্জ্জিত হইয়া একমাত্র সুখকর সত্যকে আশ্রয় করত অমরের ন্যায় মৃত্যুকে উপহাস করিব এবং দিবাক-রের উত্তরায়ণ সময়ে শান্তিপথাবলম্বন, বেদাধ্যয়ন এবং কর্ম্ম, মন ও বাক্যের সংযমে প্রবৃত্ত হইব। অতি হিংস্র পশুযজ্ঞ অথবা পিশাচের ন্যায় বিনাশকর ক্ষত্রিয়যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া মাদৃশ ব্যক্তির কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। আমি আপনা হইতেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি; আমার সন্তান নাই। এক্ষণে আমি অপত্যোৎপাদনবাসনা পরিহার পূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ হইয়া পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে আহুতি প্রদান করিব। আমার পুত্র হইতে কখনই পরিত্রাণের সম্ভাবনা নাই। যাহার বাক্য ও মন সতত সংযত থাকে এবং তপস্যা, দান ও যজ্ঞই যাহার সনাতন ধর্ম্ম, তিনি অনায়াসে ঐ সমস্ত সৎকর্ম্ম প্রভাবে সমুদায় শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন। বিদ্যার সদৃশ চক্ষু, ফলত্যাগের সদৃশ সুখ এবং বিষয়বাসনার সদৃশ দুঃখ

আর কিছুই নাই। একাগ্রতা, সর্ব্বভূতে সমভাব, সত্য, স্বধর্ম্মে অবস্থান, দণ্ড পরিত্যাগ, সরলতা ও কার্য্যে বিরতি, এই সমস্ত ব্রাহ্মণের পরম ধন। হে পিতঃ! নিশ্চয়ই যখন আপনাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে, তখন কি নিমিত্ত বন্ধুবান্ধব ও পুত্র দারাদির নিমিত্ত বৃথা অভিলাষী হইতেছেন? এক্ষণে এই দেহমন্দিরপ্রবিষ্ট আত্মাকে অনুসন্ধান করুন। আপনার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ কোথায় গমন করিয়াছেন?

হে ধর্ম্মরাজ! জ্ঞানবান্ পুত্রের এই বাক্য শ্রবণে তাঁহার পিতা তাঁহার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক সত্যধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পরম সুখে জীবন যাপন করিতে থাক।

অষ্টসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৭৮।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে কি প্রকার চরিত্র, আচার জ্ঞান ও আশ্রয় সম্পন্ন হইলে নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মপদ লাভে সমর্থ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে মনুষ্য মোক্ষধর্ম্মের অনুশীলনে, যত্নবান্, অল্পাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন, তিনিই নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মপদ লাভে সমর্থ হন। অতএব লাভালাভে সমজ্ঞান ও উপস্থিত বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করত সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। প্রত্যক্ষে বা পরক্ষেই হউক, বাক্য, মন ও ইঙ্গিত দ্বারাও কোন ব্যক্তির নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। হিংসা পরিহার পূর্ব্বক সকলের সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য। এই অনিত্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক কাহারও সহিত শত্রুতা করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। কেহ নিন্দা করিলে তাহা সহ্য করা কর্ত্তব্য। অন্য অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা নিতান্ত নিন্দনীয়। কেহ নিন্দাদি দ্বারা ক্রোধোদ্দীপন করিতে যত্নবান্ হইলে, তাহার প্রতি প্রিয় বাক্য এবং প্রহার করিলে তাহার প্রতি হিতবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তির প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া দণ্ডীদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যদিও তাঁহারা অনেক গৃহ পরিভ্রমণ করিয়া ভিক্ষালাভ করিতে না পারেন, তথাপি পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত হইয়া কোন গৃহস্থের ভবনে গমন করা কর্ত্তব্য নহে। মূঢ় ব্যক্তি কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াও তাহার প্রতি অপ্রিয়

বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। সর্ব্বদা স্বধর্ম্মানুরক্ত, দয়াশীল, প্রত্যপকার-পরাঙ্মুখ, নির্ভয় ও নিরহঙ্কার হইয়া কালযাপন করিবেন। যখন গৃহস্থগণের ভবন ধূমশূন্য ও অঙ্গারপরিবর্জ্জিত হইবে, যখন তাহার মধ্যে মুষলধ্বনি শ্রবণগোচর হইবে না, এবং যখন গৃহস্থগণ ভোজনান্তে ভোজনপাত্র সকল পরিত্যাগ করিবেন, সেই সময়েই ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের ভবনে উপস্থিত হওয়া সন্ন্যাসিগণের কর্ত্তব্য। কেহ অধিক পরিমাণে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিলে, উহা হইতে কেবল জীবনধারণোপযোগী খাদ্য গ্রহণ করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। বস্ত্রাদি সঞ্চয়ের কথা দূরে থাকুক, খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবেন না। প্রাপ্ত হইলে হৃষ্ট ও প্রাপ্ত না হইলে অসন্তুষ্ট হওয়া তাঁহাদিগের কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। সাধারণোপভোগ্য মাল্য চন্দনাদি লাভের বাসনা করা তাঁহাদিগের নিতান্ত অবিধেয়। তাঁহারা কখনই নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিবেন না। অন্নের দোষগুণ কীর্ত্তন করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা নির্জ্জন স্থানে শয়ন ও উপবেশন করিবেন। শূন্যাগার, বৃক্ষমূল, অরণ্য, গিরিগুহা বা অন্য প্রকার জনশূন্য প্রদেশে বাস করাই তাঁহাদিগের বিধেয়। তাঁহারা তিরস্কার ও পুরস্কারে সমজ্ঞান সম্পন্ন ও নিশ্চল হইবেন। কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক পাপপুণ্য উপার্জ্জন করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক নিত্য-তৃপ্ত, পরম পরিতুষ্ট, প্রসন্নবদন, প্রফুল্লেন্দ্রিয়, ভয়বিহীন, জপপরায়ণ ও মৌনাবলম্বী হইয়া অবস্থান করিবেন। জীবগণের জন্ম মৃত্যু বারংবার হইতেছে, এবং সকলেরই শরীর ও ইন্দ্রিয় সকল বিনশ্বর, ইহা সবিশেষ অনুধাবন করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, আত্মারাম, প্রশান্ত-চিত্ত, অল্পাহারানুরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অন্নাদি বা ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বাক্য, মন, ক্রোধ, উদর ও উপস্থের বেগ ধারণ করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য এবং তাঁহাদিগকে কেহ নিন্দা করিলে তাহাতে তাঁহারা ব্যথিত হইবেন না। নিন্দা ও প্রশংসাতে সমজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া মধ্যস্থের ন্যায় অবস্থান করাই সন্ন্যাস আশ্রমের সনাতন ধর্ম্ম। সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মারা দমগুণসম্পন্ন, সহায়শূন্য, গৃহপরিবর্জ্জিত, প্রশান্তচিত্ত ও সাবধান হইয়া অবস্থান করেন। ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত একবারের অধিক কোন স্থানে গমন করিবেন না। বানপ্রস্থাশ্রমী বা গৃহস্থের ভবনে অবস্থান করা তাঁহাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যদৃচ্ছালব্ধ অনিন্দিত দ্রব্য ভোজন করা ও আনন্দে একান্ত অভিভূত না হওয়াই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। মহামতি হারীত সন্ন্যাস ধর্ম্মকেই মোক্ষলাভের

প্রধান সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণই এই ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক মোক্ষলাভে সমর্থ হন। কিন্তু জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগণ এই ধর্ম্ম পালন করিতে যত্নবান্ হইলে তাহাদিগের পরিশ্রমমাত্র সার হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ যে মনুষ্য সকল জীবগণকে অভয় দান করিয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন, তিনিই পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারেন।

একোনাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৭৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সমুদায় মনুষ্যই আমাদিগকে ধন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে; কিন্তু বস্তুতঃ এই জীবলোকে আমাদিগের অপেক্ষা অসুখী আর কেহই নাই। দেখুন, আমরা সকলের পূজনীয় ধর্ম্মাদি দেবগণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াও সাতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতেছি; অতএব এক্ষণে বোধ হইতেছে যে, দেহ ধারণ করাই দুঃখের কারণ। হায়! আমরা কত দিনে দুঃখনাশক সন্ন্যাস ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। মহর্ষিগণ পাঁচ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, যুক্তিবিরোধী কামক্রোধাদি, শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থ ও সত্ত্বাদি গুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া সংসারপাপ হইতে বিমুক্ত হন। তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। হায়! আমরা কত দিনে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহর্ষিগণের ন্যায় সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দুঃখের অবশ্যই অন্ত আছে। কোন পদার্থই সীমাপরিশূন্য নাই। মুক্তিই পুনর্জ্জন্মের অন্ত। বস্তুতঃ সকল বিষয়েরই এক একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। ঐশ্বর্য্য সংসারানুরাগের কারণ বলিয়া বস্তুতঃ দূষণীয় বটে; কিন্তু উহা দ্বারা তোমাদিগের কোন অপকার হইবে না। তোমরা ধর্ম্মপরায়ণ, সুতরাং শমদমাদির অভ্যাস দ্বারা কিয়ৎ কালের মধ্যেই মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। মনুষ্য পাপ পুণ্যের নিয়ন্তা নহে; পরন্তু পুণ্যপাপসমুত্থিত অজ্ঞানকার্য্যনিবন্ধন তাহাকে অভিভূত হইতে হয়। সমীরণ যেরূপ বৃহৎ, পীত ও লোহিতবর্ণ ধূলিপটলে মণ্ডিত হইয়া নানা প্রকার রূপধারণ করে, সেই প্রকার জীব কর্ম্মফলসম্পন্ন ও অজ্ঞানতা দ্বারা অভিভূত হইয়া স্বয়ং বর্ণশূন্য হইয়াও গৌরত্বাদি দেহধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিদেহে সঞ্চরণ করিতেছেন। মনুষ্য জ্ঞানবলে অজ্ঞান-

সমুৎপন্ন অন্ধকার নিরাকরণ করিতে পারিলেই নিত্য ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়। দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভ হইলেও প্রতিনিয়ত জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। পরে ব্রহ্মকে লাভ করা নিতান্ত যত্নসাধ্য; মহর্ষিগণ তন্নিবন্ধন ব্রহ্মোপাসনা হইতে কদাচ বিরত হন না। এই স্থলে শক্র-বিনির্জ্জিত রাজ্যপরিভ্রষ্ট অসহায় দানবপতি বৃত্র বিপক্ষমধ্যে একমাত্র বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া যাহা কহিয়া ছিলেন, তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে দানবগুরু উশনা বৃত্রাসুরকে ঐশ্বর্য্যচ্যুত অবলোকন করিয়া কহিয়াছিলেন, দানবরাজ! তুমি বিপক্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া কি দুঃখিত হও না? তখন বৃত্র কহিলেন, ভার্গব! আমি তপস্যা ও বেদবাক্য-প্রভাবে জীবগণের সংসার ও মুক্তির বিষয় নিঃসংশয়রূপে অবগত হইয়াছি; সুতরাং কখনই আমাকে শোকাকুল বা হৃহর্ষে অভিভূত হইতে হয় না। কতকগুলি জীব কালপ্রেরিত হইয়া নরকে নিপতিত হইয়া থাকে, আর কতকগুলি সুরলোকে গমন পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে কাল যাপন করে। প্রাণি-গণ স্বর্গে ও নরকে নির্দ্দিষ্ট কাল নিঃশেষিতপ্রায় করিয়া অবশিষ্ট পুণ্যপাপ-প্রভাবে বারংবার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদিগকে সহস্র সহস্র বার তির্য্যক্‌যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ ও নরকে অবস্থান করিতে হয়। আমি প্রাণিগণের বিষয় এইরূপ পরিজ্ঞাত হইয়াছি। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যাহার যেরূপ কার্য্য, তাহার সেইরূপ গতি হয়। মনুষ্য কর্ম্মানুসারেই তির্য্যক্, মনুষ্য ও দেবযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং কর্ম্মানুসারেই বারংবার শোক যন্ত্রণা ভোগ করে। মৃত্যুর পর তাহাকে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মা-নুসারেই সুখ, দুঃখ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় প্রাপ্ত হইতে হয়। পরলোকে সমুদায় প্রাণীই কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া পুনরায় অবনীমণ্ডলে আগমন করে।

ভগবান্ ভার্গব বৃত্রাসুরের মুখে এই প্রকার সজ্জনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সৃষ্টিস্থিতির একমাত্র আশ্রয় পরমাত্মার প্রতি ভক্তিপরায়ণ অবগত হইয়া কহিলেন, দানবরাজ! তুমি কি নিমিত্ত অসুরবিরোধী বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? বৃত্র কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে আমি জিগীষাপর-বশ হইয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ইহা আপনি ও অন্যান্য লোক সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। আমি জীবগণের পুষ্পোদ্যান ও অন্যান্য ভোগ্য বস্তু অধিকার করিয়া স্বীয় তেজোবলে ত্রিলোককে অতি-ক্রম ও অভ্যুদয়-লাভ করিয়াছিলাম; আমি প্রভামণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া

নির্ভয়ে অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতাম। তৎকালে আমাকে কেহই পরাজয় করিতে পারে নাই। আমি তপঃপ্রভাবে এই প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আবার আপনার কর্ম্ম দোষেই তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আমি কেবল স্বীয় ধৈর্য্যপ্রভাবে তদ্বিষয়ে আর শোক প্রকাশ করিতেছি না। পূর্ব্বে আমি মহামতি পুরন্দরের সহিত সংগ্রামার্থী হইয়া সর্ব্বলোকপিতামহ বৈকুণ্ঠনাথ সনাতন বিষ্ণুকে সন্দর্শন করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, সেই বিষ্ণুর দর্শনস্বরূপ তপস্যাজনিত শুভাদৃষ্টের ফল ভোগ অবশিষ্ট আছে। আমি সেই শুভাদৃষ্টপ্রভাবে আপনাকে কর্ম্মফলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রহ্মরূপ মহৎ ঐশ্বর্য্য কোন্ বর্ণে অবস্থান করে এবং লোকে কি প্রকারেই বা ঐশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয়? কাহা হইতে জীবগণ সমুৎপন্ন হইয়া জীবন ধারণ করে? জীব কোন্ ফলপ্রভাবে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে। আর যে ফল দ্বারা ব্রহ্ম লাভ হয়, সেই ফলই বা কোন্ কর্ম্ম বা জ্ঞান দ্বারা লাভ করিতে পারা যায়? আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর দানবাধিপতি বৃত্র ঐ কথা কহিলে, মহাতপা ভার্গব যাহা কহিয়াছিলেন, তুমি অনুজদিগের সহিত অনন্যমনে তাহা শ্রবণ কর।

অশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮০।

তখন ভার্গব কহিলেন, দানবরাজ! এই অবনীমণ্ডল যাঁহার অধঃ গগনমণ্ডল যাঁহার মধ্য এবং মোক্ষধাম যাঁহার মস্তক, আমি সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া তোমার নিকট তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

দানবরাজ বৃত্র ও মহামতি ভার্গব উভয়ে এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ধর্ম্মপরায়ণ সনৎকুমার তাঁহাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দানবাধিপতি বৃত্র ও মহামতি ভার্গব তাঁহাকে সন্দর্শন করিবামাত্র বিধি পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া মহামূল্য আসন প্রদান করিলেন। মহামতি সনৎকুমার সেই আসনে উপবেশন করিলে, শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি দানবাধিপতির নিকট বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন

করুন। তখন মহামতি সনৎকুমার বৃত্রাসুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দানবরাজ! আমি তোমার নিকট বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই বিশ্বসংসার সেই বিষ্ণুতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই পরম পুরুষ কালসহকারে এই চরাচর ভূত সমুদায়ের পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ভূত তাঁহা হইতেই সমুৎপন্ন ও তাঁহাতেই বিলীন হয়। শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা বা যজ্ঞদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না; কেবল ইন্দ্রিয়সংযমপ্রভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি দৃঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে নিষ্কাম যজ্ঞ ও শমদমাদি কার্য্য দ্বারা চিত্তসংশোধন করিতে পারেন, তিনিই পরলোকে মোক্ষপদ লাভে সমর্থ হন। কাঞ্চন প্রভৃতি ধাতু যেরূপ স্বর্ণকার কর্ত্তৃক বারংবার হুতাশনে প্রদত্ত হইয়া পরিশুদ্ধ হয়, সেইরূপ মনুষ্যগণ পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ একবারমাত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই পরম যত্নসহকারে কেবল যজ্ঞ ও শমদমাদি কার্য্যপ্রভাবে শুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়। স্বীয় শরীরস্থিত মলমার্জ্জনের ন্যায় যত্ন পূর্ব্বক দোষ সংশোধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেরূপ তিলসর্ষপাদিতে একবার অল্পসংখ্যক পুষ্প প্রদান করিলে, তাহার গন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাসিত হয় না, সেইরূপ এক জন্মে অল্পমাত্র সত্ত্বগুণ দ্বারা সমস্ত দোষ নিরাকৃত করিতে পারা যায় না। আর যেরূপ তিলসর্ষপাদিতে বারংবার প্রচুর পরিমাণে পুষ্প প্রদান করিলে, তাহার গন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়া যায়, সেইরূপ মনুষ্যদিগের বারংবার জন্ম পরিগ্রহ ও সত্ত্বগুণের আধিক্য দ্বারা স্ত্রীপুত্রাদিস্নেহজনিত দোষ সমস্ত একবারে নিরাকৃত হয়।

হে দানবরাজ! এক্ষণে কর্ম্মানুরক্ত ও কর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণ যেরূপে কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং যেরূপে কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। জন্মমৃত্যুবিহীন ভগবান্ নারায়ণ এই চরাচর বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি সমুদায় ভূতমধ্যে দেহ ও জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন এবং একাদশ ইন্দ্রিয় স্বরূপ হইয়া এই জগৎ উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহার চরণযুগল পৃথিবী, মস্তক স্বর্গ, ভুজচতুষ্টয় চারি দিক্, কর্ণ আকাশ, লোচন সূর্য্য, মন চন্দ্র, বুদ্ধি জ্ঞান এবং রসনা সলিলরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। গ্রহ সকল তাঁহার ভ্রূদেশে ও ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে। নক্ষত্রগণ তাঁহার লোচন হইতে এবং সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণও

তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সমস্ত আশ্রম, জপাদি কর্ম্ম ও সন্ন্যাস ধর্ম্মের ফলস্বরূপ। তাঁহার রোম্ সকল ছন্দ ও বাক্য প্রণব। তিনি সমুদায় আশ্রমের আশ্রয়। তাঁহার আস্য সর্ব্বস্থানেই অবস্থিত রহিয়াছে। তিনিই ব্রহ্ম; তিনি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, তপস্যা, সৎ ও অসৎ, কার্য্য, মন্ত্র, শাস্ত্র, যজ্ঞপাত্র, ষোড়শ ঋত্বিকযুক্ত যজ্ঞ; তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, যম ও কুবেররূপে অবস্থান করিতেছেন। ঋত্বিকগণ তাঁহাকে ইন্দ্র মহেন্দ্রাদি রূপে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন করিয়াও অদ্বিতীয় বলিয়া অঙ্গীকার করেন। এই সমুদায় জগৎ সেই অদ্বিতীয় ভগবান্ নারায়ণেরই অধীনে অবস্থিতি করিতেছে। বেদে তাঁহাকেই এই বিবিধ ভূতগ্রামের এক মাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাণিগণ যখন জ্ঞানবলে সমুদায় সেই নারায়ণময় অবলোকন করে, তখনই তাহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাব হয়।

স্থাবর জীবগণ সহস্র কোটি কল্পকাল অবস্থান ও জঙ্গম জীবগণ তাবৎকাল সঞ্চরণ করিতেছে। এক যোজন বিস্তৃত পাঁচশত যোজন দীর্ঘ ও এক ক্রোশ গভীর সহস্র সহস্র দীর্ঘিকার জল প্রতিদিন একবার মাত্র কেশাগ্রভাগ দ্বারা নিক্ষেপ করিলে, সেই সমুদায় সলিল যতদিনে পরিশুষ্ক হয়, ততদিনে সমুদায় প্রজার একবার সৃষ্টি ও একবার সংহার হইয়া থাকে। জীবগণের বর্ণ ছয় প্রকার; কৃষ্ণ ধূম্র, নীল, রক্ত, হরিদ্র ও শুক্ল। এই সমুদায় বর্ণ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ও সুখসম্পাদক। তমোগুণের প্রাধান্যে কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ স্থাবর যোনি, রজোগুণের প্রাধান্যে ধূম্রবর্ণ অর্থাৎ তির্য্যক্‌যোনি, রজোগুণের প্রাধান্যে হরিদ্র বর্ণ অর্থাৎ মনুষ্যযোনি, রজ ও সত্ত্বগুণের প্রধান্যে নীলবর্ণ অর্থাৎ প্রাজাপত্য, সত্ত্বগুণ প্রাধান্যে হরিদ্র বর্ণ অর্থাৎ দেবত্ব এবং কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রভাবে শুক্লবর্ণ অর্থাৎ জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। শুক্লবর্ণপ্রভাবেই জীব নিষ্পাপ, বিগতশোক ও শ্রমশূন্য হইয়া সিদ্ধিলাভ করে। কিন্তু উহা নিতান্ত দুর্লভ। কারণ, জীব সহস্র সহস্র বার জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক শুভপ্রদ শাস্ত্র অবগত হইয়া পরিশেষে সেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আত্মানুভাবাত্মিকা গতি লাভ করে। গতি শুক্লাদি বর্ণের এবং বর্ণ সত্যাদি কালের প্রভাবেই হইয়া থাকে। শুক্ল ভিন্ন অন্যান্য বর্ণ সমুদায়ের গতি চতুর্দ্দশ প্রকার। ঐ চতুর্দ্দশ প্রকার গতির আবার অসংখ্য অবান্তর ভেদ আছে। গুণপ্রভাবেই জীবের উন্নত লোকে আরোহণ, অবস্থান ও তথা হইতে অবরোহণ হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণের গতি অতি নিকৃষ্ট। ঐ বর্ণপ্রভাবে জীব নরকে অবস্থান ও লক্ষ-

লক্ষ বৎসর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পশ্চাৎ ধূম্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়। সেই ধূম্রবর্ণের প্রভাবে জীবকে শীতোত্তাপাদি সহ্য করিয়া কাল যাপন করিতে হয়। পরিশেষে পাপক্ষয় হইলে উহার চিত্তে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন সেই জীব নীলবর্ণ প্রাপ্ত হয়। যখন তাহার সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, তখন সে তমোগুণবিমুক্ত ও লোহিতবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে শ্রেয়োলাভ করিবার নিমিত্ত যত্নসহকারে মনুষ্যলোকে পর্য্যটন করে। ঐ সময়ে সে এক কল্প পুণ্যপাপশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ হারিদ্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর শত কল্প দেবত্ব ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার মনুষ্যত্ব লাভ করে। পরে সেই মনুষ্যযোনি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য কল্প সুরলোকে অবস্থান করে। তদনন্তর ক্রমশঃ একোনবিংশতি সহস্র গতি লাভ করিয়া পরিশেষে ভোগপ্রদ কর্ম্ম সকল হইতে বিমুক্ত হয়। মনুষ্যের ন্যায় সকল যোনিরই উত্তরোত্তর উন্নতি ও অধোগতি হয়। জীব সর্ব্বদা সুরলোকে বিহার করিয়া পশ্চাৎ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় এবং অষ্ট কল্প সেই মনুষ্যকলেবরে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরিশেষে মুক্তিলাভ করে। জীব যদি কালসহকারে দেবত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার পাপাচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে নিকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইতে হয়।

হে দানবরাজ! এক্ষণে জীব যে প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীব সপ্তশত দৈবকল্প লোহিত, হারিদ্র ও শুক্লবর্ণ ভোগ করে। মহাত্মারা শুক্লবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া মনের অভিলষিত অসংখ্য লোকে গমন করিয়া থাকে। শুক্লবর্ণের গতি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন হইতে ভিন্ন। জীব যোগৈশ্বর্য্যভোগে আসক্ত হইলে তাহাকে এক কল্প মহর্লোক প্রভৃতি চারি লোকে অবস্থান করিতে হয়। ঐ কল্প অতিবাহিত হইলেই তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যিনি অনুরাগাদি দোষশূন্য হইয়াও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে না পারিয়া যোগৈশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন, তিনি একশত কল্প ভূঃপ্রভৃতি সপ্ত লোকে অবস্থান পূর্ব্বক পরিশেষে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার মনুষ্যযোনি পরিগ্রহ করত মহত্ত্ব লাভ করেন। অনন্তর সেই মর্ত্ত্যলোক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াও পুনর্ব্বার উত্তোরোত্তর ঊর্দ্ধতন লোকে গমন পূর্ব্বক সপ্ত লোক অতিক্রম করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায় লোক অতিক্রম করিবার সময় লোক সকলের বারংবার জন্মমৃত্যু দর্শনে তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তৎকালে তিনি ঊর্দ্ধতন লোক সমস্তও অনিত্য বোধ করি-

ঐ সকলে অনাস্থাপ্রদর্শন পূর্ব্বক জীবলোকেই অবস্থান করিয়া থাকেন। অনন্তর তাঁহার অক্ষয় অসীম লোক লাভ হয়। ঐ লোককে কেহ কেহ মহাদেবের, কেহ কেহ বিষ্ণুর, কেহ কেহ ব্রহ্মার, কেহ কেহ অনন্তের, কেহ কেহ নরের ও কেহ কেহ ব্রহ্মের বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সাধু ব্যক্তি মুক্তিলাভসময়ে ইন্দ্রিয় সকল ও প্রকৃতি প্রভৃতির সহিত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ভস্মীভূত করিয়া ব্রহ্ম লাভ করেন। প্রাণিগণ জন্ম লাভ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে; পরিশেষে প্রলয়-সময়ে তাহাদিগকে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইতে হয়। ঐ সমুদায়ের মধ্যে যে মহাত্মারা সিদ্ধ লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হন, তাঁহারা প্রলয়কালেও ঐ লোক লাভ করেন। ব্রহ্মবিৎ পাঁচ ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক বিশুদ্ধ চিত্তে সুখদুঃখে হৃষ্ট বা ব্যথিত না হইয়া ইহলোকে যত কাল অবস্থান করিয়া থাকেন, তাঁহার দেহে ততকাল বেদবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা অবস্থান করে। ঐ সময়ে তাঁহাকে জীবন্মুক্ত ও সর্ব্বময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মনুষ্য প্রথমতঃ বিশুদ্ধ মনদ্বারা অনুসন্ধান পূর্ব্বক সেই বিশুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করে এবং পরিশেষে অন্যের নিতান্ত দুর্লভ মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। হে দানবেন্দ্র! এই আমি তোমার নিকট বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ও মোক্ষের বিষয় বর্ণন করিলাম।

দানবরাজ বৃত্র সনৎকুমারের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি যাহা যাহা কীর্ত্তন করিলেন, সেই সমস্তই যথার্থ। এই বিশ্বসংহার অনিত্য বলিয়াই আমি বিষণ্ণ হইতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার বাক্য শ্রবণে আমি পাপশূন্য ও শোকমোহবিবর্জ্জিত হইলাম। ভগবান্ বিষ্ণুর এই অনন্ত কালচক্র সর্ব্বদাই বিরাজিত রহিয়াছে এবং ঐ চক্রপ্রভাবেই সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইতেছে। তিনি পুরুষপ্রধান এবং জগৎসংসার তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে। দানবেন্দ্র বৃত্র এই কথা কহিয়া পরম ব্রহ্মে আত্মসংযোজন পূর্ব্বক জীবন পরিত্যাগ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পূর্ব্বকালে মহর্ষি সনৎকুমার বৃত্রাসুরের নিকট যে নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই কৃষ্ণই কি সেই ভগবান্ নারায়ণ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সেই সর্ব্বাশ্রয় চৈতন্যস্বরূপ পরম ব্রহ্ম স্বীয় অসীম তেজোবলে নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই মহাত্মা বাসুদেব তাঁহারই অষ্টমাংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। কল্পান্তকালে

বিরাট পুরুষেরও নাশ হয়; কিন্তু কেবল ভগবান্ ঐ সময় সলিল-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। প্রলয়সময়ে লোক সমুদায় বিনষ্ট হইলে, এই অনাদিনিধন বিষ্ণু পুনর্ব্বার এই জগতের সৃষ্টি করিয়া সমুদায় পরিপূর্ণ করেন। ফলতঃ এই বিচিত্র বিশ্ব ইহাঁতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমার বোধ হয়, দানবেন্দ্র বৃত্র স্বয়ং আপনার সদ্গতি সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করেন নাই; প্রত্যুত তিনি সততই সুখে কালযাপন করিতেন। যাঁহারা শুক্লবর্ণে অবস্থিত, শুদ্ধ বংশসম্ভূত ও সিদ্ধ, তাঁহারাই তির্য্যক্‌যোনি ও নরক হইতে বিমুক্ত হন। তাঁহাদিগকে আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাঁহারা হারিদ্র ও লোহিতবর্ণে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকেও কখন কখন দুর্দ্দৈববশতঃ তামসিক কার্য্যে আসক্ত হইয়া তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। যাহা হউক, আমরা নিতান্ত সুখদুঃখে আসক্ত হইয়াছি; সুতরাং আমাদিগকে কৃষ্ণ বা সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট এই উভয়ের অন্যতর গতি প্রাপ্ত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমরা সংশিতব্রত ও বিশুদ্ধ পাণ্ডবংশসম্ভূত। অতএব তোমরা সুরলোকে গমন পূর্ব্বক পুনরায় মর্ত্ত্য ভূমিতে আগমন করিবে এবং তদনন্তর পুনর্ব্বার সুরলোকে গমন পূর্ব্বক সুখসম্ভোগ করিয়া পরিশেষে সিদ্ধ পুরুষমধ্যে পরিগণিত হইবে। তোমরা ভীত হইও না; পরম সুখে কালযাপন কর।

একাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৮১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অসীম তেজঃসম্পন্ন জ্ঞানবান্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ দানবেন্দ্র বৃত্রের কি অনির্ব্বচনীয় ধার্ম্মিকতা! তিনি অসুর হইয়া কি প্রকারে মহাতেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণুর দুর্জ্ঞেয় মহিমা অবগত হইলেন। আপনি অসুররাজ বৃত্রের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন; আমিও শ্রদ্ধাসহকারে উহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে পুনর্ব্বার বৃত্রের উপাখ্যান সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। বেদান্ত তত্ত্বজ্ঞ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ পরম ধর্ম্মশীল বৃত্র ইন্দ্র কর্তৃক যে প্রকারে পরাজিত হইলেন এবং যেরূপে তাঁহাদিগের উভয়ের সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, আপনি সেই সমস্ত সবিস্তরে বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র অসুররাজ বৃত্রের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত দেবগণের সহিত রথারূঢ় হইয়া গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, পঞ্চশত যোজন বিস্তৃত দানবাধিপতি বৃত্র অসুরসৈন্যের অগ্রভাগে পর্ব্বতের ন্যায় শোভিত হইতেছেন। সুরগণ সেই ত্রিলোকের দুর্জ্জয় মহাবীরকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন। সহসা তাঁহার সেই ভীষণ রূপ দর্শনে ভয়ে দেবরাজের উরুস্তম্ভ হইতে লাগিল। অনন্তর রণস্থলে উভয় পক্ষের বাদিত্রনিস্বন ও সিংহনাদ হইতে আরম্ভ হইল। দানবরাজ বৃত্র দেবরাজ ইন্দ্রকে রণস্থলে অবস্থান করিতে দেখিয়া অণুমাত্র সংভ্রম ভয় বা যত্ন করিলেন না।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ও মহামতি অসুররাজের অতি ভয়াবহ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রণস্থল অসি, পট্টিশ, শূল, শক্তি, তোমর, মুদ্গর, শিলা, শরাসন এবং অনল, উল্কা প্রভৃতি বিবিধ দিব্যাস্ত্রে সমাকীর্ণ হইল। কমলযোনি ভগবান্ ব্রহ্মা এবং অসংখ্য দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধসন্দর্শনার্থ গগনমার্গে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ দানবরাজ বৃত্র ইন্দ্রের চতুর্দ্দিকে শিলাবর্ষণ পূর্ব্বক গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ সাতিশয় রোষপরায়ণ হইয়া শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক অবিলম্বেই সেই প্রস্তরবৃষ্টি নিবারণ করিলেন। তখন মহাবলশালী মায়াবী অসুররাজ মায়া যুদ্ধপ্রভাবে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন।

পুরন্দর এই প্রকারে বৃত্র কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া মোহাবিষ্ট হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ সামবেদোক্ত মন্ত্র পাঠ দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধিত করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! তুমি দেবাগ্রগণ্য, অসুরঘাতী ও অসাধারণ বলশালী হইয়া কি নিমিত্ত বিষণ্ণ হইতেছ? ঐ দেখ, সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেবদেব মহাদেব, ভগবান্ শশাঙ্ক ও অসংখ্য মহর্ষি অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে তুমি সামান্য লোকের ন্যায় বিমোহিত না হইয়া রণবিষয়িণী শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক শত্রুদিগকে পরাজয় কর। ঐ দেখ, সর্ব্বলোকনমস্কৃত লোকগুরু ভগবান্ ত্রিলোচন তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তুমি অচিরাৎ মোহ পরিত্যাগ কর। ঐ দেখ, সুরাচার্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি তোমার বিজয়াভিলাষী হইয়া তোমাকে স্তব করিতেছেন।

অমিততেজা দেবরাজ মহামতি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ প্রবোধিত হইয়া প্রভূত বল ধারণ করিলেন। তখন তাঁহার উৎকৃষ্ট যোগপ্রভাবে

বৃত্রের মায়া তিরোহিত হইল। অনন্তর অঙ্গিরাতনয় বৃহস্পতি ও অন্যান্য মহর্ষিগণ বৃত্রের অসীম পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া লোকের হিতকামনায় দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! দানবেন্দ্র বৃত্র যাহাতে নিপাতিত হয়, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। মহর্ষিগণ এই কথা কহিবামাত্র ভূতভবান ভগবান্ ত্রিলোচনের তেজ জ্বররূপী হইয়া অসুররাজ বৃত্রের কলেবরে প্রবেশ করিল। ঐ সময় লোকরক্ষণনিরত সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান্ বিষ্ণু ও দেবরাজের বজ্রে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি অমিততেজা বশিষ্ঠ ও অন্যান্য পরমর্ষিগণ লোকপূজিত পুরন্দরের নিকট সমাগত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, পুরন্দর! তুমি অচিরাৎ বৃত্রকে পরাজয় কর। দেবাদিদেব ত্রিলোচন দেবরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! এই মহাবলশালী বৃত্র সর্ব্ববেত্তা সর্ব্বত্রগামী ও বিবিধ মায়াসম্পন্ন। এই দানব তোমার প্রধান শত্রু; অতএব তুমি শীঘ্র এই বিজয়ী দানবরাজকে নিপাতিত কর। ইহাকে অবজ্ঞা করা তোমার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে এই দানব বললাভবাসনায় ষষ্টিসহস্রবর্ষ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। সেই তপোবলে ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়া যোগিগণের মহত্ত্ব, মহামায়া, মহাবল ও উৎকৃষ্ট তেজ প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমার তেজ তোমার শরীরে প্রবেশ করিতেছে; তুমি সেই তেজঃপ্রভাবে বজ্রদ্বারা অচিরাৎ ইহাকে বিনষ্ট কর।

দেবরাজ কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে আপনার সাক্ষাতেই এই বজ্র দ্বারা এই দুর্দ্ধর্ষ দানবাধিপতিকে নিপাতিত করিব।

অনন্তর জ্বরগ্রস্ত মহাসুর বৃত্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, দেবতা ও মহর্ষিগণ আনন্দিত হইয়া হর্ষধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। দুন্দুভি, শঙ্খ, মুরজ ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি সহস্র সহস্র বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। ক্ষণমধ্যে সমুদায় অসুরগণের স্মরণশক্তি বিলুপ্ত ও মায়া বিনষ্ট হইয়া গেল। ঐ সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণ বৃত্রকে জ্বরাক্রান্ত অবগত হইয়া দেবদেব মহাদেব ও পুরন্দরকে বহুবিধ স্তব করিয়া দেবরাজকে সংগ্রামার্থ ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। সমরাঙ্গনে ঋষিগণ স্তব করাতে রথারূঢ় মহাত্মা শতক্রতুর রূপ নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

—•*•—

দ্ব্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮২।

হে ধর্ম্মরাজ! দানবাধিপতি বৃত্র জ্বরাবিষ্ট হইলে, তাঁহার শরীরে যে যে চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তৎকালে দানবাধিপতির মুখ প্রজ্বলিত এবং সর্ব্বশরীর বিবর্ণ, বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্মরণশক্তি অশিবদর্শনা শিবারূপে অসুররাজের মুখ হইতে বিনির্গত হইল। উল্কা সকল প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে নিপতিত হইতে লাগিল এবং গৃধ্র, কঙ্ক ও বক সকল একত্র সমবেত হইয়া ভীষণ চীৎকার করত চক্রের ন্যায় তাঁহার মস্তকোপরি পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল।

তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র রথোপরি অবস্থান পূর্ব্বক বজ্র সমুদ্যত করিয়া রণস্থলস্থিত বৃত্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত তীব্রজ্বরসমন্বিত দানবেন্দ্র বৃত্র জৃম্ভন ও ভীষণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দেবরাজ বৃত্রকে জৃম্ভন করিতে দেখিয়া সত্বরে কালানলসদৃশ বজ্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিপাতিত করিলেন। বৃহৎশরীর বৃত্র রণস্থলে নিপতিত হইল; সুরগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে হর্ষধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। দানবদলন দেবরাজ বৃত্রাসুরকে এই প্রকারে নিপাতিত করিয়া বিষ্ণুযুক্ত বজ্র গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবরাজ গমন করিলে পর দানবাধিপতি বৃত্রের শরীর হইতে কপালমালিনী রুধিরার্দ্রা, ভীমদর্শনা ব্রহ্মহত্যা বিনির্গত হইল। তাহার বর্ণ কৃষ্ণপিঙ্গল, কেশপাশ আলুলায়িত, লোচন অতি ভীষণ, দেহ কৃশ ও পরিধান চীর বল্কল। ব্রহ্মহত্যা অসুররাজ বৃত্রের শরীর হইতে বিনির্গত হইয়া বজ্রপাণি পুরন্দরকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে একদা বৃত্রনিসূদন সুররাজ ইন্দ্র লোকের হিতাভিলাষী হইয়া দেবলোক হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে পুরন্দর নিতান্ত ভীত হইয়া মৃণালতন্তুমধ্যে গমন পূর্ব্বক বহুবৎসর লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। পরিশেষে তিনি তথা হইতে বিনির্গত হইবামাত্র ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তখন দেবরাজ ব্রহ্মহত্যাকে সংহার করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে যত্নবান্ হইলেন। কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি ব্রহ্মহত্যাকে নিরাকৃত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে

নিপতিত হইলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা দেবরাজকে ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত দেখিয়া ব্রহ্মহত্যাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন, সুশীলে! তুমি অনুগ্রহ করিয়া পুরন্দরকে পরিত্যাগ কর। তাহা হইলে আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইব এবং তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব।

তখন ব্রহ্মহত্যা কহিল, পিতামহ! আপনি ত্রিলোকপূজিত ও ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা; আপনি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হওয়াতেই আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি। আপনার নিকট আমার কিছুই প্রার্থনা নাই। কেবল এক্ষণে আমি কোথায় অবস্থান করিব, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আপনিই লোক সকলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লোকে ব্রাহ্মণবধ করিলেই ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে, এই নিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক লোকমধ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছেন। তন্নিবন্ধন আমি দেবরাজকে আক্রমণ করিয়াছি। এক্ষণে আমি আপনাকে প্রীত ও প্রসন্ন দেখিয়া পুরন্দরের কলেবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি, আপনি আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন।

তখন কমলযোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মহত্যার বাক্যে অঙ্গীকৃত হইয়া উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক দেবরাজের দেহ হইতে তাঁহাকে নিষ্কাসিত করিলেন। অনন্তর তিনি হুতাশনকে স্মরণ করিবামাত্র অনল তাঁহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি আপনার কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? ব্রহ্মা কহিলেন, হুতাশন! আজি আমি দেবরাজের মুক্তি সম্পাদনার্থ এই ব্রহ্মহত্যাকে চারিভাগে বিভক্ত করিব। তুমি ইহার এক অংশ গ্রহণ কর। অগ্নি কহিলেন, ভগবন্! আমি এই ব্রহ্মহত্যা হইতে কি প্রকারে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইব? আপনি তাহার উপায় ব্যক্ত করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হুতাশন! যে ব্যক্তি তোমাকে প্রজ্বলিত দেখিয়া তমোগুণপ্রভাবে বীজ, ওষধি ও রস লইয়া তোমাতে আহুতি প্রদান না করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা তাহাকে আশ্রয় করিবে, সন্দেহ নাই। তুমি সন্তপ্ত হইও না। হুতাশন প্রজাপতি ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া ব্রহ্মহত্যার চতুর্থ অংশ গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর প্রজাপতি বৃক্ষ, ওষধি ও তৃণ সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যার একাংশ গ্রহণ করিবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহারা ভগবান্ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে হুতাশনের ন্যায় ব্যথিত মনে তাঁহারে

কহিল, পিতামহ! আমাদিগের এই পাপ কি প্রকারে ধ্বংস হইবে? দেখুন, আমরা সর্ব্বদা শীত, উত্তাপ ও বায়ু সহ্য করিতেছি, আবার মনুষ্যগণ আমাদিগকে সতত ভেদ ও ছেদন করে। আমরা এই প্রকারে দৈবকর্ত্তৃক অভিহত হইয়া রহিয়াছি। অতএব আপনি যদি আমাদের ঐ পাপবিনাশের উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা আপনার আদেশে উহা গ্রহণ করিতে পারি। তখন বিধাতা কহিলেন, হে উদ্ভিদ্‌গণ! পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে যদি কেহ মোহবশতঃ তোমাদিগকে ছেদন করে, তাহা হইলে এই ব্রহ্মহত্যা পাপ তাহাকেই আশ্রয় করিবে। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে তরুগুল্মাদি উদ্ভিদ্‌গণ তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা অপ্সরাদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক মিষ্ট বাক্যে কহিলেন, হে অপ্সরোগণ! এই ব্রহ্মহত্যা পুরন্দর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা ইহার একাংশ গ্রহণ কর। তখন অপ্সরোগণ কহিল, ভগবন্! আমরা আপনার অনুমতিক্রমে ব্রহ্মহত্যার একাংশ গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু আমরা যাহাতে সময়ানুসারে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায়বিধান করিয়া দিন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বরবর্ণিনীগণ! যে যে ব্যক্তি ঋতুমতী নারীতে অভিগমন করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশ্রয় করিবে। তোমরা আর দুঃখ করিও না। অপ্সরোগণ বিধাতার এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিল।

অনন্তর কমলযোনি ব্রহ্মা সলিলকে স্মরণ করিলেন। সলিল স্মরণমাত্রেই সেই স্থানে সমাগত হইয়া বিধাতাকে প্রণতি পূর্ব্বক কহিল, পিতামহ! আমি এই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে অনুমতি করুন, আমাকে আপনার কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে? বিধাতা কহিলেন, এই ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যা বৃত্রাসুর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবরাজকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি ইহার একাংশ গ্রহণ কর। তখন সলিল কহিল, পিতামহ আপনি যে প্রকার আদেশ করিতেছেন, আমি তাহা প্রতিপালন করিতে অঙ্গীকার করিতেছি। কিন্তু আমরা যাহাতে সময়ক্রমে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায়বিধান করিয়া দিন। আপনি এই সমুদায় জগতের একমাত্র আশ্রয়; সুতরাং এই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত আপনাভিন্ন আর কাহাকে প্রসন্ন করিব। তখন বিধাতা কহিলেন, হে সলিল! যে ব্যক্তি

তোমাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া তোমার উপর মূত্র বা পুরীষ পরিত্যাগ করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা তাহাকেই আশ্রয় করিবে। তাহা হইলেই তুমি উহা হইতে বিমুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

কমলযোনি ব্রহ্মা এই প্রকার উপায়নির্দ্দেশ করিলে, ব্রহ্মহত্যা সুরপতি ইন্দ্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট বাসস্থান সমুদায়ে গমন করিল। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাপতির অনুমতিক্রমে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইলেন এবং পুনর্ব্বার আপনার সম্পত্তি লাভ ও অসংখ্য শত্রুকে পরাজয় করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। শিখণ্ডনামক উদ্ভিদ্ ঐ সময় বৃত্রাসুরের শোণিত হইতে সমুৎপন্ন হয়। উহা দীক্ষিত তপোধন ও ব্রাহ্মণগণের অভক্ষ্য।

হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। অতএব তুমি সর্ব্বাবস্থাতেই ব্রাহ্মণবর্গের হিতানুষ্ঠান করিবে। ইঁহারাই ভূদেব বলিয়া অভিহিত হন। সুরপতি পুরন্দর এই প্রকার সূক্ষ্ম বুদ্ধিবলে উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তুমি পৃথিবীতে পুরন্দরের ন্যায় সকলের অজেয় হইবে। যাহারা ব্রাহ্মণদিগের নিকটে প্রতিপর্ব্বে বাসবের বৃত্রাসুর জয়বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহাদিগকে আর কখনই পাপভোগ করিতে হইবে না। এই আমি তোমার নিকট দেবরাজের আশ্চর্য্য কার্য্য কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে তোমার আর কি শুনিতে বাসনা আছে, তাহা প্রকাশ কর।

ত্র্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও বিজ্ঞতম, আপনার মুখে এই বৃত্রাসুরের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনাকে আর একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, শ্রবণ করুন। ইতিপূর্ব্বে আপনি কহিলেন যে, দানবাধিপতি বৃত্র জ্বররোগগ্রস্ত হইলে, সুরপতি পুরন্দর আপনার বজ্রাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে বিনষ্ট করিলেন। কিন্তু এই জ্বররোগ কোন্ স্থান হইতে কি প্রকারে প্রাদুর্ভূত হইল, আমি তাহা অবগত নহি। অতএব আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট জগদ্বিখ্যাত জ্বরোৎ

শক্তির বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সুমেরু পর্ব্বতের সাবিত্র নামে এক বিবিধরত্নমণ্ডিত ত্রিলোকপূজিত অনুপম শৃঙ্গ ছিল। সেই শৃঙ্গে কেহই গমন করিতে সমর্থ হইত না। ভগবান্ ভূতভাবন সেই সুবর্ণপরিশোভিত সুমেরুশৃঙ্গের শিলাতলে উপবেশন করিতেন। শৈল-পুত্রী পার্ব্বতীও সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিতেন। মহানুভব সুরগণ, অমিততেজা বসুগণ, মহাত্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গুহ্যকগণপরিবেষ্টিত যক্ষরাজ কুবের, মহাতপা শুক্র, অঙ্গিরা, সনৎকুমার প্রভৃতি দেবগণ, বিশ্বাবসু, নারদ ও পর্ব্বত প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ, বহুসংখ্যক অপ্সরা এবং অসংখ্য বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক দেবাদিদেবের উপাসনা করিতেন। তথায় নানাগন্ধসমাযুক্ত পবিত্র সমীরণ সতত প্রবাহিত হইত। সর্ব্ব সময়ে সমুদায় ঋতুর পুষ্পপ্রস্ফুটিত হইত। নানারূপধারী বিকটমূর্ত্তি মহাবলপরাক্রান্ত ভূত, পিশাচ ও রাক্ষস প্রভৃতি অনুচরগণ সর্ব্বদা শঙ্করের সন্নিধানে অবস্থান করিত। ভগবান্ নন্দী প্রজ্বলিত শূল ধারণ করিয়া প্রতিনিয়ত তাঁহার সমীপে অবস্থিতি করিতেন। সর্ব্বতীর্থময়ী সরিদ্বরা গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার আরাধনা করিতেন। ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি সুরগণ কর্তৃক এই প্রকারে পূজিত হইয়া সেইসুমেরুশৃঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইলে, প্রজাপতি দক্ষ বিধানানুসারে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রপ্রভৃতি সুরগণ সেই যজ্ঞে গমন করিবার বাসনায় সকলে সমবেত হইয়া মহাদেবের অনুমতিক্রমে অগ্নি ও সূর্য্যসন্নিভ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক হরিদ্বারে গমন করিলেন। শৈলরাজ-দুহিতা তাঁহাদিগকে গমন করিতে দেখিয়া স্বীয় পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কোথায় গমন করিতেছেন, আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন শূলপাণি কহিলেন; দেবি! প্রজাপতি দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, দেবগণ সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেছেন। পার্ব্বতী কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি কি নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করিলেন না? আপনার তথায় গমন করিবার বাধা কি? ত্রিলোচন কহিলেন, প্রিয়ে! পূর্ব্বকালে যজ্ঞভাগ কল্পনার সময় সুরগণ আমার ভাগ নির্দ্দেশ করেন নাই। সেই পূর্ব্বরীতি অনুসারে অদ্যাপি তাঁহারা আমাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন না। তখন সতী কহিলেন, ভগবন্! আপনি রূপ, গুণ, যশ, তেজ ও প্রভাবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আপনাকে অতিক্রম করিতে কেহই

সমর্থ হয় না; অতএব আপনার যজ্ঞভাগ কল্পিত হয় নাই শুনিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। দাক্ষায়ণী শূলপাণিকে এই কথা বলিয়া দুঃখিত-মনে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন ভগবান্ পিনাকপাণি, ত্রিলোচন সতীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া নন্দীকে তথায় অবস্থানের অনুমতি প্রদান করিয়া যোগবলে স্বীয় অনুচরগণের সহিত দক্ষের যজ্ঞস্থানে গমন পূর্ব্বক যজ্ঞধ্বংস করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ সিংহনাদ পরিত্যাগ, কেহ কেহ হাস্য, কেহ কেহ যজ্ঞাগ্নিতে রুধির বর্ষণ ও কেহ কেহ যূপ উৎপাটন পূর্ব্বক পর্য্যটন, কেহ কেহ বা স্বীয় বিকটানন বিস্তার করিয়া যজ্ঞের পরিচারকগণকে গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইল।

মহাদেবের অনুচরগণ এই প্রকার উপদ্রব করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যজ্ঞ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক গগনমার্গে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ভগবান্ মহাদেব যজ্ঞকে মৃগরূপ ধারণ করিয়া পলায়নপরায়ণ দেখিয়া রোষভরে শরাসনে শরসংযোজন পূর্ব্বক তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। যজ্ঞের অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহার বিকট ললাটদেশ হইতে স্বেদবিন্দু বিনির্গত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। ঘর্ম্মবিন্দু নিপতিত হইবামাত্র তথায় কালাগ্নি সদৃশ হুতাশন প্রাদুর্ভূত এবং সেই হুতাশন হইতে এক খর্ব্বাকার, মহাবলশালী কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সমুৎপন্ন হইল। তাহার পরিধান রক্তাম্বর, লোচন রক্তবর্ণ, শ্মশ্রু হরিদ্বর্ণ, এবং শরীর শ্যেন ও উলূকের ন্যায় লোমশ। সেই পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র অগ্নি যে প্রকার কক্ষকে ভস্মীভূত করে, সেই প্রকার ঐ মৃগরূপী যজ্ঞকে ভস্মীভূত করিয়া মহাবেগে ঋষি ও দেবগণের প্রতি ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে দেবগণ নিতান্ত ভীত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইলেন। বসুন্ধরা সেই মহাবলশালী মহাপুরুষের পদভরে কম্পিত হইতে লাগিল এবং সমস্ত জগৎ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এই প্রকারে লোক সকল নিতান্ত বিপদাপন্ন হইলে, সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা দেবদেব মহাদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহেশ্বর! ঐ দেখুন, সমুদায় লোক উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এই সমুদায় ঋষি ও দেবতা আপনার ক্রোধ দর্শনে কিছুতেই সুস্থ হইতে সমর্থ হইতেছেন না। অতএব আপনি অচিরাৎ ক্রোধ সম্বরণ করুন। সুরগণ অদ্যাবধি আপনাকে সমুচিত যজ্ঞাংশ প্রদান করিবেন। আপনার স্বেদবিন্দু হইতে এই যে পুরুষ বিনির্গত হইয়াছে, এ জ্বর নামে বিখ্যাত হইয়া

অবনীমধ্যে পর্য্যটন করিবে; কিন্তু আপনার এই তেজোরাশি একত্র অবস্থান করিলে সমুদায় পৃথিবীও উহা ধারণ করিতে পারিবে না। অতএব আপনি এই তেজোরাশি বহুভাগে বিভক্ত করুন।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া ত্রিলোচনের যজ্ঞভাগ কল্পনা করিলে, তিনি নিতান্ত প্রীতমনে ও গর্ব্বিতবচনে তথাস্তু বলিয়া স্বীয়ভাগ স্বীকার করিলেন। অনন্তর ভূতভাবন ভবানীপতি জীবগণের শান্তিবিধান করিবার নিমিত্ত জ্বরকে নানা ভাগে বিভক্ত করিলেন। নাগগণের শিরঃসন্তাপ, পর্ব্বতের শিলা, সলিলের শৈবাল, ভুজঙ্গের নির্ম্মোক, গোসমুদায়ের পাদরোগ, পৃথিবীর উষরতা, পশুগণের দৃষ্টিপ্রতিরোধ, অশ্বের গলরোগ, ময়ূরের শিখাভেদ, কোকিলের নেত্ররোগ, মেষের পিত্তভেদ, শুকের হিক্কা এবং শার্দ্দূলের শ্রমই জ্বর নামে অভিহিত হয়। ঐ জ্বর স্বনামে প্রসিদ্ধ হইয়া জন্ম, মৃত্যু ও অন্যান্য সময়ে মনুষ্যগণের শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। দেবাদিদেব রুদ্রদেবের ঐ জ্বর নামক নিদারুণ তেজ সকল জীবের নমস্য ও মান্য। দানবেন্দ্র বৃত্র সেই জ্বরাক্রান্ত হইয়া জৃম্ভা পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাহার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই বজ্রাস্ত্র দ্বারা দানবরাজ বৃত্রের শরীর বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে তিনি নারায়ণে নিতান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন বলিয়া, সংগ্রামে বিনষ্ট হইবামাত্র উৎকৃষ্ট বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট বৃত্রাসুরের বৃত্তান্তপ্রসঙ্গে জ্বরোৎপত্তির বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ আছে, তাহা প্রকাশ কর। যিনি অবহিতচিত্তে এই জ্বরোৎপত্তির বিষয় পাঠ করেন, তিনি রোগশূন্য ও সুখী হইয়া পরমানন্দে অভিলষিত ফললাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

চতুরশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮৪।

জনমেজয় কহিলেন, মহাত্মন! বৈবস্বত মনুর অধিকার সময়ে প্রচেতার পুত্র দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ কি প্রকারে বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দক্ষই বা কি প্রকারে ভবানীর দুঃখ সন্দর্শনে কোপান্বিত বিশ্বাত্মা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া সেই যজ্ঞ পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিয়া-

ছিলেন, তাহা বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় বাসনা হই-য়াছে; অতএব আপনি উহা বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে প্রচেতা দক্ষ ঋষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সিদ্ধমহর্ষিপরিসেবিত বিবিধ দ্রুমলতাপরিমণ্ডিত হরিদ্বারে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময় ভূচর, খেচর ও স্বর্গবাসী প্রাণিগণ দক্ষ প্রজাপতির সমীপে সমাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ, হা হা, হুহু, তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু ও বিশ্বসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ; পুরন্দরের সহিত অপ্সরা, আদিত্য, বসু, মরুৎ, রুদ্র ও সাধুগণ; ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণ, উষ্ম-পায়ী, সোমপায়ী, ধূমপায়ী ও ঘৃতপায়ী পিতৃগণ; এবং জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। দেবগণ নিজ নিজ পত্নী সমভিব্যাহারে বিমানারূঢ় হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ আগমন পূর্ব্বক হুতাশনের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

সেই যজ্ঞস্থান এই প্রকারে দেবদানবাদিতে পরিপূর্ণ হইলে, মহা-মতি দধীচি তাঁহাদিকে দর্শন করিয়া রোষভরে কহিলেন, হে মহাশয়-গণ! যে যজ্ঞে ভবানীপতি ত্রিলোচন পূজিত না হন, তাহাকে যজ্ঞ বা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। হায়! কালের কি বিপরীত গতি! তোমরা কেবল বধ ও বন্ধনলাভের নিমিত্ত এই যজ্ঞে আগমন করি-য়াছ। তোমাদিগের যে নিধনকাল ও মহা ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তোমরা মোহ প্রযুক্ত অবগত হইতে পারিতেছ না। পরম যোগী দধীচি এই বলিয়া ধ্যানে মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, মহা-মতি নারদ হর ও পার্ব্বতীর সন্নিধানে উপনীত হইয়া অবস্থান করিতে-ছেন। তখন তিনি এই যজ্ঞস্থলস্থিত ব্যক্তিরা সকলে একপরামর্শ হইয়া মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই বিবেচনা করিয়া যজ্ঞস্থান হইতে অপসৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি পূজ্যের অপমান ও অপূজ্যের অর্চ্চনা করে, তাহাকে নরহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। পূর্ব্বে আমি কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই, এবং কোন কালে মিথ্যা কহিব না; এক্ষণে আমি দেবঋষিগণসমাক্ষে সত্য করিয়া কহিতেছি, জগৎপতি যজ্ঞভোক্তা ভগবান্ পশুপতি অবিলম্বেই এই যজ্ঞস্থলে আগমন করিবেন।

মহামতি দক্ষ দধীচির এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! ইহলোকে জটাজুটধারী শূলপাণি একাদশ

রুদ্র বিদ্যমান রহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে মহাদেব কে? তাহা আমি অবগত নহি।

তখন দধীচি কহিলেন, দক্ষ! তোমরা সকলে একমতাবলম্বী হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে নিমন্ত্রণ না করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়াছ; কিন্তু আমার মতে তাঁহার সদৃশ শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেহই নাই। অতএব যখন তুমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ কর নাই, তখন যে তোমার যজ্ঞ বিনষ্ট হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

দক্ষ কহিলেন, তপোধন! যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর নিমিত্ত এই মন্ত্রপূত হবি সুবর্ণপাত্রে সংস্থাপিত রহিয়াছে। আমি ঐ যজ্ঞভাগদ্বারা সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত করিব। মহাতপা দধীচি ও দক্ষের এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা হইতে লাগিল।

এ দিকে কৈলাসপর্ব্বতে ভগবতী ভবানী স্বীয় স্বামীর নিমন্ত্রণ না হওয়াতে দুঃখিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি প্রকার দান বা তপোনুষ্ঠান করিলে, আমার পতি ভগবান্ শূলপাণি যজ্ঞের অর্দ্ধ বা তৃতীয় ভাগ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

তখন সেই নিত্যসন্তুষ্ট ভগবান্ ত্রিলোচন স্বীয় পত্নীর এইরূপ খেদোক্তি শ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কৃশাঙ্গি! আমি সমুদায় যজ্ঞের ঈশ্বর। আমার প্রতি কিরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা তুমি অবগত হইতে পার নাই। আজি তোমার মোহনিবন্ধনই ইন্দ্রাদি দেবতা ও ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণ মুগ্ধ হইয়াছে। ধ্যানবিহীন অসাধু ব্যক্তিগণ কোনক্রমেই আমাকে অবগত হইতে পারে না। স্তুতিপাঠকগণ যজ্ঞে আমারই স্তুতিপাঠ করিয়া থাকে; সামবেদী ব্রাহ্মণগণ আমাকেই উদ্দেশ করিয়া সামবেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করেন; ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মযজ্ঞে আমারই উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং ঋত্বিক্গণ আমাকেই যজ্ঞভাগ প্রদান করেন।

দেবী কহিলেন, ভগবন্! অতি সামান্য লোকও স্ত্রীজনসাক্ষাতে আপনার প্রশংসা ও গর্ব্ব করিতে পারে।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! আমি আত্মশ্লাঘা করি নাই। এক্ষণে তোমার প্রীতিসম্পাদনার্থ এক মহাবীরের সৃষ্টি করিতেছি, অবলোকন কর। ভূতভাবন ত্রিলোচন সতীকে এই কথা কহিয়া মুখ হইতে এক ভীষণ পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। তাহার নাম বীরভদ্র। বীরভদ্র ভগবান্ ত্রিলোচনের মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র দেবদেব তাঁহাকে কহিলেন, তুমি সত্বরে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট কর। তখন সেই শিববদনবিনির্গত

সিংহসদৃশ বীরপুরুষ দেবী ভবানীর ক্রোধশান্তি করিবার নিমিত্ত দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিতে অভিলাষী হইলেন। ঐসময় দেবীর ক্রোধসম্ভূতা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিধারিণী মহাকালী সেই বীরপুরুষের অনুগমন করিলেন।

অনন্তর সেই ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় অনন্তবলবীর্য্যসম্পন্ন অতুল শৌর্য্যশালী মূর্ত্তিমান্ ক্রোধস্বরূপ মহাবীর ভগবান্ ত্রিলোচনকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার সমুদায় লোমকূপ হইতে অসংখ্য রুদ্রগণের সৃষ্টি করিলেন। ভীমরূপ মহাকায় বীরগণ সৃষ্ট হইবামাত্র কিলকিলাশব্দে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করত বীরভদ্রসমভিব্যাহারে দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে নিক্রান্ত হইল। তাহাদের ভীষণ ধ্বনিতে দেবগণ ভীত হইয়া উঠিলেন; পর্ব্বত সমুদায় বিদীর্ণ, বসুমতী বিকম্পিত, বায়ু বিঘূর্ণিত ও সলিল ক্ষুভিত হইতে লাগিল। হুতাশন ও প্রভাকর প্রভাশূন্য হইলেন। চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রগণ আর প্রকাশিত হইল না। দেবতা, ঋষি ও মনুষ্যগণ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। ভূতগণ যজ্ঞস্থল দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ তত্রত্য ব্যক্তিদিগকে প্রহার ও কেহ কেহ যূপোৎপাটন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ কেহ বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ যজ্ঞপাত্র ও আভরণ সমুদায় চূর্ণ করিয়া ফেলিল। পর্ব্বতোপম অন্নপানের স্তূপ সমুদায় ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন, গগনমণ্ডলে নক্ষত্রগণ সমুদিত হইয়াছে। ভূতগণ ক্ষীর, ঘৃত, পায়স, দধি, খণ্ড, শর্করা ও মাংস প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য এবং উৎকৃষ্ট পেয় সকল নানাবিধ মুখদ্বারা ভোজন ও পান করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ ভোজ্য দ্রব্য সমস্ত দশন দ্বারা ছেদন ও কেহ কেহ বা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ সুরসৈন্যগণকে ভীত ও কুপিত করিয়া ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ কেহ সুররমণীদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

মহাবীর বীরভদ্র এই প্রকারে ক্রোধপ্রভাবে ভূতগণের সাহায্যে সেই সর্ব্বদেবসুরক্ষিত যজ্ঞস্থল দগ্ধ করিয়া মৃগরূপী পলায়মান যজ্ঞের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে ভীষণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মাদি সুরগণ ও প্রজাপতি দক্ষ বীরভদ্রের সমীপে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি কে? তখন বীরভদ্র দক্ষকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি রুদ্র বা দেবী পার্ব্বতী নহি। আমি এই যজ্ঞ স্থলে ভোজন বা কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া

ব্রাহ্মণদিগকে সন্দর্শন করিতে আগমন করি নাই। দেবী পার্ব্বতী দুঃখিত হওয়াতে সর্ব্বাত্মক ভগবান্ রুদ্র স্বয়ং রোষাবিষ্ট হইয়াছেন। আমি তাঁহারই অনুমতিক্রমে তোমার এই যজ্ঞধ্বংস করিবার মানসে উপস্থিত হইয়াছি। আমার নাম বীরভদ্র; আমি রুদ্রদেবের ক্রোধানল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি। আর দেবী পার্ব্বতীর ক্রোধ হইতে এই বীরনারী সম্ভূত হইয়াছেন। ইহাঁর নাম ভদ্রকালী। আমরা উভয়ে রুদ্রদেবের আদেশানুসারে তোমার এই যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে তুমি সেই দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হও। অন্য দেবতার নিকট বরগ্রহণ করা অপেক্ষা তাঁহার ক্রোধে নিপতিত হওয়াই শ্রেয়।

মহাবীর বীরভদ্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মশীল দক্ষ তাঁহার বাক্যানুসারে মহাদেবকে নমস্কার করিয়া স্তুতিদ্বারা তাঁহার সন্তোষসম্পাদনার্থ কহিলেন, আমি সেই নিত্য, নিশ্চল, অবিনশ্বর, বিশ্বপতি দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হইলাম। তখন প্রজাপতি দক্ষ এইরূপ স্তব করিলে, সহস্র সূর্য্যসঙ্কাশ সম্বর্ত্তকসদৃশ ভগবান্ রুদ্র প্রসন্ন হইয়া প্রাণায়াম ও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে সেই ভূতপিশাচোপক্রান্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে সহসা সমুত্থিত হইলেন এবং দক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমি তোমার কি উপকার করিব? প্রজাপতি দক্ষ তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র নিতান্ত ভীত হইয়া বাষ্পপূর্ণলোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমাকে প্রিয়পাত্র বোধ করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক বর প্রদান করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে আমার যে সমুদায় দ্রব্য দগ্ধ, ভক্ষিত, পীত, বিনষ্ট, চূর্ণীকৃত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেই সমুদায় বহুকালে ও বহুযত্নে সঞ্চিত যজ্ঞীয় দ্রব্য যেন নিষ্ফল না হয়। তখন ধর্ম্মাধ্যক্ষ ভগবান্ ত্রিলোচন তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ ভগবান্ বিরূপাক্ষ হইতে এই প্রকার বর লাভ করিয়া ধরাতলে জানুদ্বয় সংস্থাপন পূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্র নাম কীর্ত্তন করত রুদ্রদেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রজাপতি দক্ষ যে যে নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবাদিদেব রুদ্রদেবের স্তব করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় নাম শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি অদ্ভুতকর্ম্মা মহাদেবের গুপ্ত ও প্রকাশিত নাম সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যজ্ঞাবসানে প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে স্তব করিয়া কহিলেন, হে দেবদেবেশ! তুমি অসুরগণের দর্পচূর্ণ করিয়াছ। তোমা হইতেই বলদৈত্য বিনষ্ট হইয়াছে। দেবতা ও দানবগণ সর্ব্বদাই তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তুমি সহস্রলোচন, বিরূপাক্ষ, ত্র্যম্বক ও যজ্ঞেশ্বর। তোমার হস্ত, পাদ, মস্তক, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ সর্ব্বত্র বিরাজিত হইতেছে। তুমি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুম্ভকর্ণ, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ ও পাণিকর্ণ। তুমি সাগরমধ্যে অবস্থান করিয়া থাক। তুমি শতোদর, শতাবর্ত্ত, শতজিহ্ব; তোমাকে নমস্কার। গায়ত্রী ও সূর্য্যের উপাসকগণ তোমাকেই গায়ত্রী ও সূর্য্যরূপে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। মনীষিগণ তোমাকেই ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও আকাশবৎ নির্লিপ্ত বলিয়া স্বীকার করেন। তুমি অর্ণব ও আকাশের ন্যায় মহামূর্ত্তি। গোকুল যে প্রকার গোষ্ঠমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে, দেবগণ সেই প্রকার তোমারই মূর্ত্তিমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। আমি তোমার দেহমধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, হুতাশন, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও বৃহস্পতিকে সন্দর্শন করিতেছি। তুমি কার্য্য, কারণ, ক্রিয়া ও করণ। তুমিই স্থূল সূক্ষ্মের উৎপত্তি ও নাশের হেতু। তুমি ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, অন্ধকঘাতী, ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ, ত্রিশূলপাণি, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র ও ত্রিপুরহন্তা। তুমি চণ্ড, কুণ্ড, অণ্ড, অণ্ডধারী, দণ্ডী, সমকর্ণ, দণ্ডিমুণ্ড, ঊর্দ্ধদংষ্ট্র, ঊর্দ্ধকেশ, বিশুদ্ধ, বিশ্বময়, বিলোহিত, ধূম্র ও নীলগ্রীব; তোমাকে নমস্কার। তোমার সদৃশ আর কেহই নাই। তোমার রূপ নানা প্রকার। তুমি পরম কল্যাণময়। তুমি সূর্য্যমণ্ডল, তুমি সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণ এবং তুমিই সূর্য্যধ্বজ ও সূর্য্যপতাকাসম্পন্ন। তুমি প্রমথনাথ, বৃষস্কন্ধ, ধনুর্দ্ধর, শত্রুমর্দ্দন ও দণ্ড। তুমি পর্ণচীর পরিধান করিয়া থাকে। তুমি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যকবচ, হিরণ্যচূড় ও হিরণ্যপতি; তোমাকে নমস্কার। তুমি স্তুত্য ও স্তূয়মান। তুমি সর্ব্ব, সর্ব্বভক্ষ ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তুমি হোত্র, মন্ত্র ও শুক্লবর্ণ ধ্বজ-

পতাকাসম্পন্ন। তুমি আকাশস্বরূপ, জীবগণের নাভিস্বরূপ ও কিলকিলা-স্বরূপ। তুমি আবরকদিগের আবরক, কৃশনাশ, কৃশাঙ্গ, কৃশ ও সংহৃষ্ট। তুমি শয়ান, উত্থিত, অবস্থিত, ধাবমান, মুণ্ড, জটিল এবং নৃত্য ও গালবাদ্য-নিরত। তোমার সর্ব্বাগ্রে পূজাপ্রাপ্ত হইবার বাসনা নাই। তুমি নিরন্তর গীতবাদ্যে আসক্ত রহিয়াছ। তুমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বলনিসূদন, কালনাথ এবং কল্প, প্রলয় ও উপপ্রলয়স্বরূপ। তুমি দুন্দুভিনিঃস্বনের ভীষণ শব্দের ন্যায় হাস্য করিয়া থাক। তুমি ভীমব্রতধারী, উগ্র, দশবাহুসম্পন্ন ও কপালপাণি। তুমি চিতাভস্মপ্রিয়, ভীষণ ও ভীম। তুমি বিকৃতবক্ত্র, খড়্গজিহ্ব, দংষ্ট্রী, যজ্ঞীয় পক্ব ও অপক্ব মাংসলুব্ধ এবং তুম্বীযুক্ত বীণাপ্রিয়। তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, ধর্ম্মের হিতকারী, বৃষশ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মস্বরূপ। তুমি বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী, নিয়ন্তা, প্রাণিগণের পাককর্ত্তা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বরস্বরূপ ও বরদ। তুমি বিচিত্র গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্রে সমলঙ্কৃত। তুমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বর প্রদান করিয়া থাক। তুমি রাগবান্, রাগবিহীন, ধ্যানকর্ত্তা ও অক্ষমালাধারী। তুমি মিলিত ও পৃথক্। তুমি ছায়া, আতপ, উষ্মা ও গন্ধস্বরূপ। তুমি অঘোর ও ঘোররূপ এবং অতিশয় ঘোরতর। তুমি শিব, শান্ত ও শান্ততম। তুমি একচরণ, বহুনেত্র, একমস্তক, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রবস্তুতে লুব্ধ ও সংবিভাগপ্রিয়। তুমি বিশ্বকর্ম্মা, শিখণ্ড, শমগুণসম্পন্ন, অরাতিকুলভীষণ ঘণ্টাধারী এবং ঘণ্টানাদ ও অনাহত ধ্বনিস্বরূপ। তুমি শত সহস্র ঘণ্টাধারী, ঘণ্টামালাপ্রিয় ও ঘণ্টার ন্যায় শব্দায়মান প্রাণবায়ুস্বরূপ। তুমি হুহুঙ্কারস্বরূপ, হুহুঙ্কারপ্রিয়, দেবশ্রেষ্ঠ, শমদমাদিগুণযুক্ত ও গিরিবৃক্ষনিবাসী। তুমি শৃগালের ন্যায় হৃদয়াদির মাংসপ্রিয়, পাপমোচনের কারণ এবং যজ্ঞ, যজমান, হুত ও প্রহুতস্বরূপ। তুমি ঋত্বিক্, জিতেন্দ্রিয়, সত্ত্ব ও রজোগুণসম্পন্ন এবং তট, নদী ও সাগরস্বরূপ। তুমি অন্নপ্রদ, অন্নপতি ও অন্নভোক্তা। তুমি সহস্রশীর্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রশূলধারী ও সহস্রলোচন। তুমি বালার্কসদৃশ প্রভাসম্পন্ন, বালরূপধারী, বালানুচরগুপ্ত ও বালক্রীড়নক। তুমি বৃদ্ধ, লুব্ধ, ক্ষুব্ধ ও ক্ষোভন। তুমি তরঙ্গাঙ্কিতকেশ, মুঞ্জকেশ, ষট্‌কর্ম্মপরিতুষ্ট ও ত্রিকর্ম্মনিরত। তুমিই সমুদায় বর্ণাশ্রমবাসীর কার্য্য ভিন্ন ভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছ। তুমি শব্দিত, শব্দ ও কোলাহলস্বরূপ। তুমি শ্বেত, পিঙ্গল, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ লোচনযুক্ত। তুমি জিতশ্বাস, কৃশ এবং আয়ুধ ও বিদারণস্বরূপ। তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাক। তুমি সাংখ্য, সাংখ্যযুক্ত ও সাংখ্যযোগ প্রকাশকর্ত্তা।

তুমি চতুষ্পথনিকেতন ও চতুষ্পথনিরত। তোমার শরীরে কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়রূপে ও সর্প যজ্ঞোপবীতরূপে শোভমান হইতেছে। তুমি ঈশান, কুলিশের ন্যায় কঠিন কলেবর সম্পন্ন, পিঙ্গলকেশযুক্ত, ত্র্যম্বক, অম্বিকাধিপতি এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ। তুমি কাম, কামদ ও কামঘ্ন। তুমি তৃপ্ত ও অতৃপ্তের বিচারকর্ত্তা। তুমি সর্ব্ব, সর্ব্বদ, সর্ব্বঘ্ন ও সন্ধ্যা-রাগ স্বরূপ। তুমি মহাবল, মহাবাহু, মহাসত্ত্ব, মহাদ্যুতি ও মহামেঘকদ-ম্বের সদৃশ। তুমি স্থূল, জীর্ণাঙ্গ, জটিল ও বল্কলাজিনধারী। তুমি সূর্য্য ও হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত জটাধারী, বল্কলাজিনসম্পন্ন, সহস্রসূর্য্যসদৃশ; নিত্য তপোনুষ্ঠাননিরত ও উন্মাদন। আবর্ত্তসঙ্কুল গঙ্গাসলিলে তোমার জটাজূট আর্দ্র হইয়াছে। তুমি বারম্বার চন্দ্র, যুগ ও মেঘসমূহের পরি-বর্ত্তন করিতেছ। তুমি অন্ন, অন্নভোক্তা, অন্নদাতা, অন্নপালক ও অন্নস্রষ্টা। তুমি পাককর্ত্তা, পক্কভুক্ এবং পবন ও অগ্নিস্বরূপ। তুমি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। তুমি সর্ব্বদেবের ঈশ্বর এবং সমস্ত চরাচরের সৃষ্টি ও সংহার কর্ত্তা। ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতগণ তোমাকে ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য, মনের উৎপত্তিস্থান এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, ঋগ্বেদ, সামবেদ ও ওঙ্কারস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞ সামবেদী মহাত্মারা সামগান সময়ে হায়ি হায়ি হুবা হোয়ি ইত্যাদি স্তোত্র দ্বারা সতত তোমার স্তব করেন। তুমি ঋক, যজু ও আহুতিস্বরূপ। তুমি বেদ, উপনিষদ ও শ্রুতিতে গীত হইয়া থাক। তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অধম জাতি সমুদায় স্বরূপ। তুমি মেঘ, বিদ্যুৎ, মেঘনির্ঘোষ এবং সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, যুগ, নিমেষ, ক্ষণ, নক্ষত্র, গ্রহ ও কলা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। তুমি বৃক্ষসকলের মূল, পর্ব্বত সকলের শিখর, মৃগগণমধ্যে ব্যাঘ্র, বিহঙ্গমগণমধ্যে গরুড়, ভুজঙ্গগণমধ্যে বাসুকি, সাগর-মধ্যে ক্ষীরোদ, যন্ত্রমধ্যে ধনু, অস্ত্রমধ্যে বজ্র এবং ব্রতমধ্যে সত্যস্বরূপ। তুমি দ্বেষ, ইচ্ছা, রাগ, মোহ, ক্ষমা, অক্ষমা, চেষ্টা, ধৈর্য্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, জয় ও পরাজয়স্বরূপ। তুমি গদা, শর, শরাসন, খট্টাঙ্গ, ও ঝর্ঝর-ধারী। তুমি ছেদ, ভেদ ও প্রহারকর্ত্তা। তুমি সকলকে সৎপথ প্রদর্শন ও সন্তাপ প্রদান করিয়া থাক। তুমি গঙ্গা, সাগর, নদী, পল্বল, সরোবর, লতা, তৃণ, ওষধি, মৃগ, পক্ষী ও পশুস্বরূপ। তোমা হইতেই পৃথিব্যাদি ও অন্যান্য কার্য্য সমুদায় সম্ভূত হইয়া থাকে। তুমি যথাসময়ে ফল পুষ্প প্রদান কর। তুমি বেদের আদি ও অন্ত এবং গায়ত্রী ও ওঙ্কারস্বরূপ। তুমি হরিৎ, লোহিত, নীল, কৃষ্ণ, রক্ত, অরুণ, কদ্রু, কপিল, কপোত ও

মেচকাদি বর্ণস্বরূপ। তুমি বর্ণবিহীন, তুমি উত্তমবর্ণ এবং তুমিই বর্ণ কর্ত্তা। তোমার উপমা নাই। তোমার নাম উৎকৃষ্ট বর্ণ এবং তুমি উৎকৃষ্ট বর্ণে অতিশয় ভক্তিমান্। তুমি যম, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, অনল, গ্রহণ, রাহু, সূর্য্য, অগ্নি, হোত্র, হোতা ও হবনীয় দ্রব্যস্বরূপ। তুমি সামবেদের ত্রিসুপর্ণ ও যজুর্ব্বেদের রুদ্রাধ্যায় স্বরূপ। তুমি পবিত্রদিগের পবিত্র ও মঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ। তুমি অচেতন পদার্থকে সচেতন করিয়া থাক। তুমি জীবাত্মা, পরমাত্মা, দেহ, প্রাণ এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ স্বরূপ। তুমি আয়ু ও হর্ষ এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, উন্মেষ, নিমেষ, ক্ষুধা ও জৃম্ভা স্বরূপ। তোমার লোচন লোহিতবর্ণ, আস্যদেশ ও উদর বিস্তীর্ণ, লোম সকল সূচির ন্যায় ও শ্মশ্রু হরিৎবর্ণ। তুমি ঊর্দ্ধকেশ ও অত্যন্ত চঞ্চল। তুমি গীতবাদ্যে নিতান্ত অনুরক্ত ও উহার সবিশেষ তত্ত্বজ্ঞ। তুমি জলচর মৎস্য, জালস্থিত মৎস্য, সম্পূর্ণ কেলিপ্রিয় ও কলহপ্রিয়। তুমি কাল, অকাল, অতিকাল ও দুষ্কালস্বরূপ। তুমি মৃত্যু, ক্ষুর, ক্ষৌর-কর্ম্মপারগ, মিত্র ও অমিত্রহন্তা। তুমি মেঘমালী, মহাদংষ্ট্র এবং সম্বর্ত্তক ও বলাহক মেঘ স্বরূপ। তুমি প্রকাশবান্, অপ্রকাশ, অন্তর্যামী, ঘণ্টাধারী ও রুদ্র। তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থের সহিত সমবেত হইয়া ক্রীড়া কর। তুমি অগ্নির স্বাহা, পরমহংস ও ত্রিদণ্ডধারী। তুমি চারি-যুগ, চারিবেদ ও চারি অগ্নিস্বরূপ। তুমি চারি আশ্রমবাসীদিগের উপদেষ্টা। তোমা হইতেই বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি অক্ষপ্রিয়, ধূর্ত্ত ভূতগণের ঈশ্বর, রক্ত মাল্যাম্বরধারী গিরিশ ও কষায়প্রিয়। তুমি প্রচণ্ড, শিল্পি, শিল্পিগণের অগ্রগণ্য ও সমুদায় শিল্পকর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমিই ভগের নেত্র ও সূর্য্যের দন্ত উৎপাটন করিয়াছ। তুমি স্বাহা, স্বধা, বষট্কার ও নমস্কার স্বরূপ। তুমি গূঢ়ব্রতধারী, গূঢ়তপস্বী এবং প্রণব ও আকাশ স্বরূপ। তুমি সমুদায়ের আদি কর্ত্তা। তুমিই সমুদায় একত্র স্থাপন ও সমুদায়ের সংহার কর। তুমি সকলেরই আশ্রয়স্থান, তোমার আশ্রয় কেহই নাই। তুমি ব্রহ্ম, তপস্যা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও সরলতা স্বরূপ। তুমি জীবের আত্মা এবং তোমা হইতেই আকাশাদি পদার্থ সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমানের আদিকারণ। তুমি ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, শাশ্বত জিতেন্দ্রিয় ও মহেশ্বর। তুমি দীক্ষিত, অদীক্ষিত, ক্ষমাশীল, দুর্দ্দান্ত ও দুর্দ্দান্তদিগের শাসনকর্ত্তা। তুমি মাস, কল্প, সম্বর্ত্ত ও সৃষ্টির আদিকারণ। তুমি কাম, রেতঃ, সূক্ষ্ম স্থূল ও কর্ণিকারমা-লাপ্রিয়। তুমি নন্দিমুখ, ভীমমুখ, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, চতুর্ম্মুখ বহুমুখ, অগ্নিমুখ

ও নির্ম্মুখ। তুমি নারায়ণ, নির্লিপ্ত, অনন্ত ও বিরাট্। তোমা হইতেই অধর্ম্ম নিরাকৃত হইয়া থাকে। তুমি মহাপার্শ্ব, প্রচণ্ডমূর্ত্তিধারী ও ভূতগণের অধিপতি। কৃষ্ণাবতার সময়ে গোধনরক্ষাকালে গোনাদ পরিত্যাগ এবং গোবর্দ্ধন ধারণ পূর্ব্বক গোকুল রক্ষা করিয়াছিলে। মহাবৃষ তোমার বাহন। তুমি ত্রিলোকের রক্ষাকর্ত্তা, গোবিন্দ ও ইন্দ্রিয়গ্রামের পরিচালক। ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অচল, ত্রিলোকধারণের স্তম্ভ, নিষ্কম্প ও কম্পস্বরূপ। তুমি দুর্নিবার, দুঃসহ ও দুরতিক্রম। তুমি দুর্দ্ধর্ষ ও দুষ্প্রকম্প। কেহই তোমাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না। তুমি জয়, দুর্জ্জয়, শীঘ্রগামী, মনোব্যথানাশক এবং চন্দ্র, যম, শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা ও জরা স্বরূপ। তুমি আধিব্যাধি ও ব্যাধিনাশক। তুমি মৃগরূপধারী যজ্ঞের ব্যাধ স্বরূপ। তোমা হইতেই ব্যাধি সমুদায়ের গমনাগমন হইয়া থাকে। তুমি শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ ও পুণ্ডরীকবনবাসী। তুমি দণ্ডধারী, ত্র্যম্বক, উগ্রদণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকর্ত্তা। তুমি জগন্নাথ, সুরশ্রেষ্ঠ ও মরুৎপতি। তুমি বিষাগ্রগণ্য কালকূট পান করিয়াছ এবং তুমিই সোমরস, ক্ষীর, অমৃত, মধু ও আজ্য পান করিয়া থাক। তুমি মৃত্যু হইতে রক্ষা ও ব্রহ্মানন্দ অনুভব কর। তুমি হিরণ্যরেতা; তুমি স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক; তুমি বালক, যুবা ও গলিতদন্ত বৃদ্ধ; তুমি নাগেন্দ্র, ইন্দ্র, বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বস্রষ্টাদিগের শ্রেষ্ঠ; তুমি বিশ্বরূপ, বিশ্বমুখ ও বিশ্ববাহু। চন্দ্র সূর্য্য তোমার দুই চক্ষু, ব্রহ্মা তোমার বুদ্ধি, সরস্বতী তোমার বাক্য, অনল ও অনিল তোমার বল। দিবা রাত্রি তোমার চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও প্রাচীন মহর্ষিগণ তোমার মাহাত্ম্য সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারেন না। তোমার সূক্ষ্ম মূর্ত্তি সকল আমাদিগের দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহে। অতঃপর পিতা যেরূপ ঔরসজাত পুত্রকে রক্ষা করেন, তুমি সেইরূপ আমাকে রক্ষা কর। তোমাকে বারংবার নমস্কার। তুমি ভক্তের প্রতি সাতিশয় কৃপা প্রকাশ কর। আমিও তোমার নিতান্ত ভক্ত; সুতরাং আমার প্রতি অনুকম্পা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি নিতান্ত দুর্লক্ষ্য হইয়া বহুসংখ্য লোককে আবরণ পূর্ব্বক সাগরপারে অবস্থান করিতেছেন, যিনি আমাকে সতত রক্ষা করেন, যোগিগণ সত্ত্বগুণাবলম্বী নিদ্রাপরিবর্জ্জিত জিতশ্বাস জিতেন্দ্রিয় হইয়া যাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপে সন্দর্শন করিয়া থাকেন, সেই যোগাত্মাকে নমস্কার। যিনি জটাজূটমণ্ডিত, দণ্ডধারী ও লম্বোদর এবং যিনি অনবরত কমণ্ডলুরূপ তূণীর ধারণ করিতেছেন,

সেই ব্রহ্মাত্মাকে নমস্কার। যাঁহার কেশপাশে জলধর, অঙ্গসন্ধিমধ্যে নদী সমুদায় এবং জঠরে চারি সমুদ্র বিরাজিত রহিয়াছে, সেই সলিলাত্মাকে নমস্কার। তিনি যুগান্তকাল সমাগত হইলে, জীবগণকে সংহার পূর্ব্বক সলিলমধ্যে শয়ন করেন, আমি সেই সলিলশায়ীর শরণাপন্ন হইলাম। যিনি রাহুমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক যামিনীযোগে কুমুদিনীপতিকে এবং দিবাভাগে দিবাকরকে গ্রাস করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মাদি দেব ও পিতৃগণ তোমা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া প্রফুল্লমনে স্বধা স্বাহাপ্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণসহকারে প্রদত্ত যজ্ঞভাগ সকল গ্রহণ করেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। যে সমুদায় অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সকল দেহীর দেহে অবস্থান করিতেছেন, সেই সমস্ত জীবরূপীরুদ্র নিরন্তর আমার রক্ষা ও তৃপ্তিসাধন করুন। যাঁহারা দেহমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক স্বয়ং রোদন না করিয়া দেহীদিগকে রোদন করাইয়া থাকেন, যাঁহারা স্বয়ং হৃষ্ট না হইয়া দেহীদিগকে হৃষ্ট করেন, সেই সমুদায় অহঙ্কাররূপীরুদ্রকে আমি সতত নমস্কার করি। যাঁহারা নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গিরিগুহা, তরুমূল, গোষ্ঠ, নিবিড় অরণ্য, চতুষ্পথ, রথ্যা, চত্বর, নদীতট, হস্ত্যশ্বরথশালা, জীর্ণোদ্যান, পঞ্চভূত, দিক্, বিদিক্, চন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্রসূর্য্যের রশ্মিজাল, রসাতল ও রসাতলের অতীত স্থানে অবস্থান করিতেছেন, এবং যাঁহাদিগের সংখ্যা, প্রমাণ, ও রূপ নাই, সেই রুদ্রগণকে সহস্র সহস্র নমস্কার। হে রুদ্র! তুমি সর্ব্বভূতস্রষ্টা, সর্ব্বভূতের পতি ও সকলের অন্তরাত্মা; এই নিমিত্ত আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই। ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তোমারই অর্চ্চনা করিতে হয়। তুমি সকলের কর্ত্তা। এই জন্য আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই। অথবা আমি তোমার দুরবগাহ মায়াপ্রভাবে নিতান্ত বিমোহিত হইয়াছিলাম; এই জন্য তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি রজোগুণাবলম্বী; এই জন্যই তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই। এক্ষণে আমি হৃদয় মন ও বুদ্ধি তোমাতেই সমর্পণ করিয়াছি। প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে এই প্রকারে স্তব করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন ভগবান্ রুদ্র দক্ষের প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ত্বৎকৃত স্তুতিবাদশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আর স্তব করিবার প্রয়োজন নাই। আমি কহিতেছি, তুমি আমার প্রসাদে সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল এবং সমুদায় লোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে সর্ব্বদা আমার

সন্নিধানে অবস্থান করিতে পারিবে। আমি যে পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পে তোমার যজ্ঞে বিঘ্নানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা তুমি বারম্বার প্রত্যক্ষ করিয়াছ; অতএব এই কল্পে আমা কর্তৃক তোমার যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মিয়াছে বলিয়া তুমি কিছুমাত্র দুঃখ করিও না। আমি পুনর্ব্বার তোমাকে আর একটি বর-প্রদান করিতেছি, তুমি প্রসন্নবদনে একমনে তাহা শ্রবণ ও গ্রহণ কর। আমি ষড়ঙ্গ বেদ, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র হইতে যুক্তি অনুসারে পাশুপতধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াছি। সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সুরাসুরগণের পক্ষেও নিতান্ত কঠিন। উহার প্রভাবে সর্ব্বসময়ে শুভ ফল লাভ করা যায়। সকল আশ্রমীরই উহাতে অধিকার আছে। অল্পকালের মধ্যেই উহাতে সিদ্ধি-লাভ হয়। উহা সদ্যোজাতাদি পঞ্চ মন্ত্রসংযুক্ত ও নিতান্ত গোপনীয়। উহাতে অজ্ঞানিদিগের প্রবৃত্তি জন্মে না। বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের সহিত উহার অধিকাংশেই সাদৃশ্য নাই; কেবল কোন কোন অংশে সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সিদ্ধান্তশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই উহার উপযোগিতা অনুধাবন করিতে সমর্থ হন। সর্ব্বাশ্রম-ত্যাগী পরমহংসাদিই উহা অবলম্বনের উপযুক্ত পাত্র। ঐ পাশুপত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে প্রভূত ফল লাভ করা যায়। তুমি মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে সেই পাশুপত ধর্ম্মের সমুদায় ফল প্রাপ্ত হও। তোমার মানসিক সন্তাপ অপনীত হউক। অমিতপরাক্রম ভগবান্ মহাদেব দক্ষকে এই প্রকার বর প্রদান করিয়া দেবী পার্ব্বতী ও অনুচরগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! যে মনুষ্য এই দক্ষোক্ত বেদসম্মত রুদ্রদেব স্তব শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবে, সে নিরাপদে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে। ভগবান্ মহা-দেব যেরূপ সমুদায় দেবগণের প্রধান, সেইরূপ এই দক্ষকৃত শিবস্তব ও সমুদায় স্তব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি যশ, রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য ও ব্রহ্ম প্রাপ্তির অভিলাষী হয়, সে ভক্তিসহকারে এই স্তব শ্রবণ করিবে। যাহারা ব্যাধিপীড়িত, দুঃখিত, তস্করোপদ্রুত, ভীত ও রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে, তাহারা এই স্তব শ্রবণ করিলে অনায়াসে ভয়শূন্য হইতে পারে। এই স্তব পাঠ করিলে এই শরীরেই রুদ্রানুচরগণের সাদৃশ্য এবং অসাধারণ তেজ ও যশোলাভ হইয়া থাকে। যাহাদিগের ভবনে এই স্তব পাঠ হয়, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ বা বিনায়কগণে তাহাদিগের কোন উপদ্রব করিতে পারে না। যে রমণী শিবভক্তিপরায়ণা ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া এই স্তব শ্রবণ করে, তাহার পিতৃ ও মাতৃকুলে দেবতুল্য সম্মানলাভ হয়,

সন্দেহ নাই। যিনি সমাহিতচিত্তে এই স্তব শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সতত সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন ও অভিলাষ সফল হয়। যে মনুষ্য ভক্তিসহকারে যথাবিধি দেবাদিদেব মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, ভগবতী ও নন্দীকে বলি প্রদান করিয়া একাগ্রচিত্তে যথাক্রমে ইহাঁদিগের নাম স্মরণ করে, তাহার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হয়। সে পরকালে বহুকাল সুরলোকে বাস করিয়া থাকে এবং কখনই তাহাকে তির্য্যক্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! পরাশরপুত্র ভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ং এই স্তবের এই প্রকার ফল শ্রুতিকীর্ত্তন করিয়াছেন।

ষড়শীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে মনুষ্যগণ যে অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহা কি প্রকার ও কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি যে শাস্ত্র সর্ব্বজ্ঞানসাধন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি তোমার নিকট সেই শাস্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও জ্যোতি এই পঞ্চ মহাভূতই সমস্ত জীবের উৎপত্তি ও নাশের কারণ। উর্ম্মিমালা যেরূপ সমুদ্রে উদ্ভূত ও বিলীন হয়, সেইরূপ জীবগণের কলেবর পঞ্চভূতের সমষ্টি হইতেই উৎপন্ন হয় এবং এই পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া থাকে। কূর্ম্মের অঙ্গ সমুদায় যে প্রকার একবার তাহার শরীর হইতে বহির্গত হইয়া পুনর্ব্বার তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূত সকল মহাভূত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার মহাভূতেই বিলীন হইয়া থাকে। আকাশ হইতে শব্দ, পৃথিবী হইতে কঠিনাংশ, বায়ু হইতে প্রাণ, সলিল হইতে রস ও তেজ হইতে রূপ সমুৎপন্ন হয়। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীই শব্দাদিগুণসম্পন্ন। উহারা বারংবার ভূতকর্ত্তা পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত ও প্রলয়কালে তাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকে। ভূতভাবন পরমেশ্বর পঞ্চ মহাভূত দ্বারাই কলেবরের সমুদায় অংশ কল্পিত করিয়া দিয়াছেন। শব্দ, শ্রোত্র ও ছিদ্র সকল আকাশের গুণ; রস, মেদ ও জিহ্বা সলিলের গুণ; রূপ, চক্ষু ও জঠরানল তেজের গুণ; স্নেহ বস্তু, ঘ্রাণ ও শরীর ভূমির গুণ এবং প্রাণ, স্পর্শ ও চেষ্টা বায়ুর গুণ। এই আমি তোমার নিকট পঞ্চভূতের গুণ সকল কীর্ত্তন করিলাম।

জগদীশ্বর ঐ সকল শব্দাদিগুণের সৃষ্টি করিয়া সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ এবং কাল, কর্ম্ম, বুদ্ধি ও মনের সহিত উহাদিগের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধি মনুষ্যদেহের পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমুদায় স্থানের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে। মনুষ্যশরীরে পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জীব অবস্থিত রহিয়াছে। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ সমুদায় ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে; অতএব ইন্দ্রিয়গণ কোন্ গুণের বশীভূত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে বিচার করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যগণ চক্ষু দ্বারা দ্রব্য অবলোকন, মন দ্বারা তাহাতে সংশয় ও বুদ্ধি দ্বারা তাহার নিশ্চয় করিয়া থাকে। আত্মা কেবল সাক্ষীস্বরূপ হইয়া অবস্থান করেন। কাল, কর্ম্ম এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ ইহারা বুদ্ধিকে ও বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ের প্রতি প্রেরণ করিয়া থাকে। বুদ্ধি না থাকিলে পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইত; বুদ্ধিই চক্ষুদ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, নাসিকাদ্বারা গন্ধ ঘ্রাণ, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন ও ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে। যখন বুদ্ধি কোন বস্তু প্রার্থনা করে, তখন তাহাকে মন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির আশ্রয়। অতএব ইন্দ্রিয় সকল ও মন দূষিত হইলে, বুদ্ধিও দূষিত হইয়া উঠে। বুদ্ধিসাক্ষিস্বরূপ জীবে অধিষ্ঠিত হইয়া সাত্ত্বিকাদি ভাবত্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক কখন প্রীতিযুক্ত, কখন শোকসম্পন্ন ও কখন সুখদুঃখ এই উভয়বিরহিত হইয়া থাকে। সরিৎপতি সাগর যেরূপ বেলা অতিক্রম না করিয়া অবস্থান করে, সেইরূপ বুদ্ধি সত্ত্বাদি ভাবত্রয় অতিক্রম না করিয়া তাহাতেই অবস্থান করে। সত্ত্বগুণ সমুদিত হইলে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, সুখ ও বিশুদ্ধচিত্ততা; রজোগুণ উপস্থিত হইলে খেদ, শোক, সন্তাপ, মূর্চ্ছা ও অক্ষম; এবং তমোগুণ সমুদিত হইলে অজ্ঞান, রাগ, মোহ, প্রমাদ, স্তব্ধতা, ভয়, অসমৃদ্ধি, দৈন্য, প্রমোহ, স্বপ্ন ও তন্দ্রাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যের মনে যে প্রীতিযুক্ত ভাবের উদয় হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক, যে দুঃখযুক্ত প্রীতিকর ভাবের উদয় হয়, তাহাকে রাজসিক এবং যে মোহযুক্ত অপ্রতর্ক্য অবিজ্ঞেয় ভাবের উদয় হয়, তাহাকে তামসিক ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় বুদ্ধির গতি কীর্ত্তন করিলাম। যিনি এই সমুদায় অবগত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিগণিত হন।

শরীর ও জীবাত্মা এই উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিভেদ যে, শরীর হইতে বিষয় সকলের সৃষ্টি হইয়া থাকে; কিন্তু জীবাত্মা হইতে তাহা হয় না। শরীর ও আত্মা স্বভাবতঃ পৃথক্; কিন্তু মৎস্য যে প্রকার সলিল হইতে

স্বতন্ত্র হইয়াও নিয়ত সলিলমধ্যে অবস্থান করে, সেই প্রকার আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ হইয়াও সতত দেহমধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকে। বিষয় সমুদায় আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না; কিন্তু আত্মা সর্ব্বতোভাবে বিষয় সমুদায় অবগত হয়। লোকে আত্মাকে বিষয় সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অনুমান করে; কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে; আত্মা বিষয় সমুদায়ের পরিদর্শকমাত্র। চেতনাযুক্ত দেহভিন্ন বুদ্ধির অন্য কোন আশ্রয়স্থান নাই। কারণভূত সত্ত্বাদিগুণ হইতেই দেহের সৃষ্টি হয়। ঐ সমস্ত কারণভূত গুণের স্বরূপ অবগত হওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আত্মা ও দেহে এই প্রকার নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ নিরূপিত আছে যে, দেহ বিষয়সমুদায়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকে। অচেতন ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধিসহকারে প্রদীপের ন্যায় পদার্থ সকলকে প্রকাশ করে; যিনি ইন্দ্রিয় সমুদায়ের এই প্রকার তত্ত্ব অবগত হইয়া কিছুতেই শোক বা হর্ষ প্রকাশ না করেন, তিনিই যথার্থ নিরহঙ্কারী। ঊর্ণনাভি হইতে যেরূপ সূত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ দেহ হইতে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, শরীরনাশ হইলে গুণের ধ্বংস হয় না; উহা লিঙ্গশরীরমধ্যে অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে বলিয়া উহার কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না। আর কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, দেহ নাশ হইলেই গুণ সমুদায়েরও নাশ হইয়া যায়। এই উভয় মতের মধ্যে শেষোক্ত মত দূষণীয়। কারণ, গুণের একবার নাশ হইলে পুনর্ব্বার উহার উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। লোকে এই প্রকারে সমুদায় সংশয় অপনোদন করিয়া শোক পরিহার পূর্ব্বক পরম সুখে অবস্থান করিবে। অজ্ঞানান্ধ মূঢ় ব্যক্তিগণ এই সুবিস্তীর্ণ মোহসলিলপরিপূর্ণ অগাধ সংসার নদীতে নিপতিত হইয়া যে প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কদাপি সেরূপ কষ্ট ভোগ করেন না। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জ্ঞানপ্লব অবলম্বন করিয়া অনায়াসেই সেই নদী সমুত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন। মূঢ় ব্যক্তিগণ যাহাতে সাতিশয় ভীত হইয়া থাকে, বিদ্বানেরা তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হন না। মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় পণ্ডিতগণের ভিন্ন ভিন্ন গতিলাভ হয় না; তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সকলেই তুল্যগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাদিগের পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম সমুদায়ে দোষারোপ করেন এবং কর্ম্মীরা, যাহা কর্ত্তব্য ও যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করে, সেই উভয়ই অপ্রিয় বোধ করিয়া তাহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হন।

—০*—

সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রাণিগণ নিয়তই দুঃখ ও মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া থাকে; অতএব আমরা যে প্রকারে ঐ উভয় হইতে নিস্তার পাইতে পারি, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে তপোধনাগ্রগণ্য নারদ ও সমঙ্গের পূর্ব্বতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিবস দেবর্ষি নারদ মহামতি সমঙ্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, তপোধন! তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যেন, তুমি বাহুযুগল দ্বারা ভবনদী সন্তরণ পূর্ব্বক পার হইতে সমুদ্যত হইয়াছ। আমি তোমাকে সর্ব্বদা পরিতুষ্টচিত্ত ও শোকবিহীন দেখিতেছি। তোমাতে অণুমাত্রও উদ্বেগ লক্ষিত হয় না। তুমি বালকের ন্যায় নিত্যতৃপ্ত ও রাগদ্বেষবিহীন হইয়া অবস্থিতি করিতেছ। ইহার কারণ কি?

সমঙ্গ কহিলেন, মহাত্মন্! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের সমস্ত বস্তুই অলীক এবং কার্য্যের আরম্ভ ও কর্ম্মফল দুঃখের কারণ, আমি এই সমস্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া উদ্যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছি। প্রাক্তন অদৃষ্টই জীবনধারণের কারণ। লৌকিক উদ্যোগ কখনই উহার কারণ নহে। দেখ, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, কি ধনবান্, কি নির্দ্ধন, কি জড়, কি অন্ধ, কি বলবান্, কি দুর্ব্বল সকলেই আমাদিগের ন্যায় জন্মান্তরীণ কার্য্যদ্বারা জীবন ধারণ করিতেছে। দেবগণ প্রাচীন অদৃষ্ট দ্বারাই রোগশূন্য হইয়া জীবিত রহিয়াছেন। দেখ, কেহ সহস্র মুদ্রার অধিপতি, কেহ শত মুদ্রার অধিপতি এবং কেহবা শোকাকুল হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। যাহা হউক, আমি যখন অজ্ঞানমূলক শোক পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন, আমার ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রয়োজন কি? সুখদুঃখ যে অনিত্য, ইহা আমি বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি; এই জন্যই আমি উহাতে অভিভূত হই নাই। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, প্রজ্ঞাই ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতার মূল কারণ। মূঢ়েন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কখনই প্রজ্ঞা লাভ করিতে পারে না। এই নিমিত্ত তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সকল সততই মুগ্ধ ও শোকসন্তপ্ত হয়। মূঢ়গণ মোহপ্রযুক্তই আপনাদিগকে ধনী ও মানী বোধ করিয়া থাকে। তাহারা কোন লোকেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয় না।

সুখদুঃখ কখনই চিরস্থায়ী নহে; অতএব সুখী হইয়া গর্ব্ব ও দুঃখী হইয়া খেদ করা নিতান্ত অবিধেয়। দেহাভিমানশূন্য মাদৃশ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তমান, মূর্ত্তিমান, সন্তাপস্বরূপ এই সংসার স্বীকার করেন না। তাঁহারা ইষ্ট বস্তুর ভোগাভিলাষ ও উপস্থিত সুখ দুঃখের চিন্তা পরিত্যাগ করেন। যোগারূঢ় মহাত্মারা কখনই অন্যের সুখদর্শনে সুখাভিলাষী, অনুপস্থিত বিষয়লাভের চিন্তা করিয়া আনন্দিত, বিপুলার্থলাভে পরিতুষ্ট বা অর্থনাশে বিষণ্ণ হন না। বান্ধব, ঐশ্বর্য্য, কুল, শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্র বা বীর্য্য দ্বারা পারলৌকিক দুঃখের শান্তি হয় না। একমাত্র শীল দ্বারাই পরলোকে শান্তিলাভ করিতে পারা যায়। যোগশূন্য ব্যক্তিগণের মোক্ষবিষয়িণী বুদ্ধি নাই। যোগব্যতিরেকে কেহই সুখলাভ করিতে পারে না। দুঃখত্যাগ ও ধৈর্য্যই সুখোদয়ের কারণ। প্রিয় বস্তু দ্বারা হর্ষ ও হর্ষ দ্বারা গর্ব্ব হইয়া থাকে এবং গর্ব্ব হইলেই লোককে নিরয়গামী হইতে হয়। আমি এই জন্যই প্রিয় বস্তু, হর্ষ ও দর্প পরিহার পূর্ব্বক সুখদুঃখে লিপ্ত না হইয়া সাক্ষীর ন্যায় জীবগণের শোক, ভয় ও গর্ব্ব অবলোকন এবং রাগদ্বেষবিহীন ও শোকশূন্য হইয়া অর্থ, কাম, বিষয়বাসনা ও মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি। আমার ইহলোক ও পরলোকে মৃত্যু, অধর্ম্ম ও লোভাদি হইতে কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি অতি কঠোর যোগানুষ্ঠান করিয়া এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছি; এই জন্য শোক আমাকে ব্যথিত করিতে পারে না।

অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮৮।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাহারা শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব অবধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ, সর্ব্বদা সংশয়ারূঢ় ও শমদমাদির অনুষ্ঠানবিহীন, তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি, কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! গুরুপূজা, জ্ঞানবৃদ্ধগণের উপাসনা ও সর্ব্বদা শাস্ত্রশ্রবণ করাই ঐ সকল ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এই উপলক্ষে গালবনারদ সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদিবস গালব মঙ্গলাভিলাষী হইয়া মোহপরিবর্জ্জিত, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! পুরুষ যে সকল গুণে বিভূষিত হইলে লোকসমাজে সমাদৃত

হয়, আপনি সেই সমস্ত গুণে বিভূষিত ও বিদ্বান্। আমি লোকতত্ত্ব-বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও একান্ত মূঢ়; অতএব আমার সন্দেহভঞ্জন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে যে সমুদায় কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, সেই সকলের মধ্যে কোন্ কোন্ কার্য্য আমাদিগের শ্রেয়স্কর, তাহা আমি কিছুই অবধারণ করিতে পারি না; অতএব আপনি তদ্বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। সকল আশ্রমেরই আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। সমস্ত আশ্রমই স্ব স্ব আশ্রমানুযায়ী মতানুসারে নানাপ্রকার কর্ত্তব্য নিরূপণ করেন। এই প্রকারে মনুষ্যগণকে স্বীয় স্বীয় শাস্ত্রে একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া বিবিধ মার্গে গমন করিতে দেখিয়া আমি কি কর্ত্তব্য, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। শাস্ত্র যদি এক প্রকার হইত, তাহা হইলে কর্ত্তব্যবিষয়ে আর কোন সংশয় থাকিত না। উহা নানাপ্রকার হওয়াতেই কর্ত্তব্য নিরূপণ করা আমার পক্ষে নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তব্য অবধারণবিষয়ে আমার নানাপ্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হওয়াতে আমি আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি; অতএব আপনি আমার সংশয় নিরাকৃত করুন।

নারদ কহিলেন, বৎস! চারি আশ্রম যে প্রকার পৃথক্ পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রকার চারি আশ্রমের ধর্ম্মও যথাক্রমে পৃথক্‌রূপে নিরূপিত আছে। তুমি ঐ সমুদায় আশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আচার্য্যসন্নিধানে উহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই অনায়াসে ঐ সকলের বিশুদ্ধ ভাব অবগত হইতে পারিবে। যাহারা সামান্যভাবে ঐ সমুদায় আশ্রম অবলোকন করে, ধর্ম্মনিরূপণবিষয়ে কখনই তাহাদিগের সন্দেহভঞ্জন হয় না। আর যাঁহারা সরলভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আশ্রমধর্ম্ম সমূহের যথার্থ তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই মুক্তিকে সমস্ত আশ্রমধর্ম্মের যথার্থ ফল বলিয়া অবগত হইতে পারেন। মিত্রের প্রতি অনুগ্রহ, অমিত্রের নিগ্রহ, ত্রিবর্গ সংগ্রহ, পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, সর্ব্বদা পুণ্যসঞ্চয়, সাধুগণের সহিত সদ্ব্যবহার, সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ, সরল ব্যবহার, মধুর বাক্য প্রয়োগ, দেবতা, পিতৃ ও অতিথির অর্চ্চনা, ভৃত্যগণের প্রতি নিরহঙ্কার ব্যবহার, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সত্যজ্ঞান অবলম্বন, অহঙ্কার পরিত্যাগ, সাবধানতা, সন্তোষ, ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্মানুসারে বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন এবং জ্ঞানোপার্জ্জনার্থ শাস্ত্র জিজ্ঞাসা শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। যাঁহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধাদি সেবনে অনুরাগ, রাত্রিকালে বিচরণ, দিবানিদ্রা, আলস্য, শঠতা

ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা যোগে নিতান্ত আসক্ত বা এককালে অনাসক্ত হইবেন না। অন্যের নিন্দাদ্বারা আপনার উন্নতিসাধন করিতে যত্নবান্ হওয়া তাঁহাদিগের কোনক্রমেই বিধেয় নহে। আপনার গুণদ্বারাই গুণহীনদিগকে পরাজয় করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই প্রকার অনেক আত্মাভিমানী গুণহীন ব্যক্তি বিদ্যমান আছে যে, তাহারা গুণবান্ ব্যক্তিগণের তুল্য হইবার বাসনায় তাঁহাদের উপর দোষারোপ করিয়া থাকে। তাহারা মহাজনগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইলেও নিতান্ত দর্পিত হইয়া আপনাদিগকে যথার্থ গুণবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক গুণসম্পন্ন বলিয়া বোধ করে। গুণবান্ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ সমুখে স্বীয় গুণ কীর্ত্তন বা নিন্দাবাদে একান্ত পরাঙ্মুখ বলিয়া জনসমাজে ভূয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। কুসুম সকল যেরূপ আত্মশ্লাঘা না করিয়া সুগন্ধদ্বারা সর্ব্বদিক্ সুবাসিত করে, দিবাকর সেরূপ সমুখে আত্মগুণ কীর্ত্তন না করিয়া আপনার রশ্মিজালপ্রভাবে অম্বরতলে দেদীপ্যমান হন, সেইরূপ মহৎ ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা না করিয়া স্বীয় যশঃপ্রভাবে অবনীমণ্ডলমধ্যে শোভমান হইয়া থাকেন। মূর্খেরা কেবল আত্মপ্রশংসানিবন্ধন সর্ব্বত্র অকীর্ত্তিলাভ করে। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিলেও জনসমাজে তাহাদিগের খ্যাতি প্রকাশিত হয়। মূর্খেরা উচ্চৈঃস্বরে বাক্য প্রয়োগ করিলেও অসারতাপ্রযুক্ত উহা বিফল হইয়া যায়; আর বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ অতি মৃদুস্বরে বাক্যপ্রয়োগ করিলেও সারবত্তাপ্রযুক্ত উহা সমধিক শোভা পাইয়া থাকে। সূর্য্য যে প্রকার সূর্য্যকান্ত মণিসংযোগে আপনার তেজঃপ্রদর্শন করেন, সেই প্রকার মূঢ় ব্যক্তিরা কুবাক্য প্রয়োগদ্বারা আপনাদের নীচাশয়তা প্রদর্শন করিয়া থাকে; এই জন্যই শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তিগণ বিবিধ জ্ঞানলাভ করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ চেষ্টা করেন। আমার মতে সকলের পক্ষে জ্ঞানলাভই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জিজ্ঞাসা না করিলে বা অন্যায় প্রশ্ন করিলে, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরও জড়ের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা শ্রেয়োলাভ করিতে অভিলাষ করে, স্বধর্ম্মনিরত বদান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে অবস্থান করিতে বাসনা করাই তাহাদিগের নিতান্ত আবশ্যক। যে স্থলে বর্ণসঙ্কর বিদ্যমান থাকে, তথায় বাস করা তাহাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ইহলোকে যে যেরূপ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাকে তদনুরূপ পুণ্যপাপে লিপ্ত হইতে হয়। সলিল ও অনলের স্পর্শ যেরূপ শীত ও উষ্ণ অনুভব হয়, তদ্রূপ পুণ্য ও পাপের স্পর্শে সুখ ও দুঃখ লাভ হইয়া

থাকে। বিষয়াশী ব্যক্তিগণ দ্রব্যের আস্বাদ বিচার না করিয়া কেবল উদরপূরণার্থ ভোজন করেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে ভোগাদিবিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না। আর যাহারা দ্রব্যের রস পরীক্ষা করিয়া আহার করে, তাহাদিগকে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে হয়। যে স্থলে শিষ্য জ্ঞানলাভার্থ গুরুসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক অবজ্ঞাসহকারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, সে স্থান পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থানে শাস্ত্রানুসারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা থাকে, সে স্থান পরিত্যাগ করা কদাচ উচিত নহে। যে জনপদের লোকেরা প্রতিষ্ঠালাভ করিবার নিমিত্ত যথার্থ বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, সে সমাজে অবস্থান করা পণ্ডিত ব্যক্তির নিতান্ত অকর্ত্তব্য। লোভপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে দেশের ধর্ম্মসেতু বিলোড়িত হয়, প্রজ্বলিত বস্ত্রান্তের ন্যায় সেই দেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মাৎসর্য্যশূন্য মহাত্মারা যে দেশে বাস করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সেই দেশে পুণ্যবান্ সাধুগণের নিকট বাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থোপার্জ্জনার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পাপ জন্মে; অতএব যে দেশের মনুষ্যেরা অর্থোপার্জ্জনার্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তথায় বাস করা নিতান্ত অনুচিত। যে দেশের মনুষ্যগণ পাপকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে বাসনা করে, সসর্পগৃহের ন্যায় শীঘ্রই সে দেশ পরিত্যাগ করা বিধেয়। মনুষ্য পূর্ব্ববাসনাপ্রভাবে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দুঃখভোগ করিয়া থাকে, শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির সেই কার্য্য একবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে দেশের রাজা ও রাজপুরুষগণ কুটুম্বদিগের ভোজনের পূর্ব্বে ভোজন করে, জিতচিত্ত ব্যক্তি সেই রাজ্যে কোনক্রমেই বাস করিবেন না। যে রাজ্যে যাজন ও অধ্যাপনে নিযুক্ত ধর্ম্মশীল শ্রোত্রিয়গণ সর্ব্বাগ্রে ভোজন করিয়া থাকেন, সেই রাজ্যে বাস করাই সাধুগণের কর্ত্তব্য। যে দেশে স্বাহা, স্বধা ও বষট্কার শব্দ সতত উচ্চারিত হয়, সাধুগণ অবিচারিতচিত্তে সেই দেশে অবস্থান করিবেন। যে রাজ্যের ব্রাহ্মণেরা আচারচ্যুত ও অপবিত্র, বিষমিশ্রিত আমিষের ন্যায় সেই রাজ্য পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে দেশের মনুষ্যেরা অযাচিত হইয়া প্রীতমনে দান করেন, জিতচিত্ত মহাত্মারা সেই দেশে সুস্থচিত্তে বাস করিবেন। যে দেশে অবিনীত ব্যক্তিগণের দণ্ড ও সাধু ব্যক্তিগণের সৎকার লাভ হয়, সেই দেশে পুণ্যশীল মহাত্মাদিগের সহিত সমবেত হইয়া বাস করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যে দেশের রাজা বিষয়লোভ পরিহার পূর্ব্বক, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের প্রতি ক্রুদ্ধ, সাধুগণের অত্যাচারনিরত, লোভপরতন্ত্র ও অবিনীত ব্যক্তিদিগের কঠিন দণ্ড করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করেন, অবিচারিতচিত্তে সেই রাজ্যে বাস করা উচিত। ঐ প্রকার সৎস্বভাবসম্পন্ন ভূপতিগণ সতত অধিকারস্থিত প্রজাবর্গের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট শ্রেয়োলাভের উপায় কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম-নিরত ও সমাহিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহার কতদূর অভ্যুদয় লাভ হয়, তাহা বর্ণন করিতে পারা যায় না। ফলতঃ ধর্ম্মপ্রভাবেই পরমার্থ মোক্ষ পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

একোননবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মাদৃশ নরপতিগণ কি প্রকারে সাবধান হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন এবং কোন্ কোন্ গুণ অবলম্বন পূর্ব্বক সঙ্গপাশ হইতে বিমুক্ত হইবেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহাতপা অরিষ্টনেমি মহারাজ সগরকে যাহা কহিয়াছিলেন, আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিবস মহারাজ সগর মহাতপা অরিষ্টনেমিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! মনুষ্য কি প্রকার মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহলোকে শোকসন্তপ্ত ও ক্ষুব্ধ না হইয়া সুখলাভ করিতে পারে, তাহা অবগত হইতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইয়াছে; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা কীর্ত্তন করুন। মহামতি সগর এই কথা কহিলে, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মহামতি অরিষ্টনেমি তাঁহাকে উপদেশের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! মোক্ষই পরম সুখের মূল। ইহলোকে স্ত্রীপুত্রাদিপোষণনিরত ধনধান্যসম্পন্ন অনভিজ্ঞ লোকেরা কদাপি সেই পরমপদার্থ অবগত হইতে পারে না। বিষয়াসক্ত বুদ্ধি ও তৃষ্ণাকুল মনকে নিবারণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। স্নেহপাশনিবদ্ধ মূঢ় ব্যক্তিগণ কখনই মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না।

এক্ষণে আমি তোমার নিকট সমস্ত স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইবার

বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যথাসময়ে অপত্যোৎপাদন এবং পুত্রগণ জীবিকানির্ব্বাহে সমর্থ ও যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, তাহাদিগের বিবাহ সম্পাদন পূর্ব্বক স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া যথাসুখে পর্য্যটন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভার্য্যা পুত্রবতী, পুত্রবৎসলা ও বৃদ্ধা হইলে বিষয়তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থের অনুসন্ধান করা বিধেয়। পুত্র হউক বা না হউক, প্রথমে যথাবিধি ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ ও যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে সন্তোষলাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট বিষয়ভোগপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিবার বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে মোক্ষলাভের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যাহারা ইহলোকে বিষয়বিমুক্ত ও নির্ভয় হইয়া পর্য্যটন করিতে পারে, তাহারা পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকে। আর যাহারা বিষয়াসক্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে। দেখ, আহারসঞ্চয়নিরত কীট ও পিপীলিকাগণও নিরন্তর বিনষ্ট হইতেছে; অতএব ইহলোকে বিষয়বিমুক্ত ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। মুমুক্ষু ব্যক্তি, আমা ব্যতিরেকে আমার পরিজনগণ এই প্রকারে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে, এই চিন্তা একবারে পরিত্যাগ করিবেন। জীবগণ স্বয়ং উৎপন্ন, স্বয়ং পরিবর্দ্ধিত, স্বয়ং সুখদুঃখভোগী ও স্বয়ং কালকবলে নিপতিত হয়। মনুষ্যেরা জন্মান্তরীণ অদৃষ্টবলেই পিতামাতার সংগৃহীত অথবা স্বোপার্জ্জিত গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে যে প্রকার কার্য্য করে, বিধাতা তাহার তদনুরূপ ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। অতএব সমুদায় লোকই স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া ইহলোকে বিচরণ করে। যখন সকল মনুষ্যই স্বয়ং মৃৎপিণ্ডস্বরূপ ও সতত পরাধীন, তখন তাহাদিগের পরিজনপোষণের চিন্তা করা নিতান্ত নিষ্ফল। যখন তুমি স্বজনগণকে রক্ষা করিতে নিতান্ত যত্নবান্ হইলেও মৃত্যু তোমার পরিজনদিগকে গ্রাস করিতে পারে; যখন তুমি পরিজনগণের ভরণপোষণ সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কালকবলে নিপতিত হইতে পার; যখন তোমার স্বজনগণ প্রাণ ত্যাগ করিলে, তুমি তাহাদিগের সুখদুঃখ অবগত হইতে পার না এবং যখন তুমি জীবিত থাক বা না থাক, তোমার পরিজনদিগকে অবশ্যই স্বকার্য্যপ্রযুক্ত সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তখন অদৃষ্টকেই বলবান্ বিবেচনা করিয়া আপনার মঙ্গলচিন্তা করা তোমার নিতান্ত উচিত। এই অবনীমণ্ডলে কেহই কাহার নহে;

ইহা বিশেষরূপে অবগত হইয়া মোক্ষবিষয়ে মনোবৃত্তিনিবেশ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ক্ষুৎপিপাসাদি জয় করিতে পারে; যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রীসম্ভোগ ও মৃগয়াবিষয়ে আসক্ত না হয়; যে ব্যক্তির মন স্ত্রীলোকদর্শনে বিকৃত না হয়; যে ব্যক্তি প্রাণিগণের জন্ম, মরণ ও জীবন ধারণের কষ্ট বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে; যে ব্যক্তি ধান্যপরিপূর্ণ সহস্রকোটি শকট প্রাপ্ত হইয়াও জীবন ধারণোপযুক্তমাত্র ধান্য গ্রহণ করে; প্রাসাদ ও মঞ্চে যাহার সমজ্ঞান হয়; যে ব্যক্তি সর্ব্বলোককে মৃত্যুসমাক্রান্ত, ব্যাধিনিপীড়িত ও জীবিকাকর্ষিত দর্শন করে, অল্পমাত্রলাভে সন্তুষ্ট হয় এবং সমুদায় জগৎকে ভোক্তা ও ভোগ্য বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ দর্শন করিয়া স্বয়ং মায়াময় সুখদুঃখে আসক্ত না হয়; কি পর্য্যঙ্কশয্যা, কি ভূমিশয্যা, কি উৎকৃষ্ট অন্ন, কি কদন্ন, কি পট্টবস্ত্র, কি তৃণনির্ম্মিত বস্ত্র বা বল্কল, কি কম্বল, কি চর্ম্ম সমুদায়েই যাহার সমান জ্ঞান; যে ব্যক্তি সমস্ত লোক পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন বিবেচনা করিয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করেন; সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয়, অনুরাগ বিরাগ এবং ভয় ও উদ্বেগে যাহার সমান বুদ্ধি; যে ব্যক্তি এই কলেবর যে রক্ত, মূত্র ও পুরীষ পরিপূর্ণ ও নানাপ্রকার দোষের আকর এবং জরানিবন্ধন উহাতে যে বলীপলিত সংযোগকৃশতা, বিবর্ণতা, জরাপ্রযুক্ত কুব্জভাব, পুংস্ত্বের উপঘাত, অন্ধত্ব, বধিরতা ও দৌর্ব্বল্যাদি জন্মে, ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে পারে; যে ব্যক্তি দেবতা, ঋষি ও অসুরগণও লোকান্তরে গমন করেন বিবেচনা করিয়া সমুদায় অনিত্য জ্ঞান করিয়া থাকে; প্রভাবসম্পন্ন অসংখ্য ভূপতিও পৃথিবী পরিত্যাগ করে বলিয়া যাহার বিবেচনা হয়; যে ব্যক্তি ইহলোকে অর্থ নিতান্ত দুর্লভ ও কষ্ট নিতান্ত সুলভ এবং কুটুম্বভরণপোষণ নিরর্থক ক্লেশজনকমাত্র বলিয়া জ্ঞান করে এবং যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও লৌকিক ব্যবহার দর্শনে সমস্ত পদার্থ অসার বিবেচনা করিয়া পরমার্থান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ মুক্তিলাভ করিতে পারে। ইহলোকে অপত্য ও অন্যান্য আত্মীয়গণের অত্যাচার দর্শন করিয়া কাহার না মোক্ষলাভে প্রবৃত্তি জন্মে? যদি তুমি গার্হস্থ্য বা মোক্ষধর্ম্মসাধন বিষয়ে স্থিরবুদ্ধি হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে মুক্ত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার কর।

হে ধর্ম্মরাজ! ভূপতি সগর মহাতপা অরিষ্টনেমির এই উপদেশবাক্য

শ্রবণ পূর্ব্বক মোক্ষধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

—০০—

নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৯০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহাত্মা শুক্রাচার্য্য কি কারণে দেবগণের অপ্রিয় ও অসুরগণের প্রিয়কার্য্য সাধন এবং কি কারণেই বা স্বয়ং দেবর্ষি হইয়া দেবগণের তেজোহ্রাস করিয়াছিলেন? কিরূপে তাঁহার শুক্রত্ব ও পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হইয়াছিল এবং কি কারণেই বা তিনি গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে গমন করিতে পারেন না, এই সমস্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব আপনি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ইতিপূর্ব্বে আমি এই বৃত্তান্তগুলি যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি ও যতদূর অবগত আছি, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ভৃগুবংশসমুদ্ভূত মহাতপা শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুকৃত স্বীয় মাতৃবধনিবন্ধন দেবতাদিগের নিতান্ত বিদ্বেষ্টা হইয়াছিলেন। যক্ষরাক্ষসাধিপতি কুবের জগৎপ্রভু ইন্দ্রের কোষরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যোগপ্রভাবে কুবেরের দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যোগবলে তাঁহাকে বদ্ধ করত তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিলেন। ধনাধিপতি কুবের এই প্রকারে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া নিতান্ত ব্যাকুলিত চিত্তে অমিততেজা দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহেশ্বর! ভগবান্ ভার্গব যোগপ্রভাবে আমার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে রোধ ও আমার সর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক বহির্গত হইয়াছেন। মহাযোগী মহেশ্বর কুবেরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়াই ক্রোধারুণলোচনে শূল গ্রহণ পূর্ব্বক বারম্বার কহিতে লাগিলেন, দুর্ম্মতি ভার্গব কোথায়? ঐ সময় মহামতি ভার্গব আপনার উগ্রতর তপঃপ্রভাবে দূর হইতে যোগীশ্বরের রোষ ও অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহার শূলের অগ্রভাগে আগমন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি শুক্রাচার্য্যকে তথায় অবস্থান করিতে দেখিয়া পিনাকের ন্যায় শূলাগ্র সন্নমিত করিলেন। দেবদেবের শূলাগ্র সন্নমিত হইবামাত্র ভার্গব তাঁহার হস্তগত হইলেন। তখন পিনাকী মুখব্যাদন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রাস করিয়া

ফেলিলেন। এই প্রকারে মহামতি ভার্গব রুদ্রদেবের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহাদ্যুতি ভার্গব কি নিমিত্ত সেই ভুবনভাবন ভগবান্ মহেশ্বরের জঠর হইতে বিনিঃসৃত না হইয়া তথায় পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং পর্য্যটন করিয়াই বা কি কার্য্য করিলেন? সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ কৈলাসেশ্বর শুক্রাচার্য্যকে গ্রাস করিয়া সলিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পাদপের ন্যায় নিশ্চলভাবে বহুকাল কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মহাহ্রদ হইতে গাত্রোত্থান করিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া তাঁহার কুশল ও তপোবৃদ্ধির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অচিন্ত্যাত্মা সত্যধর্ম্মপরায়ণ মহাযোগী মহেশ্বর ব্রহ্মার নিকট আপনার তপোবৃদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তপোবলে আপনার তেজ পরিবর্দ্ধিত দেখিলেন এবং স্বীয় তপস্যা ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা ত্রিলোকমধ্যে অসাধারণ প্রভাবে পরিশোভিত হইয়া পুনরায় ধ্যানযোগ অবলম্বন করিলেন। তখন মহাযোগী শুক্রাচার্য্য নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার উদরমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক তথা হইতে বিনির্গত হইবার নিমিত্ত বারংবার স্তব করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি বারংবার মহাদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন। আমি আর ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না। তখন ভগবান্ শূলপাণি ইন্দ্রিয়দ্বার সকল রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভার্গব! তুমি আমার শিশ্নদ্বার দিয়া বহির্গত হও। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণে প্রথমতঃ স্বীয় নির্গমনদ্বার দেখিতে না পাইয়া কিয়ৎক্ষণ জঠর-মধ্যে ইতস্ততঃ পর্য্যটন পূর্ব্বক পরিশেষে দেবদেবের শিশ্নদ্বার দিয়া বিনির্গত হইলেন। মহামতি ভার্গব মহেশ্বরের শিশ্নদ্বার হইতে বিনির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া শুক্রনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। রুদ্র-দেবের ক্রোধপ্রযুক্তই ঐ মহর্ষি গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে কখনই লক্ষিত হন না। অনন্তর ভগবান্ দেবাদিদেব সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর শুক্রা-চার্য্যকে বহির্গত দেখিয়া ক্রোধপূর্ণলোচনে শূল গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলেন। দেবী পার্ব্বতী শূলপাণিকে ক্রুদ্ধ অবলোকন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! এই

ব্রাহ্মণ আপনার উদর হইতে শিশ্নদ্বার দিয়া বিনির্গত হওয়াতে আমার পুত্রস্বরূপ হইয়াছে; অতএব ইহাকে সংহার করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। ভগবান্ পশুপতি পার্ব্বতীর এই কথা শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া প্রসন্ন বদনে তাঁহাকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি প্রীত হইয়াছি; ইহাকে যথা ইচ্ছা গমন করিতে বল। তখন মহাতপা শুক্রাচার্য্য দেবদেব মহাদেব ও দেবী পার্ব্বতীকে অভিবাদন করিয়া অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ভৃগুনন্দন মহামতি শুক্রাচার্য্যের চরিত্র বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম।

একনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৯১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি যতই আপনার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার শ্রবণেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব আপনি এক্ষণে মনুষ্যগণ কি প্রকার শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উভয়লোকে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে মহাযশা রাজা জনক একদা মহাত্মা পরাশরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! মনুষ্যগণ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ মহাতপা পরাশর মহারাজ জনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা উভয়লোকেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারা যায়। পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, ধর্ম্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। মনুষ্যগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারাই দেবলোকে পূজ্য হইয়া থাকে। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম। স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহলোকে জীবিকানির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের করগ্রহণ, বৈশ্যের কৃষ্যাদি কার্য্য এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা এই চারি প্রকার উপায় বিহিত হইয়াছে। মনুষ্যগণ ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিয়া থাকে। উহারা জীবন ধারণ করিবার নিমিত্ত নানাবিধ পুণ্য ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে বলিয়া তাহাদিগের গতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। তাম্রাদি-

নির্ম্মিত পাত্র যেরূপ সুবর্ণ বা রজতরসে অভিষিক্ত হইলে, তদ্দ্বারা লিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্যেরা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে পুণ্যপাপে লিপ্ত হয়; বীজ ব্যতিরেকে পদার্থের উৎপত্তি ও কর্ম্ম ব্যতিরেকে সুখলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যগণ দেহাবসানে স্বীয় স্বীয় সুকৃত প্রভাবেই সুখলাভ করে। নাস্তিকগণ কহিয়া থাকে, অদৃষ্ট বা অদৃষ্ট কর্ম্ম কিছুই নাই। দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানবযোনি স্বভাবতই হইয়া থাকে। ফল প্রাপ্তির সময় জন্মান্তরীয় কর্ম্মকে উহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। বেদবিহিত বাক্য সকল লোকযাত্রা নির্ব্বাহ ও লোকের মনস্তুষ্টির নিমিত্তই কল্পিত হইয়াছে; ঐ সকল জ্ঞানবৃদ্ধদিগের অনুশাসন বাক্য নহে। চার্ব্বাকদিগের এইমত নিতান্ত অবিশুদ্ধ। কায়মনোবাক্যে যে যে প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুসারে ফললাভ করিয়া থাকে। ভোগ ব্যতীত কখনই পুণ্য পাপের ধ্বংস হয় না। মনুষ্যগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম দ্বারাই কেবল দুঃখসুখ মিশ্রিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সংসারসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিগণের দুঃখভোগের সময় সুখ আচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। দুঃখের অবসান হইলেই সেই সুখের উদয় হয়। আবার সুখাবসানেই পুনর্ব্বার দুঃখের আবির্ভাব হইয়া থাকে। দম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, তেজঃ, সন্তোষ, সত্যবাদিতা, লজ্জা, অহিংসা, বাসনা-পরিত্যাগ ও দক্ষতা মানবদিগের সুখের আদি কারণ। মনুষ্য মধ্যে কাহাকেও নিরন্তর সুখ বা নিরন্তর দুঃখভোগ করিতে হয় না; ফলতঃ চিত্ত সংযত করা বিচক্ষণ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। একের পুণ্য বা পাপ অন্যকে ভোগ করিতে হয় না। যে যে প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে তদনুরূপ ফল লাভ করে। যাঁহারা সুখদুঃখ বিলীন করিয়া জ্ঞানপথাবলম্বী হন, আর যাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত মিলিত হইয়া সংসার মধ্যে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগের উভয়েরই পন্থা পৃথক্ পৃথক্। অন্যকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিন্দা করা যায়, স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে; করিলে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইতে হয়। ভীরু রাজা, মিথ্যাবাদী সর্ব্বভোজী ব্রাহ্মণ, চেষ্টাশূন্য বৈশ্য, অসচ্চরিত্র বিদ্বান্, অসদ্ব্যবহারপরায়ণ কুলীন, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, রাগযুক্ত যোগী, মূর্খ বক্তা এবং রাজ্য বিহীন বা প্রজার প্রতি স্নেহশূন্য ভূপতি সকলেরই উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে।

—০*০—

দ্বিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৯২।

হে রাজর্ষে! যে ব্যক্তি জ্ঞানরূপ রশ্মি দ্বারা শরীররথের শব্দাদি বিষয়রূপ অশ্ব সমুদায়কে সংযমিত করিয়া সংসারে পর্য্যটন করিতে পারেন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আচার্য্যের প্রসাদে ঈশ্বরভক্তি লাভ করিতে পারেন, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা দুর্লভ আয়ু বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব মনুষ্যেরা পুণ্যকার্য্য দ্বারা আয়ুর্বৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ হইবেন। যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া তামস কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে বর্ণ হইতে পরিভ্রষ্ট ও সম্মানলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। পাপাত্মারা কোনকালেই পুণ্যোৎপাদ্য দুর্লভ উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিতে পারে না; প্রত্যুত পাপকার্য্য দ্বারা আত্মাকে নিরয়গামী করিয়া থাকে। অজ্ঞানকৃত পাপ তপস্যা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। আর জ্ঞানকৃত পাপ দুঃখরূপে পরিগণিত হয়। অতএব দুঃখজনক পাপকার্য্যানুষ্ঠান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যেরূপ পবিত্র পুরুষেরা চণ্ডালকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করেন, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ পাপকার্য্য দ্বারা মহৎ ফল লাভ হইলেও তাহার অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করেন না। পাপ কার্য্যের ফল কুৎসিত। পাপাত্মারা পাপকার্য্যপ্রযুক্ত বিপরীত দৃষ্টি হইয়া দেহাদিকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। ইহলোকে যে মূঢ় ব্যক্তি বৈরাগ্যাবলম্বী না হয়, দেহাবসানে তাহাকে নিশ্চয়ই নরকজনিত সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। যেরূপ নীলাদিরাগে অরঞ্জিত বস্ত্র মলিন হইলে ক্ষারাদি দ্বারা উহার শুভ্রতা সম্পাদন করিতে পারা যায়; কিন্তু নীলাদি রাগে রঞ্জিত বস্ত্রের কোনক্রমেই শুক্লতা সম্পাদন করিতে পারা যায় না, সেইরূপ অজ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিনষ্ট হয়; কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপের কিছুতেই ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি জ্ঞান পূর্ব্বক পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত জনিত স্বর্গ ও পাপজনিত নরক উভয়ই ভোগ করিতে হয়। ব্রহ্মবাদিগণ বেদবিধি সন্দর্শন করিয়া কহিয়া থাকেন যে, অজ্ঞানকৃত হিংসাজনিত পাপ অহিংসা ব্রতদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানকৃত হিংসাজনিত পাপ ফল ভোগ ব্যতীত কখনই বিনষ্ট হয় না। যাহা হউক, আমার মতে পাপ পুণ্য অজ্ঞানকৃত হউক, বা জ্ঞানকৃত হউক, ভোগ ব্যতীত কখনই বিনষ্ট হইবার নহে। ইহলোকে জ্ঞানকৃত স্থূল ও সূক্ষ্ম কর্ম্ম

সমুদায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ফলরূপে পরিণত হইয়া থাকে; কিন্তু অজ্ঞানকৃত হিংসাকর উৎকট কার্য্য সমুদায়ও ক্ষুদ্র ফলরূপে পরিণত হয়। দেবতা বা ঋষিগণের ন্যায় বিরুদ্ধ কর্ম্ম দর্শন পূর্ব্বক তদনুযায়ি কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বা তাঁহাদের নিন্দা করা ধর্ম্মাত্মাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বুদ্ধিযোগে বিচার করিয়া আপনার সাধ্যানুসারে শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, নিশ্চয়ই তাহার শ্রেয়োলাভ হয়। যেরূপ অপক্ব মৃৎপাত্রস্থ সলিল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়, কিন্তু পক্ব মৃৎপাত্রস্থ সলিলের কোন হানি হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধি দ্বারা বিচার না করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, সেই কার্য্য ক্রমশঃ হীনদশা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বিচার করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, সেই কার্য্য সমভাবে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সুখবৃদ্ধি করিয়া থাকে। যেরূপ কোন পাত্রস্থিত সলিলে জল প্রদান করিলে, সেই সলিলের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধার্ম্মিকগণের পুণ্য পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম; অনন্তর রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভূপতি প্রথমতঃ প্রবল শত্রুদিগকে পরাজয়, যথাবিধি প্রজাবর্গের প্রতিপালন ও নানাপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরিশেষে অরণ্যে গমন করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমস্ত প্রাণীকে আপনার ন্যায় সন্দর্শন, যথাশক্তি গুরুজনের শুশ্রূষা এবং সত্য ও সৎস্বভাবজনিত বিশুদ্ধ সুখ অনুভব করিবেন।

—•*•—

ত্রিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৯৩।

হে মহারাজ! ইহলোকে কেহ কাহার উপকার বা কেহ কাহাকে কিছুই প্রদান করে না; সকলেই স্ব স্ব উপকার সাধনার্থ কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব অন্যের কথা দূরে থাকুক, সহোদর ভ্রাতাও যদি স্নেহপরিবর্জ্জিত ও লঘুচেতা হয়, তাহা হইলে তাহাকেও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সৎপাত্রে ধনদান ও সৎপাত্র হইতে ধন গ্রহণ এই উভয় কার্য্যেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে প্রতিগ্রহ অপেক্ষা দানের পুণ্য অধিক। যে ধন ন্যায়মার্গে উপার্জ্জিত ও ন্যায়মার্গে পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই ধন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত যত্নসহকারে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নৃশংস কার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা কোনক্রমেই ধর্ম্মার্থী

ব্যক্তির বিধেয় নহে। অর্থচিন্তায় অভিভূত না হইয়া স্বীয় সাধ্যানুসারে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অতি আবশ্যক। পিপাসার্দ্দিত অতিথিকে শীতলই হউক বা উষ্ণই হউক, সাধ্যানুরূপ জল দান করিতে পারিলে অন্নদানের তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। মহামতি রন্তিদেব ফল, মূল ও পত্র দ্বারা মুনিগণের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহলোকে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ভূপতি শৈব্য ও ফলমূল দ্বারা পার্শ্বদগণের সহিত ভগবান্ ভাস্করের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মনুষ্যেরা জন্ম পরিগ্রহ করিবামাত্র দেবতা, ঋষি পিতৃ, অতিথি ও পুত্রাদি পোষ্যবর্গ এবং স্ব স্ব আত্মার নিকট ঋণী হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্যমাত্রেরই যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগের, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিদিগের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণের, সৎকার দ্বারা অতিথিগণের, জাতকর্ম্মাদি অনুষ্ঠান দ্বারা পুত্রাদির এবং বেদশাস্ত্র শ্রবণ, যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন ও সাধ্যানুসারে রক্ষা দ্বারা আত্মার ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া অবশ্য বিধেয়। নির্দ্ধনী মুনিগণ যত্নসহকারে অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মহামতি ঋত্বিকৃতনয় শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের পুত্রত্ব লাভ করিয়া ঋক্‌বেদ পাঠ দ্বারা যজ্ঞভোজী দেবগণকে স্তব করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দৈত্যগুরু ভার্গব, দেবী পার্ব্বতী ও দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদে দেবলোকে কীর্ত্তি ও শুক্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অসিতদেবল, নারদ, পর্ব্বত, কক্ষীবান্, জামদগ্ন্য জিতেন্দ্রিয় তাণ্ড্য, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, অত্রি, ভরদ্বাজ, কুণ্ডধার, হরিশ্মশ্রু ও শ্রুতশ্রবা প্রভৃতি মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্তে ঋক্‌বেদ দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহলোকে নিন্দনীয় অনেকানেক ব্যক্তিকে একমাত্র বিষ্ণুকে স্তব করিয়া তাঁহার প্রসাদে, সকলের পূজ্য হইয়াছেন। নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উন্নতি লাভের বাসনা করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। ধর্ম্মপথে অবস্থান করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ। অধর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে ধিক্! ইহলোকে ধর্ম্মই নিত্য পদার্থ; অর্থ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আহিতাগ্নি ব্যক্তিগণ পুণ্যশীল ব্যক্তিদিগের অগ্রগণ্য। দাক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও হবনীয় এই তিন অগ্নিতেই বেদ সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি ক্রিয়া পরিপর্জ্জিত হন না, তিনিই যথার্থ সাগ্নিক। ক্রিয়া পরিবর্জ্জিত হইয়া অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা তাহা না করাই বিধেয়। অগ্নি, আত্মা, পিতা, মাতা ও গুরু ইহাদিগকে সেবা করা

কর্ত্তব্য; যিনি সর্ব্বতোভাবে হিংসা ত্যাগ ও কামবিহীন হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান, অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা এবং বাসনা পরিবর্জ্জিত হইয়া স্নেহ সহকারে সকলের প্রতি সমভাবে কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, সাধুব্যক্তিগণ তাঁহাকেই সাধু বলিয়া সম্মান করেন।

চতুর্নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৯৪।

হে রাজন্! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে, শূদ্রের অনায়াসেই শ্রেয়োলাভ হইতে পারে। শূদ্রের, ঐ সেবা দ্বারা সময়ানুসারে বিপুল ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয়। যদি কোন শূদ্রের পিতৃপিতামহাদি কখন কাহারও সেবা না করিয়া থাকে, তথাপি সেবা ব্যতিরেকে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করা তাহার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। সেবাই শূদ্রের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ধর্ম্মবিশারদ সাধুগণের সংসর্গে বাস ও অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগ করা তাহাদিগের সর্ব্বতো ভাবে বিধেয়। উদয়াচলস্থিত মণিমুক্তাদি যেরূপ সন্নিধান বশতঃ সমধিক শোভমান হয়, তদ্রূপ শূদ্রজাতিও সাধুসংসর্গনিবন্ধন সমধিক শুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। শুক্ল বস্ত্র নীল পীতাদি যে বর্ণে রঞ্জিত করা যায়, সেই বর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব দোষ পরিহার পূর্ব্বক গুণ সমুদায়ে অনুরাগ প্রকাশ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহলোকে মনুষ্যগণের জীবন নিতান্ত অস্থির ও অনিত্য। যিনি সুখ ও দুঃখ এই উভয় অবস্থাতেই সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ শাস্ত্রদর্শী বলা যায়। অধর্ম্ম পথাবলম্বী হইয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে যদি প্রচুর অর্থও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি তথাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কোনক্রমেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যে ভূপতি সহস্র সহস্র গাভী অপহরণ করিয়া সৎপাত্রে সমর্পণ করেন, তাঁহার কিছুমাত্র জয় লাভ হয় না; প্রত্যুত তাঁহারে তস্করতাপাপে লিপ্ত হইতে হয়।

ভগবান্ স্বয়ম্ভু সর্ব্বাগ্রে ত্রিলোকপূজিত বিধাতার সৃষ্টি করেন। অনন্তর বিধাতা লোকরক্ষার্থ সলিলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈশ্যগণ সেই দেবতার অর্চ্চনা করিয়া কৃষি গোরক্ষণাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। বৈশ্যের শস্যোৎপাদন, ক্ষত্রিয়ের শস্য রক্ষা, ব্রাহ্মণের উপভোগ এবং শূদ্রের ক্রোধ ও শঠতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহ-

স্থান ও যজ্ঞস্থান মার্জ্জনাদি করাই বিধেয়। এরূপ হইলে কদাচ ধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে না; ধর্ম্ম নষ্ট না হইলেই প্রজাবর্গ পরম সুখে অবস্থান করে এবং প্রজাবর্গ সুখী হইলেই দেবগণের পরম পরিতোষ জন্মে। ফলতঃ ভূপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন, বৈশ্য অর্থোপার্জ্জন এবং শূদ্র শুশ্রূষানিরত হইলেই সর্ব্বত্র সম্মানিত হন। যে ব্যক্তি এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, সে নিশ্চয়ই ধর্ম্মচ্যুত হয়। ন্যায়পথে ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক ভূরিদানের কথা দূরে থাকুক, অতি ক্লেশে কাকিনীমাত্র দান করিলেই মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূপালগণের মধ্যে যিনি সমাদর করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে যে রূপ ধন দান করেন, তিনি তদনুরূপ মহাফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বয়ং প্রতিগ্রহীতার নিকট গমন করিয়া তাহার সন্তোষ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত যাহা দান করা যায়, সেই দানই উৎকৃষ্ট। গ্রহীতা যাচ্ঞা করিলে যে দান করা হয়, তাহা মধ্যম; আর যাহা অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা সহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সংসারনিমগ্ন ব্যক্তিগণের এই ভবসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণ দমগুণসম্পন্ন, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য ধনী এবং শূদ্র নিয়ত ইহাঁদিগের সেবাতৎপর হইলেই সমধিক সম্মানভাজন হন।

পঞ্চনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৯৫।

হে রাজর্ষে! ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয় জয়লাভ, বৈশ্য ন্যায়কার্য্য ও শূদ্র শুশ্রূষা করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাহা যৎকিঞ্চিৎ হইলেও ধর্ম্ম ফলপ্রদ ও প্রশংসনীয় হয়। সর্ব্বদা তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্রের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ বিপদাপন্ন হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম বা বৈশ্যধর্ম্মাবলম্বী হইলে পতিত হন না; কিন্তু শূদ্র অধর্ম্মাবলম্বী হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে পতিত হইতে হয়। ঐ তিন বর্ণের সেবা দ্বারা জীবনধারণ করিতে অসমর্থ হইলে বাণিজ্য, পশুপালন বা শিল্প কর্ম্ম করিতে পারে। যে ব্যক্তি কদাচ নাট্য, বহুরূপ প্রদর্শন এবং মদ্যমাংস ও লৌহচর্ম্মের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে নাই, তাহার জীবিকানির্ব্বাহার্থ ঐ সমস্ত অবলম্বন করা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে। আর যে ব্যক্তির বহুকাল অবধি ঐ

সমুদায় কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, সে যদি ঐ সমুস্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ হয়, সন্দেহ নাই। মনুষ্যগণ ইহলোকে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া নানাপ্রকার পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে; ঐ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সকলেরই অকর্ত্তব্য। ইহলোকে ধর্ম্মশীল লোকেরাই প্রশংসনীয় ও বহুগুণের আকর হইয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে প্রজাগণ দান্ত, নীতিবিশারদ ও ধার্ম্মিক ছিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ দৈববশতঃ কোন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকে ধিক্কার প্রদান করিলেই তাহার সমুচিত দণ্ড করা হইত। কিয়ৎকাল পরে অসুরেরা প্রজাবর্গকে ধর্ম্মে নিতান্ত আসক্ত দেখিয়া ধর্ম্মকে একান্ত অসহ্য বোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে কামাদিরূপে তাহাদের দেহে প্রবিষ্ট হইল। কামাদি প্রবেশ করিলে প্রজাদিগের দেহে ধর্ম্মনাশন দর্পের আবির্ভাব হইতে লাগিল। অনন্তর দর্প হইতে ক্রোধ সমুদ্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের সুশীলতা ও লজ্জা বিনষ্ট করিল। তখন প্রজাগণ মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে নিপীড়িত করত ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের অপমান করিয়া নিরন্তর বিষয় ভোগ করিতে লাগিল। ঐ সময় কেবল ধিক্কার প্রদান দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা অসাধ্য হইয়া উঠিল।

প্রজাগণ এই প্রকারে নিরতিশয় উচ্ছৃঙ্খল হইলে দেবগণ বহুরূপধারী দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ভগবান্ ত্রিলোচন দেবগণের মুখে প্রজাবর্গের বিপরীতাচরণ শ্রবণ করিয়া রোষভরে আপনার তেজোবলে প্রথমতঃ প্রজাবর্গের দেহস্থিত কামক্রোধ বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে সর্ব্বপ্রধান মহামোহ নিপাতিত করিলেন। মহামোহ বিনষ্ট হইলে মনুষ্যগণ পূর্ব্বের ন্যায় সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া বেদ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর সপ্তর্ষিমণ্ডল ইন্দ্রকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনারা মনুষ্যগণের শাসনে নিযুক্ত হইলেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল কিয়ৎকাল মনুষ্যগণের শাসন করিয়া নিরস্ত হইলে, বিপৃথু ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আধিপত্য লাভ করিয়া প্রজাবর্গের শাসনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দেবাদিদেব মহাদেব যে সময় প্রজাবর্গের কামক্রোধাদি বিনষ্ট করেন, সেই সময় কোন কোন মহাকুলসমুদ্ভূত বৃদ্ধতম ব্যক্তির হৃদয়

হইতে ঐ সমুদায় আসুরভাব অপনীত হয় নাই। সেই সকল ব্যক্তির, সংসর্গে অনেকানেক ভীমপরাক্রম ভূপাল আসুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মূঢ় ব্যক্তিগণ স্বয়ং তাঁহাদিগের সেই কার্য্যের অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিতেছে এবং অন্যকেও উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে যত্নবান্ হইতেছে। অতএব আমি শাস্ত্রপর্য্যালোচনা করিয়া তোমাকে কহিতেছি যে, হিংসাত্মক কার্য্য পরিহার পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থ নীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাপ কার্য্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিলে, কোনক্রমেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারা যায় না; অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কখন উহাতে প্রবৃত্ত হন না। এক্ষণে তুমি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মানুরক্ত ও বান্ধবপ্রিয় হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে পুত্র, ভৃত্য ও প্রজাদিগকে প্রতিপালন কর। ইষ্ট ও অনিষ্টের সংযোগেই সৌহার্দ্দ ও শত্রুতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইষ্ট ও অনিষ্টকে সমান জ্ঞান না করে, তাহাকে বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। অতঃপর গুণে অনুরক্ত হওয়া এবং দোষ পরিত্যাগ করা তোমার অতি আবশ্যক। নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি লোকেরাও আপনাদের অল্পমাত্র গুণ প্রকাশ হইলে, আহ্লাদিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মানবগণের মধ্যেই প্রতিনিয়ত পর্য্যটন করিতেছে। অন্যান্য প্রাণীতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। কি ধর্ম্মপরায়ণ, কি বিদ্বান্, কি যাচক, কি অযাচক, সকলেরই হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় জীবে সমদর্শী হইয়া কালযাপন করা কর্ত্তব্য। যখন লোকের মন বাসনাবিহীন ও সত্যনিরত হয়, তখনই তাহার যথার্থ শ্রেয়োলাভ হয়।

ষণ্ণবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৯৬।

হে রাজন্! এই আমি গৃহস্থ ধর্ম্ম বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তপস্যার নিয়ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রায় সমুদায় গৃহস্থেরই রাজসিক ও তামসিক গুণপ্রভাবে সাংসর্গিক মমতা জন্মিয়া থাকে। মনুষ্যেরা স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, গো, ক্ষেত্র ও ধনসম্পন্ন হইলে, তাহাদিগের আর কিছুই অনিত্য বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা সর্ব্বদা ঐ সমুদায় সন্দর্শন করিতে করিতে রাগদ্বেষে নিতান্ত অভিভূত ও মোহজনিত সম্ভোগ বাসনায় নিতান্ত আসক্ত হইয়া থাকে। তখন ভোগ

পরায়ণ ব্যক্তিকেই কৃতার্থ ও স্ত্রীসম্ভোগই সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া তাহাদের বিবেচনা হয়, এবং তাহারা চিরপরিচিত লোভে সাতিশয় বিমোহিত হইয়া দাসদাসী প্রভৃতির সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবার নিমিত্ত জ্ঞানসহকারে নানা প্রকার কুৎসিৎ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াও অর্থোপার্জ্জন করে। ঐ সকল বুদ্ধিবিহীন ব্যক্তি অপত্যস্নেহে একান্ত অভিভূত ও অপত্যবিয়োগে সাতিশয় কাতর হইয়া থাকে। গৃহস্থগণ সমাজমধ্যে সম্মানভাজন হইয়া যে দারাপুত্রাদিরূপ বিষয় দ্বারা ভোগী হইব বলিয়া অবধারণ করে, সেই সমুদায় হইতে অবিলম্বেই বিনষ্ট হয়। ঐ সমস্ত গৃহস্থের মধ্যে যে সমুদায় বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি শুভ কার্য্যের অভিলাষী হইয়া নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা চিরকাল অসীম সুখভোগ করিয়া থাকেন। পীড়া এবং স্ত্রী পুত্র ও অর্থাদিনাশবশতঃ ঐ সকল মহাত্মার অন্তঃকরণে ঘোরতর নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। ঐ নির্ব্বেদ হইতে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান হইতে শাস্ত্রদর্শন ও শাস্ত্রদর্শন হইতে তপস্যায় প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। কিন্তু দারাপুত্রাদিজনিত সুখ পরিণামে ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, গৃহস্থগণের মধ্যে এতাদৃশ লোক নিতান্ত দুর্লভ। তপস্যা সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম। দয়া দাক্ষিণ্যবিহীন শূদ্রাদি হীনবর্ণেরও উহাতে অধিকার আছে। তপোবলে দমগুণসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ প্রজাপতি নানাবিধ ব্রতাবলম্বী হইয়া তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রজাগণের সৃজন করিয়াছেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, অগ্নি, বায়ু, বিশ্বেদেব, সাধ্য, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি স্বর্গবাসী দেবতারা একমাত্র তপস্যার প্রভাবেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা কর্তৃক পূর্ব্বে যে সমুদায় ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ তপোবলে পৃথিবী প্রতিপালন করিয়া এক্ষণে সুরলোকে সঞ্চরণ করিতেছেন। আর এই মর্ত্ত্যভূমিতে যে সমস্ত ভূপাল ও মহাবংশসম্ভূত ধনসম্পন্ন গৃহস্থকে পট্টবস্ত্র, উৎকৃষ্ট আভরণ, বাহন, আসন, যান, পরমাসুন্দরী অসংখ্য কামিনী, অট্টালিকা, উৎকৃষ্ট শয্যা, উত্তমোত্তম নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য এবং অন্যান্য অভিলষিত সামগ্রী সম্ভোগ করিতে দেখা যায়, সেই সমস্তই তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত তপস্যার ফল। ত্রিলোকমধ্যে তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। তপঃপ্রভাবে তত্ত্বজ্ঞানশূন্য মূঢ় ব্যক্তিদিগেরও বৈরাগ্যোদয় হইয়া থাকে। মনুষ্য সুখী হউক, বা দুঃখীই হউক, মন

বুদ্ধিমত্তাপ্রভাবে শাস্ত্রসন্দর্শন করিয়া লোভ পরিত্যাগ করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোভ সমুদায় দুঃখের আদি কারণ। লোভ হইতে ইন্দ্রিয়সম্ভ্রম, এবং ইন্দ্রিয়সম্ভ্রম, নিবন্ধন অভ্যাসবর্জ্জিত বিদ্যার ন্যায় ক্রমশঃ জ্ঞানের সম্ভ্রম হইতে থাকে। প্রজ্ঞানাশ হইলে ন্যায় অন্যায় বিবেচনা রহিত হয়। যাহা হউক, লোকের দুঃখ উপস্থিত হইলে উগ্রতর তপোনুষ্ঠান করাই তাহার কর্ত্তব্য। ইহলোকে প্রিয় বস্তুই সুখজনক ও অপ্রিয় বস্তুই দুঃখজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তপস্যার ফল সুখ; আর তপস্যা না করিলে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব তপস্যা করাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। নিষ্পাপ তপোনুষ্ঠান করিতে পারিলে, সতত নানাবিধ মঙ্গল দর্শন, বিষয় সম্ভোগ ও খ্যাতি লাভ করিতে পারা যায়। আর যে মনুষ্য ফলাভিলাষী হইয়া সৎপথ পরিত্যাগ করে, তাহার নিরন্তর অপ্রিয় সংঘটন, বিষয়সম্ভোগজনিত নানা প্রকার ক্লেশ ও অপমান উপস্থিত হয়। তপস্যা ও দান প্রভৃতি নানা প্রকার ধর্ম্ম কার্য্যের কর্ত্তব্যতাসত্ত্বেও মনুষ্যেরা অবিহিত কার্য্যে আসক্ত হইয়া বিবিধ পাপকার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক নরকে গমন করিয়া থাকে। যে মনুষ্য কি সুখের সময়, কি দুঃখের সময় স্বধর্ম্ম হইতে কখনই বিচলিত না হন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্। স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আস্বাদনজনিত সুখ অতি অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী। ঐ সুখ ক্ষয় হইলেই পুনর্ব্বার দুঃখ উপস্থিত হয়। মোক্ষসুখ চিরস্থায়ী; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিগণ কদাচ ঐ সুখের প্রশংসা করে না; বিবেকী ব্যক্তিরাই মোক্ষলাভ করিবার নিমিত্ত শমদমাদিগুণ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম তাঁহাদিগকে কখনই পরাভব করিতে পারে না। অনায়াসলভ্য বিষয় সকল উপভোগ এবং যত্নবান্ হইয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করা গৃহস্থগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। সদ্বংশসম্ভূত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পূজনীয় ব্যক্তিগণ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিগণ কখনই তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্ম বিনশ্বর; অতএব আত্মতত্ত্বাবধারণ করাই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যে সমুদায় গৃহস্থ কর্ম্মানুরক্ত, তাঁহাদিগের স্বধর্ম্মানুসারে যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক যজ্ঞাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেমন নদনদী প্রভৃতি জলাশয় সমুদায় সাগরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে, সেই প্রকার ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমিগণ গৃহস্থগণকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন।

সপ্তনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৯৭।

জনক কহিলেন, মহাত্মন্। পিতা ও পুত্রে যখন কিছুমাত্র ভেদ নাই, তখন মনুষ্যগণ একমাত্র ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইল, উহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইয়াছে; অতএব আপনি আমার নিকট উহা কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, রাজর্ষে! পিতাই পুত্ররূপে জন্মপরিগ্রহ করে, যথার্থ বটে; কিন্তু তপস্যার অপকর্ষপ্রযুক্ত মনুষ্যগণের ক্রমশঃ হীন জাতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। জনকজননীর পুণ্যপ্রভাবেই পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ ও জনক জননীর পাপেই পুত্র অধার্ম্মিক হইয়া থাকে। ধর্ম্মবিশারদ পণ্ডিতগণ কহেন, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পাদ হইতে শূদ্রজাতি সম্ভূত হইয়াছে। যাহারা এই বর্ণ চতুষ্টয় হইতে পৃথক্, তাহাদিগকে বর্ণশঙ্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রাজপুত্র, বৈদ্য, উগ্র, বৈদেহক, শপাক, পুকশ, স্তেন, নিষাদ, সূত, মাগধ, অযোগ, করণ, ব্রাত্য ও চণ্ডালগণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের পরস্পর সহযোগে জন্ম পরিগ্রহ করে।

জনক কহিলেন, মহাত্মন্! মনুষ্যেরা সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন গোত্র প্রাপ্ত হইল এবং যে সমুদায় মুনি অপকৃষ্ট যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারাই বা কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, রাজর্ষে! জন্মপ্রযুক্ত মহর্ষিগণের অপকর্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা তপঃপ্রভাবেই আত্মার উৎকর্ষ সম্পাদন করেন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের পিতৃগণ যে কোন স্থানে তাঁহাদিগকে উৎপাদন করিয়া তপঃপ্রভাবে তাঁহাদিগের ঋষিত্ববিধান করেন। আমার পিতামহ বশিষ্ঠ বিভাণ্ডকতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তাণ্ড্য, কৃপ, কাক্ষীবান্, যবক্রীত, দ্রোণ, আয়ু, মতঙ্গ, ক্রমদ ও মৎস্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও তপঃপ্রভাবে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া বেদবিদাগ্রগণ্য ও দমগুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। প্রথমে অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু এই চারি মহর্ষি হইতেই চারি মূল গোত্র সমুৎপন্ন হয়। অন্যান্য গোত্র কার্য্যদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। সাধু ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অদ্যাবধি সেই সকল গোত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

জনক কহিলেন, ভগবন্! আপনি সমুদায় বর্ণের বিশেষ ও সামান্য ধর্ম্মসকল অবগত আছেন, এক্ষণে আমার নিকট সেই সমস্ত বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, বিদেহরাজ! ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, যাজন ও অধ্যাপন; ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষা; বৈশ্যের কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও বাণিজ্য; এবং শূদ্রের ঐ তিন বর্ণের সেবাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। এই আমি তোমার নিকট বর্ণচতুষ্টয়ের বিশেষ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বিস্তার পূর্ব্বক সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নৃশংসতা, অহিংসা, অপ্রমাদ, পোষ্য বর্গকে সমুচিত অংশপ্রদান, শ্রাদ্ধক্রিয়া, অতিথিসেবা, সত্যানুষ্ঠান, অক্রোধ, স্বভার্য্যানুরাগ, শৌচ, অসূয়াপরিত্যাগ, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা এই কয়েকটী সকল বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদবিহিত ধর্ম্মে ইহাদিগের অধিকার আছে; কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, ইহাদিগকে পতিত হইতে হয়। ধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণ স্বকর্ম্মানুরত সাধু ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া উন্নতি লাভ করেন। শূদ্রগণ সংস্কার লাভের যোগ্য নহে এবং কুকর্ম্মবশতঃ তাহাদিগকে পতিত হইতেও হয় না। তাহারা অনৃশংসতাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মে তাহাদিগের অধিকার নাই। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণেরা অনৃশংসতাদিধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রকে ব্রহ্মার তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এবং আমিও ঐরূপ শূদ্রকে বিষ্ণুতুল্য বোধ করি। শূদ্রগণ উন্নত হইবার নিমিত্ত সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতিরেকে পুষ্টিজনক কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। ইতর ব্যক্তিগণ যে প্রকার সদ্ব্যহার অবলম্বন করিয়া থাকে, ইহলোক ও পরলোকে তদনুযায়ী সুখলাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই।

জনক কহিলেন, ভগবন্! মনুষ্য কি কর্ম্মপ্রভাবে হীনদশা প্রাপ্ত হয়? অথবা জন্মনিবন্ধন উহারা হীনত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে? তদ্বিষয়ে সাতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, জনকরাজ। কর্ম্ম ও জন্ম এই উভয় দ্বারাই লোকে হীনদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কর্ম্মই হীনত্বের প্রধান কারণ। যে মনুষ্য হীনজাতি হইয়াও পাপকার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু যে মনুষ্য উৎকৃষ্ট বর্ণে সমুৎপন্ন হইয়াও কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে হীনদশা প্রাপ্ত

হইতে হয়; অতএব কর্ম্মকেই হীনত্বের প্রধান কারণ বলিতে হইবে।

জনক কহিলেন, মহর্ষে! মনুষ্য কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সতত হিংসাবিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয় এই বিষয় বিশেষ করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, রাজর্ষে! মনুষ্য যে কার্য্য দ্বারা জীবের হিংসা না করিয়া ধর্ম্মলাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ক্রমশঃ সন্তাপবিহীন ও উৎকৃষ্ট পদে সমারোহণ করিতে পারিলে অনায়াসে মোক্ষলাভজনক পথ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বিনয়যুক্ত, দমগুণসম্পন্ন ও সূক্ষ্মবুদ্ধি মহাত্মারা সমুদায় পরিহার পূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্মপদ লাভে সমর্থ হন। ফলতঃ অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান ও সর্ব্বদা সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে, সমস্ত বর্ণেরই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

—∘∘—

অষ্টনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৯৮।

হে রাজন্! যাহারা ইহলোকে ভক্তিশূন্য, তাহারা পিতা, মাতা, গুরু, গুরুপত্নী ও সুহৃদ্গণের সেবাজন্য ফললাভ করিতে কখনই সমর্থ হয় না। যাহারা তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত ভক্তিমান্, প্রিয়বাদী এবং তাঁহাদিগের হিতানুষ্ঠানে তৎপর ও বশীভূত হয়, তাহারাই ফল লাভ করিতে পারে। পিতা পুত্রের পরম দেবতা এবং জননী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন, এবং উহা লাভ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরম পদ অধিকার করেন। যে ভূপতি রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়া শরানলে শলভবৃত্তি অবলম্বন করেন, তিনি অনায়াসে দেবদুর্লভ লোকে গমন পূর্ব্বক স্বর্গসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। শ্রান্ত, ভীত, ভ্রষ্টশস্ত্র, রোরুদ্যমান, সমরপরাঙ্মুখ, সহায়শূন্য, উদ্যোগবিহীন, রোগী, শরণাপন্ন, বালক ও বৃদ্ধকে প্রহার করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। সমরাঙ্গনে সহায়সম্পন্ন সংগ্রামার্থ সমুদ্যত সমকক্ষ প্রতিযোগী ক্ষত্রিয়কে আক্রমণ করাই ভূপতিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুল্য বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হস্তে বিনষ্ট হওয়াই প্রশংসনীয়। ভয়বিহ্বল নীচ ব্যক্তির হস্তে জীবন পরিত্যাগ করা নিতান্ত নিন্দনীয়। পাপানুষ্ঠাননিরত দুরাত্মাদিগের হস্তে বিনষ্ট হইলে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়।

কালসমাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে পরিত্রাণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। আর যাহার পরমায়ু থাকে, কেহই তাহাকে সংহার করিতে পারে না। মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা অন্য ব্যক্তির প্রাণহিংসাদ্বারা পুত্রাদির জীবন রক্ষা করিতে সমুদ্যত হইলে জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবারণ করা পুত্রাদির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তীর্থস্থানে অবস্থান করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হওয়াই মুমূর্ষু গৃহস্থমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আয়ুঃ ক্ষয় হইলে কেহ কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। আর কেহ কেহ বা সহসা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। দেহিগণের মৃত্যু হইলে তাহারা পুনর্ব্বার দেহ লাভ করে। যেরূপ এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করা যায়, তদ্রূপ জীব কর্ম্মপথদ্বারা পুনর্ব্বার এক দেহ হইতে অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু জীব যোগসম্পন্ন হইলে ক্রমশঃ তাহার মুক্তি লাভ হয়। অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতগণ দেহকে শিরা, স্নায়ু ও অস্থিসমূহে পরিপূর্ণ; বিকৃত ও অপবিত্র পদার্থে পরিব্যাপ্ত; পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও বিষয় কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং ত্বক্ দ্বারা আবৃত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। জীব যখন দেহ পরিত্যাগ করে, উহা তখন নিশ্চেষ্ট ও চৈতন্যশূন্য হইয়া ভূমিতে নিপতিত হয় এবং জীব আপনার কর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। তনুত্যাগানন্তর জীবাত্মা কিয়ৎকাল যাতনাদেহ আশ্রয় করিয়া বিমানচারী মেঘের ন্যায় পর্য্যটন করেন, এবং তৎপরে পুনর্ব্বার অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেহের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আত্মা সর্ব্বশরীরে সমভাবে অবস্থান করিলেও উপাধিভেদে প্রাণিগণের তারতম্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ প্রাণির মধ্যে জঙ্গম, জঙ্গমমধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণমধ্যে জ্ঞানবান, জ্ঞানবান্দিগের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ, এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞগণের মধ্যে মানাপমানে সমজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণই শ্রেষ্ঠ।

ইহলোকে যাহারা স্বীয় স্বীয় গুণানুসারে নশ্বর কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেহাবসানে পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহ করে, অবশ্যই তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়। যে মহাত্মা কাহাকেও ক্লেশ প্রদান না করিয়া সৎকার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া উত্তরায়ণে পবিত্র নক্ষত্রে ও পবিত্র মুহূর্ত্তে জীবন পরিত্যাগ করেন, তিনিই পুণ্যবান্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। বিষভোজন, উদ্বন্ধন বা অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা

যাহাদিগের মৃত্যু হয় এবং যাহারা দস্যুহস্তে নিপতিত বা হিংস্র জন্তু কর্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগের মৃত্যুকে অপমৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ প্রকার মৃত্যু নিতান্ত অপকৃষ্ট। পুণ্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ অতি উৎকট পীড়াদিদ্বারা সমাক্রান্ত হইলেও কদাচ ঐ সকল কার্য্য দ্বারা জীবন পরিত্যাগ করিতে বাসনা করেন না। যাঁহারা কেবল পুণ্য কার্য্যানুষ্ঠানে রত থাকেন, তাঁহাদিগের প্রাণ উর্দ্ধদেশ, যাঁহারা পাপ- ও পুণ্য উভয়বিধ কার্য্যেই আসক্ত থাকেন, তাহাদিগের প্রাণ মধ্যদেশ এবং যাহারা কেবল পাপ কার্য্যানুষ্ঠানে রত থাকে, তাহাদিগের প্রাণ অধোদেশ ভেদ করিয়া বহির্গত হয়।

মনুষ্য অজ্ঞান কর্তৃক সমাক্রান্ত হইয়াই ঘোরতর নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; অতএব অজ্ঞানের তুল্য শত্রু আর কেহই নাই। যে মনুষ্য ঐ শত্রুকে নিবারণ করিবার বাসনায় বেদধর্ম্মানুসারে বৃদ্ধগণের উপাসনা করিয়া থাকেন, তিনিই প্রজ্ঞাশরদ্বারা উহাকে উচ্ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি প্রথমে ব্রহ্মচারী হইয়া কেবল বেদাধ্যয়ন, তৎপরে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়নাদি পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং পরিশেষে পুত্রাদির প্রতি গার্হস্থ ধর্ম্মের ভার সমর্পণ করিয়া মোক্ষলাভার্থ অরণ্যে গমন করিবেন। আত্মারে এক কালে উপভোগবিহীন করিয়া অবসন্ন করা মনুষ্যের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অন্য যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করা অপেক্ষা মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক চণ্ডালত্ব লাভ করাও শ্রেয়ঃ। আত্মা যে যোনি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্য কার্য্য দ্বারা ইহলোক হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হয়, সেই যোনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মশীল মানবগণ যাহাতে কোনরূপেই মনুষ্যযোনি হইতে পরিভ্রষ্ট না হন, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নবান্ হইয়া বেদবিধানানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। যে মনুষ্য দুর্লভতর মনুষ্যদেহ লাভ করত কামপরায়ণ হইয়া মনুষ্যের দ্বেষ ও ধর্ম্মের অবমাননা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই সমস্ত কামনা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যে মহাত্মারা বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিষয়দর্শনে পরাঙ্মুখ ও শান্তস্বভাব হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে জীবদিগকে দর্শন, অন্নদান, তাহাদিগের প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং তাহাদের দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ অনুভব করিয়া থাকেন, পরলোকে তাঁহাদিগকে কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সরস্বতী, নৈমিষ ও পুষ্কর প্রভৃতি পৃথিবীস্থ পুণ্যতীর্থ সমুদায় গমন পূর্ব্বক শান্তমূর্ত্তি হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন ও তপস্যা দ্বারা দেহের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া গৃহবান্ করা মনুষ্য-

গণের অতি আবশ্যক। যাহারা স্বীয় গৃহে জীবন পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত ও যান দ্বারা শ্মশানে নীত করিয়া বেদবিহিত বিধি অনুসারে দাহ করা আত্মীয়দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্যগণ আপনাদিগের হিতসাধন করিবার নিমিত্তই যজ্ঞ, পুষ্টিজনক ক্রিয়া, দান ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সমুদায় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; পুণ্যবান্‌গণের কুশলার্থই ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ ও শিক্ষা কল্পাদি ষড়ঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে মহামতি পরাশর বিদেহাধিপতির হিতাভিলাষী হইয়া তাঁহাকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

নবনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৯৯।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অনন্তর বিদেহরাজ জনক পুনর্ব্বার সর্ব্বধর্ম্ম-বিশারদ মহামতি পরাশরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন! মহাত্মন্! ইহলোকে কোন্ পদার্থ শ্রেয়ঃসাধন? সদ্গতি কি? কোন্ কার্য্যের ধ্বংস নাই ও কোন্ স্থানে গমন করিলে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় না? সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, মহারাজ! সংসারে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়ো-লাভের মূল, জ্ঞানই উৎকৃষ্ট গতি, সৎপাত্রে দান ও তপশ্চর্য্যার ধ্বংস নাই এবং অভয় দান পূর্ব্বক অধর্ম্মপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্মে একান্ত আসক্ত হইলেই পরম স্থান লাভ করিতে পারা যায়; তথা হইতে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই। যে মনুষ্য সৎপাত্রে সহস্র গাভী ও শত শত অশ্ব প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সমুদায় প্রাণী হইতে অভয় লাভ করিতে পারে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ প্রভূত বিষয় মধ্যে অবস্থান করিয়াও কোন ক্রমেই উহাতে লিপ্ত হন না; কিন্তু নির্ব্বোধ মূঢ় ব্যক্তিগণ অতি অল্পমাত্র বিষয়েই একান্ত আসক্ত হইয়া উঠে। অধর্ম্ম পদ্মপত্রস্থ সলিলের ন্যায় কখনই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু উহা কাষ্ঠসংশ্লিষ্ট জতুর ন্যায় অজ্ঞান ব্যক্তিকে অনায়াসে আশ্রয় করিয়া থাকে। অধর্ম্ম কোনক্রমেই কর্ত্তাকে পরিত্যাগ করে না, যথা সময়ে তাহাকে অবশ্যই অধর্ম্মজন্য ফলভোগ করিতে হয়; কিন্তু আত্মদর্শী সাধুগণের কখনই কর্ম্মজন্য ফলভোগ

হইবার সম্ভাবনা নাই। যে মনুষ্য প্রমাদনিবন্ধন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদায়ের গতি পরিজ্ঞাত হইতে অসমর্থ এবং সুখের সময় নিতান্ত হৃষ্ট ও দুঃখের সময় একান্ত কাতর হয়, তাহার নিশ্চয়ই ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বীতরাগ ও জিতক্রোধ হন, বিষয়মধ্যে অবস্থান করিলেও তাহাদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। নদীমধ্যে সেতু বন্ধন হইলে যে প্রকার ঐ সেতু ভগ্ন না হইয়া স্রোতের বৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ লোকে বিষয়াসক্ত না হইয়া বেদানুশাসনে নিবদ্ধ হইলে তাঁহাকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না। প্রত্যুত তাহার তপস্যায় বৃদ্ধি হইতে থাকে। সূর্য্যকান্ত মণি যেরূপ সূর্য্যের তেজ আকর্ষণ করে, সেইরূপ চিত্তের একাগ্রতা যোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে। যে প্রকার তিলমধ্যে বারংবার সুগন্ধিপুষ্প নিক্ষেপ করিলে ক্রমশঃ সুগন্ধের আতিশয্য হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধচিত্ত মনুষ্যগণের বারংবার সাধুসংসর্গবশত ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের আধিক্যতা জন্মে। যাঁহারা সম্পত্তি, পদ, যান, স্ত্রী ও নানাবিধ সৎক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের বিষয়বাসনার লেশমাত্রও থাকে না। আর যাহারা বিবিধ বিষয়ে নিতান্ত আসক্ত হইয়া আপনাদিগের হিতচিন্তায় নিতান্ত অসমর্থ হয়, তাহরা আমিষলোলুপ মৎস্যের ন্যায় বিষয়ে নিতান্ত সমাকৃষ্ট হইয়া থাকে। পরস্পরের উপকারতৎপর হস্তপদাদিযুক্ত মনুষ্য সকল কদলীবৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত অসার। ইহারা নৌকার ন্যায় সংসারার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যায়। ধর্ম্মানুষ্ঠানের কাল নিশ্চয় নাই। মৃত্যু কালপ্রতীক্ষা করে না; সকলকেই কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান করা সততই বিধেয়। অন্ধ ব্যক্তি যে প্রকার অভ্যাসপ্রযুক্ত অলক্ষিত পথে গমন করিয়া থাকে, জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সেইরূপ অনায়াসে যোগযুক্তচিত্তে অগোচর জ্ঞানপথে গমন করিতে সমর্থ হন। জীব জন্ম গ্রহণ করিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। জন্ম মৃত্যুর অধিকৃত। যাহারা মোক্ষধর্ম্মে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকেই জন্ম মৃত্যুর বশীভূত হইয়া চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কি ইহলোক, কি পরোলোক সর্ব্বত্রই সুখলাভ করিয়া থাকেন। যাহারা অগ্নিহোত্রাদি নানাপ্রকার যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে ক্লেশভোগ করিতে হয়; আর যাঁহারা একবারে সর্ব্বত্যাগী হন, তাঁহাদিগের সুখের পরিসীমা থাকে না। অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান দ্বারা অন্যের হিতানুষ্ঠান করা যায়, কিন্তু সর্ব্বত্যাগী হইলে আপনাদিগেরই শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। যেরূপ, মৃণাল উৎপাটিত হইলে

কর্দ্দমের সহিত তাহার সংশ্রব থাকে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে লিঙ্গশরীরের সহিত আত্মার সম্পর্ক একবারে রহিত হইয়া যায়। মন আত্মাকে যোগোন্মুখ করিয়া থাকে। আত্মা যোগোন্মুখ হইলেই যোগী মনকে আত্মায় লীন করেন। এই প্রকারে যোগে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধি লাভ করিলেই উপাধিশূন্য আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হইতে পারে। যাহারা যোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধন ও শরীর পরিপোষণ করাই স্বকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই যোগভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ স্ব স্ব কার্য্যফলে অধোগতি, তির্য্যক্‌যোনি ও স্বর্গ লাভ করে। জীবাত্মা তপস্যা দ্বারা পরিপক্ক দেহে অবস্থান করিলে, অনায়াসে পক্ক মৃণ্ময় পাত্রস্থ দ্রব দ্রব্যের ন্যায় বহুকালস্থায়ী অদৃষ্ট দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারে। যে মনুষ্য ইহলোকে বিষয়াসক্ত হয়, তাহাকে নিশ্চয়ই পরলোকে ভোগসুখে বঞ্চিত হইতে হয়। আর যে মহাত্মা ইহলোকে বিষয়সুখে অভিভূত না হন, পরলোকে তিনিই পরম সুখ অনুভব করিতে পারেন। জন্মান্ধ যে প্রকার পথদর্শনে অক্ষম, সেইরূপ শিশ্নোদরপরায়ণ মূঢ় ব্যক্তিগণ অজ্ঞাননীহারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরমার্থ দর্শনে নিতান্ত অসমর্থ হয়। বণিক্‌গণ যে প্রকার সাগরে গমন পূর্ব্বক আপনাদিগের মূল ধনানুরূপ অর্থলাভ করিয়া থাকে। প্রাণিগণও সেই প্রকার এই সংসারমধ্যে স্ব স্ব কর্ম্মের অনুরূপ গতি লাভ করে। ভুজঙ্গ যেরূপ বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকে, মৃত্যু সেইরূপ এই অহোরাত্রপরিব্যাপ্ত লোকে জরারূপে পর্য্যটন পূর্ব্বক জীবদিগকে গ্রাস করিতেছে। ইহলোকে মনুষ্যগণ জন্মপরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কার্য্যেরই ফল ভোগ করে। ইহলোকে কর্ম্ম ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই অণুমাত্র প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয় লাভ করিতে পারে না। মনুষ্য কি শয়নে, কি গমনে প্রবৃত্ত, কি উপবিষ্ট, কি বিষয়াসক্ত যে কোন অবস্থায় অবস্থান করুক না কেন, তাহার অনুষ্ঠিত, শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সমস্ত সর্ব্বদাই তাহাকে ফল প্রদান করিতেছে। যে মনুষ্য সাগরের পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার পার হইতে বাসনা না করে, তাহাকে যেরূপ মহাসাগরে নিপতিত হইতে হয় না, সেইরূপ যে মানব তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে এই সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পুনর্জ্জন্ম ইচ্ছা না করেন, ইহলোকে আর তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে হয় না। ধীবর যে প্রকার আপনার অভিপ্রায়ানুসারে রজ্জু দ্বারা সলিলনিমগ্ন অর্ণবপোত উদ্ধার করে, তদ্রূপ মন সত্ত্বগুণের অভিনিবেশ

দ্বারা সংসারনিমগ্ন দেহাভিমানী জীবকে উদ্ধার করিয়া থাকে। যেরূপ নদী সকল সমুদ্রে সমবেত হয়, সেইরূপ যোগসময়ে মন মূলপ্রকৃতিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ অজ্ঞানাবৃত ও বিবিধ স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়াই সলিলস্থিত বালুকাময় গৃহের ন্যায় বিনষ্ট হইতেছে। যে মনুষ্য স্বীয় শরীরকে গৃহ ও শৌচকেই তীর্থ বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক কালযাপন করে, সেই ব্যক্তি উভয়লোকেই সুখলাভে সমর্থ হয়। অগ্নিহোত্রাদি বিস্তর কার্য্য ক্লেশ কর। ঐ সকল দ্বারা কেবল শারীরিক সুখ জন্মে; কিন্তু একমাত্র সর্ব্বত্যাগই আত্মার সুখলাভের কারণ, সন্দেহ নাই। মনুষ্য যত দিন পোষ্যবর্গের প্রতিপালনে সমর্থ হয়, ততদিন মিত্রবর্গ, জ্ঞাতি পুত্র, কলত্র ও ভৃত্য প্রভৃতি পরিজনেরা তাহার অনুগত থাকে; অতএব যোগমার্গ পরিত্যাগ করিয়া পরিবার প্রতিপালনের চিন্তা করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। পিতামাতা হইতে পরলোকের কোন কার্য্যই সম্পাদিত হয় না। জীবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করে, কেবল দানই মনুষ্যের স্বর্গলাভের পাথেয়, সন্দেহ নাই। পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও মিত্র প্রভৃতি পরিজনগণ সুবর্ণরেখার ন্যায় দেখিতে সুন্দর; কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা পারত্রিক সুখলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্য সকল আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অন্তরাত্মা উপস্থিত কর্ম্মফল অবগত হইয়া তাহার অনুরূপ ফল ভোগার্থ বুদ্ধিকে নানাবিধ কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। যে মনুষ্য সহায়সম্পন্ন ও উদ্যোগী হইয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার কোন কার্য্য কখনই নিষ্ফল হয় না। কিরণজাল যেরূপ সূর্য্য হইতে কোনরূপেই অন্তরিত হয় না, শ্রী সেইরূপ একাগ্রচিত্ত উদ্যোগী ধীরচিত্ত পণ্ডিতগণকে কখনই পরিত্যাগ করেন না। আস্তিক্য উদ্যোগ, গর্ব্বপরিত্যাগ, উপায় ও বুদ্ধি দ্বারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না। গর্ভবাস কালে সমস্ত জীবই আপনাদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বায়ু যেরূপ কাষ্ঠচূর্ণকে অন্যত্র নীত করে, দুর্নিবার্য্য মৃত্যু সেইরূপ জীবননাশক কালকে সহায় করিয়া জীবগণকে লোকান্তর লইয়া যায়। মনুষ্যগণের জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্য দ্বারাই রূপ, ঐশ্বর্য্য ও পুত্র পৌত্র প্রভৃতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ধর্ম্মবিদগ্রগণ্য রাজর্ষি জনক মহামতি পরাশরের নিকট এই প্রকার যথার্থ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

ত্রিশততম অধ্যায়। ৩০০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ সত্য, দম, ক্ষমা ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করেন; একণে ঐ সকল বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় কি? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি পূর্ব্বকালে সাধ্যগণের সহিত হংসের যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা অনাদিনিধন ভগবান্ প্রজাপতি হিরণ্ময় হংসরূপ ধারণ পূর্ব্বক ত্রিলোক পর্য্যটন করিতে করিতে সাধ্যগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সাধ্যগণ সেই হংসকে সন্দর্শন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বিহগরাজ! আমরা সাধ্যদেব; তোমার নিকট মোক্ষধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিব। তুমি মোক্ষধর্ম্মকুশল, পণ্ডিত, ধীরপ্রকৃতি ও বচন-রচনাচতুর। অতএব ইহলোকে কোন্ কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তোমার মন কোন্ কার্য্যে অনুরক্ত হইয়াছে এবং কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, তাহা বর্ণন কর, আমরা তাহাই অনুষ্ঠান করিব।

তখন সেই হংসরূপী ভগবান্ প্রজাপতি সাধ্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবগণ! আমি শুনিয়াছি, তপস্যা, দমগুণ অবলম্বন, সত্যবাক্য প্রয়োগ ও চিত্ত জয় করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাগাদি হৃদয়গ্রন্থি মোচন করিয়া প্রিয়বিষয়ে হর্ষ ও অপ্রিয় বিষয়ে বিষাদ পরিত্যাগ করাই অতি আবশ্যক। মর্ম্মভেদী নৃশংস বাক্য প্রয়োগ ও নীচ ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে বাক্যে অন্যের মনোব্যথা উপস্থিত হয় এবং যে বাক্য উচ্চারণ করিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয়, তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। মুখ হইতে বাক্‌শল্য বিনির্গত হইলেই তন্নিবন্ধন দিবারাত্রি অনুতাপ করিতে হয়; অতএব কুবাক্য পরি-ত্যাগ করাই পণ্ডিত ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। ইতর ব্যক্তি যদি পণ্ডিতের প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে শান্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাকে ক্ষমা করাই পণ্ডিতের কর্ত্তব্য। কারণ অন্যে রোষিত করিবার চেষ্টা করিলে যিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে তৎকৃত পুণ্যে অধিকারী হন। কেহ আমার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ বা আমাকে নিপীড়িত করিলে আমি কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকি। সাধু ব্যক্তিগণ ক্ষমা, সত্য,

সরলতা ও অনৃশংসতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বেদের ফল সত্য, সত্যের ফল দমগুণ এবং দমগুণের ফল মোক্ষ। যিনি বাক্য, মন, ক্রোধ, প্রতিচিকীর্ষা, উদর ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে পারেন, আমি তাহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও মুনি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকি। ক্রোধনস্বভাব অপেক্ষা ক্রোধশূন্য, অসহিষ্ণু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানুষ অপেক্ষা মানুষ এবং অজ্ঞান হইতে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকেন। কেহ আক্রোশ করিলে, যিনি তাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ না করিয়া ক্রোধাবেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হন, তিনি আক্রোশকর্ত্তার সমুদায় পুণ্য সংগ্রহ করিতে পারেন। আর আক্রোশকর্ত্তাকে আপনার কুকার্য্য নিবন্ধন নিরতই দগ্ধ হইতে হয়। যে মনুষ্য অন্যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে কটুবাক্য প্রয়োগ বা স্তুতিবাদ করিলে প্রিয় বাক্য প্রয়োগ এবং প্রহার করিলে প্রতিপ্রহার বা প্রহারকর্ত্তার অনিষ্ট বাসনা না করেন, তিনিই দেবগণের সালোক্য প্রাপ্ত হইতে পারেন। পাপাত্মা ব্যক্তি অপমান বা প্রহার করিলে পুণ্যবান্ ব্যক্তির ন্যায় তাহাকে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। আমার সকল বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি আমি সর্ব্বদা সাধুগণের সেবা করিয়া থাকি। আমার কার্য্যে বাসনা বা ক্রোধের লেশমাত্রও নাই। অর্থ হস্তগত হইলেও আমি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই না এবং অর্থ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করি না। আমাকে কেহ অভিসম্পাত করিলে, আমি তাহাকে শাপ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হই না। আমি দমগুণকেই পুণ্যের দ্বার স্বরূপ বলিয়া বোধ করিয়া থাকি। মনুষ্য অপেক্ষা কোন জন্তুই উৎকৃষ্ট নহে। ধীর ব্যক্তিগণ মেঘবিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ধৈর্য্য গুণপ্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সমুদায় লোকে যাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের স্তম্ভের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অর্চনা এবং যাঁহার প্রতি সকলেই প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করে, তিনি সংযমপ্রভাবে অনায়াসে সুরলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। স্পর্দ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ মনুষ্যদিগের দোষ দর্শন করিবামাত্র উহা কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত যেরূপ ব্যগ্র হয়, গুণ দর্শন করিলে তাহা কীর্ত্তন করিতে সেরূপ ব্যগ্র হয় না। যিনি বাক্য ও মনকে সংযম করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি অনায়াসে বেদ, তপস্যা ও দানজনিত ফললাভে সমর্থ হন। মূঢ় ব্যক্তিগণ আক্রোশ বা অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার অনুরূপ বাক্য দ্বারা তাহা-

দিগকে নিন্দা করা পণ্ডিত ব্যক্তির নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আত্মার ও অন্য ব্যক্তির হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। পণ্ডিতগণ অপমানকে অমৃতের ন্যায় বোধ করিয়া পরম সুখে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন; কিন্তু অবমন্তাকে অবমাননানিবন্ধন অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয়। ক্রোধ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, তপস্যা ও হোম করিলে মৃত্যু ঐ সমস্ত কার্য্যের ফল হরণ করেন; সুতরাং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সমস্ত পরিশ্রমই বিফল হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। যাঁহার উপস্থ, উদর, হস্ত ও বাক্য এই চারিটী সুরক্ষিত থাকে, তাঁহাকেই ধর্ম্মশীল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে মনুষ্য স্বাধ্যায়নিরত, পরধনে নিস্পৃহ ও সৎস্বভাবসম্পন্ন হইয়া সত্য, দম, সরলতা, অনৃশংসতা, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা আশ্রয় করিতে সমর্থ হন, তিনিই পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারেন। যেরূপ বৎস গাভীর চারিস্তন হইতেই দুগ্ধপান করে, সেইরূপ সত্য, দম, ক্ষমা ও প্রজ্ঞা এই চারি গুণেই অনুরক্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সত্য সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই। আমি দেবলোক ও মানবলোকে পর্য্যটন করিয়া কহিতেছি যে, অর্ণবপোত যেরূপ সাগরপারের একমাত্র উপায়, সেইরূপ সত্যই স্বর্গগমনের একমাত্র সোপান স্বরূপ, সন্দেহ নাই। যে মনুষ্য যেরূপ লোকের সহবাস, যেরূপ লোকের উপাসনা ও যেরূপ হইবার অভিলাষ করে, সে নিশ্চয়ই তদনুরূপ প্রকৃতি লাভ করে। দেবগণ সর্ব্বদাই সাধুগণের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। তন্নিবন্ধন সাধুগণ লৌকিক বিষয় দর্শন করিতে বাসনা করেন না। যে মনুষ্য সকল বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ সাধু; বায়ু বা চন্দ্র কখনই তাঁহার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হন না। যে মনুষ্যের হৃদয়স্থিত জীব রাগদ্বেষ পরিবর্জ্জিত হয়, দেবগণ তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন। আর যে ব্যক্তি শিশ্নোদরপরায়ণ, তস্কর ও অপ্রিয়বাদী, সে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও দেবতারা তাহাকে পরিত্যাগ করেন। নীচবুদ্ধি, সর্ব্বভোজী, দুষ্কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনই দেবগণকে পরিতুষ্ট করিতে পারে না। সত্যব্রতপরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন। বাচালের ন্যায় অনর্থক নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা মৌনাবলম্বন, মৌনাবলম্বন অপেক্ষা কেবল সত্য বাক্য প্রয়োগ এবং কেবল সত্য বাক্য প্রয়োগ অপেক্ষা ধর্ম্মসংযুক্ত সত্য বাক্য প্রয়োগ করা শ্রেয়ঃ। আবার সেই ধর্ম্মসংযুক্ত সত্য বাক্য যদি লোকের প্রিয় হয়, তাহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

সাধ্যগণ কহিলেন, বিহগরাজ! লোক সকল কোন্ পদার্থে সমাবৃত

ও কি নিমিত্ত অপ্রকাশিত থাকে, কি নিমিত্ত মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে; আর কি নিমিত্তই বা স্বর্গগমনে অসমর্থ হয়, আমাদের নিকট তাহা কীর্ত্তন কর।

হংস কহিলেন, সাধ্যগণ! মানবেরা অজ্ঞান দ্বারা সমাচ্ছন্ন, মাৎসর্য্য নিবন্ধন অপ্রকাশিত, লোভপ্রযুক্ত মিত্রত্যাগে প্রবৃত্ত ও সংসর্গদোষেই স্বর্গে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে।

সাধ্যগণ কহিলেন, হংস! ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত থাকেন, কোন্ ব্যক্তি মৌনাবলম্বী হইয়া বহু বহু লোকের সহিত বাস করিতে সমর্থ হন, কোন্ ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়াও বলবান্ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, এবং কোন্ ব্যক্তি কাহারও সহিত কলহ করেন না, তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর।

হংস কহিলেন, সাধ্যগণ! ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই নিরন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বহু লোকের সহিত বাস করিতে সমর্থ হন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই দুর্ব্বল হইলেও বলবান্ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই কদাপি কাহার সহিত বিবাদ করেন না।

সাধ্যগণ কহিলেন, বিহগরাজ! ব্রাহ্মণগণের দেবত্বসাধক কি, সাধুত্বসাধক কি, অসাধুত্বসাধক কি, এবং মনুষ্যত্বসাধকই বা কি, তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর।

তখন হংসরূপধারী ব্রহ্মা কহিলেন, সাধ্যগণ! বেদপাঠ ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব, ব্রত উহাঁদিগের সাধুত্ব, অপবাদ উহাঁদিগের অসাধুত্ব, এবং মৃত্যু উহাঁদিগের মনুষ্যত্ব সম্পাদন করে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট হংস ও সাধ্যগণের এই উৎকৃষ্ট কথোপকথন কীর্ত্তন করিলাম। ফলতঃ দেহই কর্ম্মের উৎপত্তিস্থান এবং জীবই সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

একাধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩০১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই; অতএব আপনি সাংখ্য ও যোগ, এই দুইটির মধ্যে কোনটী উৎকৃষ্ট, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা সাঙ্খ্যের ও যোগিগণ যোগেরই বিশেষরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন। যোগীরা ঈশ্বর ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই বলিয়া আপনাদিগের মতের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন। কিন্তু সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা কহিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যিনি সমুদায় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া বিষয় হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, তিনি দেহনাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তিলাভে সমর্থ হন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ মুক্তি লাভকে সাঙ্খ্যমতোক্ত মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই উভয়বিধ যুক্তি, উভয় পক্ষসমর্থক হিত বাক্য ও শিষ্ট ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করা ভবাদৃশ ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও সাঙ্খ্যমত শাস্ত্রপ্রমাণ। এই উভয়মতই যথার্থ ও সাধুসম্মত। শাস্ত্রানুসারে ঐ উভয়ের মধ্যে অন্যতরের অনুষ্ঠান করিলেই মোক্ষপদ লাভ করিতে পারা যায়। এই উভয়মতেই পবিত্রতা অবলম্বন, জীবগণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও নানাবিধ ব্রত ধারণ করা বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ঐ উভয় মতের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ সমান নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন উভয়মতেই ব্রত, শৌচ ও দয়া তুল্য রূপে নির্দ্দিষ্ট এবং উভয় মতেরই ফল সমান হইল, তখন ঐ উভয় মতের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ সমান হইল না কেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যেরা যোগপ্রভাবে কাম, ক্রোধ, মোহ, অনুরাগ ও স্নেহ, এই পাঁচ প্রকার দোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভে অধিকারী হয়। বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য সমুদায় যেরূপ জালবিদারণ করিয়া সলিলমধ্যে প্রবেশ করে এবং বলবান্ মৃগগণ যেরূপ বাগুরা ছিন্ন করিয়া নিরাপদ পথে সমুত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ যোগবলান্বিত যোগিগণ লোভজনিত বন্ধন সকল ছেদন পূর্ব্বক যোগবলে অনায়াসে অতি সুবিমল মঙ্গলকর মোক্ষমার্গে গমন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যে যোগিগণের যোগবল না জন্মে, তাঁহাদিগকে বাগুরানিপতিত দুর্ব্বল মৃগের ন্যায়, জালনিবদ্ধ বলবিহীন মৎস্যের ন্যায় ও পাশবদ্ধ ক্ষীণবল বিহঙ্গমের ন্যায় কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতে হয়। যোগবলই মুক্তি লাভের অদ্বিতীয় উপায়। যোগবলবিহীন যোগিগণ বৃহত্তর কাষ্ঠসমাক্রান্ত অল্পমাত্র অনলের ন্যায় অবিলম্বে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যে সমুদায় যোগী যোগবল সম্পন্ন, তাঁহারা অনায়াসে বায়ুসঞ্চালিত প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ও প্রলয়কালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সমুদায় জগৎ দগ্ধ করিতে সমর্থ হন।

দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ যেরূপ স্রোতঃপ্রভাবে দূরে অপনীত হয়, সেইরূপ যোগবলবিহীন অজিতেন্দ্রিয় যোগিগণ বিষয় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু মহাস্রোত যেরূপ মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ বিষয় সকল যোগবলসম্পন্ন যোগিগণকে কোনরূপেই বিচলিত করিতে পারে না। যোগবলসম্পন্ন মহাত্মারা কাহারও বশবর্ত্তী না হইয়া প্রজাপতি, ঋষি, দেবতা ও মহাভূতগণের অন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। ভীমপরাক্রম কাল, যম ও মৃত্যু ক্রুদ্ধ হইয়াও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারেন না। তাঁহারা যোগবলে অসংখ্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে সমর্থ হন। যোগবলান্বিত যোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ যোগৈশ্বর্য্য মাত্র প্রাপ্ত হইয়া নিরস্ত থাকেন; আর কেহ কেহ সূর্য্য যেরূপ কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহা সঙ্কুচিত করেন, সেইরূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহাতে শিথিল প্রযত্ন হন। সংসারপাশ ছেদনে সমর্থ, যোগবলপরিপূর্ণ যোগিগণ অনায়াসে মোক্ষ লাভে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যোগবলের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আত্মসমাধি ও যোগধারণা বিষয়ক সূক্ষ্ম নিদর্শন সকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তিগণ যেরূপ অপ্রমত্ত ও সমাহিত হইয়া লক্ষ্য ভেদ করিয়া থাকে, যোগীরাও সেইরূপ অনন্যমনে যোগসাধন করিয়াই মোক্ষ লাভে সমর্থ হন। লোকে যেরূপ স্নেহপূর্ণপাত্র মস্তকে সংস্থাপন পূর্ব্বক অনন্যমনে সোপানে আরোহণ করে, সেইরূপ যোগবলসম্পন্ন ব্যক্তি সাবধান হইয়া আত্মাকে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, নির্ম্মল ও নিষ্কল করিয়া ক্রমে ক্রমে যোগপ্রভাবজনীয় উচ্চ পদে আরোহণ করিয়া থাকেন। কর্ণধারগণ যেরূপ সতর্কচিত্তে অর্ণবপোত লইয়া সমুদ্রে পরপারে গমন করে, তদ্রূপ যোগবিশারদ মহাত্মারা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত ঐক্য করিয়া দুর্লভ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সারথি যেরূপ রথে লক্ষণাক্রান্ত অশ্বগণকে সংযোজিত করিয়া একাগ্রচিত্তে রথীকে অবিলম্বে অভীষ্ট দেশে লইয়া যায়, সেইরূপ যোগীদিগের মন ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে তাঁহাদের দেহস্থিত আত্মাকে পরম স্থানে নীত করে। সুশিক্ষিত রথীর হস্তনির্ম্মুক্ত শর যেরূপ লক্ষ্যে নিপতিত হয়, যোগবলসম্পন্ন যোগীর আত্মা সেই প্রকার অচিরাৎ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। যে মনুষ্য জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সংযোজন পূর্ব্বক অচলের ন্যায় স্থির হইয়া যোগসাধন করিতে পারেন, তিনিই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানিগণের লভ্য

সনাতন মোক্ষ পদ লাভ করিয়া থাকেন। যে যোগী অহিংসাদি ব্রতপরায়ণ হইয়া নাভি, মস্তক, কণ্ঠ, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদ্বয়, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা এই সকল স্থানে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মাকে সম্যক্‌রূপে সংযোজিত করিতে পারেন, তিনি রাশি রাশি পুণ্য পাপ দগ্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট যোগবলে মুক্তি লাভে সমর্থ হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যোগসম্পন্ন মহাত্মারা কি রূপ আহার করিলে ও কি কি জয় করিতে পারিলে যোগবল লাভ করেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যোগীদিগের মধ্যে যাঁহারা তৈলঘৃতাদি ভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিলকল্ক ও তণ্ডুল কণা আহার করিয়া থাকেন, যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া দিবাভাগের মধ্যে একবারমাত্র রুক্ষ যবান্ন ভোজন করেন, যাঁহারা দুগ্ধমিশ্রিত জলপান করিয়া ক্রমে ক্রমে এক দিন, এক পক্ষ, এক মাস, এক ঋতু ও এক বৎসর অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, এবং যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সম্পূর্ণ এক মাস উপবাসী থাকিতে পারেন, তাঁহারা যোগবল লাভ করিতে সমর্থ হন। বিষয়রাগবিলীন যোগশীল মহাত্মারা কাম, ক্রোধ, শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, ভয়, শোক, শ্বাস, শব্দাদি বিষয়, তৃষ্ণা, অপ্রীতি, স্পর্শসুখ, নিদ্রা ও তন্দ্রা পরাজয় পূর্ব্বক বুদ্ধিপ্রভাবে ধ্যান ও অধ্যয়ন দ্বারা পরমাত্মাকে প্রকাশিত করেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা এই যোগমার্গকে অতি দুর্গম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তিই অনায়াসে এই পথে গমন করিতে সমর্থ হয় না। যেরূপ দুই এক জন যুবা পুরুষ বিবিধ সর্প, কণ্টক, দগ্ধবৃক্ষ, গর্ত্ত ও তস্করসমাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যপথ নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া গমন করিতে পারেন, সেইরূপ দুই এক জন যোগশীল ব্রাহ্মণ অব্যাঘাতে যোগমার্গ অতিক্রম করিয়া পরমপদলাভে সমর্থ হন। যোগমার্গে বিবিধ বিঘ্ন আছে, তন্নিবন্ধন সমুদায় যোগী উহা অতিক্রম করিতে পারেন না। বরং সুশাণিত ক্ষুরধার অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করা যায়, কিন্তু যোগধারণা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। কর্ণধারবিহীন অর্ণবপোত যেরূপ আরোহী পুরুষদিগকে অর্ণবমধ্যে বিপদ্‌গ্রস্ত করে, সেইরূপ অসাধু ব্যক্তির আচরিত যোগধারণা তাহাকে বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন করে। যে মহাত্মা বিধি অনুসারে যোগানুষ্ঠানে সমর্থ হন, তিনিই জন্মমরণ ও সুখদুঃখ পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমি তোমার নিকট এই বহুবিধ যোগশাস্ত্র

নিষ্পন্ন যোগধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এই যোগধর্ম্মে দ্বিজাতিগণেরই অধিকার আছে। ব্রহ্মস্বরূপ হওয়াই যোগের মঙ্গল ফল। যোগীরা যোগপ্রভাবে রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ধর্ম্ম, ষড়ানন, ব্রহ্মার কপিলাদি ছয় পুত্র, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ, মূলপ্রকৃতি, বরুণের পত্নী সিদ্ধিদেবী সমুদায় তেজ, সুমহৎ ধৈর্য্য, চন্দ্রতারকাগণপরিশোভিত নির্ম্মল গগন, বিশ্বদেবগণ, পিতৃলোক এবং যাবতীয় শৈল, সাগর, নদী, পবন, দিক্, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, স্ত্রী ও পুরুষে প্রবেশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ঐ সমস্ত হইতে বিনির্গত হইতে পারেন। ঈশ্বর বিষয়ক কথা আন্দোলন করিলে নিশ্চয়ই শুভ ফল লাভ করিতে পারা যায়। যোগীরা ঈশ্বরারাধনাপ্রভাবেই সমুদায় লোক হইতে উৎকৃষ্ট ও নারায়ণ স্বরূপ হইয়া অনায়াসে সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

দ্ব্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩০২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই ত্রিলোকমধ্যে আপনার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই। আপনি আমার নিকট সাধুসম্মত যোগমার্গ সবিশেষ বর্ণন করিলেন; এক্ষণে সাঙ্খ্যমতানুযায়ি বিধি সকল আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কপিলাদি মহর্ষিগণ এই সূক্ষ্ম সাঙ্খ্যমত যে প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সাঙ্খ্যমত অভ্রান্ত ও বিবিধ গুণ সম্পন্ন। ইহাতে অণুমাত্রও দোষ নাই। যাঁহারা জ্ঞানপ্রভাবে মনুষ্য, পিশাচ, রাক্ষস, উরগ, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, তির্য্যক্‌যোনি, গরুড়, বায়ু, রাজর্ষি, অসুর, বিশ্বদেব, দেবর্ষি, যোগী ও প্রজাপতিগণের এবং ব্রহ্মার বিষয় সমুদায় সদোষ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন; যাঁহারা জীবিত কাল, সুখের যথার্থ তত্ত্ব, বিষয়াভিলাষী তির্য্যক্‌যোনিসম্ভূত ও নরকনিপতিত ব্যক্তিদিগের দুঃখ এবং স্বর্গ, বৈদিক কার্য্য, জ্ঞানযোগ, যোগ ও সাঙ্খ্য জ্ঞানের দোষগুণ সকল সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, যাঁহারা আনন্দ, প্রীতি, উদ্বেগ, খ্যাতি, পুণ্যশীলতা, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, সরলতা, দানশীলতা ও ঐশ্বর্য্য এই দশগুণসম্পন্ন সত্ত্বগুণ; আত্মতত্ত্ববোধ, নির্দ্দয়তা, সুখদুঃখ-

সেবা, ভেদ, পুরুষত্ব, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার ও দ্বেষ এই নবম-গুণযুক্ত রজোগুণ; মোহ, মহামোহ, তম, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, নিদ্রা, প্রমাদ ও আলস্য এই অষ্টগুণযুক্ত তমোগুণ; অহঙ্কার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ও শব্দযুক্ত বুদ্ধি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যুক্ত মন এবং বায়ু প্রভৃতি চারিভূতযুক্ত আকাশের যথার্থ তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে সমর্থ হন; যাঁহারা মতান্তরোক্ত সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ এই চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত বুদ্ধি, অপ্রতিপত্তি, বিপ্রতিপত্তি ও বিপরীত প্রতিপত্তি এই তিন প্রকার গুণ যুক্ত তমোগুণ; প্রবৃত্তি ও দুঃখ এই দ্বিবিধ গুণ সম্পন্ন রজোগুণ; এবং প্রকাশ রূপ একমাত্র গুণযুক্ত সত্ত্বগুণের যথার্থ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া প্রলয় ও আত্মতত্ত্বপর্য্যালোচনা করিতে পারেন, তাঁহারাই শ্রেয়স্কর মোক্ষ লাভে সমর্থ হন। রূপ দৃষ্টিকে, গন্ধ ঘ্রাণকে, শব্দ কর্ণকে, রস জিহ্বাকে, স্পর্শ ত্বক্‌কে, বায়ু আকাশকে, মোহ তমোগুণকে, লোভ অর্থকে, বিষ্ণু গমনকে, ইন্দ্র বলকে, অনল, জঠরকে, পৃথিবী সলিলকে, সলিল তেজকে, তেজ বায়ুকে, বায়ু আকাশকে, আকাশ মহত্তত্ত্বকে, মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিকে, বুদ্ধি তমোগুণকে, তমোগুণ রজোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্বগুণকে, সত্ত্বগুণ আত্মাকে, আত্মা দেবদেব নারায়ণকে, এবং নারায়ণ মোক্ষকে অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। মোক্ষ কাহারও আশ্রিত নহে। এই বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া মোক্ষার্থীদিগের আবশ্যক। যে মহাত্মা এই বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন এবং যিনি সত্ত্বগুণের কার্য্য, ইন্দ্রিয়াদি ষোড়শগুণে পরিবৃত মানবদেহ, দেহসমাশ্রিত স্বভাব ও চেতনা, উদাসীন স্বরূপ পাপবিহীন পরমাত্মা, পুণ্যপাপের ফলভাগী জীবাত্মা, আত্মসমাশ্রিত ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায়, মোক্ষের দুর্লভত্ব, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এবং অধঃস্থিত ও উর্দ্ধগত এই সাত প্রকার বায়ুর গতি, প্রজাপতি ঋষিগণের চরিত্র, পুণ্যের নানাবিধ পথ, সপ্তর্ষি, সুরর্ষি ও সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মর্ষিগণের কালক্রমে ঐশ্বর্য্য নাশ, জীবগণের ধ্বংস, পাপাত্মাদিগের অশুভগতি, বৈতরণীনদীতে নিমগ্ন পতিত ব্যক্তিদিগের দুর্গতি, বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ, শ্লেষ্মা, মূত্র, পুরীষ, শোণিত, শুক্র, মজ্জা ও স্নায়ু পরিপূর্ণ দুর্গন্ধময় গর্ভে বাস, শিরাশতসমাকীর্ণ অপবিত্র নবদ্বার পুরে অবস্থিত আত্মার নানাবিধ যোগ, সাত্ত্বিক, রাজস, ও তামস এই ত্রিবিধ প্রাণীর তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মাদিগের নিন্দিত মোক্ষবিরোধী ব্যবহার, রাহু-কর্ত্তৃক চন্দ্রসূর্য্যের গ্রাস, তারা ও নক্ষত্রগণের পতন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পর বিচ্ছেদ, জীবগণের পরস্পর হিংসা, বাল্যনিবন্ধন মোহ, দেহেরক্ষয়, রাগ

ও মোহাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের সত্ত্বগুণ আশ্রয়, সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে এক জনের মোক্ষবুদ্ধি অবলম্বন, অলব্ধ পদার্থে অনুরাগ, লব্ধবস্তুতে ঔদাসীন্য, বিষয়ের বন্ধহেতুতা, মৃত পুরুষগণের দেহ, প্রাণিগণের গৃহে অবস্থান ও দুঃখ, ব্রহ্মহত্যাকারী পতিত পামর গুরুদারাপহারী দুরাত্মা ও সুরাপানাসুরক্ত ব্রাহ্মণদিগের নরকগমন মাতৃসেবাবিহীন দেবার্চ্চনপরাঙ্মুখ, অশুভ কার্য্যানুরত ও তির্য্যক্‌যোনিগত জীবগণের নানা প্রকার দুর্গতি, বেদ সমুদায়ের তত্ত্ব, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ ও দিবসের ক্ষয়, চন্দ্রমা, সাগর ও ঐশ্বর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি, সংযোগ যুগ পর্ব্বত নদী ও বর্ণ সমুদায়ের ক্ষয়, মনুষ্যগণের জরামৃত্যু জন্ম ও দেহদোষ দুর্গন্ধ এবং স্বীয় আত্মা ও দেহের দোষ সমুদায়ের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন, তিনিই মোক্ষপদ লাভে অধিকারী হইয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্যের দেহে কোন্ কোন্ দোষ বিদ্যমান আছে, তাহা আমি সবিশেষ অবগত হইতে পারি নাই; অতএব আপনি উহা আমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কপিলমতানুযায়ী সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ কহিয়া থাকেন যে, সমুদায় প্রাণীর শরীরেই কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস, এই পাঁচ দোষ বিদ্যমান আছে। ক্ষমাশীল হইলে ক্রোধকে, সঙ্কল্পত্যাগী হইলে কামকে, সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলে নিদ্রাকে, অপ্রমত্ত হইলে ভয়কে ও অল্পাহারী হইলে শ্বাসকে পরাজয় করিতে পারা যায়। বিজ্ঞতম সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ গুণসমূহের দ্বারা কারণ সকল বিশেষরূপে অবগত হইয়া জ্ঞানযোগ বলে এই সংসারকে সলিলফেনের ন্যায় বিনশ্বর, বিষ্ণুর মায়ায় সমাচ্ছন্ন, বিচিত্রিত ভিত্তির ন্যায় অকিঞ্চিৎকর, তৃণের ন্যায় অসার, তিমিরাবৃত বিবরের ন্যায় ভয়ঙ্কর, সুখপরিবর্জ্জিত, অবশীভূত, রজ ও তমোগুণে পরিপূর্ণ বিবেচনা করিয়া অপত্যস্নেহাদি পরিত্যাগ এবং তপোরূপ দণ্ড ও জ্ঞানরূপ শস্ত্র দ্বারা সত্ত্ব, রজ তমোগুণ সমুৎপন্ন গুণদোষ সকল উচ্ছেদ পূর্ব্বক সংসার সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। সংসার সাগর নিরন্তর দুঃখরূপ সলিল, চিন্তা ও শোকরূপ মহাহ্রদ, ব্যাধি ও মৃত্যুরূপ জলজন্তু, মহাভয়রূপ মহাভুজঙ্গ, তমোগুণরূপ কূর্ম্ম, রজোগুণরূপ মৎস্য, স্নেহরূপ পঙ্ক, জরারূপ দুর্গম স্থান, কর্ম্মরূপ গভীরতা, সত্যরূপ তীর, হিংসারূপ মহাতরঙ্গ, বিবিধ রস ও প্রীতিরূপ মহারত্ন, দুঃখ ও জ্বররূপ বায়ু, শোক ও তৃষ্ণারূপ মহাগর্ত্ত, তীক্ষ্ণব্যাধি রূপ মহামাতঙ্গ, অস্থিরূপ সোপান, শ্লেষ্মরূপ ফেন, শোণিত রূপ বিক্রম, দানরূপ মুক্তার

আকর, হাস ও চীৎকার রূপ নির্ঘোষ, নানাজ্ঞান-রূপ তুল্পরতা, অশ্রুরূপ ক্ষার, সঙ্গত্যাগরূপ পরম আশ্রয়, জন্ম ও মরণরূপ তরঙ্গ, পুত্র ও বান্ধব রূপ পত্তন, অহিংসা ও সত্যরূপ সীমা, প্রাণ পরিত্যাগরূপ মলা প্রবাহ, বেদান্তজ্ঞানরূপ দ্বীপ এবং মোক্ষরূপ দুর্ল্লভ বিষয়ে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। যে মহাত্মারা এই সংসারসাগরের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া স্থূলদেহের অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মাকে হৃদয়াকাশস্থিত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, সর্ব্বাগ্রে সূর্য্য, মৃণাল তন্তু দ্বারা সলিলাকর্ষণের ন্যায়, কিরণ সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দশ ভুবনস্থিত ঐশ্বর্য্য সকল আকর্ষণ করিয়া সেই সুকৃতি দিগকে প্রদান করেন। তদন্তর সূক্ষ্ম, শীতল, সুগন্ধ, সুখস্পর্শ সমীরণ তাঁহাদিগকে বহন করে। অনন্তর সপ্ত বায়ুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বায়ু তাঁহাদিগকে পবিত্র লোক সকল প্রদর্শন পূর্ব্বক হৃদয়াকাশে নীত করে। তৎপরে তাঁহারা হৃদয়াকাশ হইতে রজোগুণ, রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণ হইতে ভগবান্ নারায়ণ ও নারায়ণ হইতে পরমাত্মাকে লাভ করত বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া মোক্ষপদ লাভে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! সত্যার্জ্জবসম্পন্ন সর্ব্বভূতে দয়াবান্ বিষয়রাগশূন্য মহাত্মারাই এই প্রকার পরম গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মুমুক্ষু ব্যক্তিরা মোক্ষপদলাভ করিলে, জন্মমৃত্যুবৃত্তান্ত আর স্মরণ হয় কি না? কোন বেদে কহে, মোক্ষাবস্থাতেও বিশেষ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে; আর কোন বেদে কহে, মোক্ষ লাভ করিলে জ্ঞানের লেশমাত্রও থাকে না। এক মোক্ষ বিষয়ে এই প্রকার বিবিধমত প্রচলিত হওয়াতে বেদবিরোধরূপ মহাদোষ উপস্থিত হইতেছে। যাহা হউক, জীবন্মুক্ত হইলেও যদি বিশেষ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ক্লেশসাধ্য মোক্ষ বাসনার প্রয়োজন কি? সুখসাধ্য স্বর্গাদিসাধক কর্ম্মানুষ্ঠানই ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আর যদি জ্ঞানমাত্রও বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে সুষুপ্তির ন্যায় পুনর্ব্বার ত বিশেষ জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে, এক্ষণে আপনি এই বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি অতি দুরূহ প্রশ্ন করিয়াছ; এ প্রশ্নে মহামতি পণ্ডিতদিগেরও মহামোহ উপস্থিত হয়। এক্ষণে আমি ইহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কপিলাদি মহর্ষিরা এ বিষয় বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছেন। অতি সূক্ষ্ম জীবাত্মা মনুষ্যদিগের দেহমধ্যে অবস্থান করিয়া স্বপ্রকাশিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সমুদায় পদার্থ

সন্দর্শন করিতেছেন। জীবাত্মা না থাকিলে ইন্দ্রিয় সকল কাষ্ঠের ন্যায় চেতনাবিহীন ও সাগরসমুত্থিত ফেনের ন্যায় ক্ষণকালমধ্যে বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। মনুষ্যেরা নিদ্রিত হইলে ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যাক্ষম হইয়া বিষশূন্য ভুজঙ্গের ন্যায় স্থিরভাবে স্ব স্ব স্থানে লীন হইয়া থাকে। ঐ সময় একমাত্র জীবাত্মা আকাশসঞ্চারী সমীরণের ন্যায় মানবগণের সমুদায় শরীরে বিচরণ করেন এবং সূক্ষ্ম গতি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের স্থান সমুদায়ে গমন পূর্ব্বক জাগ্রদবস্থার ন্যায় সেই নিদ্রিতাবস্থাতেও দর্শন স্পর্শনাদি সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। সত্ত্ব, রজ, তম, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, স্নেহ, সলিল ও পৃথিবীর গুণ সকল জীবাত্মাতে সন্নিহিত রহিয়াছে। পরমাত্মা ঐ সকল গুণ দ্বারা জীবাত্মাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। জীবত্মা ঐ সকল গুণ ও শুভাশুভ কার্য্য সমুদায়ে সমাবৃত রহিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণ শিষ্যের ন্যায় উঁহার নিকট অবস্থান করিতেছে। জীবাত্মা যখন কার্য্য কারণ সকল অতিক্রম করিয়া দ্বন্দ্বপরিবর্জ্জিত নারায়ণাত্মক পরমাত্মাকে লাভ করেন, তখন তাঁহার আর পুণ্য বা পাপের লেশ মাত্র থাকে না; এবং আর তাঁহাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ হইতে হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি এই রূপে নারায়ণাত্মক পরমাত্মাকে লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইলেও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন শরীর পতন পর্য্যন্ত তাঁহার দেহের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে জন্মান্তরীণ পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করায়; কিন্তু সেই ফলভোগ দ্বারা জীবন্মুক্তের সুখ দুঃখের আবির্ভাব হয় না। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ এই প্রকার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে অনায়াসেই অতি অল্পকাল মধ্যে দেহবিমুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারেন। বিজ্ঞতম সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা এই জ্ঞান প্রভাবেই উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহার সমান শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর কিছুই নাই। ইহাতে তুমি অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। মহামতি মনীষিগণ এই সাঙ্খ্যমতকে অক্ষর, ধ্রুব, পূর্ণব্রহ্ম, সনাতন, নির্দ্বন্দ্ব, নির্ব্বিকার, নিত্য এবং আদি, অন্ত ও মধ্য বিহীন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ইহা যোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় উপস্থিত হয়। পরমর্ষিগণ শাস্ত্রমধ্যে সাঙ্খ্যমতকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করেন। দেবতা, ব্রাহ্মণ, যোগী, সাঙ্খ্যমতাবলম্বী ও শান্তি গুণাবলম্বী, ব্যক্তিগণ যে পরমাত্মার নিয়ত স্তব করিয়া থাকেন, সাঙ্খ্যশাস্ত্র সেই নিরাকার পরম ব্রহ্মের মূর্ত্তি স্বরূপ।

"এই অবনীতে স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই প্রকার পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে জঙ্গম পদার্থই শ্রেষ্ঠ। বেদ, যোগ, শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র,

ইতিহাস ও পুরাণে যে লৌকিক ও পারমার্থিক জ্ঞানের কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সমস্তই সাঙ্খ্য মত হইতে গৃহীত হইয়াছে। সাঙ্খ্য শাস্ত্রে শান্তি, বল, সূক্ষ্মজ্ঞান, তপস্যা ও সুখের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা আপনাদিগের মতানুযায়ী কার্য্য সকলের সম্যক্‌রূপ অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলেও তাঁহাদিগের অধোগতি হয় না। প্রত্যুত তাঁহারা সুরলোকে পর্য্যটন পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহারা তনুত্যাগ করিয়া উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা সাঙ্খ্যমতাবলম্বী হইয়া জ্ঞানানুসন্ধানে যত্নবান হন, তাঁহারা জ্ঞানের সম্যক উৎকর্ষসাধন করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগকে তির্য্যক্‌যোনিতে গমন, অধঃপতন বা পাপাত্মাদিগের সহিত সহবাসজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যিনি মহাসাগর সদৃশ অতি-বিশাল এই পুরাতন সাঙ্খ্যমত সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই নারায়ণস্বরূপ।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই তোমার নিকট সাঙ্খ্যমত কীর্ত্তন করিলাম, সাঙ্খ্যতত্ত্ব ভগবান্ নারায়ণের স্বরূপ। সৃষ্টিকালে ঐ মহাত্মা এই বিশ্বসংসার নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন এবং প্রলয়কালে সমুদায় সংহার পূর্ব্বক আপনার কলেবরে বিলীন করিয়া পরম সুখে নিদ্রাগত হন।

—•+•—

ত্র্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩০৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অক্ষরপদার্থ প্রাপ্ত হইলে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না; ক্ষরপদার্থ প্রাপ্ত হইলেই পুনর্ব্বার ইহলোকে আগমন করিতে হয়। এক্ষণে সেই অক্ষর ও ক্ষরপদার্থ বিশেষরূপে অবগত হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। বেদবিশারদ ব্রাহ্মণ ও মহামতি যোগিগণ আপনাকে জ্ঞাননিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সম্প্রতি উত্তরায়ণ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। ভগবান্ ভাস্কর উত্তর দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেই আপনি পরম গতি লাভ করিবেন। আপনি কুরুকুলের প্রদীপ স্বরূপ। আপনি পরলোকে গমন করিলে আমরা আর কাহার নিকট হিতজনক নীতি বাক্য শ্রবণ করিব। আপনার মুখে এই সকল সাধুবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, অতএব আপনি আমার নিকট ক্ষর ও অক্ষরের বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে জনকবংশসম্ভূত রাজর্ষি করাল ও মহর্ষি বশিষ্ঠের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর! পূর্ব্বে এক দিবস মহারাজ করাল অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ, মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজস্বী, তপোধনাগ্রগণ্য, আসনোপবিষ্ট ভগবান্ বশিষ্ঠকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়পূর্ণবচনে কহিলেন, মহাত্মন্! আমি পণ্ডিতগণের মোক্ষলাভের কারণ মঙ্গলময় অক্ষর পরম ব্রহ্ম ও বিনাশের কারণ ক্ষরপদার্থের বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি, অতএব আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! সমস্তজগৎকেই ক্ষরপদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দেব পরিমাণের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে যুগ, চারি যুগে এক কল্প এবং দুই সহস্র কল্পে ব্রহ্মার এক দিন ও এক রাত্রি হইয়া থাকে। ব্রহ্মার দিবসাবসানে রাত্রি হইলেই পৃথিবী ক্ষয় হইয়া যায়। পরে ব্রহ্মার রাত্রি প্রভাত হইলে, অনিমা প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধি সম্পন্ন জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ নারায়ণ জাগরিত হইয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ভগবান্ নারায়ণের হস্ত, পদ, চক্ষু ও মস্তক সর্ব্বস্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তিনি সমুদায় স্থান আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিতগণ সেই নারায়ণকেই হিরণ্যগর্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বেদে ঐ মহাত্মা মহান্, বিরিঞ্চি ও অজনামে, এবং সাঙ্খ্যশাস্ত্রে বিচিত্ররূপ, বিশ্বাত্মা, এক, অক্ষর প্রভৃতি বহুবিধ নামে নির্দ্দিষ্ট হন। এই ত্রৈলোক্য তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার রূপ নানাপ্রকার বলিয়া তিনি বিশ্বরূপ নামে বিখ্যাত। তিনি বিকারযুক্ত হইয়া আপনি আপনার সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলে, সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তৎপরে ঐ মহত্তত্ত্ব বিকারযুক্ত হইয়া তমঃপ্রধান অহঙ্কারের সৃষ্টি করে। ঐ অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত এবং ঐ সূক্ষ্মভূত সকল হইতে ক্রমশঃ আকাশ, বায়ু, তেজ, সলিল ও পৃথিবী এই পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হয়, কিন্তু এই দশটীকেই ভৌতিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অনন্তর মনের সহিত কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু ও নেত্র এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সকল শরীরেই অবস্থান করিতেছে। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণেরা এই তত্ত্বসমস্ত অবগত হইতে পারিলেই তাঁহাদিগকে আর কখনই শোকের বশবর্ত্তী হইতে হয় না। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই দেব, দানব, নর, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহোরগ, চারণ,

দেবর্ষি, নিশাচর, দংশ, কীট, মশক, পূতি, কৃমি, মূষিক, কুক্কুর, চণ্ডাল, চৈণেয়, পুক্কস, হস্তী, অশ্ব, রথ, শার্দ্দূল, বৃক্ষ ও গো প্রভৃতি মূর্ত্তিমান প্রাণিগণের দেহরূপে পরিণত হইয়াছে। জল, স্থল ও আকাশ এই তিন প্রদেশে জীবগণ অবস্থান করিতেছেন। ঐ তিন প্রদেশে জীবগণের যে সকল মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সমস্তই ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের বিকার। ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে বিনির্ম্মিত পদার্থ সকল প্রতিদিন বিনষ্ট হইতেছে; তন্নিবন্ধনই উহাদিগকে ক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই জগৎ মোহাত্মক, ইহা প্রথমে অব্যক্ত থাকিয়া পরে ব্যক্ত হয়, সুতরাং ইহাকে নিশ্চয়ই বিনশ্বর বলিতে হইবে।

হে মহারাজ! তুমি ক্ষর পদার্থের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে অক্ষর পদার্থের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত সনাতন বিষ্ণুই অক্ষরপদার্থ। তিনি তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত হন না, যথার্থ বটে; কিন্তু ঐ সমস্ত তত্ত্বে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ নির্ব্বিকার সর্ব্বশক্তিমান্ মহাত্মা চেতন রূপে সমুদায় কলেবরে অবস্থান করিতেছেন। ঐ মহাত্মা গুণশূন্য হইয়াও যখন সৃষ্টিসংহারকারিণী প্রকৃতির সহিত একীভাব অবলম্বন করেন, তখনই তিনি দেহরূপে পরিণত হইয়া সকলের গোচরে বর্ত্তমান ও জন্মমৃত্যুর বশবর্ত্তী হন। প্রকৃতির সহিত একীভাবপ্রযুক্তই ঐ মহাপুরুষের শরীরে আত্মাভিমান জন্মে। উনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণসম্পন্ন হইয়া সাত্ত্বিকাদি দেহে অভিন্নভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সাত্ত্বিকাদিগুণের অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। তমোগুণ দ্বারা তামসিক, রজোগুণ দ্বারা রাজসিক, ও সত্ত্বগুণদ্বারা সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়। প্রকৃতিসৃষ্ট যাবতীয় প্রাণী সত্ত্ব রজ ও তমোগুণপ্রভাবে শুক্ল লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়। উহাদিগের মধ্যে তমোগুণাবলম্বীরা নরকে, রজোগুণাবলম্বীরা মনুষ্যলোকে, এবং সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ সুরলোকে পরমসুখে অবস্থান করেন। যাহারা কেবল পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা তির্য্যক্‌যোনি, যাহারা পুণ্য ও পাপ উভয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা মনুষ্যলোক এবং যাঁহারা নিরন্তর পুণ্য কার্য্যানুষ্ঠানে রত থাকেন, তাঁহারা দেবলোক প্রাপ্ত হন।

হে মহারাজ! পণ্ডিতগণ মায়াসমুক্ত বস্তুকেই ক্ষর এবং চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত মায়াতীত পদার্থকেই অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবেই সেই অক্ষর পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই।

চতুরধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩০৪।

হে মহারাজ! জীবাত্মা এই প্রকারে প্রকৃতিসঙ্গ প্রযুক্ত মুগ্ধ ও অজ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া অসংখ্য কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসংখ্য দেহ আশ্রয় করিতেছেন। তাঁহার তমোগুণ প্রভাবে তির্য্যক্‌যোনি, রজোগুণ প্রভাবে মনুষ্যযোনি ও সত্ত্বগুণ প্রভাবে দেবযোনি লাভ হইয়া থাকে। তিনি কখন পুণ্যনিবন্ধন মনুষ্যলোক হইতে সুরলোকে গমন, কখন পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন সুরলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ, কখন বা পাপপ্রযুক্ত মনুষ্য লোক হইতে নিরয়ে গমন করেন। কোষকার কীট যে প্রকার মুখলালসম্ভূত তন্তু দ্বারা আপনাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ গুণাতীত জীব সতত গুণসম্ভূত কার্য্য দ্বারা আপনাকে রুদ্ধ করিয়া রাখেন এবং সুখ দুঃখশূন্য হইয়াও নানা বিধ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করত সুখদুঃখভোগ করেন। মস্তকরোগ, দন্তশূল, গলগ্রহ, জলোদর, তৃষারোগ, গলগণ্ড, বিসূচিকা, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, অগ্নিদাহ অনিল ক্ষত, শ্বাস ও অপস্মার প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ জীবগণের শরীরে সমুৎপন্ন হয়, জীব আপনাকেই সেই সমস্ত রোগাক্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন; এবং কখন অধোলোকে, কখন অনাবৃত স্থানে, কখন ইষ্টকময় গৃহে, কখন কণ্টকাকীর্ণ প্রস্তরে, কখন ভস্মাচ্ছাদিত প্রান্তরে, কখন ভূমিতলে, কখন পঙ্কে, কখন ফলকে ও কখন বিচিত্র শয্যায় শয়ন; কখন শুক্ল বস্ত্র, কখন চতুর্ব্বিধ বস্ত্র, কখন কৌপীন, কখন ক্ষৌম বস্ত্র, কখন পর্ণসূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র, কখন কৃষ্ণাজিন, কখন ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কখন সিংহ চর্ম্ম, কখন ভূর্জ্জত্বক্, কখন কণ্টকময় বস্ত্র, কখন পট্ট বস্ত্র ও কখন চীর পরিধান, কখন রত্ন ধারণ করিয়া, কখন বা দিগম্বর হইয়া পর্য্যটন; কখন এক রাত্রির অন্তে, কখন দিবারাত্রির মধ্যে এককালে, কখন দিবসের চতুর্থ, অষ্টম বা ষষ্ঠ ভাগে, কখন ছয় দিন, সপ্তাহ, অষ্টাহ, দশাহ, দ্বাদশাহ, বা এক মাসের অন্তে ভোজন; কখন সিদ্ধি লাভ করিবার নিমিত্ত ফল, মূল বায়ু, জল, তিলকল্ক, দধি, গোময়; গোমূত্র, শাক, পুষ্প, শৈবাল, ভক্তমণ্ড বা শীর্ণ পত্র ভক্ষণ; কখন বিধিবিহিত চান্দ্রায়ণ ব্রত, কখন আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম ও কখন পাষণ্ড পথ অবলম্বন; কখন পর্ব্বতের ছায়াবিশিষ্ট জনশূন্য প্রদেশে, কখন নির্জ্জন কাননে, কখন পবিত্র দেবস্থানে, কখন সরোবরে, অবস্থান; কখন বিবিধ জপ্য মন্ত্র জপ, কখন ব্রতানুষ্ঠান, কখন নিয়মানুষ্ঠান, কখন তপোনুষ্ঠান ও কখন যজ্ঞানুষ্ঠান; কখন

বাণিজ্য, কখন ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম, কখন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, কখন বৈশ্য ধর্ম্ম, ও কখন শূদ্র ধর্ম্ম আশ্রয়; কখন বা দীন দরিদ্র অন্ধগণকে দান; কখন সত্ত্বগুণ, কখন রজোগুণ, কখন বা তমোগুণ অবলম্বন; কখন ধর্ম্ম, কখন অর্থ, কখন বা কামের আশ্রয় গ্রহণ; কখন স্বধাকার, কখন বষট্কার, কখন স্বাহাকার, কখন বা নমস্কার সম্পাদন; কখন যজন, কখন যাজন, কখন অধ্যয়ন, কখন অধ্যাপন, কখন দান, ও কখন প্রতিগ্রহ, এবং কখন জন্মগ্রহণ, কখন মৃত্যুলাভ, কখন বিবাদ, ও কখন যুদ্ধকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক অভিমান করেন। পণ্ডিতগণ এই সমুদায় শুভাশুভ কার্য্যসমূহকে কর্ম্মপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতি হইতেই সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় কার্য্য সম্পাদন হইতেছে। অস্তগমন কালীন ভাস্কর যে রূপ স্বীয় কিরণ জাল সংহার পূর্ব্বক উদয়কালে পুনর্ব্বার উহা প্রসারণ করিয়া থাকেন, প্রলয়কালে জগদীশ্বরও সেইরূপ গুণসমূহ সংহার করিয়া একাকী অবস্থান করত সৃষ্টিকালে পুনর্ব্বার অতি মনোরম নানাবিধ গুণের সৃষ্টি করেন। এই প্রকার জগতের বারংবার সৃষ্টি ও সংহার করা, তাঁহার ক্রীড়া মাত্র। তিনি গুণত্রয়ের অতিরিক্ত হইয়াও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী ত্রিগুণা প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। প্রকৃতির প্রভাবেই এই জগৎ মুগ্ধ ও সর্ব্বদা সুখদুঃখে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। মানবগণ নির্ব্বুদ্ধিতা নিবন্ধনই "এই সমস্ত দুঃখ আমার নিমিত্ত হইয়াছে; আমাকেই লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গমন করিতেছে; আমি এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া সুরলোকে গমন পূর্ব্বক অত্যন্ত সুখভোগ করিব, ইহলোকের শুভাশুভ ফল সকল আমাকেই ভোগ করিতে হইবে; যাহাতে সুখোদয় হয়, তাহার অনুষ্ঠান করাই আমার বিধেয়; আমি সকল জন্মেই সুখলাভ করিব; স্বকার্য্য নিবন্ধন ইহলোকে আমাকে অপরিসীম দুঃখ ভোগ করিতে হইবে; মনুষ্যত্ব মহাদুঃখের কারণ; মনুষ্যত্ব প্রযুক্তই নিরয়গামী হইতে হয়; আমি নরক হইতে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব লাভ করিব; এবং পুনর্ব্বার দেবত্ব হইতে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্ব হইতে নিরয় প্রাপ্ত হইব" এইরূপ বিবেচনা করে। যাহারা কলেবরকে আত্মস্বরূপে বোধ করে, সেই সমুদায় মমতাপূর্ণ মূঢ়কে বারম্বার দেব, মনুষ্য ও তির্য্যক্‌যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ এবং নিরন্তর সেই সেই যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। প্রাণিগণ এই প্রকারেই অসংখ্য বার জন্মপরিগ্রহ ও মৃত্যুলাভ করিতেছে। যে ব্যক্তি এই প্রকার

পুণ্য ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ দেহ ধারণ পূর্ব্বক সেই সমুদায় কর্ম্মের ফলভোগ করিতে থাকে। এই ত্রিলোক মধ্যে প্রকৃতিই শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তাহার ফল-ভোগ করিতেছে। তির্য্যক্ লোক, মনুষ্য লোক ও সুরলোক এই তিন লোকই প্রকৃতির কার্য্য। যে রূপ প্রকৃতির কোন চিহ্ন নাই, কেবল মহদাদি কার্য্য দ্বারা তাহার অনুমান করা যায়, সেইরূপ পুরুষেরও কোন চিহ্ন নাই, কেবল শরীরের চৈতন্য দ্বারা উঁহার সত্ত্বা স্বীকার করা গিয়া থাকে। পুরুষ নির্ব্বিকার ও প্রকৃতি প্রবর্ত্তক হইয়াও দেহ ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম্ম সমূহকে আত্মকৃত বলিয়া বোধ করেন। শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সত্ত্বাদি গুণসহযোগে বিবিধ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বুদ্ধিশূন্য ব্যক্তিগণ ছিদ্র বিহীন হইয়াও আপ-নাদিগকে ছিদ্রবান্, কালের বশবর্ত্তী না হইয়াও কালের বশবর্ত্তী, বুদ্ধিমান্ না হইয়াও বুদ্ধিমান্, তত্ত্বজ্ঞানবিহীন হইয়াও তত্ত্বজ্ঞ, অমর হইয়াও মৃত্যুগ্রস্ত, অচল হইয়াও সচল, জন্মবিহীন হইয়াও জন্মসম্পন্ন, তপোবিহীন হইয়াও তপস্বী, গতিবিহীন হইয়াও গমনযুক্ত, নির্ভীক হই-য়াও ভীত এবং অক্ষর হইয়াও ক্ষর বলিয়া জ্ঞান করে।

পঞ্চাশধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩০৫।

হে রাজর্ষে! মনুষ্য স্বীয় অজ্ঞান ও অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণের সংসর্গ বশতঃ বারম্বার তনুত্যাগ পূর্ব্বক অসংখ্য কলেবর আশ্রয় করে এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ নিবন্ধন কখন দেবযোনি, কখন মনুষ্যযোনি ও কখন তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেরূপ ষোড়শকলাপরিপূর্ণ চন্দ্রমার পঞ্চদশ কলাই বারংবার ক্ষয়প্রাপ্ত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ষোড়শী অমা-কলার ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ জীবাত্মার স্থূল দেহই ভূয়োভূয়ো ক্ষয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহের ক্ষয় বৃদ্ধি নাই। কারণ যেরূপ প্রলয়কালে ষোড়শীকলার ক্ষয় হইলে চন্দ্রমার সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হয়, তদ্রূপ লিঙ্গ শরীর বিনষ্ট হইলেই জীবাত্মার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। স্থূল শরীরে মমতা থাকিতে কখনই জীবাত্মার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। জীবাত্মা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত নির্ম্মল পরমাত্মার অপরিজ্ঞান নিবন্ধনই স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ কলেবরসংসর্গ প্রযুক্ত অপবিত্রতা,

চৈতন্য স্বরূপ হইয়াও জড়দেহের সংসর্গ নিবন্ধন জড়ত্ব, এবং ত্রিগুণা প্রকৃতির সংসর্গপ্রযুক্ত ত্রিগুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ষড়ধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩০৬।

জনক কহিলেন, ভগবন্! প্রকৃতির সহিত পুরুষের যেরূপ সম্বন্ধ কীর্ত্তিত হইল, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধও সেইরূপ। পুরুষ ব্যতীত, স্ত্রী জাতিরা গর্ভধারণ করিতে সমর্থ হয় না, এবং স্ত্রীজাতি ব্যতীত পুরুষেরাও কখন পুত্রোৎপাদন করিতে পারে না। ঋতুকালে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সহযোগ নিবন্ধন সন্তান সন্ততি সমুৎপন্ন হয়। বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, পিতা হইতে অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা, এবং মাতা হইতে ত্বক্, মাংস ও শোণিত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাই সনাতন প্রমাণ, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যদি প্রকৃতি ও পুরুষ স্ত্রী পুরুষের ন্যায় পরস্পর গুণসাপেক্ষ হইয়া নিরন্তর বদ্ধ রহিল, তাহা হইলে মোক্ষ কি প্রকারে বিদ্যমান থাকিবে? হে ভগবন্! আপনি প্রত্যক্ষদর্শী; অতএব যদি মোক্ষের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিশেষ প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে তাহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন। আমি মোক্ষাভিলাষী; যিনি নির্ব্বিকার, নিরাকার, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অজর, নিত্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! তুমি বেদ ও শাস্ত্রের কথা যাহা কীর্ত্তন করিলে, তাহা ঐ প্রকারই বটে, কিন্তু তুমি তাহার যথার্থতত্ত্ব অবগত হইতে পার নাই। তুমি বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছ; কিন্তু উহাতে তোমার কোন ফলোদয় হয় নাই। যাহারা গ্রন্থ অভ্যাস করিতে যত্নবান্ হয়, কিন্তু গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হয় না; তাহাদিগের সেই অভ্যাস পণ্ডশ্রম মাত্র। তাহারা কেবল শাস্ত্রের ভারগ্রহণ করে। কিন্তু যাহারা গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারে, এবং প্রশ্ন করিলে তদনুরূপ প্রত্যুত্তর প্রদানে সমর্থ হয়, তাহাদিগেরই পরিশ্রম সফল হইয়া থাকে। যে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি পণ্ডিতের সভামধ্যে গ্রন্থের অর্থ কীর্ত্তন না করে, সে কখনই যথার্থ তাৎপর্য্য পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইলেও সভামধ্যে স্বমত কীর্ত্তন করিলে, সকলে তাহাকে উপহাস করিয়া থাকে।

যাহা হউক, এক্ষণে সাঙ্খ্য ও যোগমতে যে প্রকার যথার্থ তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যোগিগণ যোগপ্রভাবে যাঁহাকে সন্দর্শন করেন, সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা সাঙ্খ্য ও যোগমতকে একরূপ বলিয়া বোধ করেন, তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান্। মানবদেহে ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, স্নায়ু ও ইন্দ্রিয় সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। যেরূপ বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ ত্বগাদি হইতে ত্বগাদির, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ের, এবং কলেবর হইতে শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরম পুরুষের বীজ, ইন্দ্রিয়, দ্রব্য বা দেহ নাই; সুতরাং গুণ থাকিবার সম্ভাবনা কি? আকাশাদি বিষয় সকল যেরূপ ত্বগাদি গুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ঐ সমুদায়ে বিলীন হয়, সেইরূপ ত্বগাদিগুণ সকল প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেরূপ কখন কখন কেবল শুক্র হইতেই ত্বক্, মাংস, শোণিত, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ুযুক্ত দেহ সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ কেবল প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জীবাত্মা ও জগৎ সত্ত্বাদি তিন গুণে লিপ্ত রহিয়াছে। পরমাত্মা, জীবাত্মা ও জগৎ হইতে পৃথক্। যেরূপ ঋতু সকল মূর্ত্তিশূন্য হইয়াও ফলপুষ্প দ্বারা অনুমিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি আকৃতিবিহীন হইয়াও আত্মসম্ভূত মহদাদি গুণ দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে। এই প্রকার শরীরস্থ চৈতন্য দ্বারাই কেবল হর্ষবিষাদাদি বিকারশূন্য, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত, নির্ম্মল পরমাত্মার অনুমান করিতে পারা যায়। আদ্যন্তশূন্য, সমদর্শী, নিরাময় আত্মা কেবল দেহাদির অভিমাননিবন্ধনই সগুণ বলিয়া নিরূপিত হন। যাঁহারা, সগুণ পদার্থের সহিত গুণের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু নির্গুণ পদার্থের সহিত গুণের কোন সম্পর্ক নাই, বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাই যথার্থ গুণশালী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন। জীবাত্মা কামাদি প্রাকৃতিক গুণসমূহকে জয় করিলেই দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্ম সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন। সাঙ্খ্য ও যোগবিশারদ মহাত্মারা অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বস্রষ্টা, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত পরব্রহ্মকে অবগত হইতে সমর্থ হন। জন্মমৃত্যুভীত জ্ঞানিগণ সেই অব্যক্ত পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারিলেই, তাঁহাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ করিতে পারেন। জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণের জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে কিছুমাত্র ভেদ জ্ঞান থাকে না। অনভিজ্ঞ লোকেরাই জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করে। ফলতঃ

একরূপে প্রতীয়মান পরমাত্মা অক্ষর ও নানারূপে প্রতীয়মান জগৎ ক্ষর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি পঞ্চবিংশ জীব তত্ত্বের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাতীত ষড়্বিংশ পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন। এই প্রকার বোধ হইলেই তিনি পরমাত্মার একরূপ দর্শনকেই শাস্ত্র ও নানা রূপে দর্শনকেই অশাস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। আমি তোমার নিকট এই সমস্ত তত্ত্ব ও পরমাত্মার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। পণ্ডিতগণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও জীবাত্মা এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে সৃষ্টপদার্থ এবং এই সমস্ত হইতে পৃথক্ ষড়্বিংশ পদার্থকে পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সপ্তাধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩০৭।

জনক কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি অক্ষরের একত্ব ও ক্ষরের বহুত্ব কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু এই উভয় পক্ষের তত্ত্বাবধারণবিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে। জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগণ আত্মাকে নানারূপে এবং জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা উহাঁকে একরূপে নিরীক্ষণ করেন! কিন্তু আমি নিতান্ত স্থূলবুদ্ধিনিবন্ধন ঐ উভয় পক্ষেরই তত্ত্বাবধারণ করিতেছি না। আর আপনি অক্ষর ও ক্ষরের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, চঞ্চল বুদ্ধিবশতঃ আমি তাহাও বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছি। এক্ষণে নানাত্ব, একত্ব, জ্ঞানবান্, অজ্ঞান, জ্ঞাতব্য বিষয়, বিদ্যা, অবিদ্যা, ক্ষর, অক্ষর এবং সাঙ্খ্য ও যোগ, এই সকল শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইয়াছে; আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজর্ষে! তুমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান, বিশেষতঃ যোগকার্য্য বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যোগিগণের ধ্যানই পরম বল। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ ঐ ধ্যানকে চিত্তের একাগ্রতা ও প্রাণায়াম এই দুই প্রকার বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তন্মধ্যে প্রাণায়াম দ্বিবিধ; সগর্ভ ও নির্গর্ভ। বীজজপঘটিত প্রাণায়ামকে সগর্ভ ও জপশূন্য প্রাণায়ামকে নির্গর্ভ প্রাণায়াম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ ও ভোজন কাল ব্যতীত আর সর্ব্বসময়েই ধ্যান করা যায়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন

বাহ্যাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রাণবায়ুর স্তম্ভনদ্বারা জীবাত্মাকে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিয়া পরমাত্মাতে নীত করিবেন। এই প্রকারে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্য সম্পাদন করিতে পারিলেই জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। পণ্ডিতেরা জীবন্মুক্ত যোগিগণকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের মন প্রতিনিয়ত প্রাণায়ামে একান্ত অনুরক্ত থাকে, তাঁহারাই পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিতে পারেন, এবং এই যোগরূপ ব্রতানুষ্ঠান তাঁহাদিগেরই উপযুক্ত। বিষয়বাসনাবিমুক্ত, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বুদ্ধিদ্বারা মন ও মনোদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সুস্থির করিয়া পাষাণের ন্যায় অবিচলিতচিত্তে সন্ধ্যাসময়ে ও রাত্রিশেষে আত্মাতে মন সমাধান করা যোগী ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও স্থাণুর ন্যায় অপ্রকম্প হইয়া উঠেন; যখন তাঁহাদের দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হয় এবং মনোমধ্যে সঙ্কল্পের লেশমাত্রও না থাকে, তৎকালেই তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ যোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তৎকালেই তাঁহারা নির্বাত প্রদেশস্থিত প্রজ্বলিত দীপের ন্যায় প্রকাশিত, অচল ও লিঙ্গশরীরবিহীন হন। তাহা হইলেই তাঁহাদিগকে আর কি ঊর্দ্ধতন, কি অধস্তন কোন লোকেই গমন করিতে হয় না। যিনি পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার স্বরূপ কথনে অসমর্থ হন, তিনিই যথার্থ আত্মদর্শী। মাদৃশ ব্যক্তিগণ কেবল এই পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত আছেন যে, পরমাত্মা হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছেন। আত্মা প্রকাশিত হইতে হৃদয়মধ্যে ধূমহীন পাবক ও রশ্মিসংযুক্ত দিবাকরের ন্যায় এবং দিবাকরের মধ্যে বিধূম বিদ্যুৎসম্বন্ধীয় হুতাশনের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাববোধক শাস্ত্রজ্ঞ ধৈর্য্যশালী মহাত্মা ব্রাহ্মণ যে অনাদি অমৃতময় পরব্রহ্মকে অবলোকন করিয়া থাকেন, তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং মহৎ হইতেও মহত্তর। তিনি সকল ভূতে অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে কেহই সমর্থ হয় না। কেবল সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন মনো দ্বারাই তাঁহাকে অনুমান করা যায়। তিনি স্থূল ব্রহ্মাণ্ড হইতে পৃথক্। বেদপারগ মহাত্মারা সেই নির্গুণ উপাধিশূন্য ব্রহ্মকে সংসারচ্ছেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যোগিগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধন করিতে পারিলেই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন। এই আমি তোমার নিকট যোগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর সাংখ্যজ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রকৃতিবাদী সাঙ্খ্যবিশারদ পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন যে, প্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত উৎপন্ন হয়। সাঙ্খ্য বাদীরা এই আটটীকেই প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আকাশাদি পঞ্চভূত, ও মন এই ষোড়শটী ঐ আট প্রকৃতির বিকার। যে পদার্থ হইতে যে পদার্থ সমুৎপন্ন হয়, তাহা সেই পদার্থেই লীন হইয়া থাকে। তরঙ্গমালা যেরূপ ক্রমশঃ সাগরে সমুৎপন্ন হইয়া সাগরেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ গুণ সকল ক্রমশঃ গুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া গুণেতেই বিলীন হয়। আমি তোমার নিকট সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় এই কীর্ত্তন করিলাম। তত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতগণ এই প্রকার নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন যে, জগদীশ্বর প্রলয়কালেই একমাত্র থাকেন, সৃষ্টিকালে তিনি নানা প্রকার রূপ ধারণ করেন। অব্যক্ত প্রকৃতি যে রূপ দেহের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে সৃষ্টিসময়ে বিবিধরূপ ও প্রলয় সময়ে একরূপ প্রাপ্ত করায়, তদ্রূপ জীবাত্মাও সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বহুরূপ ও প্রলয়কালে একরূপ উৎপাদন করিয়া থাকে। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত আত্মার দেহকে ক্ষেত্র এবং অধিষ্ঠাতা পুরুষকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীবাত্মা ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তন্নিবন্ধন তিনি অধিষ্ঠাতা পুরুষ ও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর ভিন্ন। পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকে ক্ষেত্র, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত আত্মাকে জ্ঞাতা, জ্ঞানকে জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন ও প্রকৃতির কার্য্য, এবং জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞান হইতে পৃথক্ ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতিকে অব্যক্ত ক্ষেত্র ও ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সাঙ্খ্যবিদ পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকেই জগৎসৃষ্টির কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে শাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকেই সাঙ্খ্যশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীবাত্মা পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারিলেই তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। আমি তোমার নিকট সমুদায় সাঙ্খ্যমত এই বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম। যাঁহারা এই সাঙ্খ্যমত বিশেষ রূপে অবগত হন, তাঁহারাই শান্তি লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকেই সম্যক্ দর্শন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যেরূপ বিষয় দর্শন করে, অভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তদ্রূপ অলৌকিক ব্রহ্ম

পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের স্বরূপত্ব ও নিরুপাধি সুখ লাভ নিবন্ধন দেহত্যাগী মুক্ত পুরুষদিগকে ইহলোকে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা ভেদবুদ্ধিপ্রযুক্ত ব্রহ্ম পদার্থ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ না হয়, তাহারাই ইহলোকে বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করে। যাঁহারা এই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়া যোগবলে সমুদায় পদার্থ প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা কখন নই দেহের বশীভূত হন না। ফলতঃ জগৎপ্রপঞ্চ প্রকৃতির কার্য্য ও আত্মা উহা হইতে পৃথক্। যাঁহারা সেই আত্মাকে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা সংসারভয়ে কখনই ভীত হন না।

—৭৯০—

অষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩০৮।

হে রাজর্ষে! আমি তোমার নিকট এই সাংখ্য মত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতগণ সৃষ্টিপ্রলয়বিধায়িনী প্রকৃতিকে অবিদ্যা এবং সৃষ্টিপ্রলয় হইতে অতীতা প্রকৃতিকে বিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বিদ্যা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব হইতে অতীত। সাংখ্য মতাবলম্বী মহর্ষিরা বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠকেও বিদ্যা শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি তাহা বিশেষরূপে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বুদ্ধীন্দ্রিয়; স্থূলভূত ও বুদ্ধীন্দ্রিয়ের মধ্যে স্থূলভূত; মন ও স্থূলভূতের মধ্যে মন, সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ও মনের মধ্যে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত; অহঙ্কার ও সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের মধ্যে অহঙ্কার; মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারের মধ্যে মহত্তত্ত্ব; প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বের মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষ; এবং প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ বিদ্যা স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান প্রকৃতির কার্য্য এবং জ্ঞেয় ও বিজ্ঞাতা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত।

আমি তোমার নিকট বিদ্যা ও অবিদ্যার এই যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ক্ষর ও অক্ষরের বিষয় যথাসাধ্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েই ক্ষর ও অক্ষর নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঐ উভয়কেই জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন এবং ঐ উভয়কেই আবার তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সৃষ্টি ও প্রলয় কার্য্য সম্পাদন প্রযুক্ত প্রকৃতিকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃতি মহদাদি গুণের সৃষ্টি করিবার মানসে বারংবার বিকৃত

হইয়া ঐ সমস্ত গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পুরুষ ক্ষেত্রে অবস্থান করেন বলিয়া উনি ক্ষেত্র নামেও নির্দ্দিষ্ট হন। যখন মহদাদি গুণ সকল প্রকৃতি-মধ্যে বিলীন হয়, তখন ঐ সমুদায় গুণের সহিত চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত পুরুষও তাহাতে বিলীন হইয়া থাকেন। গুণ সকল বিলীন হইলে একমাত্র প্রকৃতি অবস্থিতি করেন। জীব যখন প্রকৃতিমধ্যে লীন হয়, তখন প্রকৃতি মহদাদি গুণসম্পন্ন হইয়া ক্ষরত্ব এবং সত্ত্বাদি গুণের অনবস্থাননিবন্ধন নির্গুণতা লাভ করিয়া অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হন। ক্ষেত্রজ্ঞান ক্ষয় হইলে স্বভাবতঃ নির্গুণ অক্ষর পুরুষও প্রকৃতির ন্যায় ক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যখন দেহাভিমানী জীবাত্মা প্রকৃতিকে গুণবিশিষ্ট ও আপনাকে নির্গুণ বলিয়া জানিতে পারেন এবং আপনাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ও প্রকৃতিকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করেন, তখন তাঁহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যখন জীবাত্মা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকেন। যখন জীবাত্মা প্রাকৃত গুণ সমুদায়ের নিন্দা করেন, এবং পরব্রহ্মকে বিস্মৃত না হন, তখনই তিনি পরমাত্মাতে মিলিত হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে জীবাত্মা এই বলিয়া আপেক্ষ করেন যে, মৎস্য যেমন অজ্ঞান বশতঃ জালে নিপতিত হয়, তদ্রূপ আমি মোহবশতঃ এই প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিয়া অতিশয় কুকর্ম্ম করিয়াছি। মৎস্য যেমন জীবন লাভের নিমিত্ত এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে গমন করে, তদ্রূপ আমি মুগ্ধ হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতেছি। মৎস্য যেমন সলিলকেই আপনার জীবন বলিয়া জ্ঞান করে, তদ্রূপ আমি পুত্রাদিকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। হায়! আমি অজ্ঞানবশতঃ পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বারংবার প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিতেছি; অতএব আমাকে ধিক্! পরমাত্মা আমার পরম বন্ধু। তাঁহারে আশ্রয় করিলে আমি তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন হইতে পারি। তাঁহা হইতে আমার কোন অংশে ন্যূনতা নাই। আমি তাঁহারই ন্যায় নির্ম্মল ও অব্যক্ত, সন্দেহ নাই। মোহবশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। আমি নির্গুণ হইয়াও সগুণ প্রকৃতির সহবাসে এতকাল অতিক্রম করিলাম; অতএব আমার মত নির্ব্বোধ আর কে আছে? প্রকৃতি কখন দেবযোনি, কখন মনুষ্যযোনি ও কখন তির্য্যগ্‌যোনি আশ্রয় করিতেছে; অতএব উহার সহিত একত্র বাস করা আমার কদাপি বিধেয় নহে। অতঃপর আমি স্থিরনিশ্চয় হইলাম; আর কখন আমি উহার সহবাসে প্রবৃত্ত হইব না।

আমি নির্ব্বিকার হইয়াও এতকাল এই বিকারযুক্ত প্রকৃতি কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছিলাম। এ বিষয়ে প্রকৃতির কোন অপরাধ নাই; আমারই সম্পূর্ণ অপরাধ। আমি স্বয়ংই পরমাত্মা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া উঁহাতে আসক্ত হইয়াছি। আমি রূপহীন মূর্ত্তিহীন হইয়াও মমতাবশতঃ রূপবান্ হইয়া বিবিধ মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছি। আমি নির্ম্মল হইয়াও মমতাসহকারে বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম। প্রকৃতি অহঙ্কার দ্বারা আমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, এবং স্বয়ং বহু অংশে বিভক্ত হইয়া আমাকে নানা দেহে নিয়োগ করিতেছে। এক্ষণে আমি অহঙ্কার ও মমতাপরিশূন্য হইয়া প্রতিবুদ্ধ হইয়াছি, আর আমার প্রকৃতিকে আশ্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি উঁহাকে এবং অহংকারকৃত মমতাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বন্দবিহীন পরমাত্মাকে আশ্রয় করিব। পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়াই আমার শ্রেয়; অতএব আমি উঁহার সহিত মিলিত হইব। প্রকৃতির সহিত মিলিত হওয়া আমার কদাপি বিধেয় নহে। জীবাত্মা এইরূপে তত্ত্বজ্ঞাননিবন্ধন পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারিলেই ক্ষরত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নির্গুণ জীব দেহরূপে পরিণত প্রকৃতিতে অবস্থান করিলেই সগুণ হয় এবং পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বাদিভূত নির্গুণ পরব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার হইলেই পুনরায় নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই আমি সাধ্যানুসারে তোমার নিকট ক্ষর ও অক্ষরের তত্ত্বনির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে যেরূপে সন্দেহবিহীন নির্ম্মল সূক্ষ্মজ্ঞানের উদয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে শাস্ত্রের যথার্থতত্ত্ব নিরূপণসময়ে যে সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্রের কথা কহিয়াছি, সে উভয়ই একরূপ; তন্মধ্যে সাঙ্খ্যশাস্ত্রে শিষ্যদিগের অনায়াসে জ্ঞানলাভ হয়; যোগশাস্ত্র অতিবিস্তীর্ণ ও দুরবগাহ বটে, কিন্তু বেদে উহার সমধিক সমাদর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা ষড়্‌বিংশকে পরম তত্ত্ব না বলিয়া পঞ্চবিংশকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এই কারণেই বেদশাস্ত্রে সাঙ্খ্যের সম্যক্ সমাদর নাই। এই আমি তোমার নিকট সাঙ্খ্যমতাবলম্বীদিগের পরম তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। যোগমতে পরমাত্মা উপাধিযুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হন। এই নিমিত্ত যোগমতাবলম্বীরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

—:•:—

নবাধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩০৯।

মহারাজ! অতঃপর বুদ্ধ ও অবুদ্ধের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরমাত্মাকে বুদ্ধ এবং জীবাত্মাকে অবুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; এই উভয়ের মধ্যে জীবাত্মা সত্ত্বাদি গুণ প্রভাবে স্বয়ং বহুরূপ ধারণ করিয়া ঐ সকল রূপকে যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে কর্তৃত্বাভিমান করিয়া পরমাত্মাকে অবগত হইতে অসমর্থ হন। উনি নির্ব্বিকার হইয়াও নিরন্তর প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত বিকৃত হইয়া থাকেন। উনি প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যসমুদয় অবগত হইতে পারেন বলিয়া কেহ কেহ উঁহাকে বুদ্ধিমান্ নামে নির্দ্দেশ করে। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলেও প্রকৃতি কখন তাঁহাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না; এই নিমিত্ত সকলেই প্রকৃতিকে জড় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি প্রকৃতির বোধশক্তি স্বীকার করেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের মতেও প্রকৃতি জীবাত্মাকেই আপনার সহিত অভিন্নভাবে অবগত হইতে পারেন। সঙ্গবিহীন পরমাত্মাকে কিছুতেই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না। এইরূপ প্রকৃতির সঙ্গনিবন্ধন বেদে জীবাত্মাকে সঙ্গী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ইনি অবিকারী অতি সূক্ষ্ম হইলেও ঐ সঙ্গদোষনিবন্ধন কেহ কেহ ইহাঁকে মূঢ় বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়া থাকে। ইনি পরমাত্মাকে যথার্থ রূপে অবগত হইতে সমর্থ নহেন; কিন্তু অপ্রমেয় সনাতন পরমাত্মা উহাঁকে ও প্রকৃতিকে অনায়াসে অবগত হইতে সমর্থ হন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই সেই স্থূল সূক্ষ্ম কার্য্যকারণগত অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে পারেন। যখন জীবাত্মার "আমি স্থূল, আমি গৌর ও আমি ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি জ্ঞানের উদয় হয়, তখন আর তিনি পরমাত্মা, প্রকৃতি বা আপনাকে অবগত হইতে সমর্থ হন না। আর যখন জীবাত্মা প্রকৃতিকে জড় এবং আপনাকে তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন, তখনই তিনি বিশুদ্ধ নির্ম্মল অত্যুৎকৃষ্ট মোক্ষোপযোগী বিদ্যাশক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ঐ বিদ্যাশক্তির আবির্ভাব হইলেই জীবাত্মা পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, এবং সৃষ্টিপ্রলয়কারিণী প্রকৃতিকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া পরিত্যাগ করেন। ঐ সময় তিনি ব্রহ্মদর্শননিবন্ধন উপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হন। পণ্ডিতেরা আত্মাকেই পরমতত্ত্ব, অজর, অমর ও পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উনি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া থাকিলেও উহাঁকে তত্ত্ববান্ বলা যায় না। কারণ,

উনি স্বেচ্ছানুসারে ঐ আশ্রিত তত্ত্বকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। যখন জীব আপনাকে জরামরণপরিবর্জ্জিত পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, তখনই সে জ্ঞানের সহিত সমবেত হয়। পরমাত্মার বলপ্রভাবে যাবৎ জীব সর্ব্বশক্তিমান্ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে না পারে, তাবৎ তাহার নানাত্ব থাকে; কিন্তু তাঁহাকে অবগত হইতে পারিলেই উহার একত্ব প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মার সহিত সমবেত হইতে পারিলেই জীবের আর পাপপুণ্যের লেশমাত্রও থাকে না এবং সে অনায়াসে প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।

আমি শ্রুতি শাস্ত্রানুসারে তোমার নিকট এই জড়রূপা প্রকৃতির, জীবাত্মার ও পরমাত্মার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এই প্রকারেই শাস্ত্রানুসারে জীবের নানাত্ব নিরূপিত হইয়া থাকে। উদুম্বরস্থিত মশকে ও উদুম্বরে এবং সলিলস্থিত মৎস্যে ও সলিলে যেরূপ বিভিন্নতা, পরমাত্মার এবং জীবাত্মার ও সেইরূপ বিভিন্নতা অনুমিত হয়। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্যের নাম মোক্ষ। অজ্ঞান প্রকৃতি হইতে জীবাত্মাকে মুক্ত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পরমাত্মার সহিত ঐক্য হইলেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন উহার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। এই জীবাত্মা দেহ হইতে ভিন্ন হইয়াও যখন যে রূপ দেহের সহিত সমবেত হন, তখন তাহারাই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঐ জীবাত্মা বিশুদ্ধধর্ম্মা ব্যক্তির সহিত সমবেত হইলে বিশুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী, বুদ্ধিমানের সহিত মিলিত হইলে, বুদ্ধিমান্, সন্ন্যাসীর সহিত মিলিত হইলে সন্ন্যাসী, অনুরাগবিহীনের সহিত সমবেত হইলে বিরাগী, মুমুক্ষুর সহিত মিলিত হইলে মুমুক্ষু, পবিত্রকর্ম্মার সহিত মিলিত হইলে, পবিত্রকর্ম্মা, নির্ম্মলের সহিত মিলিত হইলে নির্ম্মল, সঙ্গবিহীনের সহিত মিলিত হইলে নিঃসঙ্গ, এবং স্বাধীন ব্যক্তির সহিত সমবেত হইলে স্বাধীন হইয়া থাকেন।

হে মহারাজ! আমি মৎসরশূন্য হইয়া তোমার নিকট এই সনাতন ব্রহ্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। যাহাদিগের বেদজ্ঞান নাই, অথচ ব্রহ্মলাভের শ্রদ্ধা আছে, তুমি সেই সমুদায় ব্যক্তিকেই এই ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করিবে। মিথ্যাবাদী, শঠ, শাস্ত্রতাৎপর্য্য গ্রহণে অক্ষম, কুটিলমতি, পরহিংসাপরায়ণ, পণ্ডিতগণের প্রতি ঈর্ষান্বিত, পামরদিগকে কদাচ এই উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। শ্রদ্ধাসম্পন্ন গুণশালী, পরপরিবাদপরাঙ্মুখ, বিশুদ্ধ যোগনিরত, ক্রিয়াবান্, ক্ষমাশীল, পরহিতাকাঙ্ক্ষী, বিশুদ্ধস্বভাব,

বিধিবিহিত কর্ম্মনিষ্ঠ, বিবাদবিহীন, বহুশ্রুত, শমদমাদি গুণসম্পন্ন, শাস্ত্র-তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই এই উপদেশ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। উহাঁদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিলে উপদেষ্টা যাহার পর নাই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে। অপাত্রে উপদেশ প্রদান করিলে শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই। ব্রতবিহীন ব্যক্তি যদি রত্নপরিপূর্ণ সমস্ত পৃথিবীও প্রদান করে, তথাপি তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে এই বিশুদ্ধ উপদেশ প্রদান করা বিধেয় নহে। হে করাল! আজি তুমি আমার নিকট অনাদি অনন্ত শোকরহিত পরম পবিত্র ব্রহ্মের কথা শ্রবণ করিলে; অতএব তোমার আর কিছুমাত্র ভয় নাই। সেই মঙ্গলময় পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, জন্মমৃত্যুর ভয় কিছুমাত্র থাকে না। এক্ষণে তুমি তাঁহাকে সম্যক্ প্রকারে অবগত হইয়া মোহ পরিত্যাগ কর। আমি সনাতন হিরণ্যগর্ভকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট এই পরম তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। আজি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে যেরূপ আমি তোমার নিকট এই ব্রহ্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম, তদ্রূপ পূর্ব্বকালে আমি সেইরূপ পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এই তত্ত্ব আমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি মহর্ষি নারদের মুখে পরব্রহ্মের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম। জীবাত্মা সেই অজর অমর পরব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব বিশেষ রূপে অবগত হইতে অসমর্থ হন বলিয়া তাঁহাকে পুনঃপুন জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। পূর্ব্বে মহামতি বশিষ্ঠ হিরণ্যগর্ভের নিকট ও দেবর্ষি নারদ বশিষ্ঠের নিকট এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে আমি মহাত্মা নারদের মুখে এই তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট এই উপদেশ প্রাপ্ত হইলে। অতঃপর আর শোক করিবার প্রয়োজন নাই। যে মনুষ্য ক্ষর ও অক্ষরের বিষয় বিশেষরূপ অবগত হইতে পারে, তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। আর যে মনুষ্য উহা অবগত হইতে সমর্থ না হয়, সে সর্ব্বদা ভীত হইয়া থাকে। জীব অজ্ঞানসাগরে নিমগ্ন হইয়াই মোহনিবন্ধন বারংবার সুরলোকে, মর্ত্ত্যলোকে ও নিরয়ে গমনাগমন, এবং সহস্র সহস্র যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করে। সে যদি সাধুসঙ্গাদিবশতঃ কথঞ্চিৎ সেই সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে আর জন্মমরণজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অজ্ঞান-সাগর অতি ভীষণ, অব্যক্ত ও অগাধ। জীবগণ উহাতে অনবরত নিমগ্ন

হইতেছে। তুমি সেই অজ্ঞানসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছ; সুতরাং একণে তোমার রজ ও তমোগুণের লেশ মাত্র নাই।

দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩১০।

হে ধর্ম্মরাজ! এক দিবস জনকবংশীয় মহামতি বসুমান্ জনশূন্য অরণ্যে মৃগয়া করিতে করিতে ভৃগুবংশীয় এক জন মহর্ষিকে দেখিতে পাইলেন। মহর্ষিকে সন্দর্শন করিয়াই বসুমানের মনে ভক্তিরসের উদ্রেক হইল। তখন তিনি অবিলম্বে মহর্ষিসন্নিধানে গমন ও তদীয় চরণবন্দন পূর্ব্বক তথায় উপবিষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া বিনীত ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! কোন্ কর্ম্ম দ্বারা কামনার বশীভূত পুরুষেরা ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষি এই প্রকারে মহারাজ বসুমান কর্ত্তৃক পরম সমাদরে জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম প্রীতিসহকারে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি যদি উভয়লোকে স্বকীয় মনের অনুকূল বিষয় সকল লাভ করিতে অভিলাষী হও, তাহা হইলে কদাচ অন্যের প্রতিকূলাচরণ করিতে সমুদ্যত হইও না। সাধুগণের ধর্ম্মই পরম হিতকর ও আশ্রয় স্বরূপ। স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকত্রয় ধর্ম্ম হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। তুমি বিষয়বাসনায় নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভে সমর্থ হইতেছ না। মধুপ্রার্থী যেরূপ মধু আহরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করে, কিন্তু অচিরাৎ যে, ঐ স্থান হইতে নিপতিত হইতে হইবে, তাহা অবগত হইতে পারে না, সেইরূপ তুমি বিষয়বাসনায় নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া বিষয়ভোগ করিতে নিরন্তর প্রবৃত্ত হইতেছ; কিন্তু তুমি যে ঐ বিষয়ভোগপ্রযুক্ত সাতিশয় ক্লেশভোগ করিবে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছ না। জ্ঞানকল্যাণী ব্যক্তি যেরূপ সর্ব্বদা জ্ঞানের পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ ধর্ম্মকল্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির নিরন্তর ধর্ম্মের পর্য্যালোচনা করা বিধেয়। অসৎ ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়া বিশুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার পক্ষে উহা নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। আর সাধু ব্যক্তি ধর্ম্মবাসনায় বিশুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার পক্ষে উহা অতিশয় সহজ হইয়া থাকে। যে মনুষ্য অরণ্যে অবস্থান পূর্ব্বক গ্রাম্যসুখভোগের বাসনা করে

তাহাকে গ্রাম্য বলিয়াই পরিগণিত করা যায়। আর যিনি গ্রামে থাকিয়াও গ্রাম্যসুখে বিরত হন, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাহাকে গ্রাম্য না বলিয়া বনচারীর মধ্যেই পরিগণিত করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্মের গুণদোষ বিচার করিয়া সমাহিতচিত্তে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রতপরায়ণ, শুচি ও অসূয়াশূন্য হইয়া দেশকাল বিবেচনা করিয়া সাধু ব্যক্তিদিগকে প্রভূত ধন দান কর। সৎপথাবলম্বন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে সৎপাত্রে দান করাই বিধেয়। দান করিয়া অনুতাপ বা আপনার মুখে কীর্ত্তন করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। অনৃশংস, শুচি, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, সরল, ত্রিবেদবেত্তা, ষট্‌কর্ম্মশালী ও পিতার সবর্ণা বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে, ও অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হয়। পাপ শরীরস্থিত মলের ন্যায় অল্পপ্রয়াস দ্বারা অল্প পরিমাণে ও অধিক প্রয়াস দ্বারা অধিক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়া থাকে। লোকে যে প্রকার বিবেচনা দ্বারা শরীর মলশূন্য করিয়া ঘৃত ভক্ষণ করিলে, সেই ঘৃত তাহার ঔষধরূপে পরিগণিত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি দানাদি দ্বারা দোষশূন্য হইয়া যাগাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, ঐ ধর্ম্ম তাহার পরকালে অতি উৎকৃষ্ট সুখ ভোগের কারণ হইয়া থাকে। সকলেরই মন শুভ ও অশুভ এই উভয় কার্য্যেই ধাবমান হয়; বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনকে অশুভ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শুভ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। লোকে আপনার ধর্ম্ম বলিয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার নিন্দা করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তুমি যে ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা কর, তাহার অনুষ্ঠান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি নিতান্ত ধৈর্য্যবিহীন, বুদ্ধিবিহীন, অপ্রশান্ত ও অপ্রাজ্ঞ; এক্ষণে ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান্, প্রশান্ত ও প্রাজ্ঞ হওয়া তোমার অতি আবশ্যক। ধর্ম্মজনিত তেজঃপ্রভাবে ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ করিতে পারা যায়। ধৈর্য্য সেই তেজের মূল কারণ। মহারাজ মহাভিষ অধীরতাবশতই স্বর্গ হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু মহানুভব যযাতি ক্ষীণপুণ্য হইয়াও কেবল ধৈর্য্যপ্রভাবে সমুদায় উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছিলেন। অতঃপর তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত জ্ঞানসম্পন্ন তপস্বিগণের শরণাগত হইয়া তাঁহাদিগের সেবা করিতে থাক, তাহা হইলেই তুমি বিপুল বুদ্ধি ও শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে, মহারাজ

জনক রাজা তাঁহার বাক্যানুসারে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মবুদ্ধি অবলম্বন করিলেন।

—০*০—

একাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩১১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত, সর্ব্বসংশয়শূন্য, জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, অবিনাশী, বিশুদ্ধস্বভাব ও আয়াসপরিবর্জ্জিত, আপনি তাঁহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এইস্থলে আমি যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিন জনকবংশীয় দেবরাত পুত্র মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন, মহাত্মন্! ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতি কয় প্রকার? সগুণ ও নির্গুণ কি? এবং জন্মমৃত্যু ও কালসংখ্যাই বা কি? আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সেই সমস্ত কীর্ত্তন করুন। আপনি জ্ঞানের আকর। আমি অজ্ঞানতানিবন্ধন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি অনুকূল হইয়া আমার সংশয় অপনোদন করিয়া দিন।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, রাজন্! তুমি যোগশাস্ত্রের ও সাঙ্খ্যশাস্ত্রের বিষয় সমস্তই অবগত আছ। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যুত্তর প্রদান করাই সনাতন ধর্ম্ম। আমি এই বিবেচনা করিয়া তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতি আট ও বিকার ষোড়শ প্রকার। অধ্যাত্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ মূলপ্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই আটটীকে প্রকৃতি, আর শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু উপস্থ ও মন এই ষোলটীকে বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, বিশেষ; এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টি সবিশেষ নামে অভিহিত হয়। বিশেষ ও সবিশেষ সমুদায় পঞ্চ মহাভূতেই অবস্থান করে। হে মহারাজ! আমি এক্ষণে যাহা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা তোমার ও অন্যান্য তত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতগণের অনুমোদিত।

মহৎ, অব্যক্ত হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতগণ মহতের সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মহৎ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ইহাকে বুদ্ধ্যাত্মক দ্বিতীয় সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মন অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাকে আহঙ্কারিক তৃতীয় সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মন হইতে মহাভূত সকল উৎপন্ন

হইয়াছে, এবং ইহার নাম মানসিক চতুর্থ সৃষ্টি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ এই পাঁচটী পঞ্চম সৃষ্টি। ভূতজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাকে ভৌতিক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ, এই পাঁচটি ষষ্ঠ সৃষ্টি। ইহাকে বহু চিন্তাত্মক সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা করা যায়। অনন্তর পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতেরা ইহাকে সপ্তম সৃষ্টি ও ইন্দ্রিয়ক সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বৃক্ষ ও অরণ্যাদি পশু পক্ষ্যাদি সৃষ্টির নাম অষ্টম সৃষ্টি এবং গ্রাম্য পশু পক্ষ্যাদি ও মনুষ্যের সৃষ্টির নাম নবম সৃষ্টি; এই উভয় সৃষ্টিকেই আর্জ্জব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। হে ভগবন্! আমি শাস্ত্র-দৃষ্টান্তানুসারে এই নয় প্রকার সৃষ্টি ও চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর সাধুজনকীর্ত্তিত কালের সংখ্যা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

—০*০—

দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩১২।

দশ সহস্র কল্পে ভগবান্ নারায়ণের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রি হইয়া থাকে। তিনি যামিনী অবসানে জাগরিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে জীবগণের জীবনোপায় ধান্যাদির সৃষ্টি করিয়া হিরণ্য-ডিম্ব মধ্যে ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। সেই ব্রহ্মা সমুদায় ভূতের মূর্ত্তিস্বরূপ। তিনি এক বৎসর কাল অণ্ডমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক পরিশেষে উহা হইতে নিঃসৃত হইয়া সমুদায় পৃথিবী, স্বর্গ ও দ্যাবাভূমির মধ্যস্থিত আকাশের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সার্দ্ধসপ্ত সহস্রকল্পে তাঁহার এক দিন এবং ঐ পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রি হইয়া থাকে। ঐ মহাত্মা প্রথমতঃ অহঙ্কার, তৎপরে মন, বুদ্ধি ও চিত্ত সৃষ্টি করেন। অহঙ্কারাদি হইতে পৃথিবী, সলিল, সমীরণ, আকাশ ও জ্যোতি এই পঞ্চভূতের, এবং ঐ পঞ্চ মহা-ভূত হইতে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ ইন্দ্রিয়গণ এই চরা-চর বিশ্ব সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। পঞ্চ সহস্র কল্পে অহঙ্কারের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে তাহার এক রাত্রি হইয়া থাকে। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচটীর নাম বিশেষ। ইহারা পঞ্চ মহাভূতে সন্নিবিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। জীব সকল ইহাদিগের প্রভাবেই পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর হইয়া সর্ব্বদাই পরস্পরকে স্পৃহা এবং পরস্পর স্পর্দ্ধা-বান্ হইয়া পরস্পরকে অতিক্রম ও বিনাশ করে। দেহাবসানে মনুষ্যগণ এই সকল কার্য্যনিবন্ধন ইহলোকেই তির্য্যক্‌যোনি মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক

পরিভ্রমণ করিতে থাকে। তিন সহস্র কল্পে পঞ্চ মহাভূত সমুদায়ের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে তাহাদিগের এক রাত্রি হয়।

মন ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন ব্যতিরেকে কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। চক্ষু মনের সাহায্যভিন্ন কখনই রূপ সন্দর্শনে সমর্থ হয় না। মন ব্যাকুল হইলে চক্ষু অতি নিকটস্থ বস্তুও দেখিতে পায় না। লোকে কহিয়া থাকে, দর্শনাদি জ্ঞান ইন্দ্রিয়েরই হইয়া থাকে; ফলতঃ তাহা নহে। মনই সমুদায় জ্ঞানের মূল কারণ। মন বিষয় বোধে উপরত হইলে, ইন্দ্রিয়গণও উপরত হয়। মন ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বরস্বরূপ; ইহা সর্ব্বভূতেই প্রবেশ করে।

ত্রয়োদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩১৩।

হে রাজন্! আমি তোমার নিকট এই সৃষ্টি ও কালসংখ্যার বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম। সম্প্রতি সংহারের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনাদিনিধন ভগবান্ প্রজাপতি বারম্বার জীবগণের সৃষ্টি ও সংহার করেন। সৃষ্টির সময় অতীত হইয়া প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তিনি জগতের সংহার করিবার নিমিত্ত মহারুদ্রকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সেই রুদ্রদেব সূর্য্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক আপনাকে দ্বাদশাংশে বিভক্ত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় আপনার তেজঃপ্রভাবে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ জীবকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার তেজের উন্মেষ হইবামাত্র প্রথমতঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময় পৃথিবী কূর্ম্মপৃষ্ঠের সদৃশ হইয়া উঠে। তখন অমিততেজা রুদ্রদেব অনতিবিলম্বে সলিল মন্দতার দ্বারা পৃথিবীকে দ্রবীভূত করিয়া ফেলেন। অনন্তর কালাগ্নিপ্রভাবে ঐ সলিলরাশি শুষ্ক হইয়া যায়। সলিল শুষ্ক হইলে ঐ কালাগ্নি অতি ভীষণরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন অষ্টমূর্ত্তিধারী বলবান্ বায়ু জীবের উষ্মাস্বরূপ সেই প্রজ্বলিত হুতাশনকে গ্রাস করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। পরে আকাশ ভীষণ বায়ুকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তৎপরে মন আকাশকে, অহঙ্কার মনকে, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারকে এবং জগদীশ্বর ঐ অনুপম মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করেন। জগদীশ্বর অণিমাদি গুণসম্পন্ন, ত্রিকালজ্ঞ, জ্যোতির্ম্ময় ও অব্যয়। উঁহার হস্ত, পদ, নাসিকা,

কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ চতুর্দ্দিকেই বিদ্যমান রহিয়াছে। উনি সমুদায় সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। উনি সর্ব্বান্তর্যামী অন্তরাত্মা। মহত্তত্ত্বের নাশের পর সমস্ত পদার্থ ই তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়। উঁহার বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই। উনি ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমানের স্রষ্টা। উঁহাতে দোষের লেশমাত্র নাই।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সংহারের বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুর্দ্দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩১৪।

চরণেন্দ্রিয় আধ্যাত্ম, গমন উহার অধিভূত, ও বিষ্ণু উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পায়ু ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, মলত্যাগ উহার অধিভূত ও মিত্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উপস্থেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, আনন্দ উহার অধিভূত, এবং প্রজাপতি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। করদ্বয় অধ্যাত্ম, কার্য্য উহার অধিভূত, এবং ইন্দ্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাগিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, বক্তব্য বিষয় উহার অধিভূত, এবং বহ্নি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দর্শনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রূপ উহার অধিভূত এবং সূর্য্য উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্রোত্রেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, শব্দ উহার অধিভূত এবং দিক্ সমুদায় উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রসনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রস উহার অধিভূত, এবং সলিল উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঘ্রাণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গন্ধ উহার অধিভূত এবং পৃথিবী উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ত্বগিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, স্পর্শ উহার অধিভূত এবং বায়ু উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মন অধ্যাত্ম, মন্তব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং চন্দ্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অভিমান উহার অধিভূত এবং বুদ্ধি উঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বুদ্ধি অধ্যাত্ম, জ্ঞাতব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং আত্মা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক ইন্দ্রিয় অধিভূত ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। প্রকৃতি নানা প্রপঞ্চ বিস্তারার্থ স্বেচ্ছানুসারে বারংবার গুণ সমুদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। মনুষ্যগণ যেরূপ একটিমাত্র প্রদীপ হইতে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্বালিত করে, সেই প্রকার প্রকৃতি পুরুষের এক এক গুণ হইতে নানা-

প্রকার গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সত্ত্ব, আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, প্রীতি, প্রকাশিত্ব, সুখ, বিশুদ্ধতা, আরোগ্য, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অকৃপণতা, অক্রোধ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, আনৃণ্য, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, ঋজুতা, আচার, অভ্রান্ততা, ইষ্টানিষ্টবিয়োগে নিরপেক্ষতা, লোকরক্ষা, অলুব্ধতা, পরোপজীবনার্থ অর্থোপার্জ্জন ও সর্ব্বভূতে দয়া এই কয়েকটী গুণ সত্ত্বগুণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। রূপ, ঐশ্বর্য্য, বিগ্রহ, বৈরাগ্যাভাব, অকরুণতা, সুখদুঃখোপভোগ, পরনিন্দায় অনুরাগ, বিবাদে প্রবৃত্তি, অহঙ্কার, অসম্মান, চিন্তা, শত্রুতা পরিত্যাগ, চৌর্য্যবৃত্তি, নির্লজ্জতা, অসরলতা, ভেদজ্ঞান, পরুষতা, কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য, দ্বেষ ও অতিবাদ এই কয়েকটী গুণ রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মোহ, অপ্রকাশ, মরণ, ক্রোধ, অনবধানতা, নানাপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্যে অভিরুচি, পানভোজনে অপরিতৃপ্তি, উৎকৃষ্ট গন্ধ, বস্ত্র, শয্যা, আসন, বিহার, দিবানিদ্রা ও পরনিন্দায় অনুরাগ, অজ্ঞাত নৃত্যগীতবাদ্যে অভিরুচি ও ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ এই কয়েকটী গুণ তমোগুণ হইতে সমুৎপন্ন হয়।

পঞ্চদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩১৫।

হে রাজন্! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ত্রিলোকে নিরন্তর অবস্থান করিতেছে। এই তিন গুণের বিনাশ কখনই নাই। অব্যক্ত রূপ পরমাত্মা এই সমস্ত গুণের বিকার দ্বারা অসংখ্যরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, সাত্ত্বিক পুরুষগণের উৎকৃষ্ট স্থান, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যম স্থান এবং তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তিদিগের অধম স্থান লাভ হয়। যাহারা কেবল পুণ্য কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারা সুরলোক, যাহারা পাপ ও পুণ্য এই উভয়েরই অনুষ্ঠান করে, তাঁহারা মনুষ্যলোক এবং যাহারা কেবল অধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারা অধোগতি লাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাতের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্ত্ব গুণের সহিত রজোগুণ, রজোগুণের সহিত তমোগুণ অথবা তমোগুণের সহিত সত্ত্বগুণ সমবেত হইলেই গুণের দ্বন্দ্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ

সুরলোক, সত্ত্ব ও রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মনুষ্যলোক এবং রজো ও তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের একত্র সংযোগকেই সন্নিপাত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যাহারা এই তিন গুণই অবলম্বন করিয়া কালযাপন করে তাহাদিগকে মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। পাপপুণ্য বিমুক্ত তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা জন্মমৃত্যুনাশন, ইন্দ্রিয়াতীত, সনাতন, অক্ষয় স্থান লাভ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে তুমি পরমাত্মার বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। পরমাত্মা প্রকৃতিস্থ নহে। তিনি দেহমধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহাকে স্ব স্ব রূপে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃতি স্বভাবতই অচেতন; উহা পরমাত্মার অধিষ্ঠান দ্বারা সচেতন হইয়াই জীবগণের সৃষ্টি ও সংহার করে।

জনক কহিলেন, ভগবান্! প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি অবিনশ্বর, মূর্ত্তিবিহীন, অচল, অপ্রচ্যুত স্বভাব ও বুদ্ধির অগম্য। অতএব এই উভয়ের মধ্যে কি রূপে প্রকৃতিরে অচেতন এবং প্রকৃতিস্থ পুরুষকে সচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আপনি মোক্ষ ধর্ম্মের আলোচনা বিশেষরূপে করিতেছেন, আমি তন্নিবন্ধনই আপনার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিয়াছি; এক্ষণে আপনি পুরুষের অস্তিত্ব, একত্ব ও প্রকৃতির সহিত পৃথক্ ভাব এবং দেহ সমাশ্রিত ইন্দ্রিয়গণ, মৃত ব্যক্তিগণের স্থান, শাস্ত্রাশাস্ত্র, যোগ ও মৃত্যুসূচক লক্ষণ সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করুন। ঐ সমস্ত, হস্তগত আমলকের ন্যায় আপনার আয়ত্ত আছে।

—•※○—

ষোড়শাধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩১৬।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, রাজর্ষে! নির্গুণকে সগুণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। আমি তোমার নিকট নির্গুণ ও সগুণ পদার্থের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ পুরুষ জবাপুষ্পাদির আভাযুক্ত স্ফটিকের ন্যায় গুণের আভাযুক্ত হইলে তাঁহাকে সগুণ, আর সেই আভাবিহীন হইলে তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃতি গুণাত্মক; সুতরাং সগুণকে অতিক্রম করিতে কখনই পারে না। উহা স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা দোষেই গুণ সকল আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। পুরুষ স্বভাবতঃ জ্ঞানী। তিনি আপনাকে সর্ব্বা-

পেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন। নিত্যত্ব ও অক্ষয়ত্বনিবন্ধন পুরুষকে সচেতন এবং ক্ষয়ত্বনিবন্ধন প্রকৃতিরে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পুরুষ যখন অজ্ঞানপ্রযুক্ত বারংবার গুণসঙ্গ আশ্রয় করেন; তখন তিনি আপনাকে অবগত হইতে না পারিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হন না। যখন পুরুষ সৃষ্টি করেন, তখন উহাঁকে স্বর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী, যখন প্রাকৃত ধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তখন তাঁহাকে প্রকৃতি ধর্ম্মাবলম্বী, যখন যোগানুষ্ঠান করেন, তখন তাঁহাকে যোগধর্ম্মাবলম্বী এবং যখন স্থাবর পদার্থের সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহাকে বীজধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনি গুণ সমুদায়ের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা, নিঃসঙ্গ, সর্ব্বময় এবং দেহাদি হইতে পৃথক্; অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ এই নিমিত্ত তাঁহাকে অদ্বিতীয় ও নিত্য এবং প্রকৃতিরে অনিত্য ও নানাপ্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি প্রকৃতিরে এক এবং পুরুষকে অসংখ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদিগের মতে পুরুষ সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হইয়া কেবল জ্ঞানাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করেন।

হে রাজন! এই আমি তোমার নিকট পুরুষের অস্তিত্ব ও একত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে প্রকৃতি পুরুষের পৃথক ভাব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যেরূপ ইষীকা ও শরমুঞ্জ, উডুম্বর ও মশক, মৎস্য ও সলিল, চুল্লী ও অনল এবং পদ্মপত্র ও জল, একত্র অবস্থান করিলেও পরস্পর লিপ্ত হয় না, সেইরূপ অনিত্য প্রকৃতি ও নিত্যস্বরূপ পুরুষ উভয়ে একত্র অবস্থিত হইলেও পৃথক্ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যাহারা প্রকৃতি পুরুষের পৃথক্ ভাব সম্যক্ রূপে অবগত হইতে অসমর্থ হয়, সেই অধম ব্যক্তিগণকে বারংবার ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হয়। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় সাঙ্খ্যতত্ত্ব বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম। সাঙ্খ্যবিশারদ পণ্ডিতেরা এই প্রকার প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্ব অবগত হইয়াই মোক্ষ লাভে সমর্থ হন। যাঁহারা তত্ত্ববিষয়ে কুশল, তাঁহারা সাঙ্খ্যমত দ্বারা অনায়াসে সেই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

সপ্তদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩১৭।

হে কুরুবর্ষে! এই আমি তোমার নিকট সাঙ্খ্য জ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে যোগজ্ঞানের বিষয় যথাযথানুসারে কহিতেছি, শ্রবণ কর।

সাঙ্খ্য জ্ঞানের সদৃশ জ্ঞান এবং যোগবলের সদৃশ বল আর কিছুই নাই। এই উভয় মতেই শমদমাদি অনুষ্ঠানের বিধি আছে এবং এই উভয় মতই মুক্তি সাধক। বুদ্ধিবিহীন ব্যক্তিগণই এই উভয়ের বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করে। আমরা এই উভয় মতকেই এক প্রকার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছি। যোগী ও সাঙ্খ্যমতাবলম্বী উভয়েরই সিদ্ধদশাতে এক বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। অতএব সাঙ্খ্য এবং যোগ শাস্ত্রকে যাঁহারা সমান বোধ করেন, তাঁহারই যথার্থ পণ্ডিত। প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকল যোগসাধনের প্রধান অবলম্বন। প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বশীভূত করিয়া যোগ সিদ্ধ হইতে পারিলে অণিমাদি অষ্টগুণ প্রাপ্ত হইয়া সমুদায় লোকে পরিভ্রমণ করা যায়। বেদে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযুক্ত যোগই প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ যমনিয়মাদি অষ্টগুণ সূক্ষ্ম, আর অণিমাদি অষ্টগুণ ইহা অপেক্ষা স্থূল। যোগ দুই প্রকার; সগুণ ও নির্গুণ। প্রাণায়াম যুক্ত যোগকে সগুণ এবং চিত্তের একাগ্রতা যুক্ত যোগকে নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; প্রাণায়াম আবার দুই প্রকার; সবীজ ও নির্ব্বীজ। মূলাধারাদি চক্রস্থিত দেবতা সকলের ধ্যান না করিয়া প্রাণায়াম করিলে বাতাধিক্য হইয়া থাকে; অতএব উহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যামিনী সমাগত হইলে প্রথম প্রহরে দ্বাদশ এবং জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শেষযামে দ্বাদশ এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বায়ু ধারণার বিষয় যোগশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। দমগুণসম্পন্ন শাস্ত্রবিশারদ সন্ন্যাসিগণ সেই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বায়ু ধারণা দ্বারা দুর্দ্দান্ত মনকে নিগৃহীত করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংযোগ করিবেন। যোগপরায়ণ মহাত্মারা শ্রোত্রাদি পাঁচইন্দ্রিয়কে শব্দাদি পঞ্চ বিষয় হইতে নিরাকৃত করিয়া মনোমধ্যে, মনকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতি মধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক কেবল পর ব্রহ্মকে চিন্তা করেন। সেই পরমাত্মা পাপবিহীন, নির্ম্মল, নিত্য, অনন্ত, অক্ষত, স্থির, জরামৃত্যুবিহীন ও অভেদ্য।

অনন্তর নিত্য সমাধি বিশিষ্ট যোগীর লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ রূপ যোগী সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত হইয়া পরিতৃপ্ত সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায়, নির্ব্বাত প্রদেশ স্থিত তৈলপূর্ণ প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। পাষাণ যেরূপ মেঘনিপতিত জলবিন্দুর দ্বারা আহত হইয়াও বিকম্পিত হয় না। সেই রূপ ঐ যোগী কিছুতেই যোগ হইতে বিচলিত হন না। শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভি নিস্বন ও বিবিধ গীতবাদ্য দ্বারা তাঁহার যোগ ভঙ্গ করা নিতান্ত দুষ্কর। যেরূপ স্থিরস্বভাব ব্যক্তি তৈলপরিপূর্ণ পাত্র লইয়া

সোপানে আরোহণ করিবার সময় কৃপাণপাণি পুরুষকর্ত্তৃক তর্জ্জিত ও ভীত হইয়াও বিন্দুমাত্র তৈল নিক্ষেপ করে না, সেইরূপ ঐ যোগী ইন্দ্রিয় সমুদায়ের স্থৈর্য্য নিবন্ধন কোন ক্রমেই যোগ হইতে বিচলিত হন না। যোগে উত্তমরূপ নৈপুণ্য হইলে গাঢ়তর অন্ধকার মধ্যে অবস্থিত জ্বলন তুল্য অব্যয় ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ হয়। মনুষ্য একমাত্র যোগবলেই এই বিনশ্বর কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। এই আমি তোমার নিকট যোগিগণের যোগের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। পণ্ডিত-গণ ইহা অবগত হইয়া আপনাদিগকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করেন।

অষ্টাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩১৮।

হে মহারাজ! এক্ষণে মানবগণের মৃত্যুকালে জীবাত্মা কলেবরের যে যে স্থান দ্বারা বিনির্গত হইলে যে যে গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। জীবাত্মা চরণ দ্বারা দেহ হইতে বহির্গত হইলে বিষ্ণুলোক, জঙ্ঘা দ্বারা বিনির্গত হইলে অষ্টবসুর লোক, জানুদ্বারা বহির্গত হইলে সাধ্যগণের লোক, পায়ুদ্বারা বিনির্গত হইলে মৈত্রলোক, জঘন দ্বারা বিনির্গত হইলে মনুষ্য লোক, উরু দ্বারা নির্গত হইলে প্রজাপতি লোক, পার্শ্বদ্বারা বিনির্গত হইলে মরুলোক, নাসাপথ দ্বারা বহির্গত হইলে চন্দ্রলোক, বাহুদ্বারা নির্গত হইলে ইন্দ্রলোক, বক্ষঃস্থল দ্বারা নির্গত হইলে রুদ্র লোক, গ্রীবা-দ্বারা নির্গত হইলে মহর্ষিদিগের লোক, মুখ দ্বারা নির্গত হইলে বিশ্বদেব-গণের লোক, শ্রোত্র দ্বারা বিনির্গত হইলে দিগ্‌দেবতাদিগের লোক, ঘ্রাণ দ্বারা নির্গত হইলে বায়ুলোক, নয়ন দ্বারা বিনির্গত হইলে সূর্য্য লোক, ভ্রূদ্বারা বিনির্গত হইলে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের লোক, ললাট দ্বারা বিনির্গত হইলে পিতৃলোক এবং ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারা নির্গত হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

এই আমি তোমার নিকট মৃত মনুষ্যগণের যে যে স্থান হইতে জীবাত্মা বিনির্গত হইলে যে যে গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর আসন্ন মৃত্যুর চিহ্ন কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা অরুন্ধতী, ধ্রুবতারা এবং অন্যের নয়নতারা মধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে না পায় এবং যাহারা পূর্ণচন্দ্র ও প্রদীপের প্রভা দক্ষিণাংশে খণ্ডিত দর্শন করিয়া থাকে, তাহারা এক বৎসর মাত্র জীবন ধারণ করে। যাহারা লাবণ্য সম্পন্ন হইয়া লাবণ্য শূন্য, জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অজ্ঞান, অজ্ঞান হইয়া জ্ঞানবান্ ও শ্যামবর্ণ হইয়া

ধূসরবর্ণ হয় এবং যাহারা দেবগণকে আজ্ঞা ও ব্রাহ্মণগণের সহিত বিরোধ করিয়া থাকে, তাহারা ছয় মাসের অধিক জীবন ধারণ করে না। যাহারা চন্দ্র ও সূর্য্যকে ঊর্ণনাভি চক্রের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত দর্শন করে এবং দেবালয়স্থ সুরভি বস্তু সমুদায়ের সৌরভ যাহাদিগের শবগন্ধের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে, সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাদিগের আয়ুঃশেষ হইয়া যায়। যাহাদিগের নাসা কর্ণ অবনত, দন্ত বিবর্ণ, জ্ঞান বিলুপ্ত, সমুদায় অঙ্গ উষ্মরহিত বাম চক্ষু হইতে অকস্মাৎ জলধারা বিগলিত ও মস্তক হইতে ধূম উত্থিত হয়, তাহাদিগকে সদ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা এই প্রকার মৃত্যুর লক্ষণ সকল অবগত হইয়া দিবানিশি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ পূর্ব্বক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করিবেন। যদি তাঁহাদিগের মৃত্যুবাসনা না থাকে, তাহা হইলে, তাঁহারা গন্ধাদি বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ ও সাঙ্খ্যতত্ত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক যোগবলে পরমাত্মাকে নির্ম্মল ও মৃত্যুকে পরাজিত করিয়া পরিশেষে প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুর্লভ অক্ষয় সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবেন।

একোনবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩১৯।

হে রাজর্ষে! তুমি যে পরব্রহ্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি প্রণতভাবে ঋষিনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক দিবাকর হইতে যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি ভগবান্ ভাস্করকে প্রসন্ন করিবার মানসে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। এক দিবস তিনি আমার পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আমাকে প্রসন্ন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, কিন্তু আমি তোমার অবিচলিত ভক্তি অবলোকন পূর্ব্বক তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; নিতান্ত দুর্লভ হইলেও আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিব। ভগবান্ ভাস্কর পরিতুষ্ট হইয়া এই কথা কহিলে, আমি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলাম, ভগবন্! যজুর্ব্বেদ আমার অভ্যস্ত নাই, উহা অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। তখন দিবাকর কহিলেন, আমি তোমাকে অবিলম্বেই যজুর্ব্বেদ প্রদান করিব। তুমি সত্বরে আস্যদেশ বিস্তৃত কর, দেবী সরস্বতী তোমার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন। আমি প্রভাকরের

এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে মুখব্যাদন করিলাম। মুখব্যাদন করিবামাত্র বাগ্‌দেবী সরস্বতী আমার দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবী শরীরে প্রবিষ্ট হইলে আমি অন্তর্দাহে সাতিশয় দগ্ধ হইয়া সলিলমধ্যে প্রবেশ করিলাম। তৎকালে ভাস্করের প্রতি আমার সাতিশয় অবজ্ঞা ও ক্রোধ উপস্থিত হইল। তখন দিবাকর আমাকে নিতান্ত সন্তপ্ত দেখিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি মুহূর্ত্তকাল দাহজনিত ক্লেশ সহ্য কর, সত্বরেই তোমার শরীর শীতল হইবে। ভগবান্ ভাস্কর এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে কিয়ৎক্ষণ পরেই আমার শরীর সুশীতল হইল। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! পরশাখা ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ তোমার আয়ত্ত হইবে। উহা আয়ত্ত হইলে তোমার বুদ্ধি মুক্তিপথে গমন করিবে এবং তুমি সাঙ্খ্যমতাবলম্বী ও যোগিগণের অভিলষিত পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ভাস্কর এই কথা বলিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন।

অনন্তর আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অতি হৃষ্টমনে দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিলাম। আমি স্মরণ করিবামাত্র বাগ্‌দেবী স্বর ব্যঞ্জনবর্ণে বিভূষিতা হইয়া ও কারকে অগ্রবর্ত্তী করত আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। আমি তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়াই অতিমাত্র ব্যাগ্রচিত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে ও দিবাকরকে অর্ঘ প্রদান করত উপবেশন করিলাম। আমি উপবিষ্ট হইলে রহস্য ও সংগ্রহশাস্ত্রের সহিত সমগ্র বেদ আমার হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হইল। তখন আমি অসংখ্য শিষ্য পরিবেষ্টিত মাতুল বৈশম্পায়নের অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত এক শত শিষ্যকে ঐ বেদ অধ্যয়ন করাইলাম এবং সত্বরেই সেই শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া করজালমণ্ডিত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তোমার পিতার যজ্ঞে দীক্ষিত হইলাম। তথায় মহর্ষি দেবলের সমক্ষে মাতুল বৈশম্পায়নের সহিত বেদপাঠের দক্ষিণা লইয়া আমার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। পরে আমি তাঁহাকে দক্ষিণার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব বলিয়া, স্বীকৃত হইলাম। সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, তোমার পিতা ও অন্যান্য মহর্ষিগণ আমার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

আমি এই প্রকারে ভগবান্ ভাস্কর হইতে পঞ্চদশ যজুঃসংহিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন আমি মহাতপা রোমহর্ষের নিকট পুরাণ পাঠ করিয়াছিলাম। অতঃপর আমি সূর্য্যদেবের প্রভাবে বাগ্‌দেবীর অনুকম্পায় ঐ বেদের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সংগ্রহের

সহিত সমুদায় বেদ উত্তমরূপে শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইলাম। তাহা-রাও হৃষ্টমনে অধ্যয়ন করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। অগ্রে ভগবান্ ভাস্কর কর্ত্তৃক আদিষ্ট এই পঞ্চদশ শাখা অনুশীলন করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞাতব্য বিষয় চিন্তা করা জ্ঞানবানের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এক দিবস বেদবেদান্তবিশারদ গন্ধর্ব্বাধিপতি বিশ্বাবসু ব্রাহ্মণগণের হিতকর মোক্ষ ও উৎকৃষ্ট জ্ঞেয় পদার্থের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে আমার সমীপে আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্। বিশ্ব, অবিশ্ব, অশ্বা, অশ্ব, মিত্র, বরুণ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, অজ্ঞ, জ্ঞ, তপাঃ, অতপাঃ, সূর্য্যাদ, সূর্য্য, বিদ্যা, অবিদ্যা, বেদ্য, অবেদ্য, অচল, চল এবং অক্ষয় ও ক্ষয্য এই কয়েকটী শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? আর তর্ক দ্বারা কি প্রকারে প্রকৃতি ও পুরুষের অক্ষয়ত্ব সপ্রমাণ করা যাইতে পারে? গন্ধর্ব্বাধিপতি এই সমুদায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহাকে কহিলাম, গন্ধর্ব্বরাজ! আমি এই কয়েকটী প্রশ্নের সিদ্ধান্ত স্থির করিতেছি, তুমি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর। গন্ধর্ব্বাধিপতি আমার এই কথা শ্রবণে স্বীকৃত হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন আমি মনে মনে বাগ্‌দেবী সরস্বতীকে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহাকে স্মরণ করিবামাত্র দধি হইতে যেরূপ ঘৃত সমুত্থিত হয়, সেইরূপ যে যে শাস্ত্র আলোচনা করিলে ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা যায় সেই সমুদায় আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তখন আমি সমগ্র উপনিষদ্ ও আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। ঐ আন্বীক্ষিকী বিদ্যা মনুষ্যদিগের মোক্ষোপযোগী। উহাকে চতুর্থী বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

অনন্তর আমি বিশ্বাবসুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করি-তেছি, শ্রবণ কর। এই জন্মজরাযুক্ত ত্রিগুণসম্পন্ন বিশ্বকে প্রকৃতি এবং অবিশ্বকে নির্গুণ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐরূপ অশ্বা প্রকৃতি ও অশ্ব পুরুষ, বরুণ প্রকৃতি ও মিত্র পুরুষ, জ্ঞান প্রকৃতি ও জ্ঞেয় পুরুষ; অজ্ঞ প্রকৃতি ও জ্ঞ পুরুষ, তপাঃ প্রকৃতি ও অতপাঃ পুরুষ, অবিদ্যা প্রকৃতি ও বিদ্যা পুরুষ, অবেদ্য প্রকৃতি ও বেদ্য পুরুষ, সূর্য্যাদ প্রকৃতি ও সূর্য্য পুরুষ, চল প্রকৃতি ও অচল পুরুষ নামে কীর্ত্তিত হন। মতভেদে প্রকৃতিরে বেদ্য ও পুরুষকে অবেদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষ ইহাঁরা উভয়েই অজ, নিত্য, অক্ষয় ও জন্মমৃত্যুবিহীন বলিয়া

কথিত হন। উঁহাদিগের জন্ম নাই বলিয়া উহাঁরা অজ ও ক্ষয় না থাকাতে অক্ষ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্ত্বাদি গুণের আশ্রয়ত্ব ও জগৎ কর্তৃত্বনিবন্ধন প্রকাশে অক্ষয় বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। এই আমি তোমার নিকট বেদমতানুসারে বিশ্বাবিশ্ব প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং তর্ক দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের অক্ষয়ত্ব যে প্রকারে সপ্রমাণ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। গুরুশুশ্রূষাদ্বারা বেদের তাৎপর্য্য পরিজ্ঞাত হইয়া নিত্য ক্রিয়া সমাপনান্তে বেদের আলোচনা করা অবশ্য বিধেয়। যাহারা সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিতে একান্ত অসক্ত থাকে, অথচ আকাশাদি মহাভূত সমুদায়ের সৃষ্টি সংহার কর্ত্তা বেদপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে অসমর্থ হয়, তাহাদিগের বেদাধ্যয়ন কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। ঘৃতার্থী হইয়া গর্দ্দভীর দুগ্ধ মন্থন করিলে তাহা হইতে ঘৃতোপযোগী নবনীত সমুৎপন্ন হইতে পারে না। প্রত্যুত বিষ্ঠাতুল্য দুর্গন্ধ পদার্থই উৎপন্ন হয়। যে মনুষ্য বেদবিদ্যা অভ্যস্ত করিয়া প্রকৃতি ও পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে না পারে, সে নিতান্ত মূঢ় ও তাহার জ্ঞানোপার্জ্জন নিতান্ত বিফল। যত্নসহকারে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের সহিত সাক্ষাৎকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর পুনর্ব্বার সংসারমধ্যে জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না। কর্ম্মকাণ্ড বেদবিহিত নশ্বর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় ধর্ম্মানুরত হইয়া যত্ন পূর্ব্বক অহরহ জীবাত্মাকে বিশুদ্ধরূপে সন্দর্শন করিতে পারিলেই প্রকৃতিকে অতিক্রম ও পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। মূঢ় ব্যক্তিগণ শাশ্বত পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। কিন্তু সাধু ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ করেন। যোগী ও সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা অবিলম্বে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদজ্ঞানেরই বিশেষ রূপ প্রশংসা করেন।

তখন বিশ্বাবসু পুনর্ব্বার কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি জীবাত্মাকে অবিনশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু জীবাত্মা বস্তুতঃ অবিনশ্বর কি না, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি যদিও ধীশক্তিসম্পন্ন জৈগীষব্য, অসিত দেবল, পরাশর, বার্ষগণ্য ভৃগু, পঞ্চশিখ, কপিল, শুক, গৌতম, আর্ষ্টিসেন গর্গ, নারদ, আসুরি, পুলস্ত্য, সনৎকুমার, শুক্রাচার্য্য, পিতা কাশ্যপ, রুদ্র, বিশ্বরূপ এবং দেবতা, পিতৃলোক ও দৈত্যেয়গণের নিকট এই বিচার পরিজ্ঞাত হইয়াছি, তথাপি আপনার মুখে ঐ সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় বাসনা হইয়াছে। আপনি বাগ্মীশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্ ও শ্রুতি-

নিপুণ। আপনি সমস্তই অবগত আছেন; দেবলোক, পিতৃলোক, ও ব্রহ্মলোকগত মহর্ষিগণ এবং ভগবান্ সূর্য্য প্রভৃতিনিরত আপনার প্রশংসা করেন। আপনি শাঙ্খ্যতত্ত্ব, যোগশাস্ত্র ও এই চরাচর বিশ্বের বিষয় সম্যক্‌রূপ অবগত আছেন; তন্নিবন্ধনই আপনার নিকট এই অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

তখন আমি কহিলাম, হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি শ্রুতিধর; অতএব যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সাধ্যানুসারে উহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবাত্মা জড়রূপা প্রকৃতিকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন; কিন্তু প্রকৃতি কখন তাঁহাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না। সাঙ্খ্য ও যোগবিশারদ পণ্ডিতগণ জীবাত্মার জ্ঞান আছে বলিয়াই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জীবাত্মা কলেবরের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করিলে পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিতে কখনই সমর্থ হয় না। কিন্তু কলেবর হইতে ভিন্নভাবে অবস্থান করিলেই অনায়াসে তাঁহাকে অবগত হইতে পারেন। পরমাত্মা কি জীব, কি কলেবর, উভয়কেই নিয়ত অবলোকন করিতেছেন। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বযুক্ত কলেবরকে কখনই আত্মা বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। জলমধ্যস্থিত মীনকে কেহ খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিলে সে যেরূপ তাহাতে আসক্ত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা পরমাত্মার প্রেরণানিবন্ধন বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকেন। যখন জীব দেহের সহিত একত্র অবস্থান ও অভেদ বুদ্ধি বশতঃ স্নেহপরতন্ত্র হইয়া আপনার সহিত পরমাত্মার একত্ব অনুধাবন করে, তখন সে সংসার সাগরে নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করে। আর সে যখন আপনার সহিত পরমাত্মাকে অভিন্ন বোধ করে, তখন সে সংসার সমুদ্র হইতে সমুত্থিত হয়। জীব যখন আপনাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করে, তখন সে পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিতে পারে। পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই স্বতন্ত্র, কিন্তু সাধু ব্যক্তিগণ উহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করেন। জীব যখন আপনাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা করে এবং পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে দ্রষ্টা ও দৃশ্য, ভিন্ন ও অভিন্ন, জগতের কারণ ও জীবরূপে দর্শন না করিয়া তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা নিরীক্ষণ করিতে পারে, তখন সে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। এই প্রকারে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন বলিয়া তাঁহাকে অবিনশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। হে গন্ধর্ব্বরাজ! আমি শাস্ত্রানুসারে প্রকৃতি, জীব, ও ব্রহ্মের বিষয় এই কীর্ত্তন করিলাম।

গন্ধর্ব্বাধিপতি বিশ্বাবসু আমার এই প্রকার জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বদেবপ্রধান ব্রহ্মের বিষয় বুদ্ধিসহকারে কীর্ত্তন করিলেন। অতএব শ্রেয়োলাভ করুন। এক্ষণে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। দিব্যরূপধারী গন্ধর্ব্বরাজ এই বলিয়া পরম প্রীতিসহকারে আমাকে অভিনন্দন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সুরলোকে গমন করিলেন, এবং অচিরাৎ ভূলোক, দ্যুলোক ও নাগলোকে সৎপথাবলম্বী ব্যক্তিগণের নিকট সেই মদুপদিষ্ট উপদেশ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে রাজন্! সাঙ্খ্যমতাবলম্বী, যোগধর্ম্মপরায়ণ ও অন্যান্য মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণের এই বিজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ নিতান্ত শ্রেয়স্কর। জ্ঞানই মোক্ষলাভের প্রধান কারণ; জ্ঞান না থাকিলে কদাচ মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মনুষ্য জ্ঞানপ্রভাবেই জন্মমৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা দূরে থাকুক, অতি নীচ শূদ্রাদি হইতেও জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে শ্রদ্ধা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাসম্পন্ন পুরুষ জন্মমৃত্যু কর্ত্তৃক কখনই আক্রান্ত হয় না। ব্রহ্ম হইতে সমুদায় বর্ণই সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব সমুদায় বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায় এবং সকল বর্ণেরই বেদপাঠে অধিকার আছে। ফলতঃ সমুদায় বিশ্বই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মার আস্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, ভুজদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, নাভি হইতে বৈশ্য, ও চরণযুগল হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্য অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত বারংবার জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানানুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞান সর্ব্বসময়েই সর্ব্বত্র আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। দেখ, অতি পূর্ব্বকালেও অনেকানেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি মহাত্মারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং মোক্ষ যে নিত্যসিদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! তুমি আমাকে যে সমুদায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি সমস্তের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তুমি এই সমুদায় বিশেষরূপে অনুধাবন পূর্ব্বক প্রীতিলাভ ও ইহার অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তুমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে।

ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ! এই প্রকারে মিথিলাধিপতি দেবরাতজনয় ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় হইলেন এবং সত্বরে তথায় প্রত্যাগ-

মন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে এক এক কোটি গোধন, এক এক কোটি সুবর্ণ ও এক এক অঞ্জলি রত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি আপনার পুত্রকে বিদেহরাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক অজ্ঞানমূলক ধর্ম্মাধর্ম্মের নিন্দা করত যতিধর্ম্মাবলম্বী হইলেন এবং সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক আপনাকে সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান করিয়া ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, সত্য, মিথ্যা ও জন্মমৃত্যু সমুদায় বৃথা বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! সাঙ্খ্য এবং যোগজ্ঞাননিষ্ঠ পণ্ডিতেরা এই বিশ্বকার্য্য প্রকৃতি ও পুরুষের কৃত বলিয়া বোধ করেন। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ পরাৎপর পরমব্রহ্মকে ইষ্টানিষ্টবিনির্মুক্ত, নিত্য ও শুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব তুমিও পবিত্রভাব অবলম্বন কর। দাতা, দেয়, দান ও প্রতিগ্রহীতা সকলকেই আত্মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে। আপনার আত্মাই অদ্বিতীয় পদার্থ; তাহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই; ইহা সর্ব্বদা চিন্তা করা তোমার অবশ্য বিধেয়। যাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব কিছুমাত্র অবগত হইতে পারে না, তাহাদিগের তীর্থপর্য্যটন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। বেদাধ্যয়ন, তপস্যা বা যজ্ঞ দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায় না। সেই অব্যক্ত পরব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। যাঁহারা মহত্তত্ত্বের উপসনা করেন, তাঁহারা মহত্তত্ত্ব এবং যাঁহারা অহঙ্কারের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অহঙ্কারের স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতি হইতে উৎকৃষ্ট পরম ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারা মায়াতীত অতি উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিতে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহামতি জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তৎপরে আমি জনকের নিকট ইহা লাভ করিয়াছি। জ্ঞান যজ্ঞ অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট, জ্ঞানপ্রভাবে অনায়াসে সংসারসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হওয়া যায়; কিন্তু যজ্ঞবলে তাহা হইতে পারে না। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে, দুঃখ ও জন্মমৃত্যু নিরাকৃত করা পুরুষকারসাধ্য নহে। যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও নিয়ম দ্বারা দেবলোকে গমন করিলে, পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। অতএব তুমি পবিত্রমনে পরমপাবন সুনির্ম্মল শান্তিজনক পরব্রহ্মের উপাসনা কর; তাহা হইলেই তুমি সেই পরমাত্মার স্বরূপ হইতে পারিবে। হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জনকরাজার নিকট শাশ্বত অব্যয় তত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া যে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই উপদেশানুসারে কার্য্য

করিতে পারিলেই অনায়াসে শোকবিবর্জ্জিত অমৃতময় মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়, সন্দেহ নাই।

—•*○—

বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩২০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, ধন, দীর্ঘ আয়ু, বিপুল তপস্যা, যজ্ঞাদি কার্য্য, অধ্যয়ন ও রসায়নপ্রয়োগ এই সকলের মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা জরামৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে পঞ্চশিখ জনকসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিন বিদেহাধিপতি জনক ধর্ম্মার্থসংশয়শূন্য বেদবিশারদ মহর্ষি পঞ্চশিখকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! তপস্যা, বুদ্ধি, পুণ্যকার্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এই সকলের মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা মনুষ্য জরামৃত্যু অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মহর্ষি পঞ্চশিখ মহারাজ জনক কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! কেবল জীবন্মুক্ত যোগিগণই জরামরণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। এতদ্ভিন্ন আর কেহই মাস ও দিন যামিনীর ন্যায় জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। মূঢ়স্বভাব মনুষ্যেরা চিরকাল অনিত্য সংসারপথাবলম্বী হইয়া সর্ব্বদা জরামৃত্যুরূপ জলজন্তুতে পরিব্যাপ্ত প্লববিহীন কালসাগরে প্রবাহিত ও নিমগ্ন হইতেছে; কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহাদিগের সাহায্য করিতেছে না। ইহলোকে কাহারও সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে যেরূপ অপরাপর পথিকগণের সহিত মিলন হয়, ইহলোকে সেইরূপ দারা পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মিলন হইয়া থাকে। চিরকাল কাহারও সহিত কেহই অবস্থান করিতে পারে না। জলদজাল যেরূপ বায়ুসঞ্চালিত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে মহাবেগে গমন করে, জীবগণও সেইরূপ কালপ্রেরিত হইয়া বারংবার শোকসূচক শব্দ করিতে করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ধাবমান হইতেছে। জরামৃত্যু বৃকের ন্যায় কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, কি মহৎ, কি নীচ সকলকেই গ্রাস করিতেছে। এই নিমিত্তই নিত্য স্বরূপ জীবাত্মা অনিত্য ভূতগণের উৎপত্তিতে আনন্দ ও সংহারে শোক অনুভব করেন না। তুমি কে; কোথা হইতে আগমন করিয়াছ; কাহার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ আছে; তুমি কোথায় অবস্থান করিতেছ ও কোথায়

গমন করিবে; এই সমস্ত চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? কেহই কাহারও প্রতিনিধি হইয়া স্বর্গ বা নরকভোগ করে না; অতএব শাস্ত্রানুসারে দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

একবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩২১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ ব্যক্তি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া মোক্ষতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীর কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে হয় এবং মোক্ষ কাহাকে বলে? সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে সুলভাজনক সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে মিথিলা নগরে ধর্ম্মধ্বজ নামে জনকবংশোদ্ভব সন্ন্যাসধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ এক প্রসিদ্ধ ভূপতি ছিলেন। বেদ, মোক্ষশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া এই বসুন্ধরা সুনিয়মে শাসন করিয়াছিলেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার সাধুতার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার ন্যায় সাধু হইতে অভিলাষী হইতেন।

ঐ সময় সুলভানামে এক সন্ন্যাসিনী যোগধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়া একাকিনী সমুদায় অবনী পর্য্যটন করিতেন। তিনি এক দিন নানাস্থান পরিভ্রমণ করত ত্রিদণ্ডধারী মহাত্মাদিগের মুখে জনকবংশসম্ভূত রাজা ধর্ম্মধ্বজের বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক তিনি যথার্থ মোক্ষধর্ম্মাবলম্বী কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইলেন এবং আত্মসন্দেহ নিরাকরণার্থ রাজর্ষি ধর্ম্মধ্বজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যোগবলে পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ ও অতিমনোহর রূপ ধারণ পূর্ব্বক অস্ত্রের ন্যায় দ্রুতবেগে নিমেষমধ্যে বিবিধ জনপরিপূর্ণ রমণীয় বিদেহ নগরে গমন করত ভিক্ষা গ্রহণচ্ছলে মিথিলাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা ধর্ম্মধ্বজ তাঁহার অসামান্য রূপ লাবণ্য সন্দর্শন পূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে ইনি কে, কাহার কন্যা ও কোথা হইতে আগমন করিলেন; এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া পাদ্য ও আসন প্রদান পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ও পানীয় দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি সম্পাদন করিলেন।

তখন সেই সন্ন্যাসিনী সুলভা, ভূপতি যথার্থ মোক্ষধর্ম্মবেত্তা কি না, এই সংশয় নিরাকরণার্থ বেদার্থজ্ঞ পণ্ডিত ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত্ত নরপতি-কেই তাহা জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষিণী হইয়া আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে তাঁহার বুদ্ধিতে ও নয়ন দ্বারা তাঁহার নয়নে প্রবেশ পূর্ব্বক যোগবলে তাঁহাকে বশীভূত ও রুদ্ধ করিলেন। ঐ সময় তাঁহাদিগের উভয়েরই বাহ্য শরীর কার্য্যাক্ষম হইয়া রহিল।

অনন্তর বিদেহাধিপতি ধর্ম্মধ্বজ সুলভার অভিপ্রায় অবগত হইয়া লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়া হাস্য বদনে তাঁহাকে কহিলেন, দেবি! তোমার বাসস্থান কোথায়? তুমি কাহার কন্যা? কোথা হইতে আগমন করিলে, এবং কোথায় বা গমন করিবে? জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্যের শাস্ত্রজ্ঞান, বয়ঃক্রম ও জাতির বিষয় কেহই অবগত হইতে পারে না। এক্ষণে আমার সমীপে আমার শাস্ত্রজ্ঞানাদির বিষয় অবগত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য। আমি এখন রাজ্যাদি হইতে বিমুক্ত হইয়াছি। অনন্তর তোমার নিকট স্বীয় তত্ত্বজ্ঞান লাভের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তোমার সম্মান রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পরাশরগোত্রসম্পন্ন সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী বৃদ্ধ মহাত্মা পঞ্চশিখ হইতেই মোক্ষতত্ত্ব লাভ করিয়াছি। তাঁহার তুল্য বক্তা আর কেহই নাই। তিনি মোক্ষের সেতু স্বরূপ। আমি তাঁহার প্রসাদেই সাঙ্খ্যজ্ঞান, যোগ ও নিষ্কাম যাগযজ্ঞাদি, এই তিন প্রকার মোক্ষ-ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া সংশয়শূন্য হইয়াছি। পূর্ব্বে সেই সাঙ্খ্যতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা বর্ষাকালে চারি মাস আমার ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক আমাকে ঐ তিন প্রকার মোক্ষতত্ত্ব শ্রবণ করাইয়া ছিলেন। কিন্তু রাজ্যে অবস্থান করিতে নিষেধ করেন নাই। আমি তাঁহার উপদেশানুসারে বিষয়রাগ-পরিবর্জ্জিত হইয়া সেই তিন প্রকার মোক্ষতত্ত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে মনঃ সমাধান করিয়া কাল যাপন করিতেছি। বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের উৎকৃষ্ট উপায়। বৈরাগ্য জ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন হয়। জ্ঞান দ্বারা যোগা-ভ্যাস ও যোগাভ্যাসদ্বারা আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মনুষ্য আত্ম-জ্ঞান প্রভাবেই যোগাভ্যাসানুরত হইয়া সুখদুঃখাদি পরিত্যাগ ও মৃত্যুকে অতিক্রম পূর্ব্বক পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। আমি সেই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মোহ হইতে বিমুক্ত, নিঃসঙ্গ ও সুখদুঃখাদি পরিবর্জ্জিত হই-য়াছি। সলিলসিক্ত ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপাদন করে, সেইরূপ কর্ম্মই মনুষ্যদিগকে পুনর্ব্বার উৎপাদন করিয়া থাকে। ভর্জ্জিত বীজ যেরূপ সলিলসিক্ত ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও অঙ্কুরোৎপাদন করিতে সমর্থ

হয় না, সেইরূপ ভগবান্ পঞ্চশিখের অনুগ্রহে আমার বিষয় জ্ঞানস্বরূপ বীজ বিষয়ে অবস্থিত হইয়াও অঙ্কুরিত হইতেছে না। আমি ভার্য্যার প্রতি অনুরক্ত ও শত্রুর প্রতি ক্রুদ্ধ হই না। যে মনুষ্য আমার দক্ষিণ হস্তে চন্দনলেপন ও যে ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আমার বাম হস্ত ছেদন করে, আমি তাহাদিগের উভয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। যখন আমি লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান, মুক্তসঙ্গ ও পুরুষার্থে অনুরক্ত হইয়া রাজ্যে অবস্থান করিয়াও সুখে কালযাপন করিতেছি, তখন আমাকে অন্যান্য ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসীগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মোক্ষবিদ্ পণ্ডিতগণ মোক্ষকে ত্রিবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কেহ কেহ সমধিক জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মকে এবং কেহ কেহ সমধিক কর্ম্মযুক্ত জ্ঞানকে মোক্ষের সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাত্মা পঞ্চশিখ ঐ উভয় মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল বিশুদ্ধজ্ঞানকেই মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যখন সন্ন্যাসিগণেরও যম, নিয়ম, কাম, দ্বেষ, পরিগ্রহ, মান, দম্ভ ও স্নেহ বিদ্যমান থাকে, তখন তাঁহাদিগের সহিত গৃহস্থগণের প্রভেদ কি? ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করিলেই মোক্ষ লাভ হয় না, ইহার বিনিগমনা কি? ইহলোকে, সকলেই স্বার্থসাধনোপযোগী দ্রব্য গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়া থাকে। যে মনুষ্য গৃহস্থধর্ম্মের দোষ দর্শন পূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করত অন্য আশ্রম গ্রহণ করে, তাহাকেও একের পরিত্যাগ ও অন্যের গ্রহণনিবন্ধন সঙ্গত্যাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যখন ভিক্ষুকেরাও ভূপালগণের ন্যায় নিগ্রহ অনুগ্রহ রূপ আধিপত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, তখন ভিক্ষুকগণেরই যে মোক্ষ লাভ হইবে, তাহার প্রমাণ কি? অতএব আমার মতে যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার রাজ্যাধিপত্য বিদ্যমান থাকিলেও সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেহস্থ পরমাত্মাতে অবস্থান করিতে পারে। কটুকষায় ফলমূল ভক্ষণ, মস্তক মুণ্ডন এবং ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ সন্ন্যাস ধর্ম্মের কেবল চিহ্নমাত্র। কেবল ঐ সকল চিহ্ন থাকিলেই মোক্ষ লাভ হয় না। যদি ত্রিদণ্ডাদি চিহ্ন সকল বিদ্যমান থাকিলেও মোক্ষলাভ জ্ঞানসাপেক্ষ হইল, তাহা হইলে ঐ সমস্ত চিহ্নধারণের আর প্রয়োজন কি? অথবা দুঃখশৈথিল্যের নিমিত্ত যদি ত্রিদণ্ডধারণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা হইলে দুঃখ নিরাকরণার্থ ছত্রাদি গ্রহণও দোষাবহ হইতে পারে না। নিঃস্ব হইলেই মোক্ষলাভ হয় এবং ধন থাকিতে মোক্ষ লাভ হয় না, একথা কোন কার্য্যেরই নহে। মনুষ্য নির্দ্ধন হউক বা ধনবান হউক,

তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইলেই নিশ্চয় মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। আমি তন্নিবন্ধনই বন্ধনের আয়তনস্বরূপ ধর্ম্মার্থকামসঙ্কুল রাজ্যে অবস্থান করিয়াই মোক্ষধন রূপ প্রস্তরে শাণিত ত্যাগরূপ অসিদ্বারা ঐশ্বর্য্যরূপ পাশ ও স্নেহরূপ বন্ধন ছেদন করিয়াছি।

হে দেবি! পূর্ব্বে আমি তোমাকে সন্ন্যাসিনী বোধ করিয়া পরম সমাদর করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে তোমার বয়ঃক্রম ও রূপলাবণ্য সন্দর্শনে তোমার যোগবিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আর আমি মুক্ত কি না, ইহা অবগত হইবার মানসে তুমি যে, আমার দেহ রুদ্ধ করিয়াছ, ইহা তোমার ত্রিদণ্ডধারণের অনুপযুক্ত হইয়াছে। বিষয় ভোগানুরক্ত যোগীর ত্রিদণ্ড ধারণ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তুমি ত্রিদণ্ডধারিণী হইয়াও যোগধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ না। এক্ষণে আমি স্পষ্টই তোমাকে যোগ হইতে পরিভ্রষ্ট বলিয়া অবগত হইতেছি। তুমি আপনার বুদ্ধিবলে আমার শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াতে তোমার ব্যভিচার দোষ সপ্রমাণ হইতেছে; তুমি কাহার সাহায্যে আমার রাজ্য ও পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে এবং কাহার সাহায্যেই বা আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে? দেখ, প্রথমত তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণী; কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়; সুতরাং আমাদিগের উভয়ের সহযোগ হইলে বর্ণসঙ্কর হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত তুমি ভিক্ষুকী, আমি গৃহস্থ; সুতরাং আমরা পরস্পর সমবেত হইলে আশ্রমসঙ্কর করা হইবে। তৃতীয়ত তুমি আমার সগোত্রা কি না, তাহা পরিজ্ঞাত নহি এবং তুমিও আমার গোত্রাদির বিষয় অবগত নহ; যদি তুমি আমার সগোত্রা হও, তাহা হইলে গোত্রসঙ্কর দোষ উপস্থিত হইবে। চতুর্থত তোমার স্বামী যদি জীবিত থাকিয়া দেশান্তরে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তুমি পরভার্য্যা ও অগম্যা; আমি তোমাকে গ্রহণ করিলে, ধর্ম্মসঙ্কর করা হইবে। এক্ষণে তুমি কি কোন কার্য্যসাধন করিবার নিমিত্ত বা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অথবা বিপরীত জ্ঞাননিবন্ধন এই অকার্য্যসম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ? তুমি আপনার দোষবশতঃ এই প্রকার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করাতে তোমার শাস্ত্র অধ্যয়ন করা বিফল হইল। এক্ষণে তোমার দুরভিসন্ধি বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তুমি বিজয়াভিলাষিণী হইয়া কেবল আমাকে নয়, আমার ভাস্থ মহাত্মাদিগকে পরাজয় করিতে বাসনা করিয়াছ। তুমি আমার ভাস্থ পূজ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে বোধ হইতেছে যে, আত্মপক্ষের উন্নতি ও শত্রুপক্ষীয়দিগের অপকর্ষসাধনই তোমার উদ্দেশ্য। তুমি আমার উন্নতি দর্শনে ঈর্ষাযুক্ত ও যোগৈশ্বর্য্যদর্পে দর্পিত হইয়া প্রীতিলাভব্যতীত

আমার বুদ্ধির সহিত স্বীয় বুদ্ধির ঐক্য করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত নহি; সুতরাং তোমার কিছুমাত্র প্রীতি লাভের সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীপুরুষ পরস্পর অনুরক্ত হইয়া, সমবেত হইলে উহাদিগের মিলন [illegible] দৃশ [illegible]; কিন্তু উহাদের মধ্যে এক জন বিরক্ত ও এক জন অনুরক্ত হইলে ঐ মিলন বিষতুল্য হইয়া থাকে। যাহা উহক, এক্ষণে আর তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, আমাকে সাধু বলিয়া স্থির কর এবং স্বীয় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হও। আমি জীবন্মুক্ত কি না, তুমি তাহা অবগত হইলে। এক্ষণে যদি তুমি স্বকার্য্য বা অন্য কোন ভূপতির কার্য্যসাধন করিবার নিমিত্ত প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। ভূপতি, ব্রাহ্মণ বা গুণবতী স্ত্রীর নিকট কপটতা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যে মনুষ্য উহাঁদিগের নিকট কপটতা প্রকাশ করে, তাহাকে বিনষ্ট হইতে হয়, সন্দেহ নাই। ভূপালগণের ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মবেত্তাদিগের ব্রাহ্মজ্ঞান এবং স্ত্রীজাতিদিগের রূপ ও যৌবন অতি উৎকৃষ্ট বল। ঐরূপ বলসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট সরল ব্যবহার করাই বিধেয়। অতএব তুমি কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্যবহার, হৃদ্গতভাব, স্বভাব ও আগমনের কারণ যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।

মিথিলাধিপতি জনক এই প্রকার অসুখকর অযুক্ত বাক্য বিন্যাস দ্বারা চারুদর্শনা সুলভাকে তিরস্কার করিলে, তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া অতি সুমধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! বক্তব্য বাক্য অষ্টাদশ দোষশূন্য ও অষ্টাদশ গুণসম্পন্ন হওয়া অতি আবশ্যক। সৌক্ষ্ম্য, সাঙ্খ্য, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন এই পঞ্চাঙ্গযুক্ত পদ সমুদায়কে বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তন্মধ্যে যাহা সংশয়সূচক, তাহার নাম সৌক্ষ্ম্য; যাহা দ্বারা গুণদোষ সংখ্যা করা যায়, তাহার নাম সাঙ্খ্য; যাহা দ্বারা পৌর্ব্বাপৌর্য্যক্রম নিরূপণ হইতে পারে, তাহার নাম ক্রম; পূর্ব্বপক্ষের পর বিচারান্তে যাহা সিদ্ধান্ত হয়, তাহার নাম নির্ণয় এবং ঔৎসুক্য ও দ্বেষনিবন্ধন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম প্রয়োজন। লোকসমাজে যে সমুদায় বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই সকল সার্থক, প্রসিদ্ধ পদযুক্ত, প্রসাদগুণসম্পন্ন, সংক্ষিপ্ত, মধুর ও অসন্দিগ্ধ হওয়া আবশ্যক। শ্রুতিকটু, অশ্লীলপদযুক্ত অমূলক, ত্রিবর্গবিরুদ্ধ, অসংস্কৃত, অসঙ্গত পদসম্পন্ন, ব্যাকরণাদি দোষযুক্ত, ক্রমবিবর্জ্জিত, অন্য [illegible]পেক্ষ, লক্ষণাযুক্ত, অনর্থক বা যুক্তিশূন্য হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

হে মহারাজ! আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, দৈন্য, দর্প, লজ্জা, দয়া বা অভিমানপ্রযুক্ত আপনাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি না। আপনাকে উত্তর প্রদান করা কর্ত্তব্য, এই বিবেচনা করিয়াই উহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বক্তা ও শ্রোতা উভয়ে সমান হইলেই অর্থ সুপ্রকাশিত হইয়া থাকে। বক্তা শ্রোতাকে লক্ষ্য না করিয়া গর্ব্বিতভাবে আপনার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহাতে শ্রোতার কখনই প্রীতি জন্মে না। আর যে মনুষ্য স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল শ্রোতার অনুকূল বাক্যপ্রয়োগ করে, তাহার সে বাক্যে নিশ্চয়ই লোকের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐ বাক্যকেও দোষযুক্ত বলিতে হইবে; কিন্তু যিনি আপনার ও শ্রোতার অবিরুদ্ধে বাক্য বিন্যাস করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই যথার্থ সদ্বক্তা এবং তাঁহার বাক্যকেই যথার্থ অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আপনি ইতিপূর্ব্বে আমাকে "তুমি কে, কাহার কন্যা এবং কোথা হইতেই বা এখানে উপস্থিত হইয়াছ" বলিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। যেমন জতু ও কাষ্ঠ এবং ধূলি ও জলবিন্দু পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে, সেইরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রতি অভিজ্ঞানার্থ কেহই কোন প্রশ্ন উপস্থিত করে না; তাহারাও আপনাদিগের স্বরূপ অবগত হইতে পারে না। চক্ষু আপনাকে দেখিতে পায় না এবং শ্রোত্রও আপনাকে শ্রবণ করিতে সমর্থ হয় না। উহাদিগের মধ্যে এক ইন্দ্রিয় কখনই অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। উহারা পরস্পর একত্র হইলেও পরস্পর সংশ্লিষ্ট ধূলি ও সলিলের ন্যায় পরস্পরকে জ্ঞাত হইতে পারে না। ঐ সমুদায় ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনার্থ বাহ্যগুণ সকলের সাহায্য অপেক্ষা করে। রূপ, চক্ষু ও প্রকাশ এই তিনটী দর্শনের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রবণাদি ক্রিয়ারও এই প্রকার তিন তিনটী হেতু বিদ্যমান রহিয়াছে। পদার্থজ্ঞান বিষয়ে মনকেও একটী প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহা নিয়ত সদসৎ বিচার করিয়া থাকে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও মন এই একাদশটীকে গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বুদ্ধি দ্বাদশ গুণ; উহা বিষয়জ্ঞান সময়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, তাহা নিরাকৃত করিয়া দেয়। সত্ত্ব ত্রয়োদশ গুণ; উহার কার্য্য দ্বারা মনুষ্যগণের বিশুদ্ধ ভাবের তারতম্য অনুমিত হইয়া থাকে। অহঙ্কার চতুর্দ্দশ গুণ; উহা দ্বারাই মনুষ্যের আত্মপর বিবেচনা হইয়া থাকে।

বাসনা পঞ্চদশ গুণ; ঐ বাসনামধ্যে সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। অবিদ্যা ষোড়শ গুণ; মায়া সপ্তদশ গুণ ও প্রকাশ অষ্টাদশ গুণ। সুখাসুখ, জরামৃত্যু, লাভালাভ ও প্রিয়াপ্রিয়াত্মক দ্বন্দ্বযোগ ঊনবিংশ গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কাল বিংশ গুণ, এই কালপ্রভাবেই জীবগণের জন্মমৃত্যু হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পঞ্চ মহাভূত এবং সদ্ভাব, অসদ্ভাব, শুক্র, বল ও বিধি এই দশটিকেও গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব সমুদায়ে গুণ ত্রিংশৎ প্রকার হইল। এই সকল গুণ যাহাতে অবস্থান করে, তাহার নামই শরীর। কোন কোন ব্যক্তি প্রকৃতিকে, কোন কোন ব্যক্তি পরমাণুকে, কোন কোন ব্যক্তি ঈশ্বর ও পরমাণু উভয়কে, আর কোন কোন ব্যক্তি ঈশ্বর ও মায়াশক্তি এবং জীব ও অবিদ্যা এই চারিটিকে ঐ সমুদায় গুণের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অব্যক্ত প্রকৃতি ঐ সকল গুণের সাহায্যে ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়।

হে রাজন্! সমস্ত জীবই শুক্রশোণিত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শুক্রশোণিতের সহযোগকে কলল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কলল হইতে বুদ্বুদের উৎপত্তি হয়। বুদ্বুদ হইতে মাংসপেশী, মাংসপেশী হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে নখ ও লোম সমস্ত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। গর্ভমধ্যে শুক্রশোণিতের সহযোগের পর নবম মাস উত্তীর্ণ হইলে, ঐ গর্ভস্থ দেহী ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উহার চিহ্ন অনুসারে উহাকে স্ত্রী কি পুরুষ নামে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। ঐ সময় তাহার কর, নখ ও অঙ্গুলি সকল রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু কিয়দ্দিন পরে কৌমারাবস্থা উপস্থিত হইলে তাহার সেইরূপ তিরোহিত হইয়া যায়। পরে কৌমারাবস্থা অতিবাহিত হইলে তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে বৃদ্ধকাল সমাগত হইয়া ইহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। জীবের যে অবস্থা একবার অতিবাহিত হয়, তাহা আর পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হয় না। যেরূপ প্রদীপশিখার হ্রাস বৃদ্ধি ক্রমশঃ হয় বলিয়া উহা অনুভব করিতে কেহই সমর্থ হয় না, সেইরূপ মনুষ্যের কৌমারাদি অবস্থার আবির্ভাব ও তিরোভাব অতি অল্পে অল্পে হয় বলিয়া কেহ অনুভব করিতে পারে না। উৎকৃষ্ট অশ্ব যেরূপ একস্থান হইতে অন্যস্থানে ধাবমান হয়, সেইরূপ জীবের দেহ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন মনুষ্যদেহের অবস্থা প্রতিনিয়ত এই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন এই দেহ কাহার এবং কোথা স্থান হইতেই বা উপস্থিত হইল, তাহা কি

প্রকারে নির্ণয় করিতে পারা যায়। ফলত আপনার দেহের সহিত জীবগণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। যেরূপ আয়স্কান্ত মণি ও কাষ্ঠ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ শব্দস্পর্শাদি গুণ সকল হইতে জীবগণ জাত হইয়া থাকে। তুমি আপনাকে যেরূপ জ্ঞান কর, অন্যকে সেইরূপ জ্ঞান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি তুমি আপনাকে ও অন্যকে সমান জ্ঞান করিয়া থাক, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আমাকে "তুমি কে ও কাহার ভার্য্যা" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ? যখন তুমি স্বার্থ ও পরার্থ জ্ঞানশূন্য হইয়াছ, তখন আমাকে "তুমি কাহার কন্যা ও কোন্ স্থান হইতে আগমন করিতেছ?" এই প্রকার প্রশ্ন করা তোমার কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। যে নরপতি শত্রু, মিত্র ও মধ্যস্থের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করেন এবং সন্ধি ও বিগ্রহে যাঁহার সম্যক্ আসক্তি রহিয়াছে, তাঁহাকে কি প্রকারে মোক্ষপদাবলম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? যে মনুষ্য ত্রিবর্গের তত্ত্ব বিশেষরূপ অবগত না হইয়া উহাতে আসক্ত থাকে, তাহাকে মোক্ষপথের পথিক বলিয়া কখনই নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব তুমি মোক্ষের উপযুক্ত না হইয়াও আপনাকে মুক্ত বলিয়া যে অভিমান কর, তদ্বিষয়ে তোমাকে নিবারণ করা তোমার সুহৃদ্গণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মোক্ষলাভে যত্নবান্ হওয়া কুপথ্যশীলের ঔষধের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। যে ব্যক্তি স্ত্রী প্রভৃতি সংসর্গের বিষয় সকল আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া দর্শন করে, সেই ব্যক্তিকেই যথার্থ মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এক্ষণে আমি শয়ন, উপভোগ, ভোজন ও আচ্ছাদন বিষয়ক কতকগুলি সূক্ষ্ম সঙ্গস্থানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে নরপতি এই সসাগরা বসুন্ধরার শাসন করেন, তাঁহাকে একমাত্র পুরমধ্যে প্রতিনিয়ত অবস্থান করিতে হয়। তিনি আবার যামিনীযোগে সেই পুরমধ্যস্থ একমাত্র নির্দ্দিষ্ট গৃহের একাংশে একখানি খট্টার উপর শয়ন করিয়া থাকেন। তৎকালে সেই খট্টারও সকল অংশে তাঁহার অধিকার থাকে না। তাঁহার পত্নী উহার অর্দ্ধাংশ অধিকার করে। অতএব যখন ভূপতির একমাত্র শয্যার অর্দ্ধাংশই আবশ্যক হইল, তখন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড অধিকার করা তাঁহার নিতান্ত নিরর্থক। ভোজন, উপভোগ ও আচ্ছাদন বিষয়েও রাজার এইরূপ অতি অল্পমাত্র দ্রব্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। আর দেখুন, ভূপতিকে সর্ব্বদা পরাধীন হইয়া থাকিতে হয়। যখন নরপতিকে অল্পমাত্র বিষয়ে আসক্ত হইতে এবং সন্ধি, বিগ্রহ, স্ত্রীসম্ভোগ, ক্রীড়া, বিহার, অমাত্যের সহিত মন্ত্রণা ও গুণদোষ বিচার করিয়া নিগ্রহ

ও অনুগ্রহ করিতে হয়, তখন তাঁহার স্বাধীনতা কোথায়? যে সময়ে রাজা অন্যকে কোন কর্ম্ম করিতে অনুমতি করেন, তখন তাঁহাকে কার্য্যের অধীন হইতে হয়। তিনি নিদ্রায় আক্রান্ত হইয়াও কার্য্যার্থিগণের অনুরোধে সুখে শয়ন করিতে পারেন্ না। কোন বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে গাত্রোত্থান করিতে হয়। রাজপুরুষেরা রাজাকে স্নান, স্পর্শ, ভোজন, পান, অগ্নিতে আহুতি প্রদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, বাক্য প্রয়োগ ও শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে ঐ সকল কার্য্যের অধীন করিয়া রাখে। অর্থিগণ নিরন্তর ভূপতির নিকট আগমন পূর্ব্বক অর্থ প্রার্থনা করে; কিন্তু ঐ ঐশ্বর্য্যের অধীন হইয়া উঁহাদিগকে দান করিতে সমর্থ হন না। দান করিলে কোষক্ষয় এবং দান না করিলে অন্যের সহিত শত্রুতা হইয়া থাকে; তন্নিবন্ধন ভূপতিকে অনেক সময় ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বিরক্তিভাবে অবস্থান করিতে হয়। কি জ্ঞানসম্পন্ন, কি ধনসম্পন্ন, কি বলবান্, কি নির্ভয়, কি নিত্য উপাসনানিরত সকলের নিকটই ভূপতিকে ভীত হইতে হয়। তাহারা অনায়াসেই ভূপতির অনিষ্ট করিতে পারে।

আর দেখুন, মনুষ্যমাত্রেই নিজ নিজ ভবনে আধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিধান করিতেছে; অতএব সকল ব্যক্তিই রাজার তুল্য। ভূপালগণের ন্যায় সকলেরই পুত্র, কলত্র, আত্মা, কোষ, মিত্র ও অর্থ সংগ্রহ আছে। দেশ উচ্ছিন্ন, পুর দগ্ধ ও প্রধান হস্তী মৃত হইলে, ভূপতি ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য লোকের ন্যায় অনুতাপ করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা ইচ্ছা, দ্বেষ ও ভয়জনিত মানসিক দুঃখ এবং শিরোরোগাদিতে সমাক্রান্ত হন। বিশেষত তাঁহাদিগকে দিন সংখ্যা নিরূপণ পূর্ব্বক শঙ্কিতচিত্তে শত্রুসঙ্কুল রাজ্য প্রতিপালন করিতে হয়। অতএব দুঃখসঙ্কুল তৃণাগ্নি ও ফেনবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণবিনশ্বর, অসার রাজ্যভার গ্রহণ করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। উহা গ্রহণ করিলে কখনই শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। তুমি তোমার পুর, রাজ্য, বল, কোষ ও অমাত্যগণ বিদ্যমান আছে বলিয়া যে গর্ব্ব কর, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সকলেরই ঐ সমস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। মিত্র, অমাত্য, পুর, রাষ্ট্র, দণ্ড, কোষ ও রাজা, রাজ্যের এই সাতটি অঙ্গই ত্রিদণ্ডের ন্যায় পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কেহই কাহারও অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী নহে। যখন যে অঙ্গদ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়, সেই সময় সেই অঙ্গকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মিত্রাদি সাত অঙ্গ এবং প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্রজশক্তি এই দশবর্গই একত্র

সমবেত হইয়া রাজ্য ভোগ করিয়া থাকে। যে ভূপতি উৎসাহশীল ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুরক্ত হন, তিনিই প্রজাবর্গের নিকট দশাংশমাত্র কর গ্রহণ পূর্ব্বক পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। অন্যান্য ভূপালগণ উহাতে কখনই সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। ভূপালশূন্য কোন রাজ্যই নাই এবং কেহই অদ্বিতীয় রাজা নহেন; অতএব আমার রাজ্য ও আমি রাজা বলিয়া গর্ব্ব করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। রাজা অহঙ্কৃত হইলে রাজ্য অতি বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। বিশৃঙ্খল রাজ্যে ধর্ম্ম থাকিবার সম্ভাবনা নাই এবং ধর্ম্ম না থাকিলে কখনই মোক্ষলাভ করিতে পারে না। নরপতি নিয়ম হইতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া প্রজাপালন পূর্ব্বক রাজধর্ম্ম রক্ষা করিলে, তাঁহার পৃথিবী দানসহকৃত অশ্বমেধের ফল অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ হয় বটে; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে রাজধর্ম্ম রক্ষা করা কোন রাজার পক্ষেই সহজ নহে। আমি ভূপালগণের এই প্রকার সহস্র সহস্র ক্লেশের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি।

যাহা হউক, আমি আপনার দেহ সংস্পর্শ করিয়াছি বলিয়া আপনি আমাকে উহা নিষেধ করিয়া নিতান্ত বালকের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। নিজ দেহের সহিতও আমার সংস্পর্শ নাই; সুতরাং অন্যদেহ সংস্পর্শ করা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? আপনি পঞ্চশিখের প্রমুখাৎ উপায়, উপনিষদ্, উপাসঙ্গ ও নিশ্চয়ের সহিত সমুদায় মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছেন; অতএব আমাকে বর্ণসঙ্করকারিণী বলিয়া নিরর্থক তিরস্কার করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আপনি যদি কামাদি রিপুগণকে পরাজয় করিয়া সঙ্গরহিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ছত্রাদির সহিত কি নিমিত্ত আপনার সম্বন্ধ রহিয়াছে? এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, আপনি কোনকালেই বেদশাস্ত্র শ্রবণ করেন নাই; আর যদিও শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাহাতে আপনার কিছুই ফলোদয় হয় নাই; অথবা আপনি বেদ মনে করিয়া তৎসদৃশ অন্য কোন শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। ফলত আপনার তত্ত্বজ্ঞানের লেশমাত্র নাই; আপনি লৌকিক জ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় স্পর্শ ও অবরোধ দ্বারা রুদ্ধ রহিয়াছেন। আমি সত্ত্বগুণপ্রভাবে আপনার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। আপনি যদি জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার প্রবেশনিবন্ধন আপনার কি অপকার হইয়াছে? অরণ্যমধ্যে ও শূন্যভবনে অবস্থান করা সন্ন্যাসিগণের প্রধান ধর্ম্ম। আমি সেই ধর্ম্মানুসারে আপনার এই বোধবিহীন দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছি; ইহাতে

আপনার দোষ কি? আমি হস্ত, পদ, উরু বা অন্য কোন অবয়ব দ্বারা আপনাকে স্পর্শ করি নাই। আপনি মহদ্বংশসম্ভূত, লজ্জাশীল ও দীর্ঘ-দর্শী; অতএব আমি যে গোপনে আপনার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি, ইহা সভামধ্যে কীর্ত্তন করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুরুলোক যেরূপ আপনার পূজ্য, আপনিও সেইরূপ উঁহাদিগের মাননীয়। আপনারা এই প্রকারে পরস্পরের গৌরব করিয়া থাকেন; অতএব এক্ষণে বাচ্যাবাচ্য বিবেচনা করিয়া সভামধ্যে স্ত্রীপুরুষ-সংযোগ বিষয় প্রকাশ করা আপনার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। আমি নলিনীদলস্থ সলিলের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে আপনার কলেবরে অবস্থান করিতেছি। ইহাতেও যদি আপনার স্পর্শজ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে পঞ্চ-শিখের প্রসাদে যে আপনার জ্ঞানবিষয় সংসর্গশূন্য হইয়াছে, তাহা কি প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আপনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট, অথচ মোক্ষলাভে সমর্থ না হইয়া নিরর্থক মুমুক্ষু নাম ধারণ পূর্ব্বক গার্হস্থ ও মোক্ষ এই উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন। মুক্তের সহিত মুক্ত এবং প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংসর্গ হইলে কি কখন বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে? যাহারা আত্মাকে কলে-বর হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান এবং বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে সন্দর্শন করে, তাহাদিগেরই বর্ণসঙ্কর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আমার দেহই তোমার দেহ হইতে বিভিন্ন; কিন্তু আমার আত্মা তোমার দেহ হইতে কখনই বিভিন্ন নহে। ইহা যখন আমি বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি, তখন আমার বুদ্ধি যে তোমার বুদ্ধিতে অবস্থান করি-তেছে না, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। হস্ত ও হস্তস্থিত কুণ্ড, কুণ্ড ও কুণ্ডস্থিত দুগ্ধ এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধস্থিত মক্ষিকা যেরূপ এক স্থানে অব-স্থান করিয়াও কখনই পরস্পর মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে সমবেত হইয়াও উহা হইতে পৃথক্ রূপে অবস্থান করিয়া থাকে।

হে মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণী, বৈশ্যা বা শূদ্রা নহি। আমি আপনার সজাতি ও বিশুদ্ধ বংশসঞ্জাত। আমার পূর্ব্বপুরুষগণের যজ্ঞস্থলে ত্রিদশা-ধিপতি ইন্দ্র, দ্রোণ, শতশৃঙ্গ ও চক্রদ্বার প্রভৃতি পর্ব্বত সমুদায়কে সমভি-ব্যাহারে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আপনি রাজর্ষিপ্রধান প্রধানের নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। আমি তাঁহারই বংশে জন্মপরিগ্রহ করি-য়াছি; আমার নাম সুলভা। গুরুজনেরা আমার পাণিগ্রহণের উপযুক্ত

পাত্র অপ্রাপ্ত হইয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগের উপদেশানুসারে মুনিব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক একাকিনী ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছি। আমি কপট সন্ন্যাসিনী বা পরস্বাপহারিণী নহি। ধর্ম্মসঙ্কর করাও আমার অভিপ্রেত নহে। আমি ব্রতাবলম্বিনী হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে অবস্থান করিতেছি। আমি প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে কখনই বিমুখ হই না এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়াও বাক্য প্রয়োগ করি না। এক্ষণে আমি বিশেষরূপ বিচার না করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হই নাই। আপনি মোক্ষধর্ম্মে সুনিপুণ, ইহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসার্থ আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। এক্ষণে অপক্ষপাতচিত্তে কহিতেছি যে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিতণ্ডা করিয়া থাকে, সে কখনই মোক্ষলাভ করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি বিতণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ব্রহ্মে নিমগ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করিতে পারে। নগরমধ্যে শূন্য গৃহ প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষুক যেরূপ তথায় যামিনী যাপন করে, সেইরূপ আজি আমি আপনার দেহমধ্যে যামিনী অতিবাহিত করিব। আপনি আমার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন। আমি আপনার বাক্যে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার দেহমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক এই যামিনী অতিবাহিত করিয়া কল্য এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব।

হে ধর্ম্মরাজ! মহারাজ জনক মনস্বিনী সুলভার এই প্রকার সার্থক ও হেতুগর্ভ বাক্য শ্রবণে তাঁহার কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদানে সমর্থ না হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

—*—

দ্বাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩২২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পূর্ব্বে বেদব্যাসতনয় শুকদেব কি প্রকারে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? কার্য্য, কারণ, বুদ্ধি ও ব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব কি এবং ভগবান্ নারায়ণের লীলাই বা কি প্রকার? সেই সমস্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; আপনি আমার নিকট সেই সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস আপনার তনয় শুকদেবকে সামান্য লোকের ন্যায় অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সমগ্র বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করাইয়া কহিয়াছিলেন, বৎস! তুমি জিতে-

প্রিয় হইয়া সুতীক্ষ্ণ হিমাতপ, বায়ু ও ক্ষুৎপিপাসা পরাজয় করিয়া ধর্ম্মের আলোচনা, বিধিপূর্ব্বক সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অনসূয়া, দম, তপস্যা, অহিংসা ও অনৃশংসতাদি সদ্গুণ সমুদায় প্রতিপালন এবং সত্য ও ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া দেবতা ও অতিথিগণের প্রসাদলব্ধ অন্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কর। দেহ ফেনের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, জীবাত্মা তথায় বৃক্ষস্থ বিহঙ্গমের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন এবং প্রিয়সহবাস কখনই চিরস্থায়ী হইবার নহে; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছ না? কামাদি রিপুসমুদায় সর্ব্বদা অপ্রমত্ত, জাগরিত ও উদ্বেগশীল হইয়া ছিদ্রান্বেষণ করিতেছে। তুমি বালকত্বনিবন্ধন তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছ না। দিন সমুদায় বিগত ও প্রতিদিন পরমায়ু ক্ষীণ হইতেছে, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত দেবতা বা গুরুর শরণাগত হইতেছ না? নাস্তিকেরাই ইহলোকে মাংসশোণিতবর্দ্ধনে মনঃসংযোগপূর্ব্বক পারলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে। যাহারা নিতান্ত মূঢ় ধর্ম্মদ্বেষ্টা তাহাদিগের সহবাস করিলেও সাতিশয় দুঃখভোগ করিতে হয়। অতএব তুমি ধর্ম্মপথাবলম্বী, নিত্যসন্তুষ্ট, বেদবেত্তা বৃদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাসনা করিয়া তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করত উৎকৃষ্ট বুদ্ধিপ্রভাবে আপনার কুপথাবলম্বী চিত্তকে শাসন কর। যাহারা কেবল বর্ত্তমানদর্শিনী বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক পরদিনের চিন্তা পরিত্যাগ করে, খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে যাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা নাই, সেই হতভাগ্য নাস্তিকেরাই এই ভারত ভূমিকে কর্ম্মভূমি বলিয়া অবগত হইতে পারে না। অনন্তর ধর্ম্মসোপান অবলম্বন করিয়া উহাতে ক্রমশ আরোহণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি জ্ঞানশূন্য হইয়া ধর্ম্মসোপান অবলম্বন পূর্ব্বক উহাতে ক্রমশ আরোহণ কর। কোষকার কীটের ন্যায় আপনি আপনাকে বদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছ, অচিরাৎ কুলান্তক নিয়মশূন্য নাস্তিকগণকে বেণুর ন্যায় উদ্ধত ও অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি যোগময় পোত প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা পাঁচ ইন্দ্রিয়রূপ সলিলে সমাকীর্ণ কামক্রোধাদিরূপ জলজন্তুসঙ্কুল জন্মরূপ বিষম দুর্গসংযুক্ত সংসার নদী সমুত্তীর্ণ হও। লোকে প্রতিদিনই আয়ুঃক্ষয় হইতেছে এবং লোক সকল অনবরত জরামৃত্যুতে সমাক্রান্ত হইতেছে, অতএব ধর্ম্মপোত অবলম্বন পূর্ব্বক সংসার সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মৃত্যু যখন কি শয়ান, কি উপবিষ্ট সকলকেই অন্বেষণ করিতেছে, তখন সকলেই সহসা মৃত্যুমুখে নিপ

ত্তিত হইতে পারে; অতএব মনুষ্যের নিবৃত্তি সম্ভাবনা কোথায়? বৃকী যেরূপ মেষ গ্রহণ পূর্ব্বক পলায়ন করে, মৃত্যু সেইরূপ অর্থসঞ্চয়নিরত কামাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণকে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে; অতএব তুমি যত্নবান্ হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধিময় জ্ঞানপ্রদীপ ধারণ কর। নতুবা তোমাকে অবিলম্বেই তিমিরাচ্ছন্ন সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া যাহার পর নাই ক্লেশ-ভোগ করিতে হইবে। জীবগণ অসংখ্য যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে অতি ক্লেশে ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। তুমি এক্ষণে সেই দুর্লভ ব্রাহ্মণযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; অতএব তদনুরূপ কার্য্য করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিবার মানসে দেহ ধারণ করেন না। তাঁহারা ইহলোকে ক্লেশকর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন। জন্মান্তরীণ বিবিধ তপোনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া বিষয়ভোগের অনুরোধে উহাতে অবজ্ঞা করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। অতএব তুমি কুশলপরায়ণ, মঙ্গলার্থী ও উদ্যোগশীল হইয়া সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও দমগুণের অনুশীলন করিতে যত্নবান্ হও। মানবগণের অব্যক্ত স্বভাব, নিতান্ত সূক্ষ্ম, বয়ঃক্রমরূপী অশ্ব নিরন্তর প্রচ্ছন্নভাবে ধাবমান হইতেছে। দণ্ডমুহূর্ত্তাদি ঐ অশ্বের শরীর, মাস উহার অঙ্গ, কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ উহার নেত্রদ্বয় এবং ক্ষণ, ত্রুটি ও নিমেষাদি উহার রোম। যদি তুমি ঐ অশ্বকে নিরন্তর বেগে ধাবমান হইতে দেখিয়া জ্ঞানচক্ষুবিহীন না হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরলোক পরিজ্ঞাত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। যাহারা ইহলোকে সর্ব্বদা কামাসক্ত ও অনিষ্টসংসর্গে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা বিবিধ অধর্ম্মক্রিয়ানিবন্ধন পরলোকে যাতনাদেহ ধারণ করিয়া অশেষ কষ্টভোগ করিয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিগণ ইহলোকে উত্তম ও অধম ব্যক্তিদিগের যথোচিত বিচার ও বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরলোকে পুণ্যলোক লাভ করিয়া পরম সুখ অনুভব করেন। যাহারা ইহলোকে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুদিগের বাক্যে অশ্রদ্ধা করে, পরলোকে ভীষণকায় কুক্কুর, অয়োমুখ, বক ও গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষী এবং শোণিতলোলুপ কীটগণ তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা ইহলোকে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই দশবিধ বেদমর্য্যাদা অতিক্রম করে, পরলোকে সেই পাপাত্মাদিগকে যমালয়স্থ অসিপত্রনামক নরকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাহারা ইহ-

লোকে লুব্ধ, মিথ্যাপ্রিয়, কপটতাপরায়ণ ও চৌর্য্যপ্রবঞ্চনা প্রভৃতি নীচকর্ম্মে নিরত হয়, তাহাদিগকে পরলোকে উষ্ণ বৈতরণী নদীতে নিমগ্ন, অসিপত্র নরকে প্রবিষ্ট ও পরশুবন নরকে শয়ান হইয়া যারপর নাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণের পদ দর্শন করিয়া আপনারে কৃতার্থ বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ না এবং যাহার প্রভাবে মৃত্যু উপস্থিত হইবে, সেই অনুপস্থিত জরার বিষয়েও তোমার কিছুমাত্র অনুধাবন নাই। এক্ষণে মোক্ষপথে গমন কর; কেন নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছ? অচিরাৎ সুখনাশক মহাভয় উপস্থিত হইবে; অতএব অবিলম্বে মুক্তিসুখলাভের নিমিত্ত যত্নবান্ হও। তুমি যমরাজের শাসনানুসারে দেহান্তে যমপুরে নীত হইবে; অতএব পরকালের সুখসাধন নিমিত্ত কৃচ্ছ্রোপবাসাদি দ্বারা মুক্তিলাভের চেষ্টা কর। পরদুঃখানভিজ্ঞ কৃতান্ত নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার বন্ধুবান্ধবের প্রাণ হরণ করিবে; কেহই তাহারে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব অচিরাৎ পরলোকহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তুমি যখন নিতান্ত ব্যাকুল ও যমদূতের বশীভূত হইয়া দশ দিক্ বিঘূর্ণমাণ দেখিতে দেখিতে যমলোকে গমন করিবে, তৎকালে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; অতএব এক্ষণে উৎকৃষ্ট সমাধিতে মনোনিবেশ কর। তুমি অচিরাৎ জ্ঞানসঞ্চয়ে যত্নবান্ হও, তাহা হইলে তোমারে পরলোকে প্রমাদপরিপূর্ণ পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কার্য্য স্মরণ করিয়া সন্তপ্ত হইতে হইবে না। বল, অঙ্গ ও মনোহর রূপহারিণী জরা তোমার কলেবর জর্জ্জরীভূত করিবে; অতএব কদাপি জ্ঞানসঞ্চয়ে আলস্য করিও না। কৃতান্ত রোগকে সহচর করিয়া তোমার প্রাণনাশের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক দেহ ভেদ করিবে; অতএব অচিরাৎ তপোনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। দেহস্থ কামাদি রিপু তোমারে নানা বিষয়ে প্রলোভন প্রদর্শন করিবে; অতএব প্রযত্নসহকারে পুণ্যসঞ্চয় কর। অতি অল্পদিনের পরে তোমারে একাকী অন্ধকার দর্শন ও পর্ব্বতশিখরে সুবর্ণময় বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ করিতে হইবে; অতএব সর্ব্বতোভাবে সৎকার্য্যানুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। যে সকল ইন্দ্রিয় তোমার নিকট আপনাদিগকে মিত্র বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা তোমার শত্রু; উহারা অনায়াসে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া দিবে। অতএব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পরম পদার্থের অন্বেষণ কর। যাহাতে রাজভয় ও চৌরভয় নাই, দেহান্তেও যাহাতে অধিকার থাকে, সেই ধন উপার্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ঐ ধন কেহই বিভাগ করিয়া লইতে পারে না।

যদ্দ্বারা পরলোকে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, সাধারণকে সেই জ্ঞানরত্ন প্রদান কর এবং যাহা অনশ্বর, স্বয়ং সেই ধন উপার্জ্জন করিতে যত্নবান্ হও। তুমি বিবেচনা করিয়াছ যে, বিষয়ভোগ করিয়া পশ্চাৎ মুক্তিপথাবলম্বী হইবে, কিন্তু তোমার ঐ রূপ অভিসন্ধি নিতান্ত নিষ্ফল; কারণ বিষয় ভোগ করিতে করিতেই তোমার মৃত্যু উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; অতএব তুমি অচিরাৎ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। লোকের পরলোকগমন সময়ে মাতা, পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য প্রিয় পরিবারবর্গ কখনই তাহার সহগমন করে না। কেবল শুভাশুভ কর্ম্মসমুদায়ই ঐ সময় সহচর হইয়া থাকে। সমুপার্জ্জিত ধনরত্নাদি কখনই লোকান্তরিত ব্যক্তির কার্য্যসাধক হয় না। আত্মাই পরলোকগত মনুষ্যের পুণ্যপাপের সাক্ষীস্বরূপ হইয়া থাকে। আত্মার তুল্য সাক্ষী আর কেহই নাই। মনুষ্য দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকগমনে প্রবৃত্ত হইলে তাহার জীবাত্মা ভোগদেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তৎকৃত শুভাশুভ কার্য্যসমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকেন। শরীরস্থিত সূর্য্য, অগ্নি ও বায়ু ইঁহারাও মনুষ্যের পাপপুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ। প্রকাশশীল দিবা ও গোপনশীল রাত্রি প্রতিনিয়ত সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সকল লোকের আয়ুঃক্ষয় করিতেছে; অতএব তুমি অনন্যমনে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। পরলোকমার্গে নানাবিধ ভয়ানক শত্রু বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব তুমি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। একমাত্র কার্য্যই পরলোকে অনুগমন করিয়া থাকে। সে স্থলে কেহ কাহারও কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। মহর্ষি ও অপ্সরোগণ স্ব স্ব কার্য্য অনুসারে বিমানচারী হইয়া নানাবিধ সুখসম্ভোগ করিতেছেন। নিষ্পাপশরীর পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা ইহলোকে যেরূপ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, পরলোকে তাঁহাদের তদনুরূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। মহানুভব গৃহস্থেরা উত্তমরূপে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া কেহ কেহ প্রজাপতিলোক, কেহ কেহ বৃহস্পতি লোক এবং কেহ কেহ বা ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছেন। হে পুত্র! আমি সহস্র সহস্র বার বলিতে পারি যে, একমাত্র ধর্ম্মই মনুষ্যকে সৎপথে নীত করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চবিংশতি বর্ষে সমুপস্থিত হইয়াছ; অতঃপর আর বৃথা কালাতিপাত করা তোমার উচিত হইতেছে না। কৃতান্ত তোমার ইন্দ্রিয়বর্গকে ভোগবিহীন না করিতে করিতে তুমি স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে সত্বর হও। অচিরাৎ আত্মজ্ঞান লাভ কর। দেহ বা পুত্রাদিতে

তোমার প্রয়োজন কি ? ভয়নিবারণ পরলোকহিতকর ধর্ম্ম অবলম্বন করাই তোমার শ্রেয়। কাল সকলকেই সমূলে নির্ম্মূল করিয়া থাকে। কেহই তাহারে নিবারণ করিতে পারে না। হে পুত্র! আমি এক্ষণে আপনার সাধ্যানুসারে তোমারে যে সদুপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হও। যে ব্যক্তি স্বকার্য্যসাধনার্থ ব্রহ্মে চিত্তসমাধান ও সমুদায় বস্তু পরিত্যাগ করে, তাহারে আর অজ্ঞান বা মোহজনিত দুঃখাদি ভোগ করিতে হয় না। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা এই পুরুষার্থ জ্ঞান শ্রবণ করিলে তাঁহাদিগের উপদেশবলে ইহা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইয়া উঠে। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরে উপদেশ প্রদান করিলে তাহা কখনই নিষ্ফল হয় না। গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে একান্ত অনুরক্ত হইলে মায়াপাশে বদ্ধ থাকিতে হয়। পাপাত্মারা কখনই ঐ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না; কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা অনায়াসে উহা ছেদন করিয়া অভিলষিত স্থানে গমন করেন। যখন তোমারে নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে, তখন তোমার পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও বিভবে প্রয়োজন কি ? তোমার পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বতন পুরুষেরা কোথায় গমন করিয়াছেন ? এক্ষণে পরম প্রযত্নে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা কর। কল্য যাহা করিতে হইবে, তাহা অদ্যই সুসম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। অপরাহ্নের কার্য্য পূর্ব্বাহ্নেই সম্পাদন করা উচিত। কারণ মৃত্যু, মনুষ্যের কার্য্য সুসম্পন্ন হউক বা না হউক, কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই তাহারে লইয়া প্রস্থান করে। মনুষ্যের প্রাণ বিয়োগ হইলেই জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণ তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিয়া থাকে। কেহই তাহার সহগমন করে না। অতএব তুমি পাপমতাবলম্বী নির্দ্দয় নাস্তিকদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলস্যশূন্য হইয়া স্থিরচিত্তে পরমাত্মার অন্বেষণ কর। যখন সমুদায় লোকই কালকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছে, তখন আর কেন বৃথা কালক্ষেপ করিতেছ; দৃঢ়তর ধৈর্য্য সহকারে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। যে মহাত্মা পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় সম্যক্‌রূপে অবগত হন, তিনি ইহলোকে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া পরলোকে অনন্ত সুখসম্ভোগে অধিকারী হইয়া থাকেন। যাঁহারা দেহান্তরে আর মৃত্যু নাই বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদের পদবীতে পদার্পণ করিলে আর মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। যাঁহারা উত্তরোত্তর ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হন, তাঁহারাই যথার্থ পণ্ডিত; আর যাহারা ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তাহারা নিতান্ত মূর্খ। সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তিরা স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কার্য্যানুসারে স্বর্গাদি ফললাভ

করিয়া থাকেন; কিন্তু পাপানুষ্ঠান নিরত ব্যক্তিদিগকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। স্বর্গের সোপানভূত দুর্লভ মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া যাহাতে উহা হইতে আর পরিভ্রষ্ট হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইয়া ব্রহ্মে চিত্তসমাধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথ অতিক্রম না করিয়া স্বর্গলাভের উপায় অনুধাবন করেন পণ্ডিতেরা তাঁহারে পুণ্য কর্ম্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চরমকালে তাঁহার নিমিত্ত শোক করা পুত্রাদির কর্ত্তব্য নহে। চঞ্চল না হইয়া দৃঢ়রূপে কর্ত্তব্য কার্য্যে মনঃসমাধান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হয় এবং ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা তপোবনে জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক ভোগের আস্বাদ গ্রহণ না করিয়া তথায় উপরত হয়, তাহাদিগের অল্পমাত্র ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা গৃহস্থাশ্রমে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভোগের আস্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ ও তপোনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাদের নিশ্চয়ই সমধিক ধর্ম্মলাভ হয় এবং কোন বস্তুই অপ্রাপ্য থাকে না। ইহলোকে মানবগণের সহস্র সহস্র পিতা মাতা ও শত শত স্ত্রী পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কাহারও সহিত কাহার কোন সম্পর্ক নাই। আমি কাহারও নহি এবং কেহই আমার নহে। সকলেই যেমন স্ব স্ব কার্য্য অনুসারে ফল লাভ করে, তুমিও তদ্রূপ আপনার কার্য্যানুসারে ফল লাভ করিবে; সুতরাং অন্যের সহিত সংশ্রবে প্রয়োজন কি? ইহলোকে যাহারা ঐশ্বর্য্যশালী, তাহাদিগেরই সহিত সকলে আত্মীয়তা করে; কিন্তু যাহারা দরিদ্র, তাহাদিগের সহিত কেহই আত্মীয়তা করে না; অতএব ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দরিদ্র হওয়াই শ্রেয়ঃ। মানবগণ স্ত্রীপরতন্ত্র হইয়া তাহার সন্তোষসাধনার্থ নানাবিধ অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে; কিন্তু তন্নিবন্ধন তাহাদিগকে উভয় লোকে অশেষবিধ ক্লেশভোগ করিতে হয়। অতএব দার পরিগ্রহ না করাই বিধেয়। ফলতঃ এই জীবলোক ক্ষণবিনশ্বর; অতএব আমি যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর। যাঁহার পরলোকে মঙ্গললাভের বাসনা আছে, শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। কাল মাস ও ঋতুরূপ দর্ব্বী, সূর্য্যরূপ অগ্নি ও দিবারাত্ররূপকাষ্ঠ দ্বারা সমুদায় জীবকে পাক করিতেছে। যাহাহউক, যদি ধন থাকিতেও উহা দান ও উপভোগ, যদি অপরিসীম শক্তি থাকিতেও শত্রুসংহার, যদি শাস্ত্রজ্ঞান থাকিতেও ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান এবং যদি জীবিতসত্ত্বেও জিতেন্দ্রিয়বৃত্তি অবলম্বন না

করা যায়, তাহা হইলে ঐ বৃথা ধন, বল, শাস্ত্রজ্ঞান ও জীবনে প্রয়োজন কি?

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, শুকদেব তাঁহার উপদেশানুসারে মোক্ষলাভে কৃতসংকল্প হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

—•—

ত্রয়োবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩২৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা করিলে কি রূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যাহারা অনর্থকারিণী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া বিবিধ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। পাপকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগকে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া অশেষবিধ দুর্ভিক্ষক্লেশ, ভয় ও মরণ তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়; কিন্তু সৎকর্ম্মানুষ্ঠানপরতন্ত্র পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা পরজন্মে শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় ও ধনবান্ হইয়া স্বচ্ছন্দে অনুপম উৎসব ও স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। পাপাত্মা নাস্তিকদিগকে নিরন্তর ব্যাঘ্র, হস্তী ও সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ তস্করগণে সমাকীর্ণ দুর্গম পথে পরিভ্রমণ করিতে হয়। দেবতাতিথিপ্রিয় বদান্য যজ্ঞশীল সাধুগণ শুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ধান্যের মধ্যে যেমন তুচ্ছধান্য ও পক্ষীর মধ্যে দুর্গন্ধ কীট নিতান্ত নিকৃষ্ট, তদ্রূপ মনুষ্যের মধ্যে অধার্ম্মিক ব্যক্তি সকলেরই অশ্রদ্ধেয় সন্দেহ নাই। মানবগণ গমন, শয়ন বা অন্যান্য যে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই পাপপুণ্যজনিত অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পরে তাহাকে সেইরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। কাল নিরন্তর ভূত সমুদায়কে আকর্ষণ করিতেছে। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল অপ্রার্থিত হইয়াও ফলপুষ্পের ন্যায় যথাকালে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মান, অপমান, লাভ, অলাভ, এবং ক্ষয় ও অক্ষয় এই সমুদায় সতত মানবগণকে আশ্রয় করিতেছে; কেহই উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যগণ গর্ভবাস কালেও প্রাক্তন সুখদুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কি বাল্য, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, লোকে যে অবস্থায় যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে পরজন্মে সেই অবস্থায় তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। সহস্র সহস্র ধেনু একত্র সমবেত থাকি-

লেও বৎস যেমন অন্যান্য ধেনুগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় জননীর নিকট উপস্থিত হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল ভূমণ্ডলস্থিত সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মলিন বস্ত্র যেমন সলিল-দ্বারা পরিষ্কৃত হয়, তদ্রূপ মহাত্মারা উপবাসাদিদ্বারা পাপবিমুক্ত হইয়া পরিণামে অনন্ত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যাঁহারা দীর্ঘকাল তপো-নুষ্ঠান পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হয়। যেমন পক্ষিগণের আকাশমার্গে ও মৎস্যগণের সলিল মধ্যে গতি নিরূপণ করা যায় না, তদ্রূপ পুণ্যবান্ দিগের গতি নিরূপণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অন্যের কথা শুনিয়া অধর্ম্ম পথ অবলম্বন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে; প্রত্যুত আপনার হিতকর সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩২৪।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহাতপস্বী ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের অমৃত-ময় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হয় নাই; অতএব উনি কি রূপে জন্মপরিগ্রহ এবং কি রূপেই বা সিদ্ধি লাভ করিলেন; উহাঁর জননী কে; আর এই ভূমণ্ডলমধ্যে শৈশবাবস্থায় কোনও ব্যক্তিই যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, উনি বাল্যকালে কি রূপে তাদৃশ সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করিলেন, এই সমুদায় সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে; অতএব আপনি আনুপূর্ব্বিক ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বয়স, পলিত, ধন বা বন্ধুবান্ধব দ্বারা মহর্ষিদিগের মাহাত্ম্যলাভ হয় না; বেদাধ্যয়ন দ্বারা তাঁহাদিগের মাহাত্ম্যলাভ হইয়া থাকে। তুমি আমাকে শুকের জন্ম প্রভৃতি যে সমু-দায় জিজ্ঞাসা করিলে, তপস্যাই ঐ সমুদায়ের মূল কারণ। ইন্দ্রিয়সংযম-ব্যতীত তপোনুষ্ঠান হইবার সম্ভাবনা নাই। মানবগণ ইন্দ্রিয়সংসর্গনি-বন্ধন বিবিধ দোষে সমাক্রান্ত হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যোগাভ্যাস করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, সহস্র অশ্বমেধ বা শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার ষোড়শাংশের একাংশও লাভ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি মহাত্মা শুকদেবের জন্ম, যোগফল ও সদগতি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে ভগবান্ ভূতনাথ ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শৈলরাজ-দুহিতা পার্ব্বতীর সহিত কর্ণিকার বনপরিপূর্ণ সুমেরুশৃঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, লোকপাল, সাধ্য বসু, আদিত্য, রুদ্র, বায়ু, সরিৎ, সাগর, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ এবং দিবাকর, নিশাকর, ইন্দ্র, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু ও অশ্বিনীকুমার, ইহাঁরা সকলে তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। ঐ পর্ব্বতে তিনি বিচিত্র কর্ণিকার মালা ধারণ করিয়া জ্যোৎস্নাপরিশোভিত নিশাকরের ন্যায় শোভমান হইয়াছিলেন। ঐ সময় যোগধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বেদব্যাস সেই অসাধুজনদুর্লভ ভগবানের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রসাদে অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের ন্যায় গুণসম্পন্ন পুত্রলাভ করিবার বাসনায় ইন্দ্রিয় সমুদায় রুদ্ধ করিয়া বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ঐ রূপে দেবগণকে আরাধনা করিতে করিতে তাঁহার শতশত বর্ষ অতীত হইল, কিন্তু তথাপি তাঁহার বলের হ্রাস বা কোন প্রকার গ্লানি উপস্থিত হইল না। তদ্দর্শনে একেবারে ত্রিলোক চমৎকৃত হইয়া উঠিল। ঐ সময় তাঁহার জটাভার প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ তপঃপ্রভাবেই অদ্যাপি তাঁহার কেশকলাপ অনলশিখার ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে। অনন্তর ভগবান মহেশ্বর বেদব্যাসের সেই দৃঢ়তর ভক্তি ও কঠোর তপোনুষ্ঠান দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হাস্যবদনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দ্বৈপায়ন! তুমি অচিরাৎ অগ্নি, বায়ু, ভূমি, সলিল ও আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া মন, প্রাণ ও বুদ্ধি সমুদায়ই তাঁহাতে সমর্পণ করিবেন তাঁহার যশঃসৌরভে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি ভগবান্ মার্কণ্ডেয়ের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, তিনি সর্ব্বদাই আমার নিকট দেবচরিত সকল কীর্ত্তন করিতেন।

—*—

পঞ্চবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩২৫।

দেবদেব মহাদেব এইরূপ বর প্রদান করিলে সত্যবতীতনয় পরম পরিতুষ্ট হইয়া হোমকার্য্য সম্পাদনমানসে অরণি কাষ্ঠদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্ন্যুৎপাদনের নিমিত্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঘৃতাচী নামে এক পরম রূপবতী অপ্সরা তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তাহাকে দর্শন

করিবামাত্র মহর্ষি সহসা কামশরে নিতান্ত বিমোহিত হইলেন। ঘৃতাচী তাঁহাকে কামার্ত্ত দেখিয়া শুকপক্ষিণীর রূপধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। তখন কামাসক্ত মহর্ষি বেদব্যাস তাহাকে অন্যরূপ ধারণ করিতে দেখিয়া বিশেষরূপ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কাম নিবারণের চেষ্টায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন রূপেই চঞ্চলচিত্তকে সুস্থির করিতে পারিলেন না। ঐ সময় ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিত্বনিবন্ধন সেই কাষ্ঠ মধ্যে সহসা তাঁহার শুক্রনিপতিত হইল। মহর্ষি বেদব্যাস তদ্দর্শনে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠ ঘর্ষণনিবন্ধন তত্রত্য শুক্র বারংবার বিলোড়িত হইল, এবং অচিরাৎ তাহা হইতে তেজঃপুঞ্জকলেবর ব্রহ্মর্ষি শুকদেব বিনির্গত হইয়া যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শুক্র বিলোড়নদ্বারা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি শুকনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। শুকদেব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ভগবতী ভাগীরথী মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক সলিলদ্বারা তাঁহার স্নানক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ঐ সময় সেই মহাত্মার নিমিত্ত আকাশ হইতে দণ্ড ও কৃষ্ণাজিন ভূতলে নিপতিত হইল। তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু ও হাহাহূহূ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তুতিগান, অপ্সরোগণ নৃত্য, বায়ু দিব্যকুসুমবর্ষণ ও দেবগণ দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন; ইন্দ্রাদিদেবতা, লোকপাল, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ তথায় আগমন করিলেন। ফলতঃ তৎকালে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল।

তখন দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত সমবেত হইয়া প্রীতমনে বেদবিধানানুসারে শুকদেবের উপনয়নক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। দেবরাজ প্রীতিযুক্ত হইয়া শুকদেবকে অপূর্ব্ব কমণ্ডলু ও দিব্যবস্ত্র প্রদান করিলেন। হংস, শতপত্র, সারস ও শুক প্রভৃতি পক্ষিগণ সহস্র সহস্রবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

অতুলতেজঃসম্পন্ন শুকদেব এইরূপে জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সরহস্য বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদায় অচিরাৎ তাঁহার হৃদয়ে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। তখন তিনি ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া সমুদায় বেদবেদাঙ্গ ইতিহাস ও রাজশাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সেই বাল্যকালেই ব্রহ্মচর্য্যনিরত ও সমাহিত হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক জ্ঞানবলে সমুদায়

মহর্ষির ও দেবতার মাননীয় হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অতি অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার আশ্রম সমুদায়ে নিতান্ত অশ্রদ্ধা এবং মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বনে একান্ত অভিলাষ জন্মিল।

ষড়্‌বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩২৬।

হে ধর্ম্মরাজ! এই রূপে মহাত্মা শুকদেবের অন্তঃকরণে মোক্ষাভিলাষ বদ্ধমূল হইলে, তিনি তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাকে অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, পিতঃ! আপনি মোক্ষধর্ম্ম কুশল; অতএব যাহাতে আমার চিত্ত প্রশান্ত হয়, আপনি তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন। শুকদেব এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি মোক্ষ ও অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদায় অধ্যয়ন কর। তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব পিতার আজ্ঞানুসারে তাঁহার নিকট নিখিল যোগশাস্ত্র ও কপিল মত অধ্যয়ন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে বেদব্যাস পুত্রকে মোক্ষধর্ম্মবিশারদ ও ব্রহ্মতুল্য প্রভাবশালী দেখিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি মিথিলাধিপতি জনকের নিকট গমন কর। তিনি তোমাকে মোক্ষশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিবেন। তুমি গমনকালে স্বীয় প্রভাববলে অন্তরীক্ষ পথ অবলম্বন না করিয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় অতি বিনীতভাবে তথায় গমন করিবে। পথিমধ্যে কিছুমাত্র সুখ বা স্বসম্পর্কীয় লোকের অন্বেষণ করিও না। তাহা করিলে তোমাকে সঙ্গপাশে বদ্ধ হইতে হইবে। মিথিলাধিপতি আমাদের যজমান মনে করিয়া তাঁহার নিকট কিছুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ করিও না। সর্ব্বদাই তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিবে। তাহা হইলেই তিনি তোমার সমুদায় সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, মোক্ষশাস্ত্রবিশারদ ও আমার যজমান। তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তুমি অসন্দিগ্ধচিত্তে তাহারই অনুষ্ঠান করিবে।

মহাত্মা বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ধর্ম্মাত্মা শুকদেব মিথিলা নগরে যাত্রা করিলেন। ঐ মহাত্মা অন্তরীক্ষ পথে সসাগরা পৃথিবী অতিক্রম করিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু পিতৃআজ্ঞা নিবন্ধন আকাশমার্গ অবলম্বন না করিয়া ভূতলে পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে পর্ব্বত, নদী, তীর্থ, সরোবর বিবিধ শ্বাপদাকীর্ণ অটবী, ইলাবৃতবর্ষ,

হরিবর্ষ ও কিম্পুরুষবর্ষ অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া চীন ও হূণ সেবিত বিবিধ জনপদ সন্দর্শন করিতে করিতে আর্য্যাবর্ত্তে আগমন করিলেন। তিনি ক্রমশঃ যত পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, ততই রমনীয় পত্তন, সমৃদ্ধিশালী নগর, বিচিত্র বসন, সুবিস্তীর্ণ অতিমনোহর উদ্যান ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রত্ন সমুদায় তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্ত সমাকৃষ্ট হইল না। পরিশেষে তিনি অতি সত্বরে ধর্ম্মাত্মা জনকের রক্ষিত বিদেহরাজ্যে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ রাজ্য বহুতর গ্রামে বিভূষিত। সকল গ্রাম নানাবিধ অন্ন, পানীয় ও ভোজন দ্রব্যে পরিব্যাপ্ত, গোকুলসম্পন্ন, সমৃদ্ধিশালী, সুশোভিত, রাশি রাশি ধান্য ও গোধূমে সঙ্কীর্ণ, হংস ও সারস প্রভৃতি বিবিধ জলচর পক্ষীতে সমাকীর্ণ এবং রূপলাবণ্যসম্পন্ন অসংখ্য পদ্মিনীজনে পরিপূর্ণ। মহাত্মা শুকদেব সেই সমৃদ্ধজনসেবিত বিদেহ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে মিথিলার অতি রমনীয় উপবনে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ উপবনে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও বিবিধ স্ত্রী পুরুষ দর্শন করিয়া তাঁহার কিছুমাত্র চিত্ত বিকার জন্মিল না। পরিশেষে তিনি সেই তপোবন অতিক্রম করিয়া মোক্ষবিষয় চিন্তা করিতে করিতে মিথিলা নগরে সমুপস্থিত হইয়া নির্ভীক-চিত্তে উহার প্রথমকক্ষায় প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশ করিবামাত্র দ্বারপালগণ অতিকঠোর বাক্যে তাঁহাকে নিবারণ করিল। তিনি তাহাদিগের বাক্যে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া স্বচ্ছন্দে সেই আতপতাপিত প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ক্ষুধা, পিপাসা, রৌদ্র ও পথশ্রম জন্য তাঁহার কিছুমাত্র ক্লেশ হইল না। অনন্তর ঐ দ্বারপালদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি মহাত্মা শুকদেবকে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার যথাসাধ্য পূজা করিয়া দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ করাইল। তিনি তথায় উপবিষ্ট হইয়া মোক্ষ বিষয়ের অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। কি সুশীতল ছায়া, কি প্রচণ্ড রৌদ্র, উভয়েই তাঁহার সমান জ্ঞান ছিল।

মহামতি শুকদেব এই প্রকারে দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে রাজমন্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তৃতীয় কক্ষায় কেলিসরোবরসম্পন্ন, কুসুমিত তরু সমাকীর্ণ, অমরাবতী সদৃশ অতি রমণীয় প্রমদাবনে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং সত্বরে তাঁহাকে আসন প্রদান করিতে আদেশ পূর্ব্বক তথা হইতে চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন। মন্ত্রীবর গমন করিলে নিবিড়নিতম্বিনী,

সূক্ষ্ম রক্তাম্বরধারিণী নবযৌবনা পঞ্চাশৎ বারবিলাসিনী তথায় আগমন করিয়া ভক্তিসহকারে শুকদেবকে পাদ্যাদিপ্রদান পূর্ব্বক অতি সত্বরে সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিল। সেই বারবিলাসিনীগণ সকলেই প্রিয়দর্শন উজ্জ্বল সুবর্ণালঙ্কারবিভূষিত, আলাপকুশল, নৃত্যগীতে সুনিপুণ, হৃদয়জ্ঞ ও কামোপযোগী ব্যবহারে দক্ষ এবং সকলেই ঈষৎহাস্যবদনে কথা কহিয়া থাকে। অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ শুকদেবের ভোজন সমাপ্ত হইলে ঐ সমুদায় বারবিলাসিনী তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া হাস্য, গীত ও নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে করিতে ক্রমশঃ সেই প্রমদাবনের সমস্ত শোভা প্রদর্শন করিতে লাগিল; কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ক্রোধবিজয়ী বিশুদ্ধাত্মা বেদব্যাস তনয় কিছুতেই হৃষ্ট বা বিরক্ত হইলেন না।

অনন্তর বারবিলাসিনীগণ সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে শুকদেবকে মহামূল্য আস্তরণ সমাস্তীর্ণ রত্নজাল মণ্ডিত দিব্য শয়নীয় ও আসন প্রদান করিল। তখন ধর্ম্মপরায়ণ শুকদেব পাদপ্রক্ষালণ পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করিয়া সেই পবিত্র আসনে উপবিষ্ট ও ধ্যাননিরত হইয়া পূর্ব্বরাত্র অতিবাহিত করিলেন। পরে মধ্যরজনীতে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শেষরাত্রে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শৌচক্রিয়া সম্পাদন করত পুনর্ব্বার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। বারবনিতাগণ তাঁহার ধ্যানকালেও তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত ছিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! এই প্রকারে মহামতি শুকদেব বিদেহাধিপতির ভবনে এক দিবারাত্র অতিবাহিত করিলেন।

সপ্তবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩২৭।

রাজর্ষি জনক পরদিন প্রাতঃকালে স্বয়ং মস্তকে অর্ঘ্যগ্রহণ পূর্ব্বক অমাত্য ও অন্তঃপুরবাসিনীগণের সহিত গুরুপুত্র শুকদেবের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুরোহিত উৎকৃষ্ট আস্তরণে সমাবৃত আসন ও নানাবিধ রত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন। অনন্তর সকলে তথায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ জনক পুরোহিতের নিকট হইতে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আসন গ্রহণ পূর্ব্বক মহাত্মা শুকদেবকে প্রদান করিলেন। এবং তিনি সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য ও গো দান পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে তাঁহার যথোচিত পূজা করিতে লাগিলেন।

তখন তেজঃপুঞ্জকলেবর মহামতি শুকদেব মহারাজ জনক কর্ত্তৃক যথা-বিধি পূজিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করত তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন। রাজর্ষি-জনক গুরুপুত্রের আদেশানুসারে অনুচরবর্গের সহিত ধরাতলে উপবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার কুশল সমাচার তাঁহাকে নিবেদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার আগমনের কারণ সকল অবগত হইতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইয়াছে, আপনি উহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

তখন মহামতি শুকদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমার পিতা দ্বৈপায়ন আমাকে কহিয়াছেন, বৎস! প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি-মার্গে তোমার যদি কোন সংশয় থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার যজমান মোক্ষ ধর্ম্মবিশারদ মিথিলাধিপতি জনকের নিকট গমন কর। তিনি তোমার সমস্ত সংশয়চ্ছেদন করিয়া দিবেন। আমি পিতার এই আজ্ঞা-ক্রমে সংশয় অপনোদনার্থ আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। ইহলোকে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি, মোক্ষতত্ত্ব কি প্রকার, এবং জ্ঞান ও তপস্যা এই উভয়ের মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা মোক্ষলাভ করিতে পারা যায় এই, সমস্ত বিষয় আমি অবগত হইতে পারি নাই, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট ঐ সকল কীর্ত্তন করুন।

জনক কহিলেন, মহাত্মন্! ব্রাহ্মণদিগের জন্মাবধি যে সমুদায় কার্য্যানু-ষ্ঠান করা বিধেয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উপনয়নের পর বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, অসূয়া পরিত্যাগ, গুরুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন এবং ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেবঋণ ও অপত্যোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করা ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা গুরুগৃহে প্রথমতঃ বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদান ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন। অনন্তর গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক অসূয়াশূন্য, আহিতাগ্নি ও স্বদারনিরত হইয়া অপত্যোৎপাদন করিবেন। অতঃপর অরণ্যে অবস্থান পূর্ব্বক নিয়ত শাস্ত্রানুসারে অতিথিগণের সৎকার ও হোমকার্য্যে আসক্ত থাকিবেন এবং পরিশেষে ক্রমশঃ বিষয়বাসনা পরি-বর্জ্জিত ও সুখদুঃখ পরিত্যাগী হইয়া জীবাত্মাতে অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পূর্ব্বেই যদি হৃদয়ে মোক্ষধর্ম্মের মূল সনাতন জ্ঞান ও অনুভব উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও কি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে অবস্থান করা কর্ত্তব্য?

জনক কহিলেন, ভগবন্! যেরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষ লাভ হয় না, সেইরূপ গুরুসম্বন্ধ ব্যতীত কখনই জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। পণ্ডিতগণ আচার্য্যকে সংসারসাগরের কর্ণধার ও জ্ঞানকে প্লব স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব গুরুর নিকট জ্ঞানলাভ করিয়া সংসারার্ণব হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জ্ঞান ও গুরু উভয়কেই পরিত্যাগ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা লোক সমুদায়ের ধর্ম্ম শিক্ষা ও কর্ম্মকাণ্ডের অনুচ্ছেদনার্থ ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্য সেই নিয়মানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক বহু জন্মের পর কর্ম্মের শুভাশুভ ফল পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি বহুজন্মের সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত ও বুদ্ধিকে পরিশোধিত করিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে মোক্ষলাভে সমর্থ হইলে, গার্হস্থ্যাদি আশ্রম গ্রহণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। রজস্তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়া সতত সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে নিবেশিত করা মনুষ্যের বিধেয়।

জলচর যেরূপ সলিলে অবস্থান পূর্ব্বক উহাতে লিপ্ত হয় না, মনুষ্যও সেইরূপ সমস্ত প্রাণীতে আপনাকে ও আপনাতে সমুদায় প্রাণীকে অবস্থান করিতে দেখিয়াও নির্লিপ্তভাবে কালযাপন করিবেন। ইহলোকে যে মহাত্মা সুখদুঃখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তিলাভে সমর্থ হন, পরলোকে তিনি বিহঙ্গমের ন্যায় ঊর্দ্ধগামী হইয়া অনন্ত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহারাজ যযাতি যেরূপ মোক্ষ বিষয়ক বাক্য কহিয়া গিয়াছেন, মোক্ষবিশারদ ব্রাহ্মণেরা যাহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন, আমি আপনার নিকট সেই কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সমাহিত মহাত্মারাই আত্মবুদ্ধিতে সকল জীবের অন্তর্গত এক মাত্র পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিতে পারেন। মনুষ্য যখন অন্যকে ভয়প্রদর্শন অথবা অন্য হইতে আপনার ভয়ের আশঙ্কা না করিয়া কামনা ও দ্বেষ এককালে পরিত্যাগ করেন; যখন কায়মনোবাক্যে জীবগণের কোন অনিষ্টাচরণ না করেন; যখন কাম, ক্রোধ ও মোহকারিণী ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনের সহিত জীবাত্মাকে সংযোজিত করিতে সমর্থ হন; যখন প্রিয় ও অপ্রিয় কথা শ্রবণ এবং প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু দর্শনে কিছুমাত্র আনন্দিত বা কোপান্বিত না হন এবং যখন স্তুতিনিন্দা, কাঞ্চনলোহ, সুখদুঃখ, শীতগ্রীষ্ম, অর্থ অনর্থ, প্রিয় অপ্রিয় ও জীবনমরণ সমান

বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন, তখনই পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ লাভ করিতে পারেন। কূর্ম্ম যেরূপ আপনার অঙ্গ সকল প্রসারিত করিয়া পুনরায় সঙ্কুচিত করে, সন্ন্যাসীও সেইরূপ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্কুচিত করিবেন। যেরূপ প্রদীপ দ্বারা তিমিরাবৃত গৃহ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানদ্বারা পরমাত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে পারা যায়।•

হে ভগবন্! এক্ষণে আমি মোক্ষোপযোগী যে সমুদায় কর্ম্মগুণ কীর্ত্তন করিলাম, সেই সমস্ত এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য মোক্ষোপযোগী বিষয় সকল আপনি অবগত আছেন। গুরু বেদব্যাসের প্রসাদে আমার দিব্য জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে। আমি সেই জ্ঞানপ্রভাবে আপনার আগমন বৃত্তান্ত ও আপনাকে অবগত হইয়াছি। আপনি সমধিক বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট গতি ও অনিমাদি ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়াও আপনার প্রভাব অবগত হইতে পারেন নাই। বিজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও বালকত্ব, সংশয় বা ভয়নিবন্ধন আপনার পরমগতি প্রাপ্ত হইতেছে না। মোক্ষলাভার্থী ব্যক্তিগণ মাদৃশ ব্যক্তি কর্ত্তৃক ছিন্নসংশয় হইয়া দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ আচার দ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হন। আপনি বিজ্ঞানসম্পন্ন, স্থিরবুদ্ধি ও লোভবিহীন হইয়াছেন; কেবল অনুষ্ঠানের অভাব বশতঃ আপনার ব্রহ্মপদার্থ লাভ হইতেছে না। সুখ, দুঃখ, লোভ, নৃত্যগীতে অনুরাগ, বন্ধুস্নেহ, শত্রুভয় ও ভেদবুদ্ধি আপনার অন্তর হইতে একবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। আপনি যে অনাময় পরম পথ আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা আমার ও অন্যান্য মনীষিগণের বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ও মোক্ষতত্ত্ব বিষয়ে আপনার কিছুই অবিদিত নাই। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা ব্যক্ত করুন।

অষ্টাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩২৮।

হে ধর্ম্মরাজ! রাজর্ষি জনক এই কথা কহিলে, ধর্ম্মাত্মা শুকদেব আত্মসাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য্য হইয়া হিমালয় পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া বায়ুবেগে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদও ঐ পর্ব্বত সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বত অপ্সরা, সিদ্ধ, চারণ ও কিন্নরগণের আবাসভূমি এবং ভ্রমর, পারিকপোত, খঞ্জন, জীবজীবক, বিচিত্রবর্ণ ময়ূর, রাজহংস ও কোকিলগণের কলরবে পরিপূর্ণ। বিহগরাজ গরুড়

প্রতিনিয়ত উহাতে বাস করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল চতুষ্টয় জগতের হিতসাধনার্থ দেবতা ও ঋষিগণের সহিত সর্ব্বদা উহাতে আগমন করেন। পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু পুত্রকামনায় ঐ স্থানে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বতে মহাবীর কার্ত্তিকেয় ত্রিলোক তৃণতুল্য বোধ করিয়া এই বলিয়া ভূতলে শক্তিনিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, যদি এই ত্রিলোকমধ্যে কেহ আমা অপেক্ষা সমধিক বলবান্, ব্রাহ্মণপ্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ থাকেন, তাহা হইলে তিনি এই মন্নিক্ষিপ্ত শক্তি উদ্ধৃত বা কম্পিত করুন। কুমার এই বলিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিলে, ত্রিলোকমধ্যে সকলেই ঐ শক্তি উদ্ধারের চিন্তায় মহা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন ভগবান্ নারায়ণ দেব, অসুর ও রাক্ষস প্রভৃতি সমুদায়কে সংক্ষুব্ধ সন্দর্শন করিয়া কর্ত্তব্য বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে কার্ত্তিকেয়ের অহঙ্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বামহস্তে সেই প্রজ্বলিত শক্তি ধারণ পূর্ব্বক বিকম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। শক্তি কম্পিত হইবামাত্র পর্ব্বতবনসমাকীর্ণ সমুদায় পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ বিষ্ণু ঐ শক্তি সমুদ্ধৃত করিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু ঐ সময় কার্ত্তিকেয়ের গৌরবরক্ষার্থ উহা উদ্ধৃত না করিয়া কেবল কম্পিত করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি প্রহ্লাদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দৈত্যরাজ! কার্ত্তিকেয়ের পরাক্রম অবলোকন কর। এই শক্তি উদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই উহা কম্পিত করিতে পারেন নাই; প্রত্যুত ভীষণস্বরে চীৎকার করিতে করিতে তথায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভগবান্ বৃষভধ্বজ ঐ পর্ব্বতের উত্তরদিকে আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বহুকাল ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রমস্থান অদ্যাপি প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিবেষ্টিত ও আদিত্যপর্ব্বত নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। তথায় পাপাত্মা মনুষ্যদিগের গমন করা দূরে থাকুক, যক্ষ, রাক্ষস ও দানবগণও সে স্থলে গমন করিতে সমর্থ নহে। ঐ আশ্রম দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে সমাবৃত। ভগবান্ হুতাশন মহাদেবের বিঘ্নবিনাশার্থ মূর্ত্তিমান হইয়া স্বয়ং তথায় অবস্থান করেন। ভগবান্ ভূপতি ঐ স্থানে নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সহস্র বৎসর একপাদে দণ্ডায়মান থাকিয়া তপঃপ্রভাবে দেবগণকে নিতান্ত সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

পরাশরপুত্র মহাতপস্বী বেদব্যাস সেই পর্ব্বতপ্রধান হিমালয়ের পূর্ব্বদিকে এক নির্জ্জন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সুমন্ত, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও

পৈলকে অধ্যয়ন করাইতে ছিলেন। দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাত্মা শুকদেব আকাশমার্গ হইতেই তাঁহার সেই রমণীয় আশ্রম অবলোকন করিয়া তথায় গমন করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়, শরাসন নির্ম্মুক্ত শরযষ্টির ন্যায় অন্যের সুদুঃসহ যোগযুক্ত পুত্রকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব প্রথমে পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণবন্দনা এবং পরিশেষে মহা আহ্লাদে সতীর্থদিগকে আলিঙ্গন করিয়া পিতার নিকট জনক রাজার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন।

শুকদেব আগমন করিলে পর, মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যদিগের সহিত তাঁহারে বেদাধ্যয়ন করাইয়া সেই হিমালয় পর্ব্বতেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শিষ্যগণের সাঙ্গবেদাধ্যয়ন সমাপন হইল। বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে একদা শিষ্যগণ দ্বৈপায়নের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, গুরো! আপনার প্রসাদে আমাদিগের যথেষ্ট তেজ ও যশ লাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার নিকট আমাদের আর একমাত্র প্রার্থনা আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা পূর্ণ করুন। তখন মহর্ষি কহিলেন, বৎসগণ! এক্ষণে আমারে তোমাদিগের কি হিতসাধন করিতে হইবে তাহা অচিরাৎ প্রকাশ কর। মহাত্মা দ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে, শিষ্যগণ যাহারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রীত হওয়াতেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের এই বর প্রার্থনা যে, আপনার অন্য কোন শিষ্য যেন আমাদিগের তুল্য খ্যাতিলাভ করিতে না পারে। আমরা চারিজন এবং গুরুপুত্র আপনার এই পাঁচ শিষ্য ভিন্ন ইহলোকে যেন আর কেহ বেদপ্রতিষ্ঠাতা না হয়।

মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যগণের এইরূপ প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসগণ! ব্রাহ্মণ, বেদশুশ্রূষু এবং ব্রহ্মলোকগমনোৎসুক ব্যক্তিকে বেদোপদেশ প্রদান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতএব তোমরা যত্নপূর্ব্বক উত্তমরূপে বেদ বিস্তার কর। শিষ্য, ব্রতপরায়ণ ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহাকেও বেদোপদেশ প্রদান করা বিধেয় নহে। শিষ্যের চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া বিদ্যা দান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অনলে দাহন, শিলায় ঘর্ষণ ও ছেদন দ্বারা যেমন বিশুদ্ধ কাঞ্চনের পরীক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ কুল ও গুণাদির বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা দ্বারা শিষ্যকে পরীক্ষা করা উচিত। তোমরা কদাপি শিষ্যকে অনুচিত

বা ভয়াবহ কার্য্যে নিয়োগ করিও না। তোমাদিগের স্ব স্ব বুদ্ধি, বিদ্যা ও অধ্যয়ন, সফল হইবে। তোমরা সকলেই অতি দুর্গম স্থান হইতে সমুত্তীর্ণ হও এবং তোমাদিগের কল্যাণ লাভ হউক। ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চারি বর্ণকে বেদ শ্রবণ করাইতে পারা যায়। বেদাধ্যয়ণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য। দেবগণকে স্তব করিবার নিমিত্ত ভগবান্ প্রজাপতি বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি মোহনিবন্ধন বেদবিশারদ ব্রহ্মাণকে নিন্দা করে, তাহারে সেই নিন্দাবশতঃ নিঃসন্দেহ পরাভূত হইতে হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে প্রশ্ন এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান না করে, তাহারা উভয়েই অধর্ম্মভাগী ও নিন্দনীয় হইয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট বেদাধ্যাপনা বিধি কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমরা ইহা বিস্মৃত না হইয়া শিষ্যগণের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হও।

একোনত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩২৯।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, তাঁহার শিষ্যেরা পরম আহ্লাদিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, গুরু উত্তরকাল বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন, আমরা তাহা চিরকাল মনোমধ্যে সংস্থাপিত করিয়া রাখিব। শিষ্যেরা পরস্পর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া পুনরায় মহাত্মা বেদব্যাসকে কহিলেন, গুরো! যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমরা এই পর্ব্বত হইতে ধরাতলে গমন পূর্ব্বক বেদ সমুদায় বিবিধরূপে বিভক্ত করি। তখন মহাত্মা বেদব্যাস শিষ্যগণের সেই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মার্থসংবলিত হিতকর বাক্যে কহিলেন, বৎসগণ! কি ভূলোক, কি দেবলোক যে স্থানে গমন করিতে তোমাদের অভিলাষ হয়, সেই স্থানেই গমন কর; কিন্তু সততঃ সাবধান হইয়া কালাতিপাত করিবে; অতি অল্পকালমাত্র আলোচনা না করিলেই বেদশাস্ত্র বিস্মৃত হইতে হয়। মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহারে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবিলম্বে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে নিরত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যাপন এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের পৌরহিত্য দ্বারা লোক

সমাজে বিখ্যাত দ্বিজাতিগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শিষ্যগণ প্রস্থান করিলে, মহাত্মা ব্যাসদেব স্বীয় পুত্র শুকদেবের সহিত নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় দেবর্ষি নারদ তাঁহার আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনি বেদপাঠে বিরত হইয়া চিন্তিতের ন্যায় কি জন্য মৌনভাবে কালাতিপাত করিতেছেন? এই পর্ব্বত বেদধ্বনিশূন্য হইয়া রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় নিতান্ত শোভা-বিহীন হইয়াছে। এই পর্ব্বতে দেবর্ষি, মহর্ষি, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ বাস করিতেছেন বটে; কিন্তু বেদধ্বনি না থাকাতে ইহা ব্যাধমন্দিরের ন্যায় বোধ হইতেছে।

ভগবান্ বেদব্যাস দেবর্ষি নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিষয়ে কৌতূহল সম্পন্ন। আপনি আমার প্রতি আমার অনুকূল বাক্যই প্রয়োগ করিতেছেন। ত্রিলোকমধ্যে যে সকল ঘটনা হইয়াছে, তৎসমুদায়ই আপনার বিদিত আছে। এক্ষণে শিষ্যগণকে না দেখিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে; এই জন্যই আমি মৌনভাবে কালযাপন করিতেছি। যাহা হউক, এক্ষণে আমারে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা অনুমতি করুন।

নারদ কহিলেন, মহর্ষে! পণ্ডিতগণ অনাবৃত্তিকে বেদের, অব্রতকে ব্রাহ্মণের, বাহীকজাতিকে পৃথিবীর ও কৌতূহলকে স্ত্রীগণের কলঙ্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব আপনি পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া বেদধ্বনি দ্বারা রাক্ষসভয়জনিত মোহ অপনোদন করুন।

পরম ধর্ম্মবেত্তা বেদব্যাস দেবর্ষি নারদের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক "যে আজ্ঞা" বলিয়া পুত্রের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বলোক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা পিতাপুত্রে বেদাভ্যাস করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা শব্দায়মান প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাত্মা বেদব্যাস অনধ্যায়কাল উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া পুত্রকে বেদপাঠ করিতে নিবারণ করিলেন। শুকদেব নিবারিত হইবামাত্র বেদপাঠে নিরস্ত হইয়া পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! এই বায়ু কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইল এবং ইহার কার্য্যই বা কি রূপ, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন

মহামুনি বেদব্যাস অনধ্যায়সময়ে বালক পুত্রের ঐ বিজ্ঞানসম্পর্কীয় প্রশ্ন শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, বৎস! তোমার দিব্য জ্ঞান উপস্থিত ও মন নিশ্চল হইয়াছে এবং তুমি রজ ও তমোগুণ হইতে সম্যক্‌রূপে বিমুক্ত হইয়াছ। যেমন আদর্শে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ তুমি আত্মাতেই আত্মাকে সন্দর্শন করিতেছ। এক্ষণে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে বেদ সমুদায় বিচার করিয়া এই বিষয়ের চিন্তা কর, তাহা হইলেই জানিতে পারিবে। পণ্ডিতগণ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার পথকে দেবযান ও তমোগুণসম্ভূত পথকেই পিতৃযান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দেহাবসানে যাঁহারা দেবযানে আরোহণ করেন, তাঁহাদের অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে; আর যাঁহারা পিতৃযানে আরোহণ করেন, তাঁহাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ অধঃপতিত হইতে হয়। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সাত বায়ু ভিন্ন ভিন্ন গতিতে সতত বিচরণ করিতেছে, এক্ষণে তাহাদিগের বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতগণ দুর্জ্জয় সমান বায়ুকে ইন্দ্রিয়গণের, উদান বায়ুকে সমানের, ব্যান বায়ুকে উদানের, অপান বায়ুকে ব্যানের এবং প্রাণ বায়ুকে অপানের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দুর্দ্ধর্ষ প্রাণবায়ু অনপত্য। সমান, উদান, ব্যান, অপান ও প্রাণ এই পঞ্চবায়ুর অপর পঞ্চ নাম সংবহ, উদ্বহ, বিবহ, আবহ ও প্রবহ। এতদ্ভিন্ন পরিবহ ও পরাবহ নামে আর দুইটী বায়ু আছে।

অতঃপর ঐ সাত বায়ুর পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রবহনামক প্রথম বায়ু ধূমজ ও উষ্মজ মেঘমণ্ডলকে সঞ্চালন পূর্ব্বক নভোমার্গে বিদ্যুদগ্নি হইয়া অতুল তেজ ধারণ করে। ঐ বায়ু প্রাণিগণের দেহস্থ সমুদায় চেষ্টা সম্পাদন করে বলিয়া প্রাণনামে কথিত হয়। আবহনামক দ্বিতীয় বায়ু ভীষণ গর্জ্জনসহকারে প্রবাহিত হইয়া সতত চন্দ্রপ্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগের উদয়ক্রিয়া সম্পাদন করে। উহার অপর নাম অপান। উদ্বহনামক বেগবান্ তৃতীয় বায়ু সাগরচতুষ্টয় হইতে জল গ্রহণ পূর্ব্বক মেঘগণকে প্রদান করিয়া সেই মেঘ সমুদায়কে বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট সমর্পণ করে। উহার আর একটীর নাম উদান। সংবহনামক চতুর্থ বায়ু মেঘজালকে পৃথক্‌রূপে সঞ্চালন ও নভোমার্গে প্রাণিগণের বিমান বহন করে। মেঘমণ্ডল ঐ বায়ুর প্রভাবেই কখন বারিবর্ষণ ও কখন বা ঘনীভূত হইয়া জলবর্ষণ করিবার নিমিত্ত স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। উহার অপর নাম সমান। বিবহনামক

পঞ্চম বায়ু প্রবলবেগে মহীরুহ সকল উৎপাটিত এবং প্রলয়কালীন মেঘ ও ধূমকেতু প্রভৃতি লোকনাশসূচক বিবিধ উৎপাত উৎপাদিত করিয়া থাকে। উহার অপর নাম ব্যান। পরিবহনামক ষষ্ঠ বায়ু আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীর জল অবষ্টম্ভন করিয়া রাখিয়াছে। সেই জন্য ঐ জল ভূতলে নিপতিত না হইয়া আকাশমার্গেই বিচরণ করে। ঐ বায়ুর প্রভাবে জগৎপ্রকাশক সহস্রাংশু সূর্য্য এক রশ্মির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হন। ঐ বায়ু পরিক্ষীণ চন্দ্রমণ্ডলকে প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। পরাবহনামক দুর্নিবার্য্য সপ্তম বায়ু অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করে। মৃত্যু ও যম উহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা উহারে দর্শন করা অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ বায়ু ধ্যানস্থ মহাত্মাদিগের নিকট অমৃতরূপে পরিণত হয়। দক্ষ প্রজাপতির দশ সহস্র পুত্র ঐ বায়ুর বল আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ পূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন। ঐ বায়ুকে স্পর্শ করিতে পারিলে, আর সংসারসাগরে নিপতিত হইতে হয় না। এই অদ্ভুত সপ্ত বায়ু দিতির পুত্র, ইহারা সতত সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া থাকে। দেখ এই সাত বায়ুর প্রভাবে এই গিরিরাজ হিমালয় পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে। যখন ঐ সমুদায় বায়ু বিষ্ণুর নিশ্বাসবায়ু দ্বারা প্রচণ্ডবেগে সঞ্চালিত হয়, তখন সমুদায় জগৎ এককালে ব্যথিত হইয়া উঠে। বায়ু ভীষণবেগে প্রবাহিত হইলে, ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতেরা বেদাধ্যয়নে বিরত হন। ঐ সময় বেদাধ্যয়ন করিলে, বেদ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া থাকে।

মহর্ষি বেদব্যাস স্বীয় পুত্র শুকদেবকে এই কথা কহিয়া বায়ুবেগনিবৃত্তির পর তাঁহাকে বেদ পাঠ করিতে অনুমতি দিয়া মন্দাকিনীতীরে গমন করিলেন।

ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩০।

হে মহারাজ! মহাত্মা বেদব্যাস প্রস্থান করিলে পর, দেবর্ষি নারদ আকাশমার্গ দিয়া স্বাধ্যায়নিরত মহামতি শুকদেবের নিকট পুনরায় আগমন করিলেন। ব্যাসনন্দন নারদকে সমাগত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বেদার্থ জিজ্ঞাসা করিবার মানসে বেদবিধি অনুসারে তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিলেন। দেবর্ষি নারদ শুকদেবের ভক্তি দর্শনে অতিমাত্র প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মিকাগ্র

গণ্য ! একণে আমি তোমার কোন্ শ্রেয়স্কর কার্য্য সম্পাদন করিব, তাহা কীর্ত্তন কর।

শুকদেব কহিলেন, দেবর্ষে! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ইহলোকে যাহা হিতকর, আমারে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

নারদ কহিলেন, বৎস ! পূর্ব্বে মহর্ষিরা ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিয়াছিলেন, বিদ্যার তুল্য চক্ষু, সত্যের সদৃশ তপস্যা, দানের ন্যায় সুখ এবং বিষয়ানুরাগের সমান দুঃখ আর কিছুই নাই। পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্তি, পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান, সদাচার ও সদ্ব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃপদার্থ। এই দুঃখনিদান মানব দেহ লাভ করিয়া যিনি বিষয়ে অনুরক্ত হন, তাঁহাকেই মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি আর কদাচ দুঃখের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন না। ফলতঃ বিষয়ানুরক্তিই দুঃখের প্রধান কারণ। বিষয়ানুরক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি সর্ব্বদা বিচলিত হয় এবং সে মোহজালে জড়িত হইয়া কি ইহলোক, কি পরলোকে উভয় লোকেই অনন্তকাল দুঃখ ভোগ করে। কাম ও ক্রোধ মঙ্গলনাশের মূল কারণ। অতএব ঐ দুই শত্রুকে নিগৃহীত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্রোধ হইতে তপস্যাকে, মৎসরতা হইতে আত্মশ্রীকে, মানপমান হইতে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অনৃশংসতার সমান ধর্ম্ম, ক্ষমার সদৃশ বল, আত্মজ্ঞানের সদৃশ জ্ঞান এবং সত্যের সদৃশ শ্রেষ্ঠপদার্থ আর কিছু নাই। সত্যবাক্য প্রয়োগ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থলে সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের অনিষ্ট হয়, সে স্থলে সত্যবাক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই উচিত। আমার মতে যে বাক্য দ্বারা জীবের সমধিক মঙ্গল লাভ হয়, তাহাই সত্য বাক্য। যিনি দার পরিগ্রহ না করেন এবং আহারাদি সমুদায় কার্য্য পরিত্যাগ করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্ ও পণ্ডিত। যাঁহারা শান্তচিত্ত ও নির্ব্বিকার হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে আত্মার বশীভূত করিয়া অনাসক্তচিত্তে বিষয়ভোগ করেন, তাঁহারা অবিলম্বে মুক্ত হইয়া শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন। যাঁহাদিগের কোন জীবের সহিত সন্দর্শন, সংস্পর্শ ও সম্ভাষণ না থাকে; তাঁহারাই শ্রেয়োলাভের উপযুক্ত পাত্র। কোন প্রাণীর হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। সকলের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতাচরণ করা উচিত নহে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সমুদায় বিষয়ে অনৈশ্বর্য্য, নিত্যসন্তোষ, নিস্পৃহতা ও অচপলতাই পরম

শ্রয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তুমি পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হও। যাঁহাকে আশ্রয় করিলে, কি ইহলোকে কি পরলোকে কুত্রাপি কিছুমাত্র শোক বা ভয় থাকে না, তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। লোভশূন্য ব্যক্তিগণ কিছুতেই শোকাক্রান্ত হন না। অতএব লোভ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি তপোনিরত, দমগুণান্বিত ও সংযতাত্মা হইয়া ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির অভিলাষ করেন, সঙ্গ পরিত্যাগ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বিষয়ানুরক্ত না হইয়া সদাচারনিষ্ঠ হইলে, তাঁহাকে কদাচ দুঃখভোগ করিতে হয় না। যিনি আপনার চারিদিকে দাম্পত্যসুখপরিতৃপ্ত অসংখ্য ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়াও তাহাদের মধ্যে স্বয়ং একাকী অবস্থান করিতে পারেন, তাঁহাকেই প্রকৃত জ্ঞানতৃপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ ব্যক্তিকে কখনই শোক প্রকাশ করিতে হয় না। কর্ম্মবশীভূত মনুষ্যগণ শুভকার্য্যবলে দেবত্ব, শুভাশুভ কার্য্যবলে মনুষ্যত্ব, এবং অশুভকর্ম্মফলে অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। সমুদায় মনুষ্যই যে জরামৃত্যু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে, ইহা কি তোমার বোধগম্য হইতেছে না? তুমি অহিতকে হিত, অধ্রুবকে ধ্রুব ও অনর্থকে অর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, এবং কি নিমিত্তই বা মোহবশতঃ কোষকার কীটের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ রহিয়াছ। পরিগ্রহ বিবিধ দোষের আকর। অতএব পরিগ্রহ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। কোষকার কীট স্বীয় মুখলালা পরিগ্রহ করিয়াই বদ্ধ হইয়া থাকে। স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য পরিবারবর্গে নিতান্ত আসক্ত হইলে, পঙ্কনিমগ্ন মত্তমাতঙ্গের ন্যায় একান্ত অবসন্ন হইতে হয়। মনুষ্যগণ জালদ্বারা সলিল হইতে সমুদ্ধৃত মৎস্যের ন্যায় স্নেহজালে জড়িত হইয়া বিবিধ দুঃখ ভোগ করিতেছে। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, শরীর ও সঞ্চিত ধন সমুদায় পরলোকে সহগামী হয় না; কেবল পুণ্য পাপ পরলোকে সহচর হইয়া থাকে। যখন তোমাকে সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কালের বশীভূত হইয়া গমন করিতে হইবে, তখন তুমি কি জন্য স্বকার্য্যসাধনে বিমুখ হইয়া অনর্থকর বিষয়ে আসক্ত রহিয়াছ? তুমি অবলম্বন ও পথের সম্বল না করিয়া কিরূপে একাকী পরলোকগমনের তমসাচ্ছন্ন দুর্গম পথে গমন করিবে? তুমি পরলোকগামী হইলে, সুকৃত ও দুষ্কৃত ভিন্ন কেহই আর তোমার অনুগমন করিবে না। বিদ্যা, কর্ম্ম, শৌচ ও বিবিধ জ্ঞান দ্বারা পরমার্থের অনুসন্ধান করিতে হয়। পরমার্থসিদ্ধি হইলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রমবাসে একান্ত আসক্ত হইলে মায়াপাশে বদ্ধ

হইতে হয়; পুণ্যবান্ ব্যক্তিরাই ঐ পাশ ছেদন করিয়া অনায়াসে মুক্ত হইতে পারেন; কিন্তু দুরাত্মারা কোন মতেই উহা ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। সংসারনদী অতিশয় ভয়াবহ। রূপ ঐ নদীর তীর, মন উহার স্রোত, স্পর্শ উহার দ্বীপ, রস উহার প্রবাহ, গন্ধ উহার পঙ্ক এবং শব্দ উহার জলস্বরূপ। ক্ষমারূপ ক্ষেপনীসমন্বিত, ধর্ম্মস্থৈর্য্যরূপ আকর্ষণ রজ্জু-যুক্ত দানবায়ুপরিচালিত দেহনৌকা দ্বারা ঐ নদী পার হওয়া সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়। এক্ষণে তুমি প্রথমে সংকল্প পরিত্যাগ দ্বারা ধর্ম্ম, লোভ পরিত্যাগ দ্বারা অধর্ম্ম, বুদ্ধি দ্বারা সত্য মিথ্যা, এবং পরমাত্মতত্ত্ব নির্ণয় দ্বারা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে এই অস্থিস্নায়ুযুক্ত, মাংসশোণিত লিপ্ত, চর্ম্মাচ্ছাদিত, মলমূত্রপরিপূর্ণ, জরা শোকসম্পন্ন রোগের আকররূপ অনিত্য দেহ পরিত্যাগ কর। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার পঞ্চ মহা ভূত হইতে সমুদ্ভূত। পাঁচ মহাভূত, পাঁচ ইন্দ্রিয়, শরীরস্থ পাঁচ বায়ু এবং বুদ্ধি ও সত্ত্বাদি গুণ এই সপ্তদশকে অব্যক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐ সপ্তদশ অব্যক্ত, রূপাদি পঞ্চ বিষয় এবং অহংতা ও মমতা এই চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই উভয় নামেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জীবাত্মা এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে সংযুক্ত হইলেই পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ অতি সুখকর এবং জীবন ও মৃত্যু এই উভয় নিতান্ত দুঃখাবহ। যিনি যথার্থরূপে এই সমুদায় বিষয় অবগত হইতে পারেন, নিত্য, ও অনিত্য উভয় বস্তুই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়। জ্ঞেয় পদার্থ সমুদায় পারম্পর্য্যক্রমেই পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থকে ব্যক্ত এবং ইন্দ্রিয়াতীত অনুমেয় পদার্থকে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারিলেই পরম পরিতৃপ্ত হইয়া আত্মাকে সর্ব্বলোকে পরিব্যাপ্ত ও আত্মার মধ্যে সর্ব্বলোক নিহিত অব-লোকন করেন। তাঁহার জ্ঞানশক্তি কখনই বিনষ্ট হয় না। তিনি সেই শক্তিপ্রভাবে সতত সর্ব্বজীবকে সন্দর্শন করেন। যিনি জ্ঞানপ্রভাবে মোহ জনিত বিবিধ ক্লেশ অতিক্রম করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই অশুভ সন্দর্শন করিতে হয় না এবং তিনি কখনই স্বীয় বুদ্ধিপ্রকাশ দ্বারা চিরা-চরিত মার্গ অতিক্রম করেন না। মোক্ষতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরমাত্মাকে জন্মমৃত্যুশূন্য দেহস্থিত নিরাকার নির্লিপ্ত পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। লোকে একবার দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই দুঃখ দূরীকরণ করিবার নিমিত্ত নানাবিধ জীবহিংসা দ্বারা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিয়া থাকে। তন্নিবন্ধন তাহাকে পুনরায় বিবিধ নূতন নূতন দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া অপথ্যসেবী আতুরের ন্যায় নিতান্ত ক্লেশভোগ করিতে হয়। মোহান্ধ ব্যক্তিরাই বিবিধ দুঃখকে সুখ বোধ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মফলে সর্ব্বদা নিবদ্ধ হইয়া অশেষবিধ ক্লেশভোগ করে। তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক সংসারমধ্যে চক্রের ন্যায় বারম্বার পরিভ্রমণ করিতে হয়। অতএব তুমি সংসারবন্ধবিহীন ও কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিজয়ী ও সিদ্ধ হও। পূর্ব্বকালে অনেক মহাত্মা তপঃপ্রভাবে সংসারবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনন্তর সুখসম্বর্দ্ধিনী সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

—:০:০:—

একত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩১।

হে বৎস! শোকনাশক শান্তিকর শুভজনক শাস্ত্র শ্রবণ করিলে, বিশুদ্ধ বুদ্ধিলাভ ও সুখানুভব হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র প্রকার শোক ও ভয় মূঢ়দিগকেই আশ্রয় করে; কিন্তু পণ্ডিতগণের নিকট কখনই গমন করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে আমি তোমার অনিষ্টনাশার্থ তোমাকে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্ধিকে বশীভূত করিতে পারিলেই শোক সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। অল্পবুদ্ধি মূর্খ ব্যক্তিরাই অনিষ্টসংযোগ ও ইষ্টবিয়োগনিবন্ধন মানসিক দুঃখে অভিভূত হয়; অতএব অতীত বস্তুর গুণচিন্তা করা কাহারও উচিত নহে। যাহারা অতীত বিষয়ের চিন্তা করে, তাহারা কখনই স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না। মহাত্মা ব্যক্তিগণ কোন বিষয়ে অনুরাগ জন্মিবার উপক্রম হইলে, সেই বিষয় অনিষ্টজনক ও দোষের আকর বিবেচনা করিয়া অচিরাৎ তাহা পরিত্যাগ করেন। যাহারা অতীত বিষয়ের নিমিত্ত অনুতাপ করে, তাহাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ ও যশোলাভে বঞ্চিত হইয়া বহুকষ্টে কালযাপন করিতে হয়। অনুতাপ দ্বারা কখনই অতীত বিষয় লাভ করা যায় না। সমুদায় প্রাণীই কখন বিষয় প্রাপ্ত ও কখন বা বিষয়চ্যুত হইতেছে। ইহলোকে কোন ব্যক্তিই সমুদায় ঘটনা দ্বারা শোকাক্রান্ত হয় না। যাঁহারা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অথবা প্রিয় বস্তুর বিয়োগে দুঃখ প্রকাশ করে, তাহারা দুঃখ দ্বারা দুঃখই লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইহলোকে জন্মমরণপ্রবাহ অবলোকন করিয়া ইষ্টবিয়োগে শোকপ্রকাশ ও অশ্রুপাত না করেন, তাঁহারাই যথার্থ সম্যক দর্শী। কোন প্রকার শারীরিক বা মান-

সিক দুঃখ উপস্থিত হইলে, যদি বহুযত্নদ্বারাও উহা নিবারণ করা না যায়, তাহা হইলে, ঐ দুঃখের চিন্তা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। চিন্তা না করাই দুঃখশান্তি করিবার মহৌষধ। চিন্তা করিলে, কখনই দুঃখের হ্রাস হয় না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শাস্ত্রজ্ঞানপ্রভাবেই এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়। নিতান্ত বালকের ন্যায় শোকহর্ষাদিতে অভিভূত হওয়া কদাচ উচিত নহে। যৌবন, রূপ, জীবন, দ্রব্যসঞ্চয়, আরোগ্য ও প্রিয়সংসর্গ চিরস্থায়ী নহে। পণ্ডিতেরা কদাপি ঐ সকল বিষয়ে আসক্ত হন না। ইহলোকে সকলেরই পুত্রাদিবিয়োগ হইতেছে; অতএব তন্নিবন্ধন শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যদি পুত্রাদিবিয়োগ দর্শনে শোকের উপক্রম হয়, তাহা হইলে প্রযত্নসহকারে উহা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহলোকে প্রায় সমুদায় মনুষ্যকেই সুখের পর বহুবিধ দুঃখভোগ করিতে হয় এবং সকলেই মোহবশতঃ বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ ও মৃত্যুকে অপ্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ লাভে সমর্থ হন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া কখনই শোক করেন না। অর্থ উপার্জ্জন, রক্ষা ও পরিত্যাগ করিবার সময় অশেষ কষ্টভোগ করিতে হয়। অর্থ সকল অবস্থাতেই মনুষ্যকে দুঃখ প্রদান করে; অতএব অর্থনাশনিবন্ধন চিন্তাকুল হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মূঢ়েরাই উত্তরোত্তর ধনের উন্নতিলাভ করত বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়াই বিনষ্ট হয়; কিন্তু পণ্ডিতেরা সর্ব্বাবস্থাতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। কালক্রমেই সমুদায় সঞ্চিত পদার্থেরই ক্ষয়, সমুদায় উন্নত বস্তুর পতন, সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ, এবং জীবিত ব্যক্তিমাত্রেরই মরণ হইবে। বিষয়তৃষ্ণার অন্ত নাই। সন্তোষই পরম সুখের মূল; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা সন্তোষকেই পরম ধন বলিয়া জ্ঞান করেন। আয়ু সতত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; নিমেষমাত্রও উহার বিশ্রম নাই। অতএব শরীর যখন অচিরস্থায়ী, তখন ইহলৌকিক কোন বিষয়ই চিন্তা করা মনুষ্যের উচিত নহে। যাঁহারা স্ব স্ব বুদ্ধি দ্বারা চিত্তের অগোচর সর্ব্ব ভূতান্তর্গত পরমাত্মাকে চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগেরই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। ব্যাঘ্র যেরূপ পশুকে লইয়া প্রস্থান করে, তদ্রূপ মৃত্যু অর্থাম্বেষণ নিরত বিষয়ভোগে অতৃপ্ত মূঢ়দিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। অতএব

মৃত্যুযন্ত্রণামোচনের উপায় চিন্তা করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্যেরা বিগতশোক হইয়া কার্য্যারম্ভ এবং বিষয়যুক্ত হইয়া দুঃখ পরিত্যাগ করিবে। কি বলবান্, কি নির্দ্ধন, যে ব্যক্তি যে সময় রূপ রসাদি বিষয় সমুদায় ভোগ করে, তাহার তৎকালেই সুখ লাভ হয়; কিন্তু পরে সেই সুখের লেশমাত্রও থাকে না। যখন পরস্পরসংযোগের পূর্ব্বে প্রাণিগণের দুঃখ উপস্থিত হয় না, তখন পরস্পরের বিয়োগে শোক প্রকাশ করা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিগণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। মনুষ্যগণ ধৈর্য্য দ্বারা শিশ্ন ও উদর, চক্ষু দ্বারা হস্ত ও পদ, মনো দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ, এবং বিদ্যা দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবে। যাঁহারা কি পূজ্য, কি ইতর সমুদায় লোকের সহিত প্রণয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে কালহরণ এবং যাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্ব-নিরত, নিরপেক্ষ ও লোভবিহীন হইয়া আত্মাকে সহায় করত ইহলোকে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ সুখী ও পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩২।

হে বৎস! দৈবপ্রভাবে যখন লোকের দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন কি পৌরুষ, কি প্রজ্ঞা, কি নীতিবল, কিছুতেই উহা নিবারণ করা যায় না। যাহা হউক, স্বভাবতঃ নিরন্তর সাবধান হইয়া অবস্থান করা নিতান্ত আবশ্যক। সাবধান ব্যক্তিকে প্রায়ই অবসন্ন হইতে হয় না। জরা, মৃত্যু ও রোগ হইতে প্রিয়তম আত্মাকে উদ্ধার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শারীরিক ও মানসিক রোগ সকল ধনুর্ব্বেদজ্ঞ ধনুর্দ্ধরনিক্ষিপ্ত সুশাণিত শরের ন্যায় দেহকে সাতিশয় নিপীড়িত করে। রোগাক্রান্ত, অবসন্ন, জীবিততৃষ্ণা-পরায়ণ মনুষ্যগণের দেহ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। দিবারাত্রি প্রাণিগণের আয়ু গ্রহণ করিয়া নদীর স্রোতের ন্যায় ক্রমাগত অপক্রান্ত হইতেছে, কখনই প্রত্যাগত হইবে না। কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষ পর্য্যায়ক্রমে অনবরত গমনাগমন করিয়া মনুষ্যগণকে জীর্ণ করিতেছে। দিবাকর স্বয়ং অজর; কিন্তু উনি পর্য্যায়ক্রমে সমুদিত ও অস্তমিত হইয়া প্রাণিগণের সুখ দুঃখ জীর্ণ করিতেছেন। রাত্রিও মনুষ্যগণের অদৃষ্টপূর্ব্ব ইষ্টানিষ্ট ঘটনা সমুদায়কে সহচর করিয়া প্রস্থান করিতেছে।

যদি ক্রিয়াফল সকল পরাধীন না হইত, তাহা হইলে যাহার যাহা অভিলাষ হইত, তাহার তাহাই সিদ্ধ হইত। অনেক সময় অনেক নিয়ম-

ধারী কার্য্যনিপুণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও সমুদায় সৎকার্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ফললাভে বঞ্চিত হয়, আবার অনেক সময় অনেক নির্গুণ নরাধম মূর্খও উৎকৃষ্ট ফললাভ করিয়া থাকে। ইহলোকে কেহ কেহ সর্ব্বদা লোকের হিংসা ও বঞ্চনা করিয়াও পরম সুখে কালযাপন করিতেছে; কেহ কেহ বিনাচেষ্টায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে; আবার কেহ কেহ নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও ফললাভে সমর্থ হইতেছে না।

আর দেখ, মনুষ্যগণের বীর্য্য এক স্থানে সম্ভূত হইয়া পুনর্ব্বার স্থানান্তরে গমন পূর্ব্বক সন্তানোৎপাদন করিতেছে। উহা অনেক সময় যথাস্থানে নিবেশিত হইয়াও গর্ভোৎপাদন না করিয়াই সহকার পুষ্পের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। কেহ পুত্রার্থে নানাবিধ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না; আবার কেহ কেহ বা গর্ভকে ক্রোধাবিষ্ট আশীবিষের ন্যায় ক্লেশকর জ্ঞান করিয়াও দীর্ঘজীবী পুত্রলাভ করিতেছে। অনেক কুলকামিনী পুত্রলাভের অভিলাষে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক দশমাস গর্ভ ধারণ করিয়া কুলাঙ্গার পুত্র প্রসব করে। কেহ কেহ জন্মাবধি পিতৃসঞ্চিত ধনধান্য অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইতেছে। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সহযোগসময়ে পুরুষের শুক্র জীবরূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীর গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হয়। তৎপরে ক্রমশঃ ঐ জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন হইলে, সে নৌকার উপর সংস্থাপিত নৌকার ন্যায় মাতৃগর্ভে অবস্থান করে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই শুক্র উদরমধ্যে থাকিয়া অন্ন পানীয় ও অন্যান্য ভক্ষ বস্তুর ন্যায় জীর্ণ হইয়া যায় না। সকলকেই মলমূত্রের আধার গর্ভমধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কেহই আপনার ইচ্ছানুসারে গর্ভমধ্যে বাস ও উহা হইতে বহির্গমন করিতে পারে না। কেহ কেহ গর্ভস্রাবে, কেহ কেহ জন্মগ্রহণ সময়ে, এবং কেহ কেহ জন্মিবামাত্র বিনষ্ট হইয়া যায়। স্থাবির্য্য ও প্রাণরোধ প্রভৃতি দশা সকল দেহকেই আক্রমণ করে; আত্মাকে কখনই আশ্রয় করে না। লোকে রোগাক্রান্ত হইলে, তাহার উত্থানশক্তি দূরীভূত হয়। তখন সে আরোগ্যলাভার্থ সুনিপুণ চিকিৎসকদিগকে বিপুল ধন দান করে; কিন্তু চিকিৎসকেরা নিতান্ত যত্নবান্ হইয়াও উহাকে সুস্থ করিতে সমর্থ হয় না। কালক্রমে ঔষধসঞ্চয়নিরত সুবিজ্ঞ বৈদ্যগণকেও ব্যাঘ্রনিপীড়িত মৃগগণের ন্যায় দারুণ রোগে সমাক্রান্ত হইতে হয়। তাহারা বিবিধ কটুকষায় রস ও ঘৃত পান করিয়াও জরার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না। যাহাদের চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা থাকে, রোগ তাহাদিগকেও আক্রমণ করে।

দেখ, মৃগপক্ষী শ্বাপদ ও দরিদ্রগণকে কেহই চিকিৎসা করে না; অথচ তাহারা প্রায়ই সুস্থশরীরে কালযাপন করিতেছে। কিন্তু উগ্রতেজা দুর্দ্ধর্ষ রাজগণ সর্ব্বদা বিবিধরোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় কষ্টভোগ করিতেছেন। এইরূপে মনুষ্যেরা সংসারসাগরের প্রবল স্রোতে নিক্ষিপ্ত ও প্রবাহিত হইয়া সতত শোক মোহে পরিব্যাপ্ত ও বেদনায় নিতান্ত সমাক্রান্ত হইতেছে। কেহই ধন, রাজ্য বা কঠোর তপস্যা দ্বারা স্বভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যদি সমুদায় কার্য্যেরই উদ্যোগ সফল হইত, তাহা হইলে, ইহলোকে কাহাকেও জীর্ণ বা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইত না; সকলেই সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিত। ইহলোকে মনুষ্যমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। অনেকানেক অপ্রমত্ত সরলস্বভাব পরাক্রান্ত ব্যক্তিও সুরাপানে উন্মত্ত ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত মূঢ় ব্যক্তিগণের উপাসনা করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ক্লেশ উপস্থিত হইলে উহার নিবারণের উপায়বিধান করিবার পূর্ব্বেই অনায়াসে উহা হইতে বিমুক্ত হয়, এবং কেহ কেহ বা আপনার অতুল অর্থ থাকিতেও উহা প্রাপ্ত না হইয়া যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করে। ইহলোকে কর্ম্মনিষ্ঠদিগের কর্ম্মের বৈলক্ষণ্যনিবন্ধন ফলের বিষম বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। দেখ, কেহ কেহ শিবিকায় আরোহণ, আবার কেহ কেহ বা শিবিকা বহন করিয়া গমন করিতেছে। কেহ কেহ বা রথে আরোহণ করিতেছে; আবার কেহ কেহ বা রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। শত শত পুরুষ স্ত্রীবিরহিত হইয়া কালাতিপাত করিতেছে; আবার শত শত স্ত্রীও পুরুষবিরহে অশেষ দুঃখ পাইতেছে। এইরূপে সমস্ত প্রাণীকেই কামনানিবন্ধন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়; অতএব তুমি মোহবিহীন হইয়া অগ্রে জ্ঞানবলে ধর্ম্ম অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া পরে জ্ঞানকেও পরিত্যাগ কর। এই আমি তোমার নিকট পরম গূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। দেবতারা এই উপায় অবলম্বন করিয়া মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন।

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শুকদেব দেবর্ষি নারদের এইরূপ উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারগণের সহিত বাস করিলে, অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং বেদবিদ্যার অনুশীলন করিতে হইলেও অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়; অতএব অল্পায়াসসাধ্য নিত্যস্থান লাভ করিতে পারিলেই সুখলাভ হই-

বার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু ঐ স্থান কি প্রকার? ধর্ম্মাত্মা শুকদেব এইরূপে ক্ষণকালমাত্র তর্ক বিতর্ক করিলেই নিত্যস্থান যে কিরূপ, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন তিনি পুনর্ব্বার মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আহা! আমি কি প্রকারে সেই উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিব। ঐ স্থানে গমন করিলে, আর আমাকে সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে না; কাহারও সহিত আমার কিছুমাত্র সংসগ থাকিবে না; আমার আত্মা এককালে শান্তিলাভ করিবে, এবং আমি অক্ষয় হইয়া অনন্তকাল পরম সুখে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে যোগ-ভিন্ন সেই পরম পদ লাভের উপায়ান্তর নাই। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ কদাপি কর্ম্মপাশে বদ্ধ হন না; অতএব আমি যোগপ্রভাবে এই দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ুভূত হইয়া তেজোরাশিপরিপূর্ণ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিব। চন্দ্র দেবগণের সহিত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া একবার ভূতলে নিপতিত ও পুন-র্ব্বার স্বর্গে অধিরূঢ় হন এবং বারংবার তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে না। চন্দ্রের ন্যায় সূর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি বা পতন নাই। তিনি অবিরত তীক্ষ্ণ কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক লোক সকলকে তাপিত করিতেছেন। অতএব আমি এই দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া বৃক্ষ, পর্ব্বত, পৃথিবী, দিক্‌সমুদায়, আকাশ, দেবদানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণের সহিত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিব। আজি দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আমার যোগবল অবলোকন করুন। যোগবলে সমস্ত প্রাণীতেই আমার অব্যর্থ গতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপরায়ণ শুকদেব মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া লোকবিশ্রুত নারদের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় পিতা ব্যাসদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস পুত্রের সেইরূপ বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে যোগানুষ্ঠানার্থ প্রস্থানোদ্যত বিবেচনা করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া লোচনযুগল চরিতার্থ করি। বেদব্যাস এইরূপ সস্নেহ বাক্য প্রয়োগ করিলেও মহাত্মা শুকদেব তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পিতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মোক্ষলাভের উপায় চিন্তা করিতে করিতে সিদ্ধগণনিষেবিত কৈলাসশৈলে আরোহণ করিলেন॥

—*—

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩৩।

অনন্তর ব্যাসনন্দন শুকদেব সেই শৈলশৃঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক পরিচ্ছিন্ন নির্জ্জন সমতল প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া পাদাবধি কেশাগ্রপর্য্যন্ত সর্ব্বদেহে একমাত্র আত্মাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে সূর্য্যদেব সমুদিত হইলে, পূর্ব্বমুখ হইয়া বিনীতভাবে হস্তপদ সংযমন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন। যে স্থানে শুকদেব যোগসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন, তথায় পক্ষীর কোলাহল বা জনমানবের সঞ্চারমাত্র রহিল না। তিনি অতি অল্পক্ষণমধ্যেই সর্ব্বসঙ্গবিমুক্ত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি দেবর্ষি নারদকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আপনার যোগের বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর করত কহিলেন, দেবর্ষে! আপনি আমারে যোগপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার কৃপায় স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অভীষ্ট গতি লাভ করিব। মহাত্মা শুকদেব এই বলিয়া নারদকে অভিবাদন ও তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় যোগে মনোভিনিবেশ করত আকাশ-মার্গে সমুত্থিত হইয়া বায়ুর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাকে মনোমারুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিল। সেই সূর্য্যজ্বলনসঙ্কাশ মহাত্মা শুকদেব লোকত্রয়কে আত্ম-ময় বিবেচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরপথে গমন করিতে লাগিলেন। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণী তাঁহাকে অব্যগ্রচিত্তে অকুতোভয়ে গমন করিতে দেখিয়া যথাশক্তি তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। দেবতারা তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষি, সিদ্ধ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে কহিলেন, এই মহাত্মা তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ এবং দেহের উত্তরার্দ্ধ লম্বিত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন; ইনি কে?

অনন্তর সেই ধর্ম্মাত্মা ত্রৈলোকবিশ্রুত মহামতি শুকদেব পূর্ব্বাস্য হইয়া সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক গভীরশব্দে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করত ক্রমাগত গমন করিতে লাগিলেন। পঞ্চচূড়াদি অপ্সরোগণ তাঁহাকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পর কহিতে লাগিল, এই মহাত্মা উৎকৃষ্ট গতি লাভ পূর্ব্বক বিমুক্তের ন্যায় নিস্পৃহভাবে এই দিকে আগমন করিতেছেন; ইনি কোন্ দেবতা? অনন্তর শুকদেব সেই স্থান হইতে মলয়পর্ব্বতাভিমুখে ধাবমান হইয়া ক্রমে ঐ পর্ব্বত অতি-

ক্রম করিলেন। ঐ পর্ব্বতে অপ্সরা উর্ব্বশী ও পূর্ব্বচিত্তি বাস করিতেছিল। উহারা শুককে সন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন উর্ব্বশী পূর্ব্বচিত্তিকে কহিল, দেখ, বেদাভ্যাসনিরত ব্রহ্মণের কি বুদ্ধির একাগ্রতা! ইনি পিতৃশুশ্রূষাদ্বারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ করিয়া অনতিকালমধ্যে চন্দ্রের ন্যায় অন্তরীক্ষ অতিক্রম করিতেছেন। ইনি পিতৃভক্তিপরায়ণ ও পিতার একান্ত প্রিয়। ইহাঁর পিতা ইহাঁকে কি প্রকারে অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন।

উর্ব্বশী এই কথা কহিবামাত্র ধর্ম্মপরায়ণ শুকদেবের পিতৃবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি অন্তরীক্ষ, চতুর্দ্দিক্, পর্ব্বত, অরণ্য, নদী ও সরোবর সমুদায়ের প্রতিই দৃষ্টি সঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় দেবতারা কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্ভ্রান্তচিত্তে শুকদেবকে নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা ব্যাসনন্দন সেই পর্ব্বতারণ্য প্রভৃতি সকলকেই সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে আত্মীয়গণ! যদি আমার পিতা মদীয় নামোচ্চারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আমাকে আহ্বান করত আমার অনুসরণ করেন, তাহা হইলে, তোমরা সকলে সমাহিতচিত্তে তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। তোমরা আমার প্রতি স্নেহনিবন্ধন আমার এই বাক্যটী অবশ্য রক্ষা করিও। মহামতি শুকদেব এই কথা কহিলে, দিঙ্মণ্ডল, কানন, শৈল, সমুদ্র ও নদী সমুদায় তাঁহারে কহিল, মহাত্মন্! আপনি যেরূপ অনুজ্ঞা করিতেছেন, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব। আপনার পিতা মহর্ষি বেদব্যাস আপনারে আহ্বান করিলেই আমরা তাঁহারে প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।

—০—

চতুস্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩৪।

মহাতপা শুকদেব পর্ব্বতারণ্যপ্রভৃতিকে এই প্রকার অনুরোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যজনিত চতুর্ব্বিধ দোষ এবং তম, রজ ও সত্ত্বগুণ পরিহার পূর্ব্বক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত হইয়া বিধূম অনলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ মহাত্মা পৃথিবীত্যাগে সমুদ্যত হওয়াতে চতুর্দ্দিকে উল্কাপাত, দিক্‌দাহ ও ভূমিকম্পপ্রভৃতি বিবিধ দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইল। বৃক্ষশাখা ও শৈলশৃঙ্গ সমুদায় নিপতিত হইতে লাগিল। তখন বোধ হইল যেন, নির্ঘাতশব্দে হিমালয় বিদীর্ণ হইতেছে। প্রভাকরের প্রভা একবারে

তিরোহিত হইয়া গেল। অনলশিখা নির্ব্বাণ হইল এবং হ্রদ, নদ, নদী ও সাগর প্রভৃতি জলাশয় সমুদায় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তখন সেই মহাত্মার তৃপ্তিসাধনার্থ ইন্দ্র সুগন্ধ জল বর্ষণ ও পবনদেব দিব্য গন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহামতি শুকদেব উত্তর দিকে হিমালয় ও মেরুগিরির পরস্পর-সংশ্লিষ্ট সুবর্ণ ও রজতময় শতযোজনবিস্তীর্ণ অতি মনোহর শৃঙ্গদ্বয় অবলোকন করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সেই শৃঙ্গদ্বয়ের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র উহারা তাঁহার গতিরোধ করিতে না পারিয়া সহসা দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া তাঁহারে পথ প্রদান করিল। মহাত্মা শুকদেব তূর্ণ সেই পথ দিয়া নির্গত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেরই অন্তঃকরণে বিস্ময় জন্মিল। দেবলোকে দেবতারা ঘোরতর কোলাহল করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস ও বিদ্যাধরগণ এবং হিমাচলবাসী প্রাণিগণ মুক্তকণ্ঠে শুকদেবকে সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্তর মহাত্মা শুকদেব নভোমার্গে গমন করিতে করিতে কুসুমিত মহীরুহ ও উপবন-যুক্ত অতি মনোহর মন্দাকিনী দেখিতে পাইলেন। ঐ নদীতে অলৌকিক-রূপলাবণ্যসম্পন্ন অপ্সরারা বিবস্ত্র হইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। তাহারা শুকদেবকে সন্দর্শন করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না।

ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস শুকদেবের ঊর্দ্ধপ্রয়াণের বিষয় বিদিত হইয়া পুত্রস্নেহনিবন্ধন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শুকদেব এককালে মমতাশূন্য হইয়া বায়ুর ঊর্দ্ধে গমন পূর্ব্বক স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে লীন হইলেন। তখন মহর্ষি বেদব্যাস, যোগগতি-প্রভাবে নিমেষমধ্যে শুকদেব যে স্থান হইতে সর্ব্বপ্রথমে নভোমার্গে সমুত্থিত হইয়াছিলেন, তথায় সমাগত হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা শুকদেব শৈলশৃঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। ঐ সময় মহর্ষিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া শুকদেবের অলৌকিক কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের ঊর্দ্ধপ্রয়াণবার্ত্তা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া হা বৎস! হা বৎস! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করত ত্রিভুবন প্রতিধ্বনিত করিলেন। তখন ব্রহ্মভাবাপন্ন ধর্ম্ম-পরায়ণ শুকদেব সর্ব্বগামী হইয়া শৈলাদি সর্ব্বপদার্থ হইতে 'ভো' এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমস্ত বিশ্বমধ্যে 'ভো' এই একাক্ষর শব্দ সমুচ্চারিত হইল। তদবধি

অদ্যাপি গিরিগহ্বরপ্রভৃতি স্থানে শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার প্রতিশব্দ প্রাদুর্ভূত হয়।

ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য শুকদেব এই রূপে শব্দাদি গুণসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্রহ্মপদ লাভ করিলে, মহর্ষি বেদব্যাস অমিততেজা স্বীয় পুত্রের প্রভাব দর্শন পূর্ব্বক সেই হিমালয়প্রস্থদেশে আসীন হইয়া তাঁহার বিষয় অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন সেই মন্দাকিনীতীরস্থিত বিবস্ত্র অপ্সরোগণ তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র অতিশয় লজ্জিত হইয়া কেহ কেহ জলমগ্ন, কেহ কেহ বনপ্রবিষ্ট এবং কেহ কেহ বা স্ব স্ব বস্ত্র গ্রহণে তৎপর হইল। তদ্দর্শনে মহাত্মা ব্যাসদেব পুত্রকে বিমুক্ত ও আপনাকে বিষয়াসক্ত বোধ করিয়া যুগপৎ আহ্লাদ ও লজ্জায় সমাক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর সর্ব্বমহর্ষিপ্রপূজিত পিনাকহস্ত ভগবান্ মহাদেব দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবৃত হইয়া পুত্রশোকসন্তপ্ত মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট আগমন পূর্ব্বক সান্ত্ববাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, মহর্ষে! পূর্ব্বে তুমি আমার নিকট অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের ন্যায় বীর্য্যবান্ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে। আমিও তোমারে ত্বদীয় প্রার্থনানুরূপ পুত্র প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার সেই পুত্র দেবদুর্লভ পরম গতি লাভ করিয়াছেন। অতএব তুমি কি জন্য অনুতাপ করিতেছ? নগর ও পর্ব্বত সমুদায় যে পর্য্যন্ত এই ভূমণ্ডলে বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত তোমার ও তোমার পুত্রের অক্ষয় কীর্ত্তির ঘোষণা হইবে। এক্ষণে আমি তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি এই ভূমণ্ডলমধ্যে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে স্বীয় পুত্রসদৃশ ছায়া অবলোকন করিতে পারিবে। ভূতপতি ভগবান্ মহেশ্বর মহর্ষি বেদব্যাসকে এইরূপ বর প্রদান করিলে, তিনি পুত্রতুল্য ছায়া অবলোকন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি আমারে ধর্ম্মশীল শুকদেবের জন্ম ও সদ্গতি প্রভৃতি যে সমুদায় বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ও মহাতপা বেদব্যাস পুনঃপুনঃ এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যিনি এই মোক্ষধর্ম্মযুক্ত পরম পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করেন, তিনি অনায়াসে শান্তগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতিলাভে সমর্থ হন।

—•*•—

পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩৫।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী ও ভিক্ষুকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে বাঞ্ছা করিবেন, কোন্ দেবতার আরাধনা করা তাঁহার কর্ত্তব্য? তিনি কাহার অনুগ্রহে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করিতে পারেন এবং কোন্ বিধি অনুসারে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে হোম করিবেন? লোকে মুক্ত হইলে, কোন্ স্থানে গমন করিয়া থাকে? মোক্ষতত্ত্ব কি প্রকার? কি কার্য্য করিলে স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হয় না? দেবতা ও পিতৃগণের পিতা কে? এবং কোন্ পুরুষই বা সেই দেবতা ও পিতৃগণের পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ? এই সমুদায় বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি যে সমস্ত নিগূঢ় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি ভগবান্ নারায়ণের প্রসন্নতা ও জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, তর্কশাস্ত্রানুসারে শত বর্ষেও ঐ সমুদায়ের উত্তর প্রদান করিতে পারিতাম না। এক্ষণে এই উপলক্ষে নারায়ণনারদসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে আমার পিতা আমাকে কহিয়াছিলেন, সত্যযুগে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে বিশ্বাত্মা সনাতন নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নর ও নারায়ণ উভয়েই বদরিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করেন। তৎকালে তাঁহাদিগের তপোবল ও তেজ এমন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, দেবতারাও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে দেবের প্রতি প্রসন্ন হইতেন, তিনিই তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারিতেন।

একদিন দেবর্ষি নারদ সেই মহাপুরুষদ্বয়ের ইচ্ছানুসারে সুমেরুশৃঙ্গ হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে আগমন পূর্ব্বক তত্রত্য সমুদায় স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে নর ও নারায়ণের আহ্নিকসময়ে বদরিকাশ্রমে আগমন পূর্ব্বক পুলকিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহা! এই স্থল দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, কিন্নর ও মহোরগ প্রভৃতি সমুদায় লোকের আবাসভূমি। ইহাতে ভগবান্ নর ও নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। ভগবান্ নারায়ণ অংশচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া ধর্ম্মের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আজি সেই ভগবানের অংশ নর,

নারায়ণ, কৃষ্ণ ও হরির প্রসাদে আমার ধর্ম্মোপার্জ্জন সফল হইল। পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণ ও হরি এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাত্মা নর ও নারায়ণ এই স্থানেই তপস্যা করিতেছেন। এই তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাপুরুষদ্বয় এক্ষণে আহ্নিকক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! ইঁহারা পরব্রহ্মস্বরূপ। ইঁহাদিগের আবার আহ্নিকক্রিয়া কি? ইঁহারা সর্ব্বভূতের পিতা ও দেবতাস্বরূপ হইয়া কোন্ দেবতা বা কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তপোধন নারদ ভক্তিভাবে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সহসা নর ও নারায়ণের নিকট উপনীত হইলেন। তাঁহারাও দেবতা ও পিতৃগণের পূজা সমাধান করিয়া দেবর্ষি নারদকে সন্দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন।

তখন দেবর্ষি নারদ নারায়ণসমীপে উপবেশন পূর্ব্বক প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে মহাত্মা নারায়ণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! বেদ, বেদাঙ্গ ও পুরাণসমুদায়ে তোমার গুণ কীর্ত্তিত আছে। তুমি অজ, ধাতা, নিত্য ও অমৃতস্বরূপ। তোমাতেই সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। চারি আশ্রমবাসী লোকেরা সকলেই তোমারে নানারূপে সতত উপাসনা করে এবং পণ্ডিতেরা তোমারেই জগতের পিতা ও গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি আজি কোন্ দেবতা ও কোন্ পিতৃলোকের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ?

তখন ভগবান্ নারায়ণ নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! তুমি এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা অতি নিগূঢ়. উহা প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কিন্তু আমি তোমার ভক্তিদর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। সুতরাং আমাকে উহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতে হইল। যিনি সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, কার্য্যবিহীন, অচল, নিত্য এবং ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সর্ব্বভূত হইতে অতীত, পণ্ডিতেরা যাঁহাকে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ত্রিগুণাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; যাঁহা হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয় সমুদ্ভূত হইয়াছে; যিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তভাবে অবস্থান পূর্ব্বক প্রকৃতিনামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই পরমাত্মাই আমাদের উৎপত্তির কারণ। আমরা সেই পরমাত্মাকেই পিতা ও দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পিতা, দেবতা ও ব্রাহ্মণ আর কেহই নাই। তিনিই আমাদিগের আত্মাস্বরূপ। তাঁহা হইতে এই লোকোৎপত্তির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারই

আদেশানুসারে মনুষ্যেরা দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম-বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। ব্রহ্মা, স্থাণু, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম্ম, যম, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, সূর্য্য, সোম, কর্দ্দম, ক্রোধ, বিক্রীত ও প্রচেতা এই একবিংশতি প্রজাপতি সেই পরমাত্মার অনুগ্রহে দৈব ও পৈত্র কার্য্য সমুদায় বিদিত হইয়া তাঁহার সনাতন নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করিয়াছেন। স্বর্গবাসী প্রাণিগণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশাত্মক লিঙ্গশরীর, পঞ্চদশ কলাত্মক স্থূলশরীর, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও কর্ম্মসমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মুক্ত ব্যক্তিদিগেরই পরমাত্মা লাভ হয়। পরমাত্মা স্বভাবতঃ নির্গুণ হইয়াও কেবল মায়াপ্রভাবে সগুণ বলিয়া অভিহিত হন। আমরা সেই পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া জ্ঞানবলে তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিতেছি। বেদাধ্যয়ননিরত ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য আশ্রমবাসিগণ ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা সেই পরমাত্মার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা পরিণামে সেই পরম পদার্থে লীন হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন, সন্দেহ নাই। আমি তোমার ভক্তিদর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তোমার নিকট এই সকল গূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

ষট্‌ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩৬।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবর্ষি নারদ সর্ব্বলোকহিতৈষী নারায়ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেব! তুমি স্বয়ম্ভু হইয়াও লোকের হিতসাধনার্থ ধর্ম্মালয়ে চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছ। এক্ষণে তুমি স্বীয় কার্য্য সংসাধন কর। আমি অদ্য তোমার শ্বেতদ্বীপস্থিত আদ্য মূর্ত্তি অবলোকন করিবার নিমিত্ত গমন করি। আমি সর্ব্বদা গুরুলোকের অর্চ্চনা করিয়া থাকি; অন্যের গোপনীয় বিষয় কদাচ প্রকাশ করি নাই; যত্ন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠান করিয়াছি; কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, অন্যায় লব্ধ দ্রব্যে উদরপূরণ, পরদারাপহরণ, অপবিত্র স্থানে সঞ্চরণ বা অন্যের দান গ্রহণ করি নাই; শত্রু ও মিত্রকে

তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকি এবং সতত ভক্তিভাবে সেই আদিদেবের আরাধনায় নিযুক্ত আছি। যখন আমি এই সমুদায় কার্য্য দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াছি, তখন সেই অনন্তদেবের দর্শনলাভ করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব নহে।

মহাত্মা নারদ এই কথা কহিলে, নিত্যধর্ম্মরক্ষক ভগবান্ নারায়ণ নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, তপোধন! তুমি স্বচ্ছন্দে স্বীয় অভিলষিত স্থলে প্রস্থান কর।

তখন দেবর্ষি নারদ সেই পুরাতন ঋষি নারায়ণকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া মহাবেগে গগনমণ্ডলে উত্থিত হইলেন এবং অচিরাৎ সুমেরু পর্ব্বতে উপনীত হইয়া উহার শিখরদেশে কিয়ৎক্ষণ উপবেশন পূর্ব্বক বায়ু কোণে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ক্ষীর সমুদ্রের উত্তরদিকে শ্বেতনামে সুবিস্তীর্ণ দ্বীপ বিরাজমান রহিয়াছে। উহা সুমেরু পর্ব্বতের মূল হইতে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন উর্দ্ধ। ঐ দ্বীপে বহুসংখ্য বিশুদ্ধসত্ত্ব পুরুষ বাস করিয়া থাকেন। উহাঁরা প্রাকৃতিক স্থূলদেহবিমুক্ত, শব্দাদি বিষয়ভোগশূন্য, নিশ্চেষ্ট, সুগন্ধযুক্ত ও নিষ্পাপ। পাপাত্মারা উহাঁদিগকে দর্শন করিলে, তাহাদের চক্ষু দগ্ধ হইয়া যায়। উহাঁদিগের শরীর বজ্রাস্থির ন্যায় সুদৃঢ়, মস্তক ছত্রাকার ও পদতল রেখাশতসংযুক্ত। উহাঁরা মানাপমানে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকেন। উহাঁদিগের মুষ্ক চারিটী, ক্ষুদ্র দন্ত ষাট্টী ও দীর্ঘদন্ত আট্টী। ঐ সমুদায় অমানুষিক রূপযৌবনসম্পন্ন যোগপ্রভাবলব্ধবলবীর্য্যযুক্ত মহাপুরুষেরা, যাঁহা হইতে বেদ, ধর্ম্ম এবং প্রশান্তচিত্ত মুনি, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বমুখ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী কালকেও গ্রাস করিতে সমর্থ হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইন্দ্রিয়বিরহিত, নিরাহার, স্পন্দশূন্য, সুগন্ধযুক্ত শ্বেতদ্বীপবাসী পুরুষেরা কি প্রকারে উৎপন্ন হইলেন এবং কিরূপ সদ্গতিই বা লাভ করিবেন? ইহলোকে যাঁহারা মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারা কি শ্বেতদ্বীপনিবাসীদিগের ন্যায় লক্ষণসম্পন্ন হন? আপনি সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন; অতএব এক্ষণে আমার এই সন্দেহ অপনোদন করুন। ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে পিতার নিকট যে কথা শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তরপ্রদান উপলক্ষে সেই সুবিস্তীর্ণ উৎকৃষ্ট কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে উপরিচরনামক হরিভক্তিপরায়ণ ধর্ম্মশীল এক নরপতি ছিলেন। উঁহার সদৃশ পিতৃভক্তিপরায়ণ ও অনলস ভূপতি আর কেহই ছিলেন না। ইন্দ্রের সহিত উঁহার বিশেষরূপ সখ্যভাব ছিল। ঐ নৃপতি পূর্ব্বে নারায়ণের বরপ্রভাবে সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। উনি সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যমুখনির্গত পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে পিতৃগণের পূজা করিতেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ ও আশ্রিত ব্যক্তিগণকে অন্নদান করিয়া স্বয়ং আহারে প্রবৃত্ত হইতেন। ঐ সত্যপরায়ণ দয়াবান্ মহীপাল অনাদি-অনন্ত লোকস্রষ্টা দেবদেব ভগবান্ বিষ্ণুকে অন্তরের সহিত ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ মহাত্মার গাঢ়তর বিষ্ণুভক্তি দেখিয়া প্রীত-প্রফুল্লচিত্তে উঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন ও এক আসনে উপবেশন করিতেন। রাজা উপরিচর আপনার রাজ্য, ধনসম্পত্তি, স্ত্রী ও যানবাহন প্রভৃতি সমুদায় ভোগ্যবস্তু নারায়ণপ্রসাদলব্ধ বলিয়া তাঁহাকেই সমস্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক কাম্য ও নৈমিত্তিক যজ্ঞীয় কার্য্য সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার আবাসে পঞ্চরাত্রবেত্তা প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয়গণ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ভোগ্য বস্তু সমুদায় প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে ভোজন করিতেন। ঐ নরপতি যখন ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে কদাচ মিথ্যা বাক্য নির্গত বা মনোমধ্যে কোন প্রকার অসৎকল্পনা সমুদিত হইত না। তিনি অল্পমাত্র পাপকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিতেন না। ঐ নরপতি দেব-গুরু বৃহস্পতির নিকট নীতিশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে প্রজাপালন করিতেন। এক্ষণে ঐ নীতিশাস্ত্র যেরূপে প্রণীত হইল, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সুমেরুপর্ব্বতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাতেজা বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি অবস্থিতি করিতেন। ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল চিত্রশিখণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ। স্বায়ম্ভুব মনু উঁহাদের অষ্টম। ঐ সমুদায় একাগ্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় সংযমী ত্রিকালবিৎ সত্যধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি লোক সকলকে স্ব স্ব নিয়মে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। উঁহারা একমতাবলম্বন পূর্ব্বক লোকের হিতকর বিষয়সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া বেদচতুষ্টয়সম্মত এক উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র প্রস্তুত করেন। ঐ শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় কীর্ত্তিত এবং ভূলোক ও দ্যুলোকের নানাবিধ নিয়মপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ সমুদায় মহর্ষি অন্যান্য তপোধনের সহিত দেবমানের সহস্র বৎসর ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন। নারায়ণ তাঁহাদিগের

প্রতি প্রসন্ন হইয়া সরস্বতী দেবীকে উহাঁদের দেহে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আদেশ করাতে সরস্বতী লোকের হিতসাধনার্থ উহাঁদের দেহে প্রবিষ্ট হন। তপোনুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণেরা বাগ্দেবীর সাহায্য লাভ করিয়া সেই শব্দ, অর্থ ও হেতুযুক্ত শাস্ত্র প্রণয়নে কৃতকার্য্য হন। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্রই সর্ব্বশাস্ত্রের অগ্রে প্রস্তুত হয়। মহর্ষিরা এই ওঁকার সমলঙ্কৃত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে পরম কারুণিক নারায়ণকে শ্রবণ করাইলেন। অচিন্ত্যদেহ ভগবান্ নারায়ণ ঐ শাস্ত্রশ্রবণে পরম প্রীতিলাভ পূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া অদৃশ্যভাবে সেই তপোধনদিগকে কহিলেন, মহর্ষিগণ! তোমরা এই যে লক্ষ শ্লোকাত্মক উৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছ, ইহা হইতেই সমগ্র লোককর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে। ইহা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদের অবিরোধী; সুতরাং ইহাই লোকের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণস্থল হইবে। ব্রহ্মার প্রসন্নতা, রুদ্রদেবের ক্রোধ, তোমাদের প্রজাসৃষ্টি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ভূমি, সলিল, অগ্নি, নক্ষত্র ও অন্যান্য ভূতগণের স্ব স্ব অধিকারে অবস্থান এবং ব্রহ্মবাদিগণের আশ্রম বিষয়ে যেমন কাহারই সংশয় উপস্থিত হয় না, সেইরূপ আমি কহিতেছি, তোমাদিগের এই শাস্ত্রে কদাচ কাহারই সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। স্বায়ম্ভুব মনু এই শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিবেন। বৃহস্পতি ও শুক্র উৎপন্ন হইয়া তোমাদের এই নীতিশাস্ত্র অনুসারে সকলকে উপদেশ প্রদান করিবেন। ইহাঁরা সর্ব্বত্র এই শাস্ত্রপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলে, রাজা উপরিচর বৃহস্পতি হইতে ইহা প্রাপ্ত হইবেন। সেই রাজা সদ্ভাবসম্পন্ন ও আমার প্রতি অতিমাত্র ভক্তিপরায়ণ হইবেন। তিনি তোমাদের এই শাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। তোমাদের প্রণীত এই শাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ ও গুহ্য বিষয় সমুদায় বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তোমরা এই নীতিশাস্ত্র প্রচার করিয়া পুত্র লাভ করিবে এবং রাজা উপরিচরও ইহার প্রভাবে সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবেন। উপরিচরের লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, এই সনাতন নীতিশাস্ত্র অন্তর্হিত হইবে। পুরুষোত্তম নারায়ণ এই কথা বলিয়া সেই তপোধনগণকে বিদায় করিয়া তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন। অনন্তর সত্যযুগে বৃহস্পতি জন্মপরিগ্রহ করিলে, সেই মহর্ষিগণ তাঁহার হস্তে সেই বেদবেদাঙ্গমূলক নীতিশাস্ত্রের প্রচারভার অর্পণ করিয়া তপস্যা করিবার জন্য স্বীয় অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন।

সপ্তত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩৭।

হে বৎস! মহাকল্পাবসানে বিবিধ গুণসমন্বিত অঙ্গিরাসুত বৃহস্পতি জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণের পৌরহিত্য গ্রহণ করিলে, দেবতারা সাতিশয় নির্বৃতি লাভ করিয়াছিলেন। রাজা উপরিচর তাঁহার শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট সপ্তর্ষিপ্রণীত সমুদায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ঐ নরপতি দৈববিধি অনুসারে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য পালন করিতেন। উনি মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে বৃহস্পতি হোতা, এবং প্রজাপতিপুত্র একত, দ্বিত ও ত্রিত, মহর্ষি ধনুধাখ্য, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, মেধাতিথি, তাণ্ড্য, শান্তি, বেদশিরা, শালিহোত্রের পিতা কপিল, আদ্য কঠ, বৈশম্পায়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তৈত্তিরি, মহর্ষি কণ্ব ও দেবহোত্র সদস্য হইয়াছিলেন। ভূপতির আদেশানুসারে যজ্ঞভূমিতে সমুদায় যজ্ঞীয় দ্রব্য সঞ্চিত হইয়াছিল। রাজা উপরিচর এমন অহিংসাপরায়ণ ছিলেন যে, তিনি ঐ যজ্ঞেও পশুহত্যা করেন নাই; বনসম্ভূত দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞভাগ সমুদায় কল্পিত হইয়াছিল। সংসারভারহর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণ ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে উপরিচরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া গগনমণ্ডল হইতে কেবল তাঁহাকেই আত্মরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় যজ্ঞভাগ হরণ করেন। তৎকালে আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। তখন ভগবান্ বৃহস্পতি অদৃশ্যভাবে যজ্ঞভাগ গৃহীত হইল দেখিয়া সাতিশয় ক্রোধপরবশ হইয়া পুনরায় নারায়ণের ভাগ কল্পিত ও আকাশমার্গে মহাবেগে স্রুক্ উদ্যত করিয়া বাষ্পপূর্ণলোচনে রাজা উপরিচরকে কহিলেন, নরপতে! এই আমি ভগবান্ নারায়ণের উদ্দেশে যে যজ্ঞভাগ স্থাপন করিলাম, ইহা নিশ্চয়ই তিনি মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার সাক্ষাতে গ্রহণ করিবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উপরিচরের যজ্ঞে সমস্ত দেবতা মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু ভগবান্ নারায়ণ কি নিমিত্ত অদৃশ্যভাবে যজ্ঞভাগহরণে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তখন রাজা উপরিচর ও সদস্যগণ বৃহস্পতিকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ক্রোধপ্রকাশ করা সত্যযুগের ধর্ম্ম নহে; অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করা আপনার কর্ত্তব্য। আপনি যে দেবতার ভাগ কল্পনা করিতেছেন, তাঁহার ক্রোধ নাই। ঐ মহাত্মা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনিই উঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হন; তদ্ভিন্ন আর কেহই উঁহাকে দর্শন

করিতে পারে না। তখন সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহাত্মা একত, দ্বিত ও ত্রিত বৃহস্পতিকে কহিলেন, দেবগুরো! আমরা ব্রহ্মার মানসপুত্র; পূর্ব্বে আমরা দেবদেব সনাতন নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভের বাসনায় ক্ষীরোদসমুদ্রের অদূরস্থিত সুমেরুপর্ব্বতের উত্তরভাগস্থ রমণীয় প্রদেশে গমন পূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চলভাবে সমাহিত চিত্তে সহস্র বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলাম। ঐ তপস্যাসমাধানের পর আমাদের অবভৃথ স্নানসময়ে স্নিগ্ধ ও গম্ভীর স্বরে এই আকাশবাণী আমাদের শ্রবণগোচর হইল যে, হে বিপ্রগণ! তোমরা ভগবান্ নারায়ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভের নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা করিয়াছ বটে, কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করা তোমাদের পক্ষে অতি দুষ্কর। ক্ষীরোদসাগরের উত্তর ভাগে শ্বেতদ্বীপনামে এক প্রভাসম্পন্ন প্রসিদ্ধ স্থান আছে। ঐ দ্বীপে চন্দ্রসমতেজা বহুসংখ্যক মহাত্মা বাস করেন। উহাঁরা সকলেই ইন্দ্রিয়শূন্য, স্পন্দবিহীন, সুগন্ধযুক্ত ও নারায়ণের প্রতি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ; ঐ মহাত্মারাই পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন। ঐ স্থানে দেবদেব নারায়ণের আবির্ভাব রহিয়াছে; অতএব তোমরা যদি তথায় গমন করিতে পার, তাহা হইলে, কথঞ্চিৎ তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হইবে।

আমরা এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া ভগবানের দর্শনলাভবাসনায় দৈবনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনপূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে সেই শ্বেতদ্বীপে উপনীত হইলাম। কিন্তু তথায় গমন করিবামাত্র আমাদের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন আমরা সেই পরম পুরুষের কথা দূরে থাক, তত্রত্য অন্যান্য পুরুষগণকেও দেখিতে পাইলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদের জ্ঞানোদয় হইলে, আমরা, কঠোর তপোবল না থাকিলে, কেহই সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে পারে না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে পুনরায় সাত বৎসর ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিলাম। আমাদের ঐ তপস্যা সমাপ্ত হইলে দেখিলাম, চন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন মহাত্মারা কেহ প্রাঙ্মুখ ও কেহ উদঙ্মুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন। তাঁহারা একাগ্রচিত্তে ভগবান্ নারায়ণের উপাসনা করেন বলিয়াই তিনি তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন। যুগক্ষয়ে সূর্য্যের প্রভা যেরূপ প্রকাশিত হয়, শ্বেতদ্বীপবাসী প্রত্যেক ব্যক্তি সেইরূপ প্রভাসম্পন্ন। আমরা তত্রত্য সমুদায় ব্যক্তিকে তুল্যরূপ তেজঃসম্পন্ন দেখিয়া সেই দ্বীপকে তেজের আবাস

বলিয়া বোধ করিলাম। অনন্তর যুগপৎসমুত্থিত সহস্র সূর্য্যের প্রভা সহসা আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তখন সেই শ্বেতদ্বীপবাসী মহাত্মারা "আমিই সর্ব্বাগ্রে গমন করিব" এই কথা কহিতে কহিতে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করত সেই তেজঃপুঞ্জাভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন। তৎকালে সেই অলৌকিক তেজঃপ্রভাবে সহসা আমাদের দৃষ্টি, বল ও ইন্দ্রিয়শক্তি সমুদায় প্রতিহত হইয়া গেল। তখন কেবল এই মাত্র আমাদের শ্রবণগোচর হইল যে, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার জয়লাভ হউক। হে হৃষীকেশ! তুমি বিশ্বভাবন, মহাপুরুষ ও সকলের আদি; তোমাকে নমস্কার। ঐ সময় বিবিধ গন্ধযুক্ত পবিত্র সমীরণ দিব্য পুষ্প ও ঔষধি বহন করত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই তেজস্বী পুরুষগণ দৃঢ়ভক্তিসহকারে কায়মনোবাক্যে সেই তেজঃপুঞ্জের পূজা আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সেই মহাত্মাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়াই আমাদের বোধ হইল যে, ভগবান্ নারায়ণ নিশ্চয়ই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার মায়াপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারিলাম না। ক্ষণকাল পরে বায়ু প্রতিনিবৃত্ত ও পূজোপহার সমুদায় প্রদত্ত হইলে, আমরা চিন্তায় নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিলাম। ঐ সময় সেই বিশুদ্ধযোনিসম্ভূত সহস্র সহস্র মহাত্মার মধ্যে এক জনও আমাদের প্রতি মনঃসংযোগ বা দৃষ্টিপাত করিলেন না। তাঁহারা সকলেই সুস্থচিত্তে একমাত্র ব্রহ্মের প্রতি চিত্ত সমাধান করিয়া রহিলেন।

এই প্রকারে আমরা ইতিকর্ত্তব্যতাবধারণে অসমর্থ হইয়া সেই স্থানে নিষণ্ণ হইলে, ক্ষণকালমধ্যে এই আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইল যে, হে মুনিগণ! তোমরা এই যে শ্বেতদ্বীপস্থ মনুষ্যগণকে সন্দর্শন করিলে, ইহাঁরা বাহ্যেন্দ্রিয়বিরহিত; ইহাঁরা ভগবান্ নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন। তোমরা সত্বরে স্ব স্ব স্থানে গমন কর। ভক্তিবিহীন ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয় না। বহুকাল তপস্যা করিতে করিতে একবারে তদ্গতচিত্ত হইতে পারিলেই সেই দুর্নিরীক্ষ্য নারায়ণকে দর্শন করা যায়। এখনও তোমাদের কর্ম্ম শেষ হয় নাই। কিয়ৎকাল পরে তোমাদিগকে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইবে। সত্যযুগ অতীত হইয়া বৈবস্বত কল্পে পুনরায় ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে, দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তোমাদিগকে তাঁহাদের সহচর হইতে হইবে।

হে সুরগুরো! আমরা তৎকালে সেই অমৃততুল্য অদ্ভুত আকাশবাণী শ্রবণ করিবামাত্র ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে অভীষ্ট স্থানে সমাগত হইলাম। আমরা এতাদৃশ কঠোর তপোনুষ্ঠান ও হব্য কব্য প্রদান করিয়াও যখন নারায়ণের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হই নাই, তখন তুমি কি প্রকারে তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে। ভগবান্ নারায়ণ এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা, হব্য কব্যভোক্তা, জরামৃত্যুবিহীন, সূক্ষ্ম ও দেবদানবগণের পূজিত।

হে ধর্ম্মরাজ! একত, দ্বিত, ত্রিত ও সদস্যগণ এইরূপে নানাবিধ অনুনয় বিনয় করিলে, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বৃহস্পতি দেবগণের পূজা করিয়া যজ্ঞ সমাধান করিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, সত্যধর্ম্মনিরত রাজা উপরিচর পরমসুখে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিণামে দেহত্যাগ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন। ঐ মহাত্মা বহুকাল স্বর্গবাস করিয়া ব্রহ্মশাপনিবন্ধন তথা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ স্থানেও তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি ভূগর্ভে থাকিয়াও নারায়ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও নারায়ণমন্ত্র জপ করিয়া তাঁহার প্রসাদে পুনরায় মহীতল হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।

অষ্টত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩৮।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! যখন মহারাজ উপরিচর নারায়ণের একান্ত ভক্ত ছিলেন, তখন তিনি কি নিমিত্ত স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে মহর্ষিত্রিদশসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ত্রিদশগণ মহর্ষিদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষিগণ! অজচ্ছেদন করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রানুসারে ছাগ পশুকেই অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মহর্ষিগণ কহিলেন, বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, বীজদ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। বীজের নামই অজ; অতএব যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে ধর্ম্মে পশুচ্ছেদন করিতে হয়, তাহা সাধুলোকের ধর্ম্ম বলিয়া কদাপি স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্যযুগ, এই যুগে পশুহিংসা করা কি রূপে কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?

ত্রিদশ ও ঋষিগণ পরস্পর এই প্রকার বাদানুবাদ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা উপরিচর স্বীয় বলবাহন সমভিব্যাহারে নভোমার্গ দিয়া তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণগণ দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুরগণ! এই মহাত্মা নরপতিই আমাদিগের সন্দেহ নিবারণ করিবেন। এই রাজা যাজ্ঞিক, দানশীল ও সর্ব্বভূতহিতৈষী; ফলতঃ ইনি সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ; অতএব আমরা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ইনি কখনই বিপরীত সিদ্ধান্ত করিবেন না।

তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া রাজা উপরিচরের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ছাগপশু ও ওষধি, এই দুই বস্তুর মধ্যে কোন্ বস্তু দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত? এই বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি উহা দূর কর। আমাদের মতে তুমি যাহা বলিবে, তাহাই প্রমাণ। তখন রাজা বসু কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনাদের মধ্যে কাহার কি প্রকার অভিপ্রায়, অগ্রে আমার নিকট তাহা প্রকাশ করুন। মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ! আমাদের মতে ধান্য দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু দেবতারা কহিতেছেন, যজ্ঞে ছাগ পশু ছেদন করাই বিধেয়। এক্ষণে এ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা ব্যক্ত কর। তখন রাজা বসু দেবগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! ছাগ ছেদন করিয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেয়। তখন সেই সূর্য্যসমতেজা মহর্ষিগণ বিমানস্থিত নরপতি উপরিচরকে আপনাদের মতের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া রোষভরে কহিলেন, মহারাজ! তুমি নিশ্চয়ই দেবগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া এই কথা কহিতেছ; অতএব শীঘ্র স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হও। অদ্যাবধি তোমার দেবলোকে গতি রোধ হইল। তুমি আমাদের শাপপ্রভাবে ভূমি ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে।

তখন রাজা উপরি[illegible] মহর্ষিগণের শাপপ্রভাবে ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার জন্য নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে তাঁহার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইল না। ঐ সময় দেবতারা একত্র হইয়া স্থিরচিত্তে রাজা উপরিচর বসুর শাপমোচনের উপায় চিন্তা করত পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই মহাত্মা আমাদের জন্যই শাপগ্রস্ত হইয়াছেন; এক্ষণে ইহাঁর শাপশান্তির উপায়বিধান করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া হৃষ্টচিত্তে উপরিচ-

হে সুরগুরো! আমরা তৎকালে সেই অমৃততুল্য অদ্ভুত আকাশবাণী শ্রবণ করিবামাত্র ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে অভীষ্ট স্থানে সমাগত হইলাম। আমরা এতাদৃশ কঠোর তপোনুষ্ঠান ও হব্য কব্য প্রদান করিয়াও যখন নারায়ণের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হই নাই, তখন তুমি কি প্রকারে তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে। ভগবান্ নারায়ণ এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা, হব্য কব্যভোক্তা, জরামৃত্যুবিহীন, সুক্ষ্ম ও দেবদানবগণের পূজিত।

হে ধর্ম্মরাজ! একত, দ্বিত, ত্রিত ও সদস্যগণ এইরূপে নানাবিধ অনুনয় বিনয় করিলে, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বৃহস্পতি দেবগণের পূজা করিয়া যজ্ঞ সমাধান করিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, সত্যধর্ম্মনিরত রাজা উপরিচর পরমসুখে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিণামে দেহত্যাগ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন। ঐ মহাত্মা বহুকাল স্বর্গবাস করিয়া ব্রহ্মশাপনিবন্ধন তথা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ স্থানেও তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি ভূগর্ভে থাকিয়াও নারায়ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও নারায়ণমন্ত্র জপ করিয়া তাঁহার প্রসাদে পুনরায় মহীতল হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।

অষ্টত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩৮।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! যখন মহারাজ উপরিচর নারায়ণের একান্ত ভক্ত ছিলেন, তখন তিনি কি নিমিত্ত স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে মহর্ষিত্রিদশসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ত্রিদশগণ মহর্ষিদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষিগণ! অজচ্ছেদন করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রানুসারে ছাগ পশুকেই অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মহর্ষিগণ কহিলেন, বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, বীজদ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। বীজের নামই অজ; অতএব যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে ধর্ম্মে পশুচ্ছেদন করিতে হয়, তাহা সাধুলোকের ধর্ম্ম বলিয়া কদাপি স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্যযুগ। এই যুগে পশুহিংসা করা কি রূপে কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?

ত্রিদশ ও ঋষিগণ পরস্পর এই প্রকার বাদানুবাদ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা উপরিচর স্বীয় বলবাহন সমভিব্যাহারে নভোমার্গ দিয়া তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণগণ দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুরগণ! এই মহাত্মা নরপতিই আমাদিগের সন্দেহ নিবারণ করিবেন। এই রাজা যাজ্ঞিক, দানশীল ও সর্ব্বভূতহিতৈষী; ফলতঃ ইনি সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ; অতএব আমরা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ইনি কখনই বিপরীত সিদ্ধান্ত করিবেন না।

তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া রাজা উপরিচরের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ছাগপশু ও ওষধি, এই দুই বস্তুর মধ্যে কোন্ বস্তু দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত? এই বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি উহা দূর কর। আমাদের মতে তুমি যাহা বলিবে, তাহাই প্রমাণ। তখন রাজা বসু কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনাদের মধ্যে কাহার কি প্রকার অভিপ্রায়, অগ্রে আমার নিকট তাহা প্রকাশ করুন। মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ! আমাদের মতে ধান্য দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু দেবতারা কহিতেছেন, যজ্ঞে ছাগ পশু ছেদন করাই বিধেয়। এক্ষণে এ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা ব্যক্ত কর। তখন রাজা বসু দেবগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! ছাগ ছেদন করিয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেয়। তখন সেই সূর্য্যসমতেজা মহর্ষিগণ বিমানস্থিত নরপতি উপরিচরকে আপনাদের মতের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া রোষভরে কহিলেন, মহারাজ! তুমি নিশ্চয়ই দেবগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া এই কথা কহিতেছ; অতএব শীঘ্র স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হও। অদ্যাবধি তোমার দেবলোকে গতি রোধ হইল। তুমি আমাদের শাপপ্রভাবে ভূমি ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে।

তখন রাজা উপরিচর মহর্ষিগণের শাপপ্রভাবে ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার জন্য নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে তাঁহার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইল না। ঐ সময় দেবতারা একত্র হইয়া স্থিরচিত্তে রাজা উপরিচর বসুর শাপমোচনের উপায় চিন্তা করত পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই মহাত্মা আমাদের জন্যই শাপগ্রস্ত হইয়াছেন; এক্ষণে ইহাঁর শাপশান্তির উপায়বিধান করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া হৃষ্টচিত্তে উপরিচ-

রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত; ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের পরম গুরু। তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন। এক্ষণে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাঁদের তপোবলে অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অতঃপর তোমাকে নিশ্চয়ই স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ত্তে প্রবেশ করিতে হইবে। অতএব আমরা এক্ষণে তোমার উপকারসাধনার্থ তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি অভিশাপদোষে যতদিন ভূগর্ত্তে বাস করিবে, ততদিন যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহভিত্তিতে যে ঘৃতধারা প্রদান করিবেন, সেই ঘৃতভক্ষণ দ্বারা তোমার ক্ষুৎপিপাসা শান্তি হইবে। ঐ ঘৃতধারাকে লোকে বসুধারা বলিয়া কীর্ত্তন করিবে; এক্ষণে দুঃখিত হইও না; তুমি যখন ভূগর্ত্তে বাস করিবে, তৎকালে ঐ বসুধারাও আমাদের প্রদত্ত তেজের প্রভাবে ক্ষুৎপিপাসা তোমাকে কোনক্রমেই নিপীড়িত করিতে পারিবে না। আমরা তোমাকে আরও এই বর প্রদান করিতেছি যে সর্ব্বদেবপ্রধান ভগবান্ বিষ্ণু অবশ্যই তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তোমাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবেন। দেবগণ রাজা উপরিচরকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া ঋষিগণের সহিত স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

অনন্তর মহারাজ উপরিচর ভূমিগর্ত্তে প্রবিষ্ট হইয়া নারায়ণের পূজা, নারায়ণনির্দ্দিষ্ট মন্ত্র জপ এবং তাঁহারই উদ্দেশে পঞ্চকালে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ নারায়ণ মহারাজ উপরিচরের ভক্তি দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মহাবেগশালী দ্বিজোত্তম গরুড়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পক্ষিরাজ! ধর্ম্মাত্মা রাজা উপরিচর বসু কোপাবিষ্ট ব্রাহ্মণগণের অভিশাপপ্রভাবে ভূবিবরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং এক্ষণে তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব তুমি আমার আদেশক্রমে শীঘ্র ঐ ভূপতিকে নভোমণ্ডলে আনয়ন কর। তখন বৈনতেয় পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক পবনবেগে ভূবিবরে প্রবিষ্ট ও উপরিচরের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করত সহসা নভোমণ্ডলে গমন করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। রাজা উপরিচর বিহগরাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবামাত্র পুনর্ব্বার দেবদেহ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

হে কৌন্তেয়! এইরূপে মহীপাল উপরিচর বসু স্বীয় বাক্যদোষে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অধোগতি লাভ এবং পরিশেষে দেবগ-

দের প্রসাদে পুনরায় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কেবল দেবাদিদেব বিষ্ণুর আরাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়াই শীঘ্র শাপ হইতে বিমুক্ত ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট উপরিচর বসুর বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে দেবর্ষি নারদ যেরূপে শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন, তাহাও আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্য-মনে শ্রবণ কর।

একোনচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩৯।

হে মহারাজ! অনন্তর দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে উপনীত হইয়া পূর্ণ-চন্দ্রসমপ্রভ তত্রস্থ মনুষ্যগণকে সন্দর্শন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে নমস্কার করিলেন। তখন তাঁহারাও মনে মনে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহামুনি নারদ ভগবান্ নারায়ণের দর্শনলাভবাসনায় জপপরায়ণ ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অনন্যমনে সেই নির্গুণ বিশ্বময় নারায়ণের স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, হে দেবদেবেশ! তুমি নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, লোকসাক্ষী, ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষোত্তম, মহাপুরুষ, অনন্ত, ত্রিগুণময়, অমৃত, অমৃতাক্ষ, অনন্তদেব, আকাশ ও নিত্যস্বরূপ। কার্য্যকারণ দ্বারা কখন তোমাকে অবগত হওয়া যায়; আবার কখন বিদিত হওয়া দুঃসাধ্য। হে নারায়ণ! তুমি সত্যময়, আদিদেব ও সমুদায় কর্ম্মের ফলপ্রদ। তুমি প্রজাপতি, সুপ্রজাপতি, মহাপ্রজাপতি, বনস্পতি, উর্জ্জস্পতি, বাচস্পতি, জগৎপতি, মনস্পতি, দিবস্পতি, মরুৎপতি, জলপতি, পৃথিবীপতি ও দিক্‌পতি। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, তুমি জগতের একমাত্র আধার হইয়া থাক। তুমি অপ্রকাশ্য ও ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা। তুমি যজ্ঞ ও অধ্যয়নাদিস্বরূপ। শাস্ত্রে তোমাকেই মহারাজিকাদি গণচতুষ্টয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি দীপ্তিশীল ও মহাদীপ্তিশীল। তুমি যজ্ঞের প্রধান সাত ভাগ অধিকার করিয়া থাক। তুমি চতুর্দ্দশ যম, যমপত্নী, চিত্রগুপ্তাদি স্বরূপ। তোমারে তুষিত ও মহাতুষিত নামক দেবগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তুমি রোগ ও আরোগ্য, কামাদিবশীভূত ও জিতেন্দ্রিয় এবং স্বাধীন ও পরাধীন। তুমি অপরিমেয়, যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ, পঞ্চযজ্ঞ, ঋত্বিক্, বেদ, অনল ও যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ। যজ্ঞে তোমারেই স্তব করিয়া থাকে এবং তুমি সমুদায় যজ্ঞভাগ অধিকার কর। তুমি দিবারাত্রি, মাস, ঋতু, অয়ন ও সংবৎসর এই পঞ্চকাল বিধাতার অধিপতি। পঞ্চরাত্র বেদে

তোমারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। তুমি বৈকুণ্ঠ, অপরাজিত ও মানসিক। তোমাতে সমুদায় নামের সম্ভব হয়। তুমি ব্রহ্মারও নিয়ন্তা। তুমি দেবব্রত পরিসমাপ্ত করিয়া অবভৃথে পূত হইয়াছ। লোকে তোমারে হংস, পরমহংস, মহাহংস, পরম যাজ্ঞিক, সাংখ্যযোগ ও সাংখ্যমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তুমি জীব, হৃদয়, ইন্দ্রিয়, সমুদ্র, জল, বেদ ও ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে শয়ন কর বলিয়া তোমারে অমৃতেশয়, হিরণ্যেশয়, দেবেশয়, কুশেশয়, ব্রহ্মেশয় ও পদ্মেশয় এই ছয় নামে আহ্বান করা যায়। তুমি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বক্সেন, জগতের আদি কারণ ও প্রকৃতি। তোমার আস্যদেশ অনলস্বরূপ। তুমি বড়বানল, আহুতি, সারথি, বষট্‌কার, ওঁকার, অপস্যা, মন, চন্দ্রমা, চক্ষু, আজ্য, সূর্য্য, দিগ্‌গজ, দিগ্‌ভানু, বিদিগ্‌ভানু, হয়গ্রীব, ঋগ্বেদোক্ত প্রথম মন্ত্রত্রয়, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের রক্ষক, গার্হপত্যাদি পঞ্চ অগ্নি, ষড়ঙ্গবেদ, প্রাগ্‌জ্যোতিষজ্যেষ্ঠ, সামগ ও সামবেদোক্ত ব্রতধারী, অথর্ব্বশিরাঃ, পঞ্চমহাকল্প, ফেনপাচার্য্য, বালখিল্য, বৈখানস, অভগ্নযোগ, পরিসংখ্যাবিহীন, যুগাদি যুগমধ্য, যুগান্ত, আখণ্ডল, প্রাচীনগর্ভ, কৌশিক, পুরুষ্টুত ও পুরুহূতস্বরূপ। তুমি বিশ্বকর্ত্তা ও বিশ্বরূপী। তুমি নাচিকেতনামক হুতাশনে তিন বার যজ্ঞ করিয়াছ। তোমার গতি বা ভোগের ইয়ত্তা নাই। তুমি আদ্যন্তমধ্যবিহীন। তুমি ব্রতাবাস, সমুদ্রাদিবাস, যশোবাস, তপোবাস, দমাবাস, লক্ষ্ম্যাবাস, বিদ্যাবাস, কীর্ত্ত্যাবাস, শ্রীনিবাস ও সর্ব্বাবাস। তুমি বাসুদেব, সর্ব্বচন্দ্রক, হরিহয়, অশ্বমেধ, যজ্ঞভাগহর, বরপ্রদ, সুখপ্রদ ও ধনপ্রদ। তুমি যম, নিয়ম, মহানিয়ম, কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র ও সর্ব্বকৃচ্ছ্র। তুমি নিয়মধর, শ্রমবিহীন, ব্রহ্মচারী, নৈষ্ঠিক, দেবক্রিয়, অজ, সর্ব্বগতি, সর্ব্বদর্শী, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অচল, মহাবিভূতি, মাহাত্ম্যময় শরীর, পবিত্র, মহাপবিত্র, হিরণ্ময়, বৃহৎ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, ব্রহ্মাগ্রগণ্য, প্রজাগণের সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা, মহামায়াধর, চিত্রশিখণ্ডী, বরপ্রদ ও পুরোডাশভাগহারী। তুমি সমুদায় যজ্ঞ অতিক্রম করিয়াছ। তোমার তৃষ্ণা বা সংশয়ের লেশমাত্র নাই। তুমি সর্ব্বকার্য্যে প্রবৃত্ত; আবার সমুদায় হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছ। তুমি ব্রাহ্মণরূপী, ব্রাহ্মণপ্রিয়, বিশ্বমূর্ত্তি, মহামূর্ত্তি, বান্ধব ও ভক্তবৎসল। তোমাকে অসংখ্য নমস্কার। হে ব্রহ্মণ্যদেব! আমি তোমার একান্ত ভক্ত; তোমার দর্শনার্থ একান্ত ব্যগ্র রহিয়াছি।

—*—

চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৪০।

দেবর্ষি নারদ এইরূপ পরম গোপনীয় নাম সমুদায় উচ্চারণ পূর্ব্বক বিশ্বরূপ নারায়ণের স্তব করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিলেন। তখন তপোধন নারদ দেখিলেন, এক অসংখ্যনেত্র, অসংখ্যমস্তক, অসংখ্যবাহু ও অসংখ্যোদর মহাপুরুষ তাঁহার সমীপে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার দেহের কোন স্থান চন্দ্রমার ন্যায়, কোন স্থান অনলের ন্যায়, কোন স্থান শুকপক্ষীর ন্যায়, কোন স্থান স্ফটিকের ন্যায়, কোন স্থান নীল কজ্জলের ন্যায়, কোন স্থান কাঞ্চনের ন্যায়, কোন স্থান প্রবালের ন্যায়, কোন স্থান শ্বেত বৈদূর্য্যমণির ন্যায়, কোন স্থান নীল বৈদূর্য্যমণির ন্যায়, কোন স্থান ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, কোন স্থান ময়ূরগ্রীবার ন্যায় ও কোন স্থান মুক্তাহারের ন্যায় বর্ণে সুশোভিত এবং কোন স্থান বা নিতান্ত অব্যক্ত। তিনি এক মুখে ওঁঙ্কারযুক্ত সাবিত্রী উচ্চারণ ও অন্যান্য মুখ সমূহে আরণ্যক প্রভৃতি বিবিধ বেদমন্ত্র গান করিতেছেন এবং তাঁহার হস্তে বেদী, কমণ্ডলু, বিবিধ শুভ্রবর্ণ মণি, কুশ, মৃগচর্ম্ম, দণ্ডকাষ্ঠ ও জ্বলিত অগ্নি বিদ্যমান রহিয়াছে। পদে অপূর্ব্ব পাদুকা শোভা পাইতেছে। দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের সেই অপরূপ মূর্ত্তিদর্শনে পুলকিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহারে অভিবাদন ও তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

তখন সেই ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! পূর্ব্বে মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত আমারে দর্শন করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা আমার দর্শনলাভে সমর্থ হন নাই। ঐকান্তিক ভক্তি না থাকিলে, কেহই আমারে দর্শন করিতে পারে না। তুমি আমার একান্ত ভক্ত; এই জন্যই আমার দর্শনলাভে সমর্থ হইলে। আমার এই মূর্ত্তি ধর্ম্মালয়ে চারি অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তুমি সর্ব্বদা সেই সমুদায় মূর্ত্তির আরাধনা করিবে। আজি আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। অতএব যদি তোমার কোন বরপ্রাপ্তির বাসনা থাকে, তাহা ব্যক্ত কর।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! আজি আমি আপনার দর্শনলাভ করিয়া তপস্যা, যম ও নিয়মের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইলাম। যখন আমি আপনার এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিদর্শনে সমর্থ হইয়াছি, তখন আমার আজি অন্য বরে আবশ্যক কি?

তখন ভগবান্ নারায়ণ পুনরায় নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এই চন্দ্রসমদীপ্তি জিতেন্দ্রিয় ভক্তগণ আহার পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে আমার ধ্যান করিতেছে। তুমি এখানে অবস্থিতি করিলে, ইহাদিগের বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা; অতএব তুমি সত্বর অন্যত্র গমন কর। এই মহাত্মারা রজ ও তমোগুণ হইতে এককালে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে এবং আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহারা পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করিবে, সন্দেহ নাই। যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দবিহীন, ত্রিগুণাতীত এবং সর্ব্বলোকের আত্মা ও সাক্ষীস্বরূপ; প্রাণিগণের দেহনাশে যাঁহার নাশ নাই; যিনি অজ, নির্গুণ, নিরাকার, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত, ক্রিয়াশূন্য ও জ্ঞানদৃশ্য বলিয়া কথিত হন এবং ব্রাহ্মণগণ যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া মুক্তিলাভ করেন, সেই সনাতন পরমাত্মাকেই বাসুদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহার মাহাত্ম্য ও মহিমা সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে। তিনি শুভাশুভ কার্য্যে কদাচ লিপ্ত হন না। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় সর্ব্বজীবেরই দেহে সতত অবস্থান ও বিচরণ করে। জীবাত্মা ঐ সমস্ত গুণের ভোক্তা; কিন্তু পরমাত্মা ঐ সমুদায় হইতে পৃথক্। তিনি নির্গুণ, গুণপালক, গুণস্রষ্টা ও গুণাতীত বলিয়া কথিত হন। সমস্ত জগৎ জলে, জল জ্যোতিতে, জ্যোতিঃ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনে, মনঃ প্রকৃতিতে ও প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। সেই সনাতন পরব্রহ্ম কিছুতেই লীন হন না; তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহলোকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণীই অনিত্য; কেবল সেই সর্ব্বভূতের আত্মভূত সনাতন বাসুদেবই নিত্য বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ এই পঞ্চভূত একত্র সমবেত হইয়া দেহরূপে পরিণত হয়। যেমন পঞ্চভূতভিন্ন দেহোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ জীবব্যতীত দেহস্থ বায়ু কদাচ সঞ্চালিত হইতে পারে না। এই জন্য দেহমধ্যে জীবাত্মার আবির্ভাব হইলেই দেহ সচেষ্ট হইয়া থাকে। জীবাত্মাই ভগবান্, অনন্ত ও সঙ্কর্ষণ বলিয়া অভিহিত হন। ঐ সঙ্কর্ষণাখ্য জীব হইতে প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি হয়। তিনি সর্ব্বভূতের মনঃস্বরূপ। প্রলয়কালে সর্ব্বপ্রাণীই তাঁহাতে লীন হইয়া থাকে। ঐ প্রদ্যুম্নাখ্য মন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়। তিনি সর্ব্বভূতের অহঙ্কারস্বরূপ। তাঁহা হইতে কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য ও স্থাবরজঙ্গমপূর্ণ সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হয়। তাঁহাকেই ঈশান ও সর্ব্ব কার্য্যের প্রকাশক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পণ্ডিতগণ নির্গুণাত্মক পরমাত্মা বাসুদেব ও জীবাত্মা সঙ্কর্ষণকে এক বলিয়া জ্ঞান করেন। সঙ্কর্ষণ

হইতে প্রদ্যুম্ন মন ও প্রদ্যুম্ন মন হইতে অনিরুদ্ধাখ্য অহঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। আমা হইতেই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। আমিই সৎ, অসৎ, ক্ষর ও অক্ষর সমুদায় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমার ভক্তেরা মুক্তিলাভ করিয়া আমাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা আমাকেই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্দ্দন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি আমারে রূপবান্ অবলোকন করিতেছ; কিন্তু ফলতঃ আমার রূপ নাই। আমার ইচ্ছা হইলেই, আমি মুহূর্ত্তমধ্যে এই রূপ সংহার করিতে পারি। তুমি কেবল আমার মায়াবলেই আমারে এইরূপ দর্শন করিতেছ। হে তপোধন! এই আমি তোমার নিকট মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম। পণ্ডিতেরা আমারেই জীবস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন; জীব আমাতেই লীন হইয়া থাকে। জীব দৃশ্য পদার্থ নহে; অতএব আমি জীবাত্মাকে দর্শন করিয়াছি, এইরূপ বুদ্ধি যেন তোমার উপস্থিত না হয়। আমি সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছি। প্রাণিগণের দেহনাশ হইলেও আমার বিনাশ হয় না। লোকৈকনিদান বেদপাঠনিরত চতুরানন ব্রহ্মা আমার নানাবিধ কার্য্যের চিন্তা করিয়া থাকেন। ভগবান্ রুদ্রদেব ক্রোধপ্রযুক্ত আমার ললাট হইতে বহির্গত হইয়াছেন। এই দেখ, একাদশ রুদ্র আমার দক্ষিণ পার্শ্বে, দ্বাদশ আদিত্য আমার বামপার্শ্বে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমার পৃষ্ঠভাগে ও দেবশ্রেষ্ঠ অষ্টবসু আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন এই দেখ, দক্ষাদি প্রজাপতি, সপ্ত মহর্ষি, বেদ, অসংখ্য যজ্ঞ, অমৃত, ওষধি, তপস্যা, নিয়ম, সংযম, অষ্ট ঐশ্বর্য্য, শ্রী, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, পৃথিবী, বেদমাতা, সরস্বতী, জ্যোতিশ্রেষ্ঠ, ধ্রুবনক্ষত্র, মেঘ, সমুদ্র, সরোবর ও নদী সমুদায়, সত্ত্বাদিগুণত্রয় এবং মূর্ত্তিমান্ চতুর্ব্বিধ পিতৃগণ সকলই আমাতে অবস্থান করিতেছে। দেব ও পিতৃগণের মধ্যে আমিই অদ্বিতীয় আদি পিতা। আমি হয়গ্রীব হইয়া পশ্চিম ও উত্তর সাগরমধ্যে শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত হব্যকব্য ভক্ষণ করিয়া থাকি। আমি যজ্ঞরূপী; পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন আমি অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহারে এই বলিয়া বর প্রদান করিলাম যে, হে ব্রহ্মন্! তুমি কল্পের প্রথমে আমার পুত্র ও সর্ব্বলোকের অধ্যক্ষতা এবং পর্য্যায়ক্রমে কর্ম্মদ্বারা নানাবিধ নাম লাভ করিবে। তুমি যে সীমা নির্দ্দেশ করিবে, তাহা কেহই অতিক্রম করিতে পারিবে না। তুমি বরপ্রার্থীদিগকে বর প্রদান করিতে সমর্থ হইবে। দেব, অসুর, ঋষি, পিতৃ ও

বিবিধ জীবগণ তোমার আরাধনা করিবে। আমি দেবগণের কার্য্য সাধনার্থ পৃথিবীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, তুমি আমারে পুত্রের ন্যায় শাসন ও কার্য্যে নিয়োগ করিবে। হে দেবর্ষে! আমি ব্রহ্মাকে এইরূপ বিবিধ বর প্রদান পূর্ব্বক নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া আছি। নিবৃত্তিই পরম ধর্ম্ম; অতএব সকলেরই নিবৃত্তি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

সাঙ্খ্যশাস্ত্রবেত্তা আচার্য্যগণ আমারে বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন সূর্য্যমণ্ডলস্থ কপিল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আমি বেদশাস্ত্রে ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ও যোগশাস্ত্রে যোগাসক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছি। আমি এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে স্বর্গে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু সহস্র যুগ অতীত হইলে, পুনরায় এই জগৎ সংহার পূর্ব্বক স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জীবকে শরীরস্থ করিয়া একাকী বিদ্যাশক্তির সহিত বিহার করিব। অনন্তর আমার প্রভাবে সেই বিদ্যাশক্তি হইতে পুনরায় সমুদায় বিশ্বের সৃষ্টি হইবে। আমার আদিমূর্ত্তি বাসুদেব হইতে অনন্তদেব সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সমুৎপন্ন হয়। কল্পে কল্পে বারম্বার এইরূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে। সূর্য্য গগনপথে সমুদিত হইয়া অস্তগত হইলে, কাল যেমন পুনরায় বল পূর্ব্বক তাঁহারে স্বস্থানে আনয়ন করে, তদ্রূপ এই সসাগরা পৃথিবী জলমগ্ন হইলে, আমি জীবগণের হিতসাধনার্থ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক পুনরায় ইহারে স্বস্থানে আনয়ন করিব। আমি নৃসিংহদেহ ধারণ করিয়া বলগর্ব্বিত দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিব। হিরণ্যকশিপু বিনাশের পর বিরোচনের বলিনামে এক মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে। ত্রিলোকমধ্যে কেহই তাহারে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। সে ইন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়া ত্রৈলোক্য অপহরণ করিবে। মহাবলপরাক্রান্ত বলি এইরূপ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে, আমি কশ্যপের ঔরসে অদিতিগর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণের অবধ্য দানবরাজ বলিকে পাতালবাসী করিয়া ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব প্রদান ও অন্যান্য দেবগণকে স্ব স্ব পদে সংস্থাপন করিব। পরে ত্রেতাযুগে ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পরশুরাম নামে বিখ্যাত হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে একবারে উৎসন্ন করিয়া ফেলিব। তদনন্তর ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ে দশরথগৃহে অবতীর্ণ হইয়া রামনামে বিখ্যাত হইব। তৎকালে একত ও দ্বিত নামে মহর্ষিদ্বয় ত্রিত মহর্ষির হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া বানরত্ব প্রাপ্ত হইবেন। উঁহাদিগের বংশে যে সমস্ত বানর জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা দেবরাজসদৃশ পরাক্রমশালী হইবে। আমি দেবকার্য্যসাধনার্থ তাহাদিগের সহায়তা

গ্রহণ করিয়া পুলস্ত্যকুলকলঙ্ক রাক্ষসরাজ রাবণকে সবংশে সংহার করিব। অনন্তর দ্বাপর ও কলির সন্ধিসময়ে দুরাত্মা কংসের বিনাশার্থ আমি মথুরাপুরীতে জন্ম গ্রহণ করিব। ঐ সময় সুরশত্রু অসুরগণকে সংহার করিয়া পরিশেষে দ্বারকায় অবস্থিতি করিব। আমি তথায় বাস করিয়া দেবপ্রসূ অদিতির কুণ্ডলাপহারী নরকাসুর এবং ভৌম, মরু ও পীঠনামক অসুরগণকে সংহার করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুর দ্বারকায় আনয়ন, বাণরাজের প্রিয়কারী সুরগণপূজিত মহেশ্বর ও কার্ত্তিকেয়কে পরাজয় এবং বলিতনয় সহস্রবাহুসম্পন্ন বাণরাজকে পরাভূত করিয়া সৌভবিমানবাসী সমুদায় অসুরকুল নির্ম্মূল করিব। আমার কৌশলপ্রভাবেই গার্গ্যের ঔরসপুত্র কালযবন প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। তৎকালে সকল রাজগণের বিরোধী মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ নামে এক অসুর গিরিব্রজে রাজা হইবে। সেই দুর্ম্মতি আমার অপ্রিয়াচরণ করিয়া মদীয় বুদ্ধিবলেই মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিবে। জরাসন্ধ বিনষ্ট হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পৃথিবীস্থ সকল নরপালগণ সমাগত হইলে, আমি তাঁহাদের সমক্ষে শিশুপালকে বিনাশ করিব। এই সকল কার্য্যকালে একমাত্র মহাত্মা অর্জ্জুনই আমার সহায়তা করিবেন। তদনন্তর আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। তখন সকলেই কহিবে যে, মহাত্মা নর ও নারায়ণ পৃথিবীর কার্য্য সাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্য প্রাপ্তির পরে আমি স্বেচ্ছানুসারে ভূভার হরণার্থ দ্বারকাপুরী নির্ম্মূল করিব। আমারই প্রভাবে সমুদয় যাদবগণ মোহান্ধ হইয়া পরস্পর বিনষ্ট হইবে। এইরূপে আমি দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে বাসুদেবাদি মূর্ত্তিচতুষ্টয় গ্রহণ করত প্রভূত কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক স্বীয় লোক সমুদায় লাভ করিব। আমি হংস, কূর্ম্ম, মৎস্য, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথী রাম, কৃষ্ণ ও কল্কী এই দশরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। শ্রুতি বিনষ্ট হইলে আমিই তাহার উদ্ধার সাধন করি; বেদ ও শ্রুতি সত্যযুগে প্রস্তুত হইয়াছে। পুরাণে উহার তাৎপর্য্যার্থ সকল বর্ণিত আছে। আমার মূর্ত্তি সমুদয় বারংবার প্রাদুর্ভূত হইয়া লোককার্য্য সাধন পূর্ব্বক পুনরায় স্ব স্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। হে নারদ! অদ্য তুমি একান্ত মনে আমার যেরূপ দর্শন করিলে, ব্রহ্মাও কখন এইরূপ দর্শন করিতে পারেন নাই। তুমি আমার পরম ভক্ত; এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট পুরাণ, ভবিষ্য ও রহস্য বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

বিশ্বরূপ অবিনাশী নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ

অন্তর্হিত হইলেন। মহর্ষি নারদও অভিলষিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া নরনারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। তিনি এই নারায়ণমুখবিনির্গত বেদচতুষ্টয়মূলক উপনিষদ্ ব্রহ্মার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রহ্মা যে নারদের মুখে বিষ্ণুর অচিন্তনীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি কি পূর্ব্বে উহা অবগত ছিলেন না? লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুসদৃশ; সুতরাং তিনি কি নিমিত্ত তাঁহার মহিমা অপরিজ্ঞাত ছিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সহস্র সহস্র মহাকল্প, সহস্র সহস্র সৃষ্টি ও সহস্র সহস্র প্রলয় অতীত হইয়াছে। সৃষ্টির আরম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি প্রথমাবধিই পরমাত্মা বিষ্ণুরে আপনা হইতে অধিক ও আপনার স্রষ্টা বলিয়া অবগত আছেন; কিন্তু পূর্ব্বে মহাত্মা নারায়ণের নিগূঢ় মাহাত্ম্য তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। অনন্তর তিনি নারদের মুখে ঐ মাহাত্ম্য অবগত হইয়া আপনার আলয়ে যে সকল সিদ্ধ পুরুষ সমাগত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে উহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। তদনন্তর সূর্য্যদেব ঐ সমস্ত সিদ্ধ পুরুষ হইতে বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ করিয়া আপনার ষষ্টি সহস্র অগ্রগামীর নিকট উহা কীর্ত্তন করেন। পরে ঐ সমস্ত সূর্য্যসহচর সুমেরু পর্ব্বতে সমাগত দেবগণকে উহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। অনন্তর অসিতদেবল দেবগণের মুখে সেই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পিতৃগণের নিকট কীর্ত্তন করেন। পরিশেষে আমার পিতা মহারাজ শান্তনু আমারে উহা শ্রবণ করাইয়াছেন। এক্ষণে আমিও তোমার নিকট এই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। দেবতা বা মহর্ষি হউন, যাঁহারা এই বিষ্ণুমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরমাত্মা বিষ্ণুকে পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত নহে, তুমি কদাচ তাহার নিকট এই ঋষিপ্রণীত পরম্পরাগত পুরাণ কদাচ কীর্ত্তন করিও না। তুমি পূর্ব্বে আমার নিকট যে সমস্ত উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছ, ইহাই সকলের সার। যে রূপ দেবাসুরগণ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণ অনেক উপাখ্যান হইতে এই অমৃতোপম উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন। যে মহাত্মা একান্ত মনে নির্জ্জনে প্রতিনিয়ত এই উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করেন, তিনি শ্বেতদ্বীপে গমন পূর্ব্বক চন্দ্রতুল্য প্রভা ধারণ করত সহস্রার্চ্চিঃ নারায়ণে প্রবেশ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। পীড়িত ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই মাহাত্ম্য আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে, নিশ্চয়ই রোগমুক্ত হয়। যিনি এই মাহাত্ম্য

জ্ঞাত হইতে অভিলাষ করেন এবং যিনি বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন, তিনি ভক্তের অভীষ্ট গতি লাভে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি ভক্তিসহকারে সতত সেই পুরুষোত্তম নারায়ণের অর্চ্চনা কর। তিনিই সকলের মাতা, পিতা ও বিশ্বগুরু। সেই ব্রহ্মণ্যদেব তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হউন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত ভীষ্মের মুখে ভগবান্ নারায়ণের এইরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষ্ণুপরায়ণ হইলেন এবং বারংবার নারায়ণের জয় হউক, এই বাক্য উচ্চারণ ও নারায়ণমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। আমার গুরু মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রতিনিয়ত নারায়ণমন্ত্র জপ ও আকাশপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষীরোদ সাগরে গমন ও নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় আপনার আশ্রমে আগমন করেন।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহর্ষি বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট এই উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলে, রাজা তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আপনারা সকলেই সেই নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী ও ব্রতপরায়ণ। আপনারা মহর্ষি শৌনকের যজ্ঞে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমাদির অনুষ্ঠান করুন। পূর্ব্বে আমার পিতা আমার নিকট এই সমুদয় পরম্পরাগত কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

একচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৪১।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনয়! বেদবেদাঙ্গবেত্তা ভগবান্ নারায়ণ একাকী কিরূপে যজ্ঞের ভোক্তা ও কর্ত্তা হইলেন এবং কি জন্যই বা স্বয়ং নিবৃত্তিধর্ম্মতৎপর ক্ষমাশীল ও নিবৃত্তিধর্ম্মের স্রষ্টা হইয়া দেবগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক মাত্র মহাত্মাকে নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী করিয়া অসংখ্য দেবগণকে প্রবৃত্তিমার্গানুযায়ি যজ্ঞের ভাগগ্রাহী করিলেন। এই সকল বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; তুমি বিশেষরূপে নারায়ণকথা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব আমার সংশয় দূর করিয়া দাও।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! মহাত্মা বৈশম্পায়ন জনমেজয় কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে যাহা কহিয়াছিলেন, আমি আপনার নিকট সেই বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহা হইলেই, আপনার

সংশয় দূরীকৃত হইবে। একদা মহারাজ জনমেজয় মহাত্মা বৈশম্পায়নের নিকট নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি কহিলেন, একমাত্র মোক্ষই পরম সুখের মূল; যাঁহারা পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই অতুল তেজঃসম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণে লীন হইতে সমর্থ হন। কিন্তু যখন অসুর ও মানবগণ প্রবৃত্তিধর্ম্মে নিরত হইয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই মোক্ষধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবৃত্তিধর্ম্মে নিরত হইয়া হব্যকব্য ভক্ষণে অনুরক্ত হইয়াছেন, তখন আমার বোধ হয়, মোক্ষধর্ম্ম নিতান্ত দুরনুষ্ঠেয়। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমাত্মায় লীন হইবার উপায় পরিজ্ঞাত নহেন। সেই নিমিত্তই কি তাঁহারা শাশ্বত মোক্ষমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া বারম্বার স্থানচ্যুত হইতেছেন? যাহা হউক, যখন ব্রহ্মাদি দেবগণও নিবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, তখন মোক্ষধর্ম্মকে কিরূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই সংশয় হৃদয়নিখাত শল্যের ন্যায় আমাকে উদ্বেজিত করিতেছে; অতএব আপনি দেবতারা কি নিমিত্ত যজ্ঞের ভাগগ্রাহী হইলেন এবং কি নিমিত্তই বা ইহলোকে যজ্ঞস্থলে তাঁহাদিগকে আরাধনা করে; বিশেষতঃ যে দেবতারা যজ্ঞে ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আবার মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কাহারে ভাগ প্রদান করেন, এই সমুদায় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় দূর করুন।

মহারাজ জনমেজয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি বৈশম্পায়ন তাঁহারে কহিলেন, রাজন্! তুমি আমার নিকট অতি গূঢ় বিষয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ; তপস্যা, বেদবিদ্যা ও পুরাণবিদ্যা না থাকিলে কেহই এই প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বে আমরা ঐরূপ প্রশ্ন করাতে আচার্য্য মহর্ষি বেদব্যাস আমাদিগের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমার নিকট তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও আমি আমরা পাঁচ জন তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতাম; আমরা সকলেই শৌচাচারপরায়ণ জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলাম। তিনি আমাদিগকে চারিবেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করাইতেন। এক্ষণে তুমি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমরাও একদা সিদ্ধচারণসেবিত পরম রমণীয় হিমাচলে বেদাভ্যাস করিতে করিতে গুরুর নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। আমরা

প্রশ্ন করিলে অজ্ঞানবিনাশী পরাশরতনয় বেদব্যাস আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ! আমি পূর্ব্বে অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম। সেই তপঃপ্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদায় অবগত আছি। আমি ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রসন্নতা নিবন্ধন আমার ত্রৈকালিক জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। আমি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা কল্পের প্রথমাবস্থায় যে সকল ঘটনা দর্শন করিয়াছি, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতেরা যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যিনি স্বীয় কর্ম্মবলে মহাপুরুষসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি এবং অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ত্রিলোক সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ব্যক্ত অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ অনিরুদ্ধকেও সর্ব্বতেজোময় অহঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। উনি লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাঁ হইতেই পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ ও জ্যোতি এই পঞ্চ মহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে। মহাভূতপঞ্চকের সৃষ্টির পর উহাদের গুণ সমুদায়ের সৃষ্টি হয়। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ ও স্বায়ম্ভুব মনু এই আট মহাত্মা ব্রহ্মার প্রভাবে ঐ পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। উহাঁরাই এই বিশ্বসংসারের প্রতিষ্ঠাতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা; লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সাঙ্গবেদ ও সাঙ্গযজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে মহারুদ্র সম্ভূত হইয়া অন্য দশ রুদ্রের সৃষ্টি করেন। এই একাদশ রুদ্র সকলেই ব্রহ্মার অংশস্বরূপ। এইরূপে একাদশ রুদ্র ও মরীচি প্রভৃতি দেবর্ষি সমুদয় সমুৎপন্ন হইয়া লোকসৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের সৃষ্টি করিলেন; এক্ষণে আমরা কে কোন্ অধিকারে অবস্থান ও কিরূপে উহা প্রতিপালন করিব এবং কাহার কিরূপ ক্ষমতা থাকিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন।

দেবগণ এই কথা কহিলে, লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছ; তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা যে বিষয়ের চিন্তা করিতেছ, আমারও ঐ চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কি প্রকারে ত্রিলোকের নিস্তার এবং কিরূপেই বা তোমাদিগের ও আমার বলরক্ষা হইবে, সেই চিন্তাতেই আমি নিমগ্ন রহিয়াছি। অতএব এক্ষণে চল, আমরা

সকলে সমবেত হইয়া লোকসাক্ষী অপ্রকাশ্যরূপী ভগবান্ নারায়ণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হই। তিনিই আমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিবেন।

ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে, দেব ও ঋষিগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ক্ষীরোদ সাগরের উত্তরকূলে গমন পূর্ব্বক বেদশাস্ত্রানুসারে মহানিয়ম নামে ঘোরতর তপস্যার আরম্ভ করিয়া একাগ্রচিত্তে ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে দেব পরিমাণের সহস্র বৎসর অতীত হইলে, ভগবান্ নারায়ণের এই বেদবেদাঙ্গবিভূষিত সুমধুর বাক্য তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, হে ব্রহ্মাদিদেবগণ! হে তপোধনগণ! আমি তোমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি, তোমরা ত্রিলোকের হিতকর মহৎকার্য্য অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছ; আমি তাহা অবগত হইয়াছি; এক্ষণে তোমাদিগের বলবর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য। তোমরা আমার আরাধনার নিমিত্ত কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। অতএব আমি তোমাদিগকে তাহার অনুরূপ ফল প্রদান করিতেছি, উপভোগ কর। তোমরা সকলে সমবেত হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক আমার ভাগ কল্পনা কর। তাহা হইলেই আমি তোমাদিগকে অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দিব।

তখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ দেবদেব নারায়ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে বেদোক্ত বিধি অনুসারে বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা, দেবগণ ও মহর্ষিগণ সকলেই মায়াতীত সর্ব্বোন্নত সর্ব্বগামী ভাস্করের ন্যায় ভাস্বর পরম পুরুষ নারায়ণের উদ্দেশে ভাগ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ অলক্ষিতভাবে নভোমণ্ডলে অবস্থান করত দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা যেরূপ ভাগ কল্পনা করিয়াছ, তৎসমুদায়ই আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে আমি তোমাদিগের প্রতি অতিমাত্র প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তোমরা প্রতিযুগেই প্রভূতদক্ষিণা দানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলভাগী হইবে। এই ত্রিলোকমধ্যে যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, তাহাদিগকে বেদবিধানানুসারে তোমাদিগের নিমিত্ত ভাগ কল্পনা করিতে হইবে। আর এই যজ্ঞে তোমাদিগের মধ্যে আমার নিমিত্ত যিনি যেরূপ ভাগ নির্দ্দেশ করেন, তিনি সেইরূপ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবেন। বেদমধ্যে

আমিই এই রূপ ব্যবস্থা সংস্থাপিত করিয়াছি; তোমরা লোকসমুদায়ের হিতচিন্তা করিয়া থাক; অতএব এক্ষণে স্বীয় স্বীয় অধিকার অনুসারে লোক সকল প্রতিপালন করিতে যত্নবান হও। এই জীবলোকে প্রবৃত্তিফল-মূলক যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত হইবে, তদ্দ্বারা তোমরা পরিতৃপ্ত হইয়া লোকরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। তোমরা মানবগণ কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া পরে আমার সংকার করিবে। বেদ, যজ্ঞ ও ওষধি সকল তোমাদিগের প্রীতিসাধনার্থই নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল বস্তু যথা-নিয়মে ব্যবহৃত হইলেই তোমাদিগের প্রীতিসাধন হইবেক। যাবৎ কল্পক্ষয় না হয়, তাবৎ তোমরা স্ব স্ব অধিকারে অবস্থিতি করিবে। অতএব এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব অধিকারানুসারে লোকরক্ষায় নিযুক্ত হও। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই বেদবেত্তা, বেদাচার্য্য ও কর্ম্মবিশারদ। ইহাঁরা প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাদিগের এই পথ নির্দ্দিষ্ট হইল। এক্ষণে নিবৃত্তিমার্গানুসারীদিগের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন এই সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁদিগের বিজ্ঞানবল স্বতঃসিদ্ধ; ইহাঁরা সকলেই নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী। ইহাঁরা যোগ ও সাংখ্যজ্ঞানবিশারদ, মোক্ষ-ধর্ম্মের আচার্য্য ও মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। প্রকৃতি হইতে অহঙ্কার, সত্ত্বা-দিগুণত্রয় এবং মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। আমি সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। আমি কর্ম্মীদিগের প্রবৃত্তিপথ ও জ্ঞানীদিগের নিবৃত্তি পথস্বরূপ। যে ব্যক্তি যেরূপ পথ অবলম্বন করে, তাহার তদনুরূপ ফল লাভ হয়।

হে দেবগণ! এই প্রজাপতি সকল লোকের গুরু, জগতের আদি কর্ত্তা ও তোমাদিগের পিতাস্বরূপ। ইনি আমার আদেশানুসারে জীবলোকের উপকারে প্রবৃত্ত হইবেন। রুদ্রদেব ইহাঁর ললাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মার আদেশানুসারে লোকের হিত-সাধন করিবেন। এক্ষণে তোমরা অবিলম্বে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়া অধিকারানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। এই ত্রিলোকমধ্যে অচিরাৎ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রাণিদিগের কর্ম্ম, গতি ও নিয়মিত আয়ুর বিষয় আলোচনা কর। এই সত্যযুগ সকল কাল হইতে শ্রেষ্ঠ;

এই যুগে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক পশু ছেদন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ; এই যুগে ধর্ম্ম চারিপদ; এই সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইবে। এই ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম ত্রিপাদ। তখন যাগযজ্ঞে পশু সকলকে মন্ত্রপূত করিয়া ছেদন করিবার কিছুই বাধা থাকিবে না। ত্রেতাযুগের পর দ্বাপর যুগ। এই যুগে ধর্ম্মের দুই পাদহীন হইবে। তখন পাপ ও পুণ্য তুল্যরূপ আধিপত্য প্রদর্শন করিবে। দ্বাপরের পর কলিযুগ উপস্থিত হইবে। ঐ যুগে ধর্ম্ম একপাদমাত্র বিরাজমান থাকিবে।

ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে, আমাদিগের কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আপনি তদ্বিষয়ের উপদেশ প্রদান করুন।

নারায়ণ কহিলেন, হে মহাপুরুষ সকল! ঐ সময় যেখানে বেদ, যজ্ঞ, তপ, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও অহিংসা থাকিবে, তোমরা সেই স্থানেই ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবস্থিতি করিবে। ঐ সময় যেখানে অবস্থিতি করিলে অধর্ম্ম তোমাদিগকে স্পর্শও করিতে না পারে, সেই স্থানে বাস করাই তোমাদিগের কর্ত্তব্য।

ভগবান্ নারায়ণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করত স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। কেবল একমাত্র ব্রহ্মাই নারায়ণকে দর্শন করিবার মানসে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু হস্তে গ্রহণ করত সাঙ্গ বেদ উচ্চারণ করিতে করিতে ব্রহ্মার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অমিত পরাক্রমশালী হয়গ্রীব নারায়ণকে দর্শন করিবামাত্র প্রণাম করিয়া লোকত্রয়ের হিতার্থ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ত্রিলোকের কার্য্যভার বহন কর। তুমি সর্ব্বভূতের স্রষ্টা ও জগতের নিয়ন্তা; আমি তোমার প্রতি সমুদায় ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যখন দেবগণের কার্য্যভার বহন করা তোমার একান্ত দুঃসাধ্য হইবে, তখন আমি অংশে অবতীর্ণ হইব। ভগবান্ নারায়ণ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মাও তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে নারায়ণ যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ

প্রদান দ্বারা স্বয়ং উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং মুমুক্ষুদিগের প্রধান গতি নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া অন্যান্য লোকের নিমিত্ত প্রবৃত্তি ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি আদি, অন্ত ও মধ্য; তিনি প্রজাগণের বিধাতা, ধ্যেয়, কর্ত্তা ও কার্য্য। তিনি যুগান্তকালে ত্রিলোক সংহার করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব, আবার আদিতে জাগরিত হইয়া পুনরায় জগৎ সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি নির্গুণ, অজ, বিশ্বরূপ ও দেবগণের তেজঃস্বরূপ। তিনি পঞ্চ মহাভূত, একাদশ রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমার, বায়ু, বেদ, বেদাঙ্গ যজ্ঞ, তপস্যা, তেজ, যশ, বাক্য ও নদীসমুদায়ের অধিপতি। তিনি সমুদ্রবাসী, নিত্য, মুঞ্জকেশী, ও শান্তস্বরূপ। জীবগণ তাঁহা হইতেই মোক্ষধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করে। তিনি কপর্দ্দী, বরাহ, একশৃঙ্গ, ধীমান্, বিবস্বান্, হয়গ্রীব, চতুর্ম্মূর্ত্তিধারী, পরমগুহ্য, জ্ঞানদৃশ্য, ক্ষয় ও অক্ষয়। তিনি স্বীয় অব্যাহত গতিপ্রভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন। কেবল জ্ঞানচক্ষুদ্বারা সেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারা যায়। হে শিষ্যগণ! আমি পূর্ব্বে জ্ঞানবলে এই বিষয় সমস্ত অবগত হইয়াছি; এক্ষণে আমি তোমাদিগের কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর তোমরা আমার বাক্যানুসারে বেদপাঠদ্বারা সেই নারায়ণের স্তুতিগান, তাঁহার সেবা ও তাঁহার পূজায় অনুরক্ত হও।

হে জনমেজয়! ধীমান্ মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ কহিলে, তাঁহার পুত্র শুকদেব ও আমরা সকলে তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া ঋক্‌বেদ পাঠদ্বারা নারায়ণের স্তব করিয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তাহা আমি কীর্ত্তন করিলাম। আমাদিগের আচার্য্য বেদব্যাস পূর্ব্বে আমাদের নিকট এই প্রকার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যিনি ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার কিছুমাত্র রোগ থাকে না; প্রত্যুত তিনি অলৌকিক রূপসম্পন্ন ও বলশালী হইয়া থাকেন। এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিলে আতুর ব্যক্তি রোগ হইতে এবং বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে নিমুক্ত হয়। কামী ব্যক্তিরা পূর্ণকাম ও দীর্ঘায়ু হয়। বন্ধ্যা স্ত্রীর বন্ধ্যাতাদোষ তিরোহিত হইয়া যায় এবং ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বজ্ঞতা, ক্ষত্রিয়গণ বিজয়শ্রী, বৈশ্যেরা বিপুল ধনসম্পত্তি, শূদ্রেরা সমস্ত সুখ, পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্র এবং কন্যা অভিলষিত পতি লাভ করে। গর্ব্ভিণী গর্ব্ভবেদনায় এই স্তব শ্রবণ করিলে, অবিলম্বে পুত্র প্রসব করে। পথিকেরা পথিমধ্যে এই স্তব পাঠ করিলে, নির্ব্বিঘ্নে পথাতিক্রমে সমর্থ হয়। ফলতঃ এই স্তব পাঠ করিলে, যে যাহা বাসনা

করে, সে অনায়াসে তাহা প্রাপ্ত হয়। ভক্তেরা মহাত্মা বেদব্যাসের মুখ-নির্গত এই নারায়ণমাহাত্ম্য এবং মহর্ষি ও দেবগণের একত্র সমাগম-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনায়াসে পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

দ্বিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৪২।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যগণের সহিত যে সমুদায় নামোচ্চারণ পূর্ব্বক মহাত্মা মধুসূদনকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত নামের যথার্থ অর্থ কি? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি উহা শ্রবণ করিয়া শরৎকালীন নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় নির্ম্মল হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ হরি ধনঞ্জয়ের সমীপে আপনার গুণ ও কর্ম্মানুসারে নাম সমুদায়ের যেরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহামতি অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কেশব! তুমি সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সর্ব্বলোকের অভয়দাতা এবং ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের অধিপতি। তুমিই সকল লোকের অভয়দাতা; এক্ষণে মহর্ষিরা বেদ ও পুরাণ মধ্যে তোমার যে সকল গুণকর্ম্মানুরূপ নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি তৎসমুদায়ের প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি; অতএব তুমি উহা কীর্ত্তন কর। তুমি ভিন্ন আর কেহই উহা ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে।

বাসুদেব কহিলেন, অর্জ্জুন! মহর্ষিরা বেদচতুষ্টয়, উপনিষৎ, পুরাণ, জ্যোতিষ, সাঙ্খ্য, যোগশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদে আমার অনেক নাম কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল নামের মধ্যে কতকগুলি গুণসম্ভূত ও কতকগুলি কর্ম্মসম্ভূত। তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ; অতএব এক্ষণে তুমি আমার কর্ম্মসম্ভূত নাম সকলের অর্থ অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। সেই নির্গুণ গুণস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার। তাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মা ও ক্রোধে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন; তিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বের কারণ এবং অষ্টাদশ গুণযুক্ত সত্ত্বস্বরূপ। তিনি আমার উৎপত্তিস্থান; তিনিই ভূলোক ও দ্যুলোকরূপে লোক সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি কর্ম্মফল ও চিন্মাত্রস্বরূপ। তিনি সর্ব্বলোকের আত্মা ও আরাধ্য, তাঁহা হইতেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে। তিনি তপ, যজ্ঞ, যাজ্ঞিক, চিরন্তন পুরুষ ও

বিরাট। তিনি লোকের সৃষ্টিসংহার কর্ত্তা অনিরুদ্ধ। ব্রহ্মার রাত্রি অতীত হইলে তাঁহারই অনুগ্রহে একটি পদ্ম প্রাদুর্ভূত হয় এবং তাঁহারই প্রসাদে ঐ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর ব্রহ্মার দিবস অতিবাহিত হইলে, ঐ দেবদেব অনিরুদ্ধের ক্রোধ হইতে লোকসংহারক রুদ্র প্রাদুর্ভূত হন। এইরূপে ব্রহ্মা ও রুদ্র অনিরুদ্ধের প্রসন্নতা ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। ফলতঃ অনিরুদ্ধই সৃষ্টি সংহারের কর্ত্তা; ব্রহ্মা ও মহেশ্বর কেবল তদ্বিষয়ের নিমিত্তমাত্র। জটাজূটধারী শ্মশানালয়বাসী কঠোর ব্রতপরায়ণ পরমযোগী ভীমমূর্ত্তি দক্ষযজ্ঞবিনাশক সূর্য্যের নেত্রোৎপাটক রুদ্রদেব নারায়ণেরই অংশস্বরূপ; আমি সকলের আত্মা, রুদ্রদেব আবার আমার আত্মস্বরূপ। এই জন্যই আমি তাঁহারে অর্চ্চনা করিয়া থাকি। যদি আমি তাঁহার অর্চ্চনা না করি, তাহা হইলে কেহই আমার সৎকার করিবে না। আমি যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছি, সকলে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে, নিয়ম সমুদায় সকলেরই আদরণীয় হয়; এই নিমিত্ত আমি সর্ব্বসাধারণকে আত্মার পূজায় নিরত করিবার বাসনায় রুদ্রদেবের পূজার নিয়ম করিয়াছি। যিনি রুদ্রদেবকে জ্ঞাত আছেন, তিনি আমাকেও জানেন; যিনি তাঁহার অনুগত, তিনি আমারও অনুগত। রুদ্র ও আমি আমরা উভয়েই একাত্মা। আমরা আত্মরূপে সমুদায় ব্যক্তিতে অবস্থান পূর্ব্বক উহাদিগকে কার্য্য সকলে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকি। রুদ্রদেব ব্যতিরেকে আর কেহই আমারে বর প্রদান করিতে পারে না। আমি এই বিবেচনা করিয়া সন্তানের জন্য ভগবান্ রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলাম। আমি আত্মস্বরূপ রুদ্রদেব ভিন্ন আর কোন দেবতাকেই প্রণাম করি না। ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও মহর্ষিগণ সকলেই ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপূজ্য নারায়ণকে পূজা করিয়া থাকেন। অতএব তুমিও এক্ষণে শরণাগতবৎসল, হব্যকব্যভোক্তা বরদাতা হরিকে নমস্কার কর।

এই জগতে মদীয় ভক্তগণ শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভক্ত; তন্মধ্যে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহারা আমা ভিন্ন আর অন্য দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয় না। আমিই উহাদিগের অনন্যগতি। তাহারা নিষ্কাম হইয়া সমুদায় কার্য্য সংসাধন করে। অবশিষ্ট শ্রেণীত্রয়ের ভক্তেরা ফলকামনা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে; সুতরাং চরমে তাহাদিগকে অধঃপতিত হইতে হয়। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। তাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মা ও মহাদেব প্রভৃতি অন্যান্য

দেবতার অর্চ্চনা করিয়াও চরমে আমারে প্রাপ্ত হয়; এই আমি তোমার নিকট ভক্তের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তুমি ও আমি আমরা উভয়ে নর ও নারায়ণ। আমরা কেবল পৃথিবীর ভারলাঘবের জন্য মানবদেহ ধারণ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি যে ও যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। অধ্যাত্মযোগ, মোক্ষধর্ম্ম ও লোকের মঙ্গলকর কার্য্য সকলই আমার বিদিত আছে। আমি মনুষ্যগণের একমাত্র আশ্রয় স্থান।

সলিল নর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; এই কারণে উহার নাম নার। ঐ সলিল পূর্ব্বে আমারই অয়ন, অর্থাৎ আশ্রয় স্থান ছিল বলিয়া আমার নাম নারায়ণ হইয়াছে। বাসু শব্দের অর্থ নিবাস ও দেব শব্দের অর্থ প্রকাশক। আমি সূর্য্য স্বরূপ হইয়া করনিকর দ্বারা সমুদায় জগৎ প্রকাশিত করি এবং সমস্ত জীব আমাতেই বাস করে, এই জন্য আমার নাম বাসুদেব। বিষ্ণু শব্দের অর্থ গতি, উৎপাদক, ব্যাপক, দীপ্তিমান্ এবং প্রবেশ ও নির্গমের স্থান। আমি জীবগণের একমাত্র গতি ও জনয়িতা; আমি এই জগতে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি; আমার কান্তি সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল এবং আমা হইতে সমস্ত জীব সম্ভূত ও পুনরায় আমাতে লীন হইতেছে; এই জন্যই আমার নাম বিষ্ণু হইয়াছে। মনুষ্যেরা দমগুণ দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিবার মানসে ত্রিলোকস্বরূপ আমারে কামনা করিয়া থাকে; এই কারণেই আমার নাম দামোদর হইয়াছে। পৃশ্নি শব্দের অর্থ বেদ, জল, অন্ন ও অমৃত। ঐ বেদাদি পদার্থ সকল আমার গর্ভমধ্যে অবস্থিত আছে বলিয়া আমার নাম পৃশ্নিগর্ভ হইয়াছে। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে, একত ও দ্বিত এই উভয়ে ত্রিতকে কূপ মধ্যে নিপাতিত করিলে, ত্রিত হে প্রশ্নিগর্ভ! আমারে উদ্ধার কর, এই বলিয়া আমার নামোচ্চারণ করাতে উদপান হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সূর্য্য, অনল ও চন্দ্রের যে সকল করজাল প্রকাশিত হয়, তৎসমুদায় আমার কেশস্বরূপ; এই জন্য ব্রাহ্মণেরা আমারে কেশব নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহামতি উতথ্য স্বীয় ভার্য্যাতে গর্ভাধান করিয়া প্রস্থান করিলে, একদা বৃহস্পতি সেই উতথ্য ভার্য্যার সহবাস বাসনায় তাঁহার নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। বৃহস্পতি আগমন করিলে, ঐ গর্ভস্থ বালক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আমি জননীর গর্ভে অবস্থান করিতেছি; অতএব আপনি আর আমার জননীরে আক্রমণ করিবেন না। গর্ভস্থ বালক এইকথা কহিলে, সুরগুরু যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারে এই

বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, যখন তুমি আমারে সম্ভোগসুখে বঞ্চিত করিলে, তখন তোমারে নিশ্চয়ই জন্মান্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। অনন্তর কিছুদিন পরে উতথ্যের পুত্র বৃহস্পতির শাপপ্রভাবে অন্ধ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিল। ঐ পুত্র জন্মান্ধ হওয়াতে প্রথমে দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত হয়। কিন্তু পরিশেষে সাঙ্গবেদাধ্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক বারম্বার আমার কেশব এই নাম কীর্ত্তন করিয়া চক্ষু লাভ করে। তদবধি তাহার নাম গৌতম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে কৌন্তেয়! কি দেবতা, কি ঋষি, যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে আমার কেশব এই নাম কীর্ত্তন করে, নিশ্চয়ই তাহার সমুদায় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। অনল ও চন্দ্র এই উভয়ে এক স্থান হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই চরাচর বিশ্বসংসার রক্ষা করিতেছে; উহারা তাপ প্রদান ও পদার্থ প্রকাশন দ্বারা সমুদায় লোককে আনন্দিত করে বলিয়া হৃষীনামে কথিত হয়। ঐ অনল ও চন্দ্র আমার কেশস্বরূপ বলিয়া আমার নাম হৃষীকেশ হইয়াছে।

ত্রিচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৪৩।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! অনল ও চন্দ্র কিরূপে এক যোনি হইতে সমুৎপন্ন হইলেন? এই বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি উহা দূর কর।

কৃষ্ণ কহিলেন, অর্জ্জুন! আমি এই স্থলে আমারই প্রভাবসম্ভূত একটি পূর্ব্ববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। দেবমানে সহস্রযুগ অতিক্রান্ত হইলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের একবার মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। সে সময় জ্যোতি, বায়ু ও পৃথিবী কিছুই থাকে না। সমস্ত প্রদেশই গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। তখন কি দিন, কি রাত্রি, কি কার্য্য, কি কারণ, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। কেবল ব্রহ্মস্বরূপ জলরাশি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় অজর অমর ইন্দ্রিয়শূন্য ইন্দ্রিয়াতীত অযোনিসম্ভূত সত্যস্বরূপ অহিংসক চিন্তামণিস্বরূপ প্রবৃত্তিবিশেষপ্রবর্ত্তক সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বস্রষ্টা ঐশ্বর্য্যাদি গুণের একমাত্র আশ্রয় প্রকৃতি হইতে অবিনাশী নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন। এই স্থলে শ্রুতিমূলক একটি দৃষ্টান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর;

মহাপ্রলয়কালে কি দিন, কি রাত্রি, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুমাত্র ছিল

না। কেবল বিশ্বব্যাপী প্রকৃতিই বিরাজিত ছিলেন; তিনিই বিশ্বস্বরূপ নারায়ণের রাত্রিস্বরূপ।

তদনন্তর প্রকৃতি সম্ভূত হরি হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। সেই ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিবার বাসনা করিয়া নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নি ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন। পরে ক্রমশঃ সমুদায় প্রজা সৃষ্টি হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ বিভাগ কল্পিত হইল। চন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং অগ্নি ক্ষত্রিয় স্বরূপ হইলেন। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ যে গুণবিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেন, ইহা সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষ। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী কেহই নহে। ব্রাহ্মণের মুখে হোম করিলেই প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করা হয়। এই জন্যই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভূত সমুদায় সৃষ্টি করিয়া লোক সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। যে অগ্নিকে যজ্ঞের মন্ত্র, হোতা, কর্ত্তা এবং দেব ও মনুষ্যাদি সর্ব্বলোকের হিতসাধক বলিয়া বেদমন্ত্র ও শ্রুতিতে নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই অগ্নি ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। যেমন মন্ত্র ভিন্ন আহুতি প্রদত্ত ও পুরুষ ভিন্ন তপ অনুষ্ঠিত হয় না, সেইরূপ অগ্নিভিন্ন বেদ, দেবতা, মনুষ্য ও ঋষিগণের পূজা হয় না; এই জন্যই অনল হোতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। মনুষ্যগণমধ্যে ব্রাহ্মণেরই হোতৃকার্য্যে অধিকার আছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র অধিকার নাই। এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণেরা অগ্নিস্বরূপ। যজ্ঞ সমুদায় দেবগণের তৃপ্তিসাধন করে। দেবগণ যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হইয়া পৃথিবী প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া ব্রাহ্মণমুখে আহুতি প্রদান করিলেই পৃথিবী রক্ষিত হইতে পারে। যিনি ব্রাহ্মণমুখে আহুতি প্রদান না করেন, তাঁহার প্রজ্বলিত হুতাশনে হোম করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণেরা এই জন্যই অগ্নি বলিয়া কথিত হন। বিদ্বানেরা অগ্নির আরাধনা করিয়া থাকেন; বিষ্ণুরূপী অগ্নি সর্ব্ব প্রাণীতে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই স্থানে সনৎকুমার যেরূপ আত্মমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, শ্রবণ কর। সকলের আদিভূত ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে সকল লোকের সৃষ্টি করেন। কিন্তু ঐ সমুদায় লোকমধ্যে ব্রাহ্মণেরাই বেদপাঠ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। শৈক্য যেরূপ গব্যাদি ধারণ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের বুদ্ধি, বাক্য, কর্ম্ম, শ্রদ্ধা ও তপস্যা ভূলোক ও দ্যুলোক ধারণ করিতেছে। সত্য অপেক্ষা ধর্ম্ম, মাতার তুল্য গুরু এবং ব্রাহ্মণের তুল্য উৎকৃষ্ট জীব আর কেহই নাই। যে প্রদেশে ব্রাহ্মণগণ বৃত্তিবিহীন

হইয়া অবস্থান করেন, তথায় বৃষপ্রভৃতি বাহন সমুদায় কাহারেও বহন করে না; যন্ত্র সমুদায় সম্যক্ পরিচালিত হয় না এবং তথাকার লোক সমুদায় উৎসন্ন ও দস্যুবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসে কীর্ত্তিত আছে যে, সর্ব্বকর্ত্তা লোকের হিতকারী বরপ্রদ ব্রাহ্মণেরা নারায়ণের বাক্য সংযমকালে মুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে অন্যান্য বর্ণসমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণই দেবাসুরগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ঐ ব্রাহ্মণগণকে উৎপাদন করিয়াছি এবং আমিই দেবাসুর ও মহর্ষিগণের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করি।

ব্রাহ্মণের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য! দেখ, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া গৌতমের শাপে তাঁহার মুখমণ্ডল হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুজালে সমাকীর্ণ এবং মহর্ষি কৌশিকের অভিশাপে তাঁহার মুষ্ক নিপতিত ও পরিশেষে মেষবৃষ দ্বারা তাঁহার বৃষণ নির্ম্মিত হয়। সর্য্যাতি রাজার যজ্ঞস্থলে মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞভাগ প্রদানে কৃতসংকল্প হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বজ্র নিক্ষেপে সমুদ্যত হইয়া তাঁহার শাপপ্রভাবে স্তম্ভিতবাহু হইয়াছিলেন।

প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞবিনাশনিবন্ধন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক রুদ্রের ললাটদেশে একটী নেত্র উৎপাদন করিয়া দিয়াছেন। যখন রুদ্র ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত দীক্ষিত হন, তখন ভৃগুনন্দন স্বীয় মস্তক হইতে জটা উৎপাটন পূর্ব্বক রুদ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, উহা হইতে ভুজঙ্গ সমুদায় প্রাদুর্ভূত হয়। সেই সকল ভুজঙ্গ রুদ্রদেবকে বারম্বার দংশন করাতেই রুদ্রের কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ কহেন যে, পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে নারায়ণ হস্তদ্বারা মহাদেবের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়াছে।

দেবগুরু বৃহস্পতি অমৃতোৎপাদনকালে পুরশ্চরণ করিবার নিমিত্ত যখন জলে আচমন করেন, তখন জল নিতান্ত কলুষিত ছিল, তদ্দর্শনে বৃহস্পতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রকে এই বলিয়া, শাপ প্রদান করিলেন যে, আমি পুরশ্চরণার্থ আচমন করিতেছিলাম, কিন্তু তুমি এক্ষণে স্বচ্ছ হইলে না; অতএব অদ্যাবধি মৎস্য, কচ্ছপ, ও মকর প্রভৃতি জলজন্তু সকল তোমারে কলুষিত করিবে। সেই অবধি সমুদ্র নানাবিধ জলজন্তুতে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। পূর্ব্বে বিশ্বরূপ নামে ত্বষ্টার পুত্র দেবগণের পুরোহিত হইয়াছিলেন। উঁহার অন্য নাম ত্রিশিরা; তিনি অসুরগণের ভাগিনেয় হইয়াও তাহাদিগকে গোপনে এবং দেবতাদিগকে প্রকাশ্যভাবে

যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। অনন্তর একদা অসুরগণ হিরণ্যকশিপুকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বরূপের মাতার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, ভগিনি! তোমার পুত্র ত্রিশিরা বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত হইয়া তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে এবং আমাদিগকে গোপনে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেছেন। এই কারণে ক্রমে ক্রমে আমাদের বলক্ষয় এবং দেবগণের বল বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব ত্রিশিরা যাহাতে দেবপক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদের পক্ষ অবলম্বন করেন, তুমি সত্বরে তাহার উপায় বিধান কর।

তখন বিশ্বরূপের মাতা ভ্রাতৃগণের বাক্য শ্রবণে তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া নন্দনকাননস্থিত স্বীয় পুত্র বিশ্বরূপের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি কি জন্য শত্রুপক্ষের বলবর্দ্ধন ও মাতুলপক্ষ বিনাশ করিতে সমুদ্যত হইয়াছ? এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বিশ্বরূপের মাতা এই কথা কহিলে, তিনি মাতৃবাক্য নিতান্ত অনুল্লঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া দেবপক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দানবরাজ হিরণ্যকশিপুর নিকট উপনীত হইলেন। বিশ্বরূপ সমাগত হইবামাত্র হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠদেবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে হোতৃপদে নিযুক্ত করিলেন। তখন বশিষ্ঠদেব হিরণ্যকশিপুকে কহিলেন, দানবরাজ! যখন তুমি আমারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ব্যক্তিকে হোতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলে, তখন তোমার যজ্ঞ কদাচ পরিসমাপ্ত হইবে না এবং তুমি অপূর্ব্ব জন্তু কর্তৃক নিহত হইবে। দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপু সেই ব্রহ্মশাপনিবন্ধন অবিলম্বে নৃসিংহমূর্ত্তি নারায়ণ কর্তৃক নিহত হইল।

দানবরাজ হিরণ্যকশিপু এইরূপে নিহত হইলে, বিশ্বরূপ মাতুলকুলের বলবর্দ্ধন বাসনায় ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপঃপ্রভাব দর্শনে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া তপোভঙ্গের নিমিত্ত তাঁহার নিকট কতকগুলি অসামান্য রূপলাবণ্যবতী অপ্সরা প্রেরণ করিলেন। অপ্সরাদিগের রূপ দর্শনে বিশ্বরূপের চিত্ত নিতান্ত বিচলিত হওয়াতে তিনি তাহাদের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে অপ্সরাগণ বিশ্বরূপকে নিতান্ত আসক্ত বিবেচনা করিয়া কহিল, মহাত্মন্! আমরা স্বস্থানে প্রস্থান করি। বিশ্বরূপ অপ্সরাদিগের সেই অসুখকর বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কাতর হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কোথায় গমন করিবে; এই স্থানেই আমার সহিত পরম সুখে অবস্থান কর। তখন অপ্সরোগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহর্ষে! আমরা দেবাঙ্গনা অপ্সরা। আমরা বরদাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে ভজনা করিয়া থাকি।

বিশ্বরূপ অপ্সরোগণের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে প্রস্থান কর; আমি অদ্যই ইন্দ্রাদিদেবগণের বিনাশসাধন করিব। মহাতেজস্বী ত্রিশিরা এই কথা বলিয়া একাগ্রচিত্তে মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মন্ত্রপ্রভাবে তাঁহার তেজ নিতান্ত পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি এক মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞে আহুত সমুদায় সোমরস পান, এক মুখদ্বারা অন্ন ভোজন ও অপর মুখদ্বারা ইন্দ্রাদিদেবগণের তেজ হ্রাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সোমরসপানে বিশ্বরূপকে পুলকিতনেত্র ও একান্ত বিবর্দ্ধিত অবলোকন করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, পিতামহ! বিশ্বরূপ সমুদায় যজ্ঞে সোমরস পান করিতেছে। আমরা একবারে যজ্ঞভাগ লাভে বঞ্চিত হইয়াছি। এক্ষণে অসুরপক্ষ বর্দ্ধিত হইতেছে ও আমরা ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হইতেছি; অতএব আপনি অচিরাৎ আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। দেবগণ এই কথা কহিলে,লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবগণ! মহর্ষি দধীচি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন; তোমরা তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহারে দেহত্যাগ করিতে অনুরোধ কর। তোমরা অনুরোধ করিলেই তিনি শরীর পরিত্যাগ করিবেন। তখন তোমরা তাঁহার অস্থি গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিবে। সেই বজ্র দ্বারা ত্রিশিরার প্রাণ বিয়োগ হইবে।

পদ্মযোনি ব্রহ্মা এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ মহর্ষি দধীচির আশ্রমে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার নির্ব্বিঘ্নে তপোনুষ্ঠান হইতেছে ত? তখন দধীচি তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, দেবগণ! আমি তোমাদিগের কি কার্য্য সম্পাদন করিব, তাহা ব্যক্ত কর। তোমরা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলিবে, আমি অচিরাৎ তাহা সমাধান করিব। তখন দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ত্রিলোকের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত আপনাকে দেহত্যাগ করিতে হইবে।

দেবগণ এই কথা কহিলে, মহাযোগী দধীচি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তথাস্তু বলিয়া আত্মসমাধান পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। দধীচি তনুত্যাগ করিলে, ভগবান্ কমলযোনি তাঁহার অস্থিদ্বারা বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন এবং বিষ্ণু সেই বজ্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই ব্রহ্মাস্থিসমুদ্ভূত দুর্ভেদ্য বজ্রাস্ত্র প্রহারে বিশ্বরূপের শিরশ্ছেদন

করিলেন। বিশ্বরূপের মস্তক ছিন্ন হইবামাত্র তাঁহার দেহ হইতে বৃত্রাসুর সমুৎপন্ন হইল। সুরপতি বজ্রাস্ত্র দ্বারা তাঁহারেও অচিরাৎ বিনষ্ট করিলেন।

এই প্রকারে দুইটি ব্রহ্মহত্যা সম্পাদিত হইলে, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র ভয়প্রযুক্ত সুররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ পূর্ব্বক মানস সরোবরসম্ভূত নলিনীর মৃণালসূত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন। ত্রিলোকনাথ শচীপতি ব্রহ্মহত্যাভয়ে পলায়ন করিল। জগৎ ঈশ্বরবিহীন হইল। দেবগণের মধ্যে রজ ও তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া উঠিল। মহর্ষিগণের মন্ত্রের প্রভাব রহিল না। চারিদিকে রাক্ষসগণ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। বেদ উৎসন্নপ্রায় হইল এবং লোকত্রয় বলবীর্য্যশূন্য ও সুজেয় হইয়া উঠিল।

এইরূপে সমস্ত জগৎ নিতান্ত বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিলে, মহর্ষি ও দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া আয়ুর পুত্র নহুষকে দেবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। নহুষ স্বীয় ললাটস্থিত সর্ব্বভূততেজোহর প্রজ্বলিত পঞ্চশত জ্যোতিপ্রভাবে অনায়াসে স্বর্গ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তখন লোক সকল প্রকৃতিস্থ হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিল। কিছু দিন পরে আয়ুপুত্র নহুষ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি শচীব্যতীত ইন্দ্রোপভুক্ত সমুদায় দ্রব্য অধিকার করিয়াছি; অতএব এক্ষণে শচীকে অধিকার করিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করি। রাজর্ষি নহুষ এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রাণীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করত কহিলেন, সুন্দরি! আমি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব তুমি আমারে ভজনা কর।

শচী কহিলেন, রাজর্ষে! তুমি স্বভাবতঃ ধর্ম্মপরায়ণ; বিশেষতঃ চন্দ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; অতএব পরস্ত্রী স্পর্শ করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। নহুষ কহিলেন, সুন্দরি! আমি ইন্দ্রত্ব লাভ ও ইন্দ্রোপভুক্ত সমুদায় রত্নাদি অধিকার করিয়াছি; তুমি ইন্দ্রোপভুক্ত; অতএব তোমারে অধিকার করিতে আমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম হইবে না। তখন শচী মনুষ্যের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহাত্মন্! আমি এক্ষণে একটি ব্রত অবলম্বন করিয়াছি; অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। কিয়দ্দিন পরে ঐ ব্রত সমাপ্ত হইলেই আমি তোমার নিকট গমন করিব। ইন্দ্রাণী এইরূপ কহিলে, রাজর্ষি নহুষ সেই স্থান হইতে গমন করিলেন।

সেই সময় ইন্দ্রাণী নহুষভয়ে নিতান্ত ভীত ও একান্ত কাতর হইয়া ভর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় উদ্ভাবনার্থ সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন করিলেন। বৃহস্পতি ইন্দ্রাণীকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া ধ্যানপ্রভাবে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, মহাভাগে! তুমি নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক দেবী উপশ্রুতিকে আহ্বান কর, তাঁহার প্রভাবেই তোমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। তখন ইন্দ্রাণী পবিত্রতানিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া উপশ্রুতিকে আহ্বান করিলেন। উপশ্রুতি ইন্দ্রাণীর আহ্বানে অচিরাৎ তথায় উপনীত হইয়া কহিলেন, ইন্দ্রাণি! এই আমি তোমার সমীপে সমাগত হইয়াছি; এক্ষণে আমাকে তোমার কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত কর।

তখন ইন্দ্রাণী তাঁহাকে প্রণতি পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সত্যময়ি! যাহাতে আমার ভর্তৃদর্শন লাভ হয়, আপনি তাহার উপায় উদ্ভাবন করুন। ইন্দ্রাণী এইরূপ কহিলে, দেবী উপশ্রুতি অবিলম্বে তাঁহাকে মানস সরোবরে উপনীত করিয়া, মৃণালগ্রন্থিপ্রবিষ্ট ইন্দ্রকে প্রদর্শন করিলেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় সহধর্ম্মিণী শচীকে সাতিশয় কৃশা দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! কি কষ্ট! ইতিপূর্ব্বে আমি সর্ব্বলোকের অধিপতি ছিলাম; কিন্তু আজি আমি এই মৃণালতন্তু-মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছি। শচী দেবী আমার অনুসন্ধান করিয়া দুঃখিত-চিত্তে এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন। সচীপতি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত মৃণালসূত্র হইতে বহির্গত হইয়া শচীকে কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে কেমন আছ? শচী কহিলেন, নাথ! নরপতি নহুষ আমাকে ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছে; আমিও তাহাকে কিয়দ্দিন অপেক্ষা করিতে কহিয়াছি। শচীনাথ ইন্দ্র শচীর মুখে সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি রাজা নহুষের নিকট গমন পূর্ব্বক বল, মহারাজ! ইন্দ্রের মনঃপ্রীতিকর নানাবিধ বাহন আছে; আমি তাহাতে বহুবার আরোহণ করিয়াছি। অতএব এক্ষণে তুমি অপূর্ব্ব ঋষিযুক্ত যানে আরোহণ পূর্ব্বক আমারে আমার আবাস হইতে আনয়ন কর। ইন্দ্র এইরূপ কহিলে, শচী দেবী পুলকিতান্তঃকরণে অচিরাৎ নহুষসমীপে গমন করিলেন। বাসবও মৃণালগ্রন্থিমধ্যে পুনর্ব্বার প্রবিষ্ট হইলেন।

শচী দেবী নহুষসমীপে উপনীত হইবামাত্র রাজা নহুষ তাঁহাকে দর্শন

করিয়া কহিলেন, সুরসুন্দরি! তুমি আমাকে কিয়দ্দিন অপেক্ষা করিতে কহিয়াছিলে, এক্ষণে কি সেই সময় পূর্ণ হইয়াছে? শচী কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমি আপনাকে ভজনা করিব। কিন্তু আমার মনে একটী অভিলাষ আছে, আপনাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আমি ইন্দ্রের সহিত নানাবিধ যানে আরোহণ করিয়াছি; এক্ষণে তুমি ঋষিযুক্ত যানে আরোহণ পূর্ব্বক আমাকে আমার আবাস হইতে আনয়ন কর।

ইন্দ্রাণী এই কথা কহিয়া প্রস্থান করিলে পর রাজা নহুষ ঋষিবাহ্য যানে আরোহণ পূর্ব্বক শচীর নিকট গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি যানের গতি পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য বাহক মহর্ষিগণকে ভৎসনা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে এক জনের মস্তকে পদাঘাত করিলেন। ঐ মহর্ষির মস্তকে অগস্ত্যদেব বাস করিতেছিলেন। তিনি আপনার দেহে নহুষকে পদাঘাত করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, রে পাপাত্মন্! তুই নিতান্ত অকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। অতএব এক্ষণে আমি তোকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, তদবধি তুই সর্প হইয়া তথায় অবস্থান করিবি। অগস্ত্য দেব এই কথা কহিবামাত্র নহুষ তৎক্ষণাৎ যান হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন।

রাজা নহুষ নিপতিত হইলে, ত্রিলোক পুনর্ব্বার ইন্দ্রশূন্য হইল। তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রের নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! বাসব ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন। আপনি তাঁহাকে এই পাপ হইতে বিমুক্ত করুন। বরদাতা নারায়ণ দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবগণ! এক্ষণে সুরপতি ইন্দ্র বিষ্ণুর উদ্দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। তাহা হইলে তিনি আপনার পদলাভে সমর্থ হইবেন। ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা কহিলে, দেবতা ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহার দর্শন পাইলেন না। তখন তাঁহারা শচীকে কহিলেন, সুভগে! তুমি অচিরাৎ ইন্দ্রকে আনয়ন কর। তখন ইন্দ্রপত্নী ত্বরায় সেই মানসসরোবরে গমন পূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। দেবরাজও শচীর বাক্য শ্রবণে অবিলম্বে সেই সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া, বৃহস্পতির নিকট গমন করিলেন। অনন্তর সুরগুরু দেবরাজের নিমিত্ত এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং ঐ যজ্ঞে কৃষ্ণবর্ণ অতি পবিত্র এক অশ্ব প্রোক্ষিত করিয়া সেই অশ্বেই ইন্দ্রকে আরোহণ

জন্মাইয়া স্বস্থানে উপনীত করিলেন। তখন দেবরাজ ব্রহ্মহত্যা হইতে বিমুক্ত এবং দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া পরম সুখে দেবলোকে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া বনিতা, অগ্নি, বৃক্ষ ও গো সম্প্রদায়ে অবস্থান করিতে লাগিল। এই-রূপে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণগণের তেজঃপ্রভাবে শক্রসংহার করিয়া পুনর্ব্বার দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে মহর্ষি ভরদ্বাজ আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীতে অবতীর্ণ হইয়া আচমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিবিক্রম রূপ ধারণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র মন্দাকিনীর জলদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বক্ষঃস্থল আহত হইবামাত্র তাহাতে একটী চিহ্ন অঙ্কিত হইল। তদবধি বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নে অঙ্কিত রহিয়াছে। মহর্ষি ভৃগুর অভিশাপে অগ্নি সর্ব্বভক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে সুরজননী অদিতি, সুরগণ এই অন্ন ভোজন করিয়া অসুরগণকে সংহার করিবে, মনে করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত অন্নপাক করিয়াছিলেন। তাঁহার পাক সমাপ্ত হইলে, বুধ ব্রত সমাপন করিয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। অদিতি দেবগণের ভোজন না হইলে, অন্য ব্যক্তি অগ্রে সেই অন্ন ভোজন করিতে পারিবে না, এই বিবেচনা করিয়া তৎকালে বুধকে ভিক্ষা প্রদান করিলেন না। তখন বুধ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অদিতিকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমার উদর-মধ্যে একটী ব্যথা উপস্থিত হইবে।

প্রজাপতি দক্ষের যে ষষ্টিসংখ্যক দুহিতা ছিল, তিনি তন্মধ্যে কশ্যপকে ত্রয়োদশটি প্রদান করেন। চন্দ্রের পত্নীগণ সকলেই একরূপ লাবণ্যবতী ছিলেন; কিন্তু চন্দ্র একমাত্র রোহিণীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি-লেন। চন্দ্রমা রোহিণীর প্রতি একান্ত আসক্ত হওয়াতে তাঁহার অন্যান্য পত্নীগণ নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া পিতৃসমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমরা সকলেই তুল্যরূপ রূপলাবণ্যবতী; কিন্তু নিশানাথ এক-মাত্র রোহিণীর প্রতি সমধিক প্রীতি প্রদর্শন করিতেছেন। কন্যাগণ এই-রূপ দুঃখ প্রকাশ করিলে, প্রজাপতি দক্ষ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, অদ্যাবধি চন্দ্র যক্ষ্মারোগে সমাক্রান্ত হইবে। অনন্তর চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের শাপপ্রভাবে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া দক্ষের নিকট উপস্থিত হই-লেন। তখন দক্ষ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমার কন্যাগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি প্রদর্শন কর নাই; এই কারণে আমি

তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছি। ঐ সময় ঋষিগণ নিশানাথকে ক্ষীণ হইতে দেখিয়া কহিলেন, চন্দ্র! তুমি যক্ষ্মারোগপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতেছ; অতএব পশ্চিম সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী হিরণ্যসরোবর তীর্থে গমন পূর্ব্বক অবগাহন কর; তাহা হইলেই এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

তখন ভগবান্ চন্দ্রমা ঋষিগণের বাক্যানুসারে হিরণ্য সরোবরতীর্থে গমন পূর্ব্বক স্নান করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন। তিনি ঐ তীর্থজলে স্নান করিয়া দীপ্তিশালী হইয়াছিলেন বলিয়া, তদবধি ঐ তীর্থ প্রভাসনামে প্রথিত হইয়াছে। দক্ষের সেই শাপপ্রভাবে অদ্যাপি ভগবান্ নিশানাথ প্রতিপৌর্ণমাসীর পর প্রতিদিবস এক কলা পরিহীন হইয়া অমাবস্যায় সম্যক্ অপ্রকাশিত হন। ঐ শাপপ্রভাবে অদ্যাপি তাঁহার দেহে মেঘলেখা-সদৃশ শশলাঞ্ছন স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এক দিন স্থূলশিরা নামক এক মহর্ষি সুমেরুশৈলের উত্তর পূর্ব্ব-দিকে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছিলেন, ইত্যবসরে পবিত্র সমীরণ প্রবাহিত হইয়া তাঁহার দেহ স্পর্শ করিল। তিনি তপঃক্লেশে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, সুশীতল বায়ু স্পর্শ হওয়াতে পরম প্রীত হইলেন। মহর্ষি সমীরণস্পর্শজনিত প্রীতি প্রকাশ করিলে, বনস্পতিগণ বায়ুর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া মহর্ষিকে কুসুমশোভা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, তোমরা অদ্যাবধি আর সর্ব্বসময়ে কুসুমশোভা প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

পূর্ব্বকালে ভগবান্ নারায়ণ ত্রৈলোক্যের হিতসাধনার্থ বড়বামুখনামে মহর্ষি হইয়া সুমেরু পর্ব্বতে তপোনুষ্ঠান করিতে করিতে সমুদ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু সমুদ্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল না। তখন তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় রোমজ গাত্রোত্তাপে সমুদ্রজল স্তিমিত এবং স্বেদজল সদৃশ লবণাক্ত করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে নদীনাথ! আজি অবধি তোমার সলিল অপেয় হইল। কেবল যখন বড়বামুখ অনল তোমার জল পান করিবে, তখন তোমার সলিল সুস্বাদু হইবে। এই নিমিত্ত অদ্যাপি কেবল বড়বামুখ অনলই সাগরজল পান করিয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে ভগবান্ রুদ্রদেব হিমাচলসমীপে তাঁহার কন্যা পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণাভিলাষ প্রকাশ করাতে হিমাচল তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছিলেন। হিমালয় রুদ্রদেবকে কন্যা প্রদানে অঙ্গীকার করিলে,

মহর্ষি ভৃগু তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গিরিরাজ! তুমি আমাকে তোমারই কন্যাটী সম্প্রদান কর। হিমালয় কহিলেন, মহর্ষে! আমি রুদ্রদেবকে কন্যা সম্প্রদান করিব' বলিয়া অবধারণ করিয়াছি। হিমালয় এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু রোষভরে তাঁহারে কহিলেন, যখন তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তখন আমার শাপপ্রভাবে আজি অবধি আর তুমি রত্নভাজন হইবে না। অদ্যাবধি সেই মহর্ষির বাক্য প্রভাবে হিমালয় রত্নবিহীন হইয়া রহিয়াছেন।

হে অর্জ্জুন! ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য এইরূপ অনির্ব্বচনীয়। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের প্রসাদবলেই এই সমস্ত পৃথিবী উপভোগ করিতেছেন। এই-রূপে ব্রহ্মস্বরূপ অনল ও সোমকর্ত্তৃক বিশ্বসংসার রক্ষিত হইতেছে।

অনলস্বরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র সর্ব্বদা এই জগতের হর্ষবিধান করিতেছেন। তাঁহারা আমার চক্ষু এবং তাঁহাদের করনিকর আমার কেশস্বরূপ; এই নিমিত্ত আমি হৃষীকেশ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি। আমি মন্ত্রকর্ত্তৃক আহূত হইয়া যজ্ঞভাগ হরণ করি এবং আমার বর্ণ হরিন্মণির ন্যায়; এই নিমিত্ত লোকে আমাকে হরি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। আমি সর্ব্বলোকের ধামস্বরূপ এবং আমা হইতেই ঋত অর্থাৎ সত্যের বিচার নিষ্পত্তি হয়; এই কারণে ব্রাহ্মণেরা আমাকে ঋতধামা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বে আমি রসাতলগত গোরূপধরা বসু-ন্ধরার উদ্ধারসাধন করিয়াছিলাম। এই জন্য দেবগণ গোবিন্দ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক আমার স্তব করিয়া থাকেন। শিপি অর্থাৎ তেজঃ-প্রকাশ করিয়া সমুদায় পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমার নাম শিপিবিষ্ট হইয়াছে। মহর্ষি জাস্ক সকল যজ্ঞে আমাকে ঐ গূঢ় নামে স্তব করিয়া আমার অনুগ্রহে পাতালগত নিরুক্ত শাস্ত্রের উদ্ধার করিয়াছেন। আমি সমস্ত প্রাণিগণের শরীরমধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করি। কোন কালে জন্মগ্রহণ করি নাই এবং করিবও না; এই জন্য পণ্ডিতগণ আমাকে অজ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি কখন ক্ষুদ্র, অশ্লীল অথবা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই এবং সৎ অসৎ সমু-দায় আমাতে বিনিবেশিত রহিয়াছে; এই কারণে ব্রহ্মলোকবাসী মহর্ষিরা আমাকে সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি কদাচ সত্ত্বগুণ হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই; আমা হইতেই সত্ত্বগুণ সৃষ্ট হইয়াছে। আমি সর্ব্বদা পাপ-বিহীন হইয়া সত্ত্বগুণ সহকারে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সত্ত্বগুণময় জ্ঞান দ্বারাই আমাকে দর্শন করিয়া থাকেন;

এই নিমিত্ত আমি সাত্বতনামে বিখ্যাত হইয়াছি। আমি লাঙ্গলফলকরূপী হইয়া পৃথিবী কর্ষণ করি এবং আমার বর্ণও কৃষ্ণ এই জন্য আমার নাম কৃষ্ণ। আমি অকুণ্ঠিতচিত্তে জলের সহিত পৃথিবীকে, বায়ুর সহিত আকাশকে ও তেজের সহিত বায়ুকে মিলিত করিয়াছি; এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ আমাকে বৈকুণ্ঠ নামে কীর্ত্তন করেন। আমি কখনই নির্ব্বাণস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে চ্যুত হই নাই; এই জন্য আমার নাম অচ্যুত। অধঃশব্দে পৃথিবী, অক্ষশব্দে আকাশ ও জশব্দে ধারণকর্ত্তা। আমি তেজঃপ্রভাবে পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমার নাম অধোক্ষজ হইয়াছে। শব্দার্থচিন্তাপরায়ণ বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ যজ্ঞশালায় উপবেশন করিয়া আমার অধোক্ষজ নাম উচ্চারণপূর্ব্বক স্তব করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহর্ষিরা একাগ্রচিত্তে কহিয়াছিলেন যে, ভগবান্ বাসুদেবভিন্ন আর কাহাকেও অধোক্ষজ বলিয়া সম্বোধন করা যায় না। প্রাণিগণের প্রাণধারণের হেতুভূত ঘৃত আমার তেজঃস্বরূপ; এই নিমিত্ত বেদবিৎ পণ্ডিতগণ আমাকে ঘৃতার্চ্চি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু এই ত্রিবিধ কর্ম্মজ ধাতু প্রভাবেই প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষা হয়। ঐ ধাতুত্রয়ের ক্ষয় হইলেই প্রাণিগণ ক্ষীণ হইয়া যায়। আমি সেই তিন ধাতুস্বরূপ হইয়া প্রাণিগণের শরীরে অবস্থান করিয়া থাকি; এই কারণে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ আমাকে ত্রিধাতু বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ভগবান্ ধর্ম্ম লোকসমাজে বৃষনামে বিখ্যাত আছেন। এই কারণে নৈঘণ্টকনামক বৈদিক কোষে আমাকে বৃষনামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে। পণ্ডিতগণ কপি শব্দে বরাহশ্রেষ্ঠ ও বৃষশব্দে ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন, এই কারণে ভগবান্ কশ্যপ প্রজাপতি আমাকে বৃষাকপি নাম প্রদান করিয়াছেন। কি দেবগণ, কি অসুরগণ, কেহই আমার আদি, মধ্য ও অন্ত অবগত হইতে সমর্থ হন না, এই জন্য পণ্ডিতগণ আমাকে অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি পাপস্পর্শ না করিয়া পবিত্র বাক্য সমুদায় শ্রবণ করি; এই জন্য আমি শুচিশ্রবা নাম ধারণ করিয়াছি। পূর্ব্বে আমি একদন্ত ও ত্রিককুদ বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই ধরিত্রীর উদ্ধার করিয়াছিলাম, এই জন্য আমার নাম একশৃঙ্গ ও ত্রিককুদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

সাংখ্যশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে বিরিঞ্চি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ঐ পণ্ডিতেরা আমাকে বিদ্যাসহায়বান্ আদিত্যমণ্ডলস্থ কপিল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে মহাত্মা

বেদমধ্যে সংস্তুত হইয়া থাকেন এবং যিনি ভক্তিযোগদ্বারা পূজিত হন, আমিই সেই হিরণ্যগর্ভ। আমি একবিংশতি সহস্র শাখাবিশিষ্ট ঋগ্বেদ, বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ গীত আরণ্যক বেদমধ্যে সহস্রশাখাসম্পন্ন সামবেদ, ষট্‌পঞ্চাশত অষ্ট ও সপ্তত্রিংশত শাখাসম্পন্ন যজুর্ব্বেদ এবং মারণোচ্চাটন-প্রভৃতি আভিচারিক কার্য্য পরিপূর্ণ পঞ্চকল্পাত্মক অথর্ব্ব বেদস্বরূপ। বেদমধ্যে যে সকল শাখাভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ সকল শাখায় যে সমস্ত গীত নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং ঐ সমুদায় গীতের যে সমস্ত স্বর ও বর্ণোচ্চারণপ্রণালী বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই মৎকৃত। আমি বরদাতা হয়গ্রীব; আমি বেদপাঠের পদবিভাগ ও অক্ষরবিভাগ সম্পূর্ণরূপে বিদিত আছি। মহাত্মা পাঞ্চাল আমারই প্রসাদে বামদেব হইতে বেদপাঠের পদবিভাগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাভ্রব্যগোত্রসমুৎপন্ন মহর্ষি গালব আমারই পূর্ব্বমূর্ত্তি নারায়ণ হইতে বরলাভ ও অত্যুৎকৃষ্ট যোগলাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বেদের পদবিভাগ ও শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার মন্ত্রী কণ্ডরীক সপ্ত জন্ম মৃত্যুজনিত ক্লেশ অনুভব করিয়া পশ্চাৎ আমার প্রসাদে যোগসিদ্ধি লাভ করেন। আমি কোন কারণবশতঃ ধর্ম্মের ঔরসে দুই মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক নর ও নারায়ণ নামে বিখ্যাত হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে ধর্ম্মযানে আরোহণ করত তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ঐ সময় প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া উহাতে রুদ্রের যজ্ঞভাগ কল্পনা করেন নাই। তদ্দর্শনে রুদ্রদেব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দধীচির বাক্যানুসারে দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রজ্বলিত শূল নিক্ষেপ করেন। ঐ শূল দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া বদরিকাশ্রমে নারায়ণের সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক মহাবেগে নারায়ণের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইয়াছিল। সেই রুদ্রনিক্ষিপ্ত শূলের প্রখর তেজঃপ্রভাবে নারায়ণের কেশ মুঞ্জ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ হইয়া যায়; এই জন্য আমি মুঞ্জকেশ নামে বিখ্যাত হইয়াছি। অনন্তর সেই রুদ্রশূল মহাত্মা নারায়ণের হুঙ্কার দ্বারা প্রতিহত হইয়া পুনরায় শঙ্করের হস্তে গমন করিল। তখন রুদ্রদেব রোষপরবশ হইয়া নর নারায়ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। বিশ্বাত্মা নারায়ণ রুদ্রকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া হস্ত দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি রুদ্রের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নারায়ণ রুদ্রের কণ্ঠ গ্রহণ করিলে, নর রুদ্রকে বিনাশ করিবার অভিলাষে এক ঈষিকা গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিলেন। ঈষিকা মন্ত্রপূত হইবামাত্র পরশুর আকার ধারণ করিল। তখন নর সেই পরশু

রুদ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরশু নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রুদ্র তৎক্ষণাৎ উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই নিমিত্ত আমি খণ্ডপরশু নাম ধারণ করিয়াছি।

অর্জ্জুন কহিলেন, বাসুদেব! রুদ্র ও নারায়ণের সেই লোকত্রয়বিনাশন সংগ্রামে কে জয়লাভ করিয়াছিলেন; তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, অর্জ্জুন! এইরূপে রুদ্র ও নারায়ণ সমরকার্য্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সমস্ত লোক ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া উঠিল। তখন হুতাশন যজ্ঞীয় ঘৃতগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইলেন। মহর্ষিগণের মুখে বেদ স্ফুরিত হইল না। রজ ও তমোগুণ দেবগণের অন্তঃকরণ আক্রমণ করিল। আকাশস্থিত সমুদায় পদার্থ নিপতিত হইতে লাগিল। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল জ্যোতিহীন হইয়া গেল। প্রজাপতি ব্রহ্মা আসন হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। সমুদ্র শুষ্কপ্রায় ও হিমালয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। এই প্রকার দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিলে, সর্ব্ব লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতা ও মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে সমরস্থলে সমাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রুদ্রদেবকে কহিলেন, "বিশ্বনাথ! আপনি বিশ্বের হিতানুষ্ঠানার্থ অস্ত্রশস্ত্র সকল পরিত্যাগ করুন। ত্রিলোকের মঙ্গল হউক। যিনি অক্ষর, অব্যক্ত, কূটস্থ, কর্ত্তা, অকর্ত্তা, নির্দ্বন্দ্ব ও লোকস্রষ্টা; এই নর ও নারায়ণ তাঁহারই, মূর্ত্তি। ইঁহারা এক্ষণে ধর্ম্মের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। আমি কোন কারণবশতঃ সেই ব্রহ্মের প্রসন্নতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছি; আর আপনিও তাঁহারই ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে আপনি আমার এবং অন্যান্য দেবতা ও মহর্ষিগণের সহিত এই বরদাতা নারায়ণকে প্রসন্ন করুন। শীঘ্র লোকত্রয়ের শান্তিলাভ হউক।

প্রজাপতি ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, বিশ্বেশ্বর রুদ্রদেব ক্রোধ প্রতিসংহার পূর্ব্বক আদিদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মাদিদেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তখন জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্নতা লাভ করিয়া বিশ্বনাথকে কহিলেন, রুদ্র! যে ব্যক্তি তোমাকে অবগত আছে, সে আমাকেও জানে। আর যে ব্যক্তি তোমার অনুগত, সে আমারও অনুগত। ফলতঃ আমাদের উভয়ের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এ বিষয়ে তোমার যেন বিপরীত সংস্কার না জন্মে। আমার বক্ষঃস্থলে

তোমার নিক্ষিপ্ত শূলের আঘাতে যে চিহ্ন হইয়াছে, অদ্যাবধি উহা শ্রীবৎস নামে বিখ্যাত হইবে, এবং আমি তোমার কণ্ঠ গ্রহণ করাতে উহাতে একটি করচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধন অদ্যাবধি তোমার নাম শ্রীকণ্ঠ হইবে।

এইরূপে রুদ্রদেব ও নারায়ণ পরস্পর পরস্পরের চিহ্ন উৎপাদন ও সখ্যভাব সংস্থাপন করিলে, দেবগণ প্রফুল্লচিত্তে নর ও নারায়ণের নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। দেবগণ বিদায় হইলে, তপোধনাগ্রগণ্য নারায়ণ পুনর্ব্বার স্থিরচিত্ত হইয়া তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে ধনঞ্জয়! এই আমি তোমার নিকট রুদ্রনারায়ণযুদ্ধে নারায়ণের বিজয়বৃত্তান্ত এবং মহর্ষিগণনির্দ্দিষ্ট আমার নামের যথার্থ অর্থ সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। আমি এই প্রকার বিবিধরূপ ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবী, ব্রহ্মলোক ও গোলোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকি। তুমি আমারই ভুজবলে রক্ষিত হইয়া জয়লাভ করিয়াছ। তোমার যুদ্ধের সময় যিনি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, তিনি দেবদেব রুদ্র। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি, তিনি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া কালরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তুমি যে সমস্ত শত্রুসংহার করিয়াছ, তিনি অগ্রেই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। তুমি কেবল উপলক্ষমাত্র। যিনি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং যাঁহার প্রভাব তোমার অবিদিত নাই, এক্ষণে সেই দেবাদিদেব উমাপতিকে পবিত্রচিত্তে নমস্কার কর।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।৩৪৪।

শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! মহর্ষিগণ তোমার নিকট এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। একমাত্র নারায়ণকথা শ্রবণ করিলে, যেরূপ ফললাভ হয়, সমুদায় আশ্রমে গমন ও সমুদায় তীর্থে অবগাহন করিলেও সেরূপ ফল লাভ হয় না। এই সর্ব্বপাপ বিনাশন পরম পবিত্র নারায়ণকথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া আমাদের সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র হইয়াছে। সর্ব্বলোকনমস্কৃত ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণের অদৃশ্য। দেবর্ষি নারদ কেবল তাঁহার অনুগ্রহবশতঃই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দেবর্ষি নারদ অনিরুদ্ধদেহে

অবস্থিত ভগবান্ নারায়ণকে দর্শন করিয়াও কি নিমিত্ত পুনরায় নর ও নারায়ণকে দর্শন করিবার বাসনায় ধাবমান হইলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! সর্পসত্রের অবসানে অন্যান্য কার্য্য সমুদায় আরব্ধ হইলে, মহারাজ জনমেজয় বেদনিধান ভগবান্ বেদব্যাসের তুল্য মহর্ষি বৈশম্পায়নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের বাক্য চিন্তা করিতে করিতে শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বদরিকাশ্রমে নর ও নারায়ণের সহিত কতকাল বাস করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কি কি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে। যেমন দধি হইতে নবনীত ও মলয় হইতে চন্দন সমুদ্ধৃত হয়, যেমন বেদ হইতে আরণ্যক ও ওষধি হইতে অমৃত সমুদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্রূপ আপনি অসংখ্য উপাখ্যানপ্রপূরিত মহাভারত হইতে এই অমৃতস্বরূপ নারায়ণকথা সমুদ্ধৃত করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবান্ নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ। আমি তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ তেজের বিষয় শ্রবণ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি। যখন কল্পান্তে ব্রহ্মাদি দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য প্রাণিগণ সেই একমাত্র নারায়ণে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাঁহার তেজ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ হয় সন্দেহ নাই। ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহার তুল্য পবিত্র আর কেহই নাই। আমার পূর্ব্বপিতামহ মহাত্মা অর্জ্জুনের যুদ্ধে জয় লাভ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ত্রিলোকপতি ভগবান্ বাসুদেব যাঁহার প্রিয় সখা, বোধ হয়, ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য নাই। তপোবল ব্যতিরেকে যাঁহাকে দর্শন করা যায় না, সেই সর্ব্বলোকপূজিত শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবান্ নারায়ণ যখন আমার পূর্ব্বপুরুষগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত ও তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন অবশ্যই তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইবে। অমিততেজা দেবর্ষি নারদ আবার তাঁহাদের অপেক্ষাও ধন্য; কারণ, তিনি ভগবান্ নারায়ণের অনুগ্রহে শ্বেতদ্বীপে তাঁহার আদিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, দেবর্ষি অনিরুদ্ধদেহে অবস্থিত ভগবান্ নারায়ণের রূপ দর্শন করিয়াও নরনারায়ণের দর্শনার্থ পুনরায় কি নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়াই বা তাঁহাদিগের সহিত কিরূপ কথোপকথন ও তথায় কত কাল অবস্থান করিলেন; এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি অতুলতেজঃসম্পন্ন ভগবান্

বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন! দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে অনাদিনিধন নারায়ণকে সন্দর্শন করিয়া তৎকথিত বিষয় সমুদায় চিন্তা করিতে করিতে সুমেরু পর্ব্বতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং তথায় সমুপস্থিত হইয়া "আমি এতাদৃশ দূরপথে গমন পূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিলাম" এই চিন্তা করিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর তিনি সেই সুমেরুপর্ব্বত হইতে আকাশপথে গন্ধমাদনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে অতি সুবিস্তীর্ণ বৈবিকাশ্রমে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, তপোনুষ্ঠাননিরত ব্রতাবলম্বী আত্মনিষ্ঠ পুরাতন ঋষিদ্বয় তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহাদের তেজঃপ্রভা সর্ব্বলোকপ্রকাশক সূর্য্য হইতেও সমধিক উজ্জ্বল; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, মস্তকে জটাভার, পদতলে চক্রচিহ্ন, করতলে হংসচিহ্ন, বাহু আজানুলম্বিত এবং বক্ষঃস্থল অতি বিস্তীর্ণ। তাঁহারা উভয়েই মুষ্কচতুষ্টয়সম্পন্ন এবং ষষ্টিসংখ্যক ক্ষুদ্র ও আটটি বৃহৎ দন্তযুক্ত। তাঁহাদিগের কণ্ঠস্বর মেঘনির্ঘোষের ন্যায় গভীর; মুখমণ্ডল মনোহর, ললাটদেশ প্রশস্ত, মস্তক আতপত্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং ভ্রূদ্বয়, হনু ও নাসিকা অতি রমণীয়। দেবর্ষি নারদ এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সেই মহাপুরুষযুগলকে সন্দর্শন পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে, তাঁহারাও তাঁহাকে প্রতিপ্রণাম ও স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ সেই মহাপুরুষদ্বয়কে সন্দর্শন পূর্ব্বক 'আমি শ্বেতদ্বীপে সর্ব্বভূতনমস্কৃত যেরূপ ব্যক্তিদিগকে অবলোকন করিয়াছি, এই মহাপুরুষযুগলও তদ্রূপ' এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কুশাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তপস্যা, যশ ও তেজের আধারস্বরূপ শমদমাদি গুণ সম্পন্ন নরনারায়ণ পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমাধান পূর্ব্বক পাদ্যার্ঘ দ্বারা দেবর্ষি নারদকে পূজা করিয়া কুশময় আসনে উপবেশন করিলে, তাঁহাদিগের তেজঃপ্রভাবে হুত হুতাশনের প্রজ্বলিত শিখা দ্বারা যজ্ঞভূমি যেরূপ সুশোভিত হয়, সেইরূপ ঐ আশ্রমপ্রদেশ সমধিক শোভমান হইল।

অনন্তর নরনারায়ণ সুখোপবিষ্ট গতশ্রম দেবর্ষি নারদকে কহিলেন, দেবর্ষে! তুমি শ্বেতদ্বীপে আমাদিগের আদিমূর্ত্তি সনাতন ভগবান্ পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছ কি না, তাহা বল।

নারদ কহিলেন, আমি শ্বেতদ্বীপে বিশ্বরূপী সনাতন মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। দেবতা ও ঋষিগণসমবেত সমুদায়

লোক তাঁহার দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আপনাদের উভয়কে অবলোকন করিয়া আমার বোধ হইতেছে যেন, আমি এখনও সেই মহাপুরুষকে সন্দর্শন করিতেছি। শ্বেতদ্বীপে অব্যক্তরূপী নারায়ণকে যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়াছি, এখানে ব্যক্তরূপী আপনাদিগকেও সেই সমুদায় লক্ষণসম্পন্ন দেখিতেছি। আমি তথায় নারায়ণের উভয় পার্শ্বে আপনাদিগকে অবলোকন করিয়াছিলাম। আবার আজি এখানে আগমন করিয়াও আপনাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছি। আপনারা ভিন্ন এই ত্রিভুবনমধ্যে আর কেহই তাঁহার তুল্য শ্রীমান্, তেজস্বী ও যশস্বী নহেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত সমুদায় ধর্ম্ম, এবং স্বয়ং যে যে রূপে পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইবেন, তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই শ্বেতদ্বীপে যে সকল বাহ্যেন্দ্রিয়শূন্য শ্বেতবর্ণ পুরুষ অবস্থান করেন, তাঁহারা সকলেই তত্ত্বজ্ঞ ও নারায়ণভক্ত এবং সকলেই সর্ব্বদা নারায়ণের পূজা ও তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ভগবান্ নারায়ণ নিতান্ত ভক্তবৎসল, বিপ্রপ্রিয়, বিশ্বসংহারকর্ত্তা, সর্ব্বগামী, কর্ত্তা, কারণ ও কার্য্য। তাঁহার সদৃশ বল ও দ্যুতি আর কাহারও নাই। তিনি স্বয়ং তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক তেজঃপ্রভাবে আপনাকে শ্বেতদ্বীপ অপেক্ষা উদ্ভাসিত এবং ত্রিলোকমধ্যে শান্তিসংস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন,তথায় সূর্য্য প্রকাশিত, চন্দ্র সমুদিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে না। তিনি পৃথিবীতলে অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণ বেদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে অবস্থান ও সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়া ঘোরতর তপস্যা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, পশুপতি এবং অন্যান্য দেবতা, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, সিদ্ধ ও রাজর্ষিগণ প্রভৃতি মহাত্মারা যে সমুদায় হব্য কব্য প্রদান করেন, তৎসমুদায়ই সেই পরম পুরুষের চরণে নিপতিত হয়। আর একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরা তাঁহাকে যাহা যাহা সমর্পণ করেন, তৎসমুদায় তিনি শিরোধার্য্য করেন। সুতরাং ত্রিভুবনমধ্যে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা আর কেহই তাঁহার প্রিয়তর নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া আমিও তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। তিনি স্বয়ং আমার নিকট কহিয়াছেন যে, একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর। আমি এইরূপে শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক এখানে আগমন করিয়াছি। অতঃপর এই আশ্রমে আপনাদের সহিত অবস্থিতি করিব।

নরনারায়ণ মহাত্মা নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! তুমি যখন শ্বেতদ্বীপে অনিরুদ্ধমূর্ত্তিতে অবস্থিত সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণকে অবলোকন করিয়াছ, তখন তোমাকে ধন্য ও ভগবানের একান্ত অনুগৃহীত বলিতে হইবে। অন্যের কথা কি বলিব, প্রজাপতি ব্রহ্মাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন না। সেই অব্যক্তপ্রভব ভগবান্ নারায়ণকে সন্দর্শন করা নিতান্ত দুষ্কর। ভক্ত অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তর আর কেহই নাই। তুমি তাঁহার একান্ত ভক্ত; এই জন্য তিনি স্বয়ং তোমাকে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছেন। সেই পরমাত্মা যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, তথায় আমরা দুই জন ভিন্ন আর কেহই গমন করিতে পারে না। তিনি স্বয়ং যে স্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন, সেই স্থানের প্রভা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। সেই বিশ্বপতি হইতে ক্ষমাগুণ উৎপন্ন হইয়াছিল; ঐ ক্ষমাগুণ দ্বারা পৃথিবী ভূষিত হইয়াছে। রস সেই সর্ব্বলোকহিতকর দেবতা হইতে উৎপন্ন হইয়া জলকে আশ্রয় করিয়াছে। রূপাত্মক তেজ তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সূর্য্যদেব সেই তেজ লাভ করিয়া প্রভাজাল বিস্তার করিতেছেন। সমীরণ সেই পুরুষোত্তম হইতে সমুৎপন্ন স্পর্শগুণ লাভ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। শব্দ তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া আকাশকে আশ্রয় করাতে আকাশ অন্য বস্তু দ্বারা অনাবৃত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বভূতগত মন তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া চন্দ্রকে আশ্রয় পূর্ব্বক উহাঁকে প্রকাশশালী করিয়াছে। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, হব্যকব্যভোজী ভগবান্ নারায়ণ বিদ্যার সহিত যে স্থানে বাস করিতেছেন, সেই স্থানের নাম সদ্ভূতোৎপাদক। এক্ষণে যাঁহারা পাপপুণ্যশূন্য, তুমি তাঁহাদিগের শ্রেয়স্কর পথ অবলম্বন কর। তমোনাশক সূর্য্যদেব সর্ব্বলোকের দ্বারস্বরূপ। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সর্ব্বাগ্রে সেই সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া, তৎপরে আদিত্য হইতে দগ্ধদেহ, অদৃশ্য ও পরমাণুস্বরূপ হইয়া সেই সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী নারায়ণে, নারায়ণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনিরুদ্ধে, তৎপরে মনঃস্বরূপ হইয়া প্রদ্যুম্নে, প্রদ্যুম্ন হইতে নির্গত হইয়া জীবসংখ্যক সঙ্কর্ষণে এবং পরিশেষে সঙ্কর্ষণ হইতে ত্রিগুণহীন হইয়া নির্গুণাত্মক সকলের অধিষ্ঠানভূত ক্ষেত্রজ্ঞ বাসুদেবে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

হে মহর্ষে! এক্ষণে আমরা ধর্ম্মালয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া সেই দেবদেব নারায়ণের যে সকল মূর্ত্তি ত্রিলোকমধ্যে আবির্ভূত হইবে, তৎসমুদায়ের শ্রেয়োবিধানার্থ এই রমণীয় বদরিকাশ্রমে ঘোরতর তপস্যা করিতেছি।

আমরা অসাধারণ বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত সমুদায় সংসাধন করিয়াছি। আমরা তোমাকে শ্বেতদ্বীপে অবলোকন করিয়াছি এবং তুমি ভগবান্ নারায়ণের সহিত সমাগত হইয়া যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহাও জ্ঞাত হইয়াছি। সেই দেবাদিদেব, এই বিশ্বমধ্যে যে সমুদায় শুভাশুভ সমুৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, তোমার সমীপে সেই সমস্তই কহিয়াছেন।

দেবর্ষি নারদ মহাত্মা নারায়ণের এইরূপ বাক্যানুসারে তথায় অবস্থান পূর্ব্বক পরম পুরুষের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, নারায়ণনিষ্ঠ, বিবিধ মন্ত্রজপে একান্ত অনুরক্ত ও সেই নারায়ণের অর্চ্চনায় নিতান্ত আসক্ত হইয়া তপশ্চরণ করত দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

—০*০—

ষট্চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৪৬।

একদা ধর্ম্মের জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে দেবকার্য্য সমাধানানন্তর পিতৃকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! তুমি এই দৈব ও পৈত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোন্ ফলকামনায় কাহার উপাসনা করিতেছ, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর।

নারদ কহিলেন, ভগবন! পূর্ব্বে আপনার মুখেই শুনিয়াছিলাম যে দেবতাদিগের উপাসনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দৈবই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ ও সনাতন পরমাত্মাস্বরূপ। আমি আপনার সেই কথানুসারেই সর্ব্বদা নারায়ণের আরাধনা করিতেছি। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই সনাতন নারায়ণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। আমার পিতা দক্ষ প্রজাপতি তাঁহার পুত্র। আমি ভগবান্ ব্রহ্মার মানস পুত্র হইয়াও অভিশাপবশতঃ সেই দক্ষ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। লোকে পিতৃযজ্ঞে পিতা, মাতা ও পিতামহ স্বরূপ সেই সনাতন নারায়ণেরই পূজা করিয়া থাকে; এই জন্য আমি পিতৃযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া সেই পরমাত্মার আরাধনা করিতেছি। শ্রুতি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, দেবতারা অগ্নিষ্বাত্তাদিগকে বেদাধ্যয়ন করাইয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করেন। ঐ যুদ্ধ বহুকাল হওয়াতে বেদ তাঁহাদের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হয়। তন্নিবন্ধন তাঁহারা সেই অগ্নিষ্বাত্তাদির নিকট পুনরায় বেদাধ্যয়ন করেন। দেবতারা

অগ্নিস্বাত্তাদির নিকট বেদাধান করাতে অগ্নিস্বাত্তাদি দেবগণের পুত্র হইয়াও পিতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবগণ ও পিতৃগণ যে ধরাতলে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া তাহার উপর পিণ্ডত্রয় প্রদান পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের পূজা করিয়াছিলেন, ইহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বে পিতৃগণ কি প্রকারে পিণ্ডসংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন নারায়ণ তপোধন নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! পূর্ব্বে ভগবান নারায়ণ বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক সসাগরা পৃথিবীকে উদ্ধৃত ও যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া মধ্যাহ্নকাল সমাগত হইলে, জলকর্দ্দমলিপ্ত কলেবরে পূর্ব্বমুখ হইয়া ভূতলে কুশ সংস্থাপন ও আত্মদেহের উত্তাপসমুদ্ভূত স্নেহগর্ত্ত তিল দ্বারা সেই কুশ প্রোক্ষণ পুরঃসর দংষ্ট্রাদ্বারা তিনটি মৃণ্ময় পিণ্ড উত্তোলন ও সেই কুশোপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক লোকের নিয়ম সংস্থাপনার্থ কহিয়াছিলেন, আমিই সর্ব্বলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা। এক্ষণে আমি স্বয়ং পিতৃগণের সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। মদীয় দন্তদ্বারা মৃৎপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়া দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়াছে; এই জন্য অদ্যাবধি পিণ্ড সকল পিতৃগণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে। আমি এই যে পিণ্ডত্রয়ের সৃষ্টি করিলাম, ইহারা আমার আদেশক্রমে পিতৃত্ব লাভ করুক। পণ্ডিতগণ আমাকেই পিণ্ডত্রয়ে অবস্থিত পিতা প্রপিতামহ ও পিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমিই সকলের শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। কেহই আমার পিতা নহে। আমিই সকলের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ স্বরূপ। দেবদেব নারায়ণ এই বলিয়া বরাহ শৈলে পিণ্ড প্রদান পূর্ব্বক আপনার পূজা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি পিতৃগণ পিণ্ডনামে অভিহিত হইয়া পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পিতৃ দেবতা, গুরু, অতিথি ও ব্রাহ্মণগণ এবং পৃথিবী, গো ও জননীর পূজা করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুপূজার ফললাভ হইয়া থাকে। সুখদুঃখশূন্য নারায়ণ সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত রহিয়াছেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৪৭।

মহারাজ! দেবর্ষি নারদ নারায়ণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাত্মার প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও একান্ত অনুরক্ত হইলেন। তিনি

নারায়ণের আশ্রমে সহস্র বৎসর অবস্থান, তাঁহাদের মুখে নারায়ণোপাখ্যান শ্রবণ ও তথায় বিশ্বরূপ হরিকে অবলোকন করিয়া হিমাচলস্থ স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই বিখ্যাত তপস্বী মহর্ষি নারায়ণও রমণীয় বদরিকাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। আজি তুমি আমার নিকট এই অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পবিত্র হইলে। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে সেই অনাদিনিধন নরায়ণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে, সে কি ইহলোক, কি পরলোক, কুত্রাপি পরিত্রাণ পায় না। যে ব্যক্তি দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণের বিদ্বেষ করে, সকলেরই দ্বেষ্য ও তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণ অনন্তকাল ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ; সুতরাং তাঁহার দ্বেষ করিলে, আত্মদ্বেষী হইতে হয়। আমাদের উপাধ্যায় গন্ধবতীতনয় মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট যেরূপ নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, দেবর্ষি নারদ স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের নিকট তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বে ভগবদ্গীতা কীর্ত্তনসময়ে ঐ মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়াছি। ভগবান্ বেদব্যাস নারায়ণস্বরূপ। তিনি ভিন্ন আর কেহই মহাভারত রচনা ও যথাবিধি বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে সমর্থ নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যে অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা আরম্ভ হউক।

সৌতি কহিলেন, সৌনক! রাজা জনমেজয় এই বিস্তীর্ণ নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তুমি এই সমস্ত মহর্ষি সমভিব্যাহারে যে নারায়ণমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তাহা কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণ, ভীষ্ম, পাণ্ডবগণ ও মহর্ষি সমুদায়ের সাক্ষাতে দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট ঐ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সমস্ত মহর্ষি ও ত্রিলোকের অধিপতি। তিনি বেদের বিধাতা; তিনিই এই সুবিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। শমদমাদি নিয়ম সমুদায় তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে; ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তিনি দেবতাদিগের হিতসাধনার্থ অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন। তিনি তপোনিধি, যশোভাজন, মধুকৈটভনিহন্তা এবং ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের একমাত্র গতি ও অভয়দাতা। তিনি সগুণ, নির্গুণ, বাসুদেবাদ মূর্ত্তিচতুষ্টয়ধারী এবং যজ্ঞ ও ব্রতাদির ফলভাগহারী। সেই দুর্জ্জয় অমিতপরাক্রম ভগবান্ নারায়ণ পুণ্যাত্মা মহর্ষিগণের উৎকৃষ্ট গতি বিধান করিয়া

থাকেন। সাংখ্যমতাবলম্বী পণ্ডিত ও যোগিগণ তাঁহাকে ত্রিভুবনের আদিকারণ, মোক্ষের আধার এবং সূক্ষ্ম, অচল ও সনাতন পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও সেই লোকত্রয়সাক্ষী জন্মবিহীন আদিপুরুষ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া থাকেন; অতএব আপনারা একান্তচিত্তে সেই ত্রিলোকনাথকে নমস্কার করুন।

অষ্টচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৪৮।

শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! আমি তোমার নিকট সেই পরমাত্মার মাহাত্ম্য ধর্ম্মালয়ে নরনারায়ণরূপে তাঁহার আবির্ভাব, মহাবরাহকৃত পূর্ব্বতন পিণ্ডোৎপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিধর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। তুমি যে মহাসাগরের সন্নিধানে ঈষাণকোণে হব্যকব্যভোজী ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তিবিশেষ হয়গ্রীবের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছ, ব্রহ্মা সেই হয়গ্রীবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই লোকপালক হয়গ্রীবের রূপ কি প্রকার ও প্রভাবই বা কিরূপ? আর লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অদ্ভুত পবিত্রমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াই বা কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন? হে ব্রহ্মন্! আমাদিগের এই বিষয়ে নিতান্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে তুমি ঐ বিষয় কীর্ত্তন কর। তুমি পরম পবিত্র পুরাণ কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিয়াছ।

তখন সৌতি কহিলেন, মহাত্মন্! ভগবান্ বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই বেদমূলক পুরাণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। নরপতি জনমেজয় দেবাদিদেব বিষ্ণুর হয়গ্রীবমূর্ত্তির বিষয় শ্রবণ পূর্ব্বক নিতান্ত সংশয়াপন্ন হইয়া বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! প্রজাপতি ব্রহ্মা যে হয়গ্রীবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াছিলেন, কি নিমিত্ত সেই মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়? আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইহলোকে যে সমুদায় দেহাদি দৃশ্য পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমস্তই ঈশ্বরের সঙ্কল্প হইতে সমুৎপন্ন পঞ্চভূতের সমষ্টি। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ঈশ্বর এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন এবং তাঁহা হইতেই ইহার প্রলয় হইয়া থাকে। এক্ষণে যেরূপে প্রলয় হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে পৃথিবী জলে

লীন হয়, তৎপরে জল জ্যোতিতে, জ্যোতি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনোমধ্যে, মন মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে, প্রকৃতি জীবাত্মাতে ও জীবাত্মা পরমাত্মাতে লীন হয়। তৎকালে সমুদায়ই ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তখন আর কিছুই অনুভূত হয় না।

একক্ষণে যেরূপে উৎপত্তি হয়, তাহাও শ্রবণ কর। তমোরূপ প্রকৃতি হইতে জগৎকারণ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়; ঐ ব্রহ্মাই প্রকৃতির মূল ও অমৃতস্বরূপ। তিনি বিশ্বভাব প্রাপ্ত হইয়া পৌরুষ দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। তিনিই অনিরুদ্ধ, প্রধান, অব্যক্ত ও ত্রিগুণাত্মক। সেই অনিরুদ্ধনামক হরি বিদ্যাসহায়সম্পন্ন হইয়া যোগনিদ্রা অধিকার পূর্ব্বক সলিলোপরি শয়ন করিয়া জগৎসৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন। সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে অহঙ্কারস্বরূপ সর্ব্বলোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইলেন। পদ্মলোচন ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়া পদ্মে উপবেশন পূর্ব্বক সমস্ত জলময় দেখিয়া সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক ভূতসমুদায়ের সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিলেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা তৎকালে যে পদ্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই সূর্য্যসন্নিভ পদ্মের পত্রে নারায়ণনিক্ষিপ্ত দুই বিন্দু সলিল নিপতিত ছিল। ঐ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে এক বিন্দু মধুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। তদ্দর্শনে অনাদিনিধন নারায়ণ কহিলেন, এই জলবিন্দু হইতে তমোগুণাবলম্বী মধুদৈত্য উৎপন্ন হউক। তিনি এই প্রকার আজ্ঞা করিবামাত্র সেই জলবিন্দু হইতে মধুদৈত্য প্রাদুর্ভূত হইল। অন্য জলবিন্দু অত্যন্ত কঠিন ছিল। ঐ জলবিন্দু হইতে নারায়ণের আদেশানুসারে রজোগুণাবলম্বী কৈটভ উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই রজ ও তমোগুণাবলম্বী মহাবল পরাক্রান্ত গদাধারী অসুরদ্বয় ঐ পদ্মমধ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন, উহার মধ্যে ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে মনোহর বেদের সৃষ্টি করিতেছেন। তদ্দর্শনে তাহাদের চিত্তে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তখন তাহারা পদ্মযোনির নিকট হইতে সেই বেদ গ্রহণ পূর্ব্বক সাগরমধ্যে গমন করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। বেদ অপহৃত হইলে, কমলযোনি ব্রহ্মা নিতান্ত কাতর হইয়া নারায়ণকে কহিলেন, ভগবন্! বেদ আমার দিব্য চক্ষু ও উৎকৃষ্ট বল; বেদ আমার তেজ ও উপাস্য বস্তু; এক্ষণে মধুকৈটভনামক দানবদ্বয় উহা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছে। বেদবিরহে আমি লোকসমুদায় অন্ধকারময় অবলোকন করিতেছি। আমি বেদব্যতিরেকে কি প্রকারে লোকসৃষ্টি করিব? প্রভো! বেদ বিনষ্ট হওয়াতে আমার সাতিশয় দুঃখ উপস্থিত ও হৃদয় অত্যন্ত সন্তপ্ত হই-

য়াছে। আজি কোন্ ব্যক্তি সেই বেদ সমুদায় আনয়ন করিয়া আমারে এই শোকার্ণব হইতে উদ্ধার করিবে ? পদ্মযোনি নারায়ণের নিকট এইরূপ দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে করিতে কহিলেন, ভগবন্! তুমি ব্রহ্মস্বরূপ ও আমার পূর্ব্বজাত; তুমি লোকের আদি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সাংখ্যযোনিনিধি। তুমি মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতির স্রষ্টা; অচিন্তনীয় ও শ্রেয়পথাবলম্বী। তুমি বিশ্বসংহারক সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ও স্বয়ম্ভু; তোমাকে নমস্কার। তোমার প্রসাদেই আমার উদ্ভব হইয়াছে। আমি প্রথমবার, তোমার মানস হইতে, দ্বিতীয়বার চক্ষু হইতে, তৃতীয়বার বাক্য হইতে, চতুর্থবার শ্রবণ হইতে, পঞ্চমবার নাসিকা হইতে ও ষষ্ঠবার অণ্ড মধ্য হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এই আমার সপ্তম জন্ম। এবারে তোমার নাভিপদ্ম হইতে আমার উৎপত্তি হইয়াছে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি কল্পে কল্পে সৃষ্টির সময় বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন ও তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র হইয়া থাকি। তুমি ঈশ্বর ও স্বয়ম্ভু। আমি তোমা হইতেই সম্ভূত হইয়াছি। বেদ আমার চক্ষুঃস্বরূপ। দুরাত্মা দানবদ্বয় আজি আমার সেই চক্ষু অপহরণ করাতে আমি একণে অন্ধপ্রায় হইয়াছি। অতএব একবার নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক আমারে চক্ষু প্রদান কর। তুমি আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ করিয়া থাক, আমিও তোমার প্রতি সেইরূপ ভক্তি করি।

ভগবান্ নারায়ণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার এই প্রকার স্তুতিবাদ শ্রবণ করত নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া বেদের উদ্ধারসাধনার্থ সমুদ্যত হইলেন। ঐ সময় তিনি অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রয়োগদ্বারা দ্বিতীয় হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ করিলে, তাঁহার কলেবর ও নাসিকাদি অবয়ব সমুদায় নিশাকরতুল্য ও কমনীয় হইয়া উঠিল। নক্ষত্রতারাসমবেত স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্যকিরণ কেশপাশ, আকাশ ও পাতাল কর্ণদ্বয়, পৃথিবী ললাট, গঙ্গা ও সরস্বতী নিতম্বদ্বয়। মহাসাগরদ্বয় ভ্রূযুগল, চন্দ্র ও সূর্য্য লোচনদ্বয়, সন্ধ্যা নাসিকা; ওঙ্কার সংস্কার, বিদ্যুৎ জিহ্বা, সোমপায়ী পিতৃগণ দন্ত সমুদায়, গোলোক ব্রহ্মলোক ওষ্ঠ ও অধর এবং কালরাত্রি তাঁহার গ্রীবাস্বরূপ হইল। ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে বিবিধ মূর্ত্তিপরিবৃত হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি প্রবিষ্ট হইয়া ঘোরতর যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক উদাত্তাদি স্বর সমুদায় অবলম্বন করিয়া সামগান করিতে আরম্ভ করিলে, রসাতল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন মধুকৈটভ সেই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র একান্ত ব্যগ্র হইয়া রসাতলমধ্যে বেদ নিক্ষেপ পূর্ব্বক শব্দানুসারে ধাবমান হইল।

অসুরদ্বয় বেদ নিক্ষেপ করিবামাত্র হয়গ্রীবমূর্ত্তিধারী ভগবান্ নারায়ণ তাহাদের অগোচরে সমস্ত বেদ গ্রহণ ও স্বস্থানে আগমন করিয়া ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ করিলেন এবং মহাসাগরের ঈশানকোণে স্বীয় হয় গ্রীবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া স্বয়ং পূর্ব্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক নিদ্রাগত হইলেন।

এ দিকে মধুকৈটভ অনেক ক্ষণ সেই শব্দের কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক কোথাও কিছুমাত্র দর্শন না করিয়া পরিশেষে যেখানে বেদ নিক্ষেপ করিয়াছিল, তথায় আগমন ও বেদ অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু মহাত্মা নারায়ণ ইতিপূর্ব্বেই বেদ লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন; সুতরাং উহারা তথায় উহার অনুসন্ধান পাইল না। তখন তাহারা পুনরায় রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া দেখিল, সেই পূর্ণচন্দ্রসন্নিভ অমিতপরাক্রম শুভ্রবর্ণ আদিপুরুষ নারায়ণ সলিলের উপর কিরণজালসমাবৃত স্বীয় দেহপ্রমাণ অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র ঐ দানবদ্বয় ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত কহিল, এই সেই শ্বেতবর্ণ পুরুষ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। এই ব্যক্তিই নিঃসন্দেহ রসাতল হইতে বেদ অপহরণ পূর্ব্বক লইয়া আসিয়াছে। দুর্ম্মতি অসুরদ্বয় এই প্রকার অবধারণ পূর্ব্বক নারায়ণের নিকটবর্ত্তী হইয়া এ কে, কি কারণে অনন্তশয্যায় শয়ন্ করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে? উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বাক্যবিন্যাস পূর্ব্বক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিল। নারায়ণ জাগরিত হইবামাত্র দানবদ্বয়কে যুদ্ধার্থী দেখিবা স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রহ্মার উপকারার্থ তাহাদের উভয়কেই একবারে সংহার করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দানবদ্বয়ের বিনাশ ও নিখিল বেদের উদ্ধার দ্বারা ব্রহ্মার শোকাপনোদন হইলে, পদ্মযোনি বেদ ও নারায়ণের সহায়বলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে ভগবান্ নারায়ণ মধুকৈটভের নিধনসাধন ও ব্রহ্মার অন্তরে লোকসৃষ্টির বুদ্ধি প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে মহাত্মা হরি হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ এই নারায়ণ বৃত্তান্ত শ্রবণ বা অভ্যাস করেন,তাঁহার কদাপি বেদাধ্যয়নের বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। পূর্ব্বে পাঞ্চালরাজ দৈববাণী অনুসারে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক হয়গ্রীবমূর্ত্তি নারায়ণের আরাধনা করিয়া স্বীয় অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! তুমি ইতিপূর্ব্বে আমারে ভগবান্ নারায়ণের যে হয়গ্রীবমূর্ত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি

তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। তিনি কার্য্যসাধনার্থ যখন যেরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতে অভিলাষ করেন, তখনই সেইরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা বেদ ও তপস্যার নিধিস্বরূপ। তিনি সাংখ্যযোগ ও পরমব্রহ্ম। যজ্ঞসমুদায় তাঁহারই উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তিনিই সকলের পরমগতি, সত্য এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মস্বরূপ। ভূমির গন্ধ, সলিলের রস, জ্যোতির রূপ, বায়ুর স্পর্শ, আকাশের শব্দ এবং প্রকৃতির গুণ মন তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রহনক্ষত্রাদির গমনাগমননিবন্ধন যে কাল প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাও নারায়ণাত্মক। কীর্ত্তি, শ্রী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতা সকল নারায়ণের আশ্রয়েই অবস্থান করিতেছেন। ফলতঃ নারায়ণই এই সমুদায় পদার্থের প্রধান কারণ ও কার্য্যস্বরূপ। তিনিই অধিষ্ঠানকর্ত্তা, পৃথক্‌বিধকরণ, বিবিধ চেষ্টা ও দৈব। যাঁহারা হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক যে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, মহাযোগী হরিই তাঁহাদিগের সেই তত্ত্বস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, সাংখ্যমতাবলম্বী, যোগী ও আত্মজ্ঞ যতিদিগের মনোবাসনা সমুদায় অবগত হইতেছেন; কিন্তু ঐ সমুদয় মহাত্মারা কোনমতেই তাঁহার অভীষ্ট বুঝিতে পারেন না। এই ত্রিভুবনমধ্যে যাঁহারা দৈব ও পৈত্র কার্য্য এবং দান ও তপস্যা করিয়া থাকেন, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদিগের সকলেরই আশ্রয়। তিনি সকলের বাসস্থান বলিয়া মহর্ষিরা তাঁহাকে বাসুদেব নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি নিত্য, পরম মহর্ষি, মহাবিভূতি ও নির্গুণ। বসন্তাদি ঋতুতে কাল যেরূপ ঋতুচিহ্ন ধারণ করে, সেইরূপ তিনি সগুণ হইয়া রূপাদি ধারণ করিয়া থাকেন। মহাত্মারা তাঁহার গতি বা প্রত্যাগতি কিছুই অবধারণ করিতে পারেন না। যে মহর্ষিগণ জ্ঞানবল আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে অবলোকন করেন।

ঊনপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৪৯।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা নারায়ণ একান্ত ভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আপনি পাপপুণ্যবিহীন নির্গুণ পুরুষদিগের পরম গতির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের

সহিত একান্ত ভক্তদিগের বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে। যখন একান্ত ভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা অনিরুদ্ধাদি দেবত্রয়ের উপাসনা না করিয়াও চতুর্থ মূর্ত্তি বাসুদেবে লীন হন, তখন একান্ত ধর্ম্মের তুল্য শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণের প্রিয় আর কিছুই নাই। যে ব্রাহ্মণগণ যতিধর্ম্ম আশ্রয় করেন এবং যাঁহারা সতত বিধিপূর্ব্বক বেদবেদাঙ্গ পাঠ করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও একান্ত ভক্ত মহাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে কোন্ দেবতা বা কোন্ মহর্ষি এই ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, কোন্ সময়ে উহা উৎপন্ন হইল, কি রূপেই বা উহা প্রতিপালন করিতে হয়, এই সমুদায় বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি ঐ সংশয় নিরাকরণ পূর্ব্বক আমার চিত্তের তৃপ্তিসাধন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধে মহাবীর অর্জ্জুন বিমনায়মান হইলে, মহামতি মধুসূদন তাঁহার নিকট যেরূপ ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্বে আপনার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিয়াছি। ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য। মূঢ় ব্যক্তিগণ কদাপি উহা বুঝিতে পারে না। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ সেই সামবেদসম্মত ঐকান্তিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং উহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির ঋষিগণসমাজে বাসুদেব ও ভীষ্মের সাক্ষাতে দেবর্ষি নারদকে এই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহারে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, আমার গুরু ব্যাসদেব তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার নিকট সেই সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কমলযোনি ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইলে, তিনি আত্মকৃত ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা করিয়াছিলেন। পরে ফেনপ নামক মহর্ষিগণ ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হন। অনন্তর বৈখানস নামক মহর্ষিগণ ফেনপগণ হইতে উহা গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অনন্তর ব্রহ্মা নারায়ণের চক্ষু হইতে দ্বিতীয়বার জন্মপরিগ্রহ করিয়া চন্দ্রের নিকট হইতে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক রুদ্রদেবকে প্রদান করেন। তৎপরে বালখিল্যনামক মহর্ষিগণ সেই যোগারূঢ় মহাদেব হইতে উহা প্রাপ্ত হন, তৎপরে সেই সনাতন নারায়ণের মায়াপ্রভাবে উহা পুনর্ব্বার তিরোহিত হয়।

তদনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা মহাত্মা নারায়ণের বাক্য হইতে তৃতীয়বার

জন্মগ্রহণ করিলে, নারায়ণ পুনরায় স্বয়ং ঐ ধর্ম্ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। মহর্ষি সুপর্ণ তপস্যা, নিয়ম ও দমগুণপ্রভাবে নারায়ণ হইতে ঐ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদিন তিনবার উহা পাঠ করিতেন। এই জন্য পণ্ডিতগণ ঐ ধর্ম্মকে ত্রিসৌপর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ ধর্ম্ম ঋগ্বেদমধ্যে কীর্ত্তিত আছে। উহার অনুষ্ঠান করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। জগৎপ্রাণ সমীরণ মহর্ষি সুপর্ণ হইতে ঐ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়া বিঘসাশী মহর্ষিগণকে এবং মহর্ষিগণ উহা মহাসাগরকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম্ম পুনরায় ভগবান্ নারায়ণে লীন হইয়া যায়।

অনন্তর সনাতন নারায়ণের কর্ণ হইতে ব্রহ্মার জন্মপরিগ্রহবৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন; দেবদেব নারায়ণ জগৎসৃষ্টিবাসনায় সৃষ্টিকর্ত্তার উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, তিনি চিন্তা করিতে করিতে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার কর্ণদেশ হইতে বিনির্গত হইলেন। ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমারে তেজ, বল ও সনাতন ধর্ম্ম প্রদান করিতেছি; তুমি ঐ সমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক অঙ্গ হইতে প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়া যথাবিধি সত্যযুগ সংস্থাপন কর। আমা হইতে অবশ্যই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মুখবিনিঃসৃত আরণ্যকবেদের সহিত সরহস্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তখন যুগধর্ম্মের বিধাতা বিষয়রাগবিহীন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে ঐ ধর্ম্ম শিক্ষা করাইয়া মায়াতীত পরম স্থানে গমন করিলেন। তৎপরে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সময় সর্ব্বাগ্রে সত্যযুগ সমাগত ও সনাতন ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই নারায়ণবদনবিনির্গত ধর্ম্মানুসারে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া ঐ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহাত্মা স্বারোচিষ মনুকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। মহাত্মা মনুর পুত্র শঙ্খপদ পিতৃসন্নিধানে ঐ ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় পুত্র দিক্পাল সুবর্ণাভকে উহা প্রদান করিলেন। পরিশেষে ত্রেতাযুগ সমুপস্থিত হইলে, ঐ ধর্ম্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর ভগবান্ পদ্মযোনি নারায়ণের নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিলে, ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম্মই কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া প্রজাপতি বীরণকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। তৎপরে মহাত্মা বীরণ স্বীয়

পুত্র রৈভ্যকে ও রৈভ্য স্বীয় পুত্র দিক্‌পতি কুক্ষিনামাকে উহা প্রদান করিলেন। পরিশেষে সেই নারায়ণমুখোদ্ভূত ধর্ম্ম পুনরায় তিরোহিত হইল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা অণ্ড হইতে জন্ম গ্রহণ করিলে, ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে পুনর্ব্বার ঐ ধর্ম্ম সমুদ্ভূত হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বিধানানুসারে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক বর্হিষদ নামক মহর্ষিগণকে অধ্যয়ন করাইলেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ নামে বিখ্যাত এক সামবেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের নিকট উহা প্রাপ্ত হইয়া রাজা অবিকম্পীকে প্রদান করিলেন। তৎপরে ঐ সনাতন ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা সপ্তমবার নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিলে, ভগবান্ নারায়ণ পুনরায় ঐ ধর্ম্ম তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র আদিত্যকে এবং আদিত্য বিবস্বানকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান মনুকে এবং মনু লোকপ্রতিষ্ঠার্থ স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ঐ ধর্ম্ম সমর্পণ করিলে, তিনি ত্রিলোকমধ্যে উহা প্রচার করিয়াছিলেন। তদবধি অদ্যাপি ঐ ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রলয়কাল সমাগত হইলে, পুনর্ব্বার উহা নারায়ণে লীন হইবে। হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে হরিগীতায় যতি ধর্ম্ম কীর্ত্তনসময়ে তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐ ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি। দেবর্ষি নারদ নারায়ণের নিকট হইতে ঐ ঐকান্তিক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সনাতন সত্য ধর্ম্মই সকলের আদি, দুর্জ্ঞেয় ও দুরনুষ্ঠেয়। কিন্তু সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বীরাই উহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ঐকান্তিক ধর্ম্ম ও অহিংসা ধর্ম্মযুক্ত সৎকর্ম্মপ্রভাবে নারায়ণ প্রীত হন। ঐ মহাত্মাকে কেহ কেহ কেবল অনিরুদ্ধ মূর্ত্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্নমূর্ত্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তিতে এবং কেহ কেহ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব মূর্ত্তিতে উপাসনা করিয়া থাকেন। উনি মমতাপরিশূন্য, পরিপূর্ণ ও আত্মস্বরূপ। উনি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের গুণ সমুদায় অতিক্রম করিয়াছেন। উনি পঞ্চভূতের গুণ সমুদায় অতিক্রম করিয়াছেন। উনি মন ও পাঁচ ইন্দ্রিয় স্বরূপ, উনি ত্রিলোকের নিয়ন্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা, অকর্ত্তা কার্য্য ও কারণ। উনি স্বেচ্ছানুসারে জগতের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! এই আমি আচার্য্য বেদব্যাসের প্রসাদে তোমার নিকট দুর্জ্ঞেয় ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে ঐকান্তিক

ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি অতি বিরল। এই জগৎ হিংসাপরিশূন্য, সর্ব্বভূতহিতৈষী তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, ঐকান্তিক ধর্ম্মাবলম্বী লোকসমুদয়ে পরিবৃত হইলে, সত্য- যুগের আবির্ভাব হইবে এবং সমুদায় লোক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। হে মহারাজ! মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণ ও ভীষ্মের সন্নিধানে ঋষি- গণের নিকট এইরূপে এই ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদের নিকট এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হন। ঐকান্তিক ধর্ম্মাবলম্বী নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিরা চরমে চন্দ্রসন্নিভ শ্বেতবর্ণ নারায়ণকে লাভ করেন।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ব্রতনিষ্ঠ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ কি জন্য তাহা অব- লম্বন করেন না?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্যের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী, এই তিন প্রকার প্রকৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। সাত্ত্বিক প্রকৃতি- সম্পন্ন পুরুষগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন। উঁহারা সত্ত্বগুণপ্রভাবেই নারায়ণকে অবগত হইতে পারেন,এবং নারায়ণের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে যে মুক্তিলাভ করা যায় না, তাহাও বিলক্ষণ জানেন; এই নিমিত্তই তাঁহাদিগকে সাত্ত্বিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহারা নারায়ণপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিসহকারে তাঁহাকে সতত চিন্তা করত আপনার সমুদায় অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। যে সকল যতি মোক্ষলাভার্থ পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন, নারায়ণই তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করেন। ভগবান্ নারায়ণ সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত দ্বারা যাঁহাদের জন্ম- মরণ দুঃখ নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারাই সাত্ত্বিক এবং মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হন। নারায়ণাত্মক মুক্তিলাভের নিমিত্ত একান্তচিত্তে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম সাঙ্খ্য ও যোগধর্ম্মের অনুরূপ বলিয়া অভিহিত হয়। জ্ঞানী মনুষ্য সেই ঐকা- ন্তিক ধর্ম্মপ্রভাবে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। পুরুষ জন্মমৃত্যু- জনিত দুঃখভোগ সময়ে নারায়ণ কর্তৃক কৃপাদৃষ্টি দ্বারা নিরীক্ষিত হইলেই জ্ঞান লাভ করে। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন কেহই স্বেচ্ছানুসারে জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না। রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিকে বিমিশ্র প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রজ ও তমোগুণাবলম্বী প্রবৃত্তিধর্ম্মাক্রান্ত পুরুষকে বারম্বার জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখভোগ করিতে দেখিয়াও নারায়ণ তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করেন না; ঐরূপ ব্যক্তি লোকপিতামহ ব্রহ্মারই কৃপাপাত্র হইয়া থাকে। দেবতা ও ঋষিগণ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে জন্ম

গ্রহণ পূর্ব্বক সত্ত্বগুণ হইতে অণুমাত্র পরিভ্রষ্ট হইলেও তাঁহাদিগকে অতি-কষ্টে মুক্তিলাভ করিতে হয়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! সাত্ত্বিক অহঙ্কারযুক্ত পুরুষ কি প্রকারে পুরুষোত্তমকে লাভ করিতে পারে, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরুষ মোক্ষলাভার্থী হইয়া সেই অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিলেই সূক্ষ্মস্বরূপ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা পুরুষকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। সাংখ্য যোগ, আরণ্যক বেদ ও পঞ্চরাত্র এই সমুদায় শাস্ত্র পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভূত। মনুষ্য এই সকল শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই তাহার ঐকান্তিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়। যেমন বারি-প্রবাহ মহার্ণব হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় সেই মহার্ণবে প্রবেশ করে, সেইরূপ জ্ঞান সমুদায় সেই নারায়ণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া পুনরায় তাঁহা-তেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকে। হে মহারাজ! এই আপনার নিকট ঐকা-ন্তিক ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যদি আপনি সমর্থ হন, তবে শাস্ত্রানুসারে উহার অনুষ্ঠান করুন। দেবর্ষি নারদ আমার গুরু ব্যাসের নিকট গৃহস্থ ও যতিদিগের অক্ষয় ঐকান্তিক ধর্ম্মের বিষয় এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপরে মহাত্মা বেদব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রীতিসহকারে এই বিষয় কীর্ত্তন করেন। এক্ষণে আমি আপনার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিলাম। এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা নিতান্ত দুষ্কর, এই নিমিত্ত অনেকেই ইহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়। ভগবান্ বাসুদেব এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা; তুমি তাঁহার প্রতিই দৃঢ়ভক্তি প্রদর্শন কর।

পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৫০।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! সাংখ্যযোগ, পঞ্চরাত্র ও আরণ্যকবেদ এই তিন জ্ঞান শাস্ত্র সর্ব্বলোকে প্রচারিত রহিয়াছে; কিন্তু ঐ সমস্ত কি এক ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে, না পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম প্রতিপাদন করি-তেছে, তাহা আমি অবগত হইতে পারি নাই; অতএব আপনি উহা বিধানানুসারে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যবতী দ্বীপমধ্যে মহর্ষি পরাশরের সহযোগে যে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই ভগবান্ বেদব্যাসকে

নমস্কার করি। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে নারায়ণাংশসম্ভূত, বিভূতিযুক্ত বেদনিধি দ্বৈপায়ন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ হইতে সেই মহাত্মার জন্ম হয়।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! পূর্ব্বে আপনি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর ও পরাশরের পুত্র বেদব্যাস বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে আবার বেদব্যাসকে ভগবান্ নারায়ণের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন; অতএব কি রূপে নারায়ণ হইতে ব্যাসের জন্ম হইয়াছিল তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আমার গুরু ধর্ম্মাত্মা মহামতি ব্যাসদেব বেদার্থ অন্বেষণের নিমিত্ত হিমাচলের একদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময় সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও আমি, আমরা পাঁচ জনই তাঁহার শিষ্য ছিলাম। তিনি এই মহাভারত গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলে, আমরা তাঁহার অনেক শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। তিনি আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া বেদ ও ভারতার্থ পাঠে প্রবৃত্ত হওয়াতে ভূতগণপরিবৃত ভূতপতির ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল।

একদা আমরা অবসর ক্রমে গুরু বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! আপনি আমাদিগের নিকট সমুদায় বেদ, ভারতার্থ এবং নারায়ণ হইতে আপনার জন্মের বিষয় কীর্ত্তন করুন। তখন তত্ত্ববিদাগ্রগণ্য ভগবান্ বেদব্যাস প্রথমে আমাদিগের নিকট বেদার্থ ও ভারতার্থ সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ! আমি সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ হইতে যেরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলাম, তপঃপ্রভাবে তাহা আমার বিদিত আছে, এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট উহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা শুভাশুভবিবর্জ্জিত ভগবান্ নারায়ণের নাভিদেশ হইতে সপ্তমবার জন্মগ্রহণ করিলে, তিনি তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার নাভিদেশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ; এক্ষণে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি কর। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা দেবদেব নারায়ণের এই কথা শ্রবণে নিতান্ত চিন্তিত হইয়া তাঁহাকে প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি নিতান্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিয়াছি। সুতরাং প্রজাসৃষ্টি করিতে আমার ক্ষমতা নাই; অতএব আপনি উহার উপায় বিধান করুন। ভগবান্ কমলযোনি এই কথা কহিলে, নারায়ণ তৎক্ষণাৎ

অন্তর্হিত হইয়া বুদ্ধিকে চিন্তা করিবামাত্র তিনি তাঁহার সম্মুখে সমাগত হইলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং তাঁহাকে যোগৈশ্বর্য্য প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তুমি প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হও। দেবদেব নারায়ণ এই প্রকার অনুজ্ঞা করিলে, বুদ্ধি অচিরাৎ ব্রহ্মার অন্তরে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাত্মা নারায়ণ ব্রহ্মাকে দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তুমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণীর সৃষ্টি বিধান কর। নারায়ণ ইহা কহিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম বলিয়া তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ অচিরাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় প্রকৃতি লাভ করিলেন। কিছুকাল পরে ভগবান নারায়ণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে এই বসুন্ধরা দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ হইয়া একান্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছেন। অতঃপর দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ তপোবলে বরলাভ পূর্ব্বক অপরিমিত বলশালী ও একান্ত দর্পিত হইয়া দেবতা ও ঋষিগণের উপর নিতান্ত দৌরাত্ম্য করিবে; অতএব বিবিধ মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া যথাক্রমে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা পৃথিবীর ভারাবতরণ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি নাগমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক রসাতলে অবস্থান করিয়া এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছি বলিয়া, ইনি বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছেন; অতএব অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া ইহাঁর পরিত্রাণ করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতঃপর আমাকে বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও মনুষ্য প্রভৃতি বিবিধমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্ব্বিনীত দেবারিগণকে সংহার করিতে হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান নারায়ণ "ভো" এই শব্দ উচ্চারণ করিলে, ঐ শব্দ হইতে অপান্তরতমা নামে এক মহর্ষি সম্ভূত হইলেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, সত্যবাদী ও অধ্যবসায়শীল। অপান্তরতমা সম্ভূত হইবামাত্র আদিদেব নারায়ণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্র। তোমাকে বেদ বিভাগ করিতে হইবে। নারায়ণ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, মহর্ষি অপান্তরতমা তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বেদ বিভাগ করিলেন। তখন ভগবান নারায়ণ তাঁহার বেদবিভাগ কার্য্য, তপস্যা, নিয়ম ও সংযমদ্বারা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি প্রতি-মন্বন্তরে এইরূপ জন্মলাভ করিয়া বেদবিভাগাদি কার্য্যানুষ্ঠান করিবে।

কেহই তোমাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। কলিযুগ সমাগত হইলে ভরতবংশে কৌরবনামে বিখ্যাত মহাত্মা নরপতিগণ তোমা হইতে সম্ভূত হইবে। তুমি তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত না থাকাতে তাহারা পরস্পর ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত করিয়া যমালয়ে গমন করিবে। ঐ যুগে তুমি কৃষ্ণবর্ণ, বিবিধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, জ্ঞানোপদেষ্টা ও তপস্বী হইয়া বেদ বিভাগ করিবে; কিন্তু স্বয়ং কদাপি বিষয়ানুরাগ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। ভগবান্ ভূতভাবনের প্রসাদে তোমার যে পুত্র জন্মিবে, সেই বিষয়ানুরাগপরিশূন্য হইবে। ব্রাহ্মণগণ যে বশিষ্ঠদেবকে ব্রহ্মার মানস পুত্র ও তপোধনাগ্রগণ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যাঁহার তেজঃপ্রভাবে সূর্য্যপ্রভা তিরস্কৃত হইয়াছে, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের বংশে মহাপ্রভাবসম্পন্ন পরাশর নামে মহর্ষি জন্ম গ্রহণ করিবেন। তিনি বেদের আকর ও মহাতপস্বী হইবেন। তুমি তাঁহার ঔরসে অবিবাহিতা সত্যবতীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিবে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না। এবং কিছুতেই তোমার সংশয় উপস্থিত হইবে না। তুমি তপঃপ্রভাবে অনায়াসে অতীত যুগ সমুদায় জ্ঞাত হইতে পারিবে, এবং ঐ কলিযুগ অবধি চিরকাল জীবিত থাকিয়া অসংখ্য যুগ অতিক্রান্ত হইতে দেখিবে। ঐ কলিযুগে আমি চক্র ধারণ পূর্ব্বক তোমার নেত্রগোচর হইব। তোমার যশঃসৌরভে জগৎ পরিপূর্ণ হইবে। যে মন্বন্তরে রবিসুত শনৈশ্চর সাবর্ণিমনুনামে বিখ্যাত হইবেন, সেই মন্বন্তরে তুমি মন্বাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ত্রিলোকমধ্যে যে সমুদায় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমস্তই আমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যে যেরূপ বাসনা করে, আমি অনায়াসেই তাহার সেই অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়া থাকি। ভগবান্ নারায়ণ অপান্তরতমাকে এই কথা বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে অনুমতি করিলেন।

হে শিষ্যগণ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এইরূপে নারায়ণের প্রভাবে উদ্ভূত হইয়া অপান্তরতমা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলাম। এক্ষণে বৈবস্বত মন্বন্তরে বশিষ্ঠবংশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি উৎকৃষ্ট সমাধিবলে পূর্ব্বে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। আমি তোমাদের জিজ্ঞাসানুসারে আমার পূর্ব্বজন্ম ও পরে আমার যাহা যাহা হইবে, তৎসমুদায় এই কীর্ত্তন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার নিকট আমাদের

উপাধ্যায় মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্ত এই কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আর যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

সাঙ্খ্যযোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে মহর্ষি কপিল সাঙ্খ্যের, পুরাতন পুরুষ যোগের, অপান্তরতমা বেদের, ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ মহাদেব পাশুপতধর্ম্মের, এবং ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং সমুদায় পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রণেতা। সাংখ্যযোগাদি সমুদায় শাস্ত্রেই একমাত্র নারায়ণকে উপাস্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিরা কখনই তাঁহাকে পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া অবগত হইতে পারে না। শাস্ত্রকর্ত্তা মনীষিগণ ঐ নারায়ণকেই অদ্বিতীয় পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা বেদ ও অনুমানাদি দ্বারা সন্দেহশূন্য হইয়াছেন, নারায়ণ সর্ব্বদা তাঁহাদের অন্তরে প্রকাশিত থাকেন। আর যাহারা কুতর্কনিবন্ধন সন্দিহান হয়, তাহারা কখনই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। পঞ্চরাত্রশাস্ত্রজ্ঞ একান্ত অনুরক্ত মহাত্মারা চরমে অনায়াসে নারায়ণে লীন হইয়া থাকেন। মহারাজ! মহর্ষিরা সাঙ্খ্য, যোগ ও বেদপ্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রে এই জগৎ নারায়ণময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ত্রিভুবন মধ্যে যে সমস্ত শুভাশুভ কার্য্য সংঘটিত হয়, তৎসমুদায়ই নারায়ণসম্ভূত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

একপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৫১।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! পুরুষ এক, না অনেক? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ কে? এবং সকলের উৎপত্তি স্থানই বা কে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্র পুরুষকে বহু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু আমার মতে যেমন ঘটপটাদিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাশের একমাত্র মহাকাশই কারণ, সেইরূপ পরমাত্মাই সমুদায় পুরুষের কারণরূপে অভিহিত হন। এক্ষণে আমি তপঃপরায়ণ পরম পূজনীয় মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া, কপিলাদি মহর্ষিগণ অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া সামান্য ও বিশেষাকারে যাহা কহিয়াছেন, সেই সর্ব্ববেদপ্রথিত এই সত্য বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমার গুরু মহর্ষি বেদব্যাস পুরুষের একত্বের বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই স্থলে ত্র্যম্বকব্রহ্মসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস আছে, তুমি অবহিত হইয়া, উহা শ্রবণ করিলে, এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবে।

ক্ষীরোদসাগরের মধ্যে সুবর্ণপ্রভ বৈজয়ন্ত নামে এক পর্ব্বত আছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রতিদিন ঐ পর্ব্বতে গমন করিয়া একাকী অধ্যাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিতেন। তিনি একদা তথায় সমাসীন আছেন, এমন সময়ে তাঁহার ললাটদেশসম্ভূত ভগবান্ মহেশ্বর যদৃচ্ছাক্রমে আকাশমার্গ দিয়া ঐ স্থানে আগমন করিলেন এবং অচিরাৎ ব্রহ্মার সম্মুখীন হইয়া প্রীতমনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা মহাদেবকে পদতলে নিপতিত দেখিয়া বামহস্তে তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলেন, এবং তাঁহাকে বহুকালের পর আগমন করিতে দেখিয়া প্রীতমনে কহিলেন, মহাত্মন্! কেমন, নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছ ত? এক্ষণে তোমার তপস্যা ও বেদাধ্যয়নের মঙ্গল ত!

রুদ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার তপস্যা ও বেদাধ্যয়নের মঙ্গল। সমস্ত জগৎও নির্ব্বিঘ্নে আছে। আমি ব্রহ্মলোকে আপনার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি; কিন্তু তথায় আপনার সাক্ষাৎকার না পাইয়া এই পর্ব্বতে উপনীত হইলাম। আমি আপনাকে এই নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত দেখিয়া নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি; বোধ হইতেছে যে, আপনি সামান্য কারণে এই পর্ব্বতবাস আশ্রয় করেন নাই। এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত সেই দেবাসুরসেবিত, ঋষি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিপূর্ণ ক্ষুৎপিপাসাশূন্য উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করিয়া একাকী এই পর্ব্বতে বাস করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, রুদ্র! আমি এই বৈজয়ন্ত নামক পর্ব্বতে বাস করিয়া একাগ্রচিত্তে বিরাট পুরুষকে চিন্তা করিতেছি।

তখন রুদ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি অনেক পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু আপনি যাঁহাকে চিন্তা করেন, সেই বিরাট পুরুষ কে? আমার এই বিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি তাহা ছেদন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে রুদ্র! আমি বহুপুরুষের সৃষ্টি করিয়াছি যথার্থ বটে, এবং বেদমধ্যেও ইহার প্রমাণ সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে যে একমাত্র বিরাট পুরুষকে চিন্তা করিতেছি, তিনি ঐ সমুদায় পুরুষের কারণ। ঐ সকল পুরুষেরা ঐ বিরাট হইতে সমুৎপন্ন হইয়া সাধনবলে

নির্গুণ হইতে পারিলে, সেই নির্গুণ বিশ্বব্যাপী পুরুষে প্রবিষ্ট হইতে পারেন।

—০*০—

দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৫২।

হে বৎস! পণ্ডিতগণ ভগবান্ নারায়ণকে শাশ্বত, অব্যয়, অপ্রমেয় ও সর্ব্বময় বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কি তুমি, কি আমি, কি অন্যান্য ব্যক্তি কেহই তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হন না। তিনি বুদ্ধীন্দ্রিয়সম্পন্ন শমদমাদি-শূন্য মূঢ় ব্যক্তিগণের জ্ঞানের অগোচর। ঐ নিরাকার পুরুষ সর্ব্বলোকের দেহমধ্যে অবস্থিত হইয়াও শুভাশুভ কার্য্য সমুদায়ে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। তিনি আমাদের সকলেরই অন্তরাত্মা ও সাক্ষীস্বরূপ; অথচ আমরা কেহই তাঁহাকে অবগত হইতে সমর্থ নহি। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মস্তক, ভুজ, পদ ও নাসিকাস্বরূপ। তিনি একাকী স্বেচ্ছাচারী হইয়া পরম সুখে সর্ব্ব শরীরে বিচরণ করিতেছেন। দেহরূপ ক্ষেত্র ও শুভাশুভ কর্ম্মরূপ বীজ তাঁহার বিদিত আছে; এই নিমিত্ত তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তিনি কি রূপে প্রাণীদিগের শরীর আশ্রয় ও কি রূপে উহা পরিত্যাগ করেন, তাহা কেহই অবগত হইতে পারে না। আমি সাংখ্য বিধি ও যোগবল আশ্রয় করিয়া তাঁহার তত্ত্বচিন্তায় তৎপর হইয়াছি; কিন্তু কিছুতেই সেই পরম তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে আত্ম-জ্ঞানানুসারে সেই সনাতন পুরুষের একত্ব ও মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহাপুরুষ শব্দ কেবল তাঁহাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন একমাত্র হুতাশন বিবিধরূপে প্রজ্বলিত হন, তদ্রূপ সেই একমাত্র নারায়ণ বিবিধরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যেমন একমাত্র সূর্য্য সমুদায় জগৎ প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষ হইতে সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হয়। যেমন একমাত্র বায়ু ইহলোকে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না, তদ্রূপ সেই একমাত্র নারায়ণ সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়াও নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন এবং যেমন একমাত্র সমুদ্র সমুদায় জলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষ সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান, শুভ শুভ কার্য্য এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই

নিগুণ হইয়া থাকেন। যে মহাত্মা যোগবলে সেই মনের অগোচর পরম পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইয়া ক্রমে অনিরুদ্ধের সহিত প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্নের সহিত সঙ্কর্ষণের ও সঙ্কর্ষণের সহিত বাসুদেবের একীভাব সম্পাদন পূর্ব্বক সমাধি করিতে পারেন, তিনিই সেই পরম পুরুষে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হন। যোগবেত্তা পণ্ডিতগণ সেই পরম পুরুষ পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সাংখ্যবেত্তা পণ্ডিতগণ জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ পরমাত্মাকেই নির্গুণ, সর্ব্বময় ও নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পদ্মপত্র যেরূপ সলিলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনি কর্ম্মফলে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। জীবাত্মা কখন মোক্ষপ্রাপ্ত, কখন বা বিষয়ভোগে আসক্ত হইতেছেন। তাঁহাকে লিঙ্গদেহে অধিষ্ঠিত হইয়া দেবমনুষ্যাদি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু ফলতঃ পুরুষ একমাত্র। সেই সর্ব্বপ্রকাশক পুরুষই মন্তা ও মন্তব্য, ভোক্তা ও ভোগ্য, রসাস্বাদনকর্ত্তা ও রসনীয়, ঘ্রাণকর্ত্তা ও ঘ্রেয়, স্পর্শকর্ত্তা ও স্পর্শনীয়, দ্রষ্টা ও দর্শনীয়, শ্রোতা ও শ্রবণীয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। সেই শাশ্বত অব্যয় পুরুষ হইতেই মহত্তত্ত্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকেই অনিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তিনিই সমুদায় বৈদিক কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। লোকে তাঁহারই প্রীতিসাধনার্থ কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিরা তাঁহাকেই যজ্ঞভাগ প্রদান করেন। আমি সেই নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়া তোমারে উৎপাদন করিয়াছি এবং তোমা হইতে সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণী ও সরহস্য বেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ভগবান্ নারায়ণ পরমাত্মা, জীবাত্মা, বুদ্ধি ও মন এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়া দেহমধ্যে ক্রীড়া করেন। জীবাত্মা আত্মজ্ঞানপ্রভাবে প্রতিবোধিত হইতে পারিলেই পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকেন। হে বৎস! সাংখ্যজ্ঞান ও যোগশাস্ত্রে যেরূপ পরমতত্ত্ব কীর্ত্তিত আছে, এই আমি তোমার নিকট তাহা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম।

—০*০—

ত্রিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৫৩।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! এইরূপে মহামতি বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট নারায়ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ!

অতঃপর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা ও মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে যেরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পিতামহের নিকট নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমার নিকট মঙ্গলময় মোক্ষধর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে আশ্রমবাসীদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সমস্ত আশ্রমেই স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ নানাবিধ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। যজ্ঞাদি বিবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। ধর্ম্মক্রিয়া কখন নিষ্ফল হয় না। যাঁহার যে ধর্ম্মে অভিরুচি হয়, তিনি সেই ধর্ম্মেরই বিস্তর প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক্ষণে পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা ত্রিলোকপূজিত দেবর্ষি নারদ বায়ুর ন্যায় অব্যাহত গতিপ্রভাবে ত্রিলোক পর্য্যটন করিতে করিতে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলে, দেবরাজ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া আসন প্রদান পূর্ব্বক সমীপে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষে! আপনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সাক্ষীর ন্যায় এই চরাচর বিশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছেন। আপনার কিছুই অবিদিত নাই; অতএব যদি আপনি কোন স্থানে কোন আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন, শ্রবণ বা অনুভব করিয়া থাকেন, তবে উহা কীর্ত্তন করুন। দেবরাজ ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুঃপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৫৪।

পূর্ব্বে মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাপদ্মনগরে ভাগীরথীর দক্ষিণতীরে এক অত্রিবংশসঞ্জাত সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ, ভ্রমপ্রমাদশূন্য, সত্যনিরত, সচ্চরিত্র, জিতক্রোধ, সন্তুষ্টচিত্ত, নিয়তেন্দ্রিয় এবং কুলধর্ম্মানুষ্ঠান, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে আসক্ত ছিলেন আর ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারগণের ভরণপোষণ করিতেন। ঐ সদ্বৃত্তিসম্পন্ন অকলঙ্ককুলসম্ভূত ব্রাহ্মণের বহুসংখ্যক পুত্র ছিল। কালক্রমে ঐ পুত্রেরা উপযুক্ত হইলে, ব্রাহ্মণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমধিক ব্যগ্র হইয়া

চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বেদোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম শিষ্টসমাচরিত ধর্ম্ম এই তিন প্রকার ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে; ইহার মধ্যে কোন্ প্রকার ধর্ম্ম আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর; এক্ষণে আমি কোন্ ধর্ম্মই বা আশ্রয় করিব। ব্রাহ্মণ এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বহুদিন অতি-বাহিত করিলেন; কিন্তু কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কিয়দ্দিন পরে একদা এক বিপ্র অতিথি হইয়া তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলেন। দ্বিজবর তাঁহারে দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করি-লেন। অতিথিও ব্রাহ্মণকৃত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক পরমসুখে তথায় উপবেশন করিয়া শ্রমাপনোদন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৫৫।

অনন্তর অতিথি সম্যক্‌রূপে শ্রান্তি দূর করিলে, দ্বিজবর তাঁহাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার দর্শন ও সুমিষ্টবাক্য শ্রবণে পরম সন্তোষলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনাকে মিত্রভাবে কিছু কহি-তেছি, অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ করুন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সমস্ত ভার পুত্রের উপর সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব প্রতিপাদন করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। কিন্তু আমি বিষয়পাশে বদ্ধ হইয়া উহার অনুষ্ঠানে সমর্থ হইতেছি না। যাহা হউক, আমি অতঃপর যতকাল জীবিত থাকিব, সেই বহুফলাত্মক পারলৌকিক পাথেয় সঞ্চয় করিয়াই কালাতিপাত করিব। এই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত আমার শুভ বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্ম-ময় ভেলা কোথায় পাইব? দেবতা প্রভৃতি সকলেই কর্ম্মফলপ্রভাবে একবার দেবলোকে গমন ও পুনরায় ভূলোকে আগমন করিতেছেন; যমরাজের ধ্বজপতাকাসদৃশ রোগশোকাদি সর্ব্বদা প্রজাগণমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে এবং পরিব্রাজকেরা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া আমার মন কোন ধর্ম্মেই অনুরক্ত হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আপনি বুদ্ধিবল অবলম্বন পূর্ব্বক আমারে কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপথে নিয়োগ করুন।

মহাপ্রাজ্ঞ অতিথি ধর্ম্মার্থী ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার ন্যায় আমারও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম-

লাভে অতিশয় স্পৃহা হইতেছে; কিন্তু কোন্‌টী উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া আমি নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছি। আমার সংশয় কোনমতেই দূরীভূত হয় নাই। ইহলোকে কোন কোন মহাত্মা মুক্তির ও কেহ কেহ যজ্ঞফলের বিলক্ষণ প্রশংসা করেন এবং কেহ কেহ গার্হস্থ্য, কেহ কেহ বানপ্রস্থ, কেহ কেহ রাজধর্ম্ম, কেহ কেহ জ্ঞানধর্ম্ম, কেহ কেহ গুরুশুশ্রূষাদি ধর্ম্ম ও কেহ কেহ বাক্‌সংযমকে প্রিয়তর বোধ করিয়া থাকেন। কতকগুলি বুদ্ধিমান লোক কেবল মাতা পিতার সেবা, কেহ কেহ অহিংসাধর্ম্মের অনুষ্ঠান, কেহ কেহ সত্যপ্রতিপালন, কেহ কেহ সম্মুখযুদ্ধে দেহত্যাগ, কেহ কেহ উঞ্ছব্রতসাধন এবং কেহ কেহ বেদব্রতপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিরন্তর বেদাধ্যয়ন করত স্বর্গলাভ করিয়াছেন। কোন কোন সরলস্বভাব মহাত্মা কুটিল ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সুরপুরে বিহার করিতেছেন। হে মহাত্মন্! এইরূপ বহুবিধ ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে; কিন্তু কোন্‌টি শ্রেয়, তাহা নিশ্চয় করিতে গিয়া আমার চিত্ত পবনসঞ্চালিত মেঘের ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে।

ষটপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৫৬।

ধর্ম্ম এই প্রকার অত্যন্ত দুরবগাহ। এক্ষণে আমার গুরুদেব আমারে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বসৃষ্টিসময়ে যে স্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; যে স্থানে দেবগণ একত্র হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যে স্থানে মান্ধাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই গোমতীতীরস্থিত নৈমিষারণ্যে একটী নাগপুর আছে। ঐ পুরমধ্যে পদ্মনাভ নামে বিখ্যাত এক ধর্ম্মশীল মহানাগ বাস করিয়া থাকেন। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিগণের হিতসাধন করেন এবং তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা দুষ্ট দমন ও শিষ্ট প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ঐ নাগ সৎকুলসঞ্জাত, বুদ্ধিশাস্ত্রবিশারদ, অভীষ্টগুণসম্পন্ন, জলের ন্যায় নির্ম্মল, অধ্যয়ননিরত, অতিথিপ্রিয়, তপ ও দমগুণসম্পন্ন, সচ্চরিত্র, যাজ্ঞিক, দাতা, ক্ষমাশীল, সত্যবাদী, অসূয়াশূন্য অনুকূলবাদী, নিত্যসন্তুষ্ট এবং কার্য্যাকার্য্যবিচারক্ষম। তিনি অতিথিপ্রভৃতি সকলের আহারাবসানে স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনি তাঁহার

নিকট গমন করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন তিনি আপনাকে যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই।

সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৫৭।

দ্বিজবর অতিথির এই কথা শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করত তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন! ভারপীড়িত ব্যক্তির ভারাবতরণ, পথশ্রান্তের শয়ন, দণ্ডায়মান ব্যক্তির আসন, তৃষ্ণার্ত্তের পানীয়, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন, অতিথির প্রকৃত সময়ে অভীষ্টভোজন, পুত্রার্থী বৃদ্ধের পুত্র ও মনঃকল্পিত প্রীতিকর বস্তুর দর্শন লাভ যেমন নিতান্ত সন্তোষজনক হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার বাক্য আমার যার পর নাই প্রীতিকর হইয়াছে। একণে আপনি যাহা কহিলেন, আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব। ঐ দেখুন, সূর্য্যদেব স্বীয় করজাল সঙ্কুচিত করিয়া অস্তগিরি-গমন করিতেছেন; রজনী প্রায় আগত হইল। অতএব আপনি এই রাত্রি আমার আবাসে অতিবাহিত করুন। প্রাতঃকালে গমন করিবেন।

অতিথি সেই ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তৎপ্রদত্ত আতিথ্যসৎকার গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মের কথোপকথন করিতে করিতে দিবসের ন্যায় পরম সুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাত হইবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার আবাস হইতে বহির্গত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও স্বজনগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথির উপদেশানুসারে সেই সেই নাগরাজের আলয়ে গমন করিবার জন্য স্বীয় আলয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৈমিষাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৫৮।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ বিচিত্র অরণ্য, তীর্থ ও সরোবর সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক এক মহর্ষির আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে সেই নাগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে মহর্ষি তাঁহার প্রতি

সদয় হইয়া তাঁহার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ পরম প্রীত হইয়া সেই নাগালয়ে উপনীত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে তাঁহারে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নাগরাজ আপনার আলয়ে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার ধর্ম্মবৎসলা পতিপরায়ণা পত্নী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা ও তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমারে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

তখন সেই ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবী! তুমি যথোচিত সৎকার ও মধুর বাক্য প্রয়োগ দ্বারা আমার শ্রান্তি দূর করিয়াছ। এক্ষণে তোমার নিকট আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। মহাত্মা নাগরাজকে দর্শন করিবার জন্যই আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। তাঁহাকে দর্শন করিলেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্তই আজি আমি তোমাদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়াছি।

তখন নাগপত্নী কহিলেন, ভগবন্! আমার পতিকে এক বৎসরের মধ্যে এক মাস সূর্য্যের রথ বহন করিতে হয়। এক্ষণে তিনি সেই নিয়মানুসারে আদিত্যের রথ বহন করিতে গমন করিয়াছেন। আপনি পঞ্চদশ দিন এখানে অবস্থান করুন, নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারিবেন। এই আমি আপনার নিকট আমার ভর্ত্তার বিদেশগমনের কারণ কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আপনি আমারে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

তখন ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পতিব্রতে! আমি নাগরাজের দর্শনলাভের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি; সুতরাং অবশ্যই আমারে তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষা করিতে হইবে। আমি তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষায় এই গোমতীতীরে নিরাহারে অবস্থান করিব। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, তুমি তাঁহার নিকট আমার আগমনের বিষয় কীর্ত্তন করিতে বিস্মৃত হইও না। ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে বারম্বার এই কথা বলিয়া গোমতীতীরে গমন পূর্ব্বক নিরাহারে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

উনষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৫৯।

অনন্তর সেই অতিথিপরায়ণ নাগরাজের ভার্য্যা, বন্ধু বান্ধব ও ভ্রাতৃগণ সেই ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি গোমতীতীরবর্ত্তী বিজনপ্রদেশে সমাসীন হইয়া অনাহারে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণের যথোচিত পূজা করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ছয় দিন হইল, এইস্থানে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপি কিছুমাত্র আহার করিলেন না। আমরা গৃহস্থ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি; সুতরাং অতিথিসৎকারই আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম। এক্ষণে যখন আপনি আমাদিগের অধিকারে অবস্থান করিতেছেন এবং যখন আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমাদের প্রদত্ত জলপান এবং ফল, মূল, পত্র বা অন্ন ভোজন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বনে অনাহারে অবস্থান করিয়া আমাদিগের আবাল বৃদ্ধ সমুদায় পরিবারকে অধর্ম্মে লিপ্ত করা আপনার কখনই উচিত নহে। আমাদিগের বংশে কেহ কখন ব্রহ্মহত্যা করে নাই; কাহারও সন্তান জন্মগ্রহণমাত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় নাই এবং দেবগণের পূজা, অতিথি ও বন্ধুবর্গের ভোজন না হইতে কেহ কখন অন্ন গ্রহণ করে নাই।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নাগগণ! আপনাদের প্রযত্নেই আমার আহার করা হইয়াছে। নাগরাজের আগমন করিবার আর আট দিন অবশিষ্ট আছে, যদি আট দিন পরে সেই পন্নগরাজ আগমন না করেন, তাহা হইলে, আমি নিশ্চয়ই আহার করিব। তাঁহার আগমনের নিমিত্তই আমি এই কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি। তোমরা অনুতাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাস্থানে গমন কর। আমার এই ব্রতের বিঘ্নসাধন করা তোমাদের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, নাগগণ তাঁহার অধ্যবসায় জ্ঞাত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া দুঃখিতচিত্তে স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন।

ষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৬০।

অনন্তর নিয়মিত কাল পূর্ণ হইলে, নাগরাজ কৃতকার্য্য ও আদিত্যকর্ত্তৃক সমনুজ্ঞাত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পত্নী তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদ প্রক্ষালনের নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। পন্নগরাজ

পতিব্রতা পত্নীকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বে যেরূপ নিয়মে দেবতা ও অতিথিদিগকে পূজা করিতে আদেশ করিয়াছি, তুমি সেইরূপ করিয়াছ ত? আমি এস্থান হইতে প্রস্থান করিলে, তুমি স্ত্রীবুদ্ধিনিবন্ধন কাতর হইয়া ধর্ম্মপ্রতিপালনে শৈথিল্য প্রকাশ পূর্ব্বক ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হও নাই ত?

তখন নাগপত্নী কহিলেন, নাথ! গুরুশুশ্রূষা শিষ্যগণের, বেদাভ্যাস ব্রাহ্মণের, প্রভুবাক্য প্রতিপালন ভৃত্যের, প্রজাশাসন নরপতির, বিপন্ন ব্যক্তির পরিত্রাণ ক্ষত্রিয়ের, যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অতিথিসেবা বৈশ্যের, ত্রিবর্ণশুশ্রূষা শূদ্রের, সর্ব্বভূতহিতৈষিতা গৃহস্থের, পরিমিতাহার, যথাবিধি ব্রতানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়সংযমসমুদায় বর্ণের, আমি কাহার, কোথা হইতেই বা উদ্ভূত হইলাম, আমার সহিতই বা কাহার সম্বন্ধ আছে, এই-রূপ চিন্তা করা মোক্ষাশ্রমীর এবং পাতিব্রত্য স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে নাগরাজ! আপনি স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া আমারে যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হইয়াছি। অতএব কি জন্য আমি সৎপথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে পদার্পণ করিব। আমি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর দেবপূজা ও অতিথিসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছি। আজি পঞ্চদশ দিন হইল, এক ব্রাহ্মণ কোন কার্য্যোপলক্ষে এ স্থানে আগমন করিয়াছেন। তিনি কোনরূপেই আমার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি আপনার প্রত্যাগমনপ্রতীক্ষায় গোমতীতীরে কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন ঐ মহাত্মা গমনকালে আপনি গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র আপনাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে কহিয়া গিয়াছেন। আমিও তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে সত্বরে গোমতীতীরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য।

একষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।৩৬১।

পন্নগরাজ স্বীয় পত্নীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া কি অবধারণ করিয়াছ; তিনি কি মনুষ্য না কোন দেবতা মানবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমাগত হইয়াছেন। আমার বোধ হয়, তিনি মনুষ্য নহেন। কারণ, মনুষ্য

নিকট গমন করিতে আজ্ঞা করিতে পারে না। দেবতা, অসুর ও দেবর্ষিগণের অপেক্ষা নাগ সমুদায় মহাবল পরাক্রান্ত, সমধিক বরদ ও বন্দনীয়। মনুষ্যেরা কখনই আমাদিগের দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

তখন নাগভার্য্যা কহিলেন, নাথ! আমি সেই ব্রাহ্মণের সরলতা দর্শনে অবগত হইয়াছি যে, তিনি কখনই দেবতা নহেন। তিনি আপনার একান্ত ভক্ত। তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে জলাভিলাষী চাতকের ন্যায় আপনার দর্শনাভিলাষে কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। জগদীশ্বর করুন যেন, আপনার অদর্শননিবন্ধন তাঁহার কোন অমঙ্গল উপস্থিত না হয়। সদ্বংশজাত কোন ব্যক্তিই অতিথির প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন না। অতএব নৈসর্গিক রোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আজি যেন সেই ব্রাহ্মণের আশা উন্মূলিত করিয়া আপনাকে ক্লেশে নিপতিত হইতে না হয়। রাজা বা রাজপুত্র যদি আশাযুক্ত ব্যক্তিগণের আশা পরিপূরণ পূর্ব্বক নেত্রজল পরিমার্জ্জন না করেন তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। মৌনদ্বারা জ্ঞানলাভ, দানদ্বারা যশোলাভ এবং সত্যবাক্য দ্বারা বাগ্মীতা ও পরলোকে সম্মানলাভ হইয়া থাকে। ভূমি দান করিলে, পুণ্যাশ্রমবাসীদিগের তুল্য সদ্গতি ও ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জন করিলে, শুভফল লাভ হয়। আত্মহিতকর ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, কদাচ নরকগামী হইতে হয় না।

নাগরাজ কহিলেন, প্রিয়ে! আমার জাতিনিবন্ধন কিছুমাত্র অভিমান নাই। অন্যান্য ভুজঙ্গমের ন্যায় আমি কখনই ক্রোধে অজ্ঞান হই না। আমার যে নৈসর্গিক অল্পমাত্র ক্রোধ ছিল, তাহাও এক্ষণে তোমার বাক্যানলে দগ্ধ হইয়াছে। ক্রোধের ন্যায় শত্রু আর কেহই নাই। দেখ, ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবলপ্রতাপ দশানন রোষপরবশ হইয়া রামচন্দ্রের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। ইন্দ্রসমপরাক্রম কার্ত্তবীর্য্য, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম অন্তঃপুরমধ্যস্থিত কামধেনু প্রত্যাহরণ করিয়াছেন শুনিয়া রোষভরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পুত্রগণের সহিত শমনভবনে গমন করিয়াছেন! এক্ষণে আমি তোমার বাক্যশ্রবণে শ্রেয়োনাশক তপস্যার প্রধান শত্রু ক্রোধকে এককালে পরিত্যাগ করিয়াছি। আজি তুমি আমার যৎপরোনাস্তি উপকারসাধন করিলে। এক্ষণে তোমার সদৃশ ভার্য্যা লাভ করিয়া আমি আপনাকে শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। অতঃপর আমি গোমতীতীরে সেই ব্রাহ্মণের নিকট চলি-

লাম। আমি অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিব। তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইয়া গমন করিতে পারিবেন।

দ্বিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৬২।

অনন্তর পন্নগরাজ, ব্রাহ্মণ কোন্ কার্য্যানুরোধে আগমন করিয়াছিলেন, মনে মনে ইহাই আন্দোলন করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানার্থ গোমতীতীর্থে যাত্রা করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে তথায় উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্ব্বক মধুরবাক্যে কহিলেন, তপোধন! আপনি ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক আপনার এস্থানে আগমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করুন। আপনি এই নির্জ্জন গোমতীতীরে কাহার উপাসনা করিতেছেন?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্! আমার নাম ধর্ম্মারণ্য। আমি কোন কার্য্যানুরোধে নাগরাজ পদ্মনাভের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি তাঁহার গৃহে গমন পূর্ব্বক শুনিলাম তিনি সূর্য্যসমীপে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে কৃষক যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেই রূপ আমি তাঁহার অপেক্ষা করিতেছি এবং যোগাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহারই ক্লেশ ও অমঙ্গল নিবারণের নিমিত্ত বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তখন নাগরাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সচ্চরিত্র ও সজ্জনবৎসল। সেই নাগের প্রতি যথার্থই আপনার যথেষ্ট স্নেহ আছে। এক্ষণে আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, আমিই সেই নাগ। অতএব আপনি ইচ্ছানুরূপ আজ্ঞা করুন; আমি আপনার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। আমি পরিবারগণের মুখে আপনার গোমতীতীরে আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি বিশ্বস্তচিত্তে আমারে কোন কার্য্যে নিয়োগ করুন। আমি অবশ্যই তাহা সংসাধন করিব। আপনি যখন আপনার হিত পরিত্যাগ করিয়া আমার স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই আপনার গুণগ্রামে প্রীত হইলাম।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগেন্দ্র! আমি আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এই স্থানে আগমন করিয়া আপনার দর্শনলাভপ্রত্যাশায় অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে আমি পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; সংসারে আমার তাদৃশ অনুরাগ বা বিরাগ নাই। আপনি শশধর-

করসঙ্কাশ আত্মপ্রকাশিত যশোরাশি দ্বারা আপনারে প্রখ্যাত করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার সূর্য্যলোকগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনাকে একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনি অগ্রে সেই বিষয়ের উত্তর প্রদান করিলে, পশ্চাৎ আমি যে জন্য এখানে আসিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিব।

ত্রিষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৬৩।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্যের একচক্র রথ বহন করিতে গমন করিয়া থাকেন। যদি তথায় কোন অদ্ভুত বস্তু আপনার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

নাগ কহিলেন, ব্রহ্মন! ভগবান্ সূর্য্যদেব বিবিধ অদ্ভুত পদার্থের আস্পদ। তাঁহা হইতে ভূত সমুদায় নির্গত হইয়াছে। তাঁহা হইতে সমীরণ নিঃসৃত হইয়া তাঁহারই রশ্মি আশ্রয় পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে সঞ্চরণ করিতেছেন। সূর্য্যদেব সেই সমীরণকে পুরোবাতাদিরূপে পরিণত করিয়া প্রজাগণের হিতসাধনার্থ বর্ষাকালে জলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিহঙ্গমগণ যেমন বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়া বাস করে, সেইরূপ উহাঁর রশ্মিজালে দেবগণ ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ বাস করিতেছেন। পরমাত্মা উহাঁর মণ্ডলমধ্যে তেজঃপুঞ্জে প্রদীপ্ত হইয়া লোকসকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। উহাঁর শুক্রনামে কৃষ্ণবর্ণ একটি রশ্মি আছে। ঐ রশ্মি মেঘরূপে নভোমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়া বর্ষাকালে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। সূর্য্যদেব বর্ষাকালে পৃথিবীতে যে জল বর্ষণ করেন, আটমাস কিরণজালদ্বারা তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি বীজ উৎপাদন ও পৃথিবী প্রতিপালন করিতেছেন। অনাদিনিধন স্বয়ং নারায়ণ তাঁহাতে বাস করিয়া রহিয়াছেন। আমি নির্ম্মল নভোমণ্ডলে সূর্য্যের সন্নিহিত থাকিয়া এই সমুদায় অপেক্ষা আর একটী যে অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাও শ্রবণ করুন। একদা মধ্যাহ্নকালে দিবাকর কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক লোকসকলকে সন্তপ্ত করিতেছেন, এমন সময় আদিত্যের ন্যায় এক তেজঃপুঞ্জকলেবর পুরুষ আমাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। ঐ পুরুষ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোক সকলকে উদ্ভাসন পূর্ব্বক গগনতল বিদীর্ণ করিয়াই যেন সূর্য্যাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পুরুষ উপস্থিত হইবামাত্র সূর্য্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত হস্তদ্বয় প্রসারিত

করিলে, তিনিও দিনকরের সম্মানরক্ষার্থ স্বীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। তৎপরে তিনি গগনতল ভেদ করিয়া সূর্য্যের রশ্মিমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সূর্য্যের সহিত তাঁহার আর কিছুমাত্র বিভিন্নতা দৃষ্ট হইল না। ঐ সময় ঐ উভয়ের মধ্যে কে সূর্য্য, তদ্বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। অনন্তর আমরা সূর্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ভগবন্! এই যে পুরুষ নভোমণ্ডলে আগমন করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইয়েছেন, ইনি কে?

চতুঃষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৬৪।

আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সূর্য্য কহিলেন, তোমরা এই যে তেজঃপুঞ্জকলেবর পুরুষকে অবলোকন করিতেছ, ইনি দেবতা, অগ্নি, সর্প বা অসুর নহেন। ইনি একজন উঞ্ছবৃত্তিব্রতসিদ্ধ মহর্ষি। ইনি উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ফল, মূল, শীর্ণ পত্র ও বায়ু ভক্ষণ এবং জলপান, উঞ্ছবৃত্তি ব্রতধারণ, স্বর্গফলকামনা ও সংহিতাপাঠ দ্বারা মহাদেবের প্রীতিসাধন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ অতিশয় নিরীহ ও সর্ব্বভূতহিতৈষী। যাঁহারা সদ্গতি লাভ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে আগমন করেন, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও পন্নগমধ্যে কেহই তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন না।

হে ব্রাহ্মন্! আমি সূর্য্যের নিকট অবস্থান করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়াছি। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অদ্যাপি সূর্য্যের সহিত সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন।

—*—

পঞ্চষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৬৫।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভুজগরাজ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা নিশ্চয়ই অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমি আমি আপনার অর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সৎপথ অবগত হইতে পারিলাম। আমার যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ হইল। এক্ষণে আপনার মঙ্গললাভ হউক; আমি প্রস্থান করিলাম। আপনি ভৃত্য প্রেরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে আমার তত্ত্ব করিবেন।

নাগ কহিলেন, ভগবন্! স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া এখান

হইতে গমন করা আপনার উচিত নহে আপনি যে জন্য এখানে আগমন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করুন! আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন হইলেই আপনি আমারে সম্ভাষণ করিয়া প্রস্থান করিবেন। এক্ষণে আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রণয়সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট পথিকের ন্যায় উদাসীনভাবে কেবল আমারে দর্শন করিয়াই গমন করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমার প্রতি আপনার যে প্রকার ভক্তি, আপনার প্রতিও আমার তদ্রূপ ভক্তি আছে, সন্দেহ নাই। যখন আমার সহিত আপনার মিত্রতা জন্মিয়াছে, তখন আমার ভবনে অবস্থান করিতে আপনার আশঙ্কা কি? আপনাতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। আমার সমুদায় পরিবারই আপনার অধিকৃত।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা যথার্থ বটে; দেবতারা আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। যখন কি আপনি, কি আমি, কি অন্যান্য প্রাণিগণ সকলকেই একমাত্র পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, তখন আপনাতে ও আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বে আমি পুণ্যসঞ্চয়ের উপায় স্থির করিতে অসমর্থ ছিলাম, আপনার প্রসাদে তদ্বিষয়ে সমর্থ হইয়াছি। এক্ষণে আপনি পরম সুখে কালযাপন করুন, আমি প্রস্থান করিলাম। অতঃপর আমি নিশ্চয়ই পরমার্থলাভের প্রধান সাধন উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিব।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৬৬।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সেই ব্রাহ্মণনাগরাজকে এই প্রকারে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিয়া দীক্ষালাভের মানসে ভৃগুনন্দন চ্যবনের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। মহামতি চ্যবন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তি-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া সংযম ও নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ মহর্ষি চ্যবন জনকের আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট ঐ উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করেন। পরে নারদ দেবরাজ ইন্দ্রকে ও দেবরাজ ব্রাহ্মণগণকে ঐ বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন। পরশুরামের সহিত আমার যখন যুদ্ধ উপ-